গিরিশ-গ্রন্থাবলী

দশম ভাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত
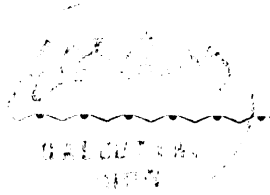
কলিকাতা, বাগবাজার, ১৩ নং বসুপাড়া লেন,
'গিরিশ-ভবন' হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ফাল্গুন,—১৩৩৭ সাল

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
"গিরিশ-ভবন"
১৩নং বসুপাড়া লেন—কলিকাতা।

N.B.S.
Acc. No. 5620
Date 15.2.92
Item No. B/B 3397
Don. by

প্রাপ্তি-স্থান—

'গিরিশ-ভবন'—১৩নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ্ প্রেস্
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲

২। ভ্রান্তি (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲

৩। বলিদান (সামাজিক নাটক) ১৲

৪। গৃহলক্ষ্মী (ঐ) ১৲

৫। শাস্তি কি শান্তি? (ঐ) ১৲

৬। জনা (পৌরাণিক নাটক) ১৲

৭। শঙ্করাচার্য্য (ঐ) ১৲

৮। বুদ্ধদেব-চরিত (ঐ) ১৲

৯। তপোবল (ঐ) ১৲

১০। পাণ্ডব-গৌরব (ঐ) ১৲

১১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐ) ১৲

১২। ভ্রান্তি (অলৌকিক নাটক) ১৲

১৩। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্দ্ররচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ১৲ অবাঁধাই ৷৵০

১৪। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (প্রেম ও বৈরাগ্য-মূলক নাটক) ১৲

১৫। মনের মতন (মিলনান্ত নাটক) ৸০

১৬। বাসর (ঐ) ৷০

১৭। আবুহোসেন (গীতি-নাট্য) ।৵০

১৮। মণিহরণ (ঐ) ।০

১৯। দেলদার (ঐ) ।৵

২০। আলাদিন (ঐ) ।০

২১। বেল্লিক-বাজার (প্রহসন) ।৵০

২২। আয়না (ঐ) ।০

২৩। ম্যাল্লাসা-কা-ত্যায়সা (ঐ) ।৵০

২৪। ছুটাকা (নূতন প্রকাশিত প্রহসন) ।৵০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। মেঘনাদ বধ (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটিকাকারে গঠিত মাইকেলের মহাকাব্য) ৸০

২। নাক্‌মারী (সামাজিক প্রহসন) ৷৵০

৩। ওলোট-পালোট (ঐ) ৵০

৪। চাঁদে-চাঁদে (গীতিনাট্য) ।০

৫। শিব-চতুর্দ্দশী (ঐ) ৵০

নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৵০

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

এই চিত্তরঞ্জক রসাল গল্পের বহি।—সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

"পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি; পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" বসুমতী (৬ই পৌষ, ১৩৩০)

"Being the only mentionable biographer of our late great actor-dramatist Girish Chandra Ghosh the author needs no introduction to our readers. In the present volume he has brought in existence a long-felt desideration of the Bengali literature in as much as the treatise supplies us with so many touches of light wit and rippling humour our social life is badly wanting in."

Forward (6th March, 1924.)

"রঙ্গ-রস এখন একরকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশবাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জিনিষ হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।" রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

(ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩০)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বলিদান

(সামাজিক নাটক)

[১৩১১ সাল, ২৬শে চৈত্র, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

পণ্ডিতপ্রবর মাননীয়

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

সহৃদয়েষু—

মহোদয়,

এই নাটকখানি মহাশয়ের আদেশে রচিত। পরীক্ষার্থে সবিনয়ে মহাশয়কে অর্পণ করিলাম। কঠিন পরীক্ষা। পঠদ্দশায়, উচ্চ প্রতিভায়, সহযোগিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার-পরীক্ষায়, উত্তরোত্তর নিজ গৌরব বর্দ্ধন পূর্ব্বক বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের উৎসাহবর্দ্ধন মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ। যৌবনাবস্থায়, রঙ্গমঞ্চ হইতে "নিমচাঁদ" রূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, মহাশয়ের প্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অনুকম্পাভাজন। সেই অনুকম্পাই, এস্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থীর অবস্থায়, মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত—

অনুগত

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্র

পুরুষ

করুণাময় বসু ... গৃহস্থ ভদ্রলোক।
রূপচাঁদ মিত্র ... জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
দুলালচাঁদ ... ঐ চরিত্রহীন আহ্লাদে পুত্র।
মোহিতমোহন মিত্র ... করুণাময়ের বড় জামাতা।
ধনশ্যাম [illegible] ... করুণাময়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী।
কিশোর ... ধনশ্যামের পুত্র।
[illegible] ... ঘটক।
রমানাথ ... মোহিতের দূরসম্পর্কীয় মাতুল।
নলিন ... করুণাময়ের পুত্র।
মুকুন্দলাল সরকার ... করুণাময়ের মধ্যম জামাতা।
মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক ... মুকুন্দলালের প্রথমপক্ষের পুত্রদ্বয়।
রামলাল ... ধনশ্যামের জামাতা
(ভাবিনীর স্বামী)

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ, উকীল, ইন্স্পেক্টার, জমাদার, পুরোহিত, মুদী, গোয়ালা, সন্দেশওয়ালা, শালওয়ালা, বেলিফ, পানওয়ালা, হাড়ে, ছদ্মবেশী অন্ধ ও খঞ্জ, পরামাণিক, পাহারাওয়ালাগণ, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, উড়ে বেহারাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সরস্বতী ... করুণাময়ের স্ত্রী।
যশোমতী ... রূপচাঁদ মিত্রের স্ত্রী।
রাজলক্ষ্মী ... ধনশ্যামের স্ত্রী।
জোবি পাগলী ... রমানাথের অপরিচিতা স্ত্রী।
মাতঙ্গিনী ... মোহিতমোহনের মাতা।
কিরণময়ী ... করুণাময়ের প্রথমা কন্যা।
হিরণ্ময়ী ... ঐ দ্বিতীয়া কন্যা।
জ্যোতিৰ্ম্ময়ী ... ঐ তৃতীয়া কন্যা।
ভাবিনী ... ধনশ্যামের কন্যা।

প্রতিবেশিনীগণ, রামা ঘটকী, ঝিগণ, কলুবউ, গোয়ালিনী, নীচজাতীয়া স্ত্রীগণ, ছদ্মবেশিনী বিধবা ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুর-সংলগ্ন বহির্ব্বাটীর ঘর

করুণাময় ও সরস্বতী।

সরস্বতী। এখন কেমন আছ?

করুণাময়। ভাল, কিরণ কোথা?

সর। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস ক'রেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তারে একটু শুতে ব'লেছি; যাবে না, আমি তারে জোর ক'রে পাঠিয়েছি।

করুণা। কিরণ আমায় বাতাস ক'চ্ছিল, আমি কি ক'রেছি জান?

সর। কাল তোমার বড্ড অসুখ গিয়েছে, সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ ক'রেছ।

করুণা। আমি বাপ হ'য়ে তার মৃত্যু-কামনা ক'রেছি।

সর। ছিঃ ছিঃ—ও কথা মুখে এনো না। কিরণকে তুমি যা ভালবাস, আমি তা বাসি না।

করুণা। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, সত্যই মৃত্যু-কামনা ক'রেছি। কিরণ আমাদের শত্রু, কিরণ হ'তে সর্ব্বনাশ হবে। ওঃ, কন্যাদায়—কন্যাদায়! গৃহস্থ-ঘরে কি সর্ব্বনাশ!

সর। তুমি কেন আর অত ভাব্‌ছ, বর কি আর জুট্‌বে না?

করুণা। ওঃ, কি চমৎকার! যে কিরণকে আফিসে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনে হ'তো, ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, যে কাছে না ব'স্‌লে আমার খাওয়া হ'তো না, যার প্রফুল্ল মুখ দেখে আমার সাধ মিট্‌তো না, সেই কিরণ সাম্‌নে এলে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।

সর। হ্যাগা, তোমার সব বাওচাল্লি! তুমি অত ভাব কেন? মেয়ে কি কারো হয় না? বর কি আর জুট্‌বে না?

করুণা। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহ-পুত্তলি মেয়ে

আর কার আছে? আহা! কিরণ আমা ভিন্ন জানে না। এই বালিকা, আমার একটু অসুখ দেখে সমস্ত রাত বাতাস ক'রেছে, আমার মুখ ভার দেখ্‌লে কিরণের চোখে জল আসে, সেই কিরণকে আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেব! ওঃ, তুনিয়ায় টাকাই সর্ব্বস্ব! হায় হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা চলন হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন? ধর্ম্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উত্থাপন হ'লে নাক সেট্‌কান, এদিকে যে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ, তা দেখেন না! ওঃ, কিরণ আমার কণ্টক হ'লো!

সর। অত ভাব্‌ছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, তেম্‌নি ঘর-বর দেখে সম্বন্ধ করো। গেরস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়া-শুনা করে, কাণা খোঁড়া না হয়, তা হ'লেই হ'ল।

করুণা। গেরস্থ ঘর, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়া-শুনা করে, কাণা খোঁড়া নয়, তার দর জানো? পাঁচ হাজার টাকা! আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

সর। হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা! মেয়ের বিয়ে কেউ আর দিচ্ছে না—নয়?

করুণা। তুমি ও বিয়ে দিতে চাও—দাও। ঘটক তিন চারিটি সম্বন্ধ এনেছে।

সর। তা বেশ, ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটী দাওনা।

করুণা। আগে সম্বন্ধটাই শোন। প্রথমটির বাপের আড়াই কাঠা জমীর উপর একখানি বাড়ী। শুন্‌তে পাই, সেই বাড়ী বাঁধা দিয়ে হু'খানি ঘর তুলেছে। আঠার বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসান আর সখের থিয়েটার করেন। তাঁর দর হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ি-ঘড়ীর চেন,— তিন হাজার টাকার ধাক্কা। আর একটী ছেলের বাড়ী-ঘর-দোর নেই, কল্‌কাতায় বোনের বাড়ী এসে পড়া-শুনা ক'রছে, এখনও একটা পাশ করে নাই, তাঁরও খাঁই হু'হাজার টাকার কম নয়। আর একজনের বাপ চীনেবাজারের মহুরী, শুন্‌তে পাই, দেশে বাড়ী-ঘর-দোর আছে, কল্‌কাতায় হু'খানি ঘর ভাড়া ক'রে বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিনকতক বাদে বাপের সঙ্গে চীনেবাজারে বেরোবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরিজি পড়া-শুনো হয় নাই। এও ওজন-দরে সোণা চাই, ঘড়ি-ঘড়ীর চেন চাই।' আর একজনের বাপ কোন্ হৌসে চাকরি ক'র্ত্তেন, চোর বদ্‌নাম নিয়ে বাড়ীতে ব'সে আছেন। ছেলে হু'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছেন, হ্যাণ্ডনোটের দালালি করেন, মাসের মধ্যে পনের দিন বাড়ী থাকেন না। তাঁর বে ক'র্‌তে বড় ইচ্ছা নাই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা ক'রে আর ক'নের বাপের মাথা কিনে বে ক'র্‌তে রাজী হ'তে পারেন। এখন দেখ,—কোন্ পাত্র পছন্দ ক'র্‌বে?

সর। হ্যাঁ গা, তা ঘরে ঘরে তো এই বিপদ, কেউ কোন উপায় করে না? এই যে কত সভা করে কত কি করে, যাতে লোকের জাত-কুল রক্ষা হয়, এমন কিছু কেউ করে না?

করুণা। যার ছেলে আছে, সে দাঁও ক'সে ব'সে আছে; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে, আর তার ঘরের গিন্নী, তোমার মত বলে, "হ্যাঁ গা, এর উপায় কেউ করে না গা?" যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে'তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন,—"আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজ্‌ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়্‌বে। যিনি সভায় হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা ক'রেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলুম, তাতে তিনি আমার সঙ্গে তিন দিন দেখা করেন নাই।

সর। দেখ, দোজপক্ষের বর দেখ, এমন তো সব দিচ্ছে।

করুণা। সেও বরের একটু কম বয়স হ'লে ছোট খাঁই নয়। তবে তুটি তিনটি ছেলে থাকে, বয়স ঢল্‌কে থাকে, মাইনে হাতে মাগ্‌তে না কুলোয়, এমন বরকে দিতে চাও তো শ পাঁচেক টাকাতে হয়।

সর। না, ঘটকগুলো কোন কর্ম্মের নয়; আমি বিন্দী ঘট্‌কীকে ডাকাচ্ছি। এই যে সরকারদের মেয়ের বে দিলে; কি ন'শো পঞ্চাশ লাগ্‌লো?

করুণা। বে'র ছ'মাস পেরোয় নাই, বর ক্যাস ভেঙ্গে জেলে গিয়েছেন, তা তো জান? মেয়েটি এখন গলায় প'ড়েছে।

সর। ও অদৃষ্টের কথা।

করুণা। অদৃষ্টের কথাই বটে, যখন মেয়ে বিইয়েছ, তখন আমাদের সকলেরই পোড়া অদৃষ্ট। উমানাথের সম্বন্ধ শুনে রাগ ক'রেছিলুম, কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল।

সর। কি সম্বন্ধ শুনি?

করুণা। শুনবে আর কি, তোমাদের পাড়ার হরবিলাস মিত্রের সঙ্গে সে কিরণের বে দিতে বলে।

সর। ও মা, সেই তেজপক্ষের ঘাটের মড়া! বলে কি গো! আজ মেয়ের বে দিয়ে আন্‌বো, কাল মেয়ের হবিষ্যির মালসা চড়াব!

করুণা। গিন্নি, অমন নাক সিটকো না। সে যা ব'লে গেছে, খুব ন্যায্যই ব'লে গেছে। এই বাড়ীখানা আর তোমার গায়ের দু'খানা গয়না, এই না বর মনে ধ'চ্ছে না, পাঁচটা খোঁজাখুঁজি ক'চ্ছ!

সর। হ্যাঁগা, তুমি ও কথা মুখে আন্‌চো কি করে?

করুণা। গিন্নি, বড় দুঃখেই মুখে আন্‌ছি। কিরণ যখন পেটে, আমি বন্ধু-বান্ধবদের ব'লতুম, যদি মেয়ে হয় তো খাওয়াব, ছেলে হ'লে খাওয়াব না। গলাবাজি ক'রে তর্ক ক'রেছি, ছেলে-মেয়েয় প্রভেদ কি? কি প্রভেদ—তা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি!

নেপথ্যে কালীঘটক। বোস্‌জা ম'শায় বাড়ী আছেন?

করুণা। এসো, উপরেই এসো।

সর। কালী ঘটক বুঝি?

করুণা। হাঁ, দোরের পাশ থেকে শোনো না, বরের বাজার কেমন।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(কালীঘটকের প্রবেশ)

কালী। বোস্‌জা ম'শায়, তোমার আজ সুপ্রভাত! আপনি যেমন চান, তেমনটি ঠিক ক'রে এসেছি। এখন আমায় বিদেয় কি ক'র্‌বেন বলুন?

করুণা। কি সম্বন্ধটাই শুনি।

কালী। ছেলে কালেজে প'ড়্‌ছে, এন্‌ট্রেন্সে জলপানি পেয়েছে। দোষের মধ্যে বাপ নাই। দেখ্‌তে কার্ত্তিক, দু'টি ভাই। নিজে চাপা ছিল, বিষয়-আশয় যা ক'রে গেছে, তাতে তিন পুরুষ চাক্‌রী না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে। বাড়ী, ঘর, ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী, কোম্পানীর কাগজ। আর মাগীর তিন সুট জড়োয়া গয়না, একখানি বেচে নি, বলে, 'দু'বউ সাজিয়ে ঘরে তুল্‌বো।'

করুণা। এখন কামড় কি রকম বল?

কালী। না, সে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার মুখে মেয়েটির কথা শুনেই মাগী ঢ'লে প'ড়েছে। বলে, 'তাঁর ঝি-জামাই, তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন।' আমি তিন হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

করুণা। কালী ঠাকুর, তিন হাজার টাকা যে আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

কালী। বোসজা ম'শায়, বলেন কি? বর বাঁধা রোস্‌নাই ক'রে আস্‌বে, সে মজ্‌লিসে এক রকম সাজিয়ে-গুজিয়ে তো আপনাকে মেয়ে বার ক'র্‌তে হবে। আমি ব'ল্‌ছি, এ সম্বন্ধ ছাড়বেন না। যেমন ক'রে হয়, ধার-ধোর ক'রে মেয়েটিকে দেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আপনার ঝি-জামাই বেঁচে থাকলে আর দুটীর জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। (নেপথ্য হইতে-সরস্বতী দোর নাড়িল) ঐ দেখুন, বাস্তুকীর মাথা নড়েছে। মা, সব শুনলেন তো? বোস্‌জা ম'শায়ের মত করুন। আমি ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তিনি আবার পুজোয় বোস্‌বেন, দেখা হবে না। যদি মত হয়, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বে। মাগী বলে, 'কালাশৌচ গিয়েছে, আর কুলকর্ম্ম বাকা রাখবো না। এ লগ্ন ছাড়্‌লে অকাল পড়বে, তিন মাস আর কোন শুভকার্য্য হবে না।'

করুণা। মত হ'লেও এত শীগ্‌গির কি ক'রে জোগাড় করি? আর অত কি ক'রে পার্‌বো? তবে আমার যেমন আওহাল, তার উপরেও মরে বেঁচে দেখ্‌তে পারি; সবই তো জানো। (দোরের পার্শ্ব হইতে সঙ্কেত হওয়ায়, করুণাময়ের দোরের নিকট গিয়া অন্তরাল হইতে সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করণ)

কালী। ক'ল্‌কাতা সহর—জোগাড়ের ভাবনা কি ম'শায়! গয়না না তোয়ের হয়, টাকা ধ'রে দেবেন। গিন্নীর গয়না দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে বা'র ক'র্‌বেন।

করুণা। ওহে, সকল যোগাড়ের মূল জোগাড় হ'চ্ছে—টাকা। আর তারা মেয়ে দেখ্‌লে না, আমি ছেলে দেখ্‌লুম না, মত কি ক'রে করি বল?

কালী। তাদের ক'নে দেখ্‌বার আবশ্যক নাই, তারা

সব খবর নিয়েছে, তারা কেবল একবার এসে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে, আর সেই সঙ্গে পত্র। তার আগে আপনি ছেলে দেখে আসুন। আর খবর নেন্, পাড়ার সকলেই জানে। পাত্র ঘনশ্যামবাবুর ছেলের সঙ্গে এক কালেজেই পড়ে, তাঁর ঠেঙে খবর নিতে পার্বেন।

করুণা। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। আমি তোমায় খবর দেব।

কালী। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যে সরস্বতীর প্রতি) মা, আমি ব্রাহ্মণ, খবরদার, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া ক'র্বেন না—ক'র্বেন না; যেমন ক'রে হোক, বোসজা ম'শায়ের মত করুন। নইলে ধুনী ঘট্‌কীর হাতে পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ে ঘরে আন্‌বে। আমি দম্‌সম্ দিয়ে এই মেয়েতে মত করিয়েছি।

[কালী ঘটকের প্রস্থান।

সর। (বাহির হইয়া) হ্যাঁ গা, তুমি এখনো দু'মত ক'র্‌ছ? এ সম্বন্ধ ছাড়ে? বাঁধা-সাঁধা দিয়ে যেমন ক'রে হোক, বিয়ে দাও। আর কি ভাব্‌ছ?

করুণা। গিন্নি, ভাব্‌ছি অনেক। হাতে তিনশো খানি টাকা আছে, বাকী সব ধার। ভরসার মধ্যে তালপাতার ছাউনী চাকরীটুকু। কথার ভাব বুঝেছ, দু'হাজার টাকার কম হবে না। আমি কোত্থেকে কি করি? দেখ, ঐ রানীর পাত্রকেই ঠিক করা যাক্।

সর। কি ব'ল্‌ছ? স্বচক্ষে যে কুঁজো, খোঁড়া, হাড়বয়াটে বর দেখে এলে!

করুণা। আচ্ছা, দোজপক্ষের পাত্রটির কি বল?

সর। হ্যাঁ, চাল নেই, চুলো নেই, দু'দুটো সতীনপো! এ সম্বন্ধ ছেড়ে, তুমি জন্মদাতা হ'য়ে এ কথা মুখে আন্‌লে কেমন করে? মেয়েটা আজন্ম দুঃখ পাবে, এই কি তোমার ইচ্ছে?

করুণা। আমার আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? কাঙ্গালের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'হাজার টাকা কর্জ্জ ক'র্‌লে, মনে ক'র্‌ছ কি এ টাকা জন্মে শোধ যাবে? এক মেয়ে নিয়ে কি সগুষ্টি ম'জ্‌তে বলো? তারপর ছেলেটি হ'য়েছে, তারে মানুষ করা চাই, লেখাপড়া শেখান চাই; আজ-কালকার লেখাপড়া শেখান বড় সোজা নয়।

সর। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তোমায় কি বোঝাব! মেয়ে হ'লে দায়ে প'ড়্‌তে হয়, এ তো সকলেই বরাবর জানে। তা হ'লে আমাদের সংসার-ধর্ম্ম করা ভাল হয় নাই। পেটের মেয়ে, তাকে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও? এখনো বাড়ী আছে, আমার গায়ে গহনা আছে। ছেলে-মেয়ের জন্য সংসার-ধর্ম্ম, ছেলে-মেয়ের জন্যই সব।

করুণা। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে ব'স্‌তে চা'ও?

সর। বরাতে থাকে, পথে ব'স্‌বো। কাল পথে ব'স্‌বো ব'লে, আজ মেয়েকে জলে ফেলে দেব কেন? তোমার যতদূর সাধ্য করো।

করুণা। তারপর আর দুটীর? মেজোটির তো এই সঙ্গে বে দিলেই হয়। দু'বছরের ছোটবড়, তবে তেমন বাড়ন্ত গড়ন নয় ব'লেই যা বলো।

সর। আর ৬টি মেয়ের বরাতে যা আছে—হবে। হিরণকে এখন দু' বছর রাখ্‌লে চল্‌বে। কাল্‌কের ঘরে অন্ন নেই বলে আজকের বাড়া ভাতে ছাই দেব কেন? বাবা ব'ল্‌তেন, "ভাল পাত্রে কন্যা দান ক'র্‌তে পার্‌লে, এক মেয়ে হ'তে সাত বেটার কাজ হয়।" আর এমন দিন যে চিরকাল যাবে, তা নয়; এর চেয়ে ভাল'ও হ'তে পারে, মন্দ'ও হ'তে পারে। তুমি ব্যাটা ছেলে, বুক-ভাঙ্গা হও কেন?

করুণা। গিন্নি, আমিও ও সব কথা মনে ক'র্‌তুম, আমিও ওসব লোককে উপদেশ দিয়েছি। ভাল আর ছাই হবে, এই দশ বছরে দেড় শো টাকাও মাইনে হয় নাই। গিন্নি, সংসার বড় কঠিন! এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য! আগে বুঝে না চল্লে, পরে নিশ্চয় পস্‌তাতে হবে।

সর। দেখ, পরে কি হবে, কেউ জানে না। সংসারে সুখ-দুঃখের হাত কেউ ছাড়ায় না। ভালই হোক, মন্দই হোক, ধর্ম্মের মুখ চেয়ে চ'ল্‌তে হয়; আপনার সন্তানের শত্রু হ'য়ো না। যদি বাড়ীখানিই যায়, বদ্‌খেয়ালি ক'রে যাবে না, মেয়ের বে দিয়ে। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা আছে হবে।

করুণা। অদৃষ্টে যা আছে, তা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—গাছতলা, গাছতলা! টাকা ধার ক'রে বে দিয়েই পার পাবে না, একবৎসর তত্ত্ব-তাবাস ক'র্‌তে হবে, সেও জেনো, কম ক'রে পাঁচশো টাকার ধাক্কা।

সর। দেখ, টেনেটুনে সংসার খরচ করা যাবে। এখন মেয়ে তো পার করো, তারপর তখন দেখা যাবে। তত্ত্ব-তাবাস না ক'র্তে পারো, নেই ক'র্বে।

করুণা। ভাল, যা বোঝো, আমি বাড়ী বাঁধার জোগাড় করিগে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের বহির্ব্বাটীর উঠান

মোহিতমোহন ও কালী ঘটক।

কালী। আপনি নিজের চক্ষে দেখে আসুন। একটী গউন কিনে এনে পাঠিয়ে দেন, সেইটি পরিয়ে মেয়েটিকে ব'ার ক'র্বো; যদি আপনি পছন্দর মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় ব'ল্বেন।

মোহিত। লেখাপড়া জানে?

কালী। আদরের মেয়ে,বিবি রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে; আর যে অ্যাক্টো করে, তা যদি শোনেন, তা হ'লে আপনি থ্যায়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। বোডি গায়ে দিয়ে, বিনুনি ঝুলিয়ে, হারমোনাম বাজিয়ে যে গান্ করে, শুন্লে মনে ক'র্বেন, যেন গহরজান বায়নায় এসেছে।

মোহিত। রসিকা তো?

কালী। নাটক পড়্চে, নভেল পড়্চে, মুচ্কি মুচ্কি একটু হাস্চে,মুখে পাউডার দিচ্চে, বুরুস দিয়ে সিঁথে বাগাচ্চে, আর সিল্কের রুমালে এসেন্সো ঢেলে খালি নাকের গোড়ায় নাড়্চে। যদি হাঁড়ি-হেঁসেলের নাম ক'রেচ, অম্‌নি মুচ্ছো যাবে। আপনি দেখেই আসুন না। বলে—

"কাশীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

তবে গিন্নীঠাকরুণ বড় একটু কামড় করেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে ব'ল্তে হবে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাতঙ্গিনী। কি ঘটক ঠাকুর, আমার মোহিতের সম্বন্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়।

মোহিত। কার কর্ম্ম নয়? দিগ্‌মি ঘটকীর ক'নের সঙ্গে আমার বে দেবে মনে ক'রেছ? তা হ'চ্ছে না। এই মেয়ের সঙ্গে হয়, বে ক'র্বো, নইলে আমি বে ক'র্বো না, এই তোমায় এক কথায় ব'লে দিচ্ছি।

কালী। গিন্নীঠাকরুন, কি সম্বন্ধটা এনেছি, একবার কাণ পেতে শুনুন। করুণাময় বোসের বড় মেয়ে, তোমায় কুল ক'র্তে হবে, নৈকুষ্যি কুলীন, যারে তোম্‌রা মুখ্যি ব'লো, এই এক দফা গেল; দু'সুট গহনা—একসুট জড়োয়া, এক সুট সোণা, এক একখানা গহনা যেন শীল; ঘড়ি-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী, খাট-বিছানা, দানসামগ্রী তো আছেই।

মাতঙ্গিনী। নগদ?

কালী। ওইটি আট্‌কাচ্চে, ওই একটী তার গোঁ। বলে, 'আমার বাড়ী কুল ক'র্বেন, আমি টাকা দেব?' তবে যৌতুক একখানা হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবে বটে।

মাতঙ্গিনী। পোড়া কপাল হাজার টাকার! মোহিতের মন হ'য়েছে, তাই কম-জমে রাজী হচ্ছি, দু'হাজার টাকা দিতে ব'লগে। আর সোণার গয়না আমি দু'শো ভরি ওজন ক'রে নেব। আর এখন সোণার দান-সামগ্রী হ'য়েছে, রূপোর চল্‌বে না। আমার পাশ-করা ছেলে, একখানা বাড়ী দিলে তবে ঠিক হয়।

মোহিত। মা, তুমি পেড়াপীড়ি ক'র্তে চাও, করো, আমি মানা কচ্ছি নে; কিন্তু যদি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, মোহিতমোহন Bachelor থাক্‌চেন, আর কলেজ ছেড়ে বিলেত চ'লে যাচ্ছেন। মনে ক'রেছিলুম, F. A. Examine আর একবার দেব, তা হ'চ্ছে না।

মাতঙ্গিনী। নে নে চুপ কর। তোর আমি বড় মন্দকারী কি না? এই যে দু'বার ফেল হ'য়ে প্রথম পাশ দিতে চাস নি, পাশ দিয়ে কত দর বেড়েছে বল্ দেখি? তা ঘটক ঠাকুর, শোনো বলি, দু'হাজার টাকা দিতে বল গে যাও। মোহিত যে ফেল হ'লো, নইলে আমি বাড়ী না নিয়ে ছাড়তুম না। মোহিতের পছন্দ হ'য়েছে,তাই আমি কম-জমে রাজী হ'চ্চি।

কালী। তা কি ক'র্বো গিন্নী ঠাকরুণ, আমার বরাত! সে ইংরিজি ধরণের মানুষ, এক কথা যা মুখ থেকে বার ক'রেছে, তা নড়্বে না। এ বউটি ঘরে আন্‌লে সুখী হ'তে। বলি, দিন দিন বয়স বাড়্‌চে, না কম্‌চে? আর কদ্দিন হাঁড়ি ঠেল্‌বে?

মোহিত। তুমি যে ব'ল্লে, রান্নার নাম শুনে ফিট্ হয়?

কালী। (জনান্তিকে) হয়ই তো, গিন্নীকে বোঝাচ্ছি, আপনি চুপ করুন না।

মাতঙ্গিনী। যা ব'লেছ বাছা, আর হাঁড়ী ঠেল্‌তে পারি না। এক্‌লা মানুষ, ঝি মাগী আজ দু'দিন আসে নি। গতর ভেঙ্গে গেল।

কালী। আর দেখুন, মেয়েটি যে গা টেপে, পা টেপে, পাকা চুল তোলে—চমৎকার! বউটিকে ঘরে আনো, বাড়া ভাত খাও আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। ও হাজার টাকার জন্যে পেড়াপীড়ি ক'রো না। (জনান্তিকে) বাবু, মনটা ভিজে আস্‌চে, আপনি একটু চাপ দেন।

মাতঙ্গিনী। দেখ, তোমার কথাতে আমি রাজী; ঐ দেড় হাজার টাকা কর'গে যাও।

মোহিত। আর দেড় পয়সা নয়। আমি চল্লুম। কার বে দাও, আমি দেখ্‌বো। [মোহিতের প্রস্থান।

কালী। তা গিন্নী ঠাকরুণ, আর হয় না। কেন অত টানাটানি ক'চ্ছ গো? দেখ, তোমার ছেলে দু'বার এন্‌ট্রেন্সে ফেল হ'য়েছে, একবার এল-এ, ফেল হ'য়েছে। তিনটে পাশ দেওয়া ছেলের বাপ, মিন্সেকে সাধাসাধি ক'চ্চে। তবে আমি নাকি দম দিয়ে এসেছি, তোমার কাছে বাক্যিদত্ত আছি, তোমার মোহিতের বে দেবোই দেবো; তাই দুটো উল্টো-পাল্টা ক'রে বুঝিয়েছি, এতেই মিন্সে রাজী হ'য়েছে।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, তোমার কথাতেই রাজী, আর কিছু বাড়িয়ে সাড়িয়ে দাও গে যাও।

কালী। না গো না—আর বাড়্‌বে না।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, আমি কিন্তু সোণা ওজন ক'রে নেব।

কালী। আমি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যাবো, ভাব্‌চো কেন?

মাতঙ্গিনী। তা যাও, আর কি ক'র্‌ব, মোহিত ঝুঁকে প'ড়েছে, বড্ড সস্তায় ছাড়্‌লুম।

কালী। তবে দেখ গা, কাল লগ্ন আছে, কালই বে দাও।

মাতঙ্গিনী। ওমা, এত শীগ্‌গির বে দোবো কি ক'রে?

কালী। তা না দিলে নয়। সাম্‌নে অকাল পড়্‌বে, আর তিন মাস দিন নাই। তিন মাস বে ফেলে রাখ্‌লে, হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে যাবে। আমি ব'লেছি, ছেলে পাশ দিয়ে জলপানি নিয়েছে, তোমার হাতে কোম্পানার কাগজ বাক্স ভরা আছে, ক'ল্‌কাতায় চার পাঁচখানা ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী আছে। দেরি ক'র্‌লে কোন্ ব্যাটা ভাংচি দেবে, আর এই সোণার স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাবে। আমি তো জানি, কি ক'রে দুঃখে-সুখে সংসার চালাচ্ছো, দেনা ক'রে ছেলে দুটিকে স্কুলে পড়াচ্ছ। গহনা-গাঁটি যা ছিল, তা আমিই তো খদ্দের ক'রে বেচেছি। ও আর দু'মত ক'রো না। বিকেলে তারা আজ এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাক্, সন্ধ্যার পর তোমরা গিয়ে পত্র ক'রে এসো। কালই গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার চার্‌দিকে শত্রু, কে কোথা থেকে ভাংচি দেবে।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা—তুমি ব'লছো। বড় তাড়াতাড়ি হ'লো—বড় তাড়াতাড়ি হ'লো।

কালী। বেশ তো, তোমার খরচপাতি হবে না। লোক্‌কে ব'ল্‌বে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলুম, ক'নের গয়না দিতে পার্‌লুম না, জমকাল ক'রে ছেলের আইবুড়ো ভাত দিতে পার্‌লুম না; আমি চল্লুম।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা, এসো।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

(মোহিতমোহনের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। ঘটক ঠাকুর, তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কালী। আর বুঝ্‌বেন কি, তা বলুন? দু'কথা না ব'ল্লে গিন্নী-মা রাজী হন কই? আপনাকে যা ব'লেছি, আপনি দেখ্‌তে যাবেন? যান তো দু'টি এয়ারিং, দু'গাছি ব্রেসলেট, একটা গউন কিনে নিয়ে চলুন;—যদি আলমারীর বিবি না হয়, আমার দু'গালে চার চড় দেবেন। আর দেখুন, ও গয়নাগাঁটি এখনকার ফেসিয়ান নয়। আমি নগদ টাকার ব্যবস্থা ক'রেছি। সে টাকা গিন্নীর হাতে দেবেন না সে টাকা আপনি হাতে নিয়ে চেয়ার কোচ দিয়ে ঘর সাজান, একটা হারমোনাম কিনুন, আর বিবিয়ানা পোষাক আনুন। নিত্যি নূতন রকম ক'রে সাজান, আপনার ইয়ারেরা দেখে চম্‌কে যাক্। একটা কথা ব'ল্‌ছিলাম, গোটা দশ টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন? বাড়ীতে মেয়েটির অসুখ, টাকার অভাবে চিকিৎসা হ'চ্ছে না। আমি ঘটক-বিদেয় পেলেই টাকায় আনা আনা সুদ দিয়ে শোধ দেবো।

মোহিত। আমার হাতে তো কিছুই নাই।

কালো। তা বিকালে হ'লেই চ'লবে। আশীর্ব্বাদী মোহরটা পাবেন কি না! যে বে দিচ্ছি, আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকেই হাত-খরচটা চ'লে যাবে। তার ইংরিজি ধরণের মেজাজ, বলেন, "কতকগুলো নেবু-সন্দেশ পাঠিয়ে কি ক'র্ব, জামাইকে মাসোহারা দেবো।"

মোহিত। দেখ, আমি মোহরটা তোমাকে দেবো, তুমি পাঁচটা টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়ো।

কালো। তা দেবো বই কি। আপনি ফিটফাট হ'য়ে থাকুন, বৈকালেই দেখ্‌তে আস্‌বে। (স্বগত) মাগী ঘটক-বিদেয় যা ক'র্‌বে—তা গঙ্গাই জানেন! মুড়ি রেখে কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নিই। বলে, 'লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না,'—তা লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়্‌লুম, এখন দেখি বরাত! বোসজা যদি সন্ধান পায়, তা হ'লে তো সে পাড়ায় চ'ল্লে আমায় তাড়া ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

মোহিত। যেমন চাই, তেমনি জুটেছে! এমন নইলে wife! টাকাটা যা পাবো, তাতে একটা টম্‌টম্ কিনতেই হবে; তাতে রোজ ইডেন পার্কে হাওয়া খেতে যাবো। এমন wife পাঁচ জনকে দেখাব না? বে তো হোক্, beautiful wifeএর সঙ্গে কেমন ব্যবহার ক'র্‌তে হয়, তা friendদের শেখাব।

[প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

দুলালচাঁদ ও যশোমতী।

দুলালচাঁদ। মা, আমার বুকে ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে।

যশোমতী। ও মা, কি হবে গো—কি হবে গো! ও গো, দেখ গো, আমার দুলালচাঁদ কি ক'চ্ছে গো!

(রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ)

রূপচাঁদ। কিরে—কি?

দুলাল। বাবা, ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে!

রূপ। আরে কি হ'য়েছে ছাই বল না।

দুলাল। মুণ্ডপাত হ'য়েছে, গিছি—মরেছি! করুণাময় বোস্!

যশো। ও গো, কি হ'লো গো—কি হ'লো গো! দুলো আমার এমন হ'লো কেন গো!

দুলাল। বাবা, দেখ্‌ছো—দেখ্‌ছো, এই রক্ত মাখা চিঠি দেখ্‌ছো? এ চিঠি নয়,—এ চিঠি নয়, এ ছোরা; এ রং নয়—এ রং নয়, আমার বুকের রক্ত! এ চিঠি করুণাময় বোসের আফিসের ছাপাখানায় তোয়ের হ'য়েছে, আমার বুকের ভেতর প্রবেশ ক'রেছে। তাদেরই পাড়ার রেম্মো মামা আমার হাতে দিয়েছে।

রূপ। আরে কি মাথা মুণ্ড ব'ক্‌ছিস্?

দুলাল। বাবা, বাবা, তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তবে শোনো, আজ করুণাময় বোসের মেয়ের বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণের চিঠি।

রূপ। তা তোর কি?

দুলাল। বাবা, বাবা, বিরহ-যন্ত্রণা—বিরহ যন্ত্রণা! আমি অনেক জোগাড় ক'রেছিলুম, ঠিক্‌ঠাক্ সব ক'রেছিলুম, ফস্‌কে গেল, ফস্‌কে গেল,—হাতছাড়া হ'লো!

রূপ। কি জোগাড় ক'রেছিলি?

দুলাল। বাবা, আমার কুঁজ দেখে আর চলন দেখে তোমার এত টাকার জোরেও কোন সম্বন্ধ টেঁক্‌ছে না, সব ভাগ্‌ছে। তাই মনের দুঃখে আমি বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হই নি, এ সব তো তুমি জানো? বাবা, মা! এ সব মনের ব্যথা তো তোমরা জানো?

যশো। তুই আগে কি বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছিলি? তা হ'লে তোর বিয়ে কি এতদিন প'ড়ে থাকে?

দুলাল। হাঁ, হাঁ, সব জানি। এই রাজী হ'য়েছি, কি ক'চ্চ? চাল-চুলো নাই, কুরূপে কালপ্যাঁচা বে ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে বাবা বে দিতে পারে। ওঃ! বুক যায়—বুক যায়!

রূপ। কি হ'য়েচে শুনি না?

দুলাল। আমি ঠিক্‌ঠাক্ জোগাড় ক'রেছিলুম। দু'এক দিনের ভেতরেই জোর ক'রে জুড়িতে তুলে চন্দননগরের বাগানে হাজির ক'র্‌তুম। ফস্‌কে গেল—ফস্‌কে গেল! বুকে

ছুরি লাগ্‌লো—বুকে ছুরি লাগলো ! এই গোধূলিতেই তার বিয়ে হ'য়ে যাবে।

রূপ। অ্যাঁ, তুই কি ব'লছিস্ ! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় ক'রেছিলি ?

দুলাল। কেন বাবা, দোষ কি বাবা,—'বাপ্‌কো বেটা, সেপাইকো ঘোড়া !"—বিন্দি বামনীর কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি নোপাট ক'রেছিলে বাবা ! আমি তো তত দূর যাইনি বাবা ! আমি বাগানে মালা বদল ক'রে বিয়ে ক'রতুম বাবা ; তবে পাঁচ বেটাকে দেখাতুম্ বাবা, দেখাতুম্ যে, তোমরা বলো, 'খোঁড়া-কুঁজো, ওর সঙ্গে কে বিয়ে দেবে ?' তেম্‌নি মুখের মত হতো ! যদি করুণাময়ের মেয়েকে মালা বদল ক'রে বিয়ে ক'রতে পারতুম, যদি তার মেয়েকে বাঁয়ে নিয়ে তার বাড়ীতে আস্‌তে পারতুম, তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তো। আমি ঝানু আছি বাবা, পুলিস কেসে প'ড়তুম্ না বাবা ! তবে কি জানো, বড় দাগা পেয়েছি, তাই বাগান ছেড়ে, তাদের পাড়ায়, আমাদের ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা গেড়েছিলুম। বড় দাগা পেয়েছি—বড় দাগা পেয়েছি !

যশো। নে নে, তুই চুপ কর, কি দাগা পেয়েছিস্ ? আমি তোরে পরীর মত মেয়ে এনে বে দেব। দশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার খরচ ক'রব।

দুলাল। মা, তুমি পরী কি দেখাচ্ছ ! দুশো পরীর বাচ্ছা মেয়েমানুষ আমি রোজ বাগানে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রাণের দাগা তো উঠ্‌বে না—দাগা তো উঠ্‌বে না।

যশো। নে, কিসের দাগা, তুই চুপ কর।

দুলাল। কিসের দাগা ! তুমি মা হ'য়ে এমন কথা বল্লে, আমি প্রাণত্যাগ ক'রবো। হয় না হয়, এই বাবা সাক্ষী আছে, জিজ্ঞাসা করো। বাবা, সায় দাও। বৈঠকখানার কাটা দেওয়ালে কুঁজটি সাঁধ ক'রে শালখানি গায়ে দিয়ে চুপ ক'রে ভালমানুষটির মত ব'সে আছি, কেমন বাবা, বল ? করুণাময় বোস এলো, এসেই বল্লে, "বাবা, উঠে দাঁড়াও তো !" মা, তখন কি করি বল দেখি ! এই বাবার আক্কেলকে আমি বলিহারি যাই ! আমার কুঁজের কথা সহরে গেজেট হ'য়ে গেছে, উনি কি না বুদ্ধি কল্লেন, কুঁজটি জোড়া ছাল কেটে, ছাল ঠেসিয়ে বসিয়ে, লোককে ধাপ্পা মারবেন ! কই, পাল্লেন না ? বাবা, ধিক্ তোমায় ! কি অপমানটা সেদিন করুণাময় ক'রে গেল ! এখনো যদি তোমার হায়া থাকে, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। মা, আমি যদি বাবার বাবা হ'তুম, আর বাবা যদি আমার কুঁজো দুলো হ'ত, আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে করুণাময়ের মেয়ে ঘরে আন্‌তুম। মা, বাবা, দু'জনে আছ, স্পষ্ট কথা ব'লছি, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বে দাও, না পারো, আজ থেকে আমি নোপাট। ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি কি চেহারাবাজ নই ? কত বেটী আমার জন্যে মরা, আমি এক গলা জলে কাত্তিক পুরুষ ! বাবা, এই ব'লে গেলুম, করুণাময়ের একটা মেয়ের যোগাড় করো, নইলে আজ থেকে তুমি নিঃসন্তান।

[প্রস্থান।

রূপ। দেখ গিন্নি, ছোঁড়া বল্লে মিথ্যা নয়, করুণা ব্যাটার ভারি দেমাক ! আমি এত ক'রে বুঝিয়ে ঘটক পাঠালুম, তা কথাটা গ্রাহ্য হ'লো না—তর সইলো না, তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা দেখি, আমারও নাম রূপচাঁদ মিত্তির !

যশো। তা দেখ' এখন, এখন দুলাল কোথায় গেল দেখ। ও দুলাল—ও দুলাল !

নেপথ্যে দুলাল। প্রাণ যাবার নয় মা— প্রাণ যাবার নয় ! মরমে ম'রে বাগানে চ'ল্লুম।

যশো। শোন্—শোন্—

রূপ। আচ্ছা, দেখা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ উঠানের রক

করুণাময় ও সরস্বতী।

করুণা। যতদূর কেলেঙ্কারী হ'তে হয়, তা হ'লো; এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই। যা দেবার কথা, তা দিলেম, এ সওয়ায় তুমি লুকিয়ে হার দিয়েছ, ক'নে গয়নার মত দিই নাই, দু'বছর প'রতে পারবে, এমন ক'রে দিলুম ; দান-সামগ্রী সব ব্যাভারে ; এত ক'রেও অপমান—অপমানের একশেষ ! রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চর ব'ল্লে। আমি

মনিবের একদিন একটা কথা সই নাই, পাঁচদোরের কুকুর, সে আমায় জোচ্চর ব'ল্লে! মেয়ের জন্যে আরও অদৃষ্টে কি আছে—কে জানে!

সর। হ্যাগা, তা ও মিন্সে কে? ও এমন হাত মুখ নাড়্‌ছে কেন?

করুণা। কে ওকে জানে বল? শুন্‌ছি, হাণ্ডনোটের দালালি করে, বেয়ানের নাকি সম্বন্ধে কি রকম ভাই হয়। লগ্নভ্রষ্ট হ'লো, বরযাত্র কন্যাযাত্র খেতে পেলে না। ভাগ্যিস্ দশজন ভদ্রলোক ছিল, তা না হ'লে বর নিয়ে বাড়ী থেকে উঠে যেতে চায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

সর। তা সে যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন বে'নের পাওনা মনে ধ'র্‌লে হয়।

করুণা। কি জানি, যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে বে দেওয়া ভাল হয় নাই। কেবল ঘটকের দমে প'ড়ে আর তোমার তাড়ায় এই ঘটলো।

সর। হ্যাগা, তা আমি মেয়েমানুষ, আমি কি জানি বল? তুমি আপনি দেখে শুনে এলে।

করুণা। বরাতের দোষ, আর কিছু নয়। যাই আবার দেখি, কোথায় ধার ধোর পাই। ফুলশয্যের যে টাকা রেখে ছিলুম, তা তো ঘুস গেল, নইলে বর উঠে যায়। আমার সে টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল না, পাঁচজন ভদ্রলোক ধ'রে মিটিয়ে দিলে, কি ক'র্‌বো। আর ভাব্‌লুম, এত দিয়েছি, আর যাক্, মেয়েটার যোটার ঘর হবে! নইলে কে বর ওঠাতো দেখ্‌তুম, আমি জোর ক'রে বে দিতুম।

সর। দেখ, তোমায় আর ব'ল্‌তে পারি না, তুমি যতদূর ক'র্‌বার তা ক'রেছ; এই ফুলশয্যাটা একটু ভাল ক'রে দাও, কি জানি, পাঁচজনে লাগ্‌বে। বেয়ান মাগী যদি পাঁচজনের কথায় মেয়ে আট্‌কায়, তা হ'লে কিরণ আমার বাঁচ্‌বে না। একেলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদে না, কিন্তু কিরণের আমার দু' চক্ষে দশ ধারা, আমার আঁচল ছাড়ে না, আমি ধমকে পাঠিয়ে দিলুম। পাষাণে বুক বেঁধে বল্লুম, 'যদি কাঁদো, তা হ'লে আমি আর আন্‌বো না।'

করুণা। তোমার জামাইও ভাল হবে না। আমি হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় বল্লুম, "বাবা, তোমার উপর এখন সব ভার!" তা ছোঁড়া গজ্‌গজ্ ক'রে কি ব'ল্লে, কে জানে,—আমার বোধ হ'লো, যেন ড্যাম ড্যাম্ ক'র্‌লে। বাসরঘরেও নাকি খুব ট্যাঁটাপনা ক'রেছে শুন্‌লুম।

সর। ও ছেলেমানুষ!

(জোবির প্রবেশ)

জোবি। আমায় দুটি ভাত দেবে?

সর। কে রে—জোবি?

করুণা। জোবি কে?

সর। ও আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার সরকারদের মেয়ে। ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে 'জোবি' বলে। তোর এমন দশা হ'য়েছে কেন? এখানে কোত্থেকে এলি?

জোবি। পালিয়ে এয়েছি।

সর। কোত্থেকে পালিয়ে এলি?

জোবি। তাদের বাড়ী থেকে। তারা বড্ড মারে, ছ্যাঁকা দেয়, চুল কেটে দেয়! (অঙ্গের আঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া) এই দেখ না—এই দেখ না—সেই মাগী বড্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না।

সর। কে, তোর শাশুড়ী নাকি?

জোবি। হ্যাঁ।

সর। তা তুই বাপের বাড়ী যাস্‌নি?

জোবি। না, মা ম'রে গেছে, বাবা ধ'রে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা। তোমায় মারে কেন?

জোবি। মারে। আমায় পাল্কী ক'রে নিয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে; বাবা গয়না দিয়েছিল, মনে ধ'র্‌লো না, বরণডালাখানা কপালে ঠুকে দিলে, রক্ত বেরুলো, দাগ র'য়েছে—দেখ না।

করুণা। তোমার কত দিন বে হ'য়েছে?

জোবি। যে বছর মা মরে। আমায় নিয়ে গিয়ে আস্‌তে দেয় নি। আমি পালিয়ে এসেছিনু। মা ম'রে গেল, বাবা পাঠিয়ে দিলে। খুব মার্‌লে, আবার পালিয়ে এলুম, আবার পাঠিয়ে দিলে।

সর। আহা, তোর বাপ তোকে চাড্ডি খেতে দেয় না?

জোবি। না—আমায় গালাগালি দেয়, মা বিইয়েছিল ব'লে, মাকে গালাগালি দেয়। বলে, আমার চাকরি নেই, তোদের বে দিয়ে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছ, আবার কুঁড়েপাথর গিল্‌তে এসেছ, দূর হ—দূর হ!—আবার ধ'রে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, আমি দৌড়ে পালালুম।

করুণা। তোমার চুল কেটে দিয়েছিল কেন?

জোবি। কর্ম্ম ক'র্‌তে পারতুম না। অনেক কর্ম্ম—হাত ব্যথা ক'র্‌তো, মাথা ঘু'র্‌তো। বেড়ির ছ্যাঁকা দিত।

করুণা। তোমার স্বামী কিছু ব'লতো না?

জোবি। সে মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

করুণা। গিন্নি, শুনছো? আহা, কিরণের আমার কি দশা হ'চ্ছে কে জানে! হ্যাঁ মা, তুমি কোথায় থাক?

জোবি। ঘুরে বেড়াই, গান করি, কেউ ভাত দিলে খাই।

করুণা। তুমি গান কোথায় শিখ্‌লে?

জোবি। যাত্রাওয়ালাদের বাসন মাজ্‌তুম, তারা গাইতো, শুন্‌তুম। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম—তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম, তারা বড় নষ্ট।

সর। তুই কদ্দিন পালিয়ে এসেছিস্?

জোবি। অনেক দিন—পূজোর সময়। ভাসান দেখ্‌তে সব ছাদে উঠ্‌লো, খিড়্‌কি-দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

সর। মাগো, কথা শুনে বুক্‌টো ধড়্‌ফড়্‌ করে! এদের কি মানুষের চামড়া গায়ে নাই! এই কচি মেয়েকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে, আহা, কথা শুনে বুক ফেটে যায়!

করুণা। এ তো শুন্‌লে—এখন কিরণকে নিয়ে তোমার বেয়ান কি করেন দেখ!

জোবি। কিরণ কে? তোর মেয়ে নাকি! বে দিয়েছিস্? কই, কাঁদ্‌ছিস্ নি—কাঁদ্‌ছিস্ নি? কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি—তোদের বাড়ী খাব না, আমি চল্লুম। তুই তো মা, তোর বুক্ ধড়্‌ফড় ক'র্‌বে। আমার মা আছাড় খেয়ে প'ড়েছিল, তাইতে তো ম'রে গেল! তোদের বাড়ী খাব না, তোরা কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি!

(জোবির গীত)

বিলিয়ে দিছিস্ পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা, পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
রেতেদিনে খেটে খেটে, অন্ন-জল পাবে না পেটে,
চুলের ছিটে কেটে কেটে, হাতনাড়া দেয় কত ছাঁদে।
নিত্যি কথা উঠ্‌বে কাণে, বাজ্ বেঁধে তোর ব'সবে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

সর। ঠিক কথা। জোবি, যাস্ কেন—যাস্ কেন? আমি খেতে দেব।

জোবি। না—না, আমার মাকে মনে প'ড়্‌চে, আমার কান্না আস্‌ছে।

"মায়ের ব্যথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে"

[জোবির গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, যদি অন্য কোন জাত শোনে, বিশ্বাস ক'র্‌বে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ, ঘরে ঘরে বালিকারা এরূপ যন্ত্রণা পায়। মেয়ে আই-বুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি? জাত যাবে,কু চরিত্রা হবে?—হ'লেই বা! আহা! অনাহারে যম-যন্ত্রণা কত নির্দ্দোষা বালিকা সহ্য করে। যাই, আর ভাব্‌লে কি হবে, এখনি ফুলশয্যার যোগাড় তো ক'র্‌তে হবে—দেখি, কোথা টাকা পাই।

সর। দেখ, এমন ক'রে ফুলশয্যাটি পাঠিও, যেন তাদের মনে ধরে।

করুণা। আমার যথাসাধ্য ক'র্‌বো, তারপর মনে ধ'র্‌বে কি না, কে জানে।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

সর। ঐ দেখ, ঝি মাগী আস্‌চে।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

হ্যাঁ রে, তোরে এত ক'রে মানা ক'ল্লুম, মেয়ে ফেলে আসিস্ নি, মেয়ে আমার একা রইলো, আর তুই চ'লে এলি?

ঝি। হুঁ! (পা ছড়াইয়া উপবেশন)

সর। হুঁ কি বল্? কিরণ ভাল আছে তো? বেয়ানের বউ পছন্দ হ'য়েছে তো? কি ব'ল্লে? কিরে, কি বল্ না? দেখ'—মাগীর মুখে কথা নাই!

ঝি। রসো, সবুর দাও—একটুকু জিরুই, এক ঢোক্ জল খাই, মুখে রা সরুক্।

সর। কি হ'য়েছে? তুই চ'লে এলি কেন? সেখানে কোঁদল ক'রেছিস্ নাকি?

ঝি। চলে এনু ক্যানে? তোমার মেয়ের নেগে গর্দ্দানা খেতে বল নাকি? কোঁদল ক'র্‌বো? কোঁদলে তোমার বিয়ান্‌কে আঁট্‌বো? সে দেই দেই নাচ্‌তেছে।

সর। কি হ'য়েছে আমার মাথামুণ্ড বল্ না?

ঝি। হবে কি গো? নাচ্‌তেছে—নাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্ছে—মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে।

সর। ও বাছা—ব্যাগ্রতা করি, সব বল্, ক'নে কি পছন্দ হয় নি?

ঝি। বলবো—তবে শুন্বে? ঘোমটা খুলে, বউয়ের মুখ দেখে, মাগী অমনি কুকুর কেঁদে উঠ্লো! বলে, "ও মা, কোথাকার কাটকুড়নী এলো গো—কোথাকার হা'ঘরের মেয়ে আন্লে গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—কর্ত্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো—তোমার সাধের মোহিতের [illegible] গো—তোমার মোহিতকে চোখ্ [illegible] কেটেছে গো।"

সর। বর ক'নে বরণ ক'র্লে না?

ঝি। [illegible]—ঝাঁটা মা'লে যেমন চিকুরী ঝাড়ে—তেম্নি ঝাড়তে লাগ্লো। পড়্সীতে বোঝায়, আর অমনি চীৎকারে কেঁদে ওঠে। তারপর পাড়ার মেজো গিন্নী না কে, দুধে ক'রে মাথা, [illegible] ক'নে কিছুতে বার ক'র্লে। বর-ক'নে ঘরকে উঠ্লে, মাগীরা সব দেখ্তে এলো। এক একবার বউয়ের মুখ খোলে, আর চিমটি কেটে ওঠে। গয়নাগুলো খিচ দিয়ে টেনে বা'র করে, আর পড়্সীদের দেখিয়ে বলে, 'দেখ গো—দেখ, পোড়াখেকো মিন্সে গয়না দিয়েছে দেখ!' 'গয়না' মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ পাড়্তে থাকে! বলে—'ফুঁয়ে গয়না উড়্বে।'

সর। ফুঁয়ে গয়না উড়বে! অমন ভারি ভারি ক'নে-গয়না কেউ দিয়েছে! আর এতগুলি যে টাকা ঢাল্লুম, সে কথা একবার মুখে আন্লে না!

ঝি। টাকা [illegible]! আর অত টাকা ঢাল্লেও মন উঠ্তো নি! টাকার [illegible] মায়েপোয়ে বচসা হচ্ছে। জামাই [illegible]—সে টাকা মাগী দেই! এ ঝাঁকারে [illegible]—ও ঝাঁকারে তো এ ঝাঁকারে! [illegible], মুখ ঘুরোয়, তোমার জামাইও তত [illegible]।

সর। তারপর—তারপর?

ঝি। তারপর—তোমার ঝি-জামাই ছেড়ে মাগী আমার [illegible] বলে, 'এই যে রাজকন্যাকে পাহারা দিতে ঝি এসেছে!' [illegible] খেতেও কাড়্নু নি মা!—কলে [illegible] দুটি [illegible] বসে রইনু। ভোর রাতে [illegible]! [illegible] দুটি ভাত খেয়ে যা গো!

সর। কাল থেকে তোরে খেতে দেয় নি না কি?

ঝি। আজ দুটো দিয়েছিল। দু'মুটো ব্যাতে দিয়ে, আঁচল পেতে মেজেয় গড়্চি, তোমার ঝি পাশে ব'সে ঘোমটা দিয়ে কাঁদ্তেছে, অম্নি হৈহৈ ক'রে জমাদারনী মাগী এলো, চোখ দুটো করমচা ক'রে বল্লে, "হ্যাঁ রে ঝি! তোদের দেশে কি কারো হায়া নাই? এখনো রাজরাণীর মত আমার বাড়ী গড়্চিস্?—ওঠ্, চলে যা, আমার বাড়ী থেকে বেরো; কাট্কুড়্নীর মেয়ের আর অত রসে কাজ নেই!" থরথরিয়ে কাঁপ্তে কাঁপ্তে উঠে ব'সনু মা! মাগী খট্টাই বুলি ধরলে, বলে, 'নিকালো হারামজাদী,আমার বাড়ী থেকে নিকালো।" আমি তাড়াতাড়ি উঠ্নু। তোমার মেয়ে আমার আঁচলটা ধর্লে। মাগী অম্নি তোমার মেয়ের হাত ঝিনকুটি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে, হাতে বাজলো কি না, আর দেখনু নি, পড়্-পড়িয়ে চ'লে এনু।

সর। (স্বগত) ভগবতি, কি ক'র্লে মা! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ রে, কিরণকে জামা'য়ের পছন্দ হ'য়েছে?

ঝি। পচ্ছন্দ হবে নি? তোমার তেম্নি জামা'য়ের জামাই কিনা? ও মা, যেন মানোয়ারি গোরা! খুদে খুদে চুরুট টানে আর "ড্যাম্" করে! খিস্টান হবে, ম্যাম বিয়ে ক'র্বে, তবে তার প্রাণ জুড়োবে! বাপান্তি দিব্যি গেলেছে, মাগের মুখ দেখ্বে নি!

সর। ওঃ,—এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

[করুণাময়ের প্রবেশ ও ঝিয়ের অন্য দিক্ দিয়া প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, বেশী লোক পাঠাবো না, দু'জনের বোঝা একজনের ঘাড়ে দিয়ে ফুলশয্যা পাঠাচ্ছি। আর স'শো টাকা তো নগদ পাঠাতে হবে, হাতে তো একটী পয়সাও নাই, কারও কাছে ধারও পেলুম না, একখানা গয়না রেখে কোথা থেকে নিয়ে এসো। যথাসাধ্য তো করি, এতেও যদি তোমার বে'নের মন না ওঠে, কি ক'র্বো। টাকাটার জোগাড় দেখ।

সর। সে আন্ছি, এদিকে সর্ব্বনাশ! এই ঝির কাছে শোনো।

করুণা। শুনেছি, শুভ-সংবাদ দরজা জানিয়ে রামী ঘট্কী দিয়ে গেল। যা হবার হ'য়েছে—আর শোনাশুনি কি বল? গিন্নি, কেঁদো না—এ সর্ব্বনাশ ঘরে ঘরে! ওঃ, অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গালা দেশ জলে যায় না—দিগ্‌দাহ হয় না—মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না—মেয়েকে নুন দিয়ে

মারে না? ধিক্! ধিক্! সংসার-ধর্ম্মে ধিক্! দেখি, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। যাও, টাকাটা কোত্থেকে নিয়ে এসো।

নেপথ্যে কিশোর। বোস্‌জা ম'শায়—বোস্‌জা ম'শায়!

করুণা। কে ও, কিশোর? এসো বাবা।

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। ম'শায়, আমি ষ্টুডেণ্টসিপ্ পাশ হ'য়েছি, তা শুনেছেন?

করুণা। হ্যাঁ বাবা শুনেছি, বড় সুখের বিষয়!

কিশোর। দেখুন, আমি তাস খেলে বেড়াতেম, আপনি আমায় ধ'ম্‌কে ব'লেছিলেন, 'বড় মানুষের ছেলে হ'লে কি পড়াশুনো ক'র্‌তে নাই?' আমি সেই ইস্তক পড়াশুনো ক'রে বরাবর ফাষ্ট হ'য়েছি; এখন আমি বিষয়কর্ম্ম শিখ্‌বো, আপনি শেখান, এই তিন শো টাকা আমার সুদে খাটিয়ে দিন।

করুণা। বাবা—বাবা কিশোর, আমি বুঝেছি, তোমাদের বাড়ী আমি টাকা ধার ক'র্‌তে গিয়েছিলেম, তুমি শুনেছ, তাই এই টাকা এনেছ। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, গিন্নী গয়না বাঁধা দিয়ে ধার ক'র্‌বে এখন।

কিশোর। সেই যদি ধার ক'র্‌বেন, আমার কাছে করুন। আপনি আমার পিতার তুল্য, (পদদ্বয় ধরিয়া) উনি যদি গহনা বাঁধা দিয়ে টাকা আনেন, আমার বড় কষ্ট হবে। আপনি এ টাকা নিন।

করুণা। (অর্থ গ্রহণ করিয়া) বাবা, আমার এত টাকার তো দরকার নাই।

কিশোর। বাকী আপনার কাছে জমা রইল।

[কিশোরের প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, পৃথিবীতে দেবতাও আছে। আমি ওরে একদিন প'ড়্‌তে ব'লেছিলুম, সেদিন হ'তে আমায় গুরুর মত দেখে। যদি এই পাত্রে আমার কিরণ প'ড়্‌তো, তা হ'লে যথার্থই মেয়ের বে'তে আনন্দ বটে। এ টাকা তুলে রাখ, ফিরিয়ে দিতে হবে। যাও, তুমি কোথা থেকে টাকাটা নিয়ে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন, রমানাথ, কিরণময়ী ও প্রতিবেশিনীদ্বয়।

মাত। রমা, তুই এমন মেনিমুখো—তুই এমন মেনিমুখো! ছাদ্‌নাতলা থেকে বর তুলে আন্‌তে পারলি নি? আমি যদি ব্যাটা ছেলে হ'তুম—দেখ্‌তিস্! আমি ক'নের বাপের নাক কেটে আন্‌তুম।

১মা-প্র। আন্‌তেই তো বাছা—আন্‌তেই তো!

মাত। বল তো মা—বল তো! এই বউ আমি পাঁচজনের সামনে বা'র ক'র্‌বো কেমন ক'রে? আর গয়নার ছিরি দেখ মা—গয়নার ছিরি দেখ!

১মা-প্র। তাই তো মা—তাই তো!

২য়া-প্র। তা ক'নে গয়না কিছু মন্দ হয় নাই।

মাত। অন্যায় আমার সয় না। বে না দিয়ে থাকো, বে কি কখন দেখ নি?

১মা-প্র। তুমি ফিরিয়ে দাও—তুমি ফিরিয়ে দাও।

মাত। না মা, আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। মিন্সে ছোটলোকপনা ক'রেছে ব'লে কি আমি ছোটলোক হবো? রমা, এই মেয়ে দেখে এলি? ক'নে দেখ্‌তে যাবার সময় রাস্তার বালি তোর চোখে উড়ে এসে প'ড়েছিল নাকি?

রমা। কি ক'র্‌বো দিদি—কি ক'র্‌বো? আমি তো ব'লেছিলুম, ওখানে বিয়েয় কাজ নাই, তোমার মোহিত জেদ ক'রে ব'স্‌লো।

মোহিত। Damn it! আমি কি এই Black bitch জানি!

২য়া-প্র। তা দেখ গা মোহিতের মা, বয়সকালে তোমার বউ মন্দ হবে না।

মাত। অবাক্ ক'রেছে মা—অবাক্ ক'রেছে! আর মন্দ কারে বলে, তা তো জানি নে বাছা! (প্রথমা প্রতিবেশিনীর প্রতি) দেখ তো বামুন-ঠাকরুণ—দেখ তো বামুন-ঠাকরুণ! চোখ দুটো যেন কোটরে গিয়েছে—নাকটা যেন কিলিয়ে ভেঙ্গেছে, দাড়িটে যেন খুর দিয়ে পুঁছিয়ে নিয়েছে, আর পোড়া চুলগুলো দেখ, যেন ঝাঁটা গাছটা!

১মা-প্র। তা মোহিতের মা, তুমি যেমন ক'নে এসেছিলে, তেমনটি কি আর হবে? আমরা দেখিনি, শুনেছি, তুমি বাড়ীতে পা দিলে, আরবাড়ী যেন জ্ব'লতে লাগ্‌লো!

মাত। না—না, আমরা কি সুন্দরী? সুন্দরী না; তা ব'লে কি এমন কালপ্যাঁচা এসেছিলুম? (কিরণের প্রতি) কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, আমার জ্বালাতনের শরীর, কান্না সয় না! নাইতে কান্না, খেতে কান্না, উঠ্‌তে কান্না, ব'স্‌তে কান্না, অমন কেঁদো না—মোহিতের অকল্যাণ ক'রো না!

১মা-প্র। তা মা, তোমার মতন হাস্যবদন কি সবার হয় গা?

মাত। বলি হাস্যবদন হোগ না হোগ, অমনি ক'রে কি পোড়ার মুখ পুড়িয়ে দিন-রাত্তির কাঁদ্‌তে হয়! মাগী, এই মেয়ে যখন বিয়ুলি, নুন দিতে পার্‌লি নি! এই—আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে মেয়ে মানুষ ক'রেছিস্‌!

মোহিত। Damn it—Damn it! —বিলেত যাবো।

মাত। (সবেগে কিরণের হস্ত ধরিয়া) তা বামুন ঠাক্‌রুণ, গয়নাগুলো দেখ, গয়নাগুলো দেখ!

২য়া-প্র। তা ক'নের বাপ তো টাকা দিয়েছে, ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও।

মাত। হ্যাঁ গা, কে তোমাদের খবর দিয়েছে গা? পোড়া কপাল টাকার, বাজন্দরে বিদায় দিয়েছে! দেড়টি হাজার টাকা!

১মা-প্র। ও মা, এমন জামাই পেলি, এমন ঘরে মেয়ে দিলি, হাজার পাঁচেক দে! তা নয় মোট দু'টী হাজার!

মাত। ও মা, দু'টি হাজার কোথা গো, দু'টি হাজার কোথা? দেড় হাজার!

মোহিত। Damn it! মা, টাকা বা'র করো, আমি বিলেত যাবো!

মাত। এই রমা—এই রমা যত নষ্টের কু!

রমা। দিদি, ভাব্‌চ কেন—মেয়ে আট্‌কাও। দেনা-পাওনা যখন ঠিক ক'র্‌লে, তখন তো আমায় ব'ল্লে না। মেয়ে আট্‌কাও, আর পেটা খেতে দাও।

২য়া-প্র। রমানাথ, ব্যাটাছেলে হ'য়ে কি ব'ল্‌ছ? মেয়ের অপরাধ কি? মেয়েকে কেন যন্ত্রণা দেবে? দেখ্‌দিকি—কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছে! কাল থেকে এক গরাস ভাত মুখে দিতে পারে নি।

মাত। বাছা, অত রস ক'র্‌তে তোমাদের ডাকি নি, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'ল্‌ছে।

১মা-প্র। আহা, জ্বলবে না, মাগীকে বিছের কামড় ধ'রেছে!

রমা। দিদি, এইবার হ'তে তুমি আমার পরামর্শে চলো, তোমার সব জ্বালা মিটিয়ে দিচ্চি। মেয়ে আট্‌কাও, তা হ'লেই মিন্সে সোজা হ'য়ে আস্‌বে। আর দেড় হাজার আদায় ক'র্‌বো, তবে আমার নাম রমানাথ।

মোহিত। Damn it! ঐ dirty wife আমি বাড়ীতে থাক্‌তে দেব!

মাত। (রমানাথের প্রতি) তোর মুরোদ বড়—তোর মুরোদ বড়।

রমা। দিদি, আমার কি দোষ বল? দশচক্রে ভগবান্ ভূত ক'র্‌ল! আমি কি কসুর ক'রেছি? আমি বর নিয়ে তো চ'লে আস্‌ছিলুম। যখন বা'র শো টাকা বার ক'র্‌লে, আমি তো উঠে আসি। গোধূলি লগ্নের বে, আমি রাত তিনটে বাজিয়ে তবে ক'নে উৎসর্গ ক'র্‌তে দিলুম। কি ক'র্‌বো বলো, তুমি সখের বরযাত্র পাঠিয়েছিলে, তারাই তো ধ'রে রাখ্‌লে,—আমায় বর নিয়ে আস্‌তে দিলে না। তবু দেখ, আর তিনশো টাকা বা'র ক'রেছি।

১মা-প্র। ও মা—তিনশো খানি!

মাত। ওটা যে মেয়েমুখো গো—মেয়েমুখো!

রমা। মেয়েমুখো কি পুরুষমুখো, ফুলশয্যা আসুক, তখন আমার হুঙ্কার শুনবে।

২য়া-প্র। হ্যাঁ গা, ফুলশয্যা আস্‌বে, তা তাদের খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্ছ না?

১মা-প্র। হ্যাঁ গা, বল কি গা? মাগীকে ভিটে বেচ্‌তে বল না কি? গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ঘি-ময়দা কিনে লুচি ভেজে রাখুগ, তাঁরা ফুলশয্যা মাথায় ক'রে এসে বাবুর মতন খাবেন। এই তো দেনা-পাওনার ছিরি, তাতে আবার ফুলশয্যায় খাওয়ান!

মাত। দেখ বামুন-ঠাক্‌রুণ, ন্যায়-অন্যায়ের দু'একটা কথা তোমার মুখেই শুন্‌তে পাই।

২য়া-প্র। না গো—দশজনের বাড়ী থেকে লোক ফুলশয্যা নিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌বে, না খাওয়ালে তোমার নিন্দে হবে।

১মা-প্র। কেন, কিসের নিন্দে? ক'নের বাপ মিন্সে এমন ঘর-বর পেয়ে বাড়ীর পাটাটা লিখে দিতে পার্‌লে না—তাতে নিন্দা হয় না! আর গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ফুলশয্যাওয়ালাদের না খাওয়ালে মাগীর নিন্দে হবে!

রমা। (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) ঐ বুঝি ফুলশয্যা নিয়ে আস্‌ছে। গলাবাজী এইবার শুন্‌বে।

[রমানাথের প্রস্থান।

মোহিত। Damn it—Damn it!

[মোহিতের প্রস্থান।

মাত। বামুনঠাক্‌রুণ, দেখ্‌বে চল—দেখ্‌বে চল, কি ছাই-পিণ্ডি পাঠিয়েছে, দেখ্‌বে চল। এতে খাওয়াতে বলো, আমি মাথা হেঁট ক'রে, নিজে ময়দা ড'লে তোমাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে দেব।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

১মা-প্র। বলি হ্যা লা, তুই এই মাগীকে বোঝাচ্ছিলি? ঐ যে আমার ভাসুরের নামে উকীলের মেয়ের বে'তে মাগী শুনেছে, উকীল পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে, ওর এই দিক্‌শূল ছেলের বিয়েতে সেই টাকা চান।

২য়া-প্র। আহা, শুন্‌ছি, এই দুধের বাছাকে সমস্ত দিন খেতে দেয় নি। আর যাকে তাকে মুখ দেখাচ্চে, আর এম্‌নি ক'রে ঠোনা মাচ্চে। এমন সুন্দর মুখখানি, কার্ত্তিক পুরুষেরও পছন্দ হ'চ্ছে না; আর হাড়িঝি চণ্ডী মায়েরও পছন্দ হ'চ্ছে না।

১মা-প্র। চ'না—চ'না, দেখি গে—মাগী কি করে।

২য়া-প্র। বোধ হয়, জিনিষপত্তর ফিরিয়ে দেবে!

১মা-প্র। হুঁ! একখানিও না। জিনিসপত্তর সব তুল্‌বে, আর লোকজনকে তাড়াবে; আর শেষটা এই মেয়েটার উপর ঝাঁজ ঝাড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জোবির প্রবেশ)

জোবি। তুই একলা ব'সে কাঁদ্‌ছিস্ কেন? কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি! শাশুড়ীর পাথর বাঁধা বুক। কাঁদ্‌লে মার্‌বে, হাঁস্‌লে মার্‌বে!

কিরণ। তুমি কে? আমায় মেরে ফেল্‌বে! সমস্ত দিন ঠোনা মার্‌চে, খেতে ব'সেছিলুম—টেনে তুলেছে। বিষম লেগেছিল—মাথায় চড় মেরেছে, মাথা টাটিয়ে র'য়েছে। ঘুরে প'ড়েছিলুম। আমার মাকে বল গে—আমার বাবাকে বল গে!

জোবি। ব'লে কি হবে? তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, পালিয়ে বাড়ী যা! পথ না চিন্‌তে পারিস্, আমি পথ চিনিয়ে বাড়ী নে যাবো। তোর মার মুখ দেখে আমার দুঃখ হ'য়েছে, তাই তোকে দেখ্‌তে এসেছি। আমি যেন ভিখিরী, গান গাইতে এসেছি। ওই তোর শাশুড়ী আস্‌ছে, আমি গান গাই। তুই বলিস্ নি—আমি দেখ্‌তে এসেছি, কাঁদিস্ নি—কাঁদিস্ নি।

নেপথ্যে মাতঙ্গিনী। (ফুলশয্যাওয়ালাদের উদ্দেশে) নিকালো—নিকালো! মোহিত, চাবুক মেরে সব তাড়িয়ে দে

জোবি।— (গীত)

খা লো ক'নে আফিং কিনে,
বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি।
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ী॥
ইঁট ভিটে বেচে ক'নের বাপের নাইকো পার,
হাত নাড়া দে ক'র বে কত মায়ের তোর খোয়ার,
শাশুড়ীর মুখের তোড়ে, দৌড় মারে ডোমহাড়ি॥
ম'রে জুড়ো, চোখের জলে হবি লো নাকাল,
উঠ্‌তে খোঁটা, ব'স্‌তে খোঁটা, শুন্‌বি সাঁজ-সকাল,
তোর শাশুড়ীর সোণার ছেলে,
তুই যে রাঙ্গের খুব্‌ড়ি॥

(মাতঙ্গিনীর পুনঃ প্রবেশ)

মাত। কেরে ছুঁড়ি—কেরে ছুঁড়ি?

জোবি। কেন গো, ভিখিরী, ভিক্ষে দেবে তো দাও, নইলে গান গাব। এই গান ধ'র্‌লুম—

মাত। বেরো ছুঁড়ি বেরো,—ক'নের বাপ এই ছুঁড়িকে পাঠিয়েছে।

জোবি।— (গাত)

মাথা খুঁড়ে পা টিপে তার মন পাবি নাকি,
ঝি-রাঁধুনি রাখবে বুঝি, শোন্, গতরখাগী,
জন্মেছিস্ তুই সবার বালাই,—
স'রে পড় হতচ্ছাড়ী॥

মাত। দেখ্‌সে গো—দেখ্‌সে, বাড়ী ব'য়ে গালাগাল দিতে পাঠিয়েছে!

জোবি। হিঃ হিঃ হিঃ!

জোবির দ্রুত বেগে প্রস্থান।

(প্রাতিবেশিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১মা-প্র। তাই তো গো মোহিতের মা, এমন কুটুম ক'রেছ গা?

মাত। আমার অন্যায় হয়, আমার মুখে চুনকালি দাও। জিনিষপত্র তো দেখ্‌লে, এখন ক'নের মুখ দেখ। (মুখ খুলিয়া) ও মা, কি গো—এ ছেঁয়ে পেত্নীর ছানা গো! ও মা, এমন মুখভঙ্গি কখন দেখিনি গো—এমন কান্না কখন শুনিনি গো!

২য়া-প্র। তা আর কি ক'র্‌বে মা! এখন ক্ষীর-মুড়্‌কি খাওয়াও, ফুলশয্যা করো, ছেলের কল্যাণ করো।

মাত। ইচ্ছা হ'চ্ছে, মুখখানা থেঁতো ক'রে দিই!

(চিবুকে আঘাত করণ)

কিরণ। ও মা গো! আমায় মেরো না গো!

মাত। দেখ বাছা, নক্কে মিন্সের নক্কে মেয়ে দেখ! আমি মার্‌লুম! বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আন্‌লুম! ও মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন! (ঠোনা মারিয়া) আমি তোমায় মার্‌লুম—আমি তোমায় মার্‌লুম!

কিরণ। (সভয়ে কান্না চাপিতে চাপিতে) না গো না—না গো না!

(মোহিতমোহন ও রমানাথের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। Damn it—Damn it! আমি মরিয়া হ'য়েছি! হয় Christian হ'য়ে মেম বিয়ে ক'র্‌বো, নয় Japan warএ যাবো। রেমো মামা, এই মেলেই যাবো।

রমা। তা যাবে বই কি বাবা—তা যাবে বই কি। (মাতঙ্গিনীর প্রতি) দিদি, বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও! দেখ, দু'হাজার টাকা আমি গুণে আদায় করি কি না! বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও—কারো কথায় বউ পাঠিও না।

মোহিত। কি রেমো মামা, তুমি এমন কথা বলো? এই dirty nigger আমার বাড়ী থাক্‌বে, আমি wife ব'ল্‌বো? Damn it—Damn it! মা, ভাল চাও তো, এরে বিদেয় করো। আমায় ডেকেছ কেন? শীগ্‌গির বলো, আমি চ'লে যাবো, বাড়ীতে এসে যেন দেখ্‌তে না পাই; আমাদের party আছে।

মাত। রমা, ফুলশয্যা না ক'র্‌লে যে অকল্যাণ হবে। মোহিতকে বোঝাও ভাই—মোহিতকে বোঝাও। ও মা, আলক্ষী ঘরে এনে যে ছেলে পর হয় গো!

রমা। বাবাজি, সবুর—সবুর—আমি সবুরে মেওয়া ফলাচ্ছি, আর দু'হাজার তোমায় আদায় ক'রে দিচ্চি।

মোহিত। কি ক'রে?

রমা। দেখ না—দেখ না। দিদি, আমি সামগ্রীগুলো ফিরিয়ে দিই গে।

মাত। আর ভাই, ফিরিয়ে কি হবে ফিরিয়ে কি হবে?

রমা। তবে থাক্। বাবাজি, ফুলশয্যাটা করো। এই এতক্ষণ তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাড়াতে আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। দিদি, ফুলশয্যা করাও, রাত হ'লো। তুমি ক'নে আট্‌কাও, দু' হাজার টাকা আমি আদায় ক'চ্চি। আগে ব'ল্‌তে হয়—আগে ব'ল্‌তে হয়, আপ্‌শোশে আমার হাত কাম্‌ড়াতে ইচ্ছে যাচ্ছে। সদু দিদি, ফুলশয্যার সব উদ্যোগ ক'চ্ছ?—করো। ক্ষীর-মুড়্‌কী এনেছ?—রাখো। নাও, বাবাজি, বসো; নাও—ঠাণ্ডা হও, আমি বিলেত যাবার টাকা আদায় কচ্ছি। ব'স, আসনে ব'স, নাও—ক'নেকে বসাও।

(মাতঙ্গিনীর সবলে কিরণময়ীর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

কিরণ। (সভয়ে) না গো না, আর মেরো না!

মাত। শুন্‌লি, রমা, শুন্‌লি,—হতচ্ছাড়ীর কথা শুন্‌লি! আমি মার্‌লুম? দূর হ! এ বালাই কোত্থেকে এল গো।

(ধাক্কা দেওন)

কিরণ। ও মাগো, মলুম গো—(পতন)

মোহিত। রেমো মামা, কি Cadaverous! (ক্ষীর-

মুড়্কীর বাটী কিরণ্ময়ীর উপর নিক্ষেপ করিয়া) Damn it—Damn it !

[মোহিতের প্রস্থান।

মাত। ও রমা—ও রমা, ছাখ্, এ যে নড়ে চড়ে না ! ও মা, কি হ'লো গো, ভিট্কিলেমি ক'রে ম'লো না কি গো !

রমা। তাই তো, তাই তো, মুখে জলের ঝাপ্টা দাও—জলের ঝাপ্টা দাও ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

মাত। ওরে, যাস্ কোথায়—যাস্ কোথায় ? ছাখ্ দেখি, ম'লো নাকি ? ছাখ্—ছাখ্ !

রমা। এই আলো এনে দেখ্ছি। (স্বগত) 'যঃ পলায়তি, স জীবতি !' আমার হাতে দড়ি না পড়ে, ফুলশয্যা মাথায় থাক্।

[রমানাথের প্রস্থান।

কিরণ। (সভয়ে উত্থিত হইয়া) না গো, মেরো না—না গো মেরো না, ও মা গো ! (পুনরায় পতন)

মাত। ও রমা, ও রমা ! উঠে আবার মরে যে রে !

২য়া-প্র। বামুন দিদি—বামুন-দিদি, মুখে একটু জল দাও ! ভয় কি মা—ভয় কি মা, জল খাও—জল খাও। তোমার বাপ এখনি নিয়ে যাবে। (কিরণ্ময়ীকে কোলে লইয়া উপবেশন)

১মা-প্র (মুখে জল দিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই !

২য়া-প্র। মোহিতের মা, তুমি কি মেয়েমানুষ ? এই দুধের বাছাকে আজ দু'দিন ধ'রে যন্ত্রণা দিচ্ছ ? তোমার ভিটেয় কখনো এমন মেয়ে এসেছে ? কখনও এমন সোণার গয়না দেখেছ ? বাপের জন্মে দেড় হাজার টাকা একত্রে গুণেছ ? তোমার ঐ দাগা ষাঁড় ছেলে—তার বিয়ে দিয়ে রাজরাণী হবে ভেবেছ ? তোমার ঘটে একটু আক্কেল নাই ? এই দুধের মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মারা যায়, তখন যে হাতে দড়ি প'ড়্বে, তা ভাবো না ? রূপের ধুচনি !—অন্ধকারে কথা কইলে ছেলেপুলে ডরিয়ে ওঠে, এই সোণার চাঁদ বউ পছন্দ হ'চ্ছে না ?

১মা-প্র। (কম্পিতা কিরণ্ময়ীর প্রতি) ভয় নাই মা, ভয় নাই।

২য়া-প্র। দেখ দেখি, গলায় জল গ'ল্ছে না ! হাত ধ'রেছে, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ প'ড়েছে। ভাব্চো, বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুণ্বে ? মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়ি গুণ্তে হবে, তা জানো ?

কিরণ। ও মা, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি ! মলুম গো !

মাত। (উচ্চৈঃস্বরে) কর্ত্তা গো, তুমি কোথায় গেলে গো, একবার দেখে যাও গো, বউ এনে কি খোয়ার দেখ গো ! রমা, রমা, পোড়ারমুখো কোথায় গেল ? হা' ঘরের ঘরের জলার পেত্নীকে এখনি বিদেয় করুক ! রমা—রমা !—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও যশোমতী।

দুলাল। বাবা—বাবা, তোমার হাতেই আমার প্রাণটি। তুমিই আমার মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি !

রূপ। কিরে কি ব'ল্ছিস ?

দুলাল। এইবারে বাবা, করুণাময়ের মেয়ে বাগিয়ে দাও বাবা ! মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি তোমার হাতে বাবা ! নারাজ হ'য়ো না, বড় ব্যথা পাবো বাবা !

রূপ। আরে আবাগের ব্যাটা, কি ব'ল্ছিস্, ভাল ক'রে বল না ?

দুলাল। করুণাময়ের মেজো মেয়ে মজুত বাবা ! দেখ্তেও খুব জমকালো রকম ! তার সঙ্গে আমার বে লাগিয়ে দাও।

যশো। হাঁগা, দুলাল যদি বায়না নিয়েছে, তবে ওইখানেই বে দাও না, আর পাঁচটা সম্বন্ধ কেন ?

রূপ আরে তুমিও খেপ্লে নাকি ? ঘটক পাঠালুম, টাকা কব্লালুম, করুণাময় রাজী হয় কই ?

দুলাল। এই বারে বাবা ছিপে গেঁথেছ, কেবল খেলিয়ে তুল্‌লেই হয়। রেমো মামা চার-টার ফেলে সব ঠিক ক'রেছে।

রূপ। রমানাথ কি রাজী ক'রেছে?

দুলাল। মুচ্‌ড়ে রাজী ক'র্‌তে হবে বাবা! রেমো মামা দালালি ক'রে তোমার শীকার ঠিক জোগাড় ক'রে দিয়েছে! মোহিত ঘোষ, যে তোমার কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছে, তারা দু'ভাই। সে এক্‌লা মার এক ছেলে ব'লে তোমায় বাড়ী রেজেষ্টরী ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি মোচড় দাও বাবা!

রূপ। তারে মোচড় দিয়ে কি হবে?

দুলাল। তুমি থেকে থেকে ন্যাকা হও বাবা, এতেই আমার গা জালা করে। মোহিত ঘোষ—করুণাময়ের বড় মেয়েকে বে ক'রেছে জান না বাবা? এখন তুমি পুলিস থেকে ওয়ারিণ বা'র করো। করুণাময় বোস বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে মেয়ে দিতে পথ পাবে না বাবা!

রূপ। অ্যাঁ, সত্যি নাকি, সেই বয়াটে ছোঁড়াটা তার জামাই?

দুলাল। তা নয় তো কি বাবা! আমার সে চোদ্দ পুরুষের কে যে, রেমো মামার খোসামোদ ক'রে তারে বাগানে নিয়ে যাই, স্যাম্পেন খাওয়াই, মতিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দিই—মতিয়ার প্রেমে মজ্‌গুল ক'রে দিই! নইলে কি জাল ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার করে? পিরীতের দায়ে ধার ক'রেছে বাবা! কেঁদে বেড়াতো—মতিয়া বেটী ঘরে ঢুক্‌তে দিতো না, তাই ধার ক'রেছে বাবা!

রূপ। বটে—বটে, তবে তো করুণাময় ব্যাটাকে বাগে ফেলিছি।

দুলাল। তবে আর তোমাকে ব'লচি কি? মা, দেখ, 'কাণা ঘোড়ার একগুণ বেশী,' কি না দেখ! বাবা ফন্দী ক'রে লোকের বিষয় গেঁড়া ক'র্‌তে পারে। বাবা, বল, ধর্ম্মকথা বল, এ বুদ্ধি তোমার মাথায় আস্‌তো না, মার কাছে স্বীকার পাও, তোমার দুলাল কেমন দাঁওবাজ! তুমি ম'লে তোমার বিষয় রাখ্‌তে পারবে কি না, বোঝ বাবা!

রূপ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা, আমি ওয়ারিণ বা'র কচ্চি।

দুলাল। মা, এইবার বাবার মতন বাবা! আর কথা ঝেড়ে ফেলো না বাবা!

রূপ। যাক্‌, ছেলেটা ধ'রেছে—বুঝ্‌লে গিন্নি! মনে ক'রেছিলুম, ভয় দেখিয়ে বাড়ীখানা বাগিয়ে নেব, তা যাক্—

দুলাল। ও যেতে দাও বাবা! তুমি বেঁচে থাকো, অমন দু'শো বাড়ী বাগিয়ে নেবে। বিশ্বামিত্র গোত্র, মিত্তির গুষ্টির জেদ বজায় রাখো বাবা।

যশো। দুলো আমার খুব—দুলো আমার খুব! খুব বুদ্ধি বা'র ক'রেছে, খুব বুদ্ধি বা'র ক'রেছে।

দুলাল। মা, কেমন তোমার দুলালচাঁদ বলো?

যশো। আমার দুলালচাঁদ—আমার দুলালচাঁদ! (চিবুক ধরিয়া আদর করণ)

দুলাল। চাঁদের উপর চাঁদ তোমার বউ ঘরে আন্‌ছি মা! বাবা, তাড়াতাড়ি যোগাড় করো, নইলে শুন্‌চি—সম্বন্ধ হ'চ্ছে, বেহাত হ'য়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী।

করুণা। দেখ গিন্নি, চারা নাই। অনেক খুঁজে পেতে তো প্রথম পক্ষের বরে দিয়েছিলুম, লাভ এই হ'লো যে, বিধবার মত মেয়ে গলায় প'ড়লো।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ। মা, বাবার ঠাঁই ক'র্‌বো?

সর। ও মা অবাক্! তুই খেতে খেতে উঠে এলি না কি?

হিরণ। না মা, আমি খেয়েছি।

সর। সে কিরে, তুই ডেকে একটু মিষ্টি নিতে পার্‌লিনি? একটু ক্ষীর নিতে পার্‌লিনি? কর্ত্তা ডাক্‌লে,—চ'লে এলুম! তুই, যা দিলুম, তাই খেয়ে চ'লে এলি? আজ যা হোক বাড়ীতে পাঁচ রকম হ'য়েছে, তাও তোর বরাতে নেই!

হিরণ। আমার পেট ভরেছে। আমি ঠাঁই করিগে।

সর। কে জানে বাছা!

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

দেখেছ—অলুবড়ে মেয়ে, কচিবেলা থেকে ও খাবো ব'ল্‌তে জানে না।

করুণা। সে ভাল, পরের বাড়ী যাবে, কে জানে বরাতে কি আছে।

সর। হ্যাঁগা, এবার সব ঠিকঠাক্ খবর নিয়েছ তো?

করুণা। এবার তো আর ঘটকের মুখে নয়। তোমায় তো সব ব'লেছি—পাত্রটী আমার জানা, সরকারি আফিসে কাজ করে। দেড়শো টাকা মাইনে পায়, বছর বছর মাইনে বা'ড়্‌বে। তবে দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের গুটি দুই ছেলে আছে। তা আর কি ক'র্‌বো! কিছু দিতে থুতে হবে না, তাতেই পাঁচশো টাকা প'ড়্‌বে। সেও ভাব্‌ছি, সেকেণ্ড মর্টগেজ না ক'র্‌লে নয়। প্রথম মর্টগেজের সুদ এক পয়সাও দিতে পারি নি। এক বছর ধ'রে কিরণের ব্যামো; ওরা খবর নেন আর না নেন, আমরা তো সম্বৎসর ধ'রে তত্ত্ব ক'রে এলুম; তোমার অসুখ গেল। ক'টি টাকা ঘরে আনি বল? যাই হোক্, না ধার ক'র্‌লে তো নয়।

সর। বরটির বয়েস কত? আমার বোধ হ'চ্ছে, বয়স একটু ভারি হ'য়েছে।

করুণা। দোজপক্ষের যেমন হয়—চল্লিশের ভেতর। শুন্‌তে পাই, খুব ভদ্র। যা ব'ল্‌ছি, তাতেই রাজী।

সর। তা এত তাড়াতাড়ি কেন?

করুণা। বে ক'রে বড়লাটের সঙ্গে সিম্‌লে যাবে।

সর। তুমি কি জামাই-বাড়ী নিমন্ত্রণ করো নি?

করুণা। কেন নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো না? হরার সঙ্গে নলিনকে দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলুম। মোহিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুন্‌লুম—মাগী ছেলেটাকে জল খেতেও বলে নি।

সর। কে পত্র ক'র্‌তে এসেছিল?

করুণা। জ্ঞাত-সম্পর্কে জ্যাঠা হয়, সেটিও খুব ভদ্রলোক। আমরা বা কি খাওয়ান-দাওয়ানের উদ্যোগ ক'র্‌তে পেরেছি—মিন্সের একমুখে শত সুখ্যাতি, বলে 'রাজারাজড়ার বাড়ীতে এমন উদ্যোগ হয় না।' আর তোমার মেয়ে দেখেও খুব খুসী—বলে, 'রাজরাণী—রাজরাণী!' আমি একটী মোহর দিয়ে দেখে এসেছিলুম, মেয়ের দু'ই হাতে দু'টি মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লে।

সর। বড্ড তাড়াতাড়ি হ'লো, কালই গায়ে হলুদ দেবে।

করুণা। আমাদের তো কিছু উদ্যোগ ক'র্‌তে হবে না। গয়নার হিসাবে পাঁচশো টাকা ধ'রে দেব।

সর। বড্ড যে তাড়া প'ড়্‌লো।

করুণা। ফুলশয্যার পরদিনই বরকে সিম্‌লে যেতে হবে।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও গো, বাইরে জামাইবাবু এসেছে।

সর। সত্যি নাকি?

ঝি। হ্যাঁ গো! আমি কি মিছে ব'ল্‌ছি, তোমার জামাইকে কি আমি চিনি নাই? সেই খুদে চুরোট মুয়ে লাগিয়ে ফুঁক্‌চে!

করুণা। এত রাত্রে কি মনে ক'রে?

সর। হাজার হোক, জ্ঞান হ'য়েছে কি না। মাগীই বজ্জাত, আর এদানি আমরা তো জামাই আন্‌তে পাঠাই নি, তাই বোধ হয় পত্রের অছিলেতে এসেছে।

করুণা। ঠিক্ সময়ে এলে পাঁচজনে দেখ্‌তো, যাক্, এসেছেন—আমার মাথা কিনেছেন। আমি বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই গে। ঝি, একটা আলো নিয়ে আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বি।

সর। তুমিও শিগ্‌গীর ক'রে এসো, রাত হ'য়েছে, খাবে দাবে না।

[করুণাময় ও তৎপশ্চাৎ ঝিয়ের প্রস্থান।

মেয়েটা তো মনের দুঃখে একরকম হ'য়ে থাকে, একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই। [প্রস্থান।

(আলোহস্তে অগ্রে ঝি, পশ্চাৎ মোহিতমোহনের প্রবেশ)

ঝি। এইখানে বোস্ করুন। তা হ্যাঁগা, এতদিনে কি দিদিমণিকে মনে প'ড়্‌লো গা?

মোহিত। Damn it—তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঝি। আর যে ঘর চলে নি গো! বোস্ করো—খাবার আস্‌ছেন, খাও! রাত তো আর পোয়াই নি গো। এস্‌বে বই কি, এস্‌বে নি?

মোহিত। না, খাবার আন্‌তে হবে না, পাঠিয়ে দাও।

ঝি। ও দিদি-দি, এস গো—তর ক'রে এসো, জামাই-বাবুর আর তর সচ্চি নি।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! সবুর করো, গয়না খুলে নিয়েই গোলাম হাজির হ'চ্ছে। মতিয়া—মতিয়া—জানের জান মতিয়া, তোমার health পান করি মতিয়া! (পকেটস্থ শিশি লইয়া মদ্যপান)

(অগ্রে ঝি ও তৎপশ্চাৎ খাবার হস্তে কিরণময়ী ও সরস্বতীর প্রবেশ)

ঝি। এই নাও, দিদিমণিকে এনেছি—ভোর রাত সোহাগ করো।

সর। যা, জলখাবার দিগে, লজ্জা করিস্ নে, কাছে ব'সে খাওয়া। আমি চ'ল্লুম, কর্ত্তাকে খাবার দিই গে।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(অবগুণ্ঠনবতী কিরণময়ীর মোহিতের সম্মুখে জলখাবার স্থাপন)

মোহিত। Damn it—তোমার গয়না কি হ'লো? খাবার নিয়ে যাও, গয়না প'রে এসো। ঝি, স'রে যাও।

ঝি। ও মা, বড় সোহাগ! কানাচ পেতে শুনি।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

মোহিত। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, গয়না প'রে সেজে এসো, আমি অমন ভালবাসি নি।

কিরণ। আমার তো গয়না কিছুই নাই। ঠাকুরুণ পাঠিয়ে দেবার সময় সব খুলে নিয়েছেন। মা তাঁর হাতের দু'গাছি বালা পরিয়ে দিয়েছেন।

মোহিত। শুধু দু'গাছি বালা, আর তাঁর কিছু গয়না নেই? যাও, প'রে এসো।

কিরণ। মা'রও তো গয়না নাই, সব বাঁধা প'ড়েছে।

মোহিত। Damn it—তবে কি হ'লো! মতিয়া—মতিয়া, তুমি এত নির্দ্দয়!—ওঃ! আমার যে প্রাণ যায়!

কিরণ। তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

মোহিত। হুঁ—কি কচ্ছি? সব জুচ্চুরি জুচ্চুরি, গয়না নাই—গয়না নাই? তবে আমি চ'ল্লুম—তবে আমি চ'ল্লুম! উঃ, মতিয়া—মতিয়া! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! মতিয়া—মতিয়া, আমায় বনবাস দিয়েছ মতিয়া! তোমার পালঙ্ ছেড়ে আমি কোথায় এলেম! আমি চ'ল্লুম—চল্লুম। দাও—দাও—বালা দু'গাছা দাও। দেখি—দেখি—আমি অম্নি বালা গড়িয়ে দেবো। দাও—দাও—(উত্থান ও পতন)

কিরণ। ও মা—মা, শীগ্গির এসো।

(বেগে সরস্বতী ও পশ্চাতে ঝিয়ের প্রবেশ)

সর। কি রে—কি রে?

কিরণ। ও মা, কি ক'চ্চে দেখ!

মোহিত। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) দাও—দাও, নইলে হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে নেবো। মতিয়া, কোথায় তুমি!

সর। ও মা, কি হ'লো! কে কি খাইয়ে দিয়েছে না কি গো! ও মা, এমন ক'চ্চে কেন গো! ও ঝি—ও ঝি, কর্ত্তাকে ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

ঝি। ও গো, সর্দ্দি-গর্ম্মি নেগেছে, তুমি মুয়ে জল দাও, বাসাত করো।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

সর। বাবা মোহিত—মোহিত!

মোহিত। Damn it—গয়না পরিয়ে দাও—এখনি পরিয়ে দাও! মা, টাকা বা'র ক'র্‌বে তো করো, নইলে এই সিন্দুক ভাঙ্‌লুম—ভাঙ্‌লুম। টাকা নিকালো। গয়না পরিয়ে দাও—গয়না পরিয়ে দাও, কই, বালা দেখি—বালা দেখি, আমি গড়িয়ে দেবো—গড়িয়ে দেবো! দাও, দাও, আমায় দাও, মতিয়া—মতিয়া!—

(করুণাময়ের প্রবেশ)

সর। ও গো—দেখ গো, জামাই কেমন ক'চ্ছে দেখ!

করুণা। (মদের দুর্গন্ধে মুখ ফিরাইয়া লইয়া) উঃ!—গিন্নি, আর দেখ্‌ছ কি? কিরণের বিকার হ'য়েছিল, বড্ডই ভেবেছিলে, বড্ডই দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে;—আবার দেব্‌তার কাছে মাথা খোঁড়ো, আবার কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দাও, প্রার্থনা করো—কিরণ মরুক্—তিনটে মেয়ে একত্রে মরুক্! আমার উচিত কি জানো, যখন মেয়ে জন্ম দিয়েছি, তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা, আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি ক'র্‌লুম, কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম! বাড়ী বাঁধা দিয়ে, অপমান সহ্য ক'রে মাতালের হাতে কিরণকে দিলুম। কিরণের শাশুড়ী বউকাঁট্‌কি, বউকালেই না হয় যন্ত্রণা দিত, এ কি—হাত-পা বেঁধে বাছাকে যন্ত্রণা-সাগরে ফেলে দিলুম—মাতালের হাঁটু ছুঁয়ে কন্যা সম্প্রদান ক'রেছি! বিধাতা আরো অদৃষ্টে কি লিখেছে—জানি না!

সর। ও গো না—না, দেখ—দেখ, বাছাকে কে কি খাইয়েছে, ওই দেখ—কেমন ক'চ্ছে! তুমি শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাও। ও মা, পরের বাছা এতদিন পরে কেন এলো গো! তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ? দেখ্‌ছো না—দেখ্‌ছো না, দম আট্‌কে যাচ্ছে!

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! (হস্ত প্রসারণ)

করুণা। গিন্নি, দেখ্‌ছ কি—দুর্দ্দান্ত মাতাল! কোন্ বেশ্যার বাড়ী মদ খেয়ে এসেছে, নেসার ঝোঁকে তাকে খুঁজ্‌ছে! দেখ্‌ছ না, মুদ্দর হ'য়ে পড়্‌লো! মাথায় জল দাও, বাতাস করো, কাল ভোর হ'লেই গাড়ী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিও। গিন্নি, মনে করো, কিরণ তোমার বিধবা, বিধবারও অধম—নচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি, আমাদের উচিত কি জানো? কিরণকে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডোবা, নইলে দিন দিন যন্ত্রণা—দিন দিন যন্ত্রণা! ওঃ! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে—আমার মাথা ঘুরুচে—আমি চ'ল্লুম। ভয় নাই, ম'র্‌বে না, তোমার কিরণের তেমন কপাল নয়।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

সর। ও ঝি—ঝি, মাথায় একটু জল দে বাছা। কর্ত্তা রাগ ক'রে গেল, তুই যা বাছা—মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বাছার কি অসুখ হ'য়েছে।

ঝি। ওগো, না গো—মদ খেয়েছে, বো ছাড়্‌ছে দেখ্‌চো নি! আমাদের বাড়ীউলীর মানুষটো ওম্‌নি খেয়ে এসে তোলাতে থাকে।

সর। তবে সত্যি কি আমার কিরণের এই সর্ব্বনাশ! সত্যি কি আমার কিরণকে মাতালের হাতে দিলুম! সত্যি কি আমার কিরণ স্বামী থাকৃতে বিধবা হ'লো! মা কালী, কি ক'র্‌লে! আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের ভাত তোমার বাড়ীতে দিয়ে এসেছি,—আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের বে' দিয়েছি। আমি যে তোমার বুকের রক্ত দিয়ে কিরণকে ফিরে পেয়েছি। মা গো, ভেবেছিলুম, জামাই হবে, মেয়ের বদলে ছেলে পাবো! কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার গর্ভপাত হয় নি কেন? আমার মরণ হয় নি কেন? এই যন্ত্রণা দেখ্‌তে হ'লো!

মোহিত। কুচ্ পরোয়া নেই। গয়না লে আও—গয়না লে আও।

[দ্রুতবেগে উত্থান এবং "মতিয়া মতিয়া" বলিয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[সরস্বতী ও ঝিয়ের তৎপশ্চাৎ দ্রুত প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতন-শব্দ)

নেপথ্যে সর। ও ঝি, ডাক ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

(ঝাঁটা-হস্তে ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও মা গো, সমস্ত রাত কি তোলালে গো! গন্ধে গাটা আড়পাড়িয়ে উঠ্‌ছে। থাক্ এখন বাসনমাজা, বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেয়ে আসি। মা গো, বড় দিদিমণি কি নিঘিন্নে, দু'হাতে তোলানিগুলো ধ'র্‌লে! কি চিক্কুরী গো, কাণে তালা ধ'রে যায়। চলে গেল—বালাই গেল। আমাদের ঘরকে অমন জামাই হ'লে মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দিই।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

(করুণাময়ের প্রবেশ)

করুণা। ছিঃ ছিঃ, দেখে শুনে কি পাত্রেই মেয়ে দিয়েছি, মেয়ের বৈধব্যকামনা হ'চ্ছে!

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। বেয়ান ঠাকৃরুণ এসেছেন।

করুণা। কি—কেন? জামাই বাড়ী যায় নি না কি?

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। আর বেয়াই, আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—মোহিত আমায় পথে বসিয়েছে! রূপচাঁদ মিত্তিরকে দু'হাজার টাকায় বাড়ী বেচেছে।

করুণা। সে কি?

মাত। আর সে কি! রমা আমায় খবর দিলে। সত্যি বেয়াই, সত্যি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। তুমি বাঁচাও তো বাঁচি, নইলে আমি পথে দাঁড়ালুম।

B/B 3397

করুণা। আমি কি ক'র্‌বো?

মাত। তুমি সব পারো, তোমার হাতেই মরণ-বাঁচন। কায়েতের ঘরের গরু, রূপচাঁদ মিত্তিরকে বাড়ী বেচেছে, আবার কোর্টে ব'লেছে, আমি এক ছেলে, আমি বিষয়ের ওয়ারিসান। এখন রূপচাঁদ মিত্তিরকে টাকা দিলেও ফিরবে না।

করুণা। টাকার যোগাড় আছে?

মাত। সবই ভাই তোমায় ক'র্‌তে হবে। তুমি যা দিয়েছিলে, প্রায় তা দেনা শুধ্‌তেই গেছে। যে ক'রে সংসার ক'চ্ছি, তা ওপরে ধর্ম্মই জানে, আর আমি জানি। দেনা ক'রে দু'টি ছেলে মানুষ ক'চ্ছি।

করুণা। (স্বগত) মানুষ আর কই ক'রেছ, ভূত ক'রেছ! (প্রকাশ্যে) আমায় আর কাট্‌লেও রক্ত নাই, কুট্‌লেও মাংস নাই।

মাত। রমা ব'লেছে, তুমি রক্ষে ক'র্‌তে পারো। তোমার টাকা লাগ্‌বে না, কড়ি লাগ্‌বে না, কিচ্ছু না।

করুণা। সে কি, রমানাথ কি ব'লেছে?

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(রমানাথের প্রবেশ)

রমা। ম'শায়, যা বলে, তা মুখে আন্‌বার যো নাই। সে কথা আপ্‌নাকে আর কি শোনাবো!

করুণা। তবু কি শুনি?

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। শুন্‌বে বাবা, শুন্‌বে? আমায় তুমি তোমার মেজো মেয়েটি দাও। বাড়া ছেড়ে দিচ্ছি, দু'স্যুট জড়োয়া গয়না ছাড়্‌ছি। তোমার মেয়েটির গায়ে হাতও দিতে চাচ্ছি নি, শুধু মালাটি গলায় দিয়ে, আমি বাগানের ছেলে বাগানে চ'লে যাচ্ছি।

করুণা। ইনিই রূপচাঁদ বাবুর পুষ্যি—না?

দুলাল। হাঁ বাবা, আমি একুলা মার এক ছেলে। করুণাময়, করুণা ক'রে চেয়ে দেখ! কুঁজ ঢাকা দিয়ে ব'স্‌লে, আমার চেয়ে তোমার বড় জামাই কিছু বেশী চেহারাবাজ হবে না।

মাত। ও বেয়াই—কি হবে বেয়াই! তুমি রাজী হও বেয়াই, নইলে মজি বেয়াই।

করুণা। বে'ন, নুন খাইয়ে ছেলে মা'র্‌তে পার নি আমার বরাতে ছেলে জিইয়ে রেখেছ! আমার জামাই চাইনি মেয়ের ঘর চাইনি, দোর চাই নি। আমি কাল পত্র ক'রেছি, সে পত্র ভেঙ্গে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব! ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাবো না! আবার একটীর গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দেব!

দুলাল। বাবা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না বাবা! নগদও কিছু ছাড়্‌চি, বাবাকে ব'লে তোমারও মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

করুণা। চ'লে যাও আমার বাড়ী থেকে।

দুলাল। যাব কেন বাবা? তোমার জামাই হ'তে এসেছি; যাবো কেন বাবা? তোমার বড় মেয়ে কোন্ সুপাত্রে দিয়েছ বাবা? আমার কুঁজ একদিকে আর তোমার বড় জামাইয়ের বুদ্ধি এক দিকে, ওজন করো বাবা! তার চালচুলো যা ছিলো, তা তো আমার হাতে এসেছে বাবা, তাকে তো পথে বসিয়েছি বাবা! তোমার সব দিক্ বজায় হ'চ্ছে, এ সম্বন্ধ তোমার কি মন্দ হ'চ্ছে বাবা!

মাত। বেয়াই, রক্ষে কর—বেয়াই, রক্ষে কর।

দুলাল। চুপ কর না বাবা! আমি টাকার সুরে গাওনা ধ'রেছি, তোমার ও বেয়াড়া সুর লাগ্‌বে কেন বাবা!

করুণা। রমানাথ বাবু এই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ, না?

রমা। আজ্ঞে না, তা নয়, তবে কি জানেন, সব দিক্ বজায় থাক্‌তো—সব দিক্ বজায় থাক্‌তো।

করুণা। বটে! বেরোও, আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

দুলাল। বাড়াবাড়ি ক'চ্ছ কেন বাবা, শেষ ঘাড় নুইয়ে আস্‌তেই হবে বাবা! আমি নাছোড়বান্দা!

করুণা। যাও, বাড়ীতে এসে বেল্লিকপনা ক'রো না।

দুলাল। বেল্লিকপনা কি কচ্ছি বাবা? আমি তোমার মেয়েটি চাচ্ছি বই তো নয়! রাজী হ'লে সুড়্ সুড়্ ক'রে চ'লে গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিই, পত্র ক'রে যায়।

করুণা। (নিকটবর্ত্তী পতিত বংশ উত্তোলন করিয়া) যাও—নিকালো।

দুলাল। যাচ্ছি বাবা, নাদ্‌না ঝেড়ো না বাবা!

করুণা। বেরোও—বেরোও সব।

রমা। আচ্ছা বাবা, তোমার হাত-পা নাড়া বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। না বাবা, এখন বোঝাবুঝি কাজ নেই বাবা, যখন বুঝ্‌বো, তখন বুঝ্‌বো বাবা, এখন নেংচে চ'লে যাচ্ছি বাবা। রেমো মামা, নিয়ে যাও বাবা—এখনি নাদ্‌না ঝাড়্‌বে, নিয়ে যাও বাবা!

[রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান।

মাত। বেয়াই, সর্ব্বনাশ হবে বেয়াই! শুন্‌ছি পুলিসে দেবে, তোমার বড় মেয়ে গাছতলায় ব'স্‌বে!

করুণা। সে তো যে দিন বিয়ে দিয়েছি, সে দিনই গাছতলায় ব'সেছে! কাল তোমার পুত্র এসেছিলেন—মেয়ের গায়ের গয়না চুরি ক'র্‌তে, বড় নৈরাশ হ'য়ে চ'লে গিয়েছেন। আজ তুমি এসেছ পত্র ভাঙ্গ্‌তে। আমার বড় মেয়ে বিধবা হ'য়েছে, তুমি বাড়ী যাও।

মাত। ও বেয়াই, বেয়াই, আমার বড় সাধের মোহিত বেয়াই! শুন্‌ছি, থানায় দেবে বেয়াই! তা হ'লে আর আমার মোহিতকে পাব না। উপায় থাক্‌তে মেয়েকে বিধবা ক'রো না।

করুণা। বে'ন ঠাক্‌রুণ, আমি পত্র ক'রেছি; এই গায়ে হ'লুদের সামগ্রী এলো ব'লে, সন্ধ্যের সময় বর আস্‌বে। অর্দ্ধেক বাড়ী ছেড়ে দাও গে। রূপচাঁদ মিত্তিরের পায়ে হাতে ধ'রে যতদূর পারি, চেষ্টা পাবো। না শোনে—আর কি ক'র্‌বো—পত্র ভেঙ্গে দিতে পার্‌বো না, আমায় মাপ করো।

মাত। ও মা, কোথাকার নরুকে মিন্সে গো! ঝি-জামাইয়ের মুখ চায় না! ও মা, কি চামার মিন্সে গো—ও মা, কি হবে গো! কেন এই ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম গো!

করুণা। বে'ন, ভালয় ভালয় বাড়ী যাও। তুমি মেয়েমানুষ, তোমায় আর কি ব'ল্‌বো! আমার জামাই কই? জামাই কি আমার আছে? যে দিন তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই মেয়ে আমার বিধবা হ'য়েছে!

[করুণাময়ের প্রস্থান।

মাত। এত অহঙ্কার—এত অহঙ্কার! ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কিরণময়ী ও জোবি।

জোবি। কাঁদ্‌ছিস্, কাঁদ্, আমিও কেঁদেছি—খুব কেঁদেছি! এখন বুঝেছি, কেঁদে কি ক'র্‌বো? আমিই কাঁদ্‌বো, আর তো' কেউ কাঁদ্‌বে না! তাই আর কাঁদি না, গান গেয়ে বেড়াই।

কিরণ। ভাই, আমার মতন দুঃখিনী আর কেউ আছে? এমন স্বামী থাক্‌তে বিধবা আর কেউ আছে? আমার সব থেকে কিছুই নাই। কাল স্বামী এলেন, শুনে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেলেম। বড় আশায় কাছে গেলেম, মনে হ'লো বুঝি, এত দিনের পর দাসীকে মনে প'ড়েছে, বুঝি পায়ে স্থান পাবো। স্বামীর ব্যবহারে বুকে শেল বা'জ্‌লো! তবু মনকে প্রবোধ দিলুম, চক্ষে তো দেখ্‌লুম, কথা তো শুন্‌লুম; তিনি আমায় পায়ে ঠেল্‌লেন, কিন্তু আমি তো তাঁর দাসী; কখনো না কখনো আবার দেখা পাব, আবার কথা কবো; একদিনও সেবা ক'র্‌তে পাবো। না পাই, একদিনও তো দেখা পেয়েছি, তাই মনে মনে ভাব্‌বো, সেই ধ্যানে থাক্‌বো। কিন্তু সকালে উঠে কি শুন্‌লুম!—থানায় আমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তাঁকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে রাখ্‌বে। চিরদিন তিনি মায়ের আদরে কাটিয়েছেন, থানায় নিয়ে গেলে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না। আমার সকল আশা ফুরুলো, আর তাঁর দেখা পাব না।

জোবি। তোর মাকে ব'লেছিস্?

কিরণ। মা জানেন, বাবা জানেন, কিন্তু কি উপায় হবে! বাবা বলেন, আমার মেয়ে বিধবা হ'য়েছে। তিনি আমার বোনের বে নিয়ে ব্যস্ত, আমার দুঃখের কথা একবারও মনে জায়গা দেন না। আমার দুঃখে দুঃখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই! আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে?

জোবি। কাঁদ্—কাঁদ্, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে? আহা, তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আমি তবু আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই, তবু তার সঙ্গে কথা কইতে পাই, ভিক্ষে ক'রে পয়সা পেলে পয়সা দিই! আহা, তোর

স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে! তুই কাঁদ্—তুই কাঁদ্!

কিরণ। তোমার স্বামী আছে? তোমার স্বামীর দেখা পাও? তবে তো তুমি রাজরাণী! তোমায় কাঙ্গালিনী মনে ক'র্‌তুম, তুমি কাঙ্গালিনী নও, আমিই কাঙ্গালিনী।

জোবি। তুই সত্যিই কাঙ্গালিনী। তুই আমার মত যেখানে সেখানে যেতে পাস্‌ নে, তোর স্বামীর দেখা পাস্‌নে, মনের দুঃখ চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে পাস্‌নে, মনে মনে গুম্‌রে থাক্‌তে হয়। তোর স্বামী কোথায় আছে জানিস্‌,তবু তুই এক জায়গায়, সে এক জায়গায়। তুই কাঁদ্—কাঁদ্! তোকে কাঁদ্‌তে বারণ ক'র্‌বো না, আমিও তোর সঙ্গে কেঁদে যাবো। আমি তোর স্বামীকে রোজ দেখে আস্‌বো, দেখে এসে তোরে ব'ল্‌বো। তুই কাঁদ—কাঁদ্—তুই সত্যিই ব'লেছিস্‌, তোর কাঁদ্‌তে জন্ম।

কিরণ। আহা, তোমার স্বামী আছে, তোমার সঙ্গে কথা কয়! তবে তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন? তুমি কেন তোমার স্বামীর কাছে থাকো না?

জোবি। আমার স্বামী কি আমায় চেনে? আমায় ছাঁদ্‌লাতলায় দেখেছিল, একদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

কিরণ। তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ী থাকো না কেন?

জোবি। কোথায় শ্বশুরবাড়ী? বাড়ী মদ খেয়ে বেচেছে! আমার শাশুড়ী ম'রে গিয়েছে—সে পরের বাড়ী থাকে, আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কিরণ। তুমি কেমন ক'রে তাকে চিন্‌লে?

জোবি। কেমন ক'রে চিন্‌লুম! তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছো? তুমি কেমন ক'রে চিন্‌লে? তোমার বে'র দিন মনে করো, রাঙ্গা বর হবে—কত আমোদ মনে করো! স্বামীর পাশে ব'স্‌লে, স্বামীর মুখ দেখ্‌লে, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, কেমন ক'রে চিন্‌লুম? সে কথা মনে ক'রে সুখ—ভেবে সুখ—স্বামীর বাড়ী দুঃখ পেয়েছিলুম, তাতে সুখ, স্বামী লাথি মেরেছিল, তাতে সুখ, স্বামী নিয়ে সবই সুখ। সে সুখ কে ভুল্‌বে বলো?

কিরণ। সত্য ব'লেছ। এখন মনে হয়, বাবা কেন আমায় নিয়ে এলেন! শ্বশুরবাড়ী ম'র্‌তুম, সেও আমার ভাল ছিল, তবু আমি আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পেতুম। তবু তাঁর সেবা ক'র্‌তে পেতুম। শাশুড়ী যন্ত্রণা দিত, দিতই বা—এ যন্ত্রণা হ'তে কি বেশী যন্ত্রণা হ'তো! হয় তো আমি সেথা থাক্‌লে একদিন না একদিন আমার পানে ফিরে চাইতেন, একদিন না একদিন দয়া হ'তো, হয় তো দাসী ব'লে পায়ে রাখ্‌তেন। আমি ঘরে থাক্‌লে হয় তো এতটা ব'য়ে যেতেন না। ভাব্‌ছি, বাবা আমায় কেন নিয়ে এলেন! কি সুখে রেখেছেন, কি সুখে রাখ্‌বেন! আমার স্বামী যদি কয়েদ হয়, কি সুখে আমি অন্ন মুখে দেব, কি হ'লো,—কি হবে!

জোবি। ছাখ্ ভাই, আমার মা একটা কথা ব'লেছিল, সেই কথাটি তোকে আমি বলি, শোন্,—মা ব'লেছিল, "বড্ড দুঃখ পেলে মধুসূদনকে ডাকিস্‌।" আমি ডাক্‌তুম, এখনো ডাকি। মধুসূদন আমায় গান শেখায়, গান গেয়ে মনের আনন্দে থাকি। আমার স্বামীকে খুঁজে বেড়াতুম, মধুসূদন এক দিন দেখিয়ে দিলে। তুইও মধুসূদনকে ডাক্, আর তো তোর, কেউ নাই। যার স্বামী দেখ্‌তে পারে না, তার কেউ নাই, কেবল মধুসূদন আছে! তাঁকে ডাক্, তাঁর কাছে কাঁদ্। ছাখ্, আমার মনে মনে আশা হয়, একদিন আমার স্বামী আমাকে চিন্‌বে, আমাদের ঘর-ঘরকন্না হবে। তুইও ডাক্, তোর মনেও আশা হবে। মধুসূদন দেখা দেয় না, কিন্তু মনে মনে কথা কয়, মনে মনে আশা দেয়; আমায় তো ভাই দেয়। তাঁর নামে আমি গান তৈরি করি;—মনে বড় দুঃখ হ'লে একলা ব'সে সেই গান তাঁরে শোনাই।

কিরণ। জোবি, এততেও তুমি সুখী। তোমার মনে আশা আছে, কিন্তু আমি নৈরাশ সাগরে ভাস্‌ছি। যে দিকে দেখি সেই দিক্ অন্ধকার! আমায় দেখে আমার বাপের মুখ বিষণ্ন, মার মুখ বিষণ্ন! চারিদিকে কলঙ্ক—চারিদিকে স্বামীর নিন্দা! লোকে হাসে, 'আহা'র সঙ্গে ঘৃণা করে। ঘর আমার অরণ্য মনে হয়। (নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি) ওই শাঁক্ বাজ্‌ছে, আমার বে'র শাঁক বাজা মনে প'ড়্‌চে। আজও সেই শাঁক বাজ্‌ছে; কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? স্বামী আমার বিপদ-সাগরে ভাস্‌ছে! জোবি, আর আমি আমার দুঃখে কাতর নই। এই বিপদ সাগর হ'তে যদি কেউ আমার স্বামীকে উদ্ধার করে, আমি চিরদিন তার বাঁদী হ'য়ে থাকি। কিন্তু কোন দিকে আমার কূল দেখি না, মিছে জন্ম জন্মেছিলুম, যে দিন ম'র্‌বো, সে দিন জুড়োবো কি না জানি নি।

জোবি। আমি যাই, আমি তোর স্বামীকে দেখ্‌তে যাই। আমি তোরে এসে খবর দেব, রোজ খবর দেব, আমি তোর কথা মধুসূদনকে ব'ল্‌বো, ব'ল্‌বো,—"মধুসূদন, আমার মতনই দুঃখী, তার উপায় করো, তার মনে আশা দাও।" রোজ তোর কাছে আস্‌বো। আর কি ক'র্‌বো ভাই? তোর দুঃখের কথা শুন্‌বো, দু'জনে ব'সে কাঁদ্‌বো। তুই যা, তোর বোনের বে, তোরইত বোন্, আহা, তার কপালে কি আছে কে জানে! তুই দেখ্‌গে যা, তার আমোদে আমোদ কর। তোর আমোদ ফুরিয়েছে, আর কি ক'র্‌বি বল! তুই যা, নইলে তোকে নিন্দে ক'র্‌বে, তোর বাপ রাগ ক'র্‌বে, তোর মা রাগ ক'র্‌বে,বে'টা চুকে যাক্, কেঁদে কেটে তোর মাকে ধরিস্, যদি উপায় থাকে, তোর বাপ ক'র্‌বে। বাপ-মার উপর মনোদুঃখ করিস্ নে। তারা তো গরীব, তোর বাপ তো দিন আনে, দিন খায়। কি ক'র্‌বি বল? চ'খের জল মুছে দেখ্‌গে যা। আমি আবার ফিরে আস্‌বো।

[কিরণময়ীর প্রস্থান।

জোবি।— (গীত)

উলু নয় রোদন-ধ্বনি, প্রাণ কাঁপে শাঁকের ডাকে।
বাপ-মা যেচে, পেটের মেয়ে বলি দিতে দেয় কাকে॥
বাপে-মায়ে বালাই ভাবে, বালিকার আর মুখ কে চাবে?
তারই ঘরে দিন কাটাবে, টাকা দিয়ে বেচ্‌বে যাকে॥
অবলার দীর্ঘশ্বাসে, কমলা পলান ত্রাসে,
নয়ন-জলে নারী ভাসে, সে দেশে কি অন্ন থাকে॥

[জোবির প্রস্থান।

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

(ইন্‌স্পেক্টার ও জোবির প্রবেশ)

ইন্। আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

জোবি। আমি যে মোহিতের খবর রাখি, সে যে কিরণের ভাতার।

ইন্। কিরণ তোর কে?

জোবি। সে বড় দুঃখী! আমার মতন পাগ্‌লী তো ভাল; তার ভাতা'রকে ধ'রে নে যাবে, সে দেখ্‌বে, আর অম্‌নি ম'রে যাবে।

ইন্। তার স্বামী তো তার কাছে যায় না, বেশ্যা নিয়েই থাকে।

জোবি। থাক্‌লেই বা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, ভাতার নেই ভালবাস্‌লো, তা ব'লে কি ভাতারকে ভালবাস্‌বে না? তুমি এও জানো না, তবে তুমি কি পুলিসে কাজ করো? তুমি তবে কেমন বাঙ্গালা? তুমি কি জান না, বাঙ্গালীর মেয়ের স্বামী ছাড়া আর কি আছে? স্বামীকে দেখে সুখ, ভেবে সুখ, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ, সে গালাগাল দিলে সুখ, সে মারলে সুখ! স্বামীই কেবল সুখ, বাঙ্গালার মেয়ের আর কি আছে? যার স্বামী নাই, তার মরা ভাল। হলোই বা মন্দ স্বামী, তবু তো স্বামী।

ইন্। পাগ্‌লি, তুই এত জান্‌লি কি ক'রে?

জোবি। কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই? আমার কি বে হয় নাই? আমি কি স্বামী দেখি নাই? আমি কি তার সঙ্গে কথা কই নাই? স্বামী খারাপ হ'লে কি স্বামী পর হয়? না, না বাবু, তুমি কিরণকে বাঁচাও, সে বড় দুঃখী, সে ম'রে যাবে।

ইন্। আচ্ছা, তুই যা। তুই আজ খেয়েছিস্?

জোবি। না।

ইন্। যা, আমাদের বাড়ী খেগে যা, সমস্ত দিন খাস্‌নি কেন?

জোবি। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি মোহিতকে ছাড়িয়ে দেবে, কিরণকে গিয়ে খবর দেবো, তার মুখে একটু হাসি দেখ্‌বো, তবে খাবো; নইলে আমি খেতে পার্‌বো না।

ইন্। তুই ভাবিস্ নে, আমি সব বজ্জাত ব্যাটাদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাবো। মোহিতকে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না।

জোবি। না—না, তুমি রমানাথকে ধ'রো না।

ইন্। কেন রে, সে আবার তোর কে? তারও মাগ কাঁদবে না কি?

জোবি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেও ম'রে যাবে।

ইন্। আচ্ছা না—ধ'র্‌বো না—যা।

জোবি। এই ব'ল্‌লে— এই ব'ল্‌লে ?

ইন্‌। (স্বগত) এ পাগ্‌লার এত গুণ, তা আমি জান্‌তুম না। তাইতে সরোজ এরে এত ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই সরোজকে ভালবাসিস্‌ ?

জোবি। তোমার মাগ্‌কে ? খুব ভালবাসি। তার চেয়ে তোমার ছেলেকে ভালবাসি। আমি তোমার ছেলে কোলে ক'রে মনে করি, যেন আমার ছেলে।

ইন্‌। আচ্ছা যা, তোর ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

[একদিকে ইন্‌স্পেক্টারের ও অন্যদিকে জোবির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর উঠান

করুণাময়, মুকুন্দলাল (বর), বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, পরামাণিক, পুরোহিত ইত্যাদি।

করুণা। অনুমতি হয়, কন্যা সম্প্রদান করি।

সভাস্থ সকলে। উত্তম উত্তম।

পরামাণিক। গা তুলুন বাবু, গা তুলুন।

(বরের উত্থান, নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

(রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। চেপে যাও বাবা—চেপে যাও, আগে বর সাব্যস্ত হোক্‌। এ আসরে তুমি বর নও বাবা, আমি বর।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ, এ কি !

দুলাল। বোস্‌জা—বোস্‌জা, বড় নাদ্‌না বা'র ক'রেছিলে ; এখন সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে বৃষকাঠ বরখাস্ত ক'রে মেয়েটি আমায় দাও। নইলে দেখ, তোমার বড় জামাইয়ের হাতে বালা খস্‌বে না। জমাদার সাহেব, এগিয়ে নিয়ে এসো।

(মোহিতমোহনকে হাতকড়ি দিয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

জমা। বাবু, আমি থানায় লিয়ে যাবে, রাত্রে জামিন হোবে না। আপনি এখানে আন্‌তে কেন ব'ল্লেন ?

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, আমায় গ্রেপ্তার ক'রেছে, আমায় থানায় নে যাবে জমাদারের পায়ে হাতে ধ'রে আমি এদিকে এনেছি।

করুণা। কি সর্ব্বনাশ ! জমাদার সাহেব, যদি গ্রেপ্তার ক'রে থাকেন, তবে এখানে কেন আন্‌লেন ?

জমা। বাবু বড় কাঁদাকাটি ক'র্‌লে ; আমি ভদ্রলোকের উপর বড় পীড়াপীড়ি করি না ; বলে, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো,' তাই আনিয়াছে।

করুণা। আচ্ছা, বেশ ক'রেছ, এখন নিয়ে যাও।

মোহিত। মশায় রক্ষা করুন— রক্ষা করুন।

করুণা। বুঝেছি জমাদার সাহেব, নিয়ে যাও। আমি মেয়ের বে দিচ্ছি—কেন ব্যাঘাত করো ?

দুলাল। কি বাবা, জামাইকে ফাঁসাবে ? সোজায় কাজ হাসিল করো না কেন ? এ ঘুণ-ধরা বৃষকাঠ্‌ বিদেয় দাও না বাবা ! আমি গিয়ে পিঁড়েয় ব'স্‌ছি, তা হ'লেই সব মিটে যায়।

করুণা। মশায়, আপনারা আমার ইজ্জত রক্ষা করুন, এদের বিদায় করুন। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার মাথা ঘুর্‌চে, ভগবান্‌ !

(পতনোন্মুখ ও কিশোরের ধৃত করণ)

কিশোর। ম'শায়, স্থির হে'ান।

করুণা। বাবা কিশোর, এদের বিদায় করো, যন্ত্রণা হ'তে আমায় ত্রাণ করো।

দুলাল। বোস্‌জা, তুমি কি বেল্লিক বাবা ! এই শুক্‌নো বৃষকাঠে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ ? আমায় কেন গরপছন্দ ক'র্‌চ বাবা ? কুঁজ্‌ তো কাপড়-ঢাকা আছে ! ওইটে বাদ দিয়ে সব দিক্‌ বজায় ক'রো না বাবা !

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, রক্ষা করুন ম'শায়, আপনার মেয়েকে বিধবা ক'র্‌বেন না মশায়, পুলিসে গেলে মারা যাবো মশায় ! দুলালবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিলেই আমায় ছেড়ে দেবে, আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ম'শায়।

দুলাল। দেখ বাবা, নগদ পাঁচ কেতা নোট। তোমার মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়ে রাখ্‌বো।

করুণা। কিশোর, জল !

কিশোর। ওরে জল আন্‌—জল আন্‌।

(মাথায় হাত দিয়া করুণাময়ের উপবেশন। জল আনয়ন ও মুখে দেওন)

রমা। বোস্‌জা মশায়, ঠাণ্ডা হ'য়ে বুঝুন, কেন সব দিক্‌ মাটী করেন? (বরের প্রতি) বাবাজি, বোঝো, একটা ভদ্রলোক ছন্নছাড়া হ'তে ব'সেছে, তোমার তো ছেলেপুলে আছে, এ বিয়েটা ছাড়ান দাও—আর এ বয়সে নাই বে ক'ল্লে। না বুঝ্‌তে পেরে বোসজা মজ্‌তে ব'সেছে, দেখ্‌ছি —তুমি সুবোধ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

বর। আমি চ'লে গেলে যদি রক্ষা হয়, আমি চ'লে যেতে প্রস্তুত।

দুলাল। বাবা বৃষকাঠ, তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি; তুমি সুবোধ বাবা! মাথায় শুকুনা উড়্‌ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে ক'র্‌তে এসেছ বাবা? আমার জুড়ি ক'রে চট্‌ বাড়ী গিয়ে ঘুমোয় গে।

রমা। বাবাজি, তোমার উচিত—তোমার উচিত। বোস্‌জা চক্ষু-লজ্জায় কিছু ব'ল্‌তে পাচ্ছেন না, দেখ্‌ছো তো, ওঁর ঘোর বি দ।

বর। আমার আপত্তি নাই, বোস্‌জা ম'শায় যদি কন্যা অপরকে সম্প্রদান করেন, আমার কোন বাধা নাই।

করুণা। (উত্থিত হইয়া) বাবাজি, তুমি কি ব'ল্‌ছ? তুমি বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্চ? আমি সম্প্রদান করি আর না করি, আমার কন্যা তোমার পত্নী।

(দুলালচাঁদের গালে হাত দিয়া উপবেশন)

আরে চণ্ডাল, আরে নরাধম, জামাইকে জেলে দিবি, এই ভয় দেখাচ্ছিস্‌? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছিস? আমি বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে ক'রেছিস? জামাই কি দেখাচ্ছিস,—যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্ব্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্‌, তোর মত পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বো? দূর হ—দূর হ!

দুলাল। রেমো মামা, ব'লেছি তো, বেজায় বেয়াড়া লোক।

করুণা। জমাদার, তোমার আসামী নিয়ে যাও।

জমা। চলো বাবু, আমি আর থাক্‌তে পার্‌বে না, বাবু তো জামিন হোবে না।

মোহিত। রক্ষা করো বাবা—রক্ষা করো।

জমা। চলো। (মোহিতকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

(কিরণময়ীর বেগে প্রবেশ)

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। দুলালবাবু—দুলালবাবু, অবলাকে রক্ষা করো, দুখিনাকে দয়া করো, আমি আজীবন তোমার বাড়ী বাঁদী হ'য়ে থাক্‌বো; আমি দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে আমার স্বামীর দেনা শুধ্‌বো; দুলালবাবু, কৃপা করো!

দুলাল। আমার কাছে বুলি ঝাড়্‌ছো কেন সোণার চাঁদ, এ বুলি তোমার বাবাকে ঝাড়ো না? চেয়ে দেখ—ধর্ম্ম কথা বলো—এই বৃষকাঠের কাছে আমি কার্ত্তিক পুরুষ নই? তোমার বাবাকে দু'কথা ব'লে গোল মিটিয়ে ফেল চাঁদ! আমি এক পয়সা চাই নে; তোমায়ও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, তোমার মাকেও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, আর তোমার বাবাকে এই কর্‌করে নোট ঝাড়্‌চি।

করুণা। হা পরমেশ্বর! এ কি হ'লো!

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব—আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও! আমি জন্মদুখিনা, আমার প্রতি দয়া করো! জমাদার সাহেব, নিষ্ঠুর হ'ও না—দাও, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও; তুমি আমার জীবনদাতা!

জমা। না মায়ি, আমি কেমন ক'রে ছাড়্‌বে? আমি সরকারের চাক্‌রী করি, আসামী ছাড়্‌তে পার্‌বে না। মায়ি, যানে দেও, চলো বাবু, চলো।

[মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওলার প্রস্থান।

কিরণ। দুলালবাবু—দুলালবাবু, দয়া করো, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলো। ঐ যে—ঐ যে, নিয়ে চ'ল্লো যে! (মূর্চ্ছা)

সকলে। কি বিভ্রাট!

কিশোর। ঝি, ঝি, এঁকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতে বলো। (বরের প্রতি) মশায়, এ বিভ্রাট তো দেখ্‌ছেন! পরামাণিক, এঁকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও। বোস্‌জা ম'শায়—বোস্‌জা ম'শায়, স্থির হোন।

পুরোহিত। (করুণাময়ের প্রতি) চলুন—চলুন, কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন চলুন, লগ্নভ্রষ্ট হবে।

[করুণাময়কে লইয়া কয়েকজন বরযাত্রীর প্রস্থান।

(সরস্বতী, জোবী ও ঝিয়ের প্রবেশ)

সর। ওঠ মা ওঠ, আর কি ক'র্‌বে!

জোবি। ওঠ্ না—প'ড়ে থেকে কি ক'র্‌বি ?

কিরণ। ও মা—ও মা, নিয়ে গেল যে—নিয়ে গেল যে !

সর। এসো মা এসো, এমন বরাত ক'রেছিলুম !

[সরস্বতী প্রভৃতির কিরণময়ীকে লইয়া প্রস্থান।

দুলাল। রেমো মামা, সব মাটী !

(ইন্‌স্পেক্টারের সহিত মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ এবং দুলালচাঁদ ও রমানাথের গমনোদ্যোগ)

ইন্। দুলালবাবু, যাবেন না। আপনার সঙ্গে যদি বোঝাপড়া ক'রে দেন, তা হ'লে কি ছেড়ে দেন ?

দুলাল। হাঁ বাবা, ছেড়ে দিই বাবা !

ইন্। কিন্তু মশায়, আমরা ছাড়্‌বো কেন ? ওয়ারেণ্ট ধ'রেছি, কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে না নিয়ে গিয়ে তো ছাড়্‌বো না, তার উপায় কি ক'র্‌লেন ?

দুলাল। কেন বাবা, তোমরা সব পারো ; তেলা হাত ক'রে দিচ্ছি বাবা ! .

ইন্। কি রকম ?

দুলাল। এই হাজার টাকার নোট ঝাড়ছি, বাবা !

ইন্। হাজার টাকার নোট দেবেন ?

দুলাল। এই নগদ নাও বাবা, বে দিইয়ে দাও।

ইন্। দেখুন মশায়, আপনারা সকলে সাক্ষী, ইনি আমায় ঘুষ দিচ্ছেন ; জমাদার, এস্‌কো পাক্‌ড়ো।

জোবি। (রমানাথকে টানিয়া) তুমি পালাও, তুমি পালাও।

ইন্। ও কে যায় ? (রমানাথের পলায়ন) যাক্—ধ'রো না।

১ম বরযাত্র। রমানাথবাবু—রমানাথবাবু, যান কোথায় ? আপনি বরকর্ত্তা, আপনি গেলে চ'ল্‌বে কেন ?

দুলাল। দোহাই বাবা, আমায় ধ'রো না বাবা, আমি চোর নই বাবা !

১ম বরযাত্র। আহা চোর কেন, তুমি বর।

দুলাল। বর কোন্ শালা বাবা ! ঝক্‌মারি ক'রেছি বাবা, নাকে খৎ দিচ্ছি, বর হ'য়েছি, ঝক্‌মারি ক'রেছি ! চোর ক'রো না বাবা !

ইন্। আপনি চোরের বাড়া, আপনি পুলিসকে ঘুষ দিয়ে আসামী খালাস্ ক'র্‌তে এসেছেন। জমাদার, নিয়ে চলো।

দুলাল। ও বাবা, বড় ফ্যাসাদ হ'লো ! ও রেমো মামা—রেমো মামা ! বড় ফ্যাসাদ হ'লো, বড় ফ্যাসাদ হ'লো ! দোহাই বাবা, বে ক'র্‌তে চাইনে বাবা ! আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো বাবা। আমি আফিংখোর, প্রাণে মারা যাবো বাবা।

ইন্। আচ্ছা, ওর বাপের কাছে লে যাও, আমি যাচ্ছি।

[দুলালচাঁদ ও মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

কিশোর। ওহে, উপায় কিছু হবে নাকি ?

ইন্। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হ'তে হবে। জোগাড় ক'রে ওর বাপকে ভয় দেখিয়ে Criminal ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিশোর। সব শুনেছ না কি ?

ইন্। হ্যাঁ, ঐ জোবি পাগ্‌লী আমায় খবর দিয়েছে। ওরি জন্যে আমি রমা ব্যাটাকে ছেড়ে দিলুম। তা না হ'লে ও ব্যাটাকেও আমি ফাঁসাতুম, ও ব্যাটা ভারি পাজী ! ও পাগ্‌লী বেটীর রমার উপর ভারি টান। আমায় promise করিয়ে নিয়েছিল, রমাকে কিছু না বলি।

(বর-ক'নে, করুণাময় ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। পরামাণিক, বর-ক'নে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও।

কিশোর। (করুণাময়ের প্রতি) ম'শায়, একটু মুখে জল দেন গে। আমরা বরযাত্র-কন্যাযাত্র খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্ছি।

করুণা। আর বাবা মুখে জল !

(নেপথ্যে রোদন-ধ্বনি ও বেগে ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, শীগ্‌গির এসো, দিদিমণি কেমন হয়েছে !

করুণা। ওঃ ভগবান্ ! আর যে সয় না ! (মূর্চ্ছা)

বরযাত্রিগণ। কি সর্ব্বনাশ !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

(মোহিত ও রমানাথের প্রবেশ)

রমা। বাবা, তুমি যদি আমার পরামর্শ নাও, সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

মোহিত। আবার বুঝি আমাকে পুলিসে দেবার চেষ্টায় আছ? তোমার মতলবে বাড়ী বাঁধা দিয়ে, জেলে যেতে যেতে র'য়ে গিছি। তোমাতে আর কেলে ঘটকে তো মতলব দিয়ে Affidavit করিয়েছিলে—আমার ভাই নাই, কেউ নাই, আমিই বাড়ীর মালিক। মনে হ'লে এখনো আমার বুক কাঁপে।

রমা। বাবাজি, কালের ধর্ম্ম, তোমার দোষ কি বল! তোমার মতিয়ার জন্য প্রাণ যায়, টাকা চাই। তুমি বল্লে, যেমন ক'রে হোক টাকা জোগাড় করো, তা আমি কি কম জোগাড় ক'রেছিলুম বাবা! তা তোমার শ্বশুর বেটা যে অমন চামার, তা কি আমি জানি! সে দিন যদি দুলোর সঙ্গে তোমার শালীর বে' দেয়, তা হ'লে তো সব দিক মিটে যায়। বাড়াকে বাড়া থাকে, আরও কিছু টাকা পাও, তা ও বেটা এমন চামার-বৃত্তি ক'র্‌বে কে জানে! জামাইকে জেলে নিয়ে যাবে দেখ্‌বে, এ স্বপ্নের অগোচর! তা দেখ বাবাজি, উপরে ধর্ম্ম আছেন, যেমন সেই ভাগাড়ে মড়ার সঙ্গে বে' দিয়েছেন, তেম্‌নি মেয়েটা বিধবা হয় ব'লে! জামাই বেটা মরমর! বেটার ডাইবিটিজ হ'য়েছিল, এক বছর তো আধা-মাইনেয় ছুটি নিয়ে বাড়াতে ব'সেছিল, তার উপর উরুস্তম্ভ হ'য়েছে, কবে পটল তোলে।

মোহিত। বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! শ্বশুর বেটা কি পাজী! বাবা বল্লুম, পায়ে ধ'র্‌লুম, তবু বেটা শুন্‌লে না,—সাফ্ জমাদারকে ব'ল্‌লে, 'লে যাও!'

রমা। তা যেমন বেটা পাজী, তুমি যদি আমার মতলব শোনো, তেম্‌নি বেটাকে জব্দ ক'রে দিই। সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। দুলো বেটাকে জব্দ কচ্ছি, তোমার ভাইয়ের বে ভণ্ডুল ক'রে তোমার মাকে জব্দ কচ্ছি, আর করুণাময়কে তো ছুঁচোর অধম কচ্ছি!

মোহিত। আচ্ছা, মতলবটা শুনি? আমি না বুঝে আর ফাঁদে পা দিচ্ছি নি।

রমা। আগে শোনো, বোঝো; ভাল হয়, আমার বুদ্ধি নিও। তুমি তো আর বোকা নও, লেখা-পড়া জানো, সব বোঝো, দেখ দেখি, কি ফন্দাটে ক'রেছি।

মোহিত। কি ক'র্‌তে হবে?

রমা। তোমার মাগ বা'র করো।

মোহিত। মাগ বা'র ক'র্‌বো কি!

রমা। এই তো বাবা, বুঝ্‌লে না! বুঝিয়ে বলি শোনো, তোমার মাগকে, এক নূতন মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসেছে ব'লে, দুলো ব্যাটার বাগানে নিয়ে চলো, কিছু আদায় হোক।

মোহিত। কেন, গৃহস্থের মেয়ে ব'ল্‌লে তো বেশী আদায় হবে?

রমা। না, ওতে কেঁচ্‌ড়ে যাবে। ব্যাটা ফাঁদে পা দেবে না, ওতে ব্যাটার বড় ভয়। ধনা মল্লিক ব্যাটা গৃহস্থের মেয়ে বা'র ক'রে ফাঁসাদে প'ড়েছিল, তাই বেটা শুনেছে, ওতে এগোবে না। নূতন বেরিয়ে এয়েছে ব'লে নিয়ে যেতে হবে।

মোহিত। জব্দ হবে কি ক'রে?

রমা। তুমি বা'র ক'রে নিয়ে এসো, আমি বাগানে নিয়ে যাবো। তুমি পুলিসে জানাবে যে, জোর ক'রে তোমার মাগ নিয়ে গেছে; এই ব্যাটা টাকা ছাড়্‌তে পথ পাবে না। তোমার শ্বশুর ব্যাটার গালে চূণকালি প'ড়্‌বে, বউ বেরিয়েছে শুনে তোমাদের একঘরে ক'র্‌বে, তোমার ছোট ভায়েরও সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে।

মোহিত। রেমো মামা—রেমো মামা, বেশ মতলব বা'র ক'রেছ। দশ হাজার টাকার ঘাড় ভাঙ্‌তে হবে। তারপর মতিয়া বেটীর বাড়ীর সাম্‌নে ভুঁদার মেয়ে জহরকে রাখ্‌বো, মতিয়া বেটী রিষে ম'র্‌বে। রেমো মামা, ঠিক হ'য়েছে!

রমা। দশ হাজার?—পঞ্চাশ হাজার নিয়ে তবে ছাড়বো, কিন্তু বাবা, তুমি শেষ না পেছোয়।

মোহিত। আমি সরল বাচ্ছা, আমার যে কথা—সেই কাজ! আচ্ছা রেমো মামা, নাগ বেটী আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে কেন? সবাই তো জানে, আমার চালচুলো নাই, ভুলো ব্যাটার বাগানে থাকি, আর মোসাহেবী করি।

রমা। তুমি সে জন্যে ভেবো না, তুমি যমের বাড়ী নিয়ে যেতে চাও, যমের বাড়ী যাবে।

মোহিত। তুমি কি ক'রে জানলে?

রমা। আহা, তোমার মেজো শালার বে'র দিন বেটী মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে নাই? বেটী এক বচ্ছর ভোগে। জোবি পাগলা ব'লে এক বেটী আছে, ব্যামোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার ঠেঙে শুনেছি, সে তোমায় একবার দেখবার জন্যে মরে।

মোহিত। সত্যি নাকি, সত্যি?

রমা। বাবা, তুমি কি কম সোনার চাঁদ ছেলে! পাঁচ-জনে তোমায় চিনলে না, এই যা বলো! তুমি তুড়ি দিয়ে ডাকলেই বেরিয়ে আসবে। কেমন—রাজী তো?

মোহিত। খুব রাজী। বা'র ক'রে কোথায় আনবো?

রমা। রাত্রে দু'জনে বেরিয়ে পড়বে। আমি ভুলো ব্যাটাকে ঠিক ক'রে, পাল্কী নিয়ে একটু তফাতে থাকবো। আমি পাল্কীতে তাকে নিয়ে বাগানে উঠবো, আর তুমি এদিকে থানায় খবর দেবে, বাস্, দাঁও মেরে দেব! কিন্তু বাবা, সেই রমা মাসীকে ভুলো না!

মোহিত। আমি এমন পাজী নই! দু'হাজার টাকা ধার ক'রে দিয়েছিলে, আমি পাঁচশো টাকা দালালি দিয়েছি।

রমা। বাবা, সে একেবারে পেটেই সেঁধিয়ে গেল।

মোহিত। কেন, তুমি মতিয়ার কাছেও দু'শো টাকা মেরেছ, আমি খবর রাখি না?

রমা। হুঁ—মতিয়া বেটী যে বান্দা কি না! যাক্ বাবা, ঠিক থেকো, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

মোহিত। রেমো ব্যাটাকে জব্দ ক'রবো, পুলিসে ও ব্যাটাকেও ধরিয়ে দেব। শ্বশুর ব্যাটার মুখের কাছে হাত নেড়ে ব'লবো, 'কেমন বাবা, মেয়ে ঘরে আটকে রাখো!' টাকাটা একবার হাতে লাগলে হয়, মতিয়া বেটীকে দেখাতে হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

রুগ্নশয্যায় মুকুন্দলাল, পার্শ্বে হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনা।

হিরণ। খেতে যে চাচ্ছে না মা!

প্রতি। না, জোর ক'রে খাওয়াও। একে প্রস্রাবের ব্যামো, তাতে উরুস্তম্ভ কাটিয়েছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে দিতে হয়।

হিরণ। এই দুধটুকু খাও।

মুকুন্দ। (জড়িতকণ্ঠে) না, দুধ খাবো না। গা গুলিয়ে উঠ্ছে, ক'দিন ব'ল্ছি, একটু বেদানা আনো।

প্রতি। আহা, একটু বেদানা আনতে পারো নি?

হিরণ। মা, আমায় কে এনে দেবে? সমস্ত রাত ছট্-ফট্ ক'রেছে; সতীন-পোদের একবার ডাক্তারকে খবর দিতে ব'ল্লুম, তা হুম্কে এলো। সকাল বেলায় সেই যে দু'জনে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নাই। আমি কলু বউয়ের হাতে-পায়ে ধ'রে, ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। ডাক্তার কাল বৈকালে এসেছিল, তার টাকা দিতে পারি নি, ব'লে গেছে, টাকা না পেলে আর আসবো না। যে কম্পাউণ্ডার ঘা ধুইয়ে দেবে, তার এখনও দেখা নাই। বলে, 'উরুস্তম্ভ ধোয়াতে রোজ এক টাকা নেব।' আমি তো কাকুতি-মিনতি ক'রে আটআনা ক'রেছিলুম। তা আবার ভাব্চি, কাল গাড়ী ক'রে এসেছিল, গাড়ীভাড়া দিতে পারি নি, তাই কি আস্ছে না?

প্রতি। ও মা! কম্পাউণ্ডারের আবার গাড়ীভাড়া কি?

হিরণ। ব'ল্লে, মাথা ধ'রেছিল, আসতুম না—শক্ত রোগ ব'লেই এলুম।

প্রতি। অনাছিষ্টি মা!

মুকুন্দ। খুলে দাও—খুলে দাও, কট্ কট্ ক'চ্ছে! ওরা সব গোল ক'চ্ছে কেন? স'রে যেতে বলো!—

হিরণ। মা, সমস্ত রাত খেয়াল দেখ্ছে। বলে, 'ঐ কে এলো! অস্ত্র ক'রবো না—অস্ত্র ক'রবো না'—ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

(কলু-বউয়ের প্রবেশ)

কলু-বউ। ও গো, ডাক্তার তো এলো না। বলে, 'টাকা না পেলে যাবো না।'

হিরণ। কি হবে মা, কি ক'র্‌বো? হাতে তো একটাও পয়সা নাই। অন্ন ক'র্‌তে বালা বাঁধা দিয়ে দেড়শো টাকা দিয়েছি। বাবার কাছেও যেতে পাচ্ছিনে, এ নিদেন রোগী কার কাছে ফেলে যাবো?

প্রতি। আচ্ছা, আমি পাল্কী ডেকে দিয়ে এখানে ব'স্‌ছি, তুমি তোমার বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসো।

হিরণ। না মা, আমি এই আড়াতে পাল্কী ক'রে যাচ্ছি, আমার আর মান-অপমান কি মা! ও যদি ওঠে—তবেই, নইলে তো আমায় পথে দাঁড়াতে হবে!

প্রতি। বালাই, উঠ্‌বে বই কি! তুমি ঘুরে এসো।

(মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ)

ডাক্তার আস্‌ছে?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি হবে? ও কি বাঁচ্‌বে? রাক্ষসী বেটী এসে বাড়ী খেয়েছে, ওকেও খাবে। নাও—ভাত বাড়ো।

হিরণ। কখন ভাত রাঁধ্‌তে যাবো? এই রোগী নিয়ে প'ড়ে র'য়েছি।

শশাঙ্ক। বটে, আচ্ছা, আজ হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙ্গে দে হোটেলে খাচ্ছি। দেখি, তোমার কুঁড়ে পাথরের জোগাড় কি ক'রে করো। (মৃগাঙ্কের প্রতি) চল, চাল ডাল সব রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাবো।

[শশাঙ্কের প্রস্থান।

প্রতি। হ্যাগা, তোমরা কেমন কায়েতের ছেলে? এই বাপ সসেমিরে হ'য়ে র'য়েছে, আর এই তম্বি ক'চ্ছ?

মৃগাঙ্ক। নাও—নাও, তোমার রসে কাজ নাই। ও বেটী বাবাকে খাবে, আমি জানি।

মুকুন্দ। ওরে, চেঁচায় কে রে—চেঁচায় কে রে? কাণে তালা ধ'র্‌ছে, ও মা, গেলুম!

(শশাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ)

শশাঙ্ক। দাদা, চালগুলো সব ভিজিয়ে খেয়েছে। চলো, হোটেলে যাই, বেটীকে দেখ্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুকুন্দ। মলুম, খুলে দাও—খুলে দাও! (হিক্কা তোলন) —জল।

প্রতি। মা, তুমি শীগ্‌গির তোমার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। টাকা নিয়ে এসো, ডাক্তারকে এখনই আন্‌তে হবে।

হিরণ। মা, তবে ব'সো, আমি আসি।

[প্রস্থান।

প্রতি। (হিক্কা তুলিতে দেখিয়া) ইস্‌! অন্তের রোগী যখন হিক্কে তুল্‌ছে, তখন তো আর টেঁকে না!

মুকুন্দ। দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—ঐ সব আস্‌ছে—ঐ সব আস্‌ছে! দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—

প্রতি। কই, কেউ তো নয়! এই আমি দোর বন্ধ ক'চ্ছি।

মুকুন্দ। জানালা গ'লে আস্‌ছে—জানালা গ'লে আস্‌ছে—

প্রতি। এই দোর বন্ধ ক'রে আমি তাড়িয়ে দিলুম। (স্বগত) বেশী দেরী নাই দেখ্‌ছি!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

করুণাময়, মুদী, গোয়ালা ও সন্দেশওয়ালা।

মুদী। বাবু, যারা যারা নালিস্‌ ক'র্‌লে, তারা মাস মাস কিস্তি পাচ্ছে, আর আমরা নাকি, ভালমানুষি ক'রে কিছু ব'ল্‌ছি নি, আমাদের টাকা দেবার আর নামটি করেন না।

করুণা। বাবা, বড্ড জড়িয়ে প'ড়েছি; আমি বরাবর তোমার দোকানে চাল ডাল নগদ নিয়ে এয়েছি, দুটি মেয়ে পার ক'রেই বিপদে প'ড়েছি। তোমরা একটু র'য়ে ব'সে নাও।

গোয়ালা। আর কতদিন রইবো? এই প্রথম বে'র ক্ষীর-দ'য়ের দাম প'ড়ে র'য়েচে। ম'শায় ত্থান—দেন, আর তাগাদা ক'র্‌তে পারিনি, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে-গেল। না ত্থান, আমায় দুষ্‌বেন না—ব'ল্‌বেন না, 'ছোট লোক বেটা নালিস্‌ ক'রেছে।'

করুণা। বাবা, আমি শাস্তির সকলকেই দেবো। ভেবো না, একটু সবুর করো, আমি বাড়ী বেচে সব শুধ্‌বো।

সন্দেশওয়ালা। ম'শায়, ভালমানুষের কাল নেই, আমাদেরও কিস্তি হ'তো, তা আমরা যে বোকা, বলি ভাল মানুষের নামে আদালত ক'র্‌বো, তাই আমাদের বেলায়—'সবুর করো।'

মুদী। ম'শায়, টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না। কাজকর্ম্ম ফেলে রোজ রোজ আনাগোনা আর পোষায় না। বাড়ী বেচেন, তালুক বেচেন—আমাদের তো আর বখ্‌রা দেবেন না।

করুণা। বাবা, আর দিনকতক সবুর করো। কি ক'র্‌বো, বড় নাজেহাল হ'য়ে প'ড়েছি।

গোয়ালা। বুঝেছি ম'শাই, বুঝেছি,—চল হে, আমরা পথ দেখি। আর তাগাদায় আসবো না, এই ব'লে চল্লুম।

(করুণাময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

করুণা। ইচ্ছে হ'চ্ছে, কাপড় ফেলে পালাই, সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাই! ছোটলোকের চোখ-রাঙ্গানি তো আর সয় না! মাইনে তো হাতে রাখ্‌তে কুলোয় না, আফিসের দরোয়ানের পর্য্যন্ত দেনা ক'রেছি, স্থদ দিতেই সব ফুরিয়ে যায়, এক পয়সা বাড়ী আসে না। এদিকে পেট চালানো চাই। আজ ছোট আদালতের শমন, কাল ছোট আদালতের শমন,—সাহেব বেটা জানতে পার্‌লে চাক্‌রীটুকু তো যাবে। ছাই বাড়ী খানা তো বেচ্‌তে পার্‌লুম না। আর দু'মাস না বেচ্‌তে পার্‌লে, মটগেজরা তো নিলেম ক'রে নেবে। বাড়ীখানা বিক্রী ক'র্‌তে পার্‌লে তো এ জ্বালায় কতক নিশ্চিন্ত হতুম,—যেখানে হো'ক, মাথা গুঁজে থাক্‌তুম। ছেলেটার স্কুলের মাইনে না দিলে আজ নাম কেটে দেবে। কিস্তি খেলাপ হ'লেই তো শালওয়ালা কালই বডি-ওয়ারিণ বা'র ক'র্‌বে।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আমি এসেছি।

করুণা। বেশ ক'রেছ, কি হুকুম বল?

হিরণ। বাবা, তুমি এমন ক'র্‌লে কোথায় দাঁড়াবো? আমি যে চার্‌দিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি বাবা! কাল ওঁর উরুস্তম্ভ অস্ত্র হ'য়েছে, অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। আজ ডাক্তার আন্‌বার টাকা নাই, গয়লায় দুধ বন্ধ ক'রেছে, নগদ দুধ কিনে খাওয়াচ্ছি। এক বচ্ছর ছুটী নিয়ে আছে, প্রথম আধা মাইনেই ছিল, তারপর তাও বন্ধ ক'রেছে। বাড়ী বেচে তো চিকিৎসা হ'লো, হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এলেম। সতীনের নামে বাড়ী, সতীন-পোরা আপত্তি ক'র্‌লে, বাড়ী আধাদরে বিকুলো। গয়না বাঁধা দিয়ে চালিয়েছি, কাল হাতের বালা খুলে ডাক্তার বিদেয় ক'রেছি।

করুণা। কেন, ডাক্তার ডাকা কেন? হাঁসপাতালে দিতে পার নি! আমায় কি ক'র্‌তে বলো? আমার ইটে গিয়েছে, ভিটে গিয়েছে, দেনায় চুল বিকিয়ে র'য়েছে। রোজ দু'খানা ক'রে শমন, কবে চাকরী যায়! সাহেব ব'লেছে, এবার শমন হ'লে চাক্‌রীতে জবাব দেবে। বড়মেয়ে তো এক বছর ধ'রে বাল্‌সালেন। আজ গিন্নী বাল্‌সাচ্ছেন, কাল ছেলে বাল্‌সাচ্ছেন, আজ জামাই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন! কেন, তোমার ধাড়ি ধাড়ি সতিন-পোরা র'য়েছে, তাদের বল গে না?

হিরণ। বাবা, তারা কি আমাদের মুখ দেখে? একবার জিজ্ঞেস করে যে, কেমন আছে? কথায় কথায় হুম্‌কে আসে। বাবা, সে পথ থাক্‌লে, তোমার কাছে আস্‌তুম না।

করুণা। বাছা, আমা হ'তে কিছু হবে না। কাল কিস্তির পঁচিশ টাকা দিতে হবে, না দিলে আমায় জেলে নিয়ে যাবে। এখন তোমার কোত্থেকে কি করি বল? নাও, এই ছ'টা টাকা নাও, ছেলেটার তিন মাসের স্কুলের মাইনে প'ড়ে গেছে, দিক্ নাম কেটে; নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

হিরণ। বাবা, তুমি বিকেলে একবার যেও। তুমি গেলে একটু ভরসা পাবে। আমি চ'ল্লুম, বামুনঠাকরুণকে বসিয়ে চ'লে এসেছি।

প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

করুণা। ব্যস্, চার্‌দিকে জ্বল্‌জ্বলাট! এখনো মেয়ে বজায়, তার বে না দিলে জাত যাবে। কি জাত্‌রে! লোকে তো ম'চ্ছে, আমার মৃত্যু হ'লো না!

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। বাবা, স্কুলের মাইনে দাও।

করুণা। নে নে,—আর স্কুলে যেতে হবে না।

নলিন। তুমি যে ব'লেছ, আজ স্কুলের মাইনে দেবে। দাও বাবা, নইলে ছুটী হ'লে আপিস-ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে,

মার্তে আসে। আগে ব'লতো,ফাইন ক'র্বো, আজ না দিলে নাম কেটে দেবে।

করুণা। বাঃ বাঃ, কি দেশ রে! কি বিদ্যাদান! দেশ-হিতৈষীরা স্কুল ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল ক'চ্ছেন,—ছেলে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করেন। রাস্তার গলিতে গলিতে দোকান ফেঁদেছেন। এ দেশ স্বাধীন হবে! চারদিকে হাহাকার—চারদিকে হাহাকার! গৃহস্থলোক কেন বেঁচে থাকে! আমি ভদ্রলোক ব'লে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে! আমাদের চেয়ে যে মুটেমজুর ভাল। তারা স্ত্রী-পুরুষে রোজ-গার করে, ব্যামো হ'লে হাঁসপাতালে যায়, ভিক্ষে করে। আমরা ভদ্রলোক, তা পার্বো না, জাত যাবে—নিন্দে হবে! উপোস্ ক'রে বাড়ীতে প'ড়ে থাক্বো, পরিবার উপোসী যাবে, চৌকাঠ পেরুলেই নিন্দে হবে। ঘরে ঘরে বংশরক্ষা হ'চ্ছে! ছেলে না চোদ্দয় পেরুতে বে'র ধুম প'ড়্ছে; কুড়িতে পা দিয়েই পালে পালে বংশবৃদ্ধি! হাঁ আছে—আহার নাই, দেহ আছে—বস্ত্র নাই, ঘরে ঘরে কাঙ্গালীর পল্টন! কি সুখের সমাজ!

নলিন। ও বাবা, মাইনে দাও না বাবা!

করুণা। বাবা, স্কুল বন্ধ করো। এই বয়েস থেকে বোঝো, কাঙ্গালের ছেলের আবার পড়াশুনো কি! আমি কাঙ্গাল, তুমি কাঙ্গাল, তোমার গর্ভধারিণী কাঙ্গাল, তোমার বোন্ কাঙ্গাল। যতদিন অন্ন জোটাতে পারি, দু'টি দু'টি খাও আর চ্যাকড়ায় শুয়ে ঘুমোও। খুব বাপ্ হ'য়েছিলুম, বাপের মতন বাপ্ হ'য়েছি। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত থাক্বে না, যে, মাথা গুঁজে থাক্বে। বাবা, বোঝো, আমার উপায় নাই! আর তোমায় স্কুল যেতে হবে না।

নলিন। ও মা, বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

করুণা। ওঃ, বিবাহ না ক'র্লে ব'য়ে যায়, ঘর-সংসার হয় না, বাপ-পিতামহের নাম থাকে না। কন্যার বিবাহ না দিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে হয়। সুন্দর প্রথা—সুন্দর ব্যবস্থা! কন্যার বিবাহ না দিলে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে, বিবাহ দিতেই হবে! বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ ক'রে দিতে হবে, ভিক্ষে ক'রে দিতে হবে, চুরি ক'রে দিতে হবে,—তারপর সপরিবার অন্নাভাবে মারা যেতে হবে। না দিলে নয়! পুণ্যাত্মা সমাজ জাতে ঠেল্বেন, ঘৃণা ক'র্বেন, ধর্ম্মানুরাগ দেখাবেন। বাঃ বাঃ, সমাজের উপযুক্ত কার্য্যই বটে!

(কিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

কিরণ। বাবা, নলিন কাঁদ্ছে। মা ব'ল্লেন, তারে স্কুল যেতে দিলে না কেন?

করুণা। ভুল হ'য়েছে, ভ্রম হ'য়েছে, তাঁর মত বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই। কেন স্কুল বন্ধ ক'রেছি জানো? তোমরা জ'ন্মেছ ব'লে, কালসর্পিনী জ'ন্মেছ ব'লে, হ'য়ে মরো নি ব'লে, কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন জোটাতে হবে ব'লে, শ্বশুর-ঘর থেকে এসে দু'বেলা হাঁ ক'র্বে ব'লে! আর কেন? তাঁর কি এখনো বুঝ্তে বাকী আছে, কেন? এখনো কি সাধ ক'রে-ছেন, ছেলে মানুষ ক'র্বেন, বউ ঘরে আন্বেন, ব্যাটাকে সংসার পেতে দেবেন, নাতি-নাতকুড় চারপাশে ঘুর্বে? সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো—সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো! বুঝ্তে বলো, এখন যে দিন আঁচাই, সেই দিন ভাল। মেয়ে বিইয়েছেন—মেয়ে বিইয়েছেন, জানেন না, কেন স্কুল ছাড়ালুম—বটে!

[প্রস্থান।

কিরণ। ছিঃ ছিঃ, কোথাও কি আশ্রয় নাই? দু'টি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা! আমার স্বামী দেখা ক'র্তে চেয়েছেন। যদি সত্যি দেখা করেন, আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'ল্বো, 'আমায় নিয়ে চলো; তোমার বাড়ী-ঘর-দোর গিয়ে থাকে, আমি বিদেশে গিয়ে তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব; গাছতলায় থাক্বো।' ছিঃ ছিঃ, বাপের ভাত খাওয়া বড় গঞ্জনা! বাবা কেন বে দিলেন? কারো বাড়ী কেন দাসী রেখে এলেন না! ফুলশয্যার দিন শাশুড়ীর মার খেয়ে যদি মৃত্যু হ'তো, তা হ'লে সব ফুরুতো, তা হ'লে আর এ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্তে হ'তো না। দু'টি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা!

[প্রস্থান।

—*—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর খিড়্‌কী

সরস্বতী ও নলিন।

সর। নলিন, কোথায় যাচ্ছিস্?

নলিন। কেন, খেল্‌তে যাচ্ছি। নিধিরাম ঠিক বলে, আমি খেলা ক'রে বেড়াবো, যা মন যায়—ক'র্‌বো।

সর। না না, বেরুস নি।

নলিন। কেন, বেরুবো না কেন? প'ড়্‌বো না, লিখ্‌বো না, স্কুলে যাবো না, বাড়ী থেকে বেরুবো না, কেন? আমার খুসী, তাই ক'র্‌বো!

সর। ওরে, সাম্‌নি, আমি কাল তোর স্কুলের মাইনে দেব।

নলিন। আমি স্কুলে যাবো না। বাবাও যেমন সত্যবাদী, তুমিও তেম্‌নি সত্যবাদী। রোজই বলে,—এই কাল মাইনে দেব। আমায় স্কুলে আট্‌কে রাখ্‌লে, ধম্‌কালে, মার্‌তে এলো।

সর। বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? খেল্‌তে যাচ্ছিস্, বই কি ক'র্‌বি?

নলিন। এ কি বাবা কিনে দিয়েছে? আমি প্রাইজ পেয়েছি। আমি বেচ্‌বো—ব্যাট্‌বল কিন্‌বো।

[প্রস্থান।

সর। কি পোড়া অদৃষ্ট—কি পোড়া অদৃষ্ট! আহা, বাছার আমার লেখাপড়ায় কত মন;—লেখাপড়া ক'র্‌তে পেলে না! খেলা কাকে বলে, কখনো জানে না, বইয়ে মুখ দিয়েই থাকে। বছর বছর প্রাইজ আনে, ব্যামো হ'লে স্কুল কামাই করাতে পারি নি; সেই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হ'লো। এমন পোড়া কপাল কি কারো পোড়ে!

[প্রস্থান।

(কিরণ্ময়ী ও জোবির প্রবেশ)

কিরণ। কি জোবি, আবার ফিরে এলি কেন?

জোবি। আজ রাত্রে নয়, কাল দিনের বেলায় দেখা করিস্।

কিরণ। কেন—কেন?

জোবি। আমি যখন তোমার স্বামীর কাছ থেকে পত্র এনে দিয়েছিলুম, আমার মনে খুব অহ্লাদ হ'য়েছিল। পত্রে কি লেখা, জান্‌তুম না; তুমি যখন ব'ল্‌লে, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়, তখন আমার আরও আহ্লাদ হ'য়েছিল। এখন আমার মন কেমন ক'চ্ছে, তোমার স্বামী কেন বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করুন না?

কিরণ। জোবি, তাঁর মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে। তিনি এ বাড়ীতে আমার বোনের বে'র দিন অপমান হ'য়েছেন, জান তো?

জোবি। তা দিনের বেলায় কেন দেখা করুন না? রাত্রের বেলায় আমার ভয় করে।

কিরণ। না, না, তিনি এ পাড়ার কাকেও দেখা দিতে চান না। আর স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, তাতে রাতই বা কি, দিনই বা কি? তিনি যে কাতর হ'য়ে পত্র লিখেছেন, তাতে কি আমি স্থির হ'তে পারি? তোমায় প'ড়ে শোনাতে চাইলুম, তুমি যে শুন্‌লে না। পত্র শুন্‌লে তুমিও ব্যাকুল হ'তে, আমায় মানা ক'র্‌তে না।

জোবি। আচ্ছা, পড়ো—আমি শুনি।

কিরণ। (পত্র পাঠ)

"প্রাণেশ্বরি!

তুমি যে অমূল্য রত্ন, তাহা আমি বর্ব্বর, পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। তোমার ভগ্নীর বিবাহের দিন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা নারীকুলে বিরল। আমি মনের দুঃখে এতদিন তোমার সংবাদ লই নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি দিন পাই, তবে দেখা করিব। আমার সে সুদিন উদয় হইয়াছে, তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি। তোমার পিতার বাটীতে আমি পদার্পণ করিব না, বড়ই অপমানিত হইয়াছিলাম। দিনমানে দেখা করিতে আসিলে তোমার পাড়ার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কি জানি, যদি কেহ পরিহাস করে। এই নিমিত্ত আমার মিনতি, তোমার বাড়ীর বাহিরে একবার আমার সহিত দেখা ক'রো। সাক্ষাৎ হইলে মনের কথা ব'লিব, পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিব, গলা ধরিয়া কাঁদিব। ভরসা করি, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তোমাদের খিড়্‌কীর বাহিরে আসিয়া দর্শন দিবে। তোমারই—

মোহিত।

পুনশ্চ—কেহ যেন তোমার সঙ্গে না থাকে।"

এখন বলো দেখি ভাই, আমি কি—না দেখা ক'রে থাক্‌তে পারি?

জোবি। না না, এ কি হ'লো! তোমার বাবাকে পত্র লিখে নিয়ে গেলেই তো হয়?

কিরণ। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তিনি অভিমান ক'রেছেন। তিনি আমার বাবাকে পত্র লিখ্‌বেন না।

জোবি। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

কিরণ। সে কি হয়? তিনি মানা ক'রেছেন। তাঁর মানা না শুন্‌লে তিনি রাগ ক'র্‌বেন, অভিমান করে চ'লে যাবেন। আমার প্রাণ যে কি ক'চ্চে, তা তুমি জান না! মনে হ'চ্ছে, সূর্য্য কেন অস্ত যাচ্চে না, কেন রাত্রি হ'চ্ছে না? কতক্ষণে তাঁর দেখা পাবো! জোবি, তুমি আমায় দেখা ক'র্‌তে মানা ক'চ্চ? তুমি ভিখারিণী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে ঘুরে বেড়াও, ভিক্ষা ক'রে এনে স্বামীকে দাও, স্বামীর সঙ্গে কথা ক'য়ে স্বর্গ হাতে পাও; তুমি তোমার মন দিয়ে আমার মন বুঝ্‌ছো না? মানা ক'রো না, আমি তো মানা শুনব না। তোমার মত যদি পথে পথে বেড়াতে হয়, যদি ভিক্ষা ক'রে স্বামীর সেবা ক'র্‌তে হয়, যদি স্বামী ফিরে চান, তা হ'লে আমি রাজরাণী। তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছো? কি ভাব্‌ছ? তুমি ভেবো না, যাও। আমার স্বামীকে বল গে, আমি আশাপথ চেয়ে খিড়্‌কী-দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। এই মাত্র মিনতি তাঁরে জানিও, যেন আমি নিরাশ না হই, যেন তিনি আসেন, দেখা দেন। ব'লো, আমি তাঁর দাসী—জীবনে-মরণে দাসী। তিনি আমার সর্ব্বস্ব, ইষ্টদেবতা, তিনি পায়ে না ঠেলেন।

জোবি। ছ্যাখ্, ভাই, যদি তুই আমার মত হ'তে পারিস্, যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্, যদি ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস্, যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌তে পারিস্, তা হ'লে রাত্রে লুকিয়ে দেখা করিস্। কিন্তু যদি ঘরে থাক্‌তে চাস্, লোকের ঘৃণায় যদি ভয় থাকে, যদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর হোস্, তা হ'লে রাত্রে দেখা করিস্‌নে। লুকোন কাজ ভাল নয়। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, অনেক রকম দেখ্‌তে পাই, আমি দেখেছি, লুকোন কাজ একটাও ভাল নয়। দেখিস্, যদি আমার মত হ'তে তোর ভয় না থাকে, তবে দেখা করিস্।

(গীত)

কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়।
লুকোন-প্রেম তারই সাজে, ভয় থাকে যার, তার তো নয়॥
অযতনে যতন ক'রে, রাখ্‌তে পারে হৃদে ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে, আপন ভাবে মগন রয়॥
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা, তার তো কিছু নাইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা, সমান ভাবে বয় সময়॥

(নেপথ্যে রোদন ধ্বনি)

কিরণ। এ কি, মা কেঁদে উঠ্‌লেন কেন? আমার ভগ্নিপতিটি কি মারা গেল? যাই ভাই যাই, আমি দেখিগে।

[কিরণময়ীর প্রস্থান।

জোবি। বুঝেছি—বুঝেছি। যে দিন ছুঁড়ীর বে'র শাঁক বাজা শুনেছিলুম, আমার বুক কেঁপে উঠেছিল; আমার মনে হ'য়েছিল, বুঝি আর এক অবলার কপাল ভাঙ্‌লো। সত্যিই তাই! দেখেছি তো—দেখেছি তো, স্বামী বিছানায় প'ড়ে, সতীন-পোর গঞ্জনা, ঘরে অন্ন নাই, সবই তো দেখেছি। আজ বুঝি তার সিঁদূর ঘুচ্‌লো! আহা, অবলার কপালে কি কোথাও সুখ নাই! ঘরে ঘরে দুঃখ, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে পেটের ছেলেকে অন্ন দিতে পারে না। পোড়া বে কি বাঙ্‌লা দেশ থেকে উঠ্‌বে না! আমার প্রাণে বাজে কেন?—কে জানে কেন! মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই? তাই বাঙ্গালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ? আহা, এত দুঃখেও স্বামী থাক্‌লে সুখ, কিন্তু পোড়া যম তা শোনে না।

[জোবির প্রস্থান।

—*—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী।

প্রতি। মা, কি ক'র্‌বে? তোমার বরাত! কেঁদে তো আর ফির্‌বে না।

হিরণ। মা, এ তো আমার বরাতে যা ছিল, তা হ'য়েছে। এখন কোথায় যাবো, কোথায় দাঁড়াবো? মাথা গুঁজে

থাক্‌বার বাড়ী নাই, ঘর নাই, অঙ্গে একখানা গয়না নাই, বাক্‌সোয় রূপোর সম্পর্ক নাই, সবই তো জানো। চিকিৎসাতেই সব গিয়েছে। আমি দশদিক্ শূন্য দেখ্‌ছি। কি ক'র্‌বো ?

প্রতি। কেন গো অত ভাব্‌ছো ? তোমার সতীন-পোরা র'য়েছে, তারা কি তোমায় ফেল্‌তে পার্‌বে ? বাপ ছিল,চাকরি বাকরি করে নাই, এদিক্ ওদিক্ ক'রে বেড়াতো ; এখন চার চালের ভার মাথায় প'ড়্‌লো —সব ঠিক হবে।

হিরণ। মা, তুমি তো চক্ষের উপর কাল দেখ্‌লে, কথায় কথায় আমায় ঠমকে এসে বলে, "আমাদের সব খেলি, সব নিলি।" মনে করে বুঝি, আমার সিন্দুক-ভরা টাকা র'য়েছে। দু' বেলা বাড়ী থেকে বিদেয় ক'র্‌তে আসে।

প্রতি। তা তুমি ভেবো না। তোমার ইন্দিরের মত বাপ র'য়েছে, মা র'য়েছে,—পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে।

হিরণ। আমার বাপের অবস্থা জান না। তাঁর চার্‌দিকে দেনায় চুল বিকিয়ে র'য়েছে। বড় মেয়ে গলায় প'ড়েছে, ছোটটির বে দিতে পাচ্ছেন না। সেখানে আমি গিয়ে কোন্ মুখে দাঁড়াবো, তাই ভাব্‌ছি।

প্রতি। (স্বগত) এমন পোড়া কপালও পোড়ে ! (প্রকাশ্যে) তা কেঁদে কি ক'র্‌বে বাছা! তোমার বাপ্‌কে খবর দিয়েছ ?

হিরণ। কলু-বউ খবর দিতে গিয়েছে।

প্রতি। তা আমি এখন আসি বাছা, দিন কি আর যাবে না ? নাও, অমন ক'রে থেকো না ; কাল থেকে প'ড়ে র'য়েছ, একটু মুখে জল দাও নি। চান ক'রে সতীন-পো দু'টি আস্‌ছে, হাঁকোগু চাড়িয়ে দাও, যত্ন ক'রে আপনার ক'রে নাও ; কি ক'র্‌বে ! (স্বগত) আহা, বাছার না জানি আরও কি কপালে আছে ! (প্রকাশ্যে) তবে আসি মা !

[প্রতিবেশিনার প্রস্থান।

হিরণ। আহা, এই পাড়ার অনাথা—এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মার্‌লে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে, তারা কাঁদে ক'রে সৎকার ক'র্‌তে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোক কেউ উঁকি মার্‌লে না ! কি ক'র্‌বো, কি হবে ! ছ'মাসের আগাম বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে, তিন মাস হ'য়ে গিয়েছে, আর তিন মাস তো থাক্‌তে পাব। এম্‌নি পোড়ার দশা—আগাম ভাড়া না নিয়ে কেউ বাড়ী ভাড়া দিলে না। এখনো কি সতীন-পোরা বুঝ্‌বে না ? দেখি, কোন রকমে যদি বনিয়ে থাক্‌তে পারি। আমি এদের রাঁধুনী-বৃত্তি ক'র্‌বো, দাসী-বৃত্তি ক'র্‌বো, এতেও কি দু'টি খেতে দেবে না ? যাই করুক, দুটো গালাগাল দেয়—দেবে, আমি বনিয়ে থাক্‌বো, ওই আস্‌ছে, মিনতি-সিনতি ক'রে দেখি !

(মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ)

মৃগাঙ্ক। নে বেটি, আমার বাবার কি আছে, বা'র কর।

হিরণ। কিছুই তো নাই বাবা !

মৃগাঙ্ক। নে শশাঙ্ক, সিন্দুক ভাঙ্।

শশাঙ্ক। তুমিও যেমন দাদা, বেটী সব বাপের বাড়ী চালান দিয়েছে। আমি পরচাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে দেখেছি। খানকতক ছেঁড়া কাপড় আছে, আর সেই পুরোণো শালখান।

হিরণ। বাবা, কেন অমন ক'চ্ছ ? কোথায় কি পাব ?

মৃগাঙ্ক। বেটি, ন্যাকামো ; বল বেটি, বাসন-কোসন কোথায় গেল, বল ?

হিরণ। সেগুলি বাঁধা দিয়ে সৎকারের টাকা জোগাড় ক'রেছি।

মৃগাঙ্ক। বাক্‌স খোল্ দেখি।

হিরণ। বাবার ঠেঙে ছ'টাকা এনেছিলুম্, সব খরচ হ'য়ে গেছে, তিন আনা পয়সা আছে, এই দেখ।

(হিরণ্ময়ীর বাক্‌স খুলিয়া দেখান ও মৃগাঙ্কের পয়সা তুলিয়া লওন)

শশাঙ্ক। দাদা, শোনো, এর মধ্যে বাপের বাড়ী থেকে টাকা আন্‌তে গিয়েছিলেন। তোমায় ব'ল্‌ছি কি, বাবাকে তো আগা গোড়াই ভেড়ো ক'রেছিলো। সব চালান দিয়েছে—সব চালান দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক। চোর বেটী, পাজী বেটী, নচ্ছার বেটী, ডাকাত বেটী ! আমাদের পথে ব'সিয়েছ বেটী ! বেটীকে পুলিসে দেব।

শশাঙ্ক। দেখ্‌, বেটী, ভাল চাস্ তো আমার বাপের যা গাঁ্যাড়া ক'রেছিস্, বা'র কর, নইলে ভাল হবে না ব'ল্‌ছি।

হিরণ। সে কি বাছা, তোমরা কি ব'লছ ? এ মড়ার

উপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ? আমি যে গয়নাপাতি বেচে চিকিৎসা চালিয়েছি, আমি যে পথে ব'সেছি!

মৃগাঙ্ক। তবে রে বেটী, রাক্ষসী, পথে ব'সেছ? বাবাকে খেয়েছ, বাড়ীখানি খেয়েছ, টাকাকড়ি সব বাপের উদরে পুরেছ, আর নাকিসুরে ব'ল্‌ছো—'পথে ব'সেছি!' তা যাও—বেরোও।

হিরণ। কোথায় যাবো?

শশাঙ্ক। আমরা কি জানি?

মৃগাঙ্ক। যার পেট ভরিয়েছ, তার কাছে যাও। বেরোও—বেরোও—এখনি বেরোও!

হিরণ। ও মা—মা গো, কেন এ অভাগিনীকে পেটে স্থান দিয়েছিলে? দেখে যাও মা—রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি! হা পরমেশ্বর, কি হবে!

উভয়ে। বেরো—বেটী বেরো!

হিরণ। একটু সবুর করো, আমি বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসুন, আমি যাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। শশাঙ্ক, তবে খোঁজ, কোথায় কি লুকিয়েছে, বাপ এলে বা'র ক'র্‌বে। খোঁজ—খোঁজ!

শশাঙ্ক। আরে দাঁড়াও না, আগে বিদেয় করোনা। বেরো বেটী বেরো, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'র্‌বো।

মৃগাঙ্ক। হুঁ হুঁ—বাপ্‌কে খবর দিয়েছো বটে! বেরোও বেটী বেরোও, নইলে খেলি মার।

হিরণ। আচ্ছা বাছা, যাচ্ছি।

(আল্‌না হইতে পরিধেয় বস্ত্র লইতে উদ্যত)

মৃগাঙ্ক। কাপড় নিচ্ছিস্ যে? কাপড় রাখ্।

হিরণ। মা গো, একবস্ত্রে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো!

উভয়ে। বেরোও—বেরোও—(প্রহারোদ্যোগ)

হিরণ। আর কেন বাবা—আর কেন—বেরোচ্ছি তো!

[প্রস্থান।

—*—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বেলঘোরের পথ

(তাড়ি খাইয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীগণের প্রবেশ)

(গীত)

তাড়ি পিয়ে হুয়া বদন ভারি।
আঁচোরা কেইসে সাম্‌হারি॥
দোলে হিলে, পায়ের টলে,
চল্‌নে চাহিয়ে হুঁসিয়ারী।
ধীরে চল্ না, কুছ না বোল্‌না—
না হেল্‌না, না খেল্‌না,
একা সেঁইয়া রহে, কহো কেৎনি সহে,
ঘর্‌মে ও রোয়ে ফুকারি॥

[প্রস্থান।

(দুলালচাঁদ, রমানাথ ও কালীঘটকের প্রবেশ)

দুলাল। রেমো মামা, বল কি বাবা?

রমা। বাবাজি, তোমার বিরাজী এর দাসীর যুগ্যি নয়। যেমন চেহারা, তেম্‌নি ইয়ার। তবে সম্প্রতি বেরিয়ে এসেছে কি না, তাই একটু লাজুক।

কালী। তাতে বাবু খুব মজবুত আছেন, সে লজ্জা ভেঙ্গে নিতে পার্‌বেন।

দুলাল। বাবা, নেহাৎ প্যান্‌পেনে, ঘ্যান্‌ঘ্যানে তো নয়? নেহাৎ কলাবউয়ের মতন যে ব'সে থাক্‌বে, তাতে আমি নারাজ।

রমা। আরে বাবাজি, আড়ঘোম্‌টা টেনে মুচ্‌কি হাস্‌বে। রূপোগাছির প্যারির বাড়ীতে আছে, তার ঢং-ঢাংয়েই মাত ক'রে দেবে। আপনাকে যে ব'ল্‌ছি, সেথা চলুন।

কালী। তোমার কি রকম কথা রমানাথবাবু? বাবু প্যারির বাড়ী উঠ্‌বেন! যে ব্যাটা বার ক'রেছে, সে একটা বিষম গোঁয়ার, একটা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবে।

দুলাল। না না রেমো মামা, ও ফ্যাসাদে কাজ নাই। বৈঠকখানা-বাড়ীতেও কাজ নাই, কিশোর ব্যাটা বড় হ্যাঙ্গামা করে। তুমি আমার বেলঘোরের বাগানে নিয়ে এসো।

যদি পছন্দসই হয়, আমি বিরাজী বেটীকে আজই জবাব দেব। বেটীর ভারি নাক্‌নাড়া!

রমা। বাবা, যদি খুন ক'র্‌তে পারি, দু'শো টাকা বখ্‌শিস্‌ নেব।

দুলাল। কেন বাবা, আমি কি বখ্‌শিস্‌ দিতে নারাজ? যত বেটী কালিন্দী এনে হাজির ক'র্‌বে, এতে বখশিস্‌ দিতে ইচ্ছে করে?

কালী। ম'শায়, এবারে কালী ঘটক হাত দিয়েছে, মাল দেখে নেবেন!

দুলাল। আচ্ছা বাবা কেলে ঘটক, তোমার এই ঘট্‌কালীই দেখি। করুণাময়ের দু'টো মেয়ে তোমার উপর ভার দিয়ে তো দেখা হ'লো।

কালী। আরে ম'শায়, হাসির কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু—ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু—আজ সে জামাই ব্যাটা অক্কা।

দুলাল। কে, সেই বৃষকাঠ? ম'রেছে?

কালী। আজ্ঞে হাঁ, তবে আর ব'ল্‌ছি কি।

দুলাল। রেমো মামা, দেখ দেখি, ব্যাটার কি হারামজাদ্‌কি! সেই ব্যাটা ম'র্‌বি, তবে কেন ব্যাটা আমার মুখের গরাস্‌ কেড়ে নিলি?

রমা। বাবাজি, পাজীলোক—পাজীলোক!

কালী। পাজীর পা ঝাড়া।

দুলাল। বলো রেমো মামা, বে'র দিন বেটাকে বোঝাই নি? ব্যাটাকে ব'ল্‌লুম যে, বাবা, তোমার শুড়নী মাথায় উড়্‌কে লেগে হবে না, কেন বাবা মাল আট্‌কে রাখ্‌ছো, আমায় আসর ছেড়ে দিয়ে সাফ্‌ স'রে পড়ো।

কালী। আঁা! আপনি এমন ক'রে বোঝালেন, ব্যাটা শুন্‌লে না?

দুলাল। করুণাময়কেও বোঝালুম যে, বাবা, বৃষকাঠে কেন মেয়েকে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ, আমার এ ক'জটা আর ট্যাংটা বার দিয়ে বরণ ক'রে নাও, কন্যা সুপাত্রে প'ড়্‌বে। তা ব্যাটা আমার কথা কাণে ক'র্‌লে না।

কালী। তেম্‌নি জব্দ—তেম্‌নি জব্দ! আর একটা মেয়ে গলায় প'ড়্‌লো।

দুলাল। কিসে? তার তো সতীন-পোরা র'য়েছে।

কালী। সে তো আরো মজা হ'য়েছে। তারা তো দিনের মধ্যে দু'শো বার গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দিতে আসে।

দুলাল। ওঃ—পাজী দেখেছ—পাজী দেখেছ! ব্যাটা ম'র্‌বি যদি মনে ছিলো, তবে কেন এমন সুপাত্রে কন্যাদান ক'র্‌তে দিলি নি? তুই ব্যাটা বজ্জাতি ক'রে যদি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে ক'র্‌তে সেদিন হাজির না হোস্‌, তা হ'লে কি সেদিন মাল হাত ছাড়া হয়? ব্যাটাকে টাকা কব্‌লেছিলেম, বুঝ্‌লে কেলে ঘটক?

কালী। বেইমানি—বেইমানি—আজকের কালই বেইমানি!

দুলাল। ইচ্ছে হ'চ্ছে, ব্যাটাকে দু'কথা শুনিয়ে দে আসি;—বলি, 'কেমন ব্যাটা—ব'লেছিলুম? সেই তো ব্যাটা ম'লি, আমাকেও ফাঁকে ফেল্‌লি, তো ব্যাটারও ভোগে হ'লো না।'

কালী। ম'শায়, কয়লা ধুলে কি তার ময়লা যায়?

দুলাল। যা পাজী ব্যাটা ম'র্‌গে যা! এখন কেলে ঘটক, তোমার বে'র ঘটকালি বুঝে নিয়েছি, এখন তোমার মেয়েমানুষের দালালিটা দেখি।

কালী। ম'শায়, মাল যাচিয়ে নেবেন।

দুলাল। আচ্ছা, দেখা যাক্‌। পাল্কা, বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে হারে এখনি আসবে। আজ যদি ফস্‌কায়, দেখ্‌বে মজা, আশায় আশায় ক'দিন ঘোরাচ্চ।

কালী। ম'শায়, যে ব্যাটা বা'র ক'রেছে, সে ব্যাটা অষ্টপ্রহর আগ্‌লে আছে। আজ প্যারি বেটী, ব্যাটাকে ঘরে বসিয়ে ঠিক বা'র ক'রে দেবে;—ঠিক সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

দুলাল। আচ্ছা বাবা, তোমাদের কারদানি দেখা যাবে।

[দুলালচাঁদের প্রস্থান।

কালী। ওঃহ, আমরা তো ফ্যাসাদে প'ড়্‌বো না?

রমা। আমাদের কিসের ফ্যাসাদ? বাগানে তুলে দিয়ে সরে প'ড়্‌বো। তারপর মোহিত পুলিস নিয়ে হাজির হবে।

কালী। দেখো ভাই, বখ্‌রায় না ফাঁকি পড়ি।

রমা। মহাভারত! আমি সে মানুষ নই। উপরে ধর্ম্ম আছে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমায় বঞ্চিত ক'র্‌তে পারি? আচ্ছা, মোহিত এত দেরী ক'চ্ছে কেন? আমি এগিয়ে দেখি।

[রমানাথের প্রস্থান।

কালী। (স্বগত) ব্যাটা মোহিতের বাড়ী-বাঁধার দালালি আমায় ফাঁকি দিয়েছে, এ টাকাও ফাঁকি দেবে। যদি পুলিসকেস্ হয়, রফা হ'লে মোহিতের হাতে টাকা প'ড়্‌বে, টাকাটা রমা ব্যাটা গ্যাঁড়া মারবে। আমি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। ব্যাটা পাল্কী সঙ্গে ক'রে বাগানে নিয়ে যাবে, আর আমি রূপচাঁদ মিত্তিরকে গিয়ে খবর দেব। ব'ল্‌বো, 'এই বিপদ্, তোমার ছেলেকে ফৌজদারীতে ফেল্‌বার ফিকির ক'রেছে।' হাজার রূপণ হোক্, এ খবর দিলে কিছু আদায় হবে, না হয়, রমা ব্যাটা তো জব্দ হবে।

[প্রস্থান।

(রমানাথ ও পাল্কীর সহিত হীরের প্রবেশ)

রমা। (হীরের প্রতি) তোরা সব এ পাশ ও পাশ থাক্। বেয়ারা বেটাদের সঙ্গে নিয়ে যা, বেটারা না ক্যাঁচ-ম্যাচ ক'রে গোল করে।

১ম বেহারা। বাবু, সোয়াড়ি কৌটি ?

হীরে। দাঁড়া না ব্যাটা, সেজেগুজে আস্‌বে না ? আয়, তোদের তোফা চুরুট দেব, ব'সে খাবি আয়, ততক্ষণ সোয়ারি তোয়ের হোক।

১ম বেহারা। বেলাতি চুরুটো ? জাতি যাবে !

৩য় বেহারা। আরে ধুঁয়াপত্তর মুড়িকিড়ি খাইবো।

হীরে। হ্যাঁ—এ ব্যাটা ওস্তাদ আছে। আজ তোদের খুব বরাত—খুব বখ্‌শিস পাবি।

[হীরে ও বেহারাগণের প্রস্থান।

(কালী ঘটকের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। কিহে, এখনো দেরী ক'চ্ছে যে ?

রমা। এলো ব'লে—ওই আস্‌ছে। আমরা একটু স'রে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কিরণ ও মোহিতের প্রবেশ)

কিরণ। আমার এই মিনতি, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো। আমার ভগ্নিপতি ম'রেছে শুনে মা আছাড় খেয়ে প'ড়েছেন, সমস্ত দিন মুখে জল দেন নাই। আমায় আজ বাড়ী রেখে এসো, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো।

মোহিত। তুমি বিশ্‌বার এই ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'চ্ছ, আমি বিশবার ব'ল্‌ছি না—না—না। আজ যাবে তো চলো—নইলে তুমি সাফ্ বাড়ী চ'লে যাও, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই।

কিরণ। তুমি রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না। তুমি যেথায় নিয়ে যাবে, আমি সেইখানেই যাবো।

মোহিত। যেথায় নিয়ে যাবো কি ? তোফা বাগান বাড়ী। তোমার বাবার চোদ্দপুরুষে এমন বাগান দেখে নাই। আর জড়োয়া গয়নায় তোমায় মুড়ে রাখ্‌বো।

কিরণ। তুমি গাছতলায় নিয়ে গেলে, আমি গাছতলায় থাক্‌বো। আমি পিতলের গয়না খুলে জড়োয়া গয়না প'র্‌তে চাই না ;—আমি তোমায় চাই, তোমার সেবা ক'র্‌বো—এই আমার জীবনে ধ্যান-জ্ঞান ! তুমি পায়ে জায়গা দিলে আমি রাজরাণী হ'তে চাই না।

মোহিত। বেশ কথা, তবে চট্ চ'লে এসো।

কিরণ। আচ্ছা, তবে তুমি আমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দাও।

মোহিত। আচ্ছা, তা দেব—চলো।

কিরণ। আর কতদূর যাবো ?

মোহিত। ঐ যে পাল্কী র'য়েছে—(অগ্রসর হইয়া) এই ওঠো।

কিরণ। পাল্কীতে দু'জনকে নেবে ?

মোহিত। আমি হেঁটে যাচ্ছি, তোমার তাতে ভাব্‌না কি ?

কিরণ। আমি তবে কার সঙ্গে যাবো ? গাড়ী করো, দু'জনে একত্রে যাই।

মোহিত। কেন, পাল্কীতে তোমার ভয় কি ? বেয়ারারা আমার বাড়ী চেনে।

কিরণ। আমি একলা কোথায় গিয়ে উঠ্‌বো ?

মোহিত। আরে, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

কিরণ। না, না, তুমি গাড়ী করো—দু'জনে যাবো।

মোহিত। পাল্কীতে বসো না, চেনা বেয়ারা, তোমার ভয় কি ?

কিরণ। তুমি কোথা যাচ্ছ ?

মোহিত। কোথায় যাবো—এইখানেই আছি। নাও—

নাও, পাল্কীতে ব'সো। (কিরণের পাল্কীমধ্যে উপবেশন) রেমো মামা—

(রমানাথের প্রবেশ)

রমা। (জনান্তিকে) কি বাবা?—এইখানেই আছি।

মোহিত। (জনান্তিকে) পাল্কী এনে বড় বুদ্ধির কাজ ক'রেছ। গাড়ী ক'র্‌লে ফ্যাসাদ হ'তো, আমি সঙ্গে না গেলে যেত না। নাও—নাও, বেয়ারাদের ডাকো,—পাল্কী বাগানে তোলো। আমি থানায় যাই।

[মোহিতের প্রস্থান।

কিরণ। (পাল্কী হইতে বাহির হইয়া) ও কি! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

(কালা ঘটক, হীরে ও বেহারাগণের প্রবেশ)

রমা। ভয় কি মা! আমি যে তোমার শ্বশুর। লক্ষ্মী মা, পাল্কীতে ওঠ।

কিরণ। কে তুমি? আমার স্বামী কোথা যাচ্ছে?

কালী। ওই যে র'য়েছে। আমায় তুমি চেননা মা? আমি কালী ঘটক, তোমার বে'র সম্বন্ধ ক'রেছিলুম।

কিরণ। এ কি, তোমরা হেথায় কেন?

রমা। আজ তুমি ঘরের বউ ঘরে যাবে, আমরা সব খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌বো, তোমার শাশুড়ী পথ চেয়ে র'য়েছেন।

কিরণ। আমার স্বামীকে ডাকো, নইলে আমি যাবো না।

রমা। ছিঃ মা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোল করে? উঠে ব'সো, ও ছেলে মানুষ, পাল্কীর সঙ্গে দৌড়ুতে পার্‌বে কেন?

কিরণ। না, আমি কখনই উঠ্‌বো না, আমার স্বামীর সঙ্গে নইলে আমি কখনো যাবো না,—আমি বাড়ী চ'ল্লুম।

(মোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। তবে রে বেটী! আমি তোমার পাল্কীর সঙ্গে দৌড়ুই, আর আমাদের মতলব মাটী হোক্। উঠ্‌বি তো ওঠ, রেমো মামার সঙ্গে চ'লে যা।

কিরণ। তুমি না সঙ্গে গেলে আমি যাবো না।

মোহিত। বটে—ন্যাকামো! ভাল চাস্ তো চুপি চুপি পাল্কীতে ওঠ,—নইলে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

কিরণ। না—না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সঙ্গে এসো।

মোহিত। ওঃ, প্রেম দেখ না! তোমার সঙ্গে গিয়ে কপোত-কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়ে থাক্‌বো,—তাই তোমায় বা'র ক'রে এনেছি, নয়? নাও—পাল্কীতে ওঠো।

কিরণ। না—না, তুমি না গেলে যাব না।

মোহিত। ওঃ, অত ইয়ারকিতে আর কাজ নেই প্রাণ! মনে ক'রেছ বুঝি, ঘর-ঘরকন্না ক'র্‌বে, আমার গিন্নী হবে? তা মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না।

রমা। (জনান্তিকে) আঃ, চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ কি?—আমার স্পষ্ট কথা। বেটী ফাঁদে প'ড়েছে, আর যাবে কোথায়? পাল্কীতে উঠ্‌বি তো ওঠ্।

কিরণ। কি—কি, তুমি কি ব'ল্‌ছো? বল—বল—আমায় কেন এনেছ? আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ?

রমা। মা, চেঁচামেচি ক'রো না, লোকে শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে? মোহিতটে পাগল—তুমি কথা না রাখ্‌লে, ও লোক ডেকে স্বচ্ছন্দে ব'ল্‌বে, যে, তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ,—তোমার দেশে দশে কলঙ্ক হবে। চুপি চুপি পাল্কীতে ওঠ, আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি?

কিরণ। বলো—বলো, কি ব'ল্‌ছিলে বলো? আমায় নিয়ে ঘর ক'র্‌বে নাতো, তবে আমায় কেন নিয়ে এলে?

মোহিত। কেন নিয়ে এলুম—শুন্‌বে?

রমা। (জনান্তিকে) আরে, চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ করো কি, কিসের ভয়? একটা মেয়ে মানুষকে ভয় ক'র্‌তে হবে? Damn it! তবে শোন, টাকার দরকার। দুলো ব্যাটার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌তে হবে। তুমি বেশ্যা—নূতন বেরিয়ে এসেছ, এই ব'লে দুলাল বাবুকে রেমো মামা আর কালী ঘটক বুঝিয়েছে। এদিকে এরা তোমায় বাগানে তুল্‌বে, আমি থানায় খবর দেব যে, আমার মাগ জোর করে বাগানে নিয়ে তুলেছে। তা হ'লেই টাকা ছাড়তে পথ পাবে না। বুঝ্‌লে? সাত চাল চেলে তবে বোড়ে টিপেছি।

কিরণ। কি, কি ব'ল্লে? বল—মিথ্যা কথা ব'লেছ! যদি সত্য হয়, তবু বলো—মিথ্যা কথা ব'লেছ! আমার হৃদয়েশ্বর—ইষ্টদেবতা—পদাঘাতে ভেঙ্গে দিয়ো না। বলো—মিথ্যা কথা ব'লেছ—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা না হয়, যেমন তোমার ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন থাকৃতে পারি। বলো—বলো—মিথ্যাকথা ব'লেছ।

মোহিত। বাহবা—বাহবা! বেড়ে লেক্‌চার ঝাড়্‌চো বিধুমুখি!

কিরণ। বলো—বলো, তোমার পায়ে পড়ি বলো—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা হ'চ্ছে। তুমি মিছে ক'রে বলো,—তুমি মিথ্যা ব'লেছ।

হীরে। রমা বাবু, তোমরা মেয়ে বার ক'র্‌তে জান নি, আমাদের গাঁয়ের জমাদার হ'তো তো এতক্ষণ মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে যেতো। নাও, মুখে কাপড় বেঁধে পাল্কীতে তোলো। বেয়ারাদের যে জনাজুতি দশ দশ টাকা দিয়েছ, কি ক'র্ত্তে? জোরজবরাবতি না ক'র্‌লে এ কাজ হয়?

মোহিত। সাবাস্ বেটা হীরে! নাও রেমো মামা, তোলো, কালী ঘটক ধরো!

[সভয়ে বেয়ারাগণের একে একে প্রস্থান।

কালী। এসো রমানাথ! (জনান্তিকে) ভয় কি, ওর স্বামী জোর ক'রে নিয়ে যাচ্চে, আমাদের ভয় কি? (প্রকাশ্যে) নাও, ধরো; হীরে, মুখে কাপড় বাঁধ।

কিরণ। খবরদার, আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না।

হীরে। দাঁড়াও, আমি কাপড় বাঁধ্‌ছি।

(কিরণের মুখে কাপড় বাঁধিতে অগ্রসর হওন)

কিরণ। (ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া) কে আছ, রক্ষা করো—রক্ষা করো!

(হীরে কর্ত্তৃক কিরণের মুখে কাপড় বন্ধন ও সকলের আকর্ষণ)

রমা। কই, বেয়ারারা কোথায় গেল? বেয়ারা—বেয়ারা—

কিরণ (বলপূর্ব্বক মুখ হইতে বন্ধন-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া) রক্ষা করো—রক্ষা করো—

(কিশোর ও বন্ধুগণের সহিত বেহারাগণের বেগে পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। ভয় নাই—ভয় নাই।

কিশোর। ধরো—ধরো—সব বেটাকে বেঁধে ফেলো।

(বন্ধুগণের সকলকে বন্ধন করণ)

মোহিত। কি কিশোরবাবু, আমার স্ত্রী—আমি নিয়ে যাচ্চি, তোমার তাতে কি?

কিশোর। এ কি, মোহিতবাবু?

মোহিত। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, তবে কে? চ'লে যাও, পথ দেখ।

কিশোর। এ কি ব্যাপার?

কিরণ। কিশোরবাবু—কিশোরবাবু, আমায় রক্ষা করুন! আমার স্বামী, ঘর ক'র্‌বো ব'লে আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন। এঁরা জোর ক'রে আমায় দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোহিত। কি, মিথ্যাকথা।

কিশোর। কি মিথ্যাকথা—মোহিত বাবু?

মোহিত। আমি আমার স্ত্রী বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

কিশোর। বুঝেছি, বেলঘোষের দিকে! মোহিতবাবু, আপনাকে যে জানোয়ার ব'ল্লে, জানোয়ারকে গালাগাল দেওয়া হয়। আপনার স্ত্রীকে অপরকে দেবার জন্যে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন? অপরকে দেবার জন্যে জোর ক'রে পাল্কীতে তুলছেন? এ কথা লোককে ব'ল্‌তে গেলে লোকের কাছে মিথ্যাবাদী হ'তে হয়! কায়স্থ-ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে আপনার এই আচার! অভিধানে আপনার বিশেষণ নাই!

মোহিত। কি—কি হ'য়েছে? আমার পরিবার নিয়ে যাচ্ছি। আমিও তোমাদের নামে নালিস্ ক'র্‌বো।

কিশোর। নালিস দেখাতুম, যদি তুমি এই সাধ্বীর স্বামী না হ'তে। এই নরাধম ব্যাটাদেরও বুঝে নিতুম। কি ব'ল্‌বো, তোমায় দণ্ড দিলে, তোমার সাধ্বী স্ত্রী ব্যথা পাবে।

কালী। বাবা, আমি এর ভেতর নেই বাবা!

১ম বন্ধু। তবে রে পাজী ব্যাটা ঘট্‌কা! (প্রহার)

কালী। দোহাই বাবা—দোহাই! কিলের চোটে কাপড় খারাপ হবে বাবা! আমি কিছু জানি নে, এই রমানাথ এ সব ক'রেছে।

রমা। না বাবা, তোমায় সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌ছি বাবা! আমায় মেরো না বাবা! কিশোরবাবু, তোমায় সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌ছি বাবা! তারপর যা ক'র্‌তে হয়, করো।

কিশোর। কি ব'ল্‌ছো?

রমা। বাবা, তোমাদের কিলের বহর দেখে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে বাবা, ছেড়ে দিতে বলো বাবা, আমি সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌চি।

কিশোর। আচ্ছা বলো, ছাড় তো হে!

রমা। এই মোহিত—এই মোহিত—(বেগে পলায়ন)

(২য় বন্ধুর পশ্চাদ্ধাবন)

কিশোর। যদু, ফেরো ফেরো—ও পালাগ্। আমার বৈঠকখানা থেকে কাল ঘড়ি নিয়ে বাঁধা দিয়েছে। ঘড়ির জন্যে একটা লোককে মেয়াদ খাটাবো, এই জন্যে আমি কিছু বলি নাই। আমি সেই Charge দিয়ে ব্যাটাকে পুলিসে দেব। মোহিত, তোমার স্ত্রী'র পুণ্যে বেঁচে গেলে। যাও, আর তিলমাত্র যদি দাঁড়িয়ে থাকো, চাব্‌কে তোমাকে লাল ক'রে দেব।

মোহিত। Damn it! বেটী সব মাটী ক'র্‌লে।

[মোহিতের প্রস্থান।

কালী। আমায় ছেড়ে দাও বাবা—আমায় ছেড়ে দাও!

কিশোর। তুমি ঘটক, কুলাচার্য্য! তুমি হিতাহিত জ্ঞানরহিত! সামান্য বেয়ারারা যেটা গর্হিত কাজ বুঝেছে, তুমি সেই কাজে প্রবৃত্ত হ'য়েছ। তুমি ক'লকাতায় আর স্থান পাবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। আজ এই সাধ্বীর কল্যাণে বেঁচে গেলে।

৪র্থ বন্ধু। দূর হ বেটা পাজী! (চপটাঘাত)

কালী। বাপ্!

[কালী ঘটকের বেগে প্রস্থান।

হীরে। আমি মুনিবের চাকর, মুনিবের হুকুমে পাল্কী এনেছি।

কিশোর। দাও রে বাছাকে ছেড়ে দাও। তোমার মুনিবকে ব'লো যে, এ সব কাজ ভাল নয়।

হীরে। তাঁর অপরাধ নাই ম'শায়! তিনি ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর করেন না মশায়। ওই রমানাথবাবু আর ঘটক ম'শায় তাকে ব'লেছেন, সোণাগাছির মেয়েমানুষ নূতন বেরিয়ে এসেছে, তার বাঁধা মানুষের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নে যাবে।

কিশোর। যা, দূর হ।

[হীরের প্রস্থান।

(কিরণের প্রতি) কিরণ দিদি, তুমি পাল্কীতে ওঠ। ভয় নাই, আমরা সঙ্গে যাচ্ছি। যদু, আমাদের সমিতির আজ picnic না থাক্‌লে তো সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। (বেহারা-গণের প্রতি) বেহারা, নে, তোরা পাল্কী তোল। তোরা যে কাজ আজ ক'রেছিস্, তাতে ভগবান্ তোদের উপর প্রসন্ন। পৌঁছে দে, আমি তোদের সকলকে খুসী ক'র্‌বো। (বন্ধুগণের প্রতি) চলো, আমরা পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাবো। ভগবান্ আজ আমাদের দ্বারায় একটা কার্য্য সাধন ক'ল্লেন। বোধ করি, আমরা যে সব কার্য্যে ব্রতী, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সাহায্য ক'র্‌বেন।

২য় বন্ধু। অবশ্য ক'র্‌বেন। আমার খুব ভরসা, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিকে তিনি উচ্চ কার্য্যের ভার দেবেন। আমাদের প্রার্থনা বিফল হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক
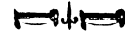
প্রথম গর্ভাঙ্ক

দুলালচাঁদের বৈঠকখানা-বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

রূপচাঁদমিত্র, গোয়ালা, শালওয়ালা, মুদী ও সন্দেশওয়ালা।

রূপ। বাপু, তোমরা সব করুণাময়ের বাড়ীখানি দেখ্‌ছো, তাই সব চুপ ক'রে আছ, না? তা থাকো, আর মাসখানেক চুপ ক'রে। আমার কাছে দু'বার বাঁধা আছে;—সেকেণ্ড মর্টগেজ হ'য়ে গেছে। আমি বয়বাদ জারি ক'রেছি। ছ'মাস সময় আদালত দিয়েছিল, তার পাঁচমাস হ'য়ে গেছে, এক মাস বাকী। একমাস বাদে বাড়ী দখল ক'র্‌বো। তারপর ও insolvent নিগ, আর তোমরা সব হাতচিঠি ধুয়ে খাও।

গোয়ালা। তাই তো বাবু ম'শায়, সেই প্রথম বে'র ক্ষার-দইয়ের টাকা আজও চুকিয়ে পাইনি।

রূপ। সব হিসাবই তো দেখ্‌লুম, কে চুকিয়ে পেয়েছে? তোমার সন্দেশের টাকা বাকী, তোমার ঘি-ময়দার টাকা বাকী, তোমার তত্ত্বের কাপড়ের টাকা বাকী,—সবারই তো বাকী দেখ্‌ছি। ডাক্তারখানার বিল তো শুন্‌তে পাই, গোলায় কাট্‌ছে। (শালওয়ালার প্রতি) তবে তুমি তোমার শালের টাকাটা খুব বাগিয়ে কিস্তিবন্দী ক'রে নিয়েছ

শাল। আর বাবু, কিস্তী কিছু পাই না।

সকলে। বাবু ম'শায়, তবে উপায় কি করি ?

রূপ। খরচা জমা দাও, দিয়ে ডিগ্রি ক'রে রাখো, যদি কিছু আদায় ক'র্‌তে পারো।

মুদী। আর বাবু, দোকান ক'রে অবধি কখনো কারো নামে নালিশ করি নি,—আদালত কোন্‌মুখো, জানি নি। আদালত-ঘর ক'র্‌বো,—না কারবার দেখ্‌বো ?

সকলে। আজ্ঞে কর্ত্তামশায়, আমরা কি আদালত ঘর ক'র্‌তে পারি ?

রূপ। আহা, তোরা গরীব লোক, বড় ফ্যাসাদেই প'ড়েছিস্‌। তা যা, কাল সব খেয়ে দেয়ে আদালতে যাস্‌; আমার মোক্তারকে বলে দেব, সে তোদের সব ক'রে-কম্মে দেবে।

সকলে। আজ্ঞে হুজুর, কাল সব আপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হবো।

রূপ। না না, গরীব লোক, কেন কাজ ক্ষতি ক'রে অতদূর যাবি ? আমি দুলালবাবুর বৈঠকখানা মেরামত ক'র্‌তে তো এ পাড়ায় হামেসা আস্‌ছি। এখন যা, কাল সব ছোট আদালতে যাস। আমি মোক্তারকে ব'লে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো। সব হাতচিঠি নিয়ে যাস্‌।

মুদী। আমরা তো মোক্তার বাবুকে চিনি নি।

রূপ। তোরা আদালতে গেলেই হবে। ওর হ্যাণ্ডনোটের চার পাঁচ খানা ডিগ্রী সে ক'রে দিয়েছে। আমার নিধিরাম সরকার আদালতেই থাক্‌বে, তোরা গেলেই সে সব ঠিক্‌ ক'রে দেবে। নিধিরামকে চিনিস তো ?

গোয়ালা। আজ্ঞে হাঁ, তা চিনি। তিনি রাজমজুর খাটাতে রোজই এ পাড়ায় আসেন।

রূপ। তবে আর কি, কাল সব যাস্‌।

সকলে। যে আজ্ঞে হুজুর, আপনি গরীবের মা-বাপ!

[শালওয়ালা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রূপ। কিহে, তুমি ওয়ারিণ বা'র ক'রেছ ?

শাল। আজ্ঞে, হাঁ হুজুর ! বেলিফ ঐ মুদির দোকানে বসে আছে।

রূপ। আচ্ছা, তুমি হুঁসিয়ার থাকো। আমায় যেন তুমি চেনো না—খবরদার।

শাল। হুজুর, ক'বার হুকুম ক'র্‌বেন ! আমি এক কথায় বুঝিয়ে নিয়েছে। [রূপচাঁদের প্রস্থান।

(বেলিফের প্রবেশ)

বেলিফ। আমি কেতক্ষণ বসিয়ে থাক্‌বে ? আদালত যাইবে না ?

শাল। সাব, থোড়া সবুর, আবি আতা।

বেলিফ। কাহে তোম্‌ ওস্‌কো আফিসমে পাক্‌ড়া দেতা নাই ?

শাল। সাব, কুছ মতলব হ্যায়। আর দু'ঠো রোপেয়া দেতা হ্যায়, লিজিয়ে। (মুদ্রা প্রদান) ঐ আতা হ্যায়—ঐ আতা হ্যায়। আপ থোড়া উধার যাইয়ে—আপ থোড়া উধার যাইয়ে।

[বেলিফের অন্তরালে গমন।

(আফিসের বেশে করুণাময়ের প্রবেশ)

করুণা। উঃ বেলা হ'য়ে গেল। সাহেব ব্যাটা ফের আজ আমার মাইনে কাট্‌তে চাবে, না কি ক'র্‌বে, কে জানে। পাওনাদার শুন্‌বে কেন ? হাতে-পায়ে ধ'রে, ক'দিন চলে ? যাক্‌, হাতে-পায়ে ধ'রে তো এ মাসটা থামিয়েছি, দেখি বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে, যদি কিছু টাকা পাই, যতদূর হয় কিস্তিগুলো সাম্‌লাবো। নাতোয়ানের দুনো মালগুজরি। আমায় নাতোয়ান দেখে সবাই আধা দরে বাড়ী কিন্‌তে চায়। দর না হ'লে তো মর্টগেজের টাকাই শোধ যাবে না ফিরে মাসে না দিতে পারি, জেলে যাবো, আর কি ক'র্‌বো ?

শাল। বাবু, আমার কিস্তি তো পেলেম না। হামরা গরীব লোক, কেমন ক'রে চলে ?

করুণা। জঙ্গি সিং, দিন কতক সবুর করো। আমি বাড়ী বেচ্‌ছি, সব ঠিক হ'য়েছে, আমি সকলের দেনা শোধ দেবো।

শাল। হ্যাঁ হাঁ, বাড়ী বেচে বাবু ইন্‌সলভেণ্ট যাবে। সাব—সাব ! এই করুণাময় বাবু। (হস্ত ধারণ)

(বেলিফের প্রবেশ)

করুণা। ধরো না—আমি পালাবো কোথায় ?

বেলিফ। না—না, ভদ্র আদ্‌মি। বাবু, আপনার নামে এই Attachment দেখো। আমি গভর্ণমেণ্টের নকর, কি ক'র্‌বে—আপনাকে আদালতে যাইতে হইবে।

করুণা। চাক্‌রীটুকু ছিল, এবার বুঝি তাও গেল। উঃ

ভগবান্! কত দুঃখ দেবে—কত সয়! পরমেশ্বর—পরমেশ্বর! অনাহারে সপরিবারে ম'র্‌বো? নূতন সাহেবের যে বিষদৃষ্টিতে প'ড়েছি, এ কথা শুন্‌লে আজই জবাব! কি হ'লো—কি হ'লো!

শাল। সাহেব, নিয়ে চলো।

বেলিফ। একঠো গাড়ী আনো। বাবু কি হাঁটিয়া যাইবে?

(রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ)

করুণা। ভগবান্—ভগবান্! কি ক'র্‌লে—কি হ'লো!

রূপ। কি,—কি ব্যাপার কি?

শাল। বাবু, হামি গরীব লোক। আমার টাকা তিন কিস্তী প'ড়েছে। গরম কাপড়, শাল সব নিয়েছেন; হামি গরীব মানুষ, টাকা পেলুম না। দশ টাকা কিস্তী, তাও দেন না, হামি কি ক'র্‌বো!

রূপ। তোমার কত টাকা পাওনা?

শাল। খরচা সমেত দেড় শো রোপেয়া।

রূপ। আচ্ছা, এই নাও, বাবুকে ছেড়ে দাও। (নোট প্রদান)

শাল। বাবু, হামি গরীব লোক—হামার টাকা পেলেই হ'লো—হামার টাকা পেলেই হ'লো।

রূপ। এখন টাকা পেয়েছ তো, স'রে যাও।

শাল। সেলাম বাবু—সেলাম!

বেলিফ। বাবু, কিছু মনে ক'র্‌বেন না, Duty bound.

[বেলিফ ও শালওয়ালার প্রস্থান।

(নলিনের পশ্চাতে পানওয়ালার বেগে প্রবেশ)

পানওয়ালা। (নলিনকে ধরিয়া) তবে রে শালা, রোজ সিগারেট চুরি ক'রে পালাও? পাহারওলা—পাহারওলা! (প্রহার)

নলিন। ও বাবা—গেলুম গো—গেলুম গো!

(করুণাময়কে জড়াইয়া ধরণ)

রূপ। থাম—থাম, কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

পান। বাবু, রোজ রোজ কোকেন লিয়ে, সিগারেটের বাক্স লিয়ে এই ছোঁড়া পালায়।

করুণা। নলিন, এতদূর শিখেছ? তা তোমার অপরাধ নাই! তুমি স্কুল যেতে, স্কুল না যেতে পেলে কাঁদতে; স্কুলের মাইনের জন্যে পায়ে ধ'রে কেঁদেছ। আমি বাপ, মাইনে না দিতে পেরে স্কুল ছাড়িয়ে তোমায় বাড়ী ব'সিয়ে রেখেছি। তোমার কোন অপরাধ নাই।

রূপ। এই নে, একটা টাকা নে, যা—চ'লে যা। (টাকা প্রদান)

পান। বাবু, গরীব মানুষ—গরীব মানুষ।

রূপ। নে নে—যা!

[পানওয়ালার প্রস্থান।

(নলিনের প্রতি) ছিঃ! তুমি সিগারেট চুরী ক'রে খাও!

করুণা। ম'শায়, ওকে কিছু ব'লবেন না, ওর কোন অপরাধ নাই। ভাত না তোয়ের হ'লেও না খেয়ে স্কুল যেতো, রাত্রে ব'সে প'ড়তো, জোর ক'রে শুতে পাঠাতুম। ফি বার ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েছে! আমি ওকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ী ব'সিয়ে রেখেছি। বংশরক্ষা ক'র্‌তে বিবাহ ক'রেছিলেম, বংশরক্ষা হ'য়েছে, সব রক্ষা হ'য়েছে, এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। ম'শায়, বোধ হয়, আপনার নামই রূপচাঁদ বাবু। লোকে আপনার কুৎসা করে, আপনাকে কৃপণ বলে—লোকের সর্ব্বনাশ করেন ব'লে;—শুনেছিলুম—আমার বড় জামায়ের বাড়ী ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার ব্যবহার তো সম্পূর্ণ বিপরীত দেখ্‌ছি।

রূপ। যাক্—যাক্, লোকের কথা ছেড়ে দেন। এখন আপনি আফিস যান।

করুণা। ম'শায়, আজ আর আফিস কোথায় যাবো? যেতে আমার পা উঠ্‌ছে না, মাথা ঘুরচে। আমার আর কোনো দিকে নিস্তার নাই।

রূপ। (ক্রন্দনরত নলিনকে) যাও ছোক্‌রা, বাড়ী যাও।

(নলিনের প্রস্থান।

করুণাময় বাবু, আপনার বিষয় আমি কতক শুনেছি। আপনি বাড়ী বেচ্‌বেন—দালালের মুখে শুন্‌লুম। সে-ই কতক কতক আপনার কথা আমায় ব'ল্লে। তাই ভেবেছিলুম, আপনি আফিস্ হ'তে এলে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একটা সংযুক্তি ক'র্‌বো। শুন্‌ছি নাকি, আপনার বাড়ীর দর হ'চ্ছে না।

করুণা। আজ্ঞে ম'শায়, নাতোয়ান দেখে সকলে মনে ক'চ্ছে, দু'দিন পরে নিলেমে চড়্‌বে—আধা দরে বাড়ীখানা ডেকে নেবে।

রূপ। হুঁ! আমি থাক্‌তে তাঁদের সে বাসনা পূর্ণ হবে না। যার কাছে বাড়ী মর্টগেজ আছে, আমার ঠেঙে টাকা নিয়ে, তার টাকা ফেলে দেন; আমি সামান্য সুদেই রাখ্‌বো। আর আপনার পাওনাদারদের লিষ্টি করুন, আমি সকলকে ডাকিয়ে কিস্তিবন্দী ক'রে দিচ্ছি। কিছু কিছু ক'রে মাইনে থেকে শোধ দেবেন; —অনাটন হয় আমি দিয়ে দেব। তারপর আপনার ইচ্ছে হয়, বাড়ী ছেড়ে দেবেন। যা ন্যায্য দর হবে, তার উপর পাঁচ শো টাকা আমি আপনাকে দেবো, স্বীকার পেলেম। আপনি ছাপোষা লোক, বড় জড়িয়ে প'ড়েছেন দেখ্‌ছি।

করুণা। ম'শায়, আপনি কি দেবতা? এ অকূলে কি ভগবান্ কূল দেবার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন? আমি কি ব'ল্‌বো?—কি ব'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র্‌বো? আপনি কাঙ্গালের বন্ধু, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রূপ। যান—যান, আফিসে যান। আফিসের ফের্‌তা আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন।

করুণা। নমস্কার ম'শায়!

রূপ। নমস্কার।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। বাবা, কি হ'লো বাবা? বাগিয়েছ তো বাবা?

রূপ। নে—নে, চুপ কর, রাস্তাতে চেঁচাতে লাগ্‌লো!

দুলাল। বাবা, আশা দাও বাবা! নইলে জ্ব'লে মরি! এই ছোট মেয়েটা যদি বাগাতে পারো, তুমি বাপের মত বাপ বটে বাবা! বড় মেয়েটা বেহাত হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। মেজো মেয়েটা বেহাত হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! আমি খুব খুসী আছি বাবা! ছোটটা পরীজ্ঞান বাবা! মেয়েদের স্কুলের গাড়ী থেকে নাব্‌তে দেখেছি বাবা,—অমনি তন্ন হ'য়ে গিছি! ব'ল্‌বো কি বাবা, রঙের জেল্লায় মেমের রংকে ঝক্ দিয়েছে! বাবা, চেহারা যেন ছবি, ছবি কি বাবা, ছবির বাবার বাবা! চাউনিতে ম'রে আছি বাবা—চাউনিতে ম'রে আছি! বাবা, আশা দাও বাবা—দম ফেটে যাই!

রূপ। আরে, তবু রাস্তায় চেঁচামেচি ক'র্‌তে লাগ্‌লো?

দুলাল। দম ফেটে যাই বাবা, প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি বাবা! এদিকে করুণা ব্যাটা খেতে পায় না, কিন্তু মেয়েগুলো এমন ফিট্ কি ক'রে হয়? বাগাতে পেরেছ তো বাবা?

রূপ। আরে হ্যাঁ, আজ রাত্রে বাড়ী ঘর দোর সব লিখে নেব।

দুলাল। বাবা, ও বেখাপ্পা লোক, ওকে মোচড় দিয়ে বাগাতে পার্‌বে না বাবা! আমি ওকে চিনে নিয়েছি, যত মোচড় দেবে, তত বেঁক্‌বে। জামা'য়ের হাতে হাতকড়ি দিয়ে পুলিসে নিয়ে হাজির ক'র্‌লুম, নগদ টাকা ঝাড়্‌তে চাইলুম, তাতে আরও বেঁক্‌লো বাবা! তোমায় যা ব'লেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে কাজ নিতে পার তো হবে, নইলে বাবা মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে, তবু বাবা আমায় দেবে না।

রূপ। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোর চেয়ে আমি মানুষ চিনি, বুঝ্‌লি?

দুলাল। চেন আর না চেন, বাগানো চাই বাবা! নইলে তোমার কুঁজো ছেলে—বংশের দুলাল—হারালে! এদিকে তুমি এত মজবুত, তবে বেপ্যাটেন ছেলে হ'লো কেন বাবা? কোস্‌বাতে যে নাক সেঁট্‌ক'য় বাবা!

রূপ। নে চল - চল, বাড়ী চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বান্ধব সমিতির গৃহ

সভ্যগণ।

১ম সভ্য। ওহে, আজ কিশোর এখনো এলো না কেন?

২য় সভ্য। হয় তো কোথায় কোন গরীবের শক্ত ব্যায়রাম হ'য়েছে, তারে nurse ক'চ্ছে, নয় কোন বেকার familyর খোরাকির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, নয় তো কে বিপদে প'ড়েছে, তার উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছে,—এমনি কোন একটা কাজে আছে নিশ্চয়।

১ম সভ্য। বোধ হয়, হঠাৎ কোন কাজে প'ড়ে গিয়েছে, নইলে সে খবর পাঠাতো।

৩য় সভ্য। ভাই, বড়মানুষের ছেলে যে এমন হয়, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। সৃষ্টির লোকের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, রাত্রে অনাথ-স্কুলে পড়াচ্ছে, যেখানে হাহাকার—সেইখানে কিশোর, অন্ন নাই—সেই খানে কিশোর, ওষুধ নাই—সেইখানে কিশোর!

২য় সভ্য। এবারে যে Educationএর বইখানা লিখ্ছে, দেখেছ? চমৎকার!—এমন practical suggestion আমি কারো দেখি নাই। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ্ পাওয়া ওরই সার্থক।

১ম সভ্য। বোধ হয়, ও বিষয় পেলে, সব সদ্ব্যয় ক'র্‌বে! Sacrifice আর কিশোর—এক কথা।

৩য় সভ্য। কখনো রাগ্‌তে দেখ্‌লুম না।

২য় সভ্য। কিন্তু রমা ব্যাটার উপর ভারি চটেছে।

১ম সভ্য। বল কি, ব্যাটার নাম ক'র্‌লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে। সেদিন অনাথ ছেলেদের picnic ক'র্‌তে নে গিয়ে, তাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা যদি না হেঁটে আস্‌তেম, রমা ব্যাটা কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তো বল দেখি?

২য় সভ্য। শুন্‌চি নাকি, ব্যাটার নামে দু'খানা criminal warrent বা'র ক'রেছে।

১ম সভ্য। আমি মণি মুদিনাকে দিয়ে একখানা বা'র ক'রেছি। ক'রেছে কি জানো?—পেতলের গয়না রেখে টাকা নিয়ে গেছে।

(কিশোরের প্রবেশ)

২য় সভ্য। বাঃ, বেশ! তীর্থের কাকের মত তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

কিশোর। ভাই, বড় বিপদে প'ড়েছিলুম, ভগবান রক্ষা ক'রেছেন।

২য় সভ্য। কিহে কি, ব্যাপারটা কি?

কিশোর। আমার বোনটি আফিং খেয়েছিল।

১ম সভ্য। কি—কি কেন?

কিশোর। সে কথা কি ব'ল্‌বো বল! বাবা তো যত দূর দিতে হয়, দিয়ে বিবাহ দিলেন। তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কিছুতেই মন উঠ্‌লো না। আট্‌কে রেখেছিল, পাঠায় নাই, তারপর আবার তাদের মনোমত ক'রে গহনাপাতি দিয়ে, পায়ে হাতে ধ'রে, ভগ্নীকে বাড়ী নিয়ে এলুম, জানো। তত্ত্বতাবাস যেমন ক'রে করো, কিছুতেই মন ওঠে না। বাবা সেদিন একটা হাজার টাকার দামের পিয়ানো, পাঁচশো টাকার একটা বাইসাইকেল্ তত্ত্বর সঙ্গে পাঠালেন. কিন্তু কিছুতেই তাদের মন পাওয়া গেল না। কাল শীতরির তত্ত্ব গিয়েছিল। বাবা শাল কাশ্মীর থেকে আনিয়েছিলেন; র‍্যাঙ্কিনের ওখান থেকে ভাল চারস্যুট পোষাক, ক' ডজন সার্ট, আর সামগ্রীপত্র উনকুটী-চৌষট্টি দিয়ে পাঠান গেল, সব ফিরিয়ে দিলে—মনে ধ'র্‌লো না।

১ম সভ্য। কি ত্রুটি হ'লো, শুনি?

কিশোর। একখানা মটরকার পাঠান হয় নাই। ভগ্নীকে তো উঠ্‌তে ব'স্‌তে খোঁটা, চক্ষের জল ফেলে তো তার দিন যায়। কাল তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি; পাড়ার লোক ডেকে বাবাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার। সে নির্ব্বোধ—এই অভিমানে সে আফিং খেয়েছে।

২য় সভ্য। তা বেঁচেছে তো?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই, ঈশ্বরের কৃপা! বাড়ী এনে মাকে যে দেখাতে পেরেছি, এইতে আমি ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই।

১ম সভ্য। কি দেশের অবস্থা হ'ল! এ এমন একটা নয়, গঞ্জনায় অনেক বালিকা আফিং খেয়ে মরে!

কিশোর। এর উপায় কি? আমি ভাই সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, বিবাহ ক'র্‌বো না,—বিবাহ ক'রে সংসারী হ'লে পাঁচজনের উপকার করা যায় না। এখন আমি দেখ্‌ছি, আমাদের সমিতির সকলেরই duty—বিবাহ করা। যার কন্যাদায় হয়, উপযুক্ত পাত্র কোন রকমে জোটান, নয় আমাদের ভিতর যার বিবাহ হয় নাই, তার সেই কন্যা বিবাহ করা উচিত—কুরূপা হোক, সুরূপা হোক। আমি বাবাকে ব'ল্‌বো, বিবাহ ক'র্‌বো।

২য় সভ্য। আচ্ছা ভাই, ঘরে ঘরে তো এই বিপদ্। এ বিপদ শুধু কায়স্থের ঘরে নয়, বামুনদেরও এই ঢেউ লেগেছে। বামুনদেরও এখন শুধু পণ নয়, কুলমর্য্যাদা নয়, সোণা ওজন করা সুরু হ'য়েছে। ধরো তো এ একরকম সংক্রামক রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! সকল জাতেই সেঁধিয়েছে।

১ম সভ্য। কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তাঁদের জাতের মধ্যে বেশ একটা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেন হয় না, কে জানে?

২য় সভ্য। তাই তো ব'ল্‌ছি—ঘরে ঘরে মেয়ে নিয়ে এই বিপদ, কিন্তু ছেলের বে'য় বেলায় তো কেউ বোঝে না?

কিশোর। ভাই, যদি সমাজের উপকারে আমার উপকার—এ কথা আমরা বুঝ্‌তেম—তাহ'লে আমাদের জাতের এত অধঃপতন হ'তো না। আমরা অল্পদৃষ্টি—স্বার্থপর—এইতে আমরা জগতে এত ঘৃণিত।

১ম সভ্য। আর মস্ত এক কুসংস্কার যে, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থকে, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বাড়ীতেই বিবাহ দিতে হবে। এতেও পাত্রের অনেকটা অভাব হ'য়েছে। আমাদের ভিতরে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র,—যে চারিটি কায়স্থ সমাজ আছে, তাদের ভিতর যদি আদান-প্রদান করা হয়, তা'হলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে।

২য় সভ্য। হ্যাঁ—physically ও সন্তান ভাল হয়, fresh blood infused হয়। কিন্তু আমাদের দেশের wise acre রা কি তা ক'র্‌বেন? কেবল মুড়ুলি ক'র্‌বেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হবে, মর্য্যাদা নষ্ট হবে, জাত যাবে;—যে এ কাজ ক'র্‌বে, তারে একঘরে ক'র্‌বেন। কিন্তু যে শত শত অবলা বালিকা হত্যা হ'চ্ছে, তা একবার লক্ষ্য করেন না। কি ধর্ম্ম অনুরাগ!

৩য় সভ্য। বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তা হওয়া দূরে থাকুক্, বিবাহের পর মুখ দেখাদেখি রহিত,—এমন কি, আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়! ছিঃ ছিঃ! আমরা বাঙ্গালা ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

কিশোর। আমি ভাই বুঝ্‌তে পারি নি যে, কন্যার বাপ মেয়ে বে দিতে এত ব্যাকুল হয় কেন? পাত্র না জোটে, অবিবাহিতা থাকুলেই বা,—তাতে কি এলো গেলো? এই যে কুলীন বামুনদের মেয়ের বিবাহ হয় না, তাতে কি তাদের ধর্ম্মনষ্ট হয়?

২য় সভ্য। একটা evil হ'তে পারে,—গরম দেশ, age of puberty শীগ্‌গির আসে। এতে কুমারীর ব্যভিচার জন্মাতে পারে।

কিশোর। কেন জন্মাবে? যদি পিতা মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, যদি আপনাদের দৃষ্টান্তে দেখান যে, দৈহিক-স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে রাঙ্গা বর হবে, হেন হবে, তেন হবে, এ সব না শোনান, যদি কন্যা বুঝ্‌তে পারে যে, তার পিতা মাতা তার জন্যে দৈহিক ভাব পরিত্যাগ ক'রে বন্ধুভাবে কালযাপন ক'র্‌চেন, যদি আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার তাড়া না করেন, তা হ'লে কি মনে করো, দুর্ঘটনা ঘটে? আর যদিও দু'একটা হয়, এমন তো বিধবা কন্যা নিয়ে ঘ'ট্‌ছে, সে দুর্ঘটনা কন্যা বধ হওয়া অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়।

১ম সভ্য। ভাই, দেখ আমাদের সমিতির সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ উকীল। আমরা যেরূপ দরিদ্রকে আশ্রয় দিচ্ছি সেরূপ তো ক'র্‌বোই, কিন্তু আজ হ'তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য—কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা।

সকলে। নিশ্চয়।

কিশোর। ভাই, আজ আমি চ'ল্লেম,. কেমন আছে, দেখি গে।

১ম সভ্য। চল না—আমিও সেই বুড়ী patient টাকে দেখে তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। যদি দরকার হয়, watch ক'র্‌বো এখন। আজ ঘুমুতে দেওয়া হবে না, opium poison case গুলো বড় খারাপ।

২য় সভ্য। হ্যাঁ হে—রূপচাঁদ মিত্তির যে গোয়ালার against এ false charge দিয়েছিল—শুনলুম, তুমি defend ক'র্‌তে গিয়েছিলে—কি হ'লো?

৩য় সভ্য। Not guilty হ'য়েছে। চল ভাই, আজ আমাদের সমিতির কাজ postpone থাক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন মধ্যস্থ কুটীর

(খাবার ও দুগ্ধ লইয়া জোবির প্রবেশ)

(গীত)

তুই ভিখারী কি রাজার নারী—জানিস্ কি না বল্ দেখি মন!
মিলেছে আপন রতন, পারিস যদি করিস্ যতন।

কি এলো গেলো অযতনে, তোরই তো ধন জানিস মনে,
তবে কেন ধারা নয়নে। তুই তো তারে বাসিস ভালো,
ভালবাসিস সেই তো ভালো, অভিমানে কাজ কি মেনে,
পেয়েছে মন মনের মতন॥

রমা। (কুটীর হইতে বাহির হইয়া) মর বেটী, চ্যাচাস্ কেন?

জোবি। এই খাবার এনেছি, খাও।

রমা। মর বেটী, আফিং খাই, এইটুকু দুধ? টাকা পেয়েছিস?—টাকা এনেছিস?

জোবি। যা পেয়েছিলুম, তোমার খাবার এনেছি, এই ক'টা পয়সা আছে।

রমা। মর বেটী, কোন কম্মের নয়। বেটীকে রোজ ব'লছি, আজও টাকার যোগাড় ক'রতে পারলি নে? গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকার আর যোগাড় হ'লো না? এই ব'নের ভেতর ভাঙ্গা কুঁড়েতে কদ্দিন থাকবো? আমার দিন-রাত বুক কাঁপছে, কখন কে সন্ধান পাবে।

জোবি। এখানে বুড়া ম'রেছিল, সবাই বলে, পেত্নী হ'য়েছে, এদিকে কেউ আসে না, তোমার ভয় নাই।

রমা। না, ভয় নাই—বেটী হুকুম ক'চ্ছে! চারদিকে সন্ধান ক'চ্ছে। ঘড়ির দাবি দিয়ে নালিস ক'রেছে, গিল্‌টির গয়না বেচার নালিস ক'রেছে, ঐ খানসামা বেটাকে ঠকিয়েছিলেম, তার নালিস হ'য়েছে;—কিশোর বেটা খুঁজে খুঁজে সব বা'র ক'রেছে। তুই বেটী আমায় ব'নের ভেতর কয়েদ ক'রে রাখলি। টাকা হাতে প'ড়লে স'রে পড়ি। কাল যদি না টাকার যোগাড় ক'রতে পারিস্, আমি জুতো মারবো।

জোবি। টাকা কোথা পাব?

রমা। কেন, এত লোকের বাড়ীর ভেতর যাস্, চুরি ক'রতে পারিস নে?

জোবি। আমি চুরি ক'রবো না।

রমা। তবে দূর হ, আমার কাছে আসিস্ নে। তোর মুখ দেখতে চাই নে। উঃ বেটী গোটা পঁচিশ টাকা কোথা থেকে বাগাতে পারেন না!

জোবি। আমি চুরি ক'রতে পারবো না। আমি রোজ রোজ দোরে খাবার রেখে যাবো।

(নেপথ্যে পদ ধ্বনি)

রমা। ও জোবি—ও জোবি, কি শব্দ হ'চ্ছে ছাখ্,—কে আসছে বোধ হ'চ্ছে, যেন পাহারাওয়ালার জুতোর শব্দ। আমি সে দিন যে ব্যাটা পাহারাওয়ালার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলুম, সে ব্যাটা আমায় চেনে। ছাখ্ ছাখ্,—সে ব্যাটা নয় তো?

জোবি। তুমি ভেতরে যাও।

রমা। কেউ আসছে নাকি? অ্যাঁ,—তুই কি আমায় ধরিয়ে দিবি? তোর পায়ে পড়ি—দোহাই জোবি—দোহাই!—মারা যাবো! পুলিসের গুঁতো খেলে আর বাঁচবো না! আঁফিং খেতে দেয় না, পেট ফুলে মারা যাবো!

জোবি। যাও- যাও, সেঁধোও।

রমা। দোহাই জোবি—দোহাই, ধরিয়ে দিস্‌নে জোবি!

(রমানাথের কুটীরমধ্যে প্রবেশ—জোবির কুলুপ দেওন)

(ভিতরে হইতে) কুলুপ দিচ্ছিস্ কেন—কুলুপ দিচ্ছিস কেন? তোর পায়ে পড়ি জোবি, খুলে দে—খুলে দে, আমি পালাই। আমি আর কখনো তোরে কিছু ব'লবো না।

জোবি। চুপ করো। [জোবির অন্তরালে গমন।

(বান্ধবসমিতির সভ্যগণ সহ কিশোর ও কালী ঘটকের প্রবেশ)

কালী। বাবু, ঐ কুঁড়েতে লুকিয়ে আছে। আমি ঠিক সন্ধান ক'রেছি। জোবি বেটী এই দিকে রোজ আসে। বেটী দেখতে পাগল, কিন্তু রমা ওর আসনায়ের মানুষ

কিশোর। তুমি যে বড় ধরিয়ে দিচ্ছ?

কালী। বাবু, বেটা বড় পাজী, আমার দালালি ঠকিয়েছে বাবু! দু'জনে মোহিতের টাকার দালালি ক'রলুম, বেটা ফাঁকী দিলে বাবু!

কিশোর। আচ্ছা, তুমি কুলাচার্য্য, তোমরা লোকের কুলরক্ষা ক'রবে, তা নয়—তোমার এই সব গর্হিত কাজ?

কালী। আর কি এখন কেউ কুল খোঁজে বাবু! মেয়ে ঘট্‌কী অন্দরে আনাগোনা ক'রে বে দেওয়াচ্ছে;—এখন গিন্নীরাই কর্ত্তা। কুলের কে খোঁজ রাখে বাবু, যে কুলাচার্য্যগিরি ক'রবো? পেটের দায়ে দু'টো এদিক ওদিক ক'রে ফেলেছি বাবু! আমি রমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি, আমায় মাপ ক'রতে হবে বাবু! এই কুঁড়েতে রমা আছে!

কিশোর। এ দেখ্‌ছি তো কোন্ গরীবের কুটীর। ঘরে চাবি দিয়ে কোথায় দুঃখ ধান্ধা ক'রতে বেরিয়েছে।

কালী। না বাবু, দেখছেন না, নূতন তালা, জোবি বেটী বন্ধ ক'রে গেছে। এরই ভেতর আছে বাবু! আমিই কুলুপ ভাঙছি!

(কুলুপ ধরিয়া টানাটানি)

(জোবির পুনঃ প্রবেশ)

জোবি। ভেঙ্গো না—ভেঙ্গো না—আমার ঘর; আমার সর্ব্বস্ব ওখানে আছে।

কালী। দেখুন বাবু, ব'লেছিলুম কিনা?

কিশোর। জোবি, তুমি যে ব'ল্‌তে, তোমার ঘর নাই, তোমার কিছু নাই, ভিক্ষে ক'রে খাও, তুমি এমন মিথ্যাবাদী? তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর যাতায়াত করো, তোমায় পাগল মনে ক'রে কেউ কিছু বলে না, এখন দেখ্‌ছি, তুমি কুচরিত্রা, তুমি চোর লুকিয়ে রাখো, চোরের সঙ্গে আলাপ করো?

জোবি। আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি কুচরিত্রা নই, কেলোর মিথ্যা কথা!

কিশোর। কালীর মিথ্যা কথা? এই তুমি ব'ল্লে—এই তোমার ঘর, ঘরে তোমার সর্ব্বস্ব আছে।

জোবি। না, আমার মিথ্যা কথা নয়। আমি দোর খুলে আমার সর্ব্বস্ব দেখাচ্ছি।

(দোর খোলন)

কালী। ঐ দেখুন, বেটা কোণে ব'সে আছে।

জোবি। এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার হৃদয়-রত্ন! ওকে মেরো না, ওকে পীড়ন ক'রো না, আমায় ধ'রে নিয়ে যাও, আমায় সাজা দাও।

কালী। বাইরে এসো, আর ঘাপ্‌টী মেরে থাক্‌তে হবে না।

(সমিতির সভ্যগণ ও কালীঘটকের রমানাথকে ধরিয়া বাহিরে আনয়ন)

জোবি। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না—ওকে মেরো না! আগে আমায় বধ করো, তারপর ওকে মেরো!

কিশোর। জোবি, এ কি! তুমি চোর লুকিয়ে রাখ? চোরের সঙ্গে কুৎসিত আলাপ কর?

জোবি। চোর কে? কুৎসিত আলাপ কি? চোর নয়—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! চোর হোক, ডাকাত হোক, পিশাচ হোক, রাক্ষস হোক,—নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব, নারীর শ্বাসবায়ু, নারীর প্রাণেশ্বর, নারীর ইষ্টদেবতা! বাবু, আমি কুচরিত্রা নই!

কিশোর। এ তোমার কে?

জোবি। আমার স্বামী! যার জন্য আমি উন্মাদিনী, যার জন্য আমি পাগলিনী, যার জন্য আমি ভিখারিণী, যার চরণ-সেবা ক'র্‌তে আমি ব্যাকুলা, যার মূর্ত্তি আমার হৃদয়-আসনে, যার মূর্ত্তি দিবা-নিশি ধ্যান করি, যার দর্শন-আশায় পথে পথে ঘুরি, যার দেখা পেলে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,—আমার সেই পরম-নিধি! মেরো না—পীড়ন ক'রো না, সতীর প্রাণবধ ক'রো না!

কিশোর। তুমি কে?

জোবি। আমার বাপ এখনো জীবিত। আমাদের দু'জনকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এর পায়ে অর্পণ ক'রেছেন কি না? আমায় শ্বাশুড়ী ত্যাগ ক'রেছেন, বাপ ত্যাগ ক'রেছেন। আমি অন্নের জন্যে দোরে দোরে কাক, বক, কুকুরের ন্যায় ফিরি, তাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিত নই। আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই এই আনন্দেই আমি দিবানিশি উন্মত্ত! এই আনন্দে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করি! আমি ভিক্ষা ক'রে যেথায় যা কিছু পাই, এই পাদপদ্মে অর্পণ করি। উনি আমায় চেনেন না, উনি আমায় স্পর্শ করেন না, উনি আমায় ঘৃণা করেন, কিন্তু তাতে সতীর কি এলো গেলো? সতী তার হৃদয়েশ্বরকে পূজা ক'র্‌তে পায়, এই তার যথেষ্ট! সতীর এ হ'তে আর কামনা কি? তুমি দয়াময়, কীট-পতঙ্গকেও দয়া করো, আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ো না; আমায় পতিভিক্ষা দাও, প্রাণ ভিক্ষা দাও।

কিশোর। রমানাথ—রমানাথ! তোমায় কি ব'ল্‌বো, তুমি অভাগা,—তুমি এ রত্ন পায়ে ঠেলে রেখেছ? তুমি এসো, তোমার ভয় নাই। মা, ভয় করো না। আমি তোমার মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে মার্জ্জনা ক'র্‌লুম, আমি ওরে স্থিতু ক'র্‌বার চেষ্টা পাবো। হায়, হায়, অভাগা দেশের এই পবিত্র পতি-পত্নী মিলন! ঘরে ঘরে এই দুর্লভ

নারীরত্নের পীড়ন! এসো রমানাথ! মা, আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি, তুমি দেবী!

সকলে। সত্যই দেবী!

কালী। বেটী সব বাঁচালে!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী।

করুণা। গিন্নি, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলুম,—চাকরী জবাব দিয়ে এলুম।

সর। অ্যাঁ—অ্যাঁ, এমন কাজ কেন ক'র্‌লে! চ'ল্‌বে কি ক'রে?

করুণা। চলা না চলা কি সাহেব বোঝেন? আমি না জবাব দিলে তিনি জবাব দিতেন। এ তবু কোথাও চাকরী হ'বার সম্ভাবনা রইলো, সাহেব জবাব দিলে আর গভর্ণমেন্ট-সার্‌ভিস্‌ হবে না।

সর। তবে কি হবে?

করুণা। এক উপায় আছে। তোমার তো রোজ রোজ ব্যামো,—আজ না হয় কাল ঔষধ-পথ্যের অভাবে নয় তো কেঁদে কেঁদে অন্নাভাবে ম'র্‌বে; আর আমার সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা—আর অন্য উপায় নাই। কতদিন আমরা বলা-বলি ক'রেছ, 'ছিঃ ছিঃ! লোকে আত্মহত্যা কেন করে? তুমি না বোঝো, আজ আমি বুঝেছি, কেন আত্মহত্যা করে।—জনপূর্ণ সংসার অরণ্য দেখে! স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি—বাঘ-ভাল্লুক দেখে! চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখে, সে অন্ধকারে নৈরাশ্য মুখব্যাদান ক'রে আছে দেখে! মান যায়, মর্য্যাদা যায়, মনুষ্যত্ব যায়, কুকুর অপেক্ষা হীন হয়, আপাদমস্তক আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়,—তাই মৃত্যুকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করে!—আমার সেই এক বন্ধু আছে, আর কেউ নাই।

সর। কেন কেন, তুমি এত অস্থির হ'চ্ছ কেন? অনেকের তো চাকরী যায়, আবার হয়। দেখ, তুমি অমন ক'রো না, স্থির হও, আমাদের মুখ চেয়ে স্থির হও। তোমার মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে? তারা নিরাশ্রয়! একটী সধবা হ'য়েও বিধবা, একটী নিরাশ্রয় হ'য়ে চ'লে এয়েছে, একটী বালিকা—সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না। তোমার ছেলের উপায় কি হবে?

করুণা। আমি উপায় ভেবেছি। ছেলে চুরী শিখেছে, গভর্ণমেণ্টের অতিথিশালায় থাকবে। মেয়েরা রাঁধুনী-বৃত্তি ক'র্‌তে পারেন, দু'টি পেটে দেবেন, না পারেন, আমি কি ক'র্‌বো?—আমার হয় শ্মশান, নয় জেল, আর তৃতীয় স্থান নাই! আর ছোট মেয়েটি—একটু আফিং কিনে দিও না, সব চুকে যাবে। গিন্নি, কি শুভক্ষণে সংসার ক'রেছিলুম, কি শুভক্ষণে কন্যা প্রসব ক'রেছিলে, কি শুভক্ষণে জাতরক্ষা ক'রে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলুম!—এখন পরম শুভদিনের কত বাকী, তাই ভাব্‌ছি!

সর। তুমি অমন ক'রো না, সকলের দিন যায়, আমাদেরও যাবে।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

করুণা। এই যে স্বামী খেয়ে, সর্ব্বস্ব খেয়ে, বাপের বাড়ী এসেছ! পেট পূরে খাবে! উনুন থেকে পাশ বেড়ে আনো, একত্রে ব'সে খাই! যাও—যাও, দাঁড়িয়ে কেন? পাশ বেড়ে আনো, খুব একথালা বেড়ে আনো—ক'জনে ব'সে খাব কি না! শুভক্ষণে সব জ'ন্মেছিলে,—সকল দিক্‌ শুভ ক'রে এসেছ!

[হিরণ্ময়ীর কাঁদিয়া প্রস্থান।

সর। হ্যাঁগা, তুমি তো এমন ছিলে না—কি হ'য়েছ? পেটের সন্তানকে কি ব'ল্লে? এই শোকাতাপা হ'য়ে এসেছে, দু'দিন মুখে জল দেয় নি, আজ নাইয়ে একটু চিনির পানা খাইয়েছি, এখনো পেটে অন্ন পড়েনি। আহা, বাছার অপরাধ কি? আমরাই তো বে দিয়েছিলুম। সতীন-পোরা তাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা না জায়গা দিলে কোথায় দাঁড়াবে? সন্তানকে এমন কথা ব'ল্লে কি ক'রে?

(জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ ও একপার্শ্বে অবস্থান)

করুণা। বুঝ্‌তে পারিনি! তোমারই সন্তান, আমার তো সন্তান নয়! তোমার দরদ আছে—আমার তো দরদ নাই! ব'ল্লে না, সকলের দিন যায়, আমাদেরও যাবে? সত্যি—সত্যি দিন যায়, থাকে না! কিন্তু এমন দিন কি কারো হয়, গিন্নি? আজ আমায় ওয়ারিশ্‌ ধ'রেছিল, শুনেছ?

ছেলে সিগারেট চুরি ক'রেছিল, শুনেছ ? তোমার বড় মেয়ে নিয়ে পাড়ায় ঘোঁট হ'য়েছে,শুনেছ ? তোমার জামা'য়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তা কেউ বলে না, তা জানো ? হাঃ হাঃ, আমায় একঘরে ক'র্‌বেন, আমার বাড়ী কেউ খাবেন না ! অন্ন-ব্যঞ্জনের গাদা নষ্ট হবে !

সর। কি ভাব্‌ছ ?

করুণা। ভাব্‌ছি—মানুষ কতদূর হীন হ'তে পারে। আমি চল্লুম।

সর। কোথা যাও,—কোথা যাও ?

করুণা। ভয় নাই, ম'র্‌তে যাচ্ছি নে। কোথায় যাচ্ছি জানো ?—বাড়ীখানি বেচ্‌তে। কাকে জানো ? ক্রমে জান্‌বে—ক্রমে জান্‌বে ! দু'টি কন্যা দান ক'রেছিলেম,এবার বেচ্‌বো।

[প্রস্থান।

(কিরণময়ীর প্রবেশ)

কিরণ। মা, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে জ'ন্মেছিলুম, সর্ব্বনাশ ক'রেছি—আর কেন ?

সর। কি ব'ল্‌ছিস্‌ ? অমন ক'চ্ছিস্‌ কেন ?

কিরণ। মা, কোথায় গিয়েছিলুম জানো ? খিড়্‌কি দিয়ে ঘনশ্যাম বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম। তাদের যে নিরামিষ হেঁসেলের রাঁধুনী-বামনী আছে, তাকে ব'ল্‌তে গিয়েছিলুম,—যদি কেউ কায়েতের মেয়ে রাঁধুনী রাখ্‌তে চায়. খবর পেলে আমি রাঁধুনী-বৃত্তি করি। মা, সে ব'ল্লে কি জানো ?—'বাছা, তোমার হাতে কেউ খাবে কেন ? তোমায় নিয়ে পাড়া শুদ্ধ একটা গোল উঠেছে, কেউ তো তোমার হাতে খাবে না। অমন বদনাম হ'লে ভদ্রলোকের বাড়ী দাসী রাখে না।' তবে মা, আমার আর স্থান কোথায় ? আমায় দেখ্‌লে বাবা মুখ ফেরান, তুমি তিরস্কার করো ! মা, আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী ! তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় নিতে এসেছি।

সর। বাছা, আমাকে কি আর ঘরে থাক্‌তে দিবি নি ? আমার এই জ্বালার উপর তুই আবার জ্বালা দিতে এলি ? ভালমানুষের মেয়ে—কোথায় যাবি ?

কিরণ। মা, আমি ঘরে থাক্‌লে, বোধ হয়, তোমার ছোট মেয়ের বে হবে না। আমার জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা প'ড়েছে, আমার জন্য দেনা, আমার জন্য উঁচু মাথা হেঁট হ'লো ! আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় কি আছে মা ?

সর। কিরণ, কাঁদিস্‌ নে—স্থির হ। আমি রোগে প'ড়ে, মিন্সে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছে,—এ সময়ে তুই অমন করিস্‌নে। হায় হায়, যদি ভদ্রলোকের মেয়ে না হ'য়ে ছোটলোকের ঘরে জন্মাতেম, তাহ'লে বোধ হয় এত দুদ্দশা হ'তো না, তাহ'লে বোধ হয় খেটে খেতে পারতেম,—মাথায় ক'রে মাছ বেচ্‌তেম,আনাজ বেচ্‌তেম,স্বামীর সহায় হ'তেম, আপনি ছেলে মানুষ ক'র্‌তে পার্‌তেম। কিন্তু কায়েতের ঘরে জন্মে কি দুদ্দশা ! চৌকাঠ পার হবার যো নাই, গতর খাটাবার যো নাই, ভিক্ষে ক'র্‌বার যো নাই ! একজনের উপর—স্বামীর উপর—ভরসা ! স্বামীর সহায় না হ'য়ে স্বামীর ভার ! কি বিড়ম্বনা, কি বিড়ম্বনা ! বাঙ্গালীর ঘরে গৃহস্থের মেয়ের এত দুঃখ ! সংসারে কি আমাদের মত দুঃখী আর কেউ আছে ? কিরণ, তুই সতী, তুই সতীর অমর্য্যাদা করিস্‌ নি। ভাবছিস্‌—কোথাও চ'লে যাবি, না হয় প্রাণত্যাগ করবি ? তা হ'লে কি হবে জানিস্‌ ? যে কলঙ্কের জন্য কাতর হ'য়েছিস্‌, সে কলঙ্ক শতগুণে বাড়্‌বে। তুই সতী, সতীর অমর্য্যাদা করিস্‌ নে।

কিরণ। মা, কি ক'র্‌বো ? এ তোমার দুঃখের সংসার কি ক'রে চ'ল্‌বে ?

সর। সেই তো ম'র্‌তে চাচ্ছিস্‌, সপরিবার উপোস ক'রে ম'র্‌বো ! (জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি) কিরে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুন্‌চিস্‌ ?—যা।

জ্যোতি। কেন মা, যাবো কেন মা ! আমি যে তোমার মেয়ে,আমি যে তোমার দুঃখের দুঃখী ! বাবা যা ব'লে গেলেন, দিদি যা ব'ল্লে,আমি সব শুনেছি।—কেন দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো ? আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুন্‌তে শিখেছি। মেম সাহেব জাপান হ'তে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা ক'রে মোজার জোড়া, আমি দিনে রেতে আট জোড়া ক'রে মোজা বুন্‌তে পারি। দিদি, তোমার ভয় কি ? মেম তোমায় কাজ শেখাবেন। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ? আমরা ক'বোনে মেহনত ক'রে সংসার চালাতে পার্‌বো না ? কেন পার্‌বো না ? মা, মেম মোজা বেচে দিয়েছেন, এই টাকা নাও। দিদিকে ব'লে দাও, কি আন্‌তে হবে।

কিরণ। জ্যোতি—জ্যোতি, তোর সার্থক জন্ম! আমি শুধু বাপ মার কণ্টক হ'য়ে জন্মেছিলুম!

সর। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁরে—হিরণ কোথায় গেল?

জ্যোতি। আমি স্কুলে গিয়েছিলুম, আমি তো জানি নি।

সর। অ্যাঁ অ্যাঁ—সে কি! ও ঘরে নাই? ছ্যাখ্—ছ্যাখ্, হিরণ কোথায় গেল?

কিরণ। মা, তুমি মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলে, একটু শোও, উঠো না। ডাক্তার বাবু উঠ্‌তে মানা ক'রেছেন—উঠো না।

সর। ম'রবো না, ভয় নাই, আমার মরণ নাই, অলক্ষণার মৃত্যু নাই! আমি ম'লে স্বামীর কণ্টক কে হবে—কে মেয়ে বিয়োবে—কে বাড়ী বেচাবে—কে মেয়েকে রাঁধুনী ক'র্‌বে—চাকরাণী ক'র্‌বে? কে ছেলে চোর দেখ্‌বে—কে স্বামীর জেল দেখ্‌বে? আমি ম'র্‌বো না—ম'র্‌বো না! কর্ত্তা মুখ-ঝাঁমটা দিয়েছিল,—তার শোকা শরীর, সে কি ক'র্‌ছে ছ্যাখ্।

জ্যোতি। দেখ্‌ছি মা—তুমি ব'সো।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

কিরণ। ব'সো মা, ব'সো।

সর। (উচ্চৈঃস্বরে) হিরণ—হিরণ! কই রে—উত্তর দেয় না যে? কোথায় গেল?

কিরণ। তুমি ব'সো মা—ব'সো, তোমার গা কাঁপ্‌ছে।

সর। হিরণ—হিরণ! (বেগে প্রস্থান, পশ্চাতে কিরণের গমন, নেপথ্যে সরস্বতীর পতন শব্দ।)

নেপথ্যে কিরণ। ও মা, কি হ'লো! জ্যোতি—জ্যোতি, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়, মা ভির্‌মি গেছে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

খিড়কির পুকুর

হিরণ্ময়ী।

হিরণ। মা বসুমতি, শুনেছি, তুমি সকলের মা! তুমি বিদীর্ণ হ'য়ে তোমার কোলে আমায় স্থান দাও, আর তো আমার স্থান নাই,—আমি অবলা, কোথায় যাবো! নিশানাথ, তুমি সাক্ষী, তারামালা, তোমরা রজনীর প্রহরী—তোমরা সাক্ষী! নিশানাথ, লোকে তোমায় হিমধাম বলে, তোমার শীতল করে তো অন্তরের জ্বালা শীতল হয় না;—এ দারুণ তাপ—দিনদেবের মধ্যাহ্ন কিরণেও এত তাপ নাই! নিশাকর, এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। স্বামিহীনা, পিতার ভার, মাতার কণ্টক, নিরাশ্রয় অবলা! তারানাথ, মার্জ্জনা করো!—কত সয়—কত সব—মার্জ্জনা করো! সকলে বলে, 'জল নারায়ণ!' আমি অভাগিনী, নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করি। অতি শীতল জল—অনেকবার শীতল হ'য়েছি, আজ জন্মের মত শীতল হই। পোড়া প্রাণ, এখনো তোর দেহের মমতা! কতদিন তুষানলে জল্‌বি? ছিদ্র কলস, তুমি আমার সাহায্য করো,—তুমি পরিত্যক্ত, আমিও পরিত্যক্তা, এ বিপদে তুমি আমার সখা। কি জানি, পোড়া প্রাণ যদি শেষ দেহের মমতা করে, তুমি সলিলগর্ভে ধরে রেখো, জলগর্ভে নীরবে দু'জনে থাক্‌বো, চক্ষের জল জলে মেশাবে, আর কেউ দেখ্‌বে না!

(কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে অবতরণ)

ছিদ্রঘট, পূর্ণ হ'য়ে অভাগীর মঙ্গল করো! নিশানাথ, অপরাধ নিও না।

(জলে-নিমজ্জিত হওন)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ঘনশ্যামবাবুর বাটীর কক্ষ

ঘনশ্যাম ও রাজলক্ষ্মী।

ঘনশ্যাম। বড়বউ, এতদিনে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো। মেয়ের বে'তে যা খরচ ক'রেছি, তার দুনো আদায় ক'র্‌বো। তোমার কিশোর বে' ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছে।

রাজলক্ষ্মী। হাঁ, ভাবিনী ব'ল্‌ছিল বটে। তা আমি মনে ক'রেছি, বুঝি, তামাসা ক'রে ব'লেছে। তা যখন মনে ক'রেছে, এই বেলা তুমি তাড়াতাড়ি একটা সম্বন্ধ ক'রে ফেলো।

ঘনশ্যাম। তুমি ব'ল্‌বে, তবে আমি সম্বন্ধ ক'র্‌বো? আমি তখনই ঘটক ডাকিয়ে দুই সম্বন্ধ ক'রেছি, আজ দেখ্‌তে গেলেই হয়। কোন্‌টি তোমার মত বল? দু'টিই সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ, তবে পাওনা-থোওনার একটু উনিশ বিশ আছে। দু'জনেই মস্ত জমাদার—ইংরেজ-টোলায় আট দশখানা বাড়ী।

রাজলক্ষ্মী। মেয়েটি কার ভাল?

ঘনশ্যাম। রাজেন্দ্র মিত্রের মেয়েটি একটু নিরেশ, কিন্তু দিতে চা'চ্ছে বেশ। আর হীরালাল বোসের মেয়েটি যেন পরী। রাজেন্দ্র মিত্তির পঞ্চাশ হাজার নগদ দিতে রাজী। আমি একখানি ইংরেজটোলায় বাড়ী কামড় ক'রেছি; তা ঘটক নিমরাজী হ'য়ে গিয়েছে। আর হীরালালের কিছু পাওনা কম; কম ব'লে কি তোমার বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার,—নগদ দুই সমান। তবে এ,—মেয়ের দু'সুট গহনা দিতে চাচ্ছে, এক সুট ফরাসী মুলুকের গহনা, সে পঁচিশ হাজারের কম নয়, শোন নি, সেই উকীলের নাত্‌নীর বে'তে দিয়েছিল? আর এ,—এক সুটের উপর দিয়েই সার্‌তে চায়, এখন তোমার কি মত বল?

রাজলক্ষ্মী। কিশোরের বউটি ভাল দেখে আন্‌তে হবে।

ঘনশ্যাম। তা যাই হোক, একটা ঠিক করো, আজ-কালের মধ্যে পাকা দেখে আস্‌বো। কিশোরের একজন বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে নে যেতে হবে। সে মেয়ে পছন্দ করুক।

রাজলক্ষ্মী। আমিও খবর নেব। হীরালাল বোসের সঙ্গে আমাদের একটু কুটুম্বিতা আছে, আমি মেজো-গিন্নীর ঠেঙে খবর নিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। মেজো-গিন্নী কে?

রাজলক্ষ্মী। আমাদের ও বাড়ীর মেজো-গিন্নী গো!

ঘনশ্যাম। খবর নাও বেশীর ভাগ। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, ছেলেবেলায় গাড়ী ক'রে বাপের সঙ্গে বেড়াতে যেতো, আমি দেখেছি।

(ভাবিনী ও কিশোরের প্রবেশ)

ভাবিনী। মা, ব'ল্‌ছিলে—'মিছে কথা?' এই দাদার ঠেঙে শোনো। কেমন দাদা, তুমি বে ক'র্‌বে বলো নি?

রাজলক্ষ্মী। কেমন রে—আজ কর্ত্তা মেয়ে দেখে আসুক?

কিশোর। বাবাকে দেখ্‌তে যেতে হবে না, আমি ঠিক্ ক'রেছি।

রাজলক্ষ্মী। তুই তোর মামার বাড়ী হীরালালের মেয়েটিকে দেখেছিস্ বুঝি?

কিশোর। আমি হীরালাল বাবুকে জানি নি, আমি করুণাবাবুর মেয়ে বে ক'র্‌বো।

রাজলক্ষ্মী। করুণাবাবু কে?

কিশোর। কেন, আমাদের পাড়ার করুণাময় বোস্।

রাজলক্ষ্মী। ওই শোনো—তোমার ছেলের মত হ'য়েছে নয়? তুই কি সত্যিই বে ক'র্‌বি নে মনে ক'রেছিস্?

কিশোর। কেন মা, আমি তো বে ক'র্‌তে রাজী?—আমি বাবার কাছে কি মিথ্যা কথা ব'লেছি?

ঘনশ্যাম। তুই করুণার মেয়ে বে ক'র্‌বি কি রে? নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পরীর মতন মেয়ে আমি সম্বন্ধ ক'রেছি, সব ঠিক্‌ঠাক্—আমি পাকা দেখে আস্‌বো, তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

কিশোর। বাবা, আমাদের যে বংশ—আমাদের যে বংশের গৌরব—আমি যে বংশের সন্তান—আমি সেই বংশ-মর্য্যাদা মত কথা ক'য়েছি,—আপনি অমত ক'র্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। অ্যাঁ!

কিশোর। বাবা, আপনি জগৎপূজ্য মকরন্দ ঘোষের সন্তান। আপনার এক পুত্র,—সেই পুত্র আপনি বিক্রয় ক'র্‌বেন? আমাদের বংশে কবে এ কাজ হ'য়েছে দেখান, কবে আমাদের বংশে হীন কাজ হ'য়েছে যে—আমাকে হীনপ্রবৃত্তি হ'য়ে টাকা নিয়ে বে ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন? এই জন্যই কি যত্ন ক'রে আমাকে মানুষ ক'রেছেন? এই জন্যই কি আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন? এই জন্যই কি আমাকে আদর্শ পুত্র ব'লে পরিচয় দেন? আমাকে কি এই হীন-কার্য্য ক'র্‌তে বলেন? আমার বিবাহ দিয়ে কুলকর্ম্ম ক'র্‌বেন। কুলকর্ম্ম ক'রে কুল-লক্ষ্মী আনে, আপনি পুত্রকে বেচ্‌বেন? না বাবা—না, আপনি দেশের কুসংস্কার বশতঃ এ কথা ব'ল্‌ছেন।

রাজলক্ষ্মী। তা ব'লে কি ঐ লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে বে ক'র্‌বি? কাল তার বড় মেয়ে কোথায় রাঁধুনী হবে ব'লে আমাদের বামুন ঠাকরুণকে ব'ল্‌তে এসেছিল, তুই তার মেয়ে বে ক'র্‌বি? তুই লেখা-পড়া শিখে কি হ'য়েছিস্?

কিশোর। মা, লেখাপড়া শিখে যা হওয়া উচিত, তাই হবার চেষ্টা ক'চ্ছি, তোমার গর্ভের সন্তানের যা হওয়া উচিত, তাই হবার চেষ্টা ক'চ্ছি। মা, তুমি অমত ক'চ্ছ? তুমি ভাবিনার দশা মনে ক'চ্ছ না? ভাবিনার দশা দেখে তোমার মনে হ'চ্ছে না যে, তোমার বউ, তুমি হাতে দু'গাছি চুড়ী দে নিয়ে এসে, রাজরাণী ক'রে রাখ্‌বে? তোমার ভাবিনার কষ্ট মনে ক'রে, অন্য মেয়ের মার মনঃকষ্ট মনে করো। একজনেরও যাতে সেই দারুণ কষ্ট নিবারণ ক'র্‌তে পারো, সেই জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো; তোমার পুণ্যে একজনও মেয়ের বে দায় না মনে করে; ছেলের বে'তে যেমন আনন্দ, যেমন উৎসব—মেয়ের বে'তে তেমনি আনন্দ, তেমনি উৎসব করুক। মা, তুমি পুণ্যবতী, তুমি চণ্ডী পূজা না ক'রে জল গ্রহণ করো না—পুণ্যকার্য্যে তোমার পেটের সন্তানকে বাধা দিও না। বাবা যদি অমত করেন, তুমি বাবাকে বোঝাও।

ঘনশ্যাম। ভাবিনার শ্বশুররা চামার,—তাদের কথা তুলিস্ নি।

কিশোর। ভাবিনার শ্বশুরের দোষ তো এই, যা তুমি দিয়েছ, তা মনে ধ'র্‌ছে না,—পাওনার কামড় ক'চ্ছে—এই তো দোষ? এই দোষ থেকেই তো বউকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সে দোষ যেখানে আছে, সেখানেই সেই ফল হবে,—এক বাজে দু'ফল ফলে না। আপনি ছেলের বে'তে টাকার কামড় ক'র্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। ভাবিনীর বিয়েতে কতগুলি গিয়েছে জানো?—সেগুলি তুল্‌বো না?

কিশোর। বাবা, কি কথা ব'লছেন? ভাবিনীর শ্বশুররা পীড়ন ক'রেছে ব'লে আপনি আর একজনকে পীড়ন ক'র্‌বেন? এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেনদার হ'চ্ছে, গৃহস্থ ফকির হ'চ্ছে, বালিকা-হত্যা হ'চ্ছে, কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল ব'লে গণ্য হ'চ্ছে—এই কন্যাদায়ে দেশের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! বাবা, আপনি আদর্শ দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দিন যে, পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ—পিণ্ড-অধিকারী! সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে? —এ কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! এই কু-প্রথাতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার—সকলই নষ্ট হ'চ্ছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ ক'রে সমাজকে শিক্ষা দিন; জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করুন, বংশের গৌরব উজ্জ্বল করুন, পবিত্র বিবাহ রীতি পুনঃ সংস্থাপন করুন,—সমাজ আপনাকে ধন্য ধন্য করুক;—আপনার কৃপায় আমিও ধন্য হই।

ঘনশ্যাম। করুণাময়ের বড় মেয়ের কথা শুনেছিস্?

কিশোর। শুন্‌বো কি? আমি সেই অবলার উপর যখন অত্যাচার হয়, সে সময় উপস্থিত ছিলুম। সেই অত্যাচারের মূলও এই আসুরিক বিবাহ,—এই পৈশাচিক অর্থলোভ—এই প্রেমহীন ব্যবসায়ী মিলন! অর্থলোভে প্রেমশূন্য স্বামী, পত্নীকে বিক্রয় ক'র্‌তে গিয়েছিল, এ অন্যের মুখে নয়, আমি তার স্বামীর মুখে শুনেছি। বাবা—বাবা, এই পৈশাচিক বিবাহ হ'তে আমায় পরিত্রাণ করুন, হিন্দুর যোগ্য কাজ করুন, আমার শাস্ত্র-মত বিবাহ দিন।

রাজলক্ষ্মী। হাঁরে, বে'ই আস্‌বে—যেন সরকারটা! কি ব'ল্‌ছিস্?

কিশোর। মা, আমাদের বংশে কুলীনের কন্যা এনেই কুলধর্ম্ম হ'য়েছে—সদ্বংশের কন্যা এনেই কুলকর্ম্ম হ'য়েছে—কুলীনস্থাপনই বংশের প্রথা। যদি করুণাবাবু কন্যাদায়ে দরিদ্র হ'য়ে থাকেন, আপনি তাঁরে পুনঃ স্থাপন করুন। আপনি জানেন, আপনার পুত্র তাঁর কাছে কত ঋণী। তাঁর উপদেশেই আমি পড়াশুনায় মন দিই, নইলে এতদিন একটী ভূত হ'তেম।

(ভাবিনার শ্বশুরবাড়ীর ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) ওগো, তোমার বে'ন ব'লে পাঠালেন, আদর ক'রে মেয়ে নিয়ে এসেছেন—বেশ ক'রেছেন। কাঙ্গালের ঘর না পছন্দ হয়, মেয়েকে যদি ঘর না করান, তাঁরা ছেলের বে' দেবেন ব'লেছেন। ঢং ক'রে আফিং মুখে দিয়ে, মেয়ে চিৎ হ'য়ে প'ড়্‌লেন, সাতগুষ্টি গিয়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে—দেশ শুদ্ধ কলঙ্ক দিয়ে, মেয়ে নিয়ে চলে এলেন। কেন, সত্যিই যদি আফিং খেতো, তারা কি চিকিচ্ছে কত্তে পার্‌তো না? টাকা দেখাতে এলেন! কিন্তু জামাইকে দেবার বেলায় বুক কর্‌ কর্‌ করে!—তা যা ক'রেছেন, তা বেশ করেছেন, মেয়ে নিয়ে রাখুন।

রাজলক্ষ্মী। সে কি—সেকি, সেই ঘর ক'র্‌বে বই কি—

সেই ঘর ক'র্‌বে বই কি! এসেছে, দু'দিন বাদে পাঠিয়ে দেব।

ঝি। পাঠিয়ে দেন—পাল্কী ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা নিতে আস্‌বো না, আমরা ব'লে খালাস।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

রাজলক্ষ্মী। ও ঝি, দাঁড়াও, দাঁড়াও—একটু জল খেয়ে যাও।

ঝি। আমি এ বাড়ীতে জল খেতে আসি নি, যা ব'ল্‌তে এসেছিনু, ব'লে গেনু, এখন যা ভাল হয়—ক'রো।

[প্রস্থান।

ভাবিনী। মা, আমি যাবো না, তোমাদের গাল আমার আর সহ্য হয় না। দাদার অকল্যাণ ক'রে আমি স্বামীর ভাত খেতে চাই নে।

কিশোর। বাবা, মা—এই পৈশাচিক বিবাহের ফল।

ভাবিনী। মা, আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌চি, দাদার মন হ'য়েছে, তুমি এই বিয়েই দাও। ভিটেয় বউয়ের চোখের জল প'ড়বে না, দাদার কল্যাণ হবে।

ঘনশ্যাম। বাবা কিশোর, আমি তোমার বাপ নই, তুমি আমার শিক্ষাদাতা বাপ। তুমি যা ভাল বোঝ—করো, যা বায় ক'র্‌তে বলো, ক'র্‌বো,—তোমার কথায় আমি কুলপ্রথা রক্ষা ক'র্‌বো। গিন্নি, অমত করো না।

রাজলক্ষ্মী। বউটি চমৎকার হবে।

ঘনশ্যাম। আমি আজই ঠিক ক'চ্ছি। ভাবিনীর যখন অমত, ওকে পাঠিও না ; দিক্ ছেলের বে।

কিশোর। (পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া) ভাবি, আয়, আমি নূতন ছবি এনেছি, দেখ্‌বি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

খিড়্‌কির পুকুর

গোয়ালিনী ও সমিতির সভ্যগণ।

১ম সভ্য। তুই কিসে মনে ক'চ্ছিস্ —জলে ডুবেছে?

গোয়ালিনী। যখন দুধের যোগান দিয়ে, রাত হ'য়েছে, সুঁড়ি পথ দিয়ে ফির্‌চি, তফাৎ থেকে নজর হ'লো, কে একজন কলসী নিয়ে ঘাটায় নাম্‌চে। একবার মনে ক'র্‌নু —এখন ঘাট্‌কে ক্যানে?—তা কলসী ঠাওর হ'তে ভাব্‌নু, জল্‌কে এসেছে; ঘরে চলে গেনু, ঘরে গিয়ে শুনু। সকালে উঠে চার্‌দিকে শুনুনু, বোসেদের মেজো মেয়ে হারিয়েছে, খোঁজ ক'রে পাচ্ছে নি, রাস্তায়ও কেউ যেতে দেখে নি। তখন ওই যে রাত্‌কে দেখেছিনু—মনে হ'লো।

২য় সভ্য। যাই হোক্—জল খুঁজি এসো।

(সকলের জলে ঝম্পপ্রদান)

(দ্রুতবেগে কিশোর ও অন্যান্য লোকের প্রবেশ)

কিশোর। কি হে, পেলে?

১ম সভ্য। কই—না।

গোয়ালিনী। ও বাবু—ও বাবু, দেখ, ও দিকে কি ভাস্‌ছে?

কিশোর। তাই তো! (জলে ঝম্প প্রদান)

(হিরণ্ময়ীকে সকলের জল হইতে উত্তোলন)

১ম সভ্য। এ কি, কলসী গলায় কেন?

গোয়ালিনী। আহা! ফুটো কল্‌সী পুকুর ধারে প'ড়েছিল, সেইটেকে গলায় বেঁধে ডুবেছে! প্রাণের দায়ে ছটোপাটি ক'রে কলসীটে ভেঙ্গে গেছে।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

২য় সভ্য। ডাক্তার, দেখ—দেখ, উপায় আছে?

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) না—অনেকক্ষণ ম'রেছে।

কিশোর। দেখ ভাই, দেখ—চেষ্টা ক'রে দেখ!

ডাক্তার। আর মিছে চেষ্টা, mortification ধ'রেছে —দেখ্‌ছ না, নইলে কি ভাস্‌তো?

(বেগে সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। হিরণ—হিরণ! (মূর্চ্ছা)

কিশোর। ডাক্তার, দেখ—দেখ!

গোয়ালিনী। আহা, মা আর বাঁচ্‌বে নি।

(ডাক্তারের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হওন)

সর। (উত্থিত হইয়া) হিরণ রে—মা আমার, ও মা, তিন দিন যে তুমি মুখে অন্ন দাও নি! ও মা, পাপ-অন্ন মুখে দেবে না ব'লে তাই কি ছেড়ে চ'লে গেলে! ওঠ মা ওঠো, আর অভিমান ক'রো না মা! কার উপর অভিমান ক'রেছ? আমি যে তোমার রাক্ষসী মা! দু'টি অন্নের জন্য জলে ঝাঁপ দেছ মা! হিরণ রে—

(মূর্চ্ছা)

(করুণাময়ের প্রবেশ)

করুণা। এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না—লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ? ও মা, বড় জ্বালা পেয়েছ—বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ? ও মা! (বসিয়া পড়ন)

কিশোর। ম'শায়, স্থির হোন।

করুণা। বাবা, কিছু ভয় করো না, স্থির হব বই কি। বাছা জলে ডুবেছে কেন জান? ঘৃণায় ডুবেছে। পতি-হীনা দু'টি অন্নের জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি ছাই খেতে ব'লেছি আমি বাপ—অন্ন দিতে পারি নি—ছাই খেতে ব'লেছি! আমিই দেখে শুনে বে' দিয়েছিলুম, আমিই জরা-জীর্ণ রোগার হাতে দিয়েছিলুম, বিধবা হবে জেনে দিয়েছিলুম, বিধবা হ'য়ে বাড়ী এলো ছাই দিতে গেলুম,—সন্তানকে ছাই দিতে গেলুম! সন্তান হত্যা ক'র্‌লুম!—শুভক্ষণে আমার জন্ম!

সর। (উঠিয়া) হিরণ—হিরণ, কথা কও, আর অভি-মান ক'রো না মা! জান তো,আমি বড় দুঃখী,বড় অভাগিনী! জামায়ের শোকে কেঁদেছিলুম, তুমি আপনার চোখের জল মুছে, আমায় সান্ত্বনা ক'রেছ; এখন একবার সান্ত্বনা ক'রে যাও মা! আর অভিমান ক'রো না, একটা কথা কও! না—মা, কি হ'লো!

১ম সভ্য। ম'শায়, ওই পুলিশ আস্‌ছে, আপনার কন্যাদের বলুন, ওঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যান! এখানে রেখে আর ফল কি?

কিরণ। মা—মা, ঘরে চলো।

সর। না—আমি যাবো না, আমি হিরণের সঙ্গে যাবো; আমার হিরণকে কার কাছে রেখে যাবো?—আমার অনাথিনী অভাগিনা মেয়েকে কার কাছে রেখে যাবো?

করুণা। গিন্নি, কেন ভাব্‌ছ? এবার আমরা হিরণের দায়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। চলো—চলো, আর হিরণের ভাবনা নাই—আর হিরণের ভাবনা নাই!

(সরস্বতীকে লইয়া করুণাময়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

(ইন্‌স্পেক্টার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

কিশোর। ভাই, private postmortem যাতে হয়, তাই করো,—Dead houseএ আর নিয়ে যেও না।

ইন্। টাকা ছাড়্‌লে আর হবে না কেন?

কিশোর। তবে চল হে—আমাদের সমিতি-বাড়ীতে নিয়ে যাই।

(সমিতির সভ্যগণের হিরণ্ময়ীর মুখাচ্ছাদন করিয়া তুলিবার চেষ্টা)

সর। (ছুটিয়া আসিয়া) মুখে চাপা দিও না—মুখে চাপা দিও না! ওই যে ন'ড়্‌চে—ওই যে ন'ড়্‌চে!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

খিড়্‌কির পুকুর

সরস্বতী, কিরণময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী।

কিরণ। মা, তুমি অমন ক'রো না, আমাদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধো! সে গেছে, তাকে আর ফিরে পাবে না। আমরাও তোমার অনাথা কন্যা, আমাদের দেখ! বাবা কেমন কেমন হ'য়েছেন, তুমি না দেখ্‌লে আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াবো? দেখ মা, জ্যোতি বড় কাতর হয়, তুমি অমন করো, আর ও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। মা, তুমি স্থির হও!

সর। কিরণ, প্রাণ তো খুব কঠিন! কই, এততেও তো প্রাণ বেরোয় না! তবে হিরণ আমার চ'লে গেল কি ক'রে? আহা,বড় জ্বালায় গিয়েছে—বড় জ্বালায় গিয়েছে।—বাছা আমার জ্ব'লে জ্ব'লে তুঁষ হ'য়েছিল, তাই চ'লে গিয়েছে! এইখানে এলে একটু ঠাণ্ডা হই। এই জল দেখে আমার মনে হয় যে, জ্ব'লে জ্ব'লে হিরণ আমার এই জলে শীতল হ'য়েছে, তাই জলের পানে চেয়ে দেখি।

কিরণ। মা, তুমি কি বোঝ না? বাবা কেমন হ'য়েছেন, তা কি দেখ্‌ছ না? তোমার এই দশা দেখে তিনি আরও কেমন হন। তুমি বোঝ মা, নইলে বাবাকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌বো না।

সর। ছ্যাখ্, হিরণ বড় আবদেরে ছিলো। বায়না নিলে ভোলাতেম, রাঙ্গা বর হবে; পুতুল দিয়ে ভোলাতেম—তোর ছেলে হবে, বে দিবি, বউ আন্‌বি। হিরণ পুতুল সাজাতো-গোছাতো, পুতুলের বউ-বেটাকে শোয়াতো! ঘর-ঘরকন্না হবে—বড় সাধ! সম্বন্ধ হ'লো, হেঁসে সরকারদের ছোটগিন্নী বল্লে, 'এইবার হিরণ খাওয়া—তোর রাঙ্গা বর হ'চ্ছে।' হিরণ একগাল হেঁসে মুখ ফেরালে। আহা, বাছা জানে না যে, মা হ'য়ে তারে জলে ফেলে দিচ্ছি, ঘাটের মড়া এনে গাঁটছড়া বেঁধে দিচ্ছি! হিরণ দুঃখ জানেনা—ধম্‌কাতুম, মুখঝাম্‌টা দিতুম, বাছা মুখ হেঁট ক'রে থাক্‌তো, যেন কত অপরাধী! আমি কি ক'রে স্থির হব মা, দিন দিন যে আমার সব মনে প'ড়্‌ছে। ও রে, পেটের জ্বালায় যে জল খেয়ে ম'রেছে! আহা, বাছা রে!

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। দিদি, একটা সিকি দে।

জ্যোতি। ভাই, রোজ রোজ সিকি কোথা পাব? আমাদের দুঃখের সংসার, তুমি কি বোঝো না?

নলিন। ভালমানুষীতে না দাও, আবার বাক্‌সোর কল গড়াতে হবে, তখন কিছু ব'ল্‌তে পাবে না। আমার বাড়্‌সাই ফুরিয়েছে।

কিরণ। হ্যাঁরে নলিন, এত বড় হ'লি, কিছু বুঝিস্ নি? যদি দু'দণ্ড মার কাছে বসিস্, তবু মা একটু ঠাণ্ডা থাকে।

নলিন। হ্যাঁ, ও রোজ রোজ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করুক, আর ওর কাছে চুপ্‌টি মেরে ব'সে থাকো; মজা দেখ না!

কিরণ। তুই তো দিন দিন ভারি বেয়াড়া হ'চ্ছিস্, মা বাপকে দরদ নাই?

নলিন। দাও—দাও, সিকি দাও। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, ফুটবল দেখ্‌তে যেতে হবে। মা, দিতে বল ব'ল্‌চি।

কিরণ। ও কোথায় পাবে?

নলিন। আমি কি জানি? মা, ব'ল্‌বে তো বল! ব'ল্লে না-ব'ল্লে না?—আচ্ছা, মজা দেখ্‌বে? আমি উল পুড়িয়ে দেবো, মোজা-বোনা কল পুকুরে ফেলে দেবো।

কিরণ। হ্যাঁ—তা হ'লেই বড় বড় ভাতের গরাস তুল্‌বি!

নলিন। আমি সে ভয় করি নে—সে ভয় করি নে, আমি দুলালবাবুর বাগানে থাক্‌বো।

জ্যোতি। আচ্ছা, আমি তোকে সিকি দিচ্ছি, তুই কিশোর বাবুর স্কুলে প'ড়্‌তে যাবি বল?

নলিন। ওঃ—মজার কথা দেখো, তুমি আমার হ'য়ে ক্রিকেট খেল্‌বে, নয়? আমরা ম্যাচের খেলা খেলি—তা জানিস্!

সর। আহা, হিরণ আমার কখনো খাবো ব'ল্‌তে জান্‌তো না! পুতুল না পেলে বায়না ক'র্‌তো, কিন্তু খাবার বায়না একদিনও করে নাই। সেই হিরণকে উপোসী যমকে ধ'রে দিলুম! উঃ—আমি অভাগী, এখনো তো পেটে অন্ন দিচ্ছি! আজও মরণ হ'লো না।

নলিন। মরো না, মেজ্‌দিদির মত জলে ডোবো না।

জ্যোতি। যাঃ নলু, বাবা এলে আমি ব'লে দেব। যা, আমি তোরে সিকি দেব না।

নলিন। কি, বাবা মারবে? তা পারবে না, হাত কাম্‌ড়ে দিয়ে পালিয়েছিলুম—জান তো?

নেপথ্যে নলিনের ইয়ার। Nolin, here come, Tram-hire have

নলিন। কে গেলো, piee got?

নেপথ্যে। Oh yes.

নলিন। সিকি দিলে না? আচ্ছা, থাকো—আসছি।

[নলিনের প্রস্থান।

কিরণ। মা, বাবার গলা পাচ্ছি। তাঁর এখনো খাওয়া হয় নাই, তুমি ব'সে খাওয়াবে চলো। চলো—চলো, তুমি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?

সর। মা, তুই আমায় কারে দেখ্‌তে ব'ল্‌ছিস? আমি যে দিকে চাই, হিরণকে দেখি। দিবানিশি হিরণ নিশ্বাস ফেল্‌ছে শুন! ওহো, বাছা রে—কি হ'লো!

(করুণাময়ের প্রবেশ)

করুণা। গিন্নি, হেথায়? এখানে ব'সে আছ কেন? হিরণের জন্যে? তাকে পাবে না—তাকে পাবে না! এখন দেখো, তোমার আর কেউ না যায়। এই যে—এই যে জ্যোতি, তুমি কাঁদতে শিখেছ? শেখো—শেখো, খুব কাঁদতে হবে, দিন রাত কাঁদতে হবে—আমার মেয়ে হ'য়েছ, না কেঁদে কি ক'র্‌বে? হিরণ কেঁদে গিয়েছে,—কিরণ কাঁদছে,—তোমায়ও কাঁদতে হবে।

কিরণ। তুমি অমন ক'রো না বাবা! মাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও। সকাল থেকে চুপ ক'রে এইখানে ব'সে আছে!

করুণা। বেশ তো—থাকুক না! ব'ল্‌চো খায়-দায় নাই, ব'সে আছে? পেটে অন্ন দিতেই হবে! আমি দেখোচ, পেটে অন্ন দিতেই হয়! কেমন গিন্নি, নয়? তুমি না খাও, না খাবে, আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি—আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি! গিন্নি, খেয়ো, হিরণকে মনে ক'র্‌চো তো? খাবার সময় আরও মনে প'ড়বে—আরও মনে প'ড়বে, খুব মনে প'ড়্‌বে—আমার তো মনে পড়ে, তোমার মনে পড়ে কি না জানি না!

সর। এই শোন্‌ কিরণ, কর্ত্তা ঠিক ব'লেছে, কেন ভাব্‌ছিস্? খাবো এখন—খাবো এখন! খাবো না—রাক্ষসী জন্মেছি, খাব না! কর্ত্তাকে নিয়ে যা, আমি আপনি যাবো এখন। দেখ—দেখ, হিরণ এই খানটিতে শুয়েছিল—এই খানটিতে বাছা আমার মুখ তুলে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো; চেয়ে কি ব'ল্‌ছিল জানো?—'সূর্য্যদেব, তুমি দেখ, আমার রাক্ষসী মা!' আর আমার কথা শোনে নি, আর কথা কয় নি—আর আমার মুখ দেখে নি;—আমার মুখ দেখ্‌তে হবে ব'লে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো। দেখেছিলে—দেখেছিলে?

করুণা। দেখেছি, ঐ দেখেই কি শেষ হবে? আর কিছু দেখ্‌তে হবে না? কে জানে! আমি আস্‌ছি। তোমরা আমার জন্যে ব'সে থেকো না, আমার জন্য ভেবো না। গিন্নি, খেয়ো—খেয়ো, খেতে হবে। তুমি না খাও, আমি এসে খাবো। যাই—যাই, জ্যোতির হিল্লে করি গে। কিরণের হিল্লে ক'রেছি, হিরণ তো আপনার হিল্লে আপনি ক'রেছে, এখন জ্যোতির হিল্লে করা চাই নি? চাই বই কি! আমি বাপ, হিল্লে ক'র্‌বো না?

[করুণাময়ের প্রস্থান।

(কিশোর ও ভাবিনার প্রবেশ)

(কিরণময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থানোদ্‌যোগ)

ভাবিনা। কিরণ-দিদি, যেও না। মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিরণ। মা, ভাবিনা এসেছে।

সর। এসো মা!

ভাবিনা। আপনার কাছে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন; ব'ল্লেন, তিনি দাদার কুল ক'র্‌বেন, তা জ্যোতিকে দাদার সঙ্গে বে' দেন।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

তিনি পূজা ক'র্তে গেলেন, নইলে তিনি আপনিই আস্তেন। তিনি ব'ল্লেন, 'যা, তুই ব'লে আয়। আমি যাচ্ছি,—বোস-গিন্নী মেয়েটি না দিলে আমি ছাড়্বো না;—তার মেয়ে থাকৃতে আমার কিশোরের কি কুল হবে না?'

কিশোর। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, বোস্জা ম'শায়কে জিজ্ঞাসা ক'র্তে, তিনি যদি বাড়ীতে থাকেন, বাবা এসে বিকেলে দেখা ক'র্বেন।

ভাবিনী। মাকে গিয়ে কি ব'ল্বো?

সর। মা, তুমি সুবচনী। গিন্নীকে ব'লো, যে, আমি তো সংসারে বৃথা জন্মেছিলুম! জ্যোতি তো তাঁরই, তাঁর জিনিস তিনি নেবেন, তা আর আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন? আমি এতদিন জানাই নি, আমার ছেলে-মেয়ে সকলেরই ভার তাঁকে নিতে হবে।

কিশোর। কিরণ দিদি, বাবা কি বোস্জা ম'শায়ের সঙ্গে দেখা ক'র্তে আস্বেন?

কিরণ। হ্যাঁ মা, বাবা তো বিকেলে বাড়ীতে থাক্বেন? কিশোরবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্ছেন।

সর। থাক্বেন বই কি, আমিই তাঁকে যেতে ব'ল্বো।

কিশোর। না না, বাবা ব'লেছেন, তিনিই আস্বেন, আমি তবে বাবাকে বলিগে।

ভাবিনী। তবে আসি দিদি, মাকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সর। হ্যাঁ রে, সত্যি কি জ্যোতির সঙ্গে বে' দেবে? ও যে আমার স্বপ্ন মনে হ'চ্ছে, বিশ্বাস হ'চ্ছে না!

কিরণ। মা, তুমি কি ব'ল্ছ? ওরা ভাই-বোনে এসেছিল কি শুধু শুধু! বিশ্বাস ক'র্বে না ব'লে কিশোরবাবু সঙ্গে এসেছিল। মা তুমি ওঠো, এ দিনে চোখের জল মোছো। এখন তুমি কাঁদ্লে কিন্তু আমি মাথা খুঁড়ে ম'র্বো। ওঠো, ঘরে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

—*—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের বৈঠকখানার বারান্দা

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও উকীল।

দুলাল। বাবা, পাকাপাকি ক'রে নিও। মিঠেনের উপর—মিঠেনের উপর। বাবা, শাসিও না,—তোমার শাসানো রোগ—তা হ'লেই সব কেঁচ্ড়ে যাবে।

রূপ। আরে, চুপ কর্ না। উকীলের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না।

দুলাল। বাবা, মুখ ঘুরিও না,—আমার প্রাণ আন্চান ক'চ্ছে। এবার আমি ভালবেসেছি বাবা,—সত্যি বাবা সে চ'লে গেলে বুক পেতে দিতে ইচ্ছে হয় বাবা। সে বউ ঘরে আনো, আমি সোনার চাঁদ ছেলে হবো। আমি দিনরাত সেই ছবি দেখ্ছি, সেই রুক্ষ রুক্ষ চুলগুলি মুখে এসে প'ড়্ছে, চাঁপার কলি আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে; কালো দুটি চোখ—এদিক্ ওদিক্ চায় না বাবা,—মাথাটি নিচু ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্ছে,—চাদরখানি সাম্লাতে পারুছে না; কাঁধ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে সুগোল হাতটি বেরিয়ে প'ড়্ছে। গলা দেখ্লে মনে হয়, যেন জল খেলে জল দেখা যায়; গাল দু'টিতে বসরাই গোলাপ ফুটেছে! বাবা, দিনরাত্তির মনে মনে তাই দেখ্ছি!

রূপ। তবে তুই বক্—আমি চল্লুম।

দুলাল। চ'টো না বাবা, এই আপ্—আমি চুপ্ ক'র্লুম। (মুখে হস্ত প্রদান

রূপ। উকীলবাবু, এম্নি ক'রে লেখাপড়াটা ক'রে দেবেন, যেন contract ভাঙ্‌লে criminal হয়।

উকীল। Criminal হবে বৈ কি! তা হ'লে cheating charge এ প'ড়্বে।

রূপ। সেইটি পাকা ক'রে লিখে দিও।

দুলাল। বাবা, বাড়ী-ঘর-দোর তো ফিরিয়ে দেবেই, নগদ ছাড়্তে করণ-কস্থি করো না। ওর বাপ্কে খুসী রাখ্লে ও আমায় একটু একটু ভালবাস্বে। খুসী না হ'লে এই বাঁদরছানার পানে ফিরেও চাবে না।

রূপ। আরে নে নে,—ব'লেছি তো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

দুলাল। তাই ব'লছি বাবা, এই দুষমণ চেহারা দেখে যেন ঘাব্ড়ে না যায়, খুসী হ'য়ে যেন হেঁসে কথা কয়। লাল ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে, আর আধা মুক্তোর মতন দাঁত-গুলি দেখলে মুণ্ড ঘুরে যায় বাবা! আমি হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাক্‌বো বাবা!

রূপ। চুপ কর্ ঐ আসছে। বেলাল্লাগিরি করিস্ নি। উকীলবাবু, আপনি ওকে সঙ্গে ক'রে দপ্তরখানায় নিয়ে আসুন।

[এক দিকে উকীল ও অন্যদিকে রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান।

—*—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদের দপ্তরখানা

(একদিক দিয়া রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদ এবং অন্য দিক দিয়া উকীল ও করুণাময়ের প্রবেশ)

দুলাল। নমস্কার করি, শ্বশুর মশায়! (স্বগত) আমার ল্যাং আর কুঁজকে সেলাম দিই। বাবা কি বেয়াড়া ছেলেই কেটেছে!

রূপ। আসতে আজ্ঞা হয়, বে'ই ম'শায়—আসতে আজ্ঞা হয়।

করুণা। হুঁ—এই এলুম—ও দিকে কে?—না —কেউ নয়!

রূপ। বসুন,—ওদিকে কি দেখ্‌ছেন,—কেউ সঙ্গে আছে না কি?

করুণা। না,—তবে—হুঁ—ব'স্‌ছি।

(উপবেশন)

রূপ। (দলিল ও হাতচিঠি দেখাইয়া) বে'ই ম'শায়, এই দেখুন, এই বাড়ীর দলিল, এই পাওনাদারের হাতচিঠি। কেমন, আর তো আপনার দেনার ভয় নাই? দেখুন—দেখুন, হাতচিঠিগুলো দেখুন।

করুণা। হুঁ,—আর ওয়ারিণ বেরোবে না তো?

রূপ। কি ব'ল্‌ছেন,—আর এই সব হ্যাণ্ডনোটগুলো দেখুন। আর তো আপনার দেনা নাই?

করুণা। হুঁ, কে জানে, সব লিষ্টি করি নি।

রূপ। এক আধখানা থাকে তো ভাব্‌না কি? আমি সব চুকিয়ে দেব, লিখে দিচ্ছি তো।

করুণা। হুঁ,—অনেক দেনা—অনেক দেনা!

উকীল। (স্বগত) মানুষটার মাথা খারাপ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

করুণা। হুঁ,—কেউ নয় তো? উঃ! ছাই খেয়ে ম'রেছে —ছাই খেয়ে ম'রেছে! কে ও?

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না, বেপরোয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বেড়াও। (জনান্তিকে) বাবা, টাকা ঝাড়ো।

রূপ। (জনান্তিকে) আরে থাম্ না।

উকীল। এই পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ কেতা নোট, দেখে নিন।

করুণা। হুঁ,—দেখেছি!

উকীল। এই কাগজ খানায় সই ক'রে দেন।

করুণা। কি, হ্যাণ্ডনোট? আচ্ছা, দাও।

উকীল। না—না, হ্যাণ্ডনোট নয়;—এতে আপনি অঙ্গীকার ক'র্‌ছেন যে, এই সমস্ত পেয়ে আপনি আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দুলালবাবুর বিবাহ দেবেন।

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না। তোমার মেয়েটি পেলে আমি চিট্ হ'য়ে যাবো, অন্দর থেকে বেরুবো না; কোনও ব্যাটাবেটীর মুখ দেখ্‌বো না, মাষ্টার রেখে প'ড়্‌বো। সই করো শ্বশুর ম'শায়—সই করো, আমি খুব চিট্ জামাই হবো।

করুণা। হুঁ,—সই ক'র্‌বো? কত সুদ?

রূপ। সুদ কিসের বে'ই ম'শায়? আপনি বড় কুলীন, আপনার মেয়ে ঘরে আন্‌বো, কুলমর্য্যাদা দিচ্ছি। ও টাকা কি ধার দিচ্ছি, যে সুদ দেবেন?

উকীল। এ তো দেনা-পাওনা হ'চ্ছে না, তবে contract,মেয়েটি আপনি দেবেন—তারই contract। কেমন, আপনি তো স্বীকার পাচ্ছেন?

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। যদি ম'রে যায়?—তাহ'লে কি

হবে? একটা ম'রেছে, ছাই খেয়ে ম'রেছে. এটা যদি ছাই খেয়ে মরে, তাহ'লে কি হবে? ওগুলো মরে—ম'র্‌তে চায়,—শুধু আমি মরি নি—গিন্নী মরে না। যদি মরে—কি হবে?

দুলাল। দোহাই শ্বশুর ম'শায়, ও কথা ব'লো না শ্বশুর ম'শায়! তা হ'লে আমি মারা যাব শ্বশুর ম'শায়!

করুণা। না, মরে! ম'রে ভেসে উঠেছিল। পেটের জ্বালায় ম'রেছে—পেটের জ্বালায় ম'রেছে!

রূপ। বালাই, ও কথা মুখে আন্‌তে আছে?

উকীল। আহা, মানুষটা বড় শোক পেয়েছে!

করুণা। না, শোক কিসের?

রূপ। বে'ই ম'শায়, আর সে সব ভেবো না। এবার নূতন জামাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করো।

উকীল। নেন ম'শায়, সই করুন—সই করুন। এতে লেখা—বুঝেছেন তো? এতে লেখা, আপনি আপনার কন্যার শুভ বিবাহ দেবেন।

করুণা। হ্যাঁ বুঝেছি। দাও, সই করি। মরে—জল থেকে তুল্‌ব! দাও, সই করি।

উকীল। ওহে দীনু, তোমরা সব এসো।

করুণা। হুঁ, কাকে ডাক্‌ছেন?

উকীল। ও আমার serving, clerk, আর এক জন কেরাণী—ও ঘরে ব'সে আছে, সাক্ষী হবে। সই করুন।

(দীনু ও কেরাণীর প্রবেশ)

বাবু সই ক'র্‌ছেন—দুলালবাবুর সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন, সাক্ষী হও।

করুণা। হ্যাঁ, বে' দেবো, চড়া দর পেয়েছি। ম লেও সুদ লাগ্‌বে না?

উকীল। না, সই করুন। (স্বগত) ভাল পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি—বেলা হ'লো।

করুণা। (সই করিয়া) এই তো সই ক'রলুম। আর কি, বাড়ী যাই?

রূপ। বসুন—ব্যস্ত কি?

দুলাল। (জনান্তিকে) বাবা, বে'র দিন ঠিক ক'রে নাও। যত শীগ্‌গির হয়, দেরী ক'রো না, না কেঁচ্‌ড়ায়!

রূপ। তবে আমি পুরোহিত ডাকিয়ে, দিন স্থির ক'রে আপনাকে খবর পাঠাবো। সেই দিন আগে আমরা আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো, তার্‌পর আপনারা পত্র ক'র্‌তে এসে, অম্‌নি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন। আত্ম-কুটুম্ব সকলকে ব'ল্‌বেন। কিছু ভাব্‌বেন না, ঘটা ক'রে মেয়ের বে' দেন, আমি সব খরচ দেবো। যত লোক পত্রে আন্‌তে পারেন, আন্‌বেন, আমি সকলের সম্মান রক্ষা ক'র্‌বো। আত্ম কুটুম্ব কেউ না ফাঁক থাকে, সকলকে ব'ল্‌বেন। য'খানা গাড়ী পাঠাতে বলেন, পাঠাবো।

করুণা। আত্ম-কুটুম্ব—আত্ম কুটুম্ব—হুঁ! ব'ল্‌বো—ব'ল্‌বো, কে কোথায় আছে—খুঁজে দেখ্‌বো! কই—কেউ তো নেই—কেউ তো নেই? হ'য়েছে? চল্লুম।

রূপ। তবে কথা ঠিক রইলো?

করুণা। হ্যাঁ, দর্ দাম চুকে গিয়েছে, আর কি, চল্লুম।

উকীল। টাকাগুলো পকেটে নেন, দলিলগুলো বেঁধে নেন, আমিই বেঁধে দিচ্ছি। আসুন, আপনার গাড়ীতে দিয়ে আসি।

করুণা। হুঁ—নিই।

দুলাল। আমি মাথায় ক'রে দিয়ে আস্‌ছি বাবা!

রূপ। বে'ই ম'শায়, ফূর্ত্তি করুন, আর মনের ব্যথা রাখ্‌বেন না, আপনার দুর্দ্দিন কেটে গেছে।

করুণা। ব্যথা—ব্যথা কিসের? মেয়েটা ম'রেছে? গিন্নী জবুথবু হ'য়েছে—হ'লোই বা—হ'লোই বা—ব্যথা কিসের?

[প্রস্থান।

উকীল। (দিনু ও কেরাণীর প্রতি) তোমরা যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

মানুষটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে।

রূপ। কিছু কাঁচা হ'লো নাকি? বেটা ম'র্‌বে ম'র্‌বে ব'ল্লে কি? ধরুন, যদি মেয়েটা মারাই যায়, তাহ'লে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না, কেমন? ওই clause টা রাখ্‌লেই হ'তো।

উকীল। (স্বগত) বেটা কে গো!

দুলাল। অলক্ষণে কথা মুখে এনো না বাবা, আমার বুক কাঁপে বাবা!

রূপ। লোকটা বিগড়ে গেছে। দলিল তো কাঁচা হ'লো না?

উকীল। বলেন কি ম'শায়, টাকা কি কখন কাঁচা হয়?

রূপ। ভাব্‌ছি, মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

দুলাল। কিছু ভেবো না বাবা, ও ঠিক আছে, সুপাত্র দেখে একটু গুলিয়েছিল। ও কথা ঝেড়ে ফেলবে না। দেখেছ তো,—নগদ টাকা কাড়্‌তে গেলুম,তবু হইলো না;—ঘাটের মড়াকে বে' দিলে, তবু আমার সঙ্গে বে' দিলে না।

উকীল। না কথার মানুষ বটে। শালওয়ালার মকদ্দমায়,একটা মিথ্যা কথা কইলে,বেটার টাকা উড়ে যেতো, তা কইতে চাইলে না, consent decree দিয়ে কিস্তিবন্দী ক'র্‌লে। আর ম'শায়ের কতগুলি প'ড়্‌লো, হিসেব ক'র্‌লেন কি?

রূপ। কি ক'র্‌বো ভাই—কি ক'র্‌বো, ছেলেটা বোঝে না, গিন্নী একেবারে ধ'রে ব'স্‌লো। আমি ধমকে সার্‌তুম, ছেলেটা বেয়াড়া!—বুক কর্‌কর্ ক'চ্ছে, এক একটা টাকা দিয়েছি—যেন বুকের মাংস কেটে দিয়েছি!

দুলাল। বাবা, আর বুক কর্‌করানিতে কাজ নাই বাবা! বউ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! যে বউ দিচ্ছ, তোমার চৌদ্দ পুরুষ এমন বে' করে নি;—বুকের ধন—বুকের ধন!

উকীল। তবে আসি। (স্বগত) লাখ টাকা একদিকে, আর এই সোনার চাঁদ ছেলে এক দিকে!

[দুলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুলাল। (গীত)

বাহবা বারে আমি বাপের ব্যাটা বাহাদুর।
বাজীমাৎ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ,
রূপচাঁদের কি রূপোর সুর।
ঘুচ্‌লো বুকের ওলোট্‌-পালট্‌,
চোটপাট লেগেছে চোট,
জিতের পালা, মতির মালা বাগিয়েছে মর্কট;
হ'য়েছে কেল্লা ফতে, লুটোপুটি প্রেমের পথে,
কেয়া ফুর্ত্তি, দেল মস্‌গুল ভরপুর॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও জ্যোতির্ম্ময়ী।

করুণা। জ্যোতি, তোমারও বে' দেবো। বে না দিলে জাত যাবে যে? দুটি মেয়েকে সুপাত্রে দিয়েছিলুম, তোমাকেও সুপাত্রে দেবো।

(সরস্বতী ও কিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

গিন্নি, তোমার এ মেয়েটীকেও সুপাত্রে দেবো। আমি বাপ, দেখে শুনে দেবো না? দেবো বই কি। বেশ সুপাত্র।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

কিরণ। বাবা, তোমার কি ঘনশ্যাম বাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েচে?

করুণা। কেন? না, মেয়ের বে নিয়ে ব্যস্ত আছি, কখন দেখা ক'র্‌বো।

সর। তুমি জ্যোতির জন্য ভেবো না। ঘনশ্যামবাবু তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির বে' স্থির ক'রে যাবেন। চুপ ক'রে রইলে কেন? সত্যি। কিশোর আর ভাবিনী এসে ব'লে গেল। তারপর ঘট্‌কী এসেছিল।

করুণা। তা বেশ—তা বেশ!

সর। কালই গায়ে হলুদ দিতে চায়। যা হয় তুমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে ঠিক করো।

করুণা। আর ঠিক কি? বেশ তো—বেশ তো! তাড়াতাড়ি বে—তাড়াতাড়ি বে! ও দুটিরও তাড়াতাড়ি বে' হ'য়েছে, নাইয়েই উৎসর্গ ক'রে বলিদান দিয়েছি। একটা বলি চাই—একটা বলি চাই।

সর। না না, আর তুমি অমঙ্গলে কথা ক'য়ো না।

করুণা। অমঙ্গলের কথা কি? যে বাড়ীর যে প্রথা,—যে হোক্ বলি হবেই। জ্যোতি দিব্যি মেয়ে—দিব্যি মেয়ে! দেখ, আগে মেয়েগুলোকে দেখ্‌তুম, আর মনে ক'র্‌তুম কি জানো, এরা রাজার ঘরে জন্মালে তবে শোভা পেতো! এখন মনে হয়, কেন ডোমের বাড়ী জন্মায় নি; তা হ'লে খেটে খেতো,—বাছা অন্নাভাবে ম'র্‌তো না।

কিরণ। বাবা, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন স্থির হও। জ্যোতির বে' দাও, জ্যোতি খুব সুখে থাক্‌বে।

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বটে—বটে! তোমরা যাও —তোমরা যাও!

কিরণ। তা, তুমি খাও দাও।

করুণা। হ্যাঁ—যাও, উদ্যোগ করো গে, খাব বই কি, খাবো না! যাও—যাও।

[কিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, খুব সুখের কথা না?

সর। দেখ, এখন ভবিতব্য!—দু'হাত এক হ'লে বুঝ্‌বো!

করুণা। কিশোর ভাল ছেলে—চমৎকার ছেলে! জ্যোতি সুখে থাক্‌বে। সেই তো বেশ—সেই তো বেশ। তুমি কথা দিয়েছ, কেমন? একটা বলি চাই—একটা বলি চাই! গিন্নি, জ্যোতির বে' দিলেই নিশ্চিন্ত, আর কি? আর তো মেয়ে নেই, আর পাত্র খুঁজ্‌তে হবে না? আমি নিশ্চিন্ত, তুমিও নিশ্চিন্ত।

সর। তুমি ঠাণ্ডা হও, খাও দাও,—ঘনশ্যামবাবু বৈকালেই আস্‌বেন। ঠিক্‌ঠাক ক'রে ফেল। আমাদের শুধু রুলি হাতে দিয়ে মেয়েটিকে দেওয়া। যা ক'র্‌বার কর্ম্মাবার—তারাই সব ক'র্‌বে!

করুণা। গিন্নি, অদৃষ্ট মানো? মান্‌তেই হবে! কেউ ফেরাতে পারে না—রাজায় ফেরাতে পারে না,—অদৃষ্টের দাগ কে মুছ্‌বে! কর্ম্ম-স্রোত চলে আস্‌ছে! কোন্ দিকে চ'ল্‌বে, কেউ জানে না! কিন্তু শেষাশেষি কতক বোঝা যায়। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আছ ভাল। দাও, জ্যোতির বে' দাও। কি হবে তুমি জান না—আমি জানি না। জ্যোতির বে' দিতেই হবে, চারা নেই; কি বল—বে' দিতেই হবে!

সর। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা ছিল, হ'য়ে গিয়েছে। শুনেছি, দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসে। হয় তো সুদিন এসেছে। কিশোর বেঁচে থাক্, জ্যোতি বেঁচে থাক্, আমরা দেখেও সুখী হবো।

করুণা। হু! কিশোর বেঁচে থাক, জ্যোতি বেঁচে থাক, দেখেও সুখী হবো। আমার দশা যা হয় হবে, কি বল? তা হোক্। ভাব্‌নার শেষ হ'য়েছে! দেখেছ, মজা দেখেছ? আমার মতন দরিদ্রেরও বাড়ী চাই, স্ত্রীর ভরণপোষণ চাই, কন্যাপুত্রের ভরণপোষণ চাই—সব চাই, কিছু ছাড়্‌বার যো নাই; যেমন ক'রে পারো, চাই-ই চাই, সব চাই—সব চাই! চুরি ক'রে পারো, জুচ্চুরী ক'রে পারো, ভিক্ষা ক'রে পারো, নীচ হ'য়ে পারো, ছেলে বেচে পারো, মেয়ে বেচে পারো, মিথ্যা ব'লে পারো, নরকে গিয়ে পারো, যেমন ক'রে পারো, চাই-ই চাই, সব চাই—সব চাই! জ্যোতি ভাল থাক্‌বে, কেমন? কিশোর বড় ভাল ছেলে, তোমায় ফেল্‌তে পার্‌বে না, কিরণকে ফেল্‌তে পার্‌বে না, নলিনকে ফেল্‌তে পার্‌বে না। চ'ল্‌ছে তো, এক রকমে চলে যাবে, আমি আর ভাব্‌বো না—আমার ভাব্‌না ফুরিয়েছে!

সর। তুমি অমন ক'চ্ছ কেন বল দেখি? তোমার মনে হ'চ্ছে কি ঘনশ্যামবাবু বে' দেবেন না?

করুণা। অনেক মনে হ'চ্ছে। তোমার কেন মনে হ'চ্ছে না, জানি নে। কিরণের বে'র সম্বন্ধ ক'রে আমোদ ক'রেছিলে, মনে আছে? বাড়ী বাঁধা প'ড়্‌বে-ভেবেছিলুম,—ভাব্‌তে মানা ক'রেছিলে; বে'র রাত্রে বুঝেছিলে—ভাব্‌নার সাগর! হিরণের সম্বন্ধেও আমোদ ক'রেছিলুম, বে'র রাত্রেই বিভ্রাট দেখেছিলে? তারপর দিন দিন বিভ্রাট! জামায়ের ব্যামো নিয়ে বিভ্রাট, জামায়ের আর পক্ষের ছেলে নিয়ে বিভ্রাট, জামাই মরা নিয়ে বিভ্রাট!—তবে নাকি হিরণ সব বিভ্রাট মিটিয়ে গিয়েছে, সে ভাবনায় না কি নিশ্চিন্ত হ'য়েছ, তাই আর মনে ক'চ্ছ না, জ্যোতির সম্বন্ধে আমোদ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছ। বে'র রাত্রি আসুক, কি হয় দেখ, তার পর আমোদ ক'রো।

(কিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

কিরণ। মা এসো, বাবাকে নিয়ে এসো।

করুণা। যাচ্ছি, তুমি যাও।

সর। যা ব'ল্‌চো সব ঠিক। তা এসো, যা অদৃষ্টে আছে—হবে, ভেবে আর কি ক'র্‌বে!

[কিরণ্ময়ী ও সরস্বতীর প্রস্থান।

করুণা। সত্যই তো, আর কেন ভাব্‌ছি। সহজ উপায় —অতি সহজ উপায়, ভাব্‌নার তো আর কিছু নাই! বাড়ী পেয়েছি, টাকা পেয়েছি, দেনা শোধ হ'য়েছে, তবে আর

ভাবনা কি! বলিদান দিতেই হবে—বলিদান দিতেই হবে;—একটা বলি, যে বাড়ার যে প্রথা

(নেপথ্যে স্বর)। এসো না গো!

করুণা। হাঁ, যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

— —

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সমিতি-গৃহ

সমিতির সভ্যগণ আসীন।

(কালী ঘটকের প্রবেশ)

কালী। বাবু, সারা সহর ঘুরে ঘুরে দিন রাত বেড়াচ্ছি, গাঁটের পয়সা খরচ করছি। কে খায় কে খোঁড়া, কোথায় কে কাণা বেকার হ'য়ে প'ড়ে আছে; কোথায় কে অবীরে, হাঁড়ি চড়ে না, এই খুঁজ্‌ছি। আজ এই দেখুন, এই ক'জন এনেছি।

১ম সভ্য। সব এইখানে আনো।

কালী। যে আজ্ঞে।

[কালী ঘটকের প্রস্থান।

(ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশ)

ইন্। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ব্যাটা কাদের সব এনেছে দেখ না? বেটার তারিফ আছে। দশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে তো আমি এমন পাজী দেখি নি।

(ইন্‌স্পেক্টারের লুক্কায়িত হওন)

(ছদ্মবেশী অন্ধ, খঞ্জ ও বিধবা প্রভৃতিকে লইয়া কালী ঘটকের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। (অন্ধের প্রতি) আস্তে আস্তে এসো—আস্তে আস্তে এসো, ভয় কি? উঁচু নীচু নাই, প'ড়বে না। (বিধবার প্রতি) এসো গো এসো। কি ক'র্‌বে বাছা, এ বাবুরা খুব ভাল, তোমার ইজ্জত যাবে না। (দ্বিতীয়া রমণীর প্রতি) এসো না গো, এসো না, বাবুরা কি সমস্ত দিন তোমাদের জন্যে থাক্‌বে গা? (খঞ্জের প্রতি) এসো ভাই এসো লাঠির উপর ভর দাও। (সমিতির সভ্যগণের প্রতি) বাবু, এই ভদ্রলোক কালেজে গিয়ে চোক কাটালে। কাটানই সার, চক্ষু দুটি হ'লো না। আর এ বামুনের ঘরের মেয়ে। তিনটি ছেলে রেখে ব্রাহ্মণ ম'রেছে, আজ কি খায়, তার উপায় নাই। আর এ বেচারা বাতে পঙ্গু, এক বছর বেকার—মেয়েছেলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে জড়িয়ে প'ড়েছে—ভিক্ষে ক'র্‌বে, তাও পায়ে বল নাই।

(ইন্‌স্পেক্টারের পুনঃ প্রবেশ)

(স্বগত) ও বাবা, ইন্‌স্পেক্টার বেটা কেন?

ইন্। কি কালী, কি দেখ্‌ছো, আমি হেতায় এসেছি কেন? আমি মন্ত্র শিখেছি, অন্ধ ভাল ক'রে দেব, তাই বাবুরা এনেছেন। কিহে আদ্দিরাম, চোক ভাল হ'য়েছে, না দুটো গুঁতো দোব?

অন্ধ (আদ্দিরাম)। দোহাই হুজুর! এই কালী আমায় ব'ল্লে—এই কালী আমায় ব'ল্লে!

ইন্। (পঙ্গুকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া) ওহে, তোমার যে অম্‌নি বাত সেরে গেল দেখ্‌ছি? দৌড়ে কোথা যাবে? ঐ যে সব পাহারাওয়ালা র'য়েছে। কালী, মন্ত্র দেখ্‌লে!

কালী। অ্যাঁ, বেটারা এমন ছল? মিছিমিছি ঢং ক'রেছে! দোহাই ইন্‌স্পেক্টার বাবু, আমি কিছুই জানিনে!

ইন্। বটে, এই অবীরে বামুন ঠাক্‌রুণকেও চেন না? কথা ক'চ্ছ না যে? বামুনঠাক্‌রুণ, মুখের কাপড় খোলো, চল, সব থানায় যাই। কেন সিঁদুর মুচেছ বাছা, তোমার কালী এমন জলজ্যান্তো র'য়েছে।

বিধবা। দোহাই বাবা, আমায় থানায় নিয়ে যেও না বাবা! আমি ধোপার মেয়ে, গুখোরব্যাটা কুলের বা'র ক'রেছে। আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো, ব'ল্লে, শুধু ঘোম্‌টা দিয়ে ব'সে থাক্‌বি।

ইন্। তা ঘোম্‌টা দিয়ে থানায় ব'স্‌বে চলো। (সভ্যগণের প্রতি) ওহে, তোমরা এই সবকে সমিতির কাজ দিয়ে শোধরাবে? তা যদি পার্‌তে, তোমরা মানুষ নও। (ছদ্মবেশী অন্ধাদির প্রতি) নাও, সব চলো।

বিধবা। ও গুখোরব্যাটা, আমায় এমন ক'রে মজালি গুখোরব্যাটা! (কালীর কেশাকর্ষণ)

কালী। যাই—যাই, টিকি ছাড়্ বেটি—টিকি ছাড়্! ইন্‌স্পেক্টার বাবু, থানায় নিয়ে চলো, টিকি ছাড়্‌তে বলো।

বিধবা। ও মা, কি হ'লো গো! জাত-কুল খেয়ে শেষে মেয়াদ খাটাবে। ও পোড়ারমুখো!

(প্রহার)

কালী। ইন্‌স্পেক্টার বাবু—ইন্‌স্পেক্টার বাবু! বেটীকে ধরো—বেটীকে ধরো!

(ইন্‌স্পেক্টারের পশ্চাতে গমন)

(পশুক্লেশ-নিবারণী সভার ছদ্ম ইন্‌স্পেক্টার বেশধারী রমানাথকে লইয়া জমাদারের প্রবেশ)

জমা। খোদাবন্দ, এ Cruelty Inspector হোকে গাড়োয়ানসে পয়সা লিয়া। হাম পাক্‌ড়া।

১ম সভ্য। এ কে?

ইন্। দেখ্‌ছো না, তোমার সমিতির কাজ পেয়ে reformed হ'য়েছে, রমানাথবাবু, রকমখানা কি?

(জোবির প্রবেশ)

১ম সভ্য। (স্বগত) আহা, ছুঁড়ী এখনি কাঁদাকাঁটি ক'র্‌বে! বারবার ছাড়্‌লে চ'লবে না। (প্রকাশ্যে) জোবি, এবার তো ইন্‌স্পেক্‌টার বাবু ছাড়বে না।

জোবি। বাবু, আমি ছাড়াতে আসি নি। দেখ্‌ছো না, আবার আমি পাগল হ'য়েছি। তোমরা যে কাপড় দিয়েছ, তা ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া কাপড় পরেছি। এবার ছেড়ে দিতে ব'লবো না, মধুসূদন রাগ ক'র্‌বে!

১ম সভ্য। কি ব'ল্‌ছো?

জোবি। সেদিন তোমাদের পায়ে-হাতে ধ'রে ছেড়ে দিতে ব'লেছিলুম, ও শোধ্‌রালো না। আমি মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, এবার ধ'র্‌লে কি ক'র্‌বো? মধুসূদন ব'ল্লে, "এবার ছাড়াস্ নি, আর পাপ ক'র্‌তে দিস্ নি, তা হ'লে ম'রে গেলে আরও যন্ত্রণা পাবে। সাজা হ'লে কতক পাপ কাট্‌বে, কয়েদ হ'লে আর পাপ ক'র্‌তে পার্‌বে না। তোর স্বামীকে আর পাপ ক'র্‌তে দিলে তোর পাপ হবে, আমি রাগ্‌বো।"

রমা। ও জোবি, তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল।—তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল। এবার ছেড়ে দিলে আমি শোধ্‌রাবো। তোর পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিতে বল?

জোবি। না, আমি কাঁদ্‌বো—খুব কাঁদ্‌বো, তোমায় ছেড়ে দিতে ব'ল্‌বো না, আর তোমায় পাপ ক'র্‌তে দেবো না। মধুসূদন বড্ড সাজা দেবেন। আমি মধুসূদনকে ব'ল্লুম, 'আমায় সাজা দাও, ওকে সাজা দিও না!' মধুসূদন ব'ল্লে, 'না—তা হবে না।' তোমার পাপ তোমায় ভুগ্‌তে হবে। তোমার সাজা হ'লে তোমার পাপ কাট্‌বে। সেইখানে মধুসূদনকে ডেকো, তোমার সব পাপ কাট্‌বে। সাজা হ'লে তুমি মধুসূদনকে ডাক্‌বে। মধুসূদনের নাম ক'র্‌লে হাসো, মধুসূদন মানো না, কিন্তু সাজা হ'লে মান্‌বে। আমায় তোমার সঙ্গে থাক্‌তে দেবে না, নইলে আমি থাক্‌তুম।

রমা। ও জোবি—ও জোবি, আর আমি পাপ ক'র্‌বো না, আমি মধুসূদনকে খুব মান্‌বো।

জোবি। তুমি এখনো মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছো,—মধুসূদনের নাম ক'রে মিথ্যাকথা ব'ল্‌ছো? আমি তো তোমায় ব'লেছি, আমি কাঁদ্‌বো, ছেড়ে দিতে ব'ল্‌বো না,—মধুসূদন মানা ক'রেছে। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না। আমি চ'ল্লুম, আমি কাঁদিগে। আমি তোমায় এই শেষ দেখে গেলুম, এই শেষ দেখা! জোবি আর বাঁচ্‌বে না—জোবি আর বাঁচ্‌বে না!

[প্রস্থান।

রমা। বাবু—বাবু, আর একবার ছেড়ে দেন।

ইন্। লে চলো।

১ম সভ্য। ইন্‌স্পেক্‌টার, এর পাথর ভাঙ্গা মোকুব হবে না?

ইন্। শুনলে তো, তোমারও উপর মধুসূদন রাগ্‌বে, জানো!

২য় সভ্য। আমি এমন আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক কখনো দেখি নি।

সকলে। অদ্ভুত!

১ম সভ্য। জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য—তুমিই জানো।

[সকলের প্রস্থান।

(রামলালের সহিত কিশোরের প্রবেশ)

রামলাল। কিশোর, ভাই, আমি এতদিন মনে ক'র্‌তুম যে, তোমরা বুঝি ঢং ক'রে বেড়াও। ইদানিং যেমন এক সভা করা ফ্যাসান হ'য়েছে, তাই করো। কিন্তু ভাই, আমার চক্ষু ফুটেছে। আমায় তুমি মাপ করো। আমি কর্ত্তার কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, ভাবিনার কাছে মাপ চাইবো। আমায়ও তুমি সমিতির মেম্বার ক'রে নাও। আমি মনে ক'র্‌তুম, মার কথা শুনে, তোমাদের সঙ্গে অসদ্ভাব ক'রে বুঝি মাতৃ-ভক্তি দেখাচ্ছি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি যে, অধর্ম্ম ক'চ্ছি;—তুমি মাপ ক'র্‌লে?

কিশোর। একশো বার কি ব'লছো?

রামলাল। আচ্ছা ভাই, আমায় মেম্বার করো। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি, নিমন্ত্রণে লোকজন সব আস্‌বে, আমি অভ্যর্থনা ক'র্‌বো। তুমি রিপোর্ট লিখেই এসো। আজকের দিনও কাজ নিয়েছ!

কিশোর। না হে, আইবুড়ো ভাতের হ্যাঙ্গামে আর তো বাড়ী থেকে বেরুতে পারবো না, রিপোর্টটা দরকার।

রামলাল। আচ্ছা, আমি তবে চ'ল্লুম, তুমি রিপোর্ট লিখে এসো।

[রামলালের প্রস্থান।

(কাগজ-কলম লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাচ্ছে। নাম জিজ্ঞেস্ করলুম, ব'ল্লে না। যেন এক রকম!

কিশোর। ডাক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কোন দরিদ্র লোক হবে,—দরিদ্রের তো বাঙ্গালায় অভাব নেই।

(মোহিতমোহনের প্রবেশ)

কে তুমি?

মোহিত। আমায় চেনেন, আমার নাম মোহিত—আমি করুণাময় বাবুর বড় জামাই,—যার পরিচয় রাস্তায় আপনারা পেয়েছিলেন।

কিশোর। কে—মোহিতবাবু! আপনার এ দশা কেন?

মোহিত। আমার মতন লোকের আর কি দশা হয়? বোধ হয়, সে দিন রাস্তার কথা ভুলে গেছেন, তাইতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, এ দশা কেন? সমস্ত পরিচয় শুনুন,—অকর্ম্মণ্য জীবনের ঘটনা আপনাকে ব'ল্‌তেই এসেছি। এন্‌ট্রেন্স পাশ হ'য়ে ধরা সরা দেখ্‌লেম,—

কিশোর। থাক্—সে সব কথা থাক্। বোধ হয়, আপনার আহার হয় নাই, স্নানটান করুন, আহার করুন, তারপর সব কথা শুন্‌বো।

মোহিত। না কিশোরবাবু, ব্যাঘাত দেবেন না,—মনের আগুন বা'র ক'র্‌তে দেন,—আপনাকে ব'লে যদি কিছু শীতল হয়। শুনুন—এন্‌ট্রেন্স পাশ হ'য়ে ভাবলুম, আমি একজন ক্ষণজন্মা,—মা-ও তাই ব'লতেন; বিবাহের সম্বন্ধ আস্‌তে লাগলো। মনে মনে ধারণা—সুন্দরী, রসিকা, বিদ্যাবতী, অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী কোন ভাগ্যবতী যদি আমার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে আপনাকে ধন্যা জ্ঞান ক'র্‌বে। করুণাময় বাবুর কন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'লো। বড় গরপছন্দ। ঘৃণা হ'লো, ভাবলেম, পরিবার ত্যাগ ক'র্‌বো। মা-ই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন।

কিশোর। মা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন কি?

মোহিত। তাড়নায় আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে, আমার শ্বশুর এসে নিয়ে যান। মা ভাব্‌লেন, উপযুক্ত পুত্রের আবার বে' দেবেন। তা আমার তো হেঁজিবেজি পছন্দ হবে না। সেই জন্য সে কার্য্য রহিত হ'লো।

কিশোর। পড়াশুনা ছাড়্‌লেন কেন?

মোহিত। আমি genius, আপনাদের মত কি গাধা? বিলেত যাবো, কত কি ক'র্‌বো,—যাক্, কলেজ ভাল হ'য়ে গেল।

কিশোর। কলেজ ভাল হ'য়ে গেল কি?

মোহিত। নির্দ্দোষ শরীরে কলেজ একটা রোগ ছিল কি না! রমানাথ মামা, আমার একজন মার সম্পর্কে ভাই হয়, তিনিও সর্ব্বস্ব খুইয়ে আমাদের একজন ভেতুড়ে হ'য়েছিলেন। মাতুল মহাশয় দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যেতে আরম্ভ ক'ল্লেন। সেখানে সর্ব্বগুণসম্পন্না আমার উপযুক্তা মতিয়া বিবির সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো।

কিশোর। সে তো বেশ্যা, আপনার খরচ চ'ল্‌তো কি ক'রে?

মোহিত। শ্বশুর যৎকিঞ্চিৎ দিয়েছিলেন ; মা'র দেনাতেই অধিকাংশ গিয়েছিল। বলি নি বুঝি, মা কর্জ্জ ক'রে চালিয়ে আস্‌ছিলেন। ক্ষণজন্মা ছেলের ভাল কামিজ, এসেন্স, সাবান প্রভৃতি জোগাতে জোগাতেই দেনায় প'ড়েছিলেন। যা বাকী ছিল, তা তো হাতালেম। তার-পর মতিয়ার খরচ জোটে না! মাতুলের পরামর্শে, রূপচাঁদ মিত্রের কাছে জুচ্চুরী ক'রে বাড়ী বাঁধা দিই।

কিশোর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে কতক শুনেছি।

মোহিত। তবে শুনে থাক্‌বেন। ইন্‌স্পেক্টারবাবু আমার স্ত্রীর প্রতি দয়া ক'রে কোন রকমে রেহাই দেন। আমার তো পরিশোধ দেওয়া উচিত,—স্ত্রীর ঋণ রাখ্‌বো কেন? রাস্তায় পরিশোধ দেবার চেষ্টা ক'রেছিলেম।

কিশোর। যাক্, ও সব কথা ছেড়ে দেন।

মোহিত। না—না, সংক্ষেপে ব'ল্‌ছি, শুনুন। মতিয়ার গয়না চুরি করি ; জেল হয়। খাটা অভ্যাস ছিল না, জেলে সাজ্যাতিক ব্যায়রামে পড়ি। জেলের ডাক্তারবাবু—তাঁরই মুখে পরিচয় পাই, তিনি আপনার একজন বন্ধু—আমায় অনেক বোঝাতেন। আমার স্ত্রীর খাতিরে আমার প্রতি বিশেষ দয়াও ক'র্‌তেন। আমার স্ত্রীর গুণের কথাও অনেক শুনতেম। ভাব্‌ছেন, তাতে আমার মন নরম হ'য়েছে?—না। জেল থেকে বেরিয়েই প্রথম ভাব্‌লেম যে, কোন রকমে স্ত্রীর সঙ্গে আবার আলাপ ক'রে যদি বাগিয়ে কিছু আদায় ক'র্‌তে পারি।

কিশোর। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গেলেন না?

মোহিত। বাড়ী কোথায়? আমার অংশ রূপচাঁদ বাবুর গর্ভে, আর অর্দ্ধেক অংশ মায়ের দেনায় বিক্রী হ'য়ে গেছে। এর আগেই মা আমায় বাড়ী যেতে দিতেন না। মার চুরী ক'রেই চোর-বিদ্যা শিক্ষা হ'লো কি না!

কিশোর। তারপর—তারপর ?

মোহিত। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌লেম, পাগ্‌লী জোবি দেখা করিয়ে দিলে। দেখ্‌লেম, চুরীর সামগ্রী কিছু নাই। তবে—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন দিতো, তাই আহার ক'র্‌তেম আর পাঁচ রকম ধান্দায় ফির্‌তেম। আজ মাস দুই হ'লো, আমার স্ত্রী আমার জন্যে ভাত এনে দিলে, কিন্তু আপনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে গেল। জোবির ঠেঙে শুনলুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এত দিন স্ত্রীকে ভাল ক'রে দেখি নি; যে দিন মূর্চ্ছা যায়, সে দিন দেখ্‌লুম। সে আমায় রোজ আপনার কাছে আস্‌তে ব'ল্‌তো, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে, স্ত্রীর উপদেশ নেব! কিন্তু কে জানে, সেই দিন থেকে মনটা যেন আর এক রকম হ'য়েছে ; আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে খেতেম। রোজ দিত না, হাত পেতে ভিক্ষে ক'র্‌তে পার্‌তেম না, দু'একদিন উপবাসও যেতো। পঞ্চবটীতে প'ড়ে থাক্‌তেম—প'ড়ে প'ড়ে কত কি মনে হ'তো। মনে হ'লো, আপনার কাছে যাই, তাই এসেছি।

কিশোর। ভাল ক'রেছেন, শোধরান, আপনার কাজ কর্ম্ম ক'রে দেব। আপনি স্নান-টান ক'রে খাবেন আসুন।

মোহিত। কিশোরবাবু, কাজ-কর্ম্ম এখনই দেন,—আমার উপযুক্ত কাজ দেন। আমি সমিতি ঝাঁট দেব, আপনাদের পায়ের ধূলো গায়ে লেগে যদি আমার মতি ফেরে! এখনো আমার নিজেকে নিজের বিশ্বাস নাই। আমি দেখ্‌বো, আমার অভিমান গিয়েছে কি না, পরিশ্রমের অন্ন খেতে পারি কি না, সত্য শোধ্‌রাতে পার্‌বো কি না।

কিশোর। আসুন—আসুন, আপনি অনুতাপ ক'রবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই। আপনার ছোট শালীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে, গায়ে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে, কাল বিবাহ। আসুন, আমার মিনতি রক্ষা করুন, আর কুণ্ঠিত হবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই, আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

মোহিত। চলুন, কে জানে—আপনার সংবাদে যেন আনন্দ হ'চ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুর

রূপচাঁদ, যশোমতী ও রামী ঘট্‌কী।

যশো। বলিস্ কি রামী? ভাগিস্ সে দিন পত্র ক'রে ছেলের গায়ে হলুদ দিই নি! মিন্সে এমন জোচ্চর?

রামী। আমি ওর বাড়ীর চাঁচতলা মাড়াই নি। বোস্-গিন্নী মাগী, ছটো মেয়ের বে'তে আমায় কত ডাকাডাকি ক'রেছে। আমি বলি, 'না বাছা, তোমাদের কথার ঠিক নাই, ওর ভেতর আমি থাকি নি।'

রূপ। রামী, তুই ঠিক খবর ব'ল্‌ছিস্‌?

রামী। কত্তাবাবু কি বলে গা! এতক্ষণে বর সেজে বেরুলো! তুমি তোমার সরকার পাঠিয়ে খবর নাও না! খুব ধুম প'ড়ে গিয়েছে; বাড়ীতে জায়গা হবে না, পাশের মাঠ ঘিরে মস্ত আটচালা বেঁধেছে; বাঁধা রোসনাই হ'য়েছে। আমার কথা প্রত্যয় না করো, সরকার ম'শায়কে পাঠিয়ে দাও।

রূপ। বটে, তাই বেটা সেদিন পাগ্‌লামোর ভাণ ক'রে এসেছিল; পাগ্‌লামো বা'র ক'চ্ছি, আমার নাম রূপচাঁদ মিত্তির! ওরে গদা—

নেপথ্যে গদা। আজ্ঞে যাই।

রূপ। শীগ্‌গির আমার গাড়ী যুত্‌তে বল্‌তো। আগে উকীলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাটার দৌড়টা কতদূর। পাথর ভাঙ্গাবো—পাথর ভাঙ্গাবো! রূপচাঁদের রূপচাঁদ হজম করা যার-তার কাজ নয়। আমি জান্‌তুম, ও কথার মানুষ!

রামী। হাঁ—কথার মানুষ! আমি সাতটা সম্বন্ধ ক'র্‌লুম, ভেঙ্গে দিলে! কত্তাবাবু যখন সম্বন্ধ করে, আমি জান্‌তে পার্‌লে কি এতে হাত দিতে দিই!

যশো। ও মা, কি নরুকে মিন্সে গো! আহা, ছুলো আমার আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে. এ কথা শুনলে বাছা আমার বুক চাপ্‌ড়াতে থাক্‌বে! মিন্সের সব কাঁচা কাজ—বুঝ্‌লি রামী—সব কাঁচা কাজ! ওর সব অম্‌নি! আমি বল্লুম, 'মিন্সে, পাকা ক'রে নে,' তা কানে কথা তুল্লে!

রূপ। গিন্নি, ভাবচো কেন? সব বুঝে নিচ্ছি, সব বুঝে নিচ্ছি; দেখি, বেটা কেমন ক'রে মেয়ের বে' দেয়!— রাত্রেই বাঁধিয়ে দেব। এতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়, সেও স্বীকার।

যশো। ছুলোকে নিয়ে যাও,—জোর ক'রে বে' দেওয়াও। এ বে' না হ'লে, ছুলো আমার ঘরবাসী হবে না। ও মিন্সেকেও জেলে দাও, আর মেয়েটাকে টেনে নিয়ে এসে, ছুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দাও—

রূপ। রসো না—রসো না।

(গদার প্রবেশ)

গদা। বাবু, গাড়ী তোয়ের হ'য়েছে।

রূপ। দ্যাখ্‌,—ছুলাল বাবু কোথায়! আমি যাচ্ছি, তাকে করুণা ব্যাটার বাড়ীতে নিয়ে যাস্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

যশো। দ্যাখ্‌ দেখি রামী—দ্যাখ দেখি রামী, ছুলোকে আমার বর সাজিয়ে পাঠাতে পার্‌লুম না! ঐ কর্ত্তা মিন্সে যত নষ্টের গোড়া!

রামী। মা, কি ক'র্‌বে মা, কালের ধর্ম্ম মা—কালের ধর্ম্ম!

যশো। তুই যা তো—যা তো, মিউ-মিয়ে মিন্সে কি করে, আমায় এসে ব'ল্‌বি। ব্যাটা ছেলের একটা হাঁক-ডাক নেই। যদি বউ না আন্‌তে পারে, আমি আজ বুঝে নেব। আমি তেমন বাপের বেটী নই। যশোমতী কায়েত তেমন নয়। আছি তো আছি, বেশ ভাল মানুষ, রাগ্‌লে কারো নই। তুই যা—তুই যা।

[প্রস্থান।

রামী। এ বে' তো ভণ্ডুল ক'রিয়েছি! আমায় ভাঁড়িয়ে ছুটো মেয়ের বে' দিলে, গায়ের রাগ গায়ে মেখে এতদিন কাটিয়েছি। মেয়েটা দোপোড়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেখি, মা সিদ্ধেশ্বরী কি নাই?

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পথ

জোবি।

(ছুলালচাঁদের প্রবেশ)

ছুলাল। বাবা, বেপ্যাটেন ল্যাং! দেড় ঠ্যাঙ্গে এ কুঁজের বোঝা কি বয়া যায়? এসো ল্যাং, একটু টেনে এসো, বড় তাড়া—বড় তাড়া! গাড়ী জুত্‌তে তর্‌ সয় নি।

জোবি। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

দুলাল। ভ্যালা—তোমার বাহাদুরী, এ চেহারা দেখ্‌তে যে খাড়া আছ, এইতে তোমায় ছেলাম!

জোবি। তুমি ভালবেসেছ, তুমি দরদী হ'য়েছ, আমি তোমার চোখ দেখে চিনেছি, আর যেন বেদরদী হ'য়ো না! যদি প্রেমের জ্বালা বুঝে থাকো, তা হ'লে যেন অবলাকে জ্বালা দিও না; বড় জ্বালা, বুঝেছ? জ্বালার ওষুধ কি জানো? আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়া, পরের সুখে সুখী হওয়া। জ্বালা আর কিছুতে নেভে না—আর কিছুতে নেভে না! যারে ভালবাসো, তারে দরদ ক'রো।

দুলাল। পাগ্‌লি চাঁদ, এক হাত নিলে। জ্বলে বটে বাবা, খুবই জ্বালা! দেখ্‌ছি চাঁদ, আপনার দরদ ক'র্‌লে দরদী হওয়া যায় না। কিন্তু চাঁদ, স্বভাব যয় ম'লে! তুমি কথার মত দু'কথা ব'ল্লে বটে, পারা যায় কি? ক'রে দেখেছ কি? না উড়োবুলি শিখে পথে ঝাড়্‌চো?

জোবি। তুমি তো বুঝেছ, এ না ঠেক্‌লে কেউ কি শেখে? না ঠেকে শিখে কি পাগল হ'য়েছি?—না ঠেক্‌লে কি আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছি? না ঠেকে কি তোমায় চিনেছি? না ঠেকে কি দরদী হ'য়েছি?—তোমার দরদ বুঝেছি? ঠেকে শিখেছি, তাই তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! নইলে তো আমার কাজ ফুরিয়েছে! শোনো, শোনো, প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনো, দেহ কিনো না। প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়োয়, দেহ পেলে নয়। তুমি দরদী,—দরদ নিয়ে—প্রাণের বদলে প্রাণ চেও! সুখ চাও তো সুখী ক'রো! নইলে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে। দরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটীর দেহের কদর নাই।

দুলাল। আচ্ছা চাঁদ, বড় তাড়া! তোমার পড়া মুখস্থ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'ল্লুম, কিন্তু বাবা, তেমন মেধা নয়, ভুলে যাই কি মনে থাকে!

জোবি। যখন শুনেছ, যখন দরদী প্রাণে বুঝেছ, তখন আর ভুল্‌বে না! এ কেউ ভোলে নি, কেউ ভোলে না! জেনো, এ ভোল্‌বার যো নেই, ম'লে ভোলে কি না—জানি নি!

[জোবির প্রস্থান।

দুলাল। নিলে বাবা পাগ্‌লী বেটী এক হাত! বেটীকে মাষ্টার রেখে বাবা যদি পড়াতো, দু'আঁখর শিখ্‌তুম। এ দরদী পাগলী, দরদ জানে! নইলে কি বাবা বেদরদী প্রাণে দরদ এসেছে বুঝ্‌তো!

[দুলালচাঁদের প্রস্থান।

(জোবির পুনঃ প্রবেশ)

জোবি। আর কি কাজ আছে? না! ঘোরা ফুরিয়েছে, ভিক্ষা ফুরিয়েছে, চোকের জলও শুকিয়েছে! আর জোবি কাঁদ্‌বে না, আর জোবি ঘুরবে না, আর জোবি কারও জন্য ফির্‌বে না!

(গীত)

কোথা হে মধুসূদন,
ফুরালো আর কাজ কি আছে,
একলা নারী রইতে নারি,
থাক্‌বো গিয়ে তোমার কাছে।
থাকে না দিন, দিন গিয়েছে,
মনে গাঁথা সব র'য়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হ'য়েছে—
আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বৈঠকখানা।

বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, বরবেশে কিশোর, ঘনশ্যাম, করুণাময় ইত্যাদি।

(রামলালের প্রবেশ)

রামলাল। ম'শায়, বরযাত্র-কন্যাযাত্র—খাইয়ে দিই; লগ্নের এখনো দেরী আছে, আমরা খাইয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ বাবা!

রাম। ব্রাহ্মণদের ছোট আটচালায় বসিয়ে দিইগে, তার পর বড় আটচালায় পাত করি।

ঘনশ্যাম। একেবারে সব বসাবে?

রাম। আমরা ঢের লোক সব আমরাই রইছি, ভাব্‌ছেন কেন? মোহিতবাবু যে খাট্‌ছে—বুঝ্‌লে কিশোর! দেখলুম, বড় চমৎকার লোক!

ঘনশ্যাম। বেই ম'শায়, বিমর্ষ হ'চ্ছেন কেন? আজকের দিন অন্য কথা মনে ক'র্‌বেন না।

করুণা। না—না, বিমর্ষ কেন?

(উকীলের সহিত রূপচাঁদের প্রবেশ)

রূপ। বিমর্ষ একটু হ'তে হবে বৈ কি! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন তো? আমি রূপচাঁদ মিত্তির। বাড়ী ফিরিয়ে দিয়েছি, দেনা শোধ ক'রে দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছি। সেগুলিও হজম ক'র্‌বেন, আর আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে' দেবেন না, তা কি হয়?

উকীল। ম'শায়, বড় অন্যায় কাজ ক'র্‌ছেন, cheatingএ প'ড়বেন। বিবেচনা করুন, এখনো এ কন্যা পাত্রস্থা হয় নাই। রূপচাঁদবাবুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন, নইলে জেল খাট্‌তে হবে।

রূপ। তুমি না বড় সজ্জন লোক, তোমার না বড় কথার ঠিক? মেজো মেয়ের বে'র সময় শুনেছি—বড় হাত নেড়ে ব'লেছিলে যে, দুলালের সঙ্গে বে' দেবে না! টাকা চাও না। ব'লেছিলে, 'কথা দিয়েছি, এতে সর্ব্বনাশ হয়—সপরিবার মরে—তাও স্বীকার!' এখন তো দিব্যি কথার ঠিক দেখ্‌ছি! তুমি বাগ্‌দত্ত হ'য়েচ—মনে আছে কি? বাগ্‌দত্তা মেয়ের আর একজনের সঙ্গে বে' দিচ্ছ? তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই? তোমার মেয়ে অন্য পাত্রে প'ড়লে দ্বিচারিণী হবে—জানো? তা তোমার মেয়ে যা হয় হোক্। এখন তোমার মত কি—তা শুনি। মুখ থেকে কথা খসাও? আর ঘনশ্যাম বাবু, আপনি এই বাগ্‌দত্তা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেবেন? ছিঃ, অমন কাজ ক'র্‌বেন না।

কিশোর। এ পরামর্শ—ম'শায় কেন দিচ্ছেন?

ঘনশ্যাম। বেই ম'শায়, ভাব্‌বেন না। (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শাই, বাগ্‌দত্তা কি ব'লচেন? পরস্পর আশীর্ব্বাদ করা হয় নাই, পত্র করা হয় নাই।

উকীল। Contract হ'য়েছে।

ঘনশ্যাম। বিজাতীয় আইন-অনুসারে contract করায়, বাগ্‌দত্তা হয় না। রূপচাঁদবাবু, কত টাকার contract ক'রেছেন বলুন, আমি এখনি সুদ সমেত সেই টাকা দিতে প্রস্তুত।

উকীল। উনি specific performance of contractএ বিবাহ দিতে bound. আমরা যদি টাকা না নিই।

ঘনশ্যাম। ভাল—আদালত ক'র্‌বেন। এখন আপনি টাকা নিতে প্রস্তুত কিনা বলুন? আমি সুদসমেত এখনি দিচ্ছি। কত টাকার দাবী বলুন? (করুণাময়ের প্রতি) বেই ম'শায়, আপনি বাড়ীর ভেতর যান, আমি কথা মেটাচ্ছি, কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না। যান যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না। (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শায়, কত টাকা বলুন? আমার বাড়ী থেকে লোক ফিরে আসার অপেক্ষা,—কড়ায়-গণ্ডায় আপনাকে দিচ্ছি।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

রূপ। যেও না—যেও না, অত লজ্জা কিসের? জুচ্চুরী ক'র্‌তে লজ্জা হয় নি? বাগ্‌দত্তা মেয়ে আর একজনকে দিতে লজ্জা হ'চ্ছে না। বাঃ, খুব কারবার শিখেছ। এক মাল দু'খদ্দেরকে বেচ্‌তে শিখেছ!

ঘনশ্যাম। ম'শায়, মিছে বকাবকি ক'র্‌ছেন কেন? যা ক'র্‌তে হয়, ক'র্‌বেন।

রূপ। যা করবার ক'র্‌বো বই কি! সে পরামর্শ তো ম'শায়ের সঙ্গে নয়? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওহে করুণাময়, শোনো—শোনো, দুটো পয়সা নিয়ে যাও—কলসী কেনো, খিড়কীর পুকুর আছে—মেজো মেয়ে পথ দেখিয়েছে। যাও—যাও, কলসী নিয়ে যাও, কলসী নিয়ে যাও, মেয়ে বেচে খাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখিয়ো না!

ঘনশ্যাম। ম'শায়ের বড় মুখ বটে! টাকা দিয়েছেন, টাকা নেবেন, অত লম্বা কথা কেন? আপনি যান, আপনি এখানে নিমন্ত্রিত নন্।

রূপ। দেখ্‌ছি আপনার ঢের টাকা! টাকা যায় যাক্, জেল খাটাবো—তবে ছাড়্‌বো।

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। বাবা—বাবা, পেড়াপীড়ি করো না—পেড়াপীড়ি করো না। আমি বে' ক'র্‌তে চাই নি।

রূপ। দুলো এসেছিস্—আয়।

দুলাল। এসেছি, বে' ক'র্‌তে আসি নি, আমার আক্কেল হ'য়েছে বাবা! কিশোরবাবু, আমি খুব খুসী, তুমি বে' করো। বাবা, আমি ভালবেসেছি। তোমায় তো ব'লেছি, করুণা-

ময় বাবুর মেয়ে দেখে অবধি আমি এক রকম হ'য়ে গিছি। দেখ্‌ছো তো বাড়ী থেকে বেরুই নি, ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি নি, বাগানে যাই নি। বাবা, কিশোরবাবুর সঙ্গে আমোদ ক'রে বে' দিয়ে ঘরে ফিরে চলো।

রূপ। নে—চুপ কর, বেল্লেকোপনা করিস্ নে। করুণা বাবু—করুণাবাবু, শুনে যাও, নিজ মুখে ব'লে যাও, বে' দেবে কি না, বলে যাও, —তারপর আইন আছে কি না, আমি বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। আর আইন কি ক'র্‌বে বাবা? আমি তো বে' ক'র্‌তে নারাজ, তোমার আইন তো চ'ল্‌বে না। বাবা, কিশোরবাবুকে দেখ, আর তোমার এই দুষমণ চেহারা ছেলে দেখ। করুণাময়বাবুর মেয়ে যে দেখনি, তা হ'লে বাবা পেড়াপীড়ি ক'র্‌তে না, তা হ'লে সে পদ্মিনী মেয়েকে তোমার এই গুব্‌রেপোকা ছেলের সঙ্গে বে' দিতে চাইতে না।

১ম লোক। আর তো ম'শায়, আপনার দাবী-দাওয়া নাই, আপনার ছেলে বে' ক'র্‌তে নারাজ।

দুলাল। হ্যাঁ ম'শাই, সবাই শুনুন, আমি নারাজ। বাবা বোঝো, এই দুষমণ চেহারার যদি দুটি তিনটি মেয়ে কাটে, তা হ'লে বাবা, সে সব মেয়ে পার ক'র্‌তে তোমার বিষয় থাই পাবে না। এর সিকি কুঁজ নিয়ে এক এক লক্ষ্মী বেরুলেই তোমার মুণ্ডপাত হবে বাবা! বাবা, করুণাময়ের ঝাড়—মেয়ে বিয়োনোর ঝাড়—কুঁজো থোড়ার গাঁদি লাগিয়ে দেবে। বাবা, আমোদ ক'রে বে' দেখে যাও, না দেখ্‌তে পারো, বাড়ী যাও। আমি কিশোরবাবুর সঙ্গে জোটপাট দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাই।

রূপ। এমন ছেলেও জন্মেছিল! উকীলবাবু, টাকা-গুলো মাটী হবে না কি? ঘনশ্যামবাবু, বাড়ী খালাস ক'রে দিয়েছি, সাত হাজার টাকার দেনা দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকার নগদ নোট সই ক'রে দিয়েছি।

ঘনশ্যাম। ভয় নেই, সব শুদ্ধ কত টাকা বলুন, সুদ হিসাব করুন, আমি দিচ্ছি।

দুলাল। বাবা, একবার চামার-বৃত্তি ছাড়ো! অনেকের গলায় পা দিয়েছ, তোমার কুঁজো বেটার ভোগ হবে না বাবা! এ সব দাবি দাওয়া ছেড়ে দাও; তোমার নাম জল্‌জলাট হ'য়ে যাবে। বুঝ্‌ছ না, তোমার এ রূপে-গুণে সোণার চাঁদ ছেলেকে যে বে' দেবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌বে বাবা! সম্বন্ধ ক'রে এসেই দড়ি বাগিয়ে রাখ্‌বে! কিশোরবাবু, আমার একটী মিনতি, এটি তোমায় রাখ্‌তেই হবে। এই চেন ছড়াটি, এই দুটি এয়ারিং আর এই দু'টি ব্রেস্‌লেট তুমি স্বহস্তে তোমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়ে একবার দাঁড়াবে, আমি একবার তোমাদের দু'জনকে দেখ্‌বো। কিশোরবাবু, তোমার স্ত্রীকে ভালবেসে, আমি দুনিয়া আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি। আমার মনে ময়লা নাই—জ্যোতি আমার মায়ের পেটের বোন! বাবা, এই ক'টা টাকা ছেড়ে দিয়ে নাম কিনে নাও। কিশোরবাবু, আমার কথা রাখ্‌বে তো?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই! তুমি এমন মহৎ-আত্মা,—আমি জান্‌তেম না।

দুলাল। পাগ্‌লি—পাগ্‌লি, দেখে যা, তোর পড়া ভুলি নি। আর জ্বালা নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে।

রূপ। এমন ছেলেও জন্মায়, মাগী নুন গিলিয়ে মারে নাই!

উকীল। ইস্! মস্ত caseটা হাতছাড়া হ'লো, nice point of law discuss হ'তো!

[রূপচাঁদ ও উকীলের প্রস্থান।

দুলাল। বোসজা ম'শায়—বোসজা ম'শায়, ভয় নাই, বেরিয়ে এসো।

ঘনশ্যাম। (সরকারের প্রতি) সরকার ম'শায়, কাল উকীলের বাড়ী গিয়ে কত টাকা হয়, হিসেব ক'রে দিয়ে এসো।

(রামলালের পুনঃ প্রবেশ)

রামলাল। ম'শায়, বর সম্প্রদানের জায়গায় বসালে হয় না? এখানেও না পাত ক'র্‌লে হ'চ্চে না।

ঘনশ্যাম। বেশ তো বাবা—বেশ তো! (পরামাণিকের প্রতি) স্বরূপ, কিশোরকে নিয়ে আয়। ওরে ম'ধো, বিছানা-টিছানাগুলো তোল্।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

গোয়াল ঘর

করুণাময়।

করুণা। এই যে, এখনো গোষ্পদ-চিহ্ন র'য়েছে। জাহ্নবী-তীরের ন্যায় পবিত্র স্থান! বড় উৎসাহে গোশালা প্রস্তুত ক'রেছিলেম, গো-দুগ্ধে কন্যা প্রতিপালন ক'রবো। গোরস্থ লক্ষ্মীছাড়া গৃহে থাকবে কেন? কে তুমি? হ্যাঁ—যা ব'লেচ,—নির্জ্জন স্থান বটে! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি যথার্থ বিপদের বন্ধু! কিন্তু এতদিন দেখিনি কেন? বিপদের স্রোতে তো ভাস্‌চি, এতদিন দেখা দাওনি কেন? হ্যাঁ—বুঝেচি! এত দুঃখে তবুও মান ছিল, এত দুঃখেও সত্য ভঙ্গ হয় নি, বুঝেছি, এখন চরম হ'য়েছে—তাই চরম সখা উদয় হ'য়েছ! মা, এসেছ? আমি যাচ্ছি! খিড়্‌কিতে বড় ভিড়, তাই এখানে এসেছি। অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। তোমার বিপদ্-সখা দুঃখ সাগরের কাণ্ডারীর দেখা পেয়েছি। দেখ্‌ছো না, ঐ দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। তুমি খেতে পাওনি, তাই জল খেয়ে পেট ভরিয়েছিলে! আমি তো খাচ্ছি, আমার জল খাবার প্রয়োজন নাই। এইখানে—এইখানে—অনেক উপায় আছে। এই অস্ত্র র'য়েছে। কিহে, কি ব'ল্‌ছ? অস্ত্রে ঠিক হবে না? না, ঠিক ব'লেছ! কি জানি, যদি না মর্ম্মে প্রবেশ করে! এই যে, আমার হীনতার সাক্ষী সঙ্গেই আছে। এখন আমায় পরিত্যাগ করো, আমি বন্ধুর আশ্রয় নিই, তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। (পাঁচ হাজার টাকার পাঁচখানি নোট নিক্ষেপ) রজ্জু—রজ্জু! ঠিক! মা, ব্যস্ত হয়ো না, অধিক বিলম্ব নাই। কিহে, আমার মতন অভাগা অনেক আছে, তাদের কাছে যেতে হবে, তাই ব্যস্ত হ'চ্ছ? বটে—বটে, একটু অপেক্ষা করো, এই আমি প্রস্তুত হ'চ্ছি। কোথা হ'তে ঝুল্‌বো?—ঐ জানালা থেকে। ঠিক, অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, কি জানি—কে আসবে, আমি আগোড়টা দিই। (যাইতে যাইতে) আর কি মা—আর বিলম্ব তো নাই! (গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে আগোড় বন্ধ করন)

(কিরণ, মোহিত ও ঝিয়ের প্রবেশ)

মোহিত। কই—কোথা? এখানে তো নাই।

কিরণ। হ্যাঁ—এই দিকেই এসেছেন; আমায় ব'ল্লেন—আস্‌ছি।

(রামলালের প্রবেশ)

রাম। কই, দেখা পেয়েছ?—আমি খিড়্‌কির ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত খুঁজে এলেম, কৈ—কোথাও তো পেলুম না।

ঝি। ও গো—এই গোয়ালের মধ্যে কি রা পাচ্ছি।

মোহিত। এঁ্যা—তাই তো!

রামলাল। আগোড় ভেঙ্গে ফেলো—আগোড় ভেঙ্গে ফেলো! (স্বগত) বুঝি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

(সকলের আগোড় ভঙ্গ করণ ও উদ্বন্ধনাবস্থায় করুণাময়কে দর্শন)

ওহে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এই যে ছুরি প'ড়ে, দড়ি কেটে দাও—দড়ি কেটে দাও। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আসুন—আসুন।

(মোহিতের জানালায় উঠিয়া দড়ি কাটিয়া দেওন ও রামলাল প্রভৃতির করুণাময়কে ধরিয়া লওন)

রামলাল। শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো—জল নিয়ে এসো! ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!

(সমিতির সভ্যগণের প্রবেশ)

কিরণ। বাবা—বাবা! কি ক'র্‌লে—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! আমি কালসাপিনী কন্যা জন্মেছিলুম, আমা হ'তেই তোমার দুর্গতি! হায় হায়! অলক্ষণা কেন জন্মেছিলুম! কি হোলো, বাবা, ওঠো! এমন সর্ব্বনাশ ক'রে যেও না!

মোহিত। ডাক্তার, দেখুন—দেখুন, (কিরণের প্রতি) ওঠো—স'রে যাও—দেখ্‌তে দাও!

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) Dead!—medulla ভেঙ্গে গিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'য়েছে, আর উপায় নাই।

(বেগে সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। কই—কই, আমায় ছেড়ে কোথায় যাও!

(মূর্চ্ছা)

কিরণ। মা মা, ওঠো মা—ওঠো।

সর। (সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া) মরি মরি! বড় দুঃখ পেয়েছ! কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চ'লে গিয়েছ! এই ভাব্‌নাই ভেবেছ! আমার ভাব্‌নাই ভেবেছ। আমি মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তাই বাড়ী ঠিক ক'রেছ! আমার পোড়া পেটের

জন্য, আমার ছেলে-মেয়ের জন্য—লোকের কাছে মাথা হেঁট ক'রে এসেছ, তাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ ! তা আমায় কেন বল নি ? আমার কাছে তো কখনো কিছু লুকোয় না ? জ্যোতির বে'তে তুমি আপনাকে বলিদান দেবে, তা কেন আমাকে বলো নি ? আমায় ছেড়ে তো একদিনও থাক্‌তে পারো না ? আজ কেন ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ ? আমায় ফেলে যেও না—আমায় সঙ্গে নাও !

মোহিত। (ডাক্তার ও রামলালের সহিত পরামর্শ করিয়া) কিরণ—কিরণ, তোমার মাকে নিয়ে যাও।

সর। কে, বাবা—মোহিত ? আমায় কোথায় নিয়ে যেতে ব'ল্‌ছ ? আমি যে কর্ত্তার সঙ্গে যাবো ! এতদিন আমি আমার হিরণের কাছে যেতুম, কর্ত্তার জন্য পারি নি। ওঁর কষ্টের উপর কষ্ট হবে, তাই আমার হিরণের কাছে যাই নি। এখন আমার পথ খোলসা,—আর আমি থাক্‌বো কেন ? তুমি কিরণকে নিয়ে ঘর ক'রো। কিশোর আমার জ্যোতির ভার নিয়েছে ; বাবা, আর আমার তো কাজ নেই।

(দ্রুতবেগে ঘনশ্যাম, কিশোর, জ্যোতির্ম্ময়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ের প্রবেশ)

জ্যোতি। মা—মা !

সর। কেরে ? জ্যোতি ! আর কেন ডাক্‌ছিস্ মা—আর কেন ডাকছিস্ ? আমি তোকে কিশোরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। তারে আমার নলিনকে দেখ্‌তে ব'লিস্,—সে বড় অভাগা !

জ্যোতি। মা !—

সর। আর আমি তোদের মা নই,—আর কেন মা ব'ল্‌ছিস্ ? ঐ দ্যাখ, হিরণের হাত ধ'রে কর্ত্তা আমায় ডাক্‌ছে ! (মৃত্যু)

কিশোর। ডাক্তার—ডাক্তার !

ডাক্তার। ইস্—heart এর action stopped. Icy-cold.

কিশোর। কোন উপায় নাই ?

ডাক্তার। মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, বোধ হয় Artery ছিঁড়ে গেছে।

(নলিনের প্রবেশ)

কিরণ। নলিন, বাবা—মা ছেড়ে গেল !

নলিন। অ্যাঁ—মা ! এই যে বাবা ! বাবা—বাবা—ও মা—মা !—দিদি—কি হবে !

ঘন। ভয় কি বাবা, আমি তোমার বাপ,—আমি তোমার মা !

(কোলে তুলিয়া লওন)

মোহিত, মায়েদের নিয়ে যাও। কিশোর, ভাবিনীকে আর বড় বউকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও। আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম ! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা ! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা ! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা ! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান !—তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে এক নূতন রহস্য ! বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—**বলিদান !!**

যবনিকা

নসীরাম

(ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক)

[১০ই জৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

"ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবকে মূর্তিমন্ত করিয়া 'নসীরাম'—চরিত্র গঠিত। *** কামের দুর্দমনীয় ও বীভৎস প্রভাব—এই নাটকের জীবন। ইহাতে যে নাটকীয় সংস্থান (Dramatic Situation) আছে, বঙ্গ নাট্যসাহিত্যে তাহা অতি বিরল। একমাত্র 'ওথেলো'র সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে। অকৃত্রিম ভালবাসা স্বার্থের ষড়যন্ত্রে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইয়া যে কিরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এ নাটকে তাহার অতি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তবে দেশভেদে—রুচিভেদে নাটকের গতি ভিন্নরূপ হয়, ওথেলো নাটকের পরিণাম নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন,—এ নাটকের পরিণাম—ভক্তির আলোকময় চিত্রে সমুজ্জ্বল।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত **গিরিশচন্দ্র** (৩৪৯।৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ		
নসীরাম		
যোগেশনাথ	...	গৌড়াধিপতি।
অনাথনাথ	...	রাজকুমার।
কাপালিক	...	রাজার গুরু।

রাজমন্ত্রী, সভাসদগণ, শম্ভুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, পাহাড়ী ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্রীরাধা		
বিরজা	...	চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দীবালা।
মাধুলী	...	ঐ সহচরী।
সোণা	...	কাপালিকের ভৈরবী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃক্ষতল

মদ্যপানরত ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সৈন্যগণ।

(সকলের গীত)

রূপিয়া, লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা ?
তুমি অমন ক'রে শুঁড়ীর ঘরে,
পায়ে ধরি আর যেও না।
যে তোমায় ট্যাঁকে রাখে,
সে তখন বেঁকে থাকে,
কে জানে হায় সদয় হও কাকে ;—
ছাড় দাগাবাজী, হও না রাজী,
ডাক্‌ছি এত ঘামাও গা !

ভূত। আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে ব'সে আমোদ ক'র্‌ছি, রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।

শম্ভু। রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুবু, আর একটু আমোদ ক'র্‌বো না ? এত বড় লড়াইটে জিতে এলেম !

ভূত। না রে, মদের উপর ভারী চটা।

শম্ভু। মদ কি ! কারণ ক'র্‌বো না ? আমরা স্বামিজীর চেলা, স্বামিজী যে-সে নয়—রাজার গুরু !

ভূত। তুই শালা আবার চেলা কবে হ'লি ?

শম্ভু। কেন, আমি যে সোণামণির সঙ্গে পিরীত ক'র্‌তে যেতুম ; বেটী ঘেড়োয় না।

ভূত। শালা, গুরুপত্নীর ওপর ট্যাঁক !

শম্ভু। কেন রে শালা—ওতে দোষ কি ? আমরা সব ভৈরব, আর মেয়েমানুষ সব ভৈরবী। সোণামণি—ভৈরবীর বাদ্‌শা !

ভূত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবীর বেগম ?

শম্ভু। তুই শালা জান্‌বি কি, তুই যদি আমায় উপগুরু করিস্ তো তোকে শেখাই। আমি মস্ত লোক হ'য়ে যাব, দেখিস্—সোণা ক'র্‌বো, ধুলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বা'র ক'র্‌বো। স্বামিজীর একটা কাজ ক'রে দিলেই আমায় সব শিখিয়ে দেবে।

ভূত। আচ্ছা, আমার ভগ্নীকে বশ ক'রে দিতে পার্‌বি ?

শম্ভু। এক ফুঁয়ে !

ভূত। ওরে নে, পাগ্‌লা শালা এ দিকে আস্‌ছে। পালা—পালা—পালা ! ও সব জায়গায় যায়, যদি কুমারকে ব'লে দেয় !

শম্ভু। হ্যাঁরে হ্যাঁ, পালা—পালা—পালা—

[সকলের প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ঐ যা, সব পালিয়ে গেল ! তা আমি কি ক'র্‌বো বাপু ; আহা বেড়ে পালাল, আমি কদ্দিনে পালাব ! পালাব বই কি, তুমিও যেমন, এখানেও থাকে ! চোক বুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই,— সিদে চ'লে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

বিরজা ও মাধুলী।

বিরজা। মাধুলি, তুমি দিন-রাত কাঁদ কেন ? খাবার সময় তোমায় ডাকি, আজ তিন দিন তুমি আস্‌্‌হ না।

মাধুলী। সখি, শোন, যদি তুমি আমায় ভালবাস তো তোমার পরিচয় দিও না। রাজকুমার তোমায় ভালবাসে। তোমার প্রাণের ভয় নাই জানি, কুমার যদি শোনে, তুমি রাজকুমারী নও, তা হ'লে পাগল হবে।

বিরজা। সখি, এ অনুরোধ ক'রো না, আমি অনেক চাতুরী ক'রেছি, আর চাতুরী ক'র্‌বো না।

মাধুলী। দেখো, দেখো, সরল প্রাণে ব্যথা দিওনা।

(মাধুলীর গীত)

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না,—
ছি ছি সই, খেলা মেরে খেলা বুকে নিও না !
কেন লো ক'রে যতন, এক মরণে ম'র্‌বে দু'জন,
না জানি হায় কেমন তোমার মন ;
মজিয়েছ আপ্‌নি ম'জে,
আপ্‌নি ভেসে তায় ভাসিও না।

(অনাথনাথের প্রবেশ)

মাধুলী। এই যে কুমার আস্‌ছেন, আমি যাই।

অনাথ। কেমন আছেন ?

[মাধুলীর প্রস্থান।

বিরজা। আপনি কেমন আছেন ?

অনাথ। মনে করেন কি, কথার কথা জিজ্ঞাসা করি ?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি কথার কথা জিজ্ঞাসা করি ?

অনাথ। আমি ভাল আছি,—আপনি কেমন আছেন বলুন ?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, ব'সুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

অনাথ। আপনি বসুন। একটী কথা আমায় ব'ল্‌বেন ? রাজ-নিয়ম ঠেলে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি না, এ ভিন্ন অন্য কিছুতে আপনি সুখী হ'তে পারেন না ? আমি তো আপনার সঙ্গে যেখানে থাক্‌তেম, সুখী হ'তেম।

বিরজা। কুমার, কুণ্ঠিত হ'চ্চেন কেন ? দেশে যেতে তো চাইনি।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী দেখ্‌ব না ?

বিরজা। আমি অসুখী, আপনাকে কে ব'ল্লে ?

অনাথ। শুন সুলোচনা, জান না জান না—
যে বেদনা সহি নিশি-দিন।
কল্পনায় চিত্রি তব সুখের আবাস,
সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম—
যেই স্থানে করিয়াছ বাল্যখেলা।
হেরি চারিদিকে সহাস্য আনন !
ফোটে ফুল চুমিতে ও কেশদাম,
সৌরভ ছড়ায়; তব কায় হ'তে লীন।
পাখী গায় তুষিতে তোমায়,—
মনশ্চক্ষে দেখি তুমি আনন্দে বিভোর !
তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
বলে হায়—
কোথায় এনেছি এই সরলা বালারে !
ভাবি কি দিয়ে ভুলাব,
কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,
জুড়াব ব্যথিত প্রাণ তব।
শোন সুবদনি, কহিতে সরম-কথা,
চুরি ক'রে ধারা ব'য়ে যায় চোখে,
লাজে মুছি কেহ পাছে দেখে।
বল, জান যদি বল,
কিসে তোমায় ভুলায়ে করিব সুখী ?
আমি বড় অভিলাষী—
ও অধরে হেরিতে আনন্দ-হাসি !

বিরজা। আমি যা ব'ল্‌বো, তা ক'র্‌তে পার্‌বেন ?

অনাথ। যদি সাধ্য হয়, এই দণ্ডেই সমাধা ক'র্‌বো।

বিরজা। দোষার দণ্ডবিধান ক'র্‌তে পার্‌বেন ?

অনাথ। কি ! কেউ কি আপনাকে বিরক্ত করে ?

বিরজা। না, আপনি ব'ল্লেন যে, দিন দিন অনুসন্ধান ক'রেছেন, কিসে আমি সুখী হব। যা এতদিন খুঁজে পান নি, এক কথায় তা পাবেন কেমন ক'রে ? আমায় অনুগ্রহ ক'রে বলুন, মগধের সহিত আপনাদের কিরূপ যুদ্ধ হ'য়েছিল ?

অনাথ। যদি শোন্‌বার ইচ্ছা হয়, সে কথা আমি পরে ব'ল্‌চি, আপনার কথা আগে বলুন।

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সে কথা ?

অনাথ। যুদ্ধ-বিবরণ আপনি তো সকলই জানেন। মগধ-সৈন্য মহা প্রভাবশালী, দৈব-বিপাকে পরাজিত।

বিরজা। আচ্ছা, যখন গঙ্গাতীরে মগধ-সৈন্য আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়, তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা কিরূপ ?

অনাথ। সুন্দরি ! আমার বাহুবল নয়, জয়-পরাজয়

বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সাহস বীর্য্যে মগধ-সৈন্য আদর্শস্বরূপ। সে সময়ে আমরা প্রবল হ'য়েছিলেম, পরদিন গড় আক্রমণ ক'র্‌তেম, ফল কি হ'ত জানি না, যদি জয়ী হ'তেম, মগধ করগত হ'ত।

বিরজা। আর যদি দুর্গপ্রবেশ না ক'র্‌তে পার্‌তেন?

অনাথ। গড় বেষ্টন ক'রে থাক্‌তেম।

বিরজা। মগধের কি উপায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নয়, বীর্য্যবলে সকলি হ'তে পারে, কিন্তু সে সময় উপায় অতি স্বল্পই ছিল।

বিরজা। আমায় বন্দী করা ভিন্ন কি সন্ধির আর অপর উপায় ছিল না?

অনাথ। দেখুন, মগধরাজ বার বার সন্ধির অবহেলা ক'রেছেন, তাই আমার পিতা এই কঠিন পণ ক'রেছিলেন, রাজকুমারী বন্দী থাক্‌লে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নাই। কুমারীর অনিষ্টভয়ে বিপক্ষ পুনরাক্রমণ হ'তে নিরস্ত থাক্‌বে, এই হ'চ্ছে উদ্দেশ্য।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বন্দী ক'রেছেন?

অনাথ। হ্যাঁ।

বিরজা। আপনি কতক সংবাদ জানেন না। বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা-রাণী কেঁদে অধীর, রাজকুমারীর অন্নজল পরিত্যাগ। এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় ক'র্‌লেন। তিনি গুটীকতক অনাথিনী বালিকাকে প্রতিপালন ক'রেছিলেন, তারা সকলেই সুন্দরী—চতুরতা-নিপুণা; তাদের তিনি ব'ল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা, জানেন না?

অনাথ। না, আমি তাদের কথা এই প্রথম শুন্‌চি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মনোহারিণী বিদ্যাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে, রাজপুরবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধিরক্ষা হেতু বসতি ক'র্‌বে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়। সেই রাজ-পুরমহিলার পরিবর্ত্তে তারাই প্রেরিত হ'য়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধিভঙ্গের সুযোগ পায়—সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝেছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের ব'ল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন—ভয়-লজ্জা-ঘৃণাবর্জ্জিতা—প্রাণহীনা!—

অনাথ। আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হ'চ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা। তাদের শিক্ষা শুনুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যখন তৃষ্ণা পেয়েছে, দূরে বারি রেখে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে, ব'লেছে—"দূর হ, ছুঁস্ নি—তুই বাঁদী, এ তোর নয়, তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে, কেড়ে নেব—তুই বাঁদী।" যখন যা মনে সাধ উঠেছে, তখনি তারে ব'লেছে, 'তুই বাঁদী'। অন্ধ, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর সামনে এনে দিয়েছে—যখন করুণায় বালিকার প্রাণ আর্দ্র হ'য়েছে, তখন বেত্রাঘাত ক'রে ব'লেছে, "তুই বাঁদী, তোর দয়া ক'র্‌বার অধিকার নাই। এদের সাম্‌নে এই সব খা, যা না খেতে পার্‌বি, কুকুরকে দিবি, তবু এদের দিবি নি।"

অনাথ। আর ব'ল্‌বেন না, আর আমি শুন্‌তে চাই না।

বিরজা। এই তো কৈশোর-শিক্ষা! শুনুন, আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবার প্রাণ বিদ্ধ ক'র্‌তে হবে, যখন সে উন্মত্ত হবে, তার আর মুখাবলোকন ক'র্‌তে পাবে না।

অনাথ। এ সব কি কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

বিরজা তবে জান্‌তে চান না, আমি কিসে সুখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে, শুনুন, সেই লজ্জাহীনা—রাজকুমারী সাজ্‌তে স্বীকৃতা হ'ল।

অনাথ। আপনি কি ক'র্‌লেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এলুম।

অনাথ। এই জন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ ক'রেছিল।

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ ক'রেছিলেন?

অনাথ। আমায় পুনঃ পুনঃ পত্র লিখেছিলেন যে, রাজকুমারী কি না, বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলেম যে, আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পার্‌বেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা ক'রে-ছিলেম। আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা মন্ত্রী-গঠিতা মাংসপুত্তলী।

অনাথ। কুমারি, ক'রো না ছল!
জান ন'—জান না আমার প্রাণ।
নিত্য হেরি হৃদয়ে তোমারে,
অন্তরে অন্তরে তোমার আবাস-স্থান!
বলো না বলো না—
এত দিনে চিনি নি তোমায়,
তুমি সরলতাময়!
কিবা আর পরীক্ষা করিবে;
লহ এ অঙ্গুরী,
যাও চ'লে নিজ দেশে;
কেহ না রোধিবে।
দিন দুই পরে,
লোক-মুখে সমাচার পাবে,
রাজদণ্ডে করিয়াছি তনুত্যাগ।
জানি আমি জানি বহুদিন,
নাহি হেন গুণ,
যাহে ভালবাসা পাইব তোমার,
ভালবেসে ভোলাব তোমার মন!
যাও, অশ্ব প্রস্তুত আমার,
মুক্ত তব পিঞ্জরের দ্বার,
উড়ে যাও বিহঙ্গিনি!
কভু মনে ক'রো অভাগারে!

বিরজা। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
ভয় পায় সন্দেহ পশিতে তব হৃদে।
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
আমি দুশ্চারিণী দেহ মনে স্থান;
ভুলাতে তোমার মন,
নিত্য করি রাজসুতা-অভিনয়;
যবে মুগ্ধ হবে,
ভুলায়ে মগধে ল'য়ে যাব,
এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে।

অনাথ। সত্য তুমি নহ রাজসুতা?

বিরজা। না, প্রাণহীনা নারী-যন্ত্র আমি।

অনাথ। মিথ্যা কথা!
নহ নহ প্রাণহীনা,
মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে;
উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম?
অরিপুরে অরির সম্মুখে,
নারী হ'য়ে কেবা শক্তি ধরে,
স্বেচ্ছায় প্রকাশে কপটতা,
প্রাণ নাশ হবে যাহে।
নীচ-শিক্ষা যত সহজাত
উচ্চভাবে করিয়াছ পরাজিত!
রাজকন্যা না করি বাসনা।
তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী,
সাধি পায়ে ধরি, ভালবাস—
আমি ভালবাসি!

বিরজা। কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর,
অমৃতে অসাধ কার?
কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেব-কন্যা করে পান!
ঘৃণ্য বটে,—
কিন্তু দাসী—তব সহবাসে
হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক অর্পণ,
সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজিবে,
দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ;
অবনীতে অবসান মম অভিনয়!
কেন আত্মঘাতী হব,
রাজদণ্ডে বধ মোর প্রাণ।

অনাথ। ভেব না বিষাদ;
সন্ধিভঙ্গ নাহি হবে,
মগধ রহিবে;
বল বল হে আমার হবে?

বিরজা। না।

অনাথ। কেবা ভাগ্যবান্!
কারে তুমি সঁপিয়াছ প্রাণ?
বল, এনে মিলাই তোমার সনে।
দিনেকের তরে সুখী হেরে তোরে,
যাব চ'লে যথা যাবে প্রাণ,
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে।

বিরজা। শুন, ভালবাসি!
ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা।
কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়?
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র ক'রেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে,
কোন্ কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তায়,
কাম-বশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায়?
ছার এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন!
মনে মনে সবে কবে দুশ্চারিণী,
লোক-অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে!
নারী ব'লে কেন কর ঘৃণা,
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর, রাজার কুমার!
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব হে হাসিতে হাসিতে।

অনাথ। রাজা নহি,
গুপ্তচরে দণ্ড দিতে নারি।
কলঙ্কের ভয় কিবা দেখাও সুন্দরি!
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনেছি সরল প্রেমে।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন—
শুনি এ প্রণয়-গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ?
কহিব এ কথা মম পিতার সদনে,
অবশ্য দ্রবিবে তাঁর মন।
যদি রাজা দণ্ড দেন গুপ্তচরে
দিয়ে এ অধম স্বামী,
হাস্যমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ?
ব'লেছ তো সুখী হবে রাজদণ্ড পেলে।

বিরজা। কেন সভা-মাঝে দিবে হে কুলটা নাম?
বল গিয়ে মম পরিচয়,
প্রণয় গোপনে রেখ'।

অনাথ। কেন অন্য ভাব,
পিতার উদার প্রাণ।

বিরজা। বল গে সকল বিবরণ।
এক ভিক্ষা পদে—
যবে বধ্যভূমে চারিদিকে ক'বে
'এই সেই দুশ্চারিণী,
ছলে মুগ্ধ ক'রেছিল ভূপতি-কুমারে!'
ব'লো তুমি, নহে ছলে,—
ভালবেসেছিল অভাগিনী।

অনাথ। ভালবাস?

বিরজা। ভালবাসি।

অনাথ। তবে কেন কর প্রতিরোধ,—
বোঝনা কি অন্তর আমার?
তুমি প্রাণ, তোমা বিনা প্রাণশূন্য র'ব।

বিরজা। আর নাহি করি প্রতিরোধ,
কর যেবা ইচ্ছা তব,
বল গিয়া নৃপতিরে।

অনাথ। যেবা ইচ্ছা মম?

বিরজা। যেবা ইচ্ছা।

অনাথ। দিয়াছি অঙ্গুরী,
কর অঙ্গুরীর বিনিময়।

বিরজা। লহ—ক'রো না ধারণ,
এখন(ও) ভূতলে ফেল;
বোঝ পরিণাম,
উদ্বাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,
এ বিবাহ রাখিবে গোপনে।

অনাথ। স্বর্গ-সুখ যাহে,
কোথা তাহে মন্দ পরিণাম!
প্রিয়ে!—

বিরজা। নাথ!

মাধুলীর প্রবেশ।

মাধুলী। রাজকুমার, রাজার নিকট হ'তে দূত এসেছে।

অনাথ। মহারাজ জানেন এখানে আছি, কে তাঁরে ব'লে? যিয়ে, আসি।

[অনাথনাথের প্রস্থান।

মাধুলী। কি সর্ব্বনাশ হ'ল, রাজা কেন ডাকতে পাঠালেন? দূতের মুখে শুনলেম, রাজা মন্ত্রণাগৃহে আছেন।

বিরজা। পরমেশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে, ভেবে তো উপায় হবে না।

(বিরজার গীত)

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ,—
এ হিল্লোলে মন দোলে আশায় মিশে আতঙ্ক!
প্রবল বাসনা বহে, নিবারিলে নাহি রহে,
সাধে প্রাণ যাতনা সহে;—
কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রস নব রঙ্গ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা যোগেশনাথ, মন্ত্রী ও কাপালিক।

রাজা। তবে সকলই সত্য?

মন্ত্রী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত হ'লেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাবে না। আমরা সকলেই অন্ধকারে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তার আর সন্দেহ কি—স্বামিজি, সকলেই অন্ধকারে!

রাজা। যা পাগ্‌লা, এখন যা।

নসী। পাগল যাচ্ছে, কিন্তু দুটো একটা পাগ্‌লা আছে, তাই সংসার আছে।

রাজা। চ'লে যা, চ'লে যা, এখন পাগ্‌লামো করিস্ নি।

নসী। দেখ দেখ, 'পাগ্‌লা—পাগ্‌লা' ব'লছে দেখ; আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছি, আমি পাগল, না তোরা গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিস্, তোরা পাগল?

রাজা। আচ্ছা বোস্, চুপ ক'রে থাক্।

নসী। দুটো একটা ন্যায্য অন্যায্য ব'লবো না?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট সংবাদ অবগত না হ'লে কিছুই নির্ণয় করা যাচ্ছে না—এই যে কুমার!

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। পিতা, প্রণাম হই, গুরুগণের চরণে আমার প্রণাম।

রাজা। কহ, বৎস, শুনি বিবরণ,—
নিত্য তুমি যাও কি কারণ
মগধ-কুমারী-পাশ,—
মম বাক্য করি অবহেলা?
সত্য মিথ্যা নাহি জানি,
শুনি লোকমুখে বাণী,
নন ইনি প্রকৃত মগধ-সুতা;
কোন পালিতা সুন্দরী,
চাতুরী-নিপুণা,
আসিয়াছে তব মন করিতে হরণ;
পরে,
কৌশলে করিবে বন্দী মগধে লইয়ে।
নিত্য আসে সমাচার,
তব কি ব্যভার,
তোমা সনে বন্দীর কি আচরণ।
আর বৎস, রেখ না গোপন,
কহ বৎস,
সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংবাদ।
নিবেদন হে রাজন্, চরণে তোমার,
নন্ ইনি মগধ-দুহিতা;
কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে মোরে,
আমি ভালবাসি তার।

রাজা। সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রি, আজ্ঞা দেহ আনিতে দুষ্টারে;

এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত ফল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথা বালার?

পরান্ন-পালিতা,

আসিয়াছে রাজার শাসনে।

চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে,

তবু উচ্চ প্রাণে করি

নীচ শিক্ষা পরাজিত,

শত্রুর আশ্রয়ে—

করিয়াছে স্বরূপ বর্ণন।

পিতা, ভালবেসে কেবা কবে হয় দোষী?

মন কে ফিরাতে পারে!

ভজে মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,

অপরাধী কিসে হেন জন?

রাজা। শুন বৎস,—

কপটতাশূন্য তব মন,

তাই এ দুষ্টার আচরণ

বুঝিতে না পার তুমি।

ভালবাসা-বর্জ্জিতা, গঠিতা শিক্ষাবলে,—

বেশ্যা সম প্রাণহীনা,

মজাইয়ে নাহি মজে,

ভুলেছ দুষ্টার অভিনয়ে।

বল সত্য, এই যে দুষ্টা!—

(বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান?

বিরজা। জানি—প্রাণবধ।

মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও?

বিরজা। না।

মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিল না?

বিরজা। ছিল।

মন্ত্রী। তবে উপদেশমত কার্য্য করনি কেন?

বিরজা। কি জানি, ব'লতে পারি নি।

মন্ত্রী। দেখ, তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে, মিথ্যায় কোন ফল দর্শাবে না, এ সময় মিথ্যা কথা ক'য়ো না, কিরূপ ষড়্যন্ত্র ছিল, মগধ-সৈন্য কি যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রস্তুত?

বিরজা। আমি জানি নি।

মন্ত্রী। তোমায় গুপ্তচরে পত্র দিত না?

বিরজা। পত্র প'ড়্তেম না, আমি অনল-শিখায় ফেলে দিতেম।

মন্ত্রী। পত্র প'ড়্তে না কেন?

বিরজা। আমার রুচি হ'ত না।

রাজা। দুশ্চারিণি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তোমার অভিনয়ের আজ শেষদিন।

বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য!

অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়,—

হেন শিক্ষা কি আছে ভূতলে,

স্বভাব করিবে জয়?

উচ্চপ্রাণা নেহার ললনা,

তুচ্ছ করে কালের কবল;

নেহার নয়ন,

দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার,

কুটিলতা-মালিন্য নাহিক তাহে,

নেহার বদন সুধাংশু-গঞ্জন,

কভু কি সম্ভবে—

প্রাণহীনা এই সুবদনা?

প্রতি গ্রন্থি কয় সরলতাময়,

শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,

এ কি হয় চাতুরী-আধার?

তবে পদ্মহীন মধু, সুধাহীন বিধু,

নাহি সৃষ্টি—সব একাকার।

প্রতারণা প্রতারণা বিশ্বময়!

আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,

তবু বালা বার বার করিল বারণ।

আমি প্রাণ দিছি,

প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনিয়াছি;

বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।

কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ দণ্ডাজ্ঞা দেবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়, কুমারের যেরূপ ভাব দেখ্‌ছি, সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নয়; কি বলেন মন্ত্রী ম'শায়?

মন্ত্রী। কুমার, এ দুশ্চারিণী, নিশ্চয় মনে ধারণ করুন।

অনাথ। মহারাজ!

কর ক্ষমা অবলা বালায়,
কৃপা ক'রে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ;
মহাশয়, হ'য়ো না নির্দ্দয়,
পবিত্র প্রণয়,
দোষারোপ নাহি কর তাহে।

রাজা। আরে অভাজন,
কুক্কুরীর সহ তোর মন!

অনাথ। পিতা, ঘৃণা হয়—ত্যজহ আমায়,
স্থানান্তরে ল'য়ে যাই প্রাণের পুতুলী;
পুত্রে রাজা প্রাণ ভিক্ষা দাও,
চাহি মম জীবন সঙ্গিনী,
কিম্বা পিতা, যদি হয় মন,
বধহ জীবন,
ছেড়ে দাও নির্দ্দোষী বালায়।

নসী। পাগল, পাগল, পাগ্‌লামোর ছড়াছড়ি! নসে, তুই কেবল ধরা প'ড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রি, দেখ্‌ছ না সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কুমারকে উন্মত্ত ক'রেছে, একে সাধারণ কারাগারে রাখগে। বর্ব্বর, তুইও আজ থেকে বন্দী, এ পুরীর বাহিরে যেতে চেষ্টা ক'র্‌লে, রক্ষীরা তোরে নিবারণ ক'র্‌বে।

[বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বামীজি, কি এ!

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা ক'রেছেন, সহসা ওর প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। যা হোক্ পরমা সুন্দরী বটে!

কাপা। নারায়ণ!

রাজা। আমি ওরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তো দেখি নি!

কাপা। মহারাজ, ওরে বধ ক'র্‌বার আবশ্যক নাই, ওর দ্বারা মগধ করগত করা যেতে পারে।

রাজা। আচ্ছা, আপাততঃ থাকুক—পরমা সুন্দরী!

কাপা। রাত্রি অধিক হ'য়েছে, যান, শয়ন করুন—আশীর্ব্বাদ।

[রাজার প্রস্থান।

(স্বগত) রাজা, রাজা! খুব সুন্দরী—বটে! এ পদ্মিনীকন্যা আমার নিমিত্ত, তোমার নয়।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথ। যা হবার হবে!

নসী। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, খানিক হরি হরি কর।

অনাথ। নসীরাম, কি ব'ল্‌বো—আমি বড় অভাগা।

নসী। তা ঠিক ব'লেছ। আমি ব'ল্‌ছিলেম কি, ঠাওরেছ তো যা হবার তা হবে?

অনাথ। যা হবার তাই হবে বই আর কি!

নসী। বেশ, তবে খানিক 'যা হবার তাই হবে' ক'র্‌বে না হরি হরি ক'র্‌বে?

অনাথ। বাতুল, হরি হরি ক'র্‌বো কেন?

নসী। কেন নাই, জোর জবাবতি নাই, তুমি খানিক 'কি হবে, কি হবে' কর, আর আমি খানিক মজা ক'রে ব'সে 'হরি হরি' করি।

নসী। পায়ে পায়ে রাঙা পা দু'টি,
যেন রাঙা কমল র'য়েছে ফুটি,
আমি ঐ পায়ে লুটি।
রাঙা রাধা দাঁড়িয়েছে বামে,
আড়নয়নে দেখ্‌তেছে শ্যামে,
সাধে 'রাধে' ব'লে ওরে মাত হরিনামে!
আদরে ব'ল্‌ছে প্যারী,
কথা কি ঠেল্‌তে পারি,
নাম নিলে বল নয়ন ভ'রে কেন বয় বারি?
ত্যাখ্ ত্যাখ্ নয়নে নয়নে হানে,
পিরীতের কি ভিরকুটী।
আমি রাঙা পায়ে লুটি॥

তুমি ভাব্‌তে থাক,—মোটা মোটা ষণ্ডা দরওয়ান তলোয়ার খোলা, ঐ মাগীকে নিয়ে কাট্‌তে যাচ্ছে, আর তুমি অমনি বাপ্‌রে মা রে ক'রে গিয়ে প'ড়্‌ছো; বাপ্‌রে, আমায় বিষ দে রে, খুন কর্ রে! আর আমি দেখ্‌তে থাকি,—রাধাকৃষ্ণ খানিক চোক ঠারাঠারি ক'র্‌লে, সখীগুলো খানিক হাত পাকড়া-পাকড়ি ক'র্‌লে, তার পর রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াল, আমি পা ছড়িয়ে দেখ্‌তে ব'সে গেলেম!

অনাথ। ও নসীরাম, শোন।

নসী। আঃ যা পাগ্‌লা, এখন বেজার করিস্‌নি।

অনাথ। কেন, আমি পাগল কিসে ?

নসী। আর কথায় কাজ কি, মনে বুঝে দেখ না। তুমি হাউ-মাউ-খাঁউ ক'ত্তে থাক, আমি বাঃ বাঃ বাঃ ক'ত্তে থাকি। আর যদি সখ্ থাকে তো 'বাঃ বাঃ' ক'র্‌বে এস। এস না, যা হয় একটা তো ক'ত্তে হবে। এসনা মজাই দেখা যাক্।

অনাথ। কি ক'ত্তে হবে ?

নসী। 'হাউ-মাউ-খাঁউ' ক'রে কি হবে ?

অনাথ। যদি কোন উপায় হয়!

নসী। দূর মিথ্যাবাদী! এই না ব'ল্লি, যা হবার তাই হবে। যা হবার তা হবে—তার আবার উপায় ক'র্‌বি কি ? দূর হোক্, পাগ্‌লা বেটার কাছে আর ব'স্‌বো না।

[নসীরামের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনার শয্যা প্রস্তুত হ'য়েছে।

অনাথ। হা হতভাগিনি! আমি তোর প্রাণবিনাশের কারণ হ'লেম! আহা, আমার প্রাণ ফেটে যায়, রাজা হ'লে কি এইরূপ নিদ্দয় হ'তে হয়? তবে রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা।

মন্ত্রী। কুমার আসুন, শয্যা প্রস্তুত।

অনাথ। আমি এইখানেই থাক্‌বো।

মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা।

অনাথ। উঃ, এতদূর—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাপালিকের গৃহ

কাপালিক ও সোণা।

সোণা।— (গীত)

কে বলে রে সর্ব্বনাশি,
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ ?
তোর কপালে আগুন জ্বলে,
দেখি লো তোর সকল মন্দ!
থাকিস্ তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালী, বিষ দিলি
তুই, তায় আদর ক'রে ;—
রক্ত খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে,
তোর নামে আমার হয় লো সন্দ।
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো গায়ে ছাই মেখেছে,
জ্যান্তে মরা হ'য়ে র'য়েছে ;—
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঝা যায় না ছন্দ-বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, হাড়-মালা গায়,
দে'খে মনে লাগে ধন্দ!

কাপা। সোণা, গান রাখ্—ভৈরবী হ'য়ে বোস্।

সোণা। আর রাখ্ তোর ভণ্ডামি। মদ খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হ'চ্চে, তা হ'লে সবাই সিদ্ধ হ'ত। পোড়ার-মুখো আর কি—সিদ্ধ হবে!

কাপা। দেখিস্—কোন শালা না সিদ্ধ হয়। মাইরি ব'ল্‌ছি, দুটো জিনিষের দরকার ছিল,—এক পদ্মিনা কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট, আর এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তা হ'লেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা হ'য়ে ব'স্‌বো, জান্‌লি হারাম-জাদী! আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—জানিস্!

সোণা। তোর কপালে যমদণ্ড আছে। আহা পুরুষের কি মুরোদ গো, আবার রাজা হবেন!

কাপা। দেখ্ বেটী, চক্রে ব'সে আমার মন চটাস্‌নি, আমায় শিবভাবে ভাব, চক্রে আমি ভৈরব—তুই ভৈরবী।

সোণা। কাপ্টাপনা কেম কর বল তো ?

কাপা। দেখ্, যে দিন রাজা হব, সে দিন তোরে সাত পয়জার ঝাড়্‌ব।

সোণা। সে তো যে দিন তোর মুখে আগুন দেব।

কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস ক'র্‌ছিস্? আমি রাজা হব, তা বিশ্বাস ক'রিস্ নি? তা আমি দেখে নিচ্চি—শোন্, সব যোগাড় হ'য়েছে ; প্রেমিক রাজকুমার তো এই রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাগী হ'য়ে বেরুলো ব'লে, আর পদ্মিনা মেয়ে কারাগারে বদ্ধ ক'রেছি, যে দিন বার ক'রে নিয়ে আস্‌বো, সেই দিন সিদ্ধ।

সোণা। তোর ঐটে বাহাদুরী আছে, রাজার সঙ্গে কি ক'রে জুট্‌লি?

কাপা। তুই বেটী কি ক'রে জান্‌বি? জানিস্‌, আমি রাজার ৬ ,আমি তান্ত্রিক উপাসনা শিখিয়েছি, রাজাকে চক্রে বসিয়েছি, আমি কারণ তৈয়ের ক'রে দি—তবে রাজা খায়। রাজাকে চিরযৌবন আর অমর ক'রে দেব ব'লেছি. কিন্তু তা দিচ্চি নি; জগদম্বার কৃপায় আমি রাজা হই, তোরে চির-যৌবনা ক'রে দেব—জান্‌লি?

সোণা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে আস্‌বো—জান্‌লি?

কাপা। শোন্ বলি, তোকে সেই মেয়েটাকে বার ক'রে আন্‌তে হবে, আমি সব যোগাড় ক'র্‌বো, তুই রোজ কারাগারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা জানাবি, তোকে মাসী ব'ল্‌বে, তারপর এই সিদ্ধাশ্রমে আন্‌বি। আর রাজপুত্রকে—সে আমি ঠিক ক'রে নেব, নমেকে দে পারি, যাকে দে পারি।

সোণা। মুখপোড়া, থ্যাংরা মারি তোর মুখে, আমার সঙ্গে মাত্‌লামো!. তোর হাড় অশুদ্ধ—তুই আবার সিদ্ধ হবি!

কাপা। হবই তো—তোর বাবার কি!

সোণা। আমার বাবার নয়—তোর মা'র মাথাব্যথা! মাতলামো কোচ্চো, রাজা শুন্‌লে যে গদ্দান নেবে। আমি গান গাই শোন্।—

সোণা।— (গীত)

তোর মুখ দে'খে কি হয় না লো ভয়,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে?
মায়ের কি ধার ধারিস্ বেটি,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে।
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ যতন,
বল আবাগী কাঁদায় কে এমন,—
পা চেপে তুই মার্‌লি পতি,
মত্ত মাগী নেশার ঘোরে।
তোর আঁধার বরণ বসন দশদিশি,
করে কার তুই হলি হিড়িম্বী,
তোর বরণ-ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি;—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী!)
রাক্ষসী তুই, খিদের চোটে
সৃষ্টি রাখিস্ উদরে।

কাপা। মাইরি, গান থামা, আমোদ হবে না—আমোদ হবে না, শোন্ দুটো প্রাণের কথা শোন্।

সোণা। না, আমি শুন্‌বো না—যা।

কাপা। শোন্ না—মাইরি সিদ্ধ হব।

সোণা। যাঃ—তোর সিদ্ধি হয় না, আমি চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

কাপা। তবে রে শালী, জপে ব্যাঘাত, খুন ক'রে ফেল্‌বো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সোণা ও বিরজা।

বিরজা। অনুরোধ ক'রো না আমায়—
ত্যজিতে এ কারাগার,
কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,
এই স্থানে অনশনে ত্যজিব জীবন।
লোকের গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন,
সংসারে কোথায় মোর স্থান?
উজ্জ্বল তপনে কোন্ লাজে দেখাব বদন।
জান না জান না ও লো সুলোচনা,
কারাগারে লভেছি জীবন;
শ্বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,

অধীনতা-বৰ্দ্ধিত শরীর ;
চিরবন্দী আমি,
স্বাধীনতা কিনিব গো প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,
নৃপতি-নন্দনে আর না হেরিব,
মধুর বচন আর না শুনিব,
কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,
সেই সাধে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ।
সাধ বটে দেখিতে কুমারে,
কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,
আর না হেরিব তাঁরে,
অপবিত্র দর্শনে আমার,
করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি
সে পবিত্র প্রাণে।
আহা, জান যদি বল,
কি দশায় আছেন কুমার ?
হায় হায় !
যদি হেয় ঘৃণ্য হ'ত মম কায়,
ভিক্ষা-অন্নে করিতাম জীবন-যাপন,
তা হ'লে না দেখা হ'ত তাঁর সনে।
সে নির্ম্মল সুকোমল প্রাণ,
কাটিত না কলঙ্ক কুৎসিত ফণী,
সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত !
আহা, নাহি জানি কি ভাবে র'য়েছে—
সে আমারে ভালবাসে !
কহ সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়ে এতই যন্ত্রণা সহে ?
বড়ই যন্ত্রণা—
সে বিনা কে বুঝিবে বেদনা হায় !

সোণা। বলি, অমন কেঁদো তখন, অন্ধকার যদি ভালবাস, বনে ব'সে কাঁদলে হয় না ? তোমার যাতনা বাড়বে ব'লে বলি নি, তুমি রাজার কুনজরে প'ড়েছ।

বিরজা। তিনি পিতা মম।

সোণা। কে বলে তোমায় চতুরা, তুমি কিছুই জান না, কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্ক-বিচার নাই। রাজা তোমার জন্য উন্মত্ত হ'য়েছে, তাই তোমায় মেরে ফেল্‌তে হুকুম দেয় নি।

বিরজা। ভাব কি লো পরস্পর্শে রবে এ জীবন !
সতি, জান না কি সতীর চরিত ?
কায়-মন-প্রাণ পতিপদে সমর্পণ,
পতি প্রাণ, পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ,
ত্যজিবারে নাহি মম অধিকার।
কিন্তু যবে অন্যে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখনি পলাবে,
মিশিবে পতির পায়।

সোণা। বুঝ্‌লেম, তুমি পতিপ্রাণা, কিন্তু যদি প্রাণ না বেরুলো ? দুঃখে লোক যাই ব'লুক, প্রাণের মমতা বড় কঠিন। দুঃখে যদি প্রাণ যেত, তবে দুঃখে ভয় কি ? তুমি সতী, বিপদ্ ডেকে এন না, যারা সতীত্ব হারিয়েছে—তারা জানে যে, কি রত্ন কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে হারিয়েছে। পরস্পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার দেহ ত' পতির—সে দেহ কামদৃষ্টিতে দেখ্‌বে —এই কি তোমার সাধ ?

বিরজা। না না, বল, এখান হ'তে যাবার কি উপায় আছে ?

সোণা। এই নিদর্শন নাও, আমার এই চাদর তুমি নাও, তোমার খানা দাও।

বিরজা। তুমি আস্‌বে না ?

সোণা। না। শোন—আর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি তুল না, এ নিদর্শনে একজন বাইরে যেতে পারে ; আমি এখানে থাক্‌বো। "যে যেমন বর্ব্বর, আপনার কাজে তৎপর"। তুমি মনে ক'চ্চো, আমার প্রাণ বধ হবে—তা ভেব না, আমি তোমার উপকারে আসি নি, আমার নিজের উপকারে এসেছি।

বিরজা। তোমার উপকার কি ?

সোণা। যাও যাও, আর দেরি ক'র না, সে অনেক কথা। সতীত্ব পরম রত্ন ! বিলম্ব ক'র না, আপনার সন্তানের প্রাণ বধ ক'রে যদি সতীত্ব রক্ষা করা হয়, তাও উচিত, আমার জন্য ভেব না, তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন দেখ গে ; যাও যাও, সতীত্ব পরমনিধি !

বিরজা। মা, তুমি কে ? দেবী কি মানবী ?

সোণা। রাজা এখনি আস্‌বে।

বিরজা। (ওড়না পরিবর্ত্তন করিয়া) মা, তবে আসি।

[বিরজার প্রস্থান।

সোণা। আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ারমুখো কথায় যদি ধ'র্‌তে পারে? আ মর, কামান্ধ কি কখনও দেখিস্‌নি? তাতে আবার মদ্যপায়ী—এখনই পোড়ারমুখো আস্‌বে।

(গীত)

আমি ভস্ম মাখি, জটা রাখি,
পরি গলে ফণীর হার,—
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার!
ক'রে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,
পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাঁপা;—
আমায় সে ভালবাসে,
শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি-নীরে
সদাই সে ভাসে;—
প্রাণখোলা সে ভাঙ্গড় ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এ ঘোর অন্ধকার! কাজ নাই—দূতী বেটী ব'ল্লে,—আলো আন্‌লে চোটে যাবে। বিরজা, আহা কি মধুর স্বর!

সোণা। (অন্যকণ্ঠে) আমায় ছুঁয়ো না।

রাজা। (প্রমত্তভাবে) বিরজা, তোমার জন্য প্রাণ যায়, দূতী তো তোমায় সকল কথা বলেছে।

সোণা। দূতী বলেছে—তোমার মুখে শুনি।

রাজা। আর কি শুনবে, তোমার জন্য আমি মরি! তুমি তো আমার ছেলেকে চেয়েছিলে সুখে থাকবে ব'লে, আমি রাজা—আমার চেয়ে কে তোমায় সুখে রাখবে?

সোণা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে, আমার যে গর্দ্দানা নেবে।

রাজা। সাধ্য কি!

সোণা। কার সাধ্য ব'ল্‌ছো? তুমি কি তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌বে? সে তখন রাজা হবে, যা খুসী তাই ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি রাজা হ'য়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চ, কে কি ক'র্‌ছে?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্য তোমার ওপর এত আমার মন! ও ছোঁড়া-ছুট্‌কো কি ভাল লাগে, তুমি এমন রসিকা!

সোণা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত পোড়ারমুখো কোথায় পাই বল, যে নিত্যি নিত্যি আগুন জেলে দিই!

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে আমোদ হয় না।

সোণা। না, কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ ক'র্‌বো?

সোণা। তুমি যখন ম'র্‌বে, তোমার ছেলে যদি আমায় মেরে ফেলে, কি ক'র্‌বো?

রাজা। আর সে কথা রেখে দাও; শোন, সে যা হয় হবে।

সোণা। আমায় ছুঁয়ো না। দেখ, আমি পদ্মিনী কন্যা চির যৌবনা; আমার ঠিকুজীতে লেখা আছে, যে আমার স্বামী হবে, সে অক্ষয় অমর হবে, আর উপপতি হ'লে ছ'মাস বাঁচ্‌বে না।

রাজা। অ্যাঁ, সত্য! আমি বলি স্বামিজী মিথ্যা কথা ব'লেছে!

সোণা। সত্যি না তো কি! তুমি তো আমার উপপতি হবে, ছ'মাসের মধ্যে ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে আমায় কাট্‌বে।

রাজা। তুমি আমায় যা বল, আমি তাই ক'র্‌বো।

সোণা। আমি আর কি ব'ল্‌বো, আমায় যদি বে' কর, তাতেও সর্ব্বনাশ; লোক-নিন্দাতে আমায় ত্যাগ ক'র্‌বে, আর এদিকে যমরাজ চুলে ধ'র্‌বে।

রাজা। ভাল বিপদ্‌—তুমি আবার পদ্মিনী হ'তে গেলে কেন?

সোণা। তা না হ'লে তুমি আমার পাদোদক জল খেতে আস্‌বে কেন?

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ! কোন বেটী ব'ল্‌ছেন, "মহারাজ, অপরাধ নেবেন না," "মহারাজ" "রাজাধিরাজ"। একটু প্রেমালাপে ব'স্‌লেন—কেউ ব'ল্লেন, "আর্য্যপুত্র" কেউ এলেন 'ভর্ত্তৃদারিকে," মান ক'রলেন—

"হা হতোঽস্মি," পান দিলেন,—"হা দীর্ঘোঽস্মি।" এক বেটী একদিন গালে ঠোনা মারতে পারলে না।

সোণা। ও গালে কি ঠোনা মারতে ইচ্ছা করে? যদি কারুকে চূণকালী দিতে ব'লতে—তা দিত। এখন পোড়ার-মুখো লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধুলো দিতে এসেছো?

রাজা। আমরা তান্ত্রিক, বেটা তো বেটা—হাঁ!

সোণা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি ঘুণ আসে না—খানিক টিপে দেয় না গা!

রাজা। এ মজা ক্রমে জান্‌বে, আমি, তোমায় উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী, আর আমি ভৈরব।

সোণা। তুমি ভৈরব না আবাগের ব্যাটা ভূত!

রাজা। আমি যদি ভূত হ'লেম, তুমি কি হ'লে?

সোণা। আমি আবাগের বেটী পেত্নী, তা না হ'লে তোমার সঙ্গে জুটতে চাই? এখন কি ক'র্‌বে বল?

রাজা। তুমি চিরযৌবনা?

সোণা। এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভায় তো পণ্ডিত আছে, গুণিয়ে দেখো না।

রাজা। না না, আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামিজী ব'লেছেন যে, তুমি চিরযৌবনা।

সোণা। তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন ব'লেছে। যাও ভাই, তুমি চ'লে যাও, ছ'মাসের জন্য পিরীত ক'রে কি হবে?

রাজা। আর যদি তোমায় আমি বে' করি, তাহ'লে তো পরমায়ু বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু ব'লে গেছেন।

সোণা। তা হ'লে তুমি বুড়ো জাম্বুবান্ হবে, চারযুগ অমর।

রাজা। তবে আর কি, এস।

সোণা। বে' ক'র্‌বে, লোক-লজ্জা হবে না? তখন আমায় যে ত্যাগ ক'র্‌বে;—লোকে ব'ল্‌বে, "এক বেটী বেশ্যা ওর ছেলের কাছে ছিল, তাকে বে' ক'রেছে।"

রাজা। তা বলে ব'ল্‌বে!

সোণা। বলে ব'ল্‌বে না, লোকের কাছে যখন মুখ পাত্তে পার্‌বে না, তখন ত্যাগ ক'র্‌বে।

রাজা। না না।

সোণা। তা আমি শুনি নি।

রাজা। তা ত্যাগ করি ক'র্‌ব—তুমি এস!

সোণা। আহা, কি রসের কথাই বল্লে গা! এ তবু ছ' মাস ঘর ক'র্‌তে পাব।

রাজা। তবে কি হবে?

সোণা। আচ্ছা, আমি পরখ ক'রে দেখি, তুমি লোক-নিন্দার ভয় পাও কি না? আমার সাত দিন একটা ব্রত সাঙ্গ ক'র্‌তে যাবে, এ ক'দিন বিবাহ হবে না, তোমারই অকল্যাণ হবে, তাই বল্‌ছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে দূতী হ'য়ে এসেছিল, সোণা না কি নাম, তাকে তুমি বে' কর্‌বে, আমি তা হ'লে টের পাব যে, লোক-লজ্জায় আমায় ত্যাগ কর্‌বে কি না। যদি এই কথা প্রচার কর, তা হ'লে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

রাজা। আরে ছি ছি! সে বেটী যে বিশ্রী দেখ্‌তে, লোকে যে চূণ-কালী দেবে।

সোণা। আর 'বউও' হলে দেবে না?

রাজা। তোমায় দেখ্‌লে সবাই ব'ল্‌বে, যা হোক্, পছন্দ বটে।

সোণা। তুমি কি সত্যি সোণাকে বিয়ে কর্‌বে? আমি তো তোমার হব। এ কাজ তুমি পার্‌বে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্য এত ক'র্‌বে কেন?

রাজা। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা যা ব'ল্‌ছ, তাই ক'র্‌বো।

সোণা। আমার একটা আলাদা বাড়ী ক'রে দাও, সোণা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবে না, ব্রতের জন্য যা যা দরকার হবে, আমি সোণাকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

রাজা। কি ব্রত?

সোণা। সাবিত্রী ব্রত, তোমার প্রমাই বৃদ্ধি হবে।

রাজা। দেখ সাত দিন করো না, দু'দিনে সেরে নিও! আমার তোমার জন্য প্রাণ যায়, এস, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সোণা। যাব, কিন্তু আলোতে আমার দিকে চেয়ো না, তা হ'লে আমার ব্রতভঙ্গ হবে।

রাজা। যখন দু'দিন অপেক্ষা ক'র্‌বো ব'ল্‌ছি, তখন আজ রাতটাও কাটাব, চল—এই [illegible] এস, তোমায়

কারাধ্যক্ষের ঘরে রেখে যাই, সে তোমাকে নূতন বাড়ীতে রেখে আসবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

বিরজা ও মাধুলী।

বিরজা। নাহি জা'ন কি বন্ধনে
বাঁধা আছে প্রাণ,
চরম সময়
ভয় হয় ছেড়ে যেতে কলেবর।
বুঝি আশার বন্ধন;
আশা কয়, হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেখে;
আশার ছলনে ক্রীতদাস,
রাখে তার বিক্রীত জীবন—
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ।
দ'রদ্র যে জন,
হেরে আশার স্বপন,—
একদিন রাজসিংহাসন পাবে
চির পরাধীনা পরান্ন পালিতা,
তবু আশা নির্ম্মল হ'লো না হৃদে!
আরে আশা—
ভুলিব না ছলনায় আর!
যা হবার হ'য়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রতারক!
শুন লো স্বজনি,
মৃত্যু কালে করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক তোর মন-সাধ,
ল'য়ে তব হৃদয়ের চাঁদ—
হও সখি ফলবতী;
কভু মনে ক'রো অভাগীরে।
যদি কভু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা, লো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধ'রে!
হায় সখি, কে যেন কে যেন
এখন' মরিতে করে মানা,
দুরন্ত বাসনা এখন' তাঁহারে চায়!
দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী!

মাধুলী। সখি, কেন তুমি আপনারে
ভাব অভাগিনী?
মনে মনে কর লো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেম-পাশে বদ্ধ রাজার কুমার;
যত্ন বিনা খুলিল লো কারাগার-দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কারু।
এ জীবন দিলে বিসর্জ্জন,
আর কি গো ফিরে পাবে?
হও সখি, স্রোতে তৃণসম,—
চল দোঁহে ভেসে যাই যথা ল'য়ে যায়।

বিরজা। যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে।
শুন বিবরণ— কহিতে সরম,
রাজা করে মম প্রেম-আশ;
পুরাইতে এ পাপ বাসনা,
পুত্রে দেছে কারাগারে।
কব কারে, হৃদয় বিদরে—
মনে হ'লে কুমারের চাঁদ মুখ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হ'ল তাঁর!

মাধুলী। তাই বলি রাখিতে জীবন।
নৃপতি নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,

তোমারে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাঁদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর।
শুনেছ কাহিনী, দুখিনী রমণী
সাবিত্রী পতিরে দিল প্রাণ।
করিলে যতন—অসাধ্য সাধন
সতী নারী করিবারে পারে।
কারাগারে বদ্ধ আছে স্বামী,
কেন লো স্বজনি,
উদাসিনী তুমি তাঁর কল্যাণ সাধনে?
তুমি উচ্চপ্রাণা, বাঁধ প্রাণ—
পতির দুর্গতি কর দূর।

বিরজা। সুভাষিণি,
তোমার কথায় হয় আশার সঞ্চার।
বল, যদি থাকে লো উপায়,
চিরদাসী হব তোর পায়।
পুন তাঁর পাব দরশন,
মধুর বচন করিব শ্রবণ,
পরশে পূরিবে প্রাণ মন!
বল ত্বরা-ত্বরি কি করি কি করি,
কেমনে আনিব তাঁরে?
বারেক লো হেরি সে বদন,
তখনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জ্জন,
রবে না বাসনা আর!

মাধুলী। ভাবি তাই—কূল নাহি পাই,
কি উপায় করিব স্বজনি!
আমি, তোমা দুইজনে হেরিয়ে নয়নে,
পড়েছি বিষম ফেরে।
কেন দূতী হ'য়ে
তোমা দোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
নহে কি ঘটিত এত দায়!
শুনেছি কাহিনী,
প্রাণ শিহরে স্বজনি,
কাপালিক দুরন্ত দুর্জ্জন—
'স্বামিজী' যাহার নাম—
করে তব প্রেম আকিঞ্চন;
দেখিলে তোমায় সেই দুরাশয়,
বলে ধ'রে ল'য়ে যাবে।
রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর,
হোথা—
অট্টালিকা-মাঝে বন্দী রাজার কুমার;
কি উপায়ে করিব গো তাঁহারে উদ্ধার,
সঙ্কটে কেমনে কূল পাব!

বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
কেমনে জানিলে সমাচার?
হায় সখি, রূপ মম হ'ল অরি!

মাধুলী। লোকে কয় সদাশয় সেই দুরাচার,
দীক্ষাগুরু নৃপতির!
গিয়ে আশ্রমে তাহার,
সাধিলাম পদে ধ'রে—
তোমা দোঁহে করিতে উদ্ধার।
সে বর্ব্বর করিল স্বীকার,
কহিল, 'নাহিক কিছু ভয়'।
সোণা নামে ছিল সঙ্গে নারী,
সঙ্গে তার পাঠালে আমায়—
দাঁড়াইতে কারাগার দ্বারে;
কহিল দুর্ম্মতি—"যাও শীঘ্রগতি,
উদ্ধার হইবে সখা তব,
কিন্তু চারিদিকে অরি, তাই ডরি,
লুকায়ে সখারে তুমি এনো মমাশ্রমে।"

বিরজা। মহা উপকারী!—
দুরাচারী কেন বল তারে?

মাধুলী। পথে সোণা কহিল আমায়,
"প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
বিরজার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে দুর্জ্জন,
তাই আকিঞ্চন—
নিকেতনে আনিতে তাহারে।
ভণ্ড এ পাষণ্ড,
ক'রে ধর্ম্ম নষ্ট মোর,

এ দুর্দ্দশা ক'রেছে আমার।"
শুনি সই শিহরিল কলেবর,
কহিল রমণী,
"বিরজায় মুক্ত আমি করিব এখনি ;
কিন্তু সাবধান,
ছলে ভুলে যেও না সে দুর্জ্জনের স্থানে।"

বিরজা। অনাথিনী যে রমণী—রূপ তার অরি !
শুনলো সুন্দরি,
কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।
ভিখারিণী বেশে রহিব এ দেশে,
দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
ভাবি সখি, তোমার কি দশা হবে ;
হায়—কি দায়ে পড়িলে তুমি
আমার কারণে !
না পেলে আমায় বধিবে তোমায়
কাপালিক দুরাশয়,
রাজদণ্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।
কাঁদে হিয়া,
ছেড়ে যেতে তোমারে স্বজনি !

মাধুলী। যে দশা তোমার,
আমার সে দশা সখি !
দাসী হ'য়ে আসিলাম সেবিতে তোমায়,
ভগ্নী সম রাখিলে আদরে,
সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ !
দুখিনী-নন্দিনী—
অযতনে গেছে চিরদিন ;
কিন্তু যেই দিন হ'তে আমি তব সহচরী,
যতনে তোমার,
ভুলিয়াছি দুখিনী-ঝিয়ারী ;
তব প্রেম ভুলিতে কি পারি !
সখি, তুমি সরলা বালিকা,
নাহি জান সংসারের বিবরণ।
দাসী তব রবে সাথে সাথে,
মনে জ্ঞানে কিঙ্করী তোমার।

বিরজা। তুমি ভগ্নী, হিতৈষিণী প্রাণসখী মম !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ

নসীরাম।

নসী। আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে ?—কেউ না। তবে তোর মন টানে কেন ?—তা নইলে আস্‌বো কেন ? কি বল দেখিনি, তোর মনের কথাটা কি ?—কি জানি ! বাঃ বাঃ বাঃ ! বেশ ! আমি খানিক হরি হরি ক'র্‌বো, ও খানিক ক'র্‌বে ! আবার আমি খানিক হরি হরি ক'র্‌বো, ও খানিক হরি হরি ক'র্‌বে—ধেই ধেই দু'জনে নাচ ! আর ও যদি না হরি হরি করে—নসে স'রে প'ড়্‌বে।

(কাপালিক ও সোণার প্রবেশ)

কাপা। নসীরাম, কি ক'র্‌ছো ?

নসী। পাগ্‌লামো।

সোণা। কেন, পাগ্‌লামো করা কেন ?

নসী। আ মর্‌ পাগ্‌লী বেটী, তুই পাগ্‌লামো ক'র্‌ছিস্‌ কেন ?

সোণা। আমার আর পাগ্‌লামো কি দেখ্‌লি ?

নসী। বেটী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ব'সে আছ—আর পাগ্‌লামো না ?

সোণা। (স্বগত) এ কি, পাগ্‌লা আমার কথা জানে নাকি ?

নসী। কেমন বেটী, মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগ্‌লামী ক'র্‌ছিস্‌নি ?

সোণা। এটা কি ব'ল্‌ছে ?

কাপা। তুই যেমন ওর সঙ্গে পাগ্‌লামী ক'র্‌ছিস্‌, ওর যা মনে আস্‌ছে ব'ল্‌ছে।

নসী। আর তোরা যাচ্ছেতাই ক'র্‌ছিস্‌।

কাপা। ক'র্‌ছি ক'র্‌ছি, চুপ ক'রে বোস্‌।

নসী। বেশ—রাজী আছি।

কাপা। কি হ'ল, তুই আন্‌তে পার্‌লিনি কেন ?

সোণা। এ র'য়েছে, এর সাম্‌নে কি ব'ল্‌ছো ?

কাপা। ও আপনার মনে আছে, তুই বল্ না।

সোণা। কা'কে নিয়ে আস্‌বো, কারাগারে তো কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।

কাপা। দেখ্‌তে পেলিনি কি, তুই কোন্ কারাগারে গিয়েছিলি?

সোণা। লালকুঠিতে।

কাপা। বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখ্‌তে পেলিনি?

সোণা। না। আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কারুকে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি, সে সখী ছুঁড়ীও নেই, ফের ভিতরে গেলেম, যে খালি ঘর—সেই খালি ঘর।

কাপা। সে কি!

সোণা। তুমি গিয়ে দেখে এসো না।

কাপা। কোথায় গেল?

সোণা। তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

নসী। মাকড়সা জাল বোন', আপনার জালে আপনি জড়াও, কি মজার মায়া, বাঃ—

কাপা। নসীরাম, কি ব'ল্‌ছিস্?

নসী। কেন বাবা, ফের আমার সঙ্গে? আমি একদিকে আছি, তোমরা একদিকে থাক।

সোণা। এ কে?

কাপা। ও জানিস্‌নি, সেই যে পাগ্‌লা, রাজাকে ঔষধ দিয়েছিল, রাজা ভাল হ'য়েছে।

সোণা। ও এখানে কেন?

কাপা। ও সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে পারে, ওর পাগ্‌লামীতে রাজা খুব খুসী। পাগ্‌লামো দেখ্‌তে রাজারা অমন একটা পাগল রাখে। তার পর কি হ'ল, বল্।

সোণা। আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম।

নসী। রাধিকা, অত চাতুরী ভাল না, কালাচাঁদের কাঁধে উঠ্‌বে? কালাচাঁদ পালাবে বাবা!

সোণা। এ কি বলে—ও সব বোঝে, ও ঠাট্টা ক'র্‌ছে!

কাপা। ও আবার কি ঠাট্টা ক'র্‌বে—তুই বল্।

সোণা। আমি তো কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না, তুমি বরঞ্চ দেখে এস; তোমার যেমন আমায় প্রত্যয় হ'লো না, এক সখী সঙ্গে দিলে?

কাপা। আমি তোকে কি অবিশ্বাস ক'র্‌ছি, বিরজা যদি না আসে।

সোণা। আমি বুঝেছি, রাজা কোথায় সরিয়েছে। বেশ হ'য়েছে, পোড়াকপালে, যেমন তুমি আমার বুকের উপর দাগা দেবার মতলব ক'রেছিলে, তেম্‌নি রাজা তাকে নিয়ে সিদ্ধ হবে।

কাপা। আর রেখে দে তোর রাজা, তার যো নাই; আমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে, সে পদ্মিনী কন্যা, তার সতীত্ব নাশ ক'র্‌লে ছ'মাসের ভিতর ম'র্‌তে হবে।

সোণা। আর বিয়ে ক'র্‌লে তো প্রমাই বাড়্‌বে!

কাপা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

সোণা। বলি শোন না, রাজা যদি বিয়ে করে?—তুই তো ব'লেছিস্, রাজাকে ব'ল্‌বি যে, বিয়ে ক'র্‌লে প্রমাই বাড়্‌বে।

কাপা। তোরে কে ব'ল্লে?

সোণা। কেন, সে দিন চক্রে যে আমায় সব বল্লি। আমি জানি, তুই মুখপোড়া সিদ্ধ হ'তে পার্‌বিনি। আমার কি কপাল তেমন—তুই রাজা হবি, আমি রাণী হ'য়ে ব'স্‌বো।

কাপা। তুই ভাব্‌ছিস্ কেন, রাজা কি লোক-লজ্জার ভয়ে বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বে, ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে না! আরও কত ভয় দেখাব। হ্যাঁ রে, সে দিন চক্রে ব'লেছিলেম না ঘুমন্ত ব'লেছিলেম?

সোণা। তা ঘুমন্তই যদি ব'লে থাকিস্ তো অত ভয় কেন? আর তো কেউ শোনে নি।

কাপা। তুই এখন যা, যদি তোর মিথ্যা কথা হয়, বিরজা যদি লালকুঠিতে থাকে, তোরে কেটে ফেল্‌বো।

সোণা। আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে খ্যাঙ্‌রা মারবো।

[সোণার প্রস্থান।

কাপা। তাইতো ব্যাপারখানা কি!

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। স্বামিজী এসেছেন, ভাল হ'য়েছে।—
কৃপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজ-পদে মম নিবেদন

জানাইও মহাশয়,
ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,
যাব আমি কারাগারে প্রেয়সী সদনে ;
ধর্ম্মপত্নী বিরজা আমার,
কারাগারে রব পত্নী সনে।
পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,
অপরাধী আমি শতগুণে ;
বাল্য—কাল বুঝাইল,
মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত !
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এইমাত্র কৃপা যাচে নন্দন তোমার।

কাপা। হে কুমার !
বজ্রাঘাত আর ক'র না কঠিন প্রাণে।
আমি সংসার-বিরাগী—
তবু তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
পুত্রাধিক তুমি মম,
হায় ! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ।

অনাথ। ভুলিতে কে পারে,—
কার হেন অধিকার !
সে আমার আমি তার, ভুলিব কেমনে !
যে জানে সে জানে,
এ তো ভোলা নাহি যায়।
ল'য়ে চল পিতার নিকট,
পুনঃ আমি করিব মিনতি,
পুনঃ আমি জানাব এ নিদারুণ জ্বালা।
আমি মরি !
বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—
পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে !
সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,
হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা !

কাপা। আহা ! সরল কুমার,
চেন না সে ফণিনারে।
জান না জান না কিবা প্রবঞ্চনা
আচ্ছাদন ক'রে রাখে সুন্দর আকৃতি।
শুন, ধৈর্য্য ধর—
দ্বিচারিণী সে রাক্ষসী।

অনাথ। কি—মিথ্যা কথা ! নহে দ্বিচারিণী,
সে আমার প্রাণাধিকা, প্রাণপ্রিয়া,
সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ !

কাপা। হে কুমার, কব কি তোমায়,
লজ্জায় মরমে মরি !
রাজা মুগ্ধ বিরজার রূপের ছটায়,
পাঠাইল দূতী তার পাশে,
অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার
বিবাহ করিতে ভূপে ;
হবে শীঘ্র উদ্বাহ নির্ব্বাহ।

অনাথ। কি—কি—কি ? না, মিথ্যা কথা।

কাপা। সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যয় ;
দ্বিচারিণী ক'রেছে স্বীকার,
অচিরে সে বরিবে রাজায়।

অনাথ। সব মিথ্যা—সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা ! বিরজা দ্বিচারিণী ! ওই যে—ওই যে— (মূর্চ্ছা)

কাপা। শীঘ্রই তোমার যন্ত্রণার শেষ হবে, ভৈরবীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব।

অনাথ। যাও ব্রহ্মচারী যাও,
প্রাণে যদি থাকে তোর আশা।
নহে বল, ধরি তব পায়,
দেছ মিথ্যা সমাচার,
আমি দাস হ'য়ে তব পদ করিব হে সেবা।
বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,
কেন নরহত্যা হের ব্রহ্মচারি !

কাপা। হা অভাগা,
এই কি বিধাতা মম লিখিলে কপালে—
প্রাণাধিক রাজপুত্র মোর,
তার হেন দশা !
হায় রে কিশোর প্রাণে
দিলি হেন ব্যথা !

অনাথ। যাও বিলম্ব না কর আর,
দেছ শুভ সমাচার।
জান না জান না কি ব্যথা দিয়াছ প্রাণে :

হায়! রণভূমে শত্রু-অসি
না পশিল হৃদে,
তীক্ষ্ণতর অসি-ধারে কাটিতে অন্তর!

কাপা। বৎস, ধৈর্য্য ধর।

অনাথ। যাও—দূর হও,
প্রবোধ দিওনা আর,
ক্ষুদ্র প্রাণে কি বুঝিবি কি বেদনা মম;

[কাপালিকের প্রস্থান।

এ ব্যথা বুঝিতে কেহ নারে!

নসী। কি বল্লি বেল্লিক—আমার রাধারাণী তোর ব্যথা বুঝ্তে পারে না? তুই একদিন হায় হায় ক'রেই এই—আহা, রাজনন্দিনী রাধারাণী আমার এক্‌শ বচ্ছর ধূলোয় প'ড়ে কেঁদেছে—আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুঁজীকে নিয়ে রইলো!

অনাথ। নসীরাম, কি ব'ল্ছো, আমার বেদনা কি কেউ বুঝ্তে পারে?

নসী। তুমি রাধারাণীর দুঃখের কথা শোননি—সে প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন—সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার ধূলোয় প'ড়ে কাঁদ্লে!

অনাথ। নসীরাম, তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হও না? রাজকুমার হওয়াই শক্ত, আমার মত হওয়া তো আর মুস্কিল নয়, নসে পাগ্‌লা তো হ'লেই হ'লো!

অনাথ। সত্য কি দ্বিচারিণী—এ অপবাদ দিতে কি স্বামিজী সাহস ক'র্বে? ওর লাভ কি, আমি ওরে ব্যথায় ব্যথিত দেখ্‌লেম; মিথ্যা কথা সে কি দ্বিচারিণী—নসীরাম, তোমার প্রাণের ভয় আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌বো—ম'র্তে হয় ম'র্বো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি সুখে এ জীবন ধারণ!
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জ্বলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হ'য়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক্, হেয় প্রাণ কেন রাখি আর!
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতিলোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি!

নসী। আরে, বেশ মজা ক'র্ছে, থাম্‌কা থাম্‌কা ভেবে ম'র্ছে—কি ভাব্‌ছো?

অনাথ। কি জানি!
গেল, সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জ্বলিবে
নিভিবে কেবল চিতানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।
আছে কি ব্যথার ব্যথী—
শুধাইব কারে,
লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।
বুঝিতে না পারি, সব সম হেরি,
কই—কোথা ব্যথা, কোথা অনুতাপ,
উদ্দেশ্য কি আছে মম,
কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?
মৃত্যু! ঘুমায় বা জাগে।
অধিক অনিষ্ট কিবা তায়;
মৃত্যু-ভয় এত কি কারণ?
জনম-মরণ মাঝে কয়দিন এই অভিনয়।
কুৎসিৎ এ অভিনয়,
যবনিকা-পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্ছ, ঠাওরাও, ঠাওরাও, দিনকতক ঠাউরে নাও, আমিও কত ঠাওরাতেম—বুঝ্‌লে?

অনাথ। কি ঠাওরাতে?

নসী। সে আগোড় বাগোড় ভাগোড় কত কি তোমায় ব'ল্‌বো। কে খাওয়াবে, ম'লে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা, ম'লেই হ'লো—

অনাথ। তারপর?

নসী। তারপর দু' গালে চার চড় লাগিয়ে দিলেন, ব'ল্লেম 'শালা ম'লেই হয় আর বাঁচ্‌লে হয় না?'

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্য—যা ক'র্‌ছি, তাই ক'র্‌তে?

নসী। কে তোমায় তা মাথার দিব্বি দিলে, আগোড় বাগোড় তাগোড়গুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হ'তে, যদি পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ ক'র্‌তে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত ক'র্‌তো, তা হ'লে বুঝ্‌তে, এ চিন্তা ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি ক'র্‌তে, তা হ'লে আমি বুঝ্‌তেম্ যে, এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? জল জল ক'র্‌লে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাক্‌লো।

অনাথ। তা কি হয়?

নসী। হয় না হয়, পরখ ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার। হরি নাই বলে কারা জান? যারা একবার হরি হরি করেন—মনে করেন, হরিকে খুব কৃপা ক'রেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হরি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে না কারা জান? যাদের হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রাণ ভ'রে যায়, যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা অবকাশ পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, 'হরি, তুমি আছ কি না?' ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম ক'র্‌বে!

অনাথ। তুমি হরিনাম কর?

নসী। হরিনাম ক'র্‌ব না, মজা ওড়াব না, তোমার মতন তো আমি পাগল নই, যে ভাব্‌বো, কি হবে, কি ক'র্‌বো?

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তুমি কে?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে কুমার, আমায় বলে নসে পাগ্‌লা।

অনাথ। ও তো বুঝ্‌লেম; তোমার বাপ মা তো ছিল?

নসী। তা না তো কি আমি ভুঁইফোড়?

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল?

নসী। লোকে ব'ল্‌তো বামুন।

অনাথ। তোমার পৈতে হয় নি?

নসী। ছিল গাছ দুই সুতো! তা আমার পৈতের সময়ই বাপ-মা মরে যায়। সে যদি মজা দেখ্‌তে—মা যখন ম'র্‌তে যায়, একে একবার বলে—'ছেলেটাকে দেখো,' ওকে একবার বলে—'ছেলেটাকে দেখো;' কিন্তু ম'রে আর বেটী কুড়ি বচ্ছরের ভিতর খোঁজ নিলে না। আর আমি—সেই শ্মশানঘাটে হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাই কত, এই যে এক একবার হাসি দেখ্‌তে পাও, সেইগুলো মনে পড়ে, আর হাসি। মনে হ'লো, কে খাওয়াবে, কোথায় থাক্‌বো, বেঁচে সুখ কি, মরি এখনি—এমন সময় দেখি যে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন যাচ্ছে, রাম-শিঙ্গে বাজিয়ে খুব আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেছে, একজন বৈরাগী আমায় হাত ধ'রে তুল্লে; খোলের বাদ্দি শুনে, আর তারা নাচ্চে, আমিও নাচ্‌তে লাগ্‌লেম; হরিবোল হরিবোল ক'র্‌তে লাগ্‌লেম—দেখ্‌লেম, যা মজা, তা এতেই, কারুর তোয়াক্কা নাই বাবা, ব'সে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা হয় কি? ম'র্‌তেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, খুদ-কুড়োও চাইনি, ও সব ভাবিই না, জানি, ও একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছেই, সুখ-দুঃখ দু'শালা সঙ্গের সাথী; ও যা হবার হোক, আমি বলি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম, তুমি পাগল নও।

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কি না, বুঝ্‌তে পারে কে জান—যে পাগলও নয় অপাগলও নয়।

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম ক'র্‌লে কি স্মৃতিলোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি? এগুলো তখন মনে হ'লে হাসি পাবে—কত মজা হবে, মনে ক'র্‌বে, রাজকুমারটা কি পাগল ছিল।

অনাথ। হরিনাম ক'রলে কি রাজকুমার থাকে না?

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই তো নাম। আমায় যেমন নসে পাগ্‌লা বলে, তোমায় তেম্‌নি বলে পাগ্‌লা কি

অন্য পাগলা—যা হয় একটা ব'লবে। লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙাল, কোন শালা মানের কাঙাল, কোন শালা মেয়ে মানুষের কাঙাল, কোন শালা ছেলের কাঙাল—যে শালা কেঙ্লাবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল।

অনাথ। না নসীরাম, তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাক্‌বো, তোমার কথায় আমার বড় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বন্‌বে কেন ভাই?

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ, তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি কারুর তোয়াক্কা রাখ্‌ব না, আর তুমি মনে কর, বেশ একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমায় ব'লবে ভালবাসি, তুমি তাকে ব'লবে ভালবাসি; তোমার চাই লোকজন, কেউ যদি না কাছে থাকে, নিদেন একটা নসে পাগ্‌লা চাই। আর আমি কি চাইব, তা খুঁজেই পাইনি।

অনাথ। নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছুই নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিষ একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো! সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে; লোকজন—কোথায় যাবে,তার ঠিকানা নাই; টাকাকড়ি—আজ ব'লছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার, না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দু'মুটো ধুলো ধর না কেন. বল—এই আমার টাকা, এই আমার টাকা। একটা জিনিষের মতন জিনিষ দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কর, হরিকে চাও না?

নসী। আরে দূর—যে আমার জন্য ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাইব কি!

অনাথ। তুমি কি বল, হরি তোমার জন্য ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা ঘুর্‌বে না; আমি তো আমি—পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে, কোথা থাক্‌বে, আমি ওই মজাই দে'খে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেল্‌ছে—সকলেরই সাম্‌নাসাম্‌নি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে ক'র্‌ছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ, তোমার নাচ-তামাসা ভাল লাগ্‌বে না। ঘর, ঘর পুত্‌লোবাজী। তার ক'রে নাচাচ্ছে, আর নাচ্ছে। তা তোমায় এক কথা বলি, শোন,—পাঁচ জনের তোয়াক্কায় যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে ব'ন্‌বে না, আর যদি মজাদারী আমিরী চাও তো পায়ের উপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে ব'সে আমিরী কর।

অনাথ। নসীরাম, এ সব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য, আমি রাজপুত্র হ'য়ে দিবানিশি জ্ব'ল্‌ছি, আর তুমি ভিখারী, তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এ তো একটা আশ্চর্য্য দেখ্‌লে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখ্‌তে পাবে, দেখে দেখে অরুচি ধ'রে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তোমায় যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—ক'রেছে, পাঁচ ভূতে ক'রেছে, নইলে আমি রাজারাজড়ার বেটা, এমন ক'রে প'ড়ে থাকি? খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর—যেন কুপোর ভিতর ভূত পুরেছে!

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে? তা হ'লে কেঙলাপনা ক'রে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হ'লে গাছের পাতাটাও নড়ে না।

অনাথ। তবে তোমায় পাঁচভূতে বন্দী ক'রেছে কেমন ক'রে?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগ্‌লা, দিলে দিনকতক বন্দী ক'রে। সখ—সখের ওপর কাজ! কে কথা কইবে বাপু, তার যে সখ সেই ভাল, বুঝ্‌চ না, সে যে কর্ত্তা।

অনাথ। নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।

নসী। আমি যাব না, তুমি না স'রে যাও।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনাকে মহারাজ ডাক্‌ছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চ'ল্লে যে?

অনাথ। মহারাজ ডাক্‌ছেন, আমার উপায় তো নাই।

নসী। তাই তো বলি—তোমার কাছে থাক্‌বো, এই

ধ্যান্ ক'র্‌বো, অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন? আর অমন ক'র না, কাণমলা খেয়ে চ'লে যাও, স্রোতের কুটো হ'য়ে পড়, যে দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেশ ক'রে বুঝে দেখ, তোমার এক্তার কিছুই নাই, সবই হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথনাথ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। মুখপোড়া এইখানে ছিল, গেল কোথা?

নসী। দেখ, তুমি যদি হরিনাম কর, আমি খানিক শুনি।

সোণা। হরিনাম তো ক'রবোই, আগে মুখপোড়ার মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।

নসী। ইস্, তো বেটীর ভারী তেজ! হরি তোর হাতছাড়া হ'তে পার্‌বে না। লক্ষ্মী সোণা, তুমি একবার হরি বল, তোমার মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার পায়ে পড়ি—বল।

সোণা। ও মা, একি গো, ভাল পোড় জ্বালানে লোক; ব'লছি বাবু—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—এখন যাই?

নসী। আচ্ছা, আবার যখন ইচ্ছায় হরি ব'ল্‌বে, আমায় শুনিও।

সোণা। হরি বলান তো হরি ব'ল্‌বো।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও বেটী, তুমি এমন সেয়ানা, তোমার হরির উপর ভার! ঠিক বুঝেছিস্—সেই বেটার উপর সব ফেলে দে, আর তোর যা খুসী, তাই ক'রে বেড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিশ্রাম-গৃহ

রাজা ও কাপালিক।

কাপা। অনিষ্ট-আশঙ্কা নৃপ, হেরি অতিশয়।
রাজ্যময় প'ড়েছে ঘোষণা,
পুত্রবধূ প্রতি তব মজিয়াছে মন।
প্রজার জীবন ধন কুমার তোমার,
সৈন্য ফেরে তাহার ইঙ্গিতে,
শঙ্কা হয় চিতে,
চারিভিতে জ্বলিবে বিদ্রোহানল।
মহাবল পুত্র তব, শিক্ষিত সৈনিক দলে
প্রবেশিলে রণে হবে দুর্নিবার,
শক্তি কারু না হইবে রোধিতে তাহারে,
তাই কহি ত্যজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি, ক'রেছি যে সুকৌশল;
আজি রাজ্যে করিব প্রচার,
সোণা নামে দূতী যে তোমার,
পাণি তারি করিব গ্রহণ,
তাহে এ সন্দেহ হবে দূর।

কাপা। এ কি কথা!
হবে তাহে ঘৃণার ভাজন,
সবে কবে মতিভ্রম জন্মেছে তোমার;
পদচ্যুত করিয়া তোমায়,
কুমারে অর্পিবে সিংহাসন।
তাই কহি নাহি প্রয়োজন,
ছাড় বিরজায়।
কুমার যদ্যপি পুন মিলে তার সনে,
বোঝাব প্রজায়, রাজপুত্র শত্রু-অনুগত,
কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার।

রাজা। বিরজায় কেমনে পাইব ?

কাপা। কৌশল করিব পরে।
বৈরীভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,
বন্দী কর কিম্বা বধ' প্রাণ,
তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ।

রাজা। না না, এ নহে উপায় ;
প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,
প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,
প্রাণ ভিক্ষা লব,
মেগে লব বিরজারে।
পুত্র মম অতি সদাশয়,
বিরোধী না হবে তাহে ;
যাও তুমি আসিছে কুমার।

[কাপালিকের প্রস্থান।

(অনাথনাথের প্রবেশ)

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষা মাগি তোর ঠাঁই !
মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,
নারীরত্ন আমারে কর রে সমর্পণ।
নহে ইচ্ছা যদি,
নিজ হস্তে বধ এ জীবন।
প্রাণের মালিন্য মম ক'রেছি প্রকাশ,
কহ বৎস, যেবা তব হয় অভিলাষ।
যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,
হও যদি বাদী, কহিনু নিশ্চয়,
পিতৃ বধ লাগিবে তোমায়।
জেনো পুত্র, আমি আর নহি রে আমার,
বুঝহ ব্যভার,
পিতা হ'য়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে !
কর তুমি যথা অভিরুচি।

অনাথ। তুমি ইষ্ট, তুমি শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ বিধাতা,
অভিলাষ কর তুমি যার—
সে মম জননী সম।
তুমি রাজা, প্রজা আমি তব,
আজ্ঞা যেবা হবে সেই নিয়ম আমার,
কর দেব, যথা অভিরুচি।

রাজা। লোক-মুখে শুনি, পুত্র, ভয় গণি মনে,
প্রজাগণে তোমার কারণে
বিরোধী হইবে মম।
শুনি সৈনদল বিদ্রোহ-অনল—
প্রজ্জলিত করিবে নগরে।
রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে,
বিশৃঙ্খল কর নিবারণ।

অনাথ। তুমি রাজ্যেশ্বর, র'য়েছে নফর,
কার সাধ্য বাদী হবে তব ?
তব ইচ্ছা যাহা, কে রোধিবে তাহা,
কার আছে অধিকার ?
বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,
নফরে বিদায় দেহ।
শুন মতিমান, করিব সন্ধান,
কেন নরে দেহ ধরে,—
ভ্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে
আসিয়াছি ধরাধামে !—
পশুর সমান,
মানবের মরণ কি পরিণাম ?

রাজা। শুন পুত্র, ত্যজ এ বিরাগ,
সিংহাসন রাজ্যধন করিব অর্পণ,
রহিব বিরলে আমি বিরজারে ল'য়ে।
মম আশীর্ব্বাদে চির সুখে যাবে দিন,
পিতৃঋণ হবে শোধ ;
আজি তোর পরাইব মুকুট মাথায়।
মন ফিরাতে না পারি,
তাই লাজ পরিহরি
ভিক্ষা চাই তোর ঠাঁই।

অনাথ। চিরদিন হিত চিন্তা কর তুমি মম,
তবে কেন কর আজি অহিত কামনা ?
যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,
বাধা নাহি দেহ,
বিজনে বসিয়া করিব হরির পদ ধ্যান।
যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,

পাই কভু দরশন,
সুধাইব তারে ধরা-কারাগারে—
কেন আনি রাখেন মানবে ?
বাসনায় বাতুলের প্রায়,
সুখ-অংশে ভাসে আঁখিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার ?

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ওরে রে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে ? এ কেন, ও কেন, ওরে কৈফিয়েৎ দাও। তোমার বাপের খাতাঞ্চি কি না! যাবি চ'লে যা, বাপের কাছে মায়া-কান্না কাঁদতে এসেছেন!

রাজা। নসীরাম, সব সময় পাগ্‌লামো ভাল লাগে না।

অনাথ। এঁরে পাগল ব'ল্‌বেন না।—
যে সুখ-আশায় উন্মাদ মানবকুল,
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়।
নাহি প্রয়োজন, স্বেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্খা-বর্জ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল ?
বাঞ্ছিত এ উন্মত্ততা কার ভাগ্যে ঘটে!
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চ'লে যাই—প্রণাম চরণে।

[অনাথনাথের প্রস্থান।

রাজা। নসীরাম, শোন শোন—দেখ্‌ছি অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে শান্ত হ'তে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্ছি, রাজ্য-প্রান্তে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান কচ্ছি, ওকে বল, যেন কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটায়।

নসী। হাঁ, ওর সাধ্যি কি যে বিশৃঙ্খল করে! সে শেকলা-শিকলি বাঁধা, যার পর যা, আমি অমন ঢের রাজপুত্র দেখ্‌লেম!

রাজা। নসীরাম, তুমি চেষ্টা কর, তুমি যা চাও, তা দেব।

নসী। দেবে তো ? এই কথা রইল ? মনে ক'রছ, পাগ্‌লা বেটা ভুলে যাবে—চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।

[নসীরামের প্রস্থান।

রাজা। যা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি আছে! আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং যুদ্ধ ক'র্‌বো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো মৃত্যু!

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। মহারাজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি সকল কথা শুনেছি। আমার উপর সকল ভার দিন, আমায় আপনার নামাঙ্কিত মোহর দিন, আপনি বিরজাকে ল'য়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি সব সুশৃঙ্খলা ক'চ্ছি।

রাজা। এস তাই হবে, তুমি যা জান কর, কুমারের অভিপ্রায় ভাল বুঝ্‌লেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ছায়া কানন

অনাথনাথ ও নসীরাম।

অনাথ। প্রভু—গুরু—পতিতপাবন!—দয়াময়! আমায় ব'লে দিন, হরি কোথায় ?—কোথায় তাঁর দর্শন পাব ?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম নসে, তুমি যে কতক গুলো নাম দিয়ে ফেল্লে!

অনাথ। প্রভু, বঞ্চনা ক'রবেন না, আমি অজ্ঞান, আমায় জ্ঞানদৃষ্টি দিন,—বলুন, তিনি কোথায় ?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতেম, তা শালারা ব'ল্‌তো কি জান—'গোলোকে,' আ মর্, গোলোক কোথা রে বাপু!—ভবলোক, তপলোক, জনলোক এই কতকগুলো লোক না ব'লে,—বলে তার উপর, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারতেম না। তার পর একদিন ...

গায় কথা হ'চ্ছে, প্রহ্লাদ ব'লে একটা ছোঁড়া ছিল, সে অমনি দিন নাই, দুপুর নাই, হরি হরি ক'রে ডাকতো, আর হরি অমনি আসতো। আমি ঠাওরালেম, আমিও সেই রকম হরি হরি ক'র্‌বো; হরি হরি করি, আর চোখ চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই! আবার খাবার দাবার যোগাড় ক'র্‌তে হয় কি না, এদিক্ ওদিক্ যাই; একদিন মনে ক'ল্লেম, আর যাব না, বেটাকে খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াতে ছানা চিনি, আর কত কি তোরে ব'ল্‌বো—নিয়ে এসে বলে 'খা'।

অনাথ। প্রভু, আমি হরির দেখা পাব?

নসী। পাবি; সে ভেড়ের ভেড়ে একটা পাগ্‌লা, পরের ভাব্‌না ভেবেই মরে, যে আপনার ভাবনা ভাবে না, হরি তারই ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু, আমি অজ্ঞান, আমায় বুঝিয়ে দিন, সকলেই তো আপনার ভাব্‌না ভাবে।

নসী। তা বাপু, সেইটি ভাব্‌তে পারো না; যে যতটুকু আপনার ভাব্‌না ভাব্‌বে, সে ততটুকু তফাতে থাক্‌বে।

অনাথ। প্রভু, ভাব্‌না তো দূর হয় না!

নসী। আরে, তুই যে মজা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি,—ক্রমে পার্‌বি। কি জানিস্, যখন তোর জন্যে আর একজন ভাব্‌ছে, তোর এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝ্ না কেন, যখন ছেলে ছিলি, তুই মজা ক'রে মাই খেতিস, আর তোর মা মাগী ভেবে ম'র্‌তো, আর এখন যদি না ভাবিস্, হরি তোর জন্যে ভাব্‌বে; কিন্তু বাবা, ভাবের ঘরে চুরি কোর না, ঠিক-ঠাক—কেউ কাট্‌তে আসে, ফিরে চাইবি নি, মজাসে হরি-বোল হরিবোল ক'র্‌বি—হরি বেটার বাপের মাথা ব্যথা, তলোয়ার এসে ধ'র্‌বে। তোরে ব'ল্‌ছি কি, প্রহ্লাদকে আগুনে পোড়াতে গিয়েছিল, হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে ক'রে ব'স্‌লো। বুঝেছি—তুই মনে ক'র্‌ছিস্ কি জানিস্ - যদি না ধরে? না ধরে নাই ধ'র্‌বে, এমন তো লোক মারা যাচ্ছে, এমন নয় যে, ফিকির ক'রে কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা গেলি।

অনাথ। প্রভু, মন কি স্থির হবে?

নসী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা দেখেছি, যদি রাত-দিন হরিবোল বলা অভ্যেস করিস্, তাহ'লে মন বেটা হরি হরিই ক'র্‌বে; যখন এটা সেটা ভাব্‌না আস্‌বে, তখনই তুই হরি হরি ক'র্‌বি, তখন ভাব্‌না শালা পালাবার পথ পাবে না; আমার তো ভাই, এই হ'য়েছিল।

অনাথ। প্রভু, পদধূলি দিন, আপনার কথায় আমার ভরসা হ'চ্ছে।

নসী। ও ভয়-ভরসা দু' শালাই শত্রু! তোর ভয়েও কাজ নাই, ভরসায়ও কাজ নাই, আর কথায়ও কাজ নেই। আয়, হরি হরি করি— হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। রাজকুমার আসুন।

অনাথ। কোথায় যাব?

নসী। কাজ কি তোর মাথা ব্যথায়, যেখানে হোক নিয়ে যাক্ না, তুই হরি হরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যা।

অনাথ। প্রভু, প্রণাম!

নসী। আমিও তোকে প্রণাম করি, যে হরি হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু, করেন কি, এতে যে আমার অপরাধ হয়!

নসী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা করুক না, তুই কেন হরি হরি কর্ না।

অনাথ। গুরু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরি-বোল!

শম্ভু। কুমার, আসুন।

[অনাথনাথ ও শম্ভুনাথের প্রস্থান।

(মাধুলা ও বিরজার প্রবেশ)

মাধুলা। আপনি ব'ল্‌তে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে, তাকে জিজ্ঞেস্ কর গে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস্ কর গে।

বিরজা। হরি কে?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাকে চিনিনে।

নসী। না চেন, আমি কি ক'র্‌বো বল? কিন্তু চিন্‌লেই চিন্‌তে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস কর্‌লেই হয় –

'হরি, কে তুমি ?'

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও ব'ল্‌চে, ভগবানকে জিজ্ঞেস্ কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস ক'রতে ব'ল্‌চি, আমি হ'লেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস ক'র্‌চিস্,যাঁর চোক বুজ্‌লেই অন্ধকার—আর তোরা হ'লি ভাল। সত্যি, তামাসা ক'র্‌চি নি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিস্‌না, সব ব'ল্‌বে।

মাধুলী। হরির কোথায় দেখা পাব বল, যে জিজ্ঞেস ক'র্‌বো ?

নসী। আ গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় ক'রে ব'ক্‌লেম,আবার এর সঙ্গে বকি,যে দিন হরিকে খুঁজ্‌বি, সেই দিন হরি এসেই ব'লে দেবে, কোথায় তাঁর দেখা পাবি ; এখন যাকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছিস্ যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজ্‌চি।

নসী। তা আমার কি ?

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমায় তত্ত্ব জেনে দিতে পারেন ?

নসী। আমি কিছুই পারিনি।

[নসীরামের প্রস্থান।

বিরজা। সখি, কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই ? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হ'চ্ছে।

মাধুলী। দেখ, এদিকে সেই স্বামিজী আস্‌ছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল, তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই, ওরা কি বলে শুনি।

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

(শম্ভুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। কি—সন্ধান ক'রে দেখ্‌লে যে বিরজা সেথায় নাই ?

শম্ভু। সে খালি বাড়ী, কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি ব'ল্লে ?

শম্ভু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায়, এই মাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক ?

শম্ভু। তা তারা জানে না।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের দ্বারাই ষড়্‌যন্ত্র ক'রে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক, সন্ধান কর।

শম্ভু। সকলে বলে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। অ্যাঁ সোণা না কি ! রাজা তো প্রচার ক'রেছে, সোণার সঙ্গে তার বে হবে ; সোণা বেটী কি কিছু ষড়্‌যন্ত্র ক'রেছে নাকি !—রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ ?

শম্ভু। আজ্ঞে, সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দু'জন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পার্‌বেন না।

কাপা। শম্ভুনাথ, সন্ধান ক'রে তুমি এ দুটো মেয়েকে ধর, তা হ'লেই তোমাকে আমি চেলা ক'র্‌বো, বেশী দূর তারা যেতে পারেনি, চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও, আমিও ঢেঁড়্‌রা পিটে দিচ্ছি।

শম্ভু। তাদের তো আমি চিনিনি।

কাপা। একজন পরমা সুন্দরী, অমন সুন্দরী কখনও দেখনি। যাও, সন্ধান কর—কি হয়, আমার আশ্রমে খবর দিও।

শম্ভু। যে আজ্ঞা।

[শম্ভুনাথের প্রস্থান।

কাপা। ইস্, দু'বেটী হাত ছাড়া হ'য়ে গেল ! সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, সমস্ত ভার পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে বধ ক'র্‌তে পার্‌লেই হয়। ভাল কথা, আমার লোকের দ্বারা বন্দী ক'রে প্রকাশ ক'রে দিই যে, ব্যামো হ'য়েছে ; না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, প্রজারা দেখ্‌বে—জীর্ণ-শীর্ণ হ'য়ে ম'রেছে। আর কুমারকে তো আজ রাত্রে বলি দেব। আমার একটা বড় দোষ হ'য়েছে, মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সব মনের কথা ব'লে ফেলি, সোণা বেটী কতক কতক শুনেছে, তা এ ষড়্‌যন্ত্র সে বেটী কি বুঝ্‌তে পারবে ?

[কাপালিকের প্রস্থান।

(বিরজা ও মাধুলীর পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সন্দেহ নাহিক কিছু তার।

শুনিলে, কুমার বন্দী আছে ওর ঘরে,
কিরূপে উদ্ধার করি—
হায় সখি, অদ্ভুত ধাতার বিড়ম্বনা !
যেই জন করে মম মঙ্গল কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজঙ্গিনী,
লো সঙ্গিনি,—
যে আমারে সাদরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণ নাশ ;
যথা আমি—তথা হাহাকার,
একি বিধি বিধাতার !
মগধে লো ছিলাম যখন,
জ্বলিল সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদায়।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অত্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার
বদ্ধ আজি পাষণ্ডের ছলে।
ভূপতির জন্মিল দুর্ম্মতি,
হের সখি, তোমার দুর্গতি,—
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
বুঝি সখি, কৃতান্ত—শঙ্কায়
নাহি করে আমারে স্মরণ !
ঝাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সই, চিতায় প্রবেশি—
উত্তাপ হারাবে হুতাশন,
বিষধর দংশন ভুলিবে,
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোরে,
এত ছিল এ ছার কপালে !

মাধুরী। সখি, বিলাপের নহে এ সময়,
প্রাণপতি বিষম বিপদে,
চল সতি, তাঁহার নিকটে,—
পত্নী হয় সঙ্কটে সঙ্গিনী।
শুন ধনি,
এ রোদনে ফল কিবা হবে ;
যথা পতি, চল আশুগতি,
যদি কোন না হয় উপায়,
তাঁর যেই গতি—
সে দশায় রবে দুই জনে,
অধিক কি হবে আর।

বিরজা। কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে নিবাস,
চল, তত্ত্ব ল'য়ে যাই তথা,—
বল-বুদ্ধি সকলই আমার তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাপালিকের গৃহ

অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয়।

অনাথ। দুর্দ্দম এ মন মানে না বারণ,
চিন্তানলে জ্বলে—
তবু পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপ দেয় অনল-শিখায়।
হরি হরি হরি—
এ কি, কোন মতে ফিরাতে না পারি,
যাক মন যায় যেই দিকে,
রসনায় হরিগুণ করি গান।
হরি হরি হরি—
কোথা হরি ?
হেরি মনোনেত্রে প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।
মম শক্তি নাই হরি নাম গাই !
গুরু, গুরু ! এস দয়া ক'রে,
দেহ বল, হরিনাম গাইব কেবল।
এস গুরু, বল হরি হরি,
হরিনাম শুনুক অধম ;
ধায় মন বারণ সমান,
বারণ না মানে।
হরি—হরি—হরি !

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সোণার প্রবেশ)

ভূত। আচ্ছা, তোমরা এখন গড়ে যাও।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

শম্ভু। সত্যি ব'ল্‌ছো ?

সোণা। সত্যি না তো কি মিছে ? তুমিও যেমন, ও বুড়ো বিট্‌লেকে কি আমার ভালো লাগে !

ভূত। তুমি আমায় দয়া কর।

শম্ভু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হ'য়ে গিয়েছে।

সোণা। আগু পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও, এই দুটো পাত্র নাও, যে বেশী খাবে, আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা, লাগে।

সোণা। তোমরা মদ খাও, আমি গান করি।

(গীত)

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়॥

(মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন)

শম্ভু। এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুপোকাৎ !

সোণা। ও তোমার চেয়ে তিন পাত্তর বেশী খেয়েছে, আমি গুণেছি।

শম্ভু। আমি ওর চেয়ে ছ'পাত্র বেশী খাব—দেখ।

সোণা। তা হলেই তোমার।

শম্ভু। বেশ, তুমি কাছে এস ! (পতন)

সোণা। (অনাথনাথের প্রতি) বাবা, এই বেলা পালাও।

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

সোণা। বাবা, আমার কথা শোনো, পালাও, না হ'লে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা, একে আমি মন স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনি, আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন ?

সোণা। বাবা, শোনো, তোমায় এখনই নরবলি দেবে, ও দুরন্ত কাপালিক।

অনাথ। মা, যদি হরির ইচ্ছা হয়, আমি নিবারণ ক'র্‌বো কি ক'রে ! গুরু, প্রভু—এস, তুমি আমার হ'য়ে হরিনাম কর, আমি পাচ্ছিনি।

সোণা। কি হবে, এখনি যে সে আস্‌বে; রাজপুত্র, কথা শোনো, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমায় নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা, কোথায় যাব ? মৃত্যুভয় নাই—এমন স্থান কোথায় পাব ? মৃত্যু তো আছেই, সে ভয় করি না, আক্ষেপ —এ জীবনে হরিনাম করা হ'লো না !

(মাধুলা ও বিরজার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

হরি বলা হলো না,—
বাসনা নয় তো বশে, বোঝেনা আশার ছলনা !
রসনা থাক্‌তে বশে, মন রসে না নামের রসে,
ফিরবে না হায়, দিন ব'য়ে যায় বৃথা অলসে ;—
ভবসিন্ধু-মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাই রে কেউ,
একা ভেকা চেয়ে রবি, কে পারে নেবে বল না,
পাবে চরণ-তরী, বল হরি, হরি বোল ভুলো না !

অনাথ। আহা, আহা ! কে ভাই তোমরা ? আবার গাও, আমি শুনি।

সোণা। এ আবার কি পাপ এল, সেই মুখপোড়া এ মাগী দুটোকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছে নাকি ? কে তোরা, বেরিয়ে যা।

মাধুলা। মা, আমরা ভিখারী, ভিক্ষা চাই।

সোণা। এখন যাও, ভিক্ষা পাবে না।

বিরজা। অন্য ভিক্ষা হেতু নাগো,
আসিনি হেথায়, ভিক্ষা তব পায়,
দেহ এই নৃপতি-কুমারে,

মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে।
মা গো, আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায় ;
সঙ্গিনী আমার,—
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী বেশে।
তুমি নারী, বোঝ মা নারীর ব্যথা !
হে জননি, দেহ দান পুরাও বাসনা,
ল'য়ে যাই জীবনসর্ব্বস্ব মম।

সোণা। অ্যাঁ ! কে তুমি, তুমি কি বিরজা ?

বিরজা। হাঁ মা, সেই অভাগিনী,পতি কাঙ্গালিনী !
মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারাগারমুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিষাদে কর মোরে পরিত্রাণ।

সোণা। মা, তোমার পতিকে ল'য়ে যাও, শীঘ্র ল'য়ে যাও। সে দুরন্ত কাপালিক এখনই আস্‌বে, তোমার পতিকে নরবলি দেবে, তার কামনা ; তুমি সাবধানে থেকো,তোমারও ধর্ম্ম নষ্টের চেষ্টায় ফিরুচে, যাও, শীঘ্র তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিরজা। এস প্রাণনাথ, এস হৃদয়-ঈশ্বর,
থেক না এ কারাগারে আর ;
চল যাই দুই জনে বিজন প্রদেশে,
নাহি যথা নরের আবাস—
রব বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সনে করিব মিত্রতা,—
চল নাথ, শীঘ্র যাই প্রতারণা নাহি যথা।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ ! বিলম্বে বিপদ হবে।

অনাথ। কে তুমি—হরিনামে বাধা দাও ?

বিরজা। আমি দাসী—বিরজা।

অনাথ। তুমি জননী আমার !
তব প্রেম বাসনা পিতার,
মাতৃসম মানি তোমা।
যাও মাতা, হেথা তব কিবা প্রয়োজন ?

বিরজা। প্রভু, কারে কি ব'ল্‌ছেন ! আমি বিরজা, আপনার দাসী।

অনাথ। তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার।

বিরজা। হা বিধাতঃ—এত ছিল তোর মনে !

(মূর্চ্ছা)

মাধুলী। সখি সখি— এ কি !
উতলার নহেত সময়, উঠ, আসন্ন বিপদ,
এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,
ভাব লো রূপসি,
পর-স্পর্শে কি দশা ঘটিবে।
হে কুমার, এ কি তব ব্যবহার—
মজালে বালায়—মজিলে আপনি,
বিনা দোষে ঠেল পায় অবলায় !
ছি ছি, হায় এই কি উচিত আচরণ,
অকারণ কেন প্রাণ দাও,
পত্নীরে মজাও !

অনাথ। এ কি বিঘ্ন—
গুরুদেব, কোথা তুমি, হরি হরি হরি !

সোণা। ও বাছা, সর্ব্বনাশ হ'লো, ঐ পোড়ারমুখো আস্‌ছে, আমি যা বলি, সায় দিয়ে যেও, ভয় পেয়ো না।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। সোণা, এরা কারা ?

সোণা। এরা দু'জন ভিখারী।

কাপা। দেখি দেখি—না, এ দাঁড়ে কে ? বাঃ বাঃ ! যা চাই তা ঘরে ব'সে পাই, তবে রে বেটী, ভিখারী !

সোণা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি দেখ্‌ছিলেম, তুই বুঝতে পারিস্ কি—কি ; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস্ ? যাকে আমার সঙ্গে ওকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলি, যে তোমার বড় বিশ্বাসী ! দু'জনে ষড় ক'রে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়্‌বি তো পড় আমার চোখে।

কাপা। তবে রে বেটী, আমার সঙ্গে দাগাবাজী ! বেটী তাই তোমার অত পায়ে ধ'রে কান্না—আমি মনে ক'র্‌লেম, বেটী ভালমানুষ, তোমার পেটে পেটে এত !

অনাথ। হরি—হরি—হরি, এখানে বড় বিঘ্ন! এ স্থলে মন স্থির থাকে না। (গমনোদ্যত)

কাপা। কোথা যাও—বৎস, তুমি বন্দী।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ!
কেন মোরে কর নিবারণ!
যাব, ছাড় পথ—
বিরলে করিব আমি হরিপদ ধ্যান।

কাপা। রক্ষি, রক্ষি, ধর—এ কি!

সোণা। আ ম'লো, মুখপোড়ারা চুরি ক'রে মদ খেয়েছে, আমি কি সব দিক্ দেখ্‌তে পারি, এ দিকে সাম্‌লাবো, না ওদিকে দেখ্‌বো!

অনাথ। আরে ভণ্ড তপস্বী দুর্জ্জন—
নিবারণ কর মোর গতি!

(কাপালিককে আক্রমণ)

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি দেবার জন্যে এনেছে, ও কালীর নিকট আপনাকে বলি দিয়ে সিদ্ধ হবে, ওকে ছাড়বেন না, বধ করুন!

অনাথ। কহ শীঘ্র, থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমায়?
কহ সত্য,
মিথ্যা যদি কহ, লব প্রাণ।

কাপা। না কুমার, ও দুশ্চারিণী, ওর কথা শুনবেন না, রাজা আপনাকে বধ ক'র্‌বার আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি এনে লুকিয়ে আপনাকে রেখেছি, বাইরে গেলে রাজদূতেরা ধৃত ক'র্‌বে, সেই জন্য আপনাকে যেতে দিচ্ছিনি।

মাধুলী। কুমার, আমার কথা শুনুন, এ ভণ্ড তপস্বী, ও মনে ক'রেছে যে, আপনাকে বলি দিলে দেবী ওর প্রতি প্রসন্না হবেন, আপনি কি শোনেন নি যে, কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেয়? সত্য মিথ্যা ওর সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সোণা। বজ্জাত ছুঁড়ী, এত মিথ্যা কথা! কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে।

অনাথ। এ কি সত্য?

কাপা। না কুমার, ও দ্বিচারিণী—মিথ্যাবাদী।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুল্‌বেন না, ও আপনাকে বধ ক'র্‌বে।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভিষ্ট তোমার;
জান না কি, প্রাণের মমতা নাহি রাখি!
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি।
অন্তকালে বুঝিব এ মনে,
কারু প্রয়োজনে লাগিল এ কলেবর;
চল—চল বধ্যভূমে,
এই হেতু কেন এত প্রতারণা!
স্মরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম;
ফুরায়েছে জীবনের সাধ।

কাপা। হে কুমার, ভয়ে কথা রেখেছি গোপন,
তুমি সদাশয়,
দেবী-পদে অর্পিলে জীবন,
কৈলাসে পাইবে স্থান।
পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মতিমান্!

অনাথ। চল, কোথা তব প্রয়োজন।

কাপা। তুমি বলবান্,
যদি বলির সময় হও অন্যমন,
প্রাণ নাহি দেহ বিসর্জ্জন,
উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,
হবে জীবনের তপস্যা বিফল।
যদি কৃপা ক'রে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার।

অনাথ। বাঁধ মোরে—
হরি হরি—দেখা দিও চরম সময়!

কাপা। (অনাথনাথকে বন্ধন করতঃ) সোণা, এইবার তুই আয়।

সোণা। আমি কোথা যাব, এরা যদি পালায়? আমি রইলেম।

কাপা। হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, তুই থাক্।

[অনাথনাথ ও কাপালিকের প্রস্থান।

সোণা। তোমার সখীকে তোল, বড় বিপদ।

মাধুলী। বিরজা, ওঠ, পতির জীবন সংশয়—প্রকৃতিস্থ হও।

বিরজা। কি বল?

মাধুলী। ব'ল্‌বার সময় নাই, ওঠ।

বিরজা। (উঠিয়া) কি ব'ল্‌ছো, কুমার কোথায়?

সোণা। যা ব'ল্‌ছে, দেখ্‌তে পাবে; যদি সাহস থাকে এস, আমার সাহায্য কর, নয় পালাও। এরা শত্রুর অনুচর, সুরাপানে অচেতন হ'য়ে আছে; চেতন হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

ভূত। কি বাবা সোণামণি, বাঁধ ছো কেন চাঁদ?

শম্ভু। তো শালাকে নরবলি দেবে; শালা, আমার সঙ্গে—সোণা আমার, তা জানিস্‌!

ভূত। না বাবা গুরুজি, কেটো না, আমি তোমার সোণাকে চাইনি; চ'লে যাচ্ছি।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

শম্ভু। যাচ্ছ কোথা শালা!—সোণামণি, আমার হাত খুলে দাও, আমি শালাকে ধ'রে আন্‌ছি—ধর শালাকে—

[শম্ভুনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

সোণা। ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌তে হবে, তা নইলে পালাবে।

বিরজা। মা, কুমার কোথায়?

সোণা। দেখ্‌বে এস—সাহস কর।

[সকলের প্রস্থান

—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কালী-মন্দির

কাপালিক ও অনাথনাথ।

কাপা। মা ভবানি! আমায় যা স্বপ্ন দিয়েছিলে, আমি তাই কচ্ছি, প্রেমিক রাজপুত্রকে বলি দিচ্ছি, পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট ক'চ্ছি, এবার কিন্তু মা, আমায় রাজা ক'র্‌তে হবে।

অনাথ। হরি, দীনবন্ধু হরি, একবার দেখা দাও, এ চরম সময় একবার দেখা দাও! কই, এলে না? আহা এ সময় যদি একবার গুরু দর্শন পেতেম! মা ভৈরবি, বড় আশায় তোমার পদে মস্তক অর্পণ ক'চ্ছি; মা, শুনেছি, তোমার পূজা ক'রে ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো মা দয়াময়ি, আমার পূজা বিফল না হয়! মাগো, তোমার পদে অন্য বাসনা নাই, একবার সেই রাঙ্গাচরণ দেখ্‌বো, এইমাত্র প্রার্থনা। মা ত্রিতাপহারিণি, তাপিতকে মনোমত বর দাও।

কাপা। এস, এই হাড়িকাঠে মস্তক দাও।

অনাথ। আমায় যে বেঁধে রেখেচ, আমি তো নড়্‌তে পাচ্চিনি।

কাপা। এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এস। তুমি বড় ভাগ্যবান্‌; মাংসপিণ্ড শরীর—ভৈরবীর পূজা হবে, করালবদনী তোমার রুধির পান ক'রবেন। মা, পূজা নাও—জয় মা! —(খড়্গ উত্তোলন)

(বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোণার প্রবেশ এবং অন্য খড়্গ দ্বারা কাপালিককে আঘাত করণ)

কাপা। ওঃ! (পতন)

সোণা। বিরজা, তোমার পতির বন্ধন মুক্ত ক'রে ল'য়ে যাও। যাও বিরজা, আর দেরী ক'রো না, বন্ধন খুলে দাও। আমি অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ ক'র্‌বো না। সোণা, সোণা, তোরে সকলেই ঘৃণা ক'রেছে, সকলেই পায়ে ঠেলেছে, কেউ কখনো তোকে মা বলেনি, এই রাজকুমার তোকে 'মা' ব'লেছে। সোণা, তোর শুষ্ক স্তনে ক্ষীর এসেছে! সোণা, 'মা' কথা কি মিষ্ট! আমায় মা ব'লেছে, রাজকুমার আমায় মা ব'লেছে! সোণা, তুই তোর বেটাকে বাঁচালি, তোর কাজ ফুরিয়েছে। বাবা, আর একবার মা ব'লে যাও! মা ভৈরবি, তোমাকেও বলি থেকে বঞ্চিত ক'র্‌বো না, একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনের শোণিত পান কর। (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবীর উদ্দেশে) বাঃ বাঃ! খুব নাচ নাচাচ্ছিস্‌! দে তো তোর তলোয়ারখানা

—ও মাগী, কত খেলা খেল্‌বি যে মনে ক'রেছিলি, এরই মধ্যে ম'র্‌বি! —দেখ্‌, ধার রাখিস্‌নি, ধার রাখিস্‌নি, সব শোধ ক'রে যা।

সোণা। বেশ ব'লেছিস্‌ পাগ্‌লা—ম'র্‌বো না, ম'র্‌বো না, ম'র্‌বো না, এখনও বাকী আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব। পাগ্‌লা, তুই কি আমার মনের কথা টের পাস্‌? যদি ভালবাস্‌তে পার্‌তেম্‌ তো তোকে ভালবাস্‌তেম

নসী। দেখ্‌, অত জাঁক করিস্‌নে, ভালবাস্‌তেম ব'ল্‌ছিস্‌ কি, ভালবাসিস্‌।

সোণা। দূর মুখপোড়া, জানিস্‌নি—আমার প্রাণ মরুভূমি!

নসী। আবার হরিনামে জল ব'য়ে যাবে।

সোণা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির মুখে আগুন। আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ যায়—জল—

সোণা। এখনও মরিস্‌নি—এই মর্‌। (মারিতে উদ্যত)

নসী। আরে না, না,—ও আগে হরি বলুক, তবে ম'র্‌বে। ওরে জল দে, জল দে! জল খা, আর হরি বল্‌।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও—

নসী। হরি বল্‌ আর জল খা, হরি বল্‌ আর জল খা। ওরে ও ছুঁড়ারা, তোরাও হরি বল্‌ না!

অনাথ। গুরু, প্রভু!

নসী। কেও, তুমি হেথা? দেখ্‌লে—তোমায় তো কাট্‌তে নিয়ে এসেছিল—দেখ, হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী বেটীকে ক্ষেপিয়েছে। এখন আমার কথায় বিশ্বাস হ'লো? যা চলে যা—নির্জ্জনে ব'সে হরিকে ডাকগে যা।

অনাথ। প্রভু, গুরু, অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, (মস্তকে পদ প্রদান) আর ঘ্যানঘ্যান্‌ করিস্‌নে, সময় ব'য়ে যায়, যাবি তো যা, নইলে চ'ল্লেম। বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! ওরে ও ছুঁড়ারা, তোরাও বল্‌ না—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। প্রভু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! [অনাথনাথের প্রস্থান।

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বল।

কাপা। হরি ব'ল্‌ছি—জল—দাও (মৃত্যু)

নসী। দেখ্‌লি কি বরাত, হরি ব'লে ম'লো! ওর আর বরাত কি, সকলই হরির ইচ্ছা, কি বলিস্‌? তোরা সেই জিজ্ঞেস্‌ ক'চ্ছিলিনি—হরি কোথায়? আমি তোদের বল্‌ছি, তোরা একবার হরিনাম কর্‌। আ গেল যা, চুপ ক'রে রইলি যে?—তুই তো মনে ক'রেছিস্‌ ম'র্‌বি, তা কেন জীয়ন্তে মরা হ' না, হরিনামে মরা হ' না, বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নসী। কেমন, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'চ্ছে? হরিনামে কেমন মজা দেখ্‌লি, জীয়ন্তে মরা হ', হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু, আমি যেখানে যাই, সেইখানেই সর্ব্বনাশ, আমার জীবনে ফল কি?

নসী। দেখ্‌, সব দিন সমান যায় না, আজ সর্ব্বনাশ, কাল তুই যেখানে যাবি, সেখানে আনন্দ! একবার হরিনামে মাত দিবিন্‌—ছিঃ! তোমার সোণাপানা মুখখানা পেঁচার মত হ'য়ে র'য়েছে কেন?

সোণা। দ্যাখ্‌ পোড়ারমুখো, আমার কীর্ত্তি দেখেছিস্‌, আমার সঙ্গে লাগিস্‌নি।

নসী। তবে রে পাজী বেটী, তোর বাবার কীর্ত্তি! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস্‌—এই তলোয়ার নে দেখি, আমায় মার দেখি! যার কাজ, সেই ক'চ্ছে, তুই বল্‌—হরি হরি! তোরাও হরি হরি বল্‌।

সোণা। দূর হোক্‌, মুখপোড়ার কাছে থাক্‌বো না।

[সোণার প্রস্থান।

বিরজা। প্রভু, আমি অভাগিনী, আমি মহাপাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী ক'রেছি।

নসী। ক'রেছিস্‌ ক'রেছিস্‌; অমন ঢের মহাপাতকী দেখেছি, হরিনাম ক'র্‌লে আর পাপ থাক্‌তে হয় না; নাম ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, আর পাপ কিসের রে! তোরা গাইতে পারিস্‌? একটা হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি দেখি। কেমন মা, হরিনাম ক'র্‌লে পাপ থাকে? ওই দেখ্‌, মা ব'ল্‌ছে—'না।'

বিরজা। প্রভু, আমায় পায়ে রাখুন, আমি বড় তাপিত!

নসী। আ ম'লো, আমার পায়ে ধ'চ্ছিস্ কেন? ওই রাজকুমারের কাছে শিখ্‌লি বুঝি—আমি নসে পাগ্‌লা, আমার পায়ে ধ'রে কি হবে? গা না, হরিগুণ গা তোরা দু'জনেই গা। ওই মা ব'ল্‌ছে, হরিনাম শুন্‌বে, মা বেটী বড় হরিনামের কাঙ্গাল রে! গা গা—প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, যদি মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম ক'রসনি। কেমন না, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না? হুঁ—ওই দেখ্।

(বিরজা ও মাধুলীর গীত)

দিয়া ভাই করতালি, বদন ভরে হরি বলি।
নামে শ্যাম আস্‌বে ধেয়ে,
বাঁকা হ'য়ে বাজাবে মোহন মুরলী॥
হরিনামে মাতো ওরে প্রাণ,
আনন্দে উঠ্‌বে তুফান,
প্রেম-লহরে ভাস্‌বে অভিমান;—
শমনকে দিয়ে ফাঁকি হরি ব'লে নেচে চলি॥

নসী। কেমন ঠাণ্ডা হ'লো—হরিনামে মরা হ।

বিরজা। প্রভু, শিখিয়ে দিন।

নসী। ওর আর শেখাশিখি কি—সোজা। বাঁচার নাম তো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা কাজ করা; তোরা কিছুই ক'র্‌বিনি, খালি হরি হরি ক'র্‌বি—বুঝেছিস্? মজায় থাক্‌বি—বড় প্রাণের আরামে থাক্‌বি।

বিরজা। প্রভু, আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া ক'র্‌বেন?

নসী। দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হ'লো পতিতপাবন; যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে; হরিগুণ গেয়ে বেড়া—হরি সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বে; আমি চ'ল্লেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুলী। সখি, কোথায় যাবে?

বিরজা। যেখানে দু'চোক যায়, পারি যদি এই পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুলী। আমিও দেখি, যদি জ্যান্তে মরা হ'তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শববাহকগণকে লইয়া সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই দিকে আয়, নিয়ে চল, সৎকার ক'র্‌বো, মুখে আগুন দি, এদিকে নিশ্চিন্দি হই—তার পর—

১ম বাহক। এ কি—এ যে খুনা লাস!

সোণা। ঐ বিল্বপত্র খুঁড়ে দেখ, টাকার ঘড়া দেখ, আর কি চাস্? এ তোদের।

২য় বাহক। ওরে, ঢের টাকা!

সোণা। সর্ব্বনাশি, নরবলি তো খেয়েছ, চল এখন, তোমায় জলে ফেলে দিয়ে আসি, সোণা তোমার পূজা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

নসীরাম ও সোণা।

নসী। ওরে শোন শোন, তোর নাম কি?

সোণা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার নামে দরকার কি?

নসী। তোরে নিয়ে ঘর ক'র্‌তে হবে, আর নামটা জেনে নেব না?

সোণা। আ মর্ মুখপোড়া, তুই আমায় নিয়ে ঘর ক'র্‌বি কি রে?

নসী। তা জানিস্ নি? তোর জন্যে আমার বড় মন টান্‌ছে, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পার্‌বো না।

সোণা। কেন রে পাগ্‌লা, আমায় ছেড়ে যেতে পার্‌বিনি কেন?

নসী। মনের মানুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বল্ না, তোর নাম কি—বল্ না?

সোণা। আমার নাম সোণা। আমি তোর মনের মানুষ হ'লেম কেমন করে?

নসী। সেই যে সে দিন থেকে,—সেই যে দিন হরি ব'লে ছিলি! তোর বড় জোরের হরি বলা রে, 'হরিবোল' সবই মিষ্টি, যে ভয়ে ভয়ে হরি বলে, সেও মিষ্টি, কিন্তু যে হরির তোয়াক্কা না রেখে হরি বলে, তার আমি পায়ে ঘুরি।

সোণা। ঘুরিস্ এখন, এখন যা, রাজা আসচে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুল্ গে যা, আমি তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোণা। আ মর, ঠ্যাক্‌রা করিস্ নাকি?

নসী। আচ্ছা থাক, তোমায় আমি বাগিয়ে নিচ্চি, তবে আমার নাম নসে। মনে ক'রেছ, আমায় ফাঁকি দেবে, সে যো নাই, নসে পায়ে-ধরা, তোর পায়ে প'ড়্‌বো।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি সোণা, কি হ'লো?

সোণা। আজ ব্রত শেষ হ'য়েছে, আজই বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন দেখ্‌লি কেমন?

সোণা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা ব'লে ডাক্‌তে পাবেন না।

রাজা। কি ব'লে ডাক্‌বো?

সোণা। ওই সোণা, তার বড় ভয়, যদি তারে আপনি লোকনিন্দায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমায় সব ব'লেছি, আমি সকলকে আস্‌তে ব'লেছি—সকলকার সাম্‌নে ব'ল্‌বো।

সোণা। সে কি বলে জানেন—বলে, "আমায় রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক যদি বিশ্রী বলে?"

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুক গে, আমি বিরজার।

সোণা। ওই দেখুন, আপনি বিরজা ব'ল্‌ছেন।

রাজা। তবে কি ব'ল্‌বো?

সোণা। বলুন, আমি সোণার—সোণা আমার।

নসী। আমি সোণার—সোণা আমার।

সোণা। ও পাগ্‌লা মড়া এখানে কি করে?

নসী। তোমার জন্য ঘোরে।

রাজা। সোণা, তুমি আমার ক'নে জুটিয়ে দিচ্চ—দেখ, আমি তোমার বর জুটিয়েছি।

সোণা। যেমন দেবেন, তেম্‌নি পাবেন।

রাজা। কেন, তোমার পছন্দ হবে না নাকি?

সোণা। আমার তো খুব পছন্দ!

রাজা। এস নসীরাম, এদিকে এস, তোমার হাতে হাতে সঁপে দিই এস।

নসী। দিন তো মহারাজ—দিন তো—মাগী বড় গ্যাদারে!

সোণা। মহারাজ হাতে হাতে সঁপে দিচ্চেন—আপনার সোণাকে না নেয়।

রাজা। সে সোণা কোথায় পাবে, সে আমার হৃদয়-কক্ষে চাবা দেওয়া থাক্‌বে।

নসী। চাবী দিয়ে কোথায় রাখ্‌বে—বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো—আমি নেবো।

রাজা। ইস্—নসীরাম, আজ যে বড় প্রেমিক হ'য়েছ!

নসী। হব না—দেখেই লোক শেখে, রোজ রোজ পিরীত দেখ্‌ছি, আর শিখ্‌বো না?

রাজা। সোণা, দেরী হ'তে লাগ্‌লো—যাও।

সোণা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল ব'লে—তুমি যাও।

সোণা। আমি যাচ্ছি, সহচরীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিই গে, আপনি ব'লে রাখ্‌বেন, কেউ কিছু না নিন্দা করে।

রাজা। তুমি ঐ কথা একশবারই ব'ল্‌ছো কেন?—যাও না।

সোণা। আমি কি ব'ল্‌ছি, সোণা যেমন বলে, তাই বলি।

নসী। এটী মহারাজ, ঠিক ব'লেছে—যেমন বলাচ্চে, তেমনি ব'ল্‌চে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোণা। আচ্ছা, আমি চ'ল্লেম।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, আমায় পায়ে ঠেলে যেও না, আমি তোমার জন্যই ঘুর্‌ছি—গেলে—যাও, আবার আস্‌তে হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন—সোণাকে বিবাহ ক'র্‌বেন নাকি ?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বে প্রয়োজন নাই, আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ, ঐ কুৎসিতার প্রতি আপনি কেন অনুরাগী হ'লেন ?

রাজা। আমার ইচ্ছা।

নসী। তা বই কি—যার যাতে মন।

(সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

সভাসদ্‌। মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, যা শুন্‌ছি, এ কি সত্য ?

রাজা। হাঁ, সত্যই শুনেছ, আমি সোণাকে বিবাহ ক'র্‌বো—

(পরিচারিকার সহিত অবগুণ্ঠনবতী সোণার প্রবেশ)

রাজা। এস প্রিয়ে, এই সিংহাসনে ব'স।

সোণা। (কপটস্বরে) প্রাণনাথ, আমি সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ভয় কি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী ! সভাজনকে একবার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তা হ'লে সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।

সোণা। এঁরা যদি আমার রূপ দেখে নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ ক'র্‌বেন ?

রাজা। প্রিয়ে, কেন বার বার একথা ব'ল্‌ছো ?

সোণা। প্রাণনাথ, মালা পর ! (মাল্যদান) দেখ্‌বেন, পায়ে ঠেল্‌বেন না।

রাজা। আমি শপথ ক'র্‌ছি, তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী, আজ হ'তে তুমি রাজ্যেশ্বরী ! তোমার আজ্ঞায় রাজা চ'ল্‌বে, আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদ্‌ সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ হ'তে রাজ্য আমার প্রিয়ার নামে, এই রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি, কেউ কথা ক'চ্চো না যে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমরা রাজভৃত্য—আমাদের কথার অধিকার কি, আপনার যেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে, অবগুণ্ঠন খোল, সভার সকলে তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোণা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোমটা খুলেছি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

রাজা। এ কি—তুই কে ?

সোণা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোণা।

রাজা। কালামুখি, দূর হ'।

সোণা। হৃদয়েশ্বর, প্রাণনাথ, আপনার শপথ ভুল্‌বেন না, আপনি তো ব'লেছেন, দাসীকে কখনও ত্যাগ ক'র্‌বেন না।

রাজা। কি এ, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ?

সোণা। হৃদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দুরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে, হৃদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হ'য়ে থাকে ? আমায় কুৎসিতা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌ছেন—আমি বাহ্যিক কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত !—একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমিই আপনার যোগ্য নারী ; আমায় বধ ক'র্‌তে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘুচ্‌বে না। ধিক্‌ ! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম্ম ? জানেন না, দক্ষজননী শিবানী সতীর আদর্শ ! যিনি পতি-নিন্দা শুনে দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্ব নাশে প্রসন্ন হবেন—এই কি আপনার ধারণা ? যদি মনুষ্যত্ব দূর না হ'য়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহান্ধ না হন, একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, এত দিন, ধর্ম্ম করেন নাই—কেবল কাপালিকের কুপরামর্শে কামবৃত্তি তৃপ্তি ক'রেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা। সভাস্থ সকলেই শুনুন,—দুরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই মূঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হ'য়ে আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্‌ আমায় !

[রাজার প্রস্থান।

সোণা। প্রাণেশ্বর, কোথা যাও—দাসীকে ফেলে

কোথায় যাও? তুমি পায়ে ঠেল্‌বে ঠেল, আমি তোমায় ছাড়্‌বো না।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, কোথায় যাও—তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি আমায় একবার নাম শুনিয়ে যাও!

[নসীরামের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে স্ব-স্থানে যাও, এ কথা না আর আন্দোলন হয়।

সভাসদ। মন্ত্রী মহাশয়, কার মুখ বন্ধ ক'র্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

রাজা।

রাজা। কেন আর এ ভববন্ধন,
এ জীবনে ফল কিবা আর!
ছি ছি ঘৃণা ধরে না হৃদয়ে,
রাজা হ'য়ে কত আর সহে,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,
যেন দেহ নাহি পায় কেহ।
ধিক্—মরিলে কি যাবে অপমান।
আরে কাম—
বুঝি নাই এতদিন তোর প্রতারণা,
বন্ধু হ'য়ে রহ তুমি দেহে,
পরিণাম দুরন্ত এমন!
ছি ছি ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,
কলঙ্কে না করিলাম ভয়,
রাজ্যেশ্বর—হইলাম রাজ্যের ঘৃণিত,
আর সব কত,
যথা যাব হাসিবে সকলে,
কবে—'এই কাম অন্ধ দুরাচার!'
ছি ছি, গেল মান—প্রাণ তো গেল না!
আর কেন,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে ঝাঁপ দিই জলে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ম'রো না, ম'রো না, মরো না, মানবজন্ম পেলে, হরি সাধন হ'লো না, এখন কি ম'র্‌তে আছে? চল, হরি ব'লে চল, এ দিক তো দেখে নিলে, মরা তো আছেই, একবার ওদিক দেখে নাও,—তখন আর ম'র্‌তে চাইবে না, তখন মনে হবে, জন্ম জন্ম মানব দেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এম্‌নি মিষ্টি নাম! হরি বল, প্রাণের জালা থাকবে না। ম'র্‌তে তো হবেই, তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও, বেশ তো, নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? মাগীতে সকলকেই কাণে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত, তুমি কেবল ধরা প'ড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে ব'লেছিলেন যে, চিরযৌবনা দ্রৌপদীকে দেখে তারও মন চঞ্চল হ'য়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার আপনার কাজ ক'রেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি! কি লজ্জা—কি ঘৃণা!

নসী। হরি বল, তখন ব'ল্‌বে—কি আনন্দ! বল দেখি—হরি বল—হরি লজ্জানিবারণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাক্‌বে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। ম'রে কি হবে, হরিনাম তো ক'ত্তে পারে না। আমি মনে করি, চিরকাল বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি। শোন—হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ ক'র্‌বে! আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পরে ম'রো এখন। রাজা

মনে ক'রে দেখ, তুমি ব'লেছিলে—রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয়,আমি যা চাব তাই দেবে। মনে কর, যখন তোমার ব্যামো আরাম করি, তখনও তুমি ব'লেছিলে, যা চাব, তাই দেবে। এখন আমায় দাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার মনটি নিয়ে আমি হরিনাম শেখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাহীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাস্‌তে কাঁদ্‌তে তো এসেছ, হরি-গুণ গাও, খানিক হাস—খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা কর না।

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা ক'র্‌বো কেমন ক'রে, আমি যে তোমারই মত ইন্দ্রিয়-দাস। দেখ, দুর্লভ নরজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হ'লো না, তাই তোমায় হরিনাম ক'র্‌তে সাধি। তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম ক'র্‌তে সাধ হয়। বল, হরি বল, আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই, হরি বল।

রাজা। হরিবোল হরিবোল, হরিবোল!—হরি কি আমায় পায়ে রাখ্‌বেন?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তার কাজ তিনি ক'র্‌বেন। হরি না পায়ে রাখ্‌লে, রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল, হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হ'চ্ছে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি ব'ল্‌ছেন না যে, হরিনাম কর, তোর লজ্জা নিবারণ ক'র্‌বো। ওই শোন, ওই আমার হরি ব'ল্‌ছেন, "কে রে তাপিত, আয় আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর ক'র্‌বো।" চল, হরি ব'লে নেচে চল—বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি ব'লে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসে পাগ্‌লাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমায় পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না; আমি হরির দাস—আ-মর্ নসে, সে যে মস্ত কথা রে—হরির দাস, তার দাস—তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা মস্ত কথা রে—আমি একটা নসে পাগ্‌লা। তোমার মনটি আমায় দাও ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না, তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি ব'লে চ'লে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[রাজার প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি ক'র্‌বি? সেই মাগীটের ওপর মন প'ড়েছে—আ মর্! তোর এত মাথা ব্যথা কিসের রে! আমার খুসী, তোর কি?

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আমি এখন কোথায় যাই, পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে ব'সেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোণার গীত)

ভাতারকে পুরে গালে, উঠ্‌লো কাক-ধ্বজরথে।
স'রে যা, সর্ব্বনাশী আস্‌বে এই পথে॥
কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাঙ্গড় ভোলা, সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এম্নি নোলা সকল রুচেছে;
নয় তো সোজা যায় না বোঝা, চলে বাঁড়ী কি স্রোতে॥
ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনা চুল রুক্ষ হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায়;
খাবে কার মাথা এবার, ফিরবে না তো কথাতে॥

নসী। সোণামণি চাঁদবদনি! একবার চাঁদমুখে হরি বল না?

সোণা। দূর পোড়ারমুখো পাগ্‌লা!

নসী। আচ্ছা, আমায় আর দুটো গাল দাও, দিয়ে হরি বল।

সোণা। মর্ মুখপোড়া, আমি হরি বলি আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে প'ড়েছি।

সোণা। যা—আমি হরি ব'ল্‌বো না।

নসী। মাথা খাও—বল, উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি ব'ল্লে।

সোণা। তুই মড়া অমন ক'চ্চিস্ কেন? হরি ব'লে আমার কি হবে? আমি আবার হরিনাম ক'র্‌বো? আমায় বেশ্যা ক'ল্লে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় মদ খাওয়ালে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় অনাথিনী ক'ল্লে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় নরঘাতিনী ক'ল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম ক'র্‌তে আমায় বলিস্? তোর সখ প'ড়ে থাকে, তুই হরিনাম ক'র্‌গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই শোন্।

সোণা। না, আমি তাও শুন্‌বো না।

নসী। শোন্ ভাই তোর পায়ে পড়ি।

সোণা। দেখ্ মুখপোড়া, তোর নাক কাণ আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল্ দেখি আমায় কাঁদাস্? শোন্ পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন' যত্ন করেনি, তুই যদি যত্ন ক'র্‌বি, তোর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব।

নসী। নুড়ো জ্বেলে দিবি দে, আমি কিন্তু তোর পায়ে ধ'র্‌বো ভাই।

সোণা। আচ্ছা, আমি হরি বল্‌ছি, তুই চ'লে যা, তুই আর আমার কাছে আস্‌বিনি বল্?

নসী। আচ্ছা, আস্‌বো না, তুই যদি রোজ হরি বলিস্ তো আস্‌বো না, কিন্তু দেখিস্, যে দিন না হরি ব'ল্‌বি, সেই দিনই নসে আসবে। দেখ্ সোণা, তোকে আমি বড় ভালবাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে ছেড়ে আমি যেতে পাচ্চিনি।

সোণা। দেখ মড়া, আমার কান্না পাচ্চে, যা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদ্ না ভাই, কত রাধারাণী কেঁদেছে, তা জানিস্? পিরীত ক'ল্লেই কাঁদ্‌তে হয়, তোতে আমাতে পিরীত হ'চ্চে, একটু কাঁদ্‌বিনি, এই দেখ তোর জন্যে আমি কাঁদি।

সোণা। ছারকপালে, আমি চ'ল্লেম।

নসী। না ভাই, একটী হরিনাম গেয়ে যাও, তা নইলে আমি ছাড়্‌বো না—তুমি ঢের গান জান।

সোণা। ছাড়—ছাড়—

নসী। গাও।

সোণা। আচ্ছা, গাচ্ছি।

(গীত)

যাব সই আন্‌তে বারি, করোনা মানা।
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে, তা কি জান না?
বলে সই কলঙ্কিনী, নইলো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী;—
আমার ধরাসনে গুণমণি, লাজে কি বাধে বল না!

নসী। এই দেখ্, তুইও কাঁদ্‌ছিস আমিও কাঁদ্‌ছি।

সোণা। কাঁদ্‌গে যা মুখপোড়া।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়্‌বে না সোণা।

[নসীরামের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-প্রদেশ

(বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শুন প্রাণসই,
বোধ মানে কই পোড়া মন!
ভাবি বংশীধারী—কুমারে নেহারি,
কভু হেরি—
বাঁধা করে করে, দেবীর আগারে,
কাপালিক খড়্গ করে উত্তোলন!
মনে পড়ে—
বিরস বদন ভূপতি-সদন
প্রাণ ভিক্ষা মাগে অধিনীর;

অমনি স্বজনি,
দু'নয়নে শতধারে বহে নীর—
আপনা পাসরি ভুলে যাই হরি,
ধৈর্য্য ধরি কিসে বল সই ?
আত্মহারা হই—
যেন আমি—আমি নই !
দেখিতে কুমারে বড় মনে হয় সাধ ;
যতদিন সে সাধ না পূরে,
সত্য কহি তোরে, হরি-পদ নাহি চাই।
গুরুর চরণ নিত্য করি লো স্মরণ,
যাচি পায়,
করুণায় বারেক দেখাও তারে।
হায় সখি, রাজার নন্দন—
কভু দুখ না জানে কেমন,
নির্ব্বাসন আমা হেতু !
ধূমকেতু আমি লো স্বজনি,
যথা যাই অনর্থ ঘটাই তথা !
আত্ম গঞ্জনায় প্রাণ জ্বলে যায় ;
যদি কভু দেখা তাঁর পাই,
পায়ে ধ'রে বুঝাই স্বজনি,
আমি চির-অধিনী তাঁহার,—
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে
অন্য কারে কভু নাহি দিছি স্থান !

মাধুরী। সখি, বৃথা কেন গঞ্জ আপনায় ?
কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,
যা হবার হ'য়ে গেছে।
তব মন বিগলিত প্রেমে,
কেন মিছে ভাবলো ললনে ?
সখি, কি আর করিবে,
যতই ভাবিবে বাড়িবে লো জ্বালা তত।
গুরু পদে মতি করি নত,
এস যাই—করি হরিনাম।
কাঞ্চন-ভূষণে—
হের উষা হাসেলো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুসুম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর !
চল সখি যাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হুতাশন।
রাখ হরি-পদে মতি,
শুন লো যুবতি,
অবশ্য মিটিবে সাধ,
কামনা পাবেনা স্থান হৃদে।
গুরু-আজ্ঞামত,
পর্ব্বত-প্রদেশে এস করি হরিনাম,
হরি-প্রেমে মাতুক শিখরবাসী।
শুনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি—
শতমুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ—
বেদনা জানাব হরি পদে।

বিরজা। সখি, হরি কি কাঁদায় অবলায় ?
ব্রজেশ্বরী প্যারী, আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধুলায় ;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগন-পথে ;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
স্মরি হরি কাঁদিল দিবস-যামা ;
নয়ন-সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবু তো এলো না নিঠুর সে কালাচাঁদ !
যাঁর কৃষ্ণ-পদে মতি, তাঁর এই গতি—
আমি কৃষ্ণ ভক্তিহীনা,
কেমনে পূরিবে সাধ !
নাহি সই অধিক বাসনা—
বারেক দেখিব,
ব'লে যাব আমি অপরাধী তার পায়,
অধিনী ভাবিয়া যেন করেন মার্জ্জনা ;
নহে মম সাধন হবে না,
বঞ্চিত রহিব হরি-প্রেমে।
চল যাই, নাম গাই ঘরে ঘরে।

(উভয়ের গীত)

মরি হায় ব্রজের মাঝে,
বাশায় বেণু নাচে ধেনু, কানু চলে গোঠে,
দেয় করতালি রাখাল মেলি, আনন্দ-রোল ওঠে,
হেরে হায় রাখালরাজে!
গোপিনী উন্মাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্যাম রাখাল সাজে।
খেলে হেলে দুলে শিখিপাখা, তরুণ অরুণ লোটে,
উষা মলিন লাজে!
হেরে চরণকমল চায় শতদল, কাননে ফুল ফোটে,
আমোদে ভ্রমর গাজে!

(পাহাড়িয়া পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম পাহা। আরে, সে দুটা মাগী আ'সেছে রে, সে দুটা মাগী আয়েছে।

২য় পাহা। আরে মাদল লিয়ে আয়, মাদল লিয়ে আয়, আরে দাঁড়া মাগীরা, বাঁকাশ্যামের গান গাই আয়।

(পাহাড়িয়াগণের গীত)

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্ রে চল্ যাবে চ'লে উঁকি দিয়ে দেখে আসি॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে, বনফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধা নাম বোলে;
আঁখ ঠারে ব'ল্‌তো কারে,
রাঙ্গা ঠোঁটে মুচ কি হাসি॥

১ম পাহা। বলি হারে মাগী, তোদের হরিনাম দিলে কে? এ যে বড় মিঠে নাম রে—যেন মদ রে!

বিরজা। ভাই, গুরু দিয়েছেন।

১ম পাহা। সে মিনষে—না তোর মত মাগী? আমাদের হেথা আর একটা মিনষে আছে, হরিনাম না ব'ল্লে খায় না, চল্, তার কাছে যাবি? তোরা যেমন নাচিস্—হরি ব'লে সেও রে নাচে, আমরা বি উয়ার ঠাঁই নাচ্‌তে শিখেছি।

বিরজা। কোথায় তিনি?

১ম পাহা। ওই দেখ্—খেপা আস্‌ছে।

(অনাথনাথ ও পাহাড়িয়া বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। ও খেপা, খা, তবে হরি ব'ল্‌বো, নেই তো সাতদিন আস্‌বো না, তুই হরিনাম শুন্‌তে পাবি না!

২য় বালক। ওরে, হরি বল্, নইলে কথাবি কইবে না।

১ম বালক। না ভাই, সেই গান গাই আয়।

(বালকগণের গীত)

খেলি ছুটাছুটি, আয় ধূলায় লুটি,
হরি আয় আয় আয় রে।
তুই এমন কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় যায় রে॥
হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে লিয়ে,
নাচ্‌বো থিয়ে থিয়ে;
তুই নাচ্‌বি যত, বনফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায় রে॥

মাধুলী। সখি দেখ, হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রেছেন, ওই দেখ, হরি-প্রেমে উন্মত্ত কুমার!

বিরজা। দেখ সই, প্রাণ ফেটে যায়,
দেখ দেখ ধূলায় লুটায়,
ধূলি-ধূসরিত-কায় নৃপতি-নন্দন,
ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে!
চ'লে গেলে—
হ'ত সাধ দিই বুক পেতে!
দেখ পথে পথে ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায়,
হায় সখি, এ বেদনা সব কত!
চল যাই, হরিপ্রেম পদে ভিক্ষা চাই,
হই সই উন্মত্ত উঁহার মত;
ওঁর মত ধূলায় লুটাই,
শূন্যপানে চাই,—
ভেসে যাই হরি-প্রেম-নীরে,
তবে যদি যায় এ যাতনা।

২য় পাহা। ওরে, কি ব'ল্‌ছিস্ রে, তোদের দেশের মানুষ না? আরে কথা কয় না, চেয়েবি খায় না, খালি বলে—"ভাই হরিবোল!"

অনাথ। ভাই, হরি বল ভাই, হরি বল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ, দাসীকে হরিভক্তি দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে, আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না, আমি হরিভক্তি কোথায় পাব, কৃপা ক'রে আপনারা আমায় হরিভক্তি দিন।

হায় হায় হরিনামে না জন্মিল অনুরাগ,
দিন গেল হরিনাম এলো না বদনে !
গাও হরিনাম—
শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,
হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,
পদরজ দেহ এই অধমের শিরে।
হরি হরি, কৃপা কর,
দেহ নামে অনুরাগ,
ভব-মাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,
কৃপাময়, করুণায় শিখাও আমায়।
হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,
হরি ব'লে লুটি ভূমিতলে,
অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ.
ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষে পরে.
ভক্তের বদনে শুনি নাম ;
গুণধাম—
বাম আর হ'য়ো না হে অভাগার প্রতি।
ওরে ভাই, কে আছ বান্ধব,
কর হরিনামোৎসব,
হরিনাম গাও জুড়াও তাপিত প্রাণ !

১ম পাহা। হরিনাম শুন্‌বি ? ওরে মাগী গা না, আমরাবি গাই, দেখ্‌না মিন্‌ষে কাঁদ্‌ছে।

(সকলের গীত)

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে ওঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই, শুক্‌নো ডালে কলি ফোটে ॥
মজে যা হরিনাম রটা দেখ্‌বি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবি দিন কাটা ;
গহ্বরে গোঠে মাঠে নামে যাক গগন ফেটে,
নাই যমের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা হরি বল এক চোটে ॥

—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গিরিগুহা-সম্মুখ

রাজা।

রাজা। গগন তপন সলিল পবন
তরু মেরু বিহঙ্গম—
হরি-গুণ গায় সবে।
পাতা মড়মড়ি বলে কোথা হরি,
হরিময় ত্রিভুবন,
এ স্থনার হরিনামে বিরত অধম !
বসিয়া গহ্বরে —
প্রাণ দায় সিংহাসনে ;
কত ওঠে মনে,
মনে পড়ে স্থকুমার নন্দনে আমার,
মনে পড়ে বিরজায়,
মনে জাগে সকলি আমার,
চঞ্চল অনিল সম ভ্রমে মন মম,
স্থির নহে তিলেকের তরে।
বুঝি এ জনমে
হরিনাম হ'লো না সাধন।
ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি,
কি করি—কোথা সে বাতুল ?
দেখা পেলে,
তাঁর ঠাঁই শিখি পুনঃ হরিনাম।
নামে রুচি নাই,
আর কতদিন রবে প্রাণ দেহে—
এ যন্ত্রণা কত দিনে হবে দূর !
যাই—

দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম।
হে গহন-বিহঙ্গম,
হরিনাম শিখাও আমায়।
এস হরি, দয়া করি দেহ পদাশ্রয়,
তোমা বিনা অধমের কেবা আছে আর,
মম আঁধার সংসার!
জলে শুধু স্মৃতি—হৃদে দাবানল সম।
লজ্জা নিবারণ, দেহ দরশন—
ভুলি জ্বালা।
কালাচাঁদ, হওহে উদয়—
কোথায় করুণাময়,
অভাগায় কৃপা কি হবে না!
প্রবেশি গহ্বরে—
দেখি যদি মন হয় স্থির।

[রাজার প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। সোণা, তুমি নরঘাতিনী, সে যাক্,—তোমার ছলনায় রাজার এই দশা—প্রতিহিংসায় কি তুমি তৃপ্তি লাভ ক'রেছ? এই তো অন্তর-জ্বালা! যারে রাজ্যচ্যুত ক'রেছি, তারই জন্য নিত্য কুসুম চয়ন ক'চ্চি, তারই জন্য নিত ফল আহরণ ক'চ্চি, হা অভাগিনি! যদি অনুতাপ ক'রবি তো এ কাজ কল্লি কেন! নিত্য মনে করি, ক্ষমা চাব—যা থাকে অদৃষ্টে, আজ দেখা দিব। আমার তো সতীত্ব ফিরল না, লাভে হ'তে রাজ্যেশ্বরকে বনবাসী ক'ল্লেম। কাপালিকের সৎকার ক'রেছি—দেখা পেলে ক্ষমা চাইতেম, আর উপায় নাই, যার উপায় নাই—সোণা তার জন্যে ভাবে না। রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে যেথা ইচ্ছা হয় চ'লে যাই। কোথা থেকে পোড়ারমুখো নসে এলো! কিছুতেই যে আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছিনি, পোড়ারমুখোর মনে কি ঘৃণা নাই?—সে যে আমায়ও ঘৃণা করে না! সদাই মন চায়, আমি তার কাছে যাই; পোড়া মন, এখনও তুমি ভাল বাস্‌তে চাও—তোমাতে আগুন লাগেনি! এমন মন থাকতে বনে আগুন লাগে!—নসে পোড়ারমুখো যে সর্ব্বনাশ ক'রলে; পাতা নড়ে, মনে হয়—নসে আস্‌ছে, পাখী গায়, মনে হয়—নসে হরি ব'লছে, হরিনাম—তা কখনই ক'রবো না; নসের সঙ্গে আর একবার দেখা ক'রবো, তারপর যেখানে হয় চ'লে যাব—এই যে রাজা আস্‌ছে। (অন্তরালে অবস্থান)

(রাজার পুনঃপ্রবেশ)

রাজা। এ কি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য কুসুম চয়ন করে—কে সুশীতল জল আনে—গহ্বর ভিতরে কে ফল রেখে যায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। এখানে কি জন-সমাগম আছে, আমায় সাধু বিবেচনা ক'রে কি গোপনে কেউ সেবা করে? এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত।

(গমনোদ্যত)

সোণা। (অগ্রসর হইয়া) ক্ষম দোষ,
ত্যজ রোষ ওহে সদাশয়!
আমি দুশ্চারিণী,
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছি বিপিন নিবাসী,—
অনুতাপে দহে প্রাণ!
কৃপাবান্ হও মতিমান্,
ক্ষমা কর পাপিনীরে।
জ্বলি যে জ্বালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমারে নেহারি,
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপা কর—কর হে মার্জ্জনা;
দিও না বেদনা,
ললনা চঞ্চল মতি—
না বুঝে ক'রেছি অপরাধ,
আর বাদ সেধ না হে নরনাথ,
ঢাল বারি অনুতাপানলে।

রাজা। কে ও, সোণা?—
তুমি শিক্ষাদাতা গুরু সম মম!
আছিলাম মত্ত সদা বিষয়ের মদে,
ফুটিল নয়ন তব চরণ-প্রসাদে।
তব পদে শত নমস্কার,
আমি অপরাধী কর তিরস্কার,
হোক মনে ঘৃণার উদয়,
হরিপদ ধরি দৃঢ় করি।
শুন লো ললনা,
তুমি দোষী একথা বল' না,—

তুমি মম ভবার্ণবে সেতু,
তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম।
জন্মে যেন হরিপ্রেম, কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বিষাদ,
হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জ্বালা—
দাসে দেহ পদধূলি।

সোণা। তিরস্কার কর না আমায়।
পাপদেহ স্পর্শে বাড়ে পাপ,
বাড়িবে সন্তাপ,
ছি ছি, ছুঁয়ো না আমায়।
আমি যে যাতনা সহি,
বল কত কহি—কর ক্ষমা,
বল মহাশয়, আর নাহি রোষ তব—
বল, নাহি রোষ—
ভুলায়ো না বাক্যছলে,
বল বল অপরাধ ক'রেছ মার্জ্জনা?

রাজা। নহ তুমি দোষী, হিতৈষী আমার,
তবু কহি তব অনুরোধে,
নাহি মম রোষ;
যদি তব হ'য়ে থাকে দোষ,
অকপটে কহি আমি ক'রেছি মার্জ্জনা,
বল তুমি—হরিভক্তি হোক মম।
(নসীরামের প্রবেশ)
এ কি—গুরুদেব, প্রণাম।

নসী। সোণা, কোথা যাবে? ধ'রেছি,—আমি তোমার পিরীতে ম'জেছি, তুমি পায়ে ঠেল—ঠেল্‌বে, আমি কখনও তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না।

সোণা। দূর হ পোড়ারমুখো পাগ্‌লা, তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বি। যার সঙ্গে একত্তরে বার বচ্ছর কাটালেম, তারে পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিনি। তুই পোড়ারমুখো আমার কাল হ'য়ে এসেছিস্, তোকে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজীবনের ছল চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর কথায় প্রাণ গেল! আমি অনুতাপে জ্ব'লে ম'র্‌ছি, পোড়ারমুখো, তুই আবার এসেছিস্ কি ক'র্‌তে?

[সোণার প্রস্থান।

নসী। যাও তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজা। প্রভু, আমার তো হরিসাধন হ'লো না, আমি মন স্থির ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

নসী। না পেরেছ নাই নাই, চল, তোমায় আজ হরি দেখাব।

রাজা। কৃপাময়, কি ব'ল্‌ছেন,—চর্ম্মচক্ষে হরি দর্শন ক'র্‌বো?

নসী। তোমার আর চর্ম্মচক্ষু নাই, যে হরিনাম করে—সে দেব-দেহ পায়। তোমার হরিসাধন হ'লো না ব'লে ক্ষোভ হ'চ্ছে—তোমার ন্যায় সাধু কে আছে? এই ক্ষোভই ক্ষোভ—অন্য ক্ষোভ বিড়ম্বনা মাত্র; এই ক্ষোভ যত পোরে—তত বাড়ে। যার হরিনামে রুচি আছে—সেই ধন্য! তুমি ধন্য—তোমার সহবাসে আমি ধন্য! দেখ, তোমার কিঞ্চিৎ বিষয়-ক্ষোভ আছে, তাই তুমি হরির দর্শন পাও নাই, তোমার মনে হয়, তুমি পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রেছ—কিন্তু না, সে ক্ষোভ পরিত্যাগ কর; সকলই হরির ইচ্ছা, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এস, আমার সঙ্গে এস, তোমার পুত্রের দর্শন পাবে। তোমার পুত্র এখন পরম সাধু, তার কৃপায় এ পর্ব্বতবাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম ক'চ্চে, এস, দেখ্‌বে এস।

রাজা। প্রভু, হরির দর্শন পাব আজ্ঞা ক'র্‌লেন যে—

নসী। আমার আজ্ঞা নয়, হরির কৃপায় তুমি তাঁর দর্শন পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

অনাথনাথ।

অনাথ। আর না—কথা কব না, চুপ ক'রে দেখি; শ্যামের বামে রাইকিশোরী—মরি মরি রে, বৃন্দে, শ্যামের নিন্দে করিস্‌নি, ওই দেখ্, ভয়ে ভয়ে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদমুখ শুকিয়ে গেছে,—ওলো ওলো, রথের চাকা ধর্, চাকা ধর্, বড় ক্রূর অক্রুর লো—আহা, গোঠে কানাই নাই, শ্রীদাম কাঁদ কি গো তাই? দে মা, নন্দরাণি, সাজিয়ে

দে—দে মা চূড়া বেঁধে দে—দে মা, ধড়া পড়িয়ে দে—দে গো নবনী দে—বেণু না শুনে দেখ্ সে গোঠে যাবে না। আহা, ধর ধর ধর, প্যারী ধূলায় প'ড়ে—কৃষ্ণ ব'লে তমাল ধরে। ওরে কে রে—যা রে যমুনা-পারে, এনে দে এনে দে, কালাচাঁদে এনে দে! ছি ছি ছি, মান সাজে না তোর; দেখ, লোটে পায় নূপুরে চূড়া মিশায়—শ্যামকায় নয়নজলে ভেসে যায়! ছি ছি রাই, ভাল ভাল, যার মানে তুমি মানা, তার এত অপমান করিস্ ওলো গরবিনি! ওই দেখ, শ্যাম ফিরে গেল—এখন কাঁদ্‌লে কি হবে বলো? আগে ক'রে মান, ক'র্‌লি তুই অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালাচাঁদ আর ফির্‌বে না—

(নসীরাম ও রাজার প্রবেশ)

নসী। ওরে, খুব মজা দেখ্‌ছিস, ওরে ও পাগ্‌লা!

অনাথ। প্রভু—প্রভু—(চরণ ধারণ)

নসী। আরে কি করিস, কি করিস্—তোর প্রেম একটু আমায় দে।

অনাথ। দয়াময়, দাসকে মনে প'ড়েছে!

নসী। তুই যে হরির দাস, আমি তোর দাসানুদাস। দ্যাখ্, যারে তুই বাবা ব'ল্‌তিস্, সেও এখন হরির দাস। দ্যাখ্ দ্যাখ্, হরিপ্রেমে মিন্‌ষে কাঁদছে! দ্যাখ্ বুড়োমিন্‌ষে—ওকে আবার রাজা ব'ল্‌তো!

অনাথ। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা, তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে?

অনাথ। আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় গুরুর কৃপা লাভ ক'রেছি, হরিনাম পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম, আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নসী। কেমন, তোরে ব'লেছিলাম যে, রাজকুমার আর থাক্‌বিনি! এই দ্যাখ্ না, সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়, যেন কে আরও আপনার লোক; তুই সেই ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ—আপনার হ'তেও আপনার। দ্যাখ্ দ্যাখ্, হরিপ্রেমের মহিমা দ্যাখ্! এত দিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন থাকে—এ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহার! সোণা, তুই এলিনি, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই যে, তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে!—

(গীত)

ঘরে আর মন সরে না, বুঝালে তো বোঝে না মন।
কে যেন সে যায় টেনে, জ্বালা এ কি যেমন তেমন!
মনে করি মনকে ধরি, পারিনি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায়, উপায় কি করি;—
অবশে যাই গো ভেসে, মন তো নয় মনের মতন।

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই!

সোণা। এই যে, মুখপোড়া এটাকেও খেপিয়েছে! মুখপোড়া, সৃষ্টি শুদ্ধ খেপালি?

নসী। সোণা, আমার অপরাধ নিও না, হরি খেপালে আমি কি ক'র্‌বো! আমার মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ হয় তো এস। আয় আয়, তোরা আয়—বংশীধারী দেখ্‌বি আয়।

[সোণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোণা। এ কি, আমার প্রাণ টানে কেন? আমার পা ছুটো ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে আর পোড়ারমুখোর কাছে যেতে হয় না। ছি ছি ছি! পাগলটা আমায় পেছনে পেছনে ফেরাচ্ছে। কেন—আমি হরিনাম ক'র্‌বো কেন? হরি ব'ল্‌বো, তবে তিনি উদ্ধার ক'র্‌বেন—ও মা, আমি যেন গ'ড়্‌তে ব'লেছিলেম! তুই যা খুসী তাই করিস্, তবু তোর নাম নেব না। এই যে বেশ্যা ক'রেছিলি, এই যে নরঘাতিনী ক'রেছিস্, তা আমি কি ক'ল্লেম, কিছু ক'র্‌তে পেরেছি—ও মা, কি দয়াময় গো! ওরে আমায় টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাক্‌তে পারি না—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতের অপরাংশ

বিরজা ও মাধুলী।

মাধুলী। সখি, তুমি তো দেখা পেয়েছিলে, কেন মার্জ্জনা চাইলে না, তবে এখন কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি, তাঁরে উন্মত্ত দেখ্‌লেম—দাসীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হ'লো,—কি জানি, পরিচয় শুনে যদি তাঁর পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিনু স্বজনি,
এ জনমে সাধন হ'লো না,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে।
যত প্রাণ বাঁধি, তত সখি কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হরি-পাদপদ্ম ধ্যান!
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে স্বজনি, রঞ্জিত অধর হেরি;—
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি করি নিরীক্ষণ,
হেরি ধ্যানে সে নয়ন দুটি;
বাঁশী মনে হ'লে ভাসি আঁখিজলে,
শুনি কাণে সে মধুর স্বর;
বল না বল না সাধনা কেমনে করি?
যাও সখি, যাও স্থানান্তরে,
হরি-প্রেমে হ'য়ো না বঞ্চিত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিঘ্ন আমি।

মাধুলী। সখি, তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক হরি তোমায় প্রেম দিয়েছেন; আমি প্রেমলুব্ধ, তোমার কাছে থাকি, প্রেম শিক্ষা করি, হরিকে কেমন ক'রে ভালবাস্‌বো—তাই তোমার কাছে শিখি।

বিরজা। দেখ দেখ, এখানে চিতা সাজান কার!

মাধুলী। তা তো জানিনি।

বিরজা। এ কি শ্মশান সখি, এ নির্জ্জন স্থান নয়, ওই দেখ, কে আস্‌ছে।

মাধুলী। এ যে গুরুদেব!—সে রাজা না? ওই যে রাজকুমার!

বিরজা। তাই তো!

(নসীরাম, রাজা ও অনাথনাথের প্রবেশ)
(বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম)

বিরজা। গুরু, প্রভু, আমাদের সাধন হ'লো না।

মাধুলী। প্রভু, কই, জীয়ন্তে মরা তো হ'তে পার্‌লেম না, আমার সকল কথাই মনে পড়ে।

নসী। ওরে ও খেপা, এ কে দেখ্‌ছিস্‌—এই সেই যে তোর বিরজা ছিল, আর এ মাধুলী।

রাজা। বিরজা—মা, হরির দোহাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিরজা। আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী ক'র্‌বেন না, আমায় হরিভক্তি দিন।

নসী। ও খেপা, চুপ ক'রে রইলি যে?—দেখ্‌, মনে আড় রাখিস্‌নি—বিরজার অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানে না, আর যদি অপরাধাই হয়—তুই প্রেম দান ক'রে সব ধুয়ে নে। বোঝ্‌—কামে প্রেমে তফাৎ বোঝ্‌, কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁক্‌ড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়। বিরজা, তোর কি মনের কথা, বল না?

বিরজা। রাজকুমার—

নসী। রাজকুমার কে রে—এখন কি রাজকুমার আছে, খেপা বল্‌।

বিরজা। হে পরমোন্মাদ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অনাথ। প্রেমময়ি, তুমি আমায় প্রেম দাও, প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর।

নসী। শোন্‌, তোদের সকলকে বলি শোন্‌, জগতকে প্রেম দে—যে হীনের হীন, তাকে প্রেম দে—রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরোবে না, যত পার—বিলাও! রাধে, রাধে, আমায় প্রেম দাও! ওরে আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চ'ল্লেম—ঐ দেখ, আমার চিতা সাজিয়েছি।

সকলে। প্রভু, কি বলেন?

নসী। আর কথার সময় নাই, তোরা হরিনাম কর্‌, সোণা আয়, রাই রাজা তোরে ডাক্‌ছে।

সকলে। হায় কি হোলো!

নসী। কেঁদ না, আবার দেখা হবে—হরিনাম কর, বন্ধুর কাজ কর, আমার সময় উপস্থিত।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(পাহাড়িয়াগণের প্রবেশ)

১ম পাহা। ওরে তোরা হেথা, আমরা তোদের মাদল নিয়ে ঢুঁড়্‌ছি।

অনাথ। এস ভাই, সকলে মিলে হরিনাম করি।

১ম পাহা। এ কে রে—একটা হরিবোলা, বুঝেছি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আরে কি ক'চ্ছিস্—কাঠ হ'য়ে র'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি, আর কাকে নাম শোনাচ্ছিস্! দাঁড়া, আমি নুড়ো জ্বেলে দিই। (চিতায় অগ্নি প্রদান)

(সকলের গীত)

লজ্জা রাখ, লজ্জা-নিবারণ হরি,
পাথারে করহে পার দিয়ে রাঙা চরণতরী॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী,
চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশি,
চেউ দেখে হে শিহরি!

সোণা। পোড়াকপালে, তোর সঙ্গেই আমি যাচ্ছি।

(সোণার চিতা-মধ্যে প্রবেশ)

(পুষ্পরথে সোণা ও নসীরামকে লইয়া রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান)

কৃষ্ণ। যে আমায় চায় আমি তারে চাই।

রাধিকা। শ্যামের ভক্ত বই আর কেউ তো নাই।

(সকলের গীত)

রথ রাখ হে রাখ, বাঁকা শ্যাম!
যেওনা অকূলে ফেলে, হ'য়ো না হে বাম!
পায়ে ঠেল না প্রেমময়ী রাই,
রাধে, তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও, যুগল হেরে
মন-প্রাণ জুড়াই;—
যদি নিদয় হবে কেউ তো ভবে—
নেবে না জয় রাধানাম!

যবনিকা

মনের মতন

(মিলনান্ত নাটক)

[৭ই বৈশাখ, ১৩০৮ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ

মির্জ্জান	...	বাদ্সা।
কাউলফ	...	ঐ সেনাপতি ও বন্ধু।
সায়েদ খাঁ	...	ধনাঢ্য বণিক।
টাহার	..	ঐ পুত্র।
নেহার	...	টাহারের বন্ধু।
সমরকন্দাধিপতি	...	গোলেন্দামের পিতা।
কাজি	...	সমরকন্দের বিচারক।
বণিক	...	সমরকন্দাধিপতির বন্ধু।
ফকীর		

দূত, ভৃত্যদ্বয়, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

গোলেন্দাম	...	বেগম।
দেলেরা	...	কাউলফের প্রণয়িণী।
সানিয়া	...	দেলেরার ধাত্রী।
পরিয়া	...	গোলেন্দামের সখী।
মনিয়া	...	দেলেরার সখী।

সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেলেরার কক্ষ

দেলেরা, সানিয়া ও সখিগণ।

সানিয়া। হ্যালো, তোর কি হ'য়েচে? তুই দিন-রাত রাস্তা-পানে চেয়ে থাকিস, খাস্‌নে শুস্‌নে, তুই কার ভাব্‌না ভাবিস? কারো সাথে তোর দোস্তি হ'ল নাকি? দ্যাখ্— সাম্‌লে চল। শুন্‌চি, তোর বাপ সওদাগরি হ'তে ফিরে আস্‌চে। টাহারের বাপ টাহারকে নিয়ে এসেচে, তোর সঙ্গে সাদি দেবে।

দেলেরা। আমি টাহারকে সাদি ক'র্‌ব না।

সানিয়া। ও কি কথা লো—ও কি কথা? তুই কি সব কথা শুনিস্ নে?

দেলেরা। কি শুন্‌বো?

সানিয়া। টাহারের বাপ আর তোর বাপ দু'জনের ছেলে বেলা থেকে বড় দোস্তি; তারা হাতে হাত দিয়ে কিরে খেয়েচে যে, তোর সঙ্গে টাহারের বে হবে। এখন তুই কি কথা ব'লছিস্? টাহারকে আমি দেখেছি খুবসুরৎ,

—কেন তারে সাদি ক'র্‌বিনে? তোর বাপকে কি ব'লে বোঝাবি? আর বোঝালেই বা শুনবে কেন? সে কি আপনার জবান মিছে ক'র্‌বে?

দেলেরা। তা যা হয় হবে, আমি টাহারকে সাদি ক'র্‌বো না।

সানিয়া। কেন, তার অপরাধ কি?

দেলেরা। তুই কাউলফ্‌কে দেখেছিস্?

সানিয়া। দেখেছি, দেখেছি—ওই তো বাদ্‌সার সেনাপতি।

দেলেরা। যদি দেখে থাকিস্, তবে আর টাহারের কথা আমার কাছে তুলিস্‌নে। আমি রাস্তায় কেন চেয়ে থাকি জানিস্? কাউলফ কখন যাবে—দেখি। টাহারের কথা কি ব'ল্‌ছিস্—স্বর্গের দূত এলে আমি চাইনে। আমি চাই কাউলফকে—সেই আমার স্বামী। আমি স্বামী ছেড়ে কি দোস্‌রা পুরুষকে সাদি ক'র্‌বো?

সানিয়া। ওলো সর্ব্বনেশে কথা বলিস্‌নে। তোর কিসের স্বামী? এক দিন রাস্তায় যেতে দেখেছিস্ বই তো নয়।

দেলেরা। আমি দেখেছি—দেখে ম'জেছি,—আর আমার উপায় নাই! আমি মনে মনে তারে মন দিয়েছি। আমি মনে মনে শপথ ক'রেছি, তারে ছেড়ে কারেও সাদি ক'র্‌বো না। তারে পাই ভাল, নচেৎ জলে ঝাঁপ দেব। তোরে আমি কেন ডেকেছি—জানিস্?

সানিয়া। কেন?

দেলেরা। ছেলে বেলা থেকেই আমার মা নাই, তুই আমায় মানুষ ক'রেছিস্। এখন তুই আমার প্রাণ বাঁচা।

সানিয়া। সে কিরে, সে কিরে—তুই কি কথা বলিস্! আমি কি ক'র্‌বো?

দেলেরা। তুই সব পারিস্। আমার আর কে আছে বল্? আমি আর মনের কথা কারে জানাব? দ্যাখ্—দ্যাখ্—চেয়ে দ্যাখ্—ওই আমার জান পায়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে!

সানিয়া। ও কি কথা বলিস্?—আমার কাজ নয়—আমি পার্‌বো না!

দেলেরা। তবে তোর সামনে আমি জহর খাব।

সানিয়া। কি সর্ব্বনেশে কথা ব'ল্‌ছিস্,—বুঝ্‌ছিস্? শুন্‌ছি, আজ টাহার তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে। তোরই কাছে তো টাহারের বাপ বাঁদা পাঠিয়ে খবর দিয়েছে যে, টাহারকে তোরে দেখ্‌তে পাঠাবে। কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই। কে দেখ্‌বে কে শুন্‌বে!

দেলেরা। আমি টাহারের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো না।

সানিয়া। সে বাড়ীতে আস্‌বে—তারে কি ব'লে ফেরাব? তুই মাঝে মাঝে বাড়ীতে পুরুষ আনিস্, এ কথাও কাণা-ঘুষা উঠেছে। তুই যে আমোদ ক'র্‌তে আনিস্—তা তো লোকে বোঝে না, লোকে দুষ্য ভাবে।

দেলেরা। লোকে ভাবুক—আমিতো সাঁচ্চা আছি।

সানিয়া। আর এইবার যে কাঁচ্চা কাজ ক'চ্ছ? কাউ-লফকে ঘরে ডাক্‌ছ।

দেলেরা। ভয় কি? আমার পাকা স্বামী আছে।

সানিয়া। এ বুড়ো বেটীর মাথা খাবে, তবে নিশ্চিন্ত হবে—না? আমার কথা তুই শোন্, কাউলফের দরদ ছেড়ে দে।

দেলেরা। কাউলফকে ছেড়ে দেব? তা কেমন ক'রে পার্‌বো! ঐ চেয়ে দ্যাখ্—জানের কাটারি, মরি মরি!—

সাচ্চি বলি সানিয়া তোরে,
মেরি জান দেওয়ানা ওর তরে।
চেয়ে দ্যাখ্, এই দুনিয়া 'পরে—
যেন চাঁদ খানি প'ড়েছে ঝ'রে!
আমায় কিনে নে—ওরে এনে দে,
নইলে জান বাঁচে না যে,
আছি বহুত সামারে,
আর পারি নে—তারে এনে দে!

সানিয়া। আরে ছি ছি ছি!—বলিস্ কি? তাও কি হয়! এ হামার কাম নয়। ভেজ দোস্‌রা বাঁদী। তোর বাপ এসে শুন্‌বে,—আমায় খাড়া খাড়া কবরে ডাল্‌বে। সে ফিরে যেয়েছে, তোর সাথে টাহারের সাদি দেবে। সম্‌ঝে চল,—নইলে গিরাব ফেরে। তুই এমন সেয়ানা, হাঁসাস্ নে দুনিয়া। তোর বাপ গিয়েছে সওদাগরিতে দু'দিনের তরে,—আজ ফেরে কি কাল ফেরে।

দেলেরা। ওলো মরম-ব্যথা বুঝ্‌লিনি তুই নারী হ'য়ে,
কলিজায় আগুন নিয়ে, কত দিন আর থাক্‌বো স'য়ে!
দেখেছি যে দিন হ'তে,—

আর তো আমার নইক আমি,
আমি ওর পায়ের বাঁদী,
ও বিনা কেউ নয়কো স্বামী।
বলিস্ কি ম'জে যেতে বাওরা হ'তে,
কেন, কিসে আমার অত,—
কে ছাড়ে দেল পিয়ারা,
বলনা কথা নারীর মত!
মনের মতন রতন পেলে,কে কোথা বল স'ম্‌জে চলে,
কে কোথা মনের লহর বাঁধ্‌তে পারে আটকে ঠেলে?

সানিয়া। আচ্ছা, তুইতো ওরে চাস্ ও যদি তোরে না চায় —তোরে যদি দরিয়ায় ভাসায়? মরদকে তো জানিস্ নে, ওদের আগাগোড়া সয়তানী আমি পছানি, বেইমানি ক'রে যাবে ফেলে, ভাস্‌বি তখন অকূল জলে!

দেলেরা। যা হয় হবে,—ভেবে দোস্ত করে কে কবে? প্রাণ যারে চায়, তার লোটায় পায়;—এখন বাঁচা আমায়, —নইলে জান্ যায়!

সানিয়া। তাই তো লো তাই তো,—ভেবে পাইনা কিছু থাইতো! এখন দেখি বেয়ে চেয়ে—একবার যাই ত। আমি আন্‌ছি, দেখিস্ হ'স্‌নে হাল্কা, মরদের প্রাণ বড় পল্কা! তবে যদি থাক্‌তে পারিস্ গুম্‌রে,—কতক রাখ্‌তে পার্‌বি ধ'রে। আল্‌গা হ'লেই মরদ বসে পেয়ে। মন খুলিস্ বুঝে,—সম্‌ঝে, র'য়ে স'য়ে! মরদ বড় বেইমান,—বড় বেই-মান!—আমি বড় হ'য়েছি হয়রাণ!

দেলেরা। তুই যা,—তুই যা—তুই ভাবিস্‌নে। থাক্‌বো গুমরে,—ফেরাব পায় পায়,—দেখি আমায় চায়, কি না চায়। হ্যাঁলো তোরই তো বনেয়া, তুই কি চিনিস্‌নে আমায়?

(সখিগণের গীত)

সখিগণ। খাল কেটে লো নোনা জল এনে,
আখেরে কি হয় কে জানে!
সব দিকে হ'ত ভালাই—
থাক্‌লে পরে বুঝ মেনে।
সব দিকে হ'তো ভালাই থাক্‌লে পরে বুঝ মেনে!

দেলেরা। নে মেনে নে, মিছে বকিস্‌নে,—
তারে দে এনে, নইলে বাঁচিনে,
আঁখিবাণে জান বিঁধেছে, বুঝ্ মানি বল কেমনে?

সখিগণ। আঁখিবাণে জান বিঁধেছে, বুঝ্ মানি বল কেমনে।
আর কি হবে ভেবে, যাই চ'লে তবে,
বেগানায় ভালবেসে, অকূলে গেছিস্ ভেসে,
কে জানে কি হবে শেষে,—

দেলেরা। যালো যা—যালো ত্বরা, হ'য়েছি আপন হারা,
বুঝ গিয়েছে মন ম'জেছে,—পিরীত-ডুরি প্রাণ টানে।

সখিগণ। বুঝ গিয়েছে মন ম'জেছে, পিরীত-ডুরি প্রাণ টানে।

[দেলেরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দেলেরা। কি হবে—কে জানে,—অকূলে ত ভাস্‌লেম! যা ব'ল্লে সানিয়া—তাত বড় মিছে নয়। মানুষের জিবে জিবে ছুট্‌বে,—চারদিকে কথা রট্‌বে। বাপ যদি টের পায়—তা হ'লেই ত ম'জলুম। যা হবার হবে, আর মিছে ভেবে কি ক'র্‌বো! এদিকেও ম'রেছি, ওদিকেও ম'রেছি,—না হয় কাউলফকে নিয়ে ম'র্‌বো।

(দেলেরার গীত)

আমার অগাধ জলে জাল ফেলা,
পারি হারি ভুলতে নারি খেলে দেখি এ খেলা!
রতন পাই পাব, নইলে জলে ঝাঁপ দেব,
থাক্‌তে সাগর, তীরে কেন নুড়ি কুড়াব!
যে ঢেউ দেখে পায় ভয়, রত্ন তার তরে তো নয়,
হয় বা না হয়, যা হয় হবে, শেষ দেখে যাব,
যৌবনে সাধের মেলা—সাধ ক'রে নি এই বেলা।

[দেলেরার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

(সখিগণ সহ সানিয়ার প্রবেশ)

(সখিগণের গীত)

চল্ চল্ হিয়া নেহি ইয়ার।
কভি সেকে কমিনা, দেল লেনা দেনা,
কভি দেনে লেনে সেকে বিন্ দেল্‌দার।

আও আও আও,
জোয়ানি মূলনে যাও,
আগর রহে নজর, দেখো বড় জবর,
বুড়িয়া চল্‌দে হিঁয়া কা ইয়ার মিলে,
মাঙ্গে দেলকি পিয়ারা কাহা আয়সা পিয়ার।

সানিয়া। মেঘ না চাইতেই জল! ওই লো ওই—দেলেরার নাগর কাউলফ আস্‌ছে। ধরা দেওয়া হবে না। ছলে বলে কৌশলে—যেমন ক'রে হোক—দেলেরার ঘরে নিয়ে যাই চল্‌।

(কাউলফের প্রবেশ)।

কাউ। আপনারা কে?

সানিয়া। আমি কে, না এরা কে?

কাউ। তুমিও কে—এরাও কে?

সানিয়া। আমি হচ্চি পরীর রাণী।

কাউ। বাধিত হ'লেম চাঁদ!—এরা কারা?

সানিয়া। আমার আগে আগাগোড়া পরিচয় নাও।

কাউ। এক পরিচয়ে তো সব মালুম হ'য়ে গিয়েছে।

সানিয়া। এক কথায় কি মালুম ক'র্‌বে? আমার বয়স কত শুন্‌বে?

কাউ। যা থাকে অদৃষ্টে, ব'লে যাও শুনি।

সানিয়া। বছর আঠার।

কাউ। আর কি কি ব'ল্‌বে ব'লে ফেলে, তার পর এদের পরিচয় দাও।

সানিয়া। আমি কি করি শুন্‌বে?

কাউ। আমি ত ব'লেছি, আমি মরিয়া হ'য়েছি, তুমি যা ব'ল্‌বে—তাই শুনবো।

সানিয়া। তবে শোন—আমি আস্‌মানে ঘুরি।

কাউ। আর কি ছুঁচো ধ'রে খাও?

সানিয়া। না, শিশির খাই।

কাউ। শিশির তো জল খাও, আর ভোজন হয় কি? দু'চারটে জোনাক্ ধ'রে খাও?

সানিয়া। থাকি কোথা জান?

কাউ। সে তো দেখেই ঠাওর পেয়েছি, সেওড়া গাছে।

সানিয়া। না, রাঙা মেঘের উপর।

কাউ। আর ম'র্‌বে গো-ভাগাড়ে।

সানিয়া। না—বিল্‌কুল ম'র্‌বোই না।

কাউ। তা ব'ল্‌তে পার—নইলে হাড় জ্বালাবে কে?

সানিয়া। আমি কি হাড় জ্বালাই? প্রাণ শীতল ক'রে দিই।

কাউ। বরফ ক'রে তো তুলেছ। আর বেশী শীতল না ক'রে একটু গরমে দাও। এরা কে পরিচয় দাও না?

সানিয়া। আরে ছ্যা—ছ্যা!

কাউ। অপরাধী হ'লেম কিসে?

সানিয়া। এদের পরিচয় চাও!

কাউ। না হয় ঝক্‌মারি ক'রেছি! তুমিই কেন ব'লে ফেল না?

সানিয়া। বাপ্‌রে, আমার গর্দ্দান কাট্‌লেও না।

কাউ। দেখ বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে বুঝ্‌তে পেরেছি, তা কৃপা ক'রে পরিচয়টা দাও না, তাতে কেউ বদ্‌রসিক ব'ল্‌বে না। বলি এ চাঁদের হাট নিয়ে রওনা হ'চ্চো কোথায়?

সানিয়া। ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্—ঘোমটা খুলে দ্যাখ্, চাঁদের গাদা দাঁড়িয়ে দেখ্!

কাউ। বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে। কিন্তু একটু দোষ প'ড়েছে, অন্ততঃ তো শতাবধি বৎসর রসিকতার তুফান চালাচ্চ। ক্রমে রস ম'রে তো চিটে গুড় দাঁড়িয়েছে! এখন স্বয়ং আসরে না নেবে, এদের মধ্যে যেচে গুচে একজনকে একটিনে কাজ চালাও।

সানিয়া। ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্, এ বুড়ো কি ব'লে দ্যাখ্। আমায় ব'ল্‌ছে—বুড়ী! ড্যাকরা—কানা নাকি? আমি এমন রস নাগরী!—চক্ষের মাথা খেয়ে বুঝি দেখ্‌তে পায় না!

কাউ। বুড়ো চাঁদ, ঘাট হ'য়েছে!—এবার থেকে তোমায় ছুঁড়ী ব'ল্‌ছি। সুন্দরি! আমার প্রপিতামহ আমলের ছুঁড়ী! তুমি আমার ঠাকুরদাদার মনোমোহিনী নাগরী! আমি তোমার নাগর খাড়া আছি, কিন্তু তোমার সখীদের কথা কইতে বল।

সানিয়া। চল্ লো চল্।

কাউ। কেন বুড়ো চাঁদ, আমার প্রতি এত বিরূপ কেন? এই তো বুড়ো কটাক্ষ হেনে আমায় দেখ্‌ছিলে। এখন যখন হুজুরে হাজির হ'য়েছি, তখন আর এত তাড়না কেন?

সানিয়া। কি কি—তুমি কি ব'ল্‌ছ?

কাউ। বেশী নয়, জিজ্ঞাসা কচ্চি—তোমরা কে?

১মা সখী। কি বল—আমরা ইন্দ্রের অপ্সরা!

কাউ। স্বর্গের অপ্সরী হ'লে হ'তে পার, কিন্তু বাবা মর্ত্তের কাটকুড়নি!

সানিয়া। ওলো চ'লে আয়—চ'লে আয়। ও বুড়ো হ'য়েছে, বাহাত্তুরে ধ'রেছে, ওর কি নজর আছে, তা হ'লে আমায় বলে বুড়ী!

কাউ। তোমার নাগরগিরির আজও সখ আছে নাকি?

সানিয়া। ভোরপুর—প্রাণটা হামাগুড়ি দিচ্ছে, বুকের ভেতর ঢেউ খেল্‌ছে। তবে তোমার ও চেহারা পছন্দ হয় না।

কাউ। আহা চোখে জাল প'ড়েছে কিনা,—তাই ঠাওর-টাওর হয় না।

সানিয়া। তোমার রীত-চরিত্র ভাল নয় দেখ্‌ছি। তুমি পরপুরুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছ কেন বল দেখি?

কাউ। কে জানে—কেন ঝকমারি ক'রেছি।

সানিয়া। তাই বল।

কাউ। এ রূপসীর পাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল দেখি?

সানিয়া। কি! রূপের গরবেই যে ফেটে ম'র্‌ছ দেখ্‌তে পাই।

কাউ। এতক্ষণ ফেটে ম'র্‌তুম, কেবল তোমার রূপ দেখে প্রাণ রেখেছি। তোমার রূপলি চুলে প্রাণ তিন পাক খেয়েছে। তোমার কোঁকড়া চামড়ায় প্রাণে গামছা মোড়া দিচ্ছে, তোমার তোব্‌ড়া বদনে মনটা ডুব্‌ড়ে ব'সে গেছে; আর যে টুকু বাকী ছিল, বিশাল গলার ঝঙ্কারে কোটরে সেঁদিয়েছে।

সানিয়া। কোটরেই থাক নাকি?

কাউ। কাকের ডাক সইতে পারি না, তাই কোটরে থাকি।

সানিয়া। তুমি কি প্যাঁচা?

কাউ। প্যাঁচা কেন—বোঁচার বোঁচা, তা নইলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই।

সানিয়া। তুমি কি চাও?

কাউ। জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেম, রওনা হ'চ্চো কোথায়? মরিচ সহরে লোকের কি দরকার হ'য়েছে?

সানিয়া। বড় যে ঠাট্টা হ'চ্চে, সুন্দরী কখন' দেখেছ?

কাউ। এই যে দেখ্‌ছি।

সানিয়া। সুন্দরী কখন' দেখেছ? জারী ক'রনা। না দেখে থাক—দেখাতে পারি।

কাউ। বটে, এত দূর—তবে দেখাও।

সানিয়া। আমার সঙ্গে এসো।

কাউ। কোথায় যেতে হবে?

সানিয়া। সেইটী কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পারবে না।

কাউ। একটা আঁতের কথা খুল্‌বে, এরা কারা ব'ল্‌বে? ব'ল্‌তে কি, দু-চারখানা তাজা চিজও আছে দেখ্‌ছি।

সানিয়া। তবু ভাল—তোমার যে একটু পছন্দ হ'লো।

কাউ। তা ব'লে তোমায় পছন্দ হয় না।

সানিয়া। তোমার পছন্দও চাই নে।

কাউ। বলি আসল কথাটা ভাঙচ না। কেন? এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

(সখিগণের গীত)

মরমে আছি মরে, মনের কথা কই নে কারে।
পাই যদি মনের মত, মনের জ্বালা দেখাই তারে॥
সাধে বাদ সাধ্‌লে বিধি,
মন পেলে না মনের নিধি,
কে বোঝে দারুণ ব্যথা,
বুক ফেটে যায় ব'ল্‌তে কথা,
ফেটে যেত পাষাণ হ'লে, স'য়ে আছি নারী ব'লে,
কেউ করেনা প্রাণের দরদ, বেচা-কেনা হাট বাজারে॥

কাউ। (স্বগত) গানের ভাব কি? আহা! এরা কি বাঁদা? "বেচা-কেনা হাট-বাজারে" কি ব'লচে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি এদের বেচ্‌তে নিয়ে যাচ্ছ?

সানিয়া। এ্যাঃ—তুমি নেহাত নাবালক দেখ্‌ছি!

কাউ। বেকুবীটা কি হ'লো?

সানিয়া। মেয়েমানুষকে কি কেউ কিন্‌তে পারে মনে ক'রেছ? কেনা দেয় তো কেনে! মেয়েমানুষ পয়সায় কেনা-বেচার ধার ধারে না, আজও তুমি এ কথা জান না?

কাউ। প্রাণের ধার মেয়ে মানুষ ধারে না—পয়সার ধারই ধারে।

সানিয়া। তোমার তবে ঢের পয়সা দেখ্‌ছি।

কাউ। সে কথা থাক্‌, এদের তুমি বেচ্‌বে ?

সানিয়া। না।

কাউ। কেন ?

সানিয়া। খুসী।

কাউ। এমন কি খুসী ?

সানিয়া। খুসী—খুসী,—তার আর এমন তেমন কি ?

কাউ। একটু গরখুসী যদি হও, তা হ'লে বাধিত হই।

সানিয়া। আরে আমার মাণিকের টুক্‌রো, তোমার উপর কি গরখুসী হওয়া যায় ?

কাউ। আহা, এমন মুখ থাক্‌তে ঘরে আগুন লাগে, তোমার মুখে লাগে না ?

সানিয়া। এ বয়সে কি আর মুখে আগুন লাগাবার জায়গা আছে ? যখন জাওয়া ছিল, তখন মুখ পুড়িয়েছি।

কাউ। অনুগ্রহ ক'রে এদের বেচ না ?

সানিয়া। এ যে খোকার বায়না নিলে দেখ্‌ছি। ভাল, তোমার কি এক্‌টীতে হবে না ?

কাউ। এদের একটীতে একশো। কিন্তু আমার ইচ্ছা, এদের কিনে নিয়ে ছেড়ে দিই, এদের যেথা ইচ্ছা যাক্‌। আহা এমন সুন্দরী, আজীবন বাঁদীগিরি ক'র্‌বে, আমার প্রাণে সহ হয় না! (সখিগণের প্রতি) ও ফুলের হার, তোমরা শোন না, আমার পানে একবার চেয়ে দেখ না, মনের মতন তো চাও ? দেখনা, মনের মতন হই কি না ?

(সখিগণের গীত)

বলনা কিনবে কি দরে ?
এ হাটে কেনা বেচা যতন আদরে।
চোখে চোখে দর কসাকসি,
সওদা হ'লে চাঁদ বদনে বিকাশে হাসি,
কি হয় শেষাশেষি—
যে জানে সেই তো জানে ব'ল্‌বো কি বেশী—
বিকিয়ে গিয়ে কেনা বেচা জানে না কদরে,
সওদাগরি প্রেমের নজরে।

সানিয়া। এদের টাকায় আমি বেচি না। যদি কেউ প্রাণ দেয়, তবে তারে বেচি।

কাউ। বুড়ো বিবি, আমার তো একটী প্রাণ, কুচি কুচি ক'রে এক এক টুক্‌রো এক এক চাঁদের হাতে দিয়ে ছেড়ে দাও।

সানিয়া। আমার খদ্দেরের অভাব নেই।

মনিয়া। তোমার প্রাণের টুক্‌রায়ই আমাদের দরকার নাই।

কাউ। জিতা চাঁদ, ফের জিতা! যখন অধীনের প্রতি সদয় হ'য়ে কথা ক'য়েছ, তোমরা কে বল ?

মনিয়া। আমাদের যদি পরিচয় চাও, তবে আমাদের সঙ্গে আস্‌তে হয়।

সানিয়া। আমার সঙ্গে এসো, এর চেয়ে ভালো ভালো জিনিষ দেখাচ্ছি, যেটি পছন্দ হবে, কিনে নিও।

কাউ। ব'ল্‌চো, ভাল মেয়ে মানুষ দেখাবে,—না রাজী হ'য়ে কার কি ?

সানিয়া। আমাদের সঙ্গে মেয়ে সেজে যেতে হবে ; পুরুষ যাবার হুকুম নেই, তা হ'লে গর্দ্দানা যাবে। কেমন, রাজী ? আমার সখী হ'বে ?

কাউ। চোক-কাণ বুজে, মরি-মারি ক'রে সখা পর্য্যন্ত হ'তে পারি, সখী কি ক'রে হব বল ?

সানিয়া। মেয়েমানুষ না সাজ্‌লে দরোয়ান আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না।

কাউ। এ যে দরোয়ানজীর বড় আব্‌দার।

সানিয়া। এ রাজী হও তো হও, নইলে পথ দেখ। তুমি কি মনে ক'চ্ছ এর বাবা—বাঁদী কিন্‌তে নিয়ে যাচ্ছি ?

কাউ। এ যে তোমার জুলুম। মেয়ে মানুষ হই কি ক'রে বল ? তবে যদি তুমি জিনির রাণী হও, দু'একটা মন্ত্র ঝেড়ে ভোল বদলে দাও, তবেই হয়।

সানিয়া। তবে পথ দেখ, আমরা চল্লুম।

কাউ। আচ্ছা চল জিনির রাণী! সখী—সখীই সই। কিন্তু মেয়ে সাজিয়ে একখানা আয়না দিও,—মেয়ে সেজে গোঁফওয়ালা সুন্দরীটে একবার দেখে নেব। বুড়ো ইয়ার, তোমার হাতে আজ প্রাণ স'পেছি, যা ইচ্ছা কর। যা থাকে কপালে, জান কবুল বুড়ো বিবি! চল, এই তোমার পেছু নিলুম।

(সখিগণের গীত)

বিকিয়ে কিনে সওদা এনে হ'ল দায়।
বুঝি কি যাদু জানে, ধরা দিয়ে ধ'র্‌তে চায়।

কি হয় কে জানে, প্রাণের বেড়ী মানা না মানে,
কুল-মান ভাসিয়ে দিয়ে কি হবে কিনে,
শেষে সারা হ'য়ে মানের দায়ে, ফির্ তে না হয় পায় পায়।
মরি ভেবে কি হবে কবে, অকূলে না যাই ভেসে কুল কিসে রবে,
দেখিস্ খুব সাম্‌লে চলিস্, মজাতে না মজিয়ে যায়॥

[সকলের প্রস্থান।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সায়েদখাঁর কক্ষ

সায়েদখাঁ ও টাহার।

টাহার। বাবা, তোমায় নেহাত ভোগা দিয়েছে। দেলেরা বেটী বেজায় বদ্‌খত শুনেছি। বেটী বন্দের বছরের বুড়ী, ওর সঙ্গে বে দিলেই পুত্র-শোক পাবে, আমি জানে বাঁচ্‌বো না।

সায়েদ। তোকে এ সব মিছে কথা কে ব'লেছে বল্‌তো?

টাহার। বাবা, সুন্দরীর কথা তার সখার মুখে শুনেছি। তার কথায় এক প্রকার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। বেটী বটঠাকুরদাদার ভাত রাঁধ্‌তো, তুমি একথা ঠিক জেনো।

সায়েদ। আমার বন্ধুর মেয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তুই এ সব কথা কি ব'ল্‌ছিস্? আমি বন্ধুর কাছে দিব্যি ক'রেছি, তোর সঙ্গে তার বে দেব। তুই বে না ক'ল্লে আমি তেজ্য পুত্র ক'র্‌বো।

টাহার। বাবা, কাজিকে ডেকে আমায় কোতল ক'রে ফেল। সেই তো মরণ আছেই, বেটীর সঙ্গে চার চক্ষের চাওয়া-চায়ি হ'লেই তো ঘুরে প'ড়ে ম'র্‌তে হবে। তার চেয়ে একটু ধীরে সুস্থে মরি।

সায়েদ। ও আবাগের ব্যাটা, অমন ক'চ্চিস্ কেন? আমি যে, চক্ষে দেখে পছন্দ ক'রেছি।

টাহার। বাবা, তোমার চক্ষের দুশো বাহবা! ও বাবা, মাইরি বাবা—তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি বাবা—সে বেটী আই ঠাকরুণ। আমার সঙ্গে এসো—দেখাচ্চি! দেখ্‌লেই তোমার গর্ভধারিণীকে মনে প'ড়ে, ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌বে।

সায়েদ। তোর সঙ্গে কেউ প্রতারণা ক'রেছে। তুই গিয়ে তারে দেখে আয়। আমি তোরে পাঠাব মনে ক'রে দেলেরার কাছে বাঁদী পাঠিয়েছি যে, তুই আজিই সেথা যাবি।

টাহার। বাবা, আমি সেথা যেতে পার্‌বো না। বেটী ঘাড় ধ'রে বে ক'রে ফেল্‌বে।

সায়েদ। আরে এমন উল্লুক পুতও হ'য়েছিলি? তুই পরিচয় দিয়ে যেতে না চাস্, ছদ্মবেশে "দরোয়ান" হ'য়ে তারে দেখে আয়।

টাহার। বাবা, তুমি ভারা বদিয়াতী সুরু ক'ল্লে।— তোবড়া ভাগাড়ে মাগার জন্যে আমায় রামাসং সাজাবে?

সায়েদ। তোরে দেলেরাকে বে ক'র্‌তেই হবে।

টাহার। ভগবান, অনাথের মুখ পানে চাও। বেটী যেন রাতারাতি ওলাউঠা হ'য়ে মরে।

সায়েদ। দ্যাখ্—এখনই তোর জবাব চাই, বে ক'র্‌বি কি না বল? একবার ভেবে নে, তার পর ঠিক্ বল।

টাহার। আচ্ছা বাবা, তুমি একটু স'রে দাঁড়াও, আমি একটু দম ছাড়ি।

[সায়েদখাঁর প্রস্থান।

(নেহারের প্রবেশ)

নেহার। কিরে কি ভাব্‌ছিস্?

টাহার। তোর গলা ধ'রে একবার কেঁদে দেশত্যাগী হই দাদা! বাবা জেদ্ ক'রে ধ'রেছে, দেলেরার সঙ্গে আমার বে দেবে।

নেহার। দ্যাখ—আমি কিন্তু শুন্‌লুম, দেলেরা সুন্দরী।

টাহার। শুনেচ, খুব ক'রেচ তুমি দাদা আমার বাপের বিষয় নাও—আর দেলেরাকে বে কর।

নেহার। কথাটা শোন্ না। আমি দেলেরার বাড়ীর দোর গোড়ায় চার্ পাঁচ দিন ঘুর্‌ছি। যে গান-বাজ্‌নার আওয়াজ পেলেম,—ভাই, সে তো বুড়ো-বুড়ীর কারখানা নয়। যুবতী কণ্ঠে গানে প্রাণ ভরিয়ে দিলে

টাহার। ঝাঁকে ঝাঁক কোকিল বাচ্ছা ধরা আছে বুঝি?

নেহার। তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটুক।

টাহার। বাবা যে শাসন শাসিয়েছে, তাতে আমার যমের ভয় ছুটে গিয়েছে। আমার জান্‌কে এখন থোড়াই দেখ্‌ছি!

নেহার। চল্ না কেন, দেখেই আসি।

টাহার। বাবা—বাবা—

সায়েদ। (প্রবেশ করিয়া) কিরে—কিরে—চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

টাহার। বাবা, তুমি খবর পাঠাও, আমি বেটীকে দেখে এসে তোমার কথার জবাব দেব।

সায়েদ। বেশ কথা, আমি এখনি খবর পাঠাচ্ছি, আজই দেখ্‌তে যা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটীর অভ্যন্তর

দর্পণ হস্তে নারীবেশে কাউলফ ও সানিয়া।

কাউ। বুড়ো মিঞা না বুড়ো চাঁদ, বহুত আচ্ছা তোমার বাহাদুরী। বড় খুবসুরৎ ক'রে ছেড়ে দিয়েছ। এখন আর কি তোমার মাল-মসলা আছে—বা'র কর ধাড়ী যাদুকরী!

সানিয়া। আর কি বা'র ক'র্‌বো?

কাউ। আমি তো নাগরী, দুটো একটা নাগর টাগর বা'র কর।

সানিয়া। বল্‌তো আমিই নাগর হ'তে পারি।

কাউ। তা হ'য়ো এখন বড় রাস্তায় গিয়ে। রকম সকম দেখাবে ব'ল্লে—কই দেখাও।

সানিয়া। আমার ভয় হ'চ্ছে, তুমি ভাল মানুষ নও।

কাউ। মানুষ আর কেমন ক'রে বল? তোমার মন্ত্রের চোটে ত নারী হ'য়েছি।

সানিয়া। দেখো—বেলেল্লাগিরি ক'র্‌বে না তো?

কাউ। তোমার চক্রে প'ড়ে যে বেলেল্লাগিরি ক'রেছি, তার চেয়ে আর কি ক'র্‌বো বল? ছিলেম সেনাপতি—এখন আয়না হস্তে পতি অন্বেষণ ক'চ্চি।

(সঙ্গিগণের প্রবেশ ও গীত)

নারী হেরে নারীর মন ভোলে,
দেখ্‌লো কে এলো কি ছলে।
ঘন ঘন মুখের পানে চায়, নয়ন দু'টি সাধে ভেসে যায়,
যেন লোটাতে চায় পায়,
ছল ক'রে চাঁদ ফাঁদ পেতেছে, যেন পড়িস্‌না ঢ'লে॥
দেখিস হুঁসিয়ার ওলো সাম্‌লে থাকা ভার,
নারী সেজে নারী মজায়, ভালয় ভালয় আয় চ'লে॥

১মা সখী। ওলো ওলো, কে এলো—কে এলো?

২য়া সখী। ওলো তাই তো লো, মেয়ে সাজা কি ছলো এলো?

কাউ। ছলো আর কেমন ক'রে? তোমাদেরই মত কুলবালা ত দেখ্‌চো?

৩য়া সখী। তুমি কে? বলি কথা কইচ না যে? এই মেয়ে মানুষের মহলে পুরুষ মানুষ কেন এলে বল দেখি? কথা কওনা যে?

কাউ। তাইত আমি কে? কোত্থেকে এসেছি—আচ্ছা বল দেখি?

৩য়া সখী। আচ্ছা তো, তুমি কে, আমরা ব'ল্‌বো?

কাউ। মাইরি চাঁদ, আমি গুলিয়ে গেছি!—কি ছিলেম, কোথায় ছিলেম, মেয়ে ছিলেম কি পুরুষ ছিলেম, কি ক'র্‌তে এসেছি, সব গুলিয়ে গেছি!—এ সুন্দরীর মাঠে হারিয়ে গেছি!

৩য়া সখী। সত্যি?

কাউ। ও সত্যি-মিথ্যে সব গুলিয়ে গিয়েছে। আমি যে আমি—তা ভুলে গেছি। আমি জেগে আছি কি ঘুমুচ্ছি, তা জানি না। এমন যে কখন' হয় তা স্বপ্নেও জানিনে। তারপর হুজুরে হাজির আছি! এক একবার বুকের উপর চরণ দিয়ে চ'লে যাও!—গুলিয়ে গেছি চাঁদ, গুলিয়ে গেছি, আমাতে আমি আর নাই।

২য়া সখী। তুমিত বড় বেহায়া।

কাউ। তুমি অমনি ঘুরে নাচ্‌বে, আর আমায় হায়া রাখ্‌তে বল? আমার যে নানা বেহায়া হয়নি—এই ঢের।

তুমি দমক দিয়ে নাচ্চ, এ দেখে কোন ব্যাটা হায়া রেখেছে তা জিজ্ঞাসা করি? আমি বেহায়া! আমার চোদ্দপুরুষ বেহায়া, নইলে তোমাদের পাল্লায় পড়ি।

১মা সখী। তুমি বড় মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। মোহিত কি ব'ল্‌ছ?—হিতাহিত আর জ্ঞান নাই চাঁদ!

১মা সখী। কাকে দেখে মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। কাকে দেখে হইনি বল আগে?

২য়া সখী। তুমি এমন সুপুরুষ, আমাদের দেখে কি মোহিত হও?

কাউ। সুপুরুষ আর কেন বল, সু-নারী বল?

২য়া সখী। তা তুমি নারী হও আর পুরুষ হও, বল—আমাদের দেখে মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। আমি তো আমি—আমার চাচা মোহিত হয়।

২য়া সখী। ব'ল্‌বে ত বল, নইলে আমরা চ'ল্লুম।

কাউ। যেওনা যেওনা—এখনি খুন হবো, এখনি পাহারাওয়ালায় বাড়ী ঘেরাও ক'র্‌বে!

২য়া সখী। তুমি ভারি জোচ্চোর।

কাউ। কবুল।

২য়া সখী। তুমি বদ্‌মায়েস।

কাউ। কবুল।

২য়া সখী। তোমার কাছে আমরা থাক্‌বো না।

কাউ। এইটী বেজায় ব'ল্লে!

২য়া সখী। তুমি কাকে চাও, সেইটী তোমার কাছে থাকুক্, আর আমরা চ'লে যাই।

কাউ। একে একে বুকের উপর দাঁড়াও, আমি ঠাউরে বলি।

২য়া সখী। এঁ্যা—তোমার সব চতুরালি!

কাউ। তোমাদের নয়নের কারিকুরীতে ছুরি মেরেছে চাঁদ! তোমায় সত্যি বলি, আমার হাড় কালি। খালি একবার মুখপানে চাও—আমি তর্ হ'য়ে আছি। (সানিয়ার প্রতি) বুড়ো জিনি, এইবার এই গুলো উৎরে নিলে বাঁচি। কি বল, হুকুম তো?

সানিয়া। আচ্ছা, কুচ্ পরোয়া নেই,—মরদ হো যাও।

কাউ। সাবাস! এবার মন্ত্র ঝাড়, আর ফিতে খুলে দাও।

সানিয়া। নারী ছিল ত্থাখ্ ত্থাখ্ লো,
এবার হবে মস্ত হুলো;—
ইঁদুর নাদা মাখিয়ে মুখে,
দুটো ফুঁ নাকে ফুঁকে,
গুঁফো নারী পুরুষ করি।
কালা ধলা জিনি এসে,
কাঁধের উপর চেপে ব'সে,
মুখ টিপে ধর হেঁসে হেঁসে,
মেয়ের চটক যাবে খ'সে,
লঙ্কার ঝাঁজে মরুক কেসে।
ত্থাখ্ ত্থাখ্ ত্থাখ্ লো তোরা, –
পুরুষ হ'লো ছিল নারী।

কাউ। আর লঙ্কা পোড়াবে কেন জিনি, আমি অম্‌নি কাস্‌ছি। যে রূপসীর ফাঁসী দিয়েছ, আর দত্যি-দানা কেন ঘাড়ে চাপাবে? অম্‌নিই তো খুব জখম হ'য়েছি। (পুরুষ বেশ ধারণ) বাহবা চটকদার যাদুকরী! এবার যাও, বড় রাস্তায় গিয়ে নাগরী হও।

(দেলেরার প্রবেশ)

(সখিগণের গীত)

বড়িয়া মুস্কিল হঁয়া আগিয়া কোন্?
নেহি জানা পয়ছনা এ চোরেগা মন।
নয়না কাটারীকো সমঝ্‌লে ধার,
বহুত হুঁসিয়ার, এ বহুত দাগাদার;
দেখ জান্‌কী না লেকে ভাগে, বহুত খবরদার,
সম্‌ঝো আপনা বেগানা এহি নেহি আপন।
বেগানা নেহি আপন শোন্—শোন্—শোন্।

কাউ। (দেলেরাকে দেখিয়া স্বগত) একি, এ যে কবির ধ্যানের মূর্ত্তি! এযে আমার স্বপ্নের ছবি, আমি কি সত্যই কোন কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি,—বৃদ্ধা কি কোন কুহকিনী,—মানবীতে কি এত রূপ সম্ভব! মরি মরি—নয়ন ভ'রে গেল, হৃদয় ভ'রে গেল,—রূপ-সাগরে আমি ডুবেছি! মাধুরী—মাধুরী—সকলই মাধুরীময়! ভুবন মাধুরীময়!

১মা সখী। ও সই, এ দাঁত ছিরকুটে ম'র্‌বে নাকি?

দেলেরা। চুপ কর, অনেক যত্নে পাখী ধরা প'ড়েছে।

২য়া সখী। গলায় ফাঁস বেশী ক'রে টেন' না,—পাখীর প্রাণ—ফস্ ক'রে ম'রে যাবে।

দেলেরা। তুইও যেমন, ও পুরুষের মন,—কখন কেমন কে জানে।

১মা সখী। আর জানাজানিতে কাজ নেই, দম কি রেখেছ ? দেখ্‌ছো না—বেদম হ'য়ে প'ড়েছে।

২য়া সখী। ওহে বেগানা, তুমি আমাদের কি ব'ল্‌ছিলে ?

কাউ। কিছু না—কিছু না, একটু স'রে দাঁড়াও।

১মা সখী। বুকের উপর না আমাদের দাঁড়াতে ব'লছিলে ?

কাউ। আচ্ছা দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি ঠাউরে নিই। ও বিবি, ও সুন্দরি, ও চাঁদ, তুমি একটু এগিয়ে এসো না ? মুখে একটু জল-ছিটে দাও না ?

১মা সখী। দাঁড়াও, আমরা আগে এক এক সখী তোমার বুকের উপর দাঁড়াই। (দেলেরার প্রতি) তুই স'রে যা লো স'রে যা।

কাউ। উনি না স'রে, তোমরা একটু স'রে পড় না।

১মা সখী। চল্‌ লো চল্‌, তবে আমরা সব স'রে যাই।

২য়া সখী। আয় লো।

কাউ। তোম্‌রা তো অনেকক্ষণ ঘেরে ঘুরে ছিলে। উনি এই এলেন, ওঁকে একটু আমার কাছে ব'স্‌তে বল না।

দেলেরা। তোমার কাছে ব'সে কি হবে ?

কাউ। দেখইনা কেন—কি হয় ? আমার প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে।

১মা সখী। আহা হা !—তবে আমি কাছে যাই।

কাউ। কেন চাঁদ, আর ভঙ্গি ক'চ্ছ ? যেমন নারাজ ছিলে, তেমনি নারাজ থেকে যাও না। ওঁরে একটু কাছে পাঠিয়ে দাও না ?

২য়া সখী। ওলো যাস্‌নে যাস্‌ নে—ও বড় বদ্‌ লোক ! এই আমাদের ডাক্‌ছিল—ব'ল্‌ছিল, বুকে দাঁড়াও। আবার এখন ব'ল্‌চে, স'রে যাও।

কাউ। যা ব'লেছি ব'লেছি ! একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নাও। ও সুন্দরি—সুন্দরি, কাছে এস, নইলে মরি !

দেলেরা। কেন, তোমার কাছে যাব কেন ?

কাউ। কেন যাবে তা কি তুমি জান না ?—জান ! আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না। আমার কি চক্ষু নাই ? আমি কি মানুষ নই ? তোমার ছবি রাখ্‌বার আমার হৃদয়ে কি স্থান নাই ? তোমার ভুবনমোহিনী রূপের ছটায় মুগ্ধ না হয়, এমন কি কেউ আছে ? সুন্দরি, ছলনা ছাড়—আমার নিকটে এস।

দেলেরা। তোমার কাছে যাব, গেলে তুমি কি ভাব্‌বে ?

কাউ। কি ভাব্‌বো, পৃথিবীতে স্বর্গ পেয়েছি ভাব্‌বো—মানব-জনম সার্থক ভাব্‌বো ! নিষ্ঠুর হ'য়ো না—দূরে থেক' না। তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা আমার অন্তরে কি হ'চ্চে ! যখন দেখা দিয়েছ, এস কাছে এস, কথা কও—প্রাণ জুড়াও !

দেলেরা। তুমি কি ব'ল্‌চো, তা তুমি বুঝ্‌ছনা। আমি কুলকামিনা, তা কি তুমি জান না ?

কাউ। আমি কিছুই জানি না,—আমি উন্মাদ হ'য়েছি এই জানি,—আমার বোঝবার শক্তি কই যে বুঝ্‌বো ? যখন তুমি আমায় এনেছ, তখন যে পায়ে স্থান দেবে—এই আমি জানি। বিধাতা তোমায় কোমলতায় গ'ড়েছে, তোমার হৃদয় কঠিন, আমি কখনও বুঝ্‌বো না। ছিঃ ছিঃ, এখনও দূরে রইলে ? এখনো কাছে এলে না ? না এসো, অনুমতি দাও—আমি তোমার কাছে যাই।

দেলেরা। না না আমি যাচ্চি (নিকটে আসিয়া) কি ব'ল্‌বে বল ?

কাউ। কিছুই ব'ল্‌বো না, তোমায় দেখ্‌বো। তুমি কি বল শুন্‌বো, তোমার পায়ে ফিরবো।

১মা সখী। তুমি কত লোকের পায়ে ফিরবে ?

কাউ। ব্যঙ্গ ক'রোনা। যখন ব্যঙ্গের সময় ছিল, তখন ব্যঙ্গ ক'রেছি। আর আমার ব্যঙ্গের শক্তি নাই, আমি আত্মহারা। আমার জীবনের সুখ-দুঃখের মাঝে সন্ধিস্থল উপস্থিত।

দেলেরা। তুমি ওরূপ কথা ছাড়। আমার কথা শোন—এসেছ, এস আমরা আমোদ করি। ব'স—আনন্দ কর, পান কর। কিন্তু অন্য ভাবে কথা ক'য়ো না।

কাউ। ভাল, তোমার যা অনুমতি—তাই ক'র্‌বো। কিন্তু আমার অন্তরে অনুরূপ ক'র্‌বে। পিপাসী হৃদয় তোমায় চাচ্চে, আমি কেমন ক'রে নির্ব্বাণ ক'র্‌বো ? আমার দগ্ধ হৃদয়ের জালা কেমন ক'রে শীতল ক'র্‌বো ? আমার অন্তর ব'ল্‌ছে, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ! কি ব'লে অন্তরকে শান্ত ক'র্‌বো ? ভাল, কথায় না ব'ল্‌তে বল,

ব'ল্‌বো না। কিন্তু এই আমার মিনতি, আমার মনের ব্যথা বুঝ।

দেলেরা। তুমি আমার কথা শোনো।

কাউ। বল, আমি সহস্র কর্ণে শুন্‌বো—প্রতি লোম-কূপে শুন্‌বো! বল—বল—কি ব'ল্‌বে বল?

দেলেরা। প্রতারকেও তো অবিকল তোমার মত ব'ল্‌তে পারে?

কাউ। হ'তে পারে। কিন্তু তুমি কি আমায় দেখ্‌চো না—তোমার মাধুরীময়ী দৃষ্টি কি আমার হৃদয় ভেদ ক'র্‌তে পাচ্চে না? আমি প্রতারক, এ কথা কি সত্যই তোমার মনে উদয় হ'চ্চে? পরীক্ষা ক'র্‌বে—কর! কি পরীক্ষা চাও বল, আমার একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক, আমার কোথায় স্থান, তাই তোমার মুখে শুনি। কি কঠিন পরীক্ষা আছে বল?

দেলেরা। ব'ল্‌বো, এখন নয়।

কাউ। তুমি আশা দিচ্চ, আমি আশা ধ'রে থাকবো। আমি আমার মন জানি, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। এমন কঠিন পরীক্ষা কিছুই নাই, যাতে আমি পরাঙ্মুখ হব! দেখ'—যেন আমি আশায় নিরাশ না হই।

দেলেরা। তুমি কে?

কাউ। আমার নাম কাউলক্‌—আমি বাদসার সেনাপতি। কিন্তু জাঁহাপনা আদর ক'রে আমায় বন্ধু বলেন। স্বর্গীয় বাদ্‌সার কার্য্যে আমি নিযুক্ত হই। তাঁরই আশীর্ব্বাদে তাঁর শত্রু জয় ক'রেছিলেম। নিজগুণে তিনি চিরদিন আমায় পুত্রের ন্যায় পালন ক'রেছিলেন। মৃত্যুকালে আমাকে সাহাজাদা মির্জ্জানের হস্তে সমর্পন ক'রে যান; এ নিমিত্ত বাদ্‌সা মির্জ্জান আমায় ভ্রাতার ন্যায় দেখেন।

দেলেরা। হ্যাঁ, তুমি যে ব'ল্লে, বাদ্‌সা তোমায় ভায়ের মতন দেখেন, বাদসার অন্দর-মহলে যাও?

কাউ। হ্যাঁ।

দেলেরা। বাদসার প্রধানা বেগম শুনেছি—গোলেন্দাম। তারে তুমি দেখেছ?

কাউ। দেখেছি।

দেলেরা। তিনি কেমন দেখ্‌তে?

কাউ। যতদিন তোমায় দেখি নাই, মনে ক'র্‌তুম—তিনি বড় সুন্দরী। আজ আর তা মনে করি না।

দেলেরা। আমি কে—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না?

কাউ। তুমি দেবী, স্বর্গের ছবি। আমি তোমার অন্য পরিচয় চাই না।

দেলেরা। আমি যদি দুশ্চারিণী হই?

কাউ। তুমি যে হও, আমার হৃদয়ের পূজার বস্তু।

দেলেরা। ও বুঝেছি বুঝেছি, যারে দেখ—তারে দেখেই এরূপ মুগ্ধ হও—নয়? নচেৎ আমার পরিচয় চাচ্চ না কেন?

কাউ। তুমি নারী-রত্ন! কি পরিচয় দেবে দাও। প্রাণেশ্বরি! (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

দেলেরা। একি? ছিঃ ছিঃ—একি তোমার রীত!

[দেলেরার প্রস্থান।

কাউ। যেওনা যেওনা, ক্ষমা কর! (স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান) (স্বগত)

দেখি বা এমন, জাগিয়ে স্বপন,
চ'লে গেল তবু একি এ ঘোর!
কি হ'লো কে এল, কোথা চ'লে গেল,
মোহিনী-সুরায় চিত বিভোর!
কুহকীর মায়া, কুহকের কায়া,
কুহক-তুলিতে নয়ন আঁকা!
চকিতে দেখিতে, মিশাল চকিতে,
রহিল মোহিনী হৃদয়ে মাখা!

১মা সখী। দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? এস, দেলেরার কাছে নিয়ে যাই।

কাউ। তুমি আমার হৃদয়ের সখা।

১মা সখী। এঃ—মনে থাক্‌লে হয়! এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেলেরার কক্ষ

টাহার ও নেহার।

টাহার। বাবা মনে ক'রেছে—আমি বোকা ছেলে, আমি সেয়ানার বাম্বু। টাকার জন্যে এক বেটী কাল

পেঁচীকে ধ'রে বে দেবে, তাতে আমি রাজী নই। গুল্‌জার মেয়ে মানুষ চাই। মেয়ে মানুষ বুকে ব'সে দেল খোস ক'রে দেবে না?

নেহার। তা তুমি দেল্‌খোস ক'র্‌বে, আমায় গাওয়া দিতে আন্‌লে কেন ভাই? তোমার প্রেমে যে জরজর ক'রে তুল্লে। দিন কতক ঢেউ তুল্লে, দেলেরা যেন পরীজাদ, এখন ব'লছিস্—মাম্‌দোর বাচ্ছা।

টাহার। তুই আমার প্রাণের দোস্ত,যখন যা শুনেছিলুম—ব'লেছি। বাবা ব'লেছিল—'পরীজাদ!' ব'লেছিলেম—'পরীজাদ'। এখন শুন্‌চি—ধাড়া মাম্‌দোর বাচ্ছা, তাই ব'ল্‌ছি। তোরে কিন্তু, যেমন দেখ্‌বি, বাবাকে ঠিক্‌ঠাক্ ব'ল্‌তে হবে।

নেহার। ওরে গান আছে গান আছে—গানের ঝঙ্কার শুন্‌ছিস্ নি?

টাহার। বেটী পাপিয়া পুষেছে। বাঁদী বেটী তো বসিয়ে গেল, এখনও কই যে কেউ উঁকি-ঝুঁকি মারে না।

নেহার। ক'নে সেজে-গুজে বেরুবে না?

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। আপ্‌নারা কে?

নেহার। তুমি কে?

মনিয়া। আমি দেলেরার সখী।

টাহার। সখী কেন—তিনি নিজে উঁকি ঝুঁকি দিন না, আমরা তাঁকে দেখ্‌তে এসেছি।

মনিয়া। আপ্‌নারা কে—আগে পরিচয় দিন।

টাহার। কেন—আমি টাহার, আমার বাবার চিঠি পাওনি? দেলেরা আস্‌তে ব'লেছে, তবে এসেছি। অম্‌নি এসেছি! নাও নাও—তোমার সখীকে ডাক, তোমার কাছে নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় দিচ্ছি নি।

মনিয়া। আপনি টাহার? কখনই নয়! তিনি মহা সৌখিন পুরুষ, দুবেলা মুর্গীর নাদীতে মুখ সাফ করেন, মুখে চূণ মাখেন। তিনি মহা রসিক পুরুষ, খালি নাচেন আর হাঁসেন। তিনি ভারি গুণবান—দেদার খরসান তামাক খান আর কাশেন।

টাহার। ওরে, বেটী বলে কি! বাবা বেটা পাগ্‌লা গারদে ছেড়ে দিলে না কি?

নেহার। ওরে রসিকতা ক'চ্চে—রসিকতা ক'চ্চে।

টাহার। এ যে বেজায় রসিকতা বাবা, বেটী মুখে মুর্গীর নাদী মাখাতে চায়!

নেহার। চেপে যা না, চেপে যা না। (মনিয়ার প্রতি) ইনিও মুখে মুর্গীর নাদী মাখেন।

মনিয়া। কচু পোড়া খান?

টাহার। খাই রে বেটী খাই, এখন তোর নানিকে ডাক্ না—দেখে স'রে পড়ি।

মনিয়া। আমড়া গাছের ডাল ধ'রে ঝোলেন?

টাহার। ঝুলি।

মনিয়া। কচি তেঁতুল পাতা চিবোন?

টাহার। তোর গুষ্টির মাথা চিবুই। এখন ডাক্‌বি কি না বল? না ডাকিস্—সাফ্ জবাব দে, পাশ কাটাই।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানিয়া। কই কই, আমার প্রাণেশ্বর কই?

টাহার। ও বাবা!

সানিয়া। হৃদয়েশ্বর, হৃদয়ে এসো।

টাহার। নেহার, দেখ্‌ছিস্ কি? এখুনি খুন-খারাপি হবে।

সানিয়া। হৃদয়-কান্ত, জীবিতেশ্বর!—

টাহার। খপরদার বেটী, স'রে দাঁড়া।

নেহার। ওরে টাহার, স'রে পড়ি আয়, বেটী আমার পানেও চাচ্চে।

সানিয়া। প্রাণেশ্বর, আমার চন্দ্রবদন দেখ,—এই দেখ, এক দিকে গোঁফ এঁকেছি।

নেহার। ওরে সত্যি, বেটী একদিকে গোঁফ এঁকেছে।

সানিয়া। দেখ প্রাণেশ্বর, এ গালে চেয়ে দেখ।

টাহার। ওরে সিঁদুর মেখেছে, বেটী শেতলার মানী।

সানিয়া। আবার প্রাণেশ্বর, আমার রসভরা রসনা দেখ—

নেহার। টাহার, সাম্‌লা, বেটী কাম্‌ড়াবে।

সানিয়া। আর দেখ প্রাণনাথ, চুলে ঝাঁপা বেঁধেছি দেখ।

টাহার। বেশ দেখেছি বাছা—বেশ দেখেছি।

(গমনোদ্যত)

নেহার। (দোর ঠেলিয়া) ওরে পালাবি কোথা? বেটী দোরে শিকৃলি দিয়েছে।

সানিয়া। ভয় কি বঁধু, আমার হৃদয়-কপাট খোলা আছে। প্রাণেশ্বর, যদি বল তো এখনি আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার সাক্ষী ক'রে, তোমার বন্ধুর ঘাড়ে চ'ড়ে তোমায় সাদি করি।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) ওহে ঘোড়া হও—ঘোড়া হও।

নেহার। হ্যাঁ গা বাছা, তোমরা কে? তোমরা কি উপদেবতা? তা বক্‌রা-বক্‌রী, মোর্‌গা-মুরগী যা চাও—তাই দিচ্চি;—দোরটা খুলে দাও, হাওয়ায় গিয়ে হাঁফ্ ছাড়ি।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) আমার সখীর প্রাণেশ্বরের বন্ধু, তুমি ঘোড়া হও—নিদেন বেড়াল হও। আমার সখী ঘোড়ার মাংস বড় ভালবাসে।

সানিয়া। (মনিয়ার প্রতি) সহচরি, আলো নিবিয়ে দাও।

নেহার। তোবা, তোবা! টাহার, তোর পিরীতে প্রাণ খোয়ালেম।

টাহার। মাসীমা, দোর খুলে দাও।

(মনিয়ার আলোক নিবান)

উভয়ে। ওরে বাপ্ রে, ওরে মাসীরে!

(অন্ধকারে দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরা। টাহার, তুমি আমায় সাদি ক'র্‌বে না?

টাহার। না ধরম্ মা, ঝক্‌মারি ক'রে এসেছি।

সানিয়া। দেখ—ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে চ'ল্লে?

টাহার। ধর্ম্মের সাতগুষ্টি সাক্ষী। আর যদি এ পথে চলি—আমার নাক্ কাম্‌ড়ে খেও।

নেহার। আর আমি যদি এ ধারে ঘেঁসি তো আমার গর্দ্দানা মুচ্‌ড়ে নিও।

সানিয়া। তবে সখি, দোর খুলে দাও। আমার প্রাণেশ্বর সবন্ধু বিদায় হোন।

টাহার। আর প্রাণেশ্বর কেন মাসী, ধরম ছেলে বল।

(সখিগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

ঝুমুড় নেড়ে ধর তেড়ে ঝুঁটী, খাওয়া মাটীতে লুটোপুটী।
খেপ্‌ড়ে ব'সে চাপ্‌না গর্দ্দানা,
দু'টো চোখ উপ্‌ড়ে নিয়ে ক'সে চিবোনা,
ছিঁড়ে নেনা নরম্ নরম মাংস দু'খানা,
মুড়ি দুটো খুড়ে নেত—ঘুচুক্ বিয়ের ভিরকুটী।
আঁশ বঁটিতে আয় লো কাটি,
আমোদে হই কুরকুটী॥

দেলেরা। তবে টাহার, ত্যাগ ক'রে চ'ল্লে?

টাহার। বাবা ব'লে।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) তুমিও চ'ল্লে?

নেহার। হ্যাঁ ধরম্ চাচীর ঝি! এই নাকে খৎ দিয়ে।

(নেহার ও টাহারের দ্রুত প্রস্থান এবং অপরদিকে সানিয়ার প্রস্থান।

১মা সখী। রঙ্গময়ি, এ তো এক রঙ্গ হ'লো। আর ওদিকে আর এক রঙ্গ হ'চ্চে। তুমি রাগ ক'রে চ'লে এসেছ, কাউলফ যে কি হ'য়েছে, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো। তার মুখ দেখে আমাদের প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

দেলেরা। দ্যাখ্ দেখি—দু'বার আমায় আলিঙ্গন ক'র্‌তে এলো।

১মা সখী। রঙ্গিনী লো রঙ্গিনী—তার অপরাধ কি বল দেখি? তোমার রূপ দেখে আমরাই উন্মত্ত হই। ভাগ্‌গিস্ পুরুষ নই, তাহলে এতদিন কবে ম'র্‌তুম।

দেলেরা। ম'রে ভাস্‌তিস্ লো ভাস্‌তিস্।

১মা সখী। ভাসি না ভাসি, ভাজা খোলার খই হ'তুম বটে।

দেলেরা। আর সেই খই দই দে খাইয়ে তোরে ঠাণ্ডা ক'র্‌তুম।

১মা সখী। তা কাউলফ্‌কে ঠাণ্ডা কর।

দেলেরা। আচ্ছা, তোরা ব'ল্‌ছিস্—তারে ডাক্।

১মা সখী। রসবতী লো রসবতী—ঠোসকি আমার! আম্‌রা কিনা তারে ডাকিয়েছি, আমরা কিনা তার জন্যে রাস্তার পানে চেয়ে থাকতুম, আমরা কি না আহার নিদ্রা ছেড়ে, দিন রাত্তির তার জন্যে ভাব্‌তুম!

দেলেরা। তবে যা, আমি—

১মা সখী। আচ্ছা তাই তাই, আমরা ব'ল্‌ছি, তারে ঠাণ্ডা কর। কাউলফ কেঁদে চ'লে যাবে, উনি রাত্তিরে প'ড়ে কাঁদ্‌বেন—সে ভাল হবে।

(কাউলফের প্রবেশ)

কাউ। দেলেরা দেলেরা, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি পাগল, আমি কি ক'রেছি জানি না! তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি গোলাম, গোলামের পদে পদে অপরাধ!

দেলেরা। আমি কুলস্ত্রী, তোমায় বার বার ব'লেছি।

কাউ। আমি—আমার জেনে ধ'র্‌তে গিয়েছি।

দেলেরা। তবে এখন আমি তোমার নই।

কাউ। তুমি আমারই ঈশ্বরী, আমি তোমার গোলাম, তোমার হুকুম শুন্‌বো। আবার যদি অপরাধ করি, আবার মার্জ্জনা চাব। তুমিও মার্জ্জনা ক'র্‌বে। গোলামকে পায়ে ঠেল্‌বে কেমন ক'রে?

দেলেরা। একটী সত্যি কথা বলো।

কাউ। মার্জ্জনা ক'রেছ?

দেলেরা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি—আগে বল।

কাউ। কি বল?

দেলেরা। গোলেন্দাম কেমন সুন্দরী?

কাউ। তুমি তো বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেছ, আমি বার বার উত্তর দিয়েছি যে, বেগম সাহেবকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি মনে ক'রেছিলেম, জগতের রৌসন! ধর্ম্মপরায়ণা—গুণবতী, এমন আর হয় না। কিন্তু আজ আমার আর সে ভাব নাই। আমি তোমায় দেখেছি, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি, তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি।

দেলেরা। তা বেশ। এখন বল, তারে তুমি ভালবাস কেমন?

কাউ। ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা ব'ল্‌ছ?—বাদসা কৃপা ক'রে আমায় অন্দর-মহলে যেতে দেন।

দেলেরা। নইলে, আর তুমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর কি ক'রে। তুমি চতুর, তুমি তো আর সব ব'ল্‌বে না!

কাউ। তুমি বল, আমায় মার্জ্জনা ক'রেছ?

দেলেরা। তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌তে নেই, আর আমার মার্জ্জনাতেই বা তোমার দরকার কি? তবে তুমি ব'ল্‌ছ, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি—মার্জ্জনা ক'রেছি।

কাউ। তুমি কথার ভাবে আমায় ব'ল্‌চ যে, আমি অপর স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয় করি। কিন্তু শোন, আমি আজীবন সৌন্দর্য্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত ক'রেছি। কিন্তু আমার ধ্যানের মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। এই জন্যে কারও সঙ্গে কখনও প্রেমালাপ করি নাই, ভেবেছিলেম—এক রকমে জীবন কাটিয়ে দেব।

১মা সখী। তবে বাঁদী টাঁদী কেনেন?

কাউ। না—তখন তোমাদের বাঁদী মনে ক'রে কিন্‌তে চেয়েছিলেম, তার কারন—বাঁদীকে দেখ্‌লে আমি প্রাণে বড় বেদনা পাই। ভাবি, এরা পরাধীনা—স্বাধীন প্রেমালাপে বঞ্চিতা। তাই ভেবেছিলেম, তোমাদের কিনে নিয়ে স্বাধীনতা দেব।

১মা সখী। তবে মেয়ে সেজে এখানে এসেছিলে কেন?

কাউ। ব'ল্‌লেম তো—আমার সুন্দরী দেখ্‌বার বড় সাধ। বৃদ্ধা ব'লেছিল—সুন্দরী দেখাবে। আমি সুন্দরী দেখ্‌বার আশায় এসেছিলেম :—আমি ধ্যানের ছবি দেখ্‌লেম।

দেলেরা। তা এখন ঘরে যাও, রাত অধিক হ'য়েছে।

কাউ। তুমি বিদায় দিচ্ছ—আমি যাচ্ছি, কিন্তু আশায় প্রাণ বেঁধে,—যেন আশায় বঞ্চিত না হই। আর কি কখনও দর্শন পাব?

দেলেরা। কাল সানিয়া তোমায় নিয়ে আস্‌বে, দেখো—ভুলে থেকো না। যেখানে আজ ছিলে, কাল সেখানে এসো।

কাউ। ভুলে থাক্‌বো? কি জানি—তুমি কি বল আমি বুঝ্‌তে পারি না। তোমার কথা শুনে আমার ব্যথা লাগে! আমার প্রতি তোমার ভাব যেমন হয় হোক, কিন্তু আমি যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, এই কথা তুমি বুঝো—এই আমার প্রার্থনা।

দেলেরা। আচ্ছা, কাল এসো—তার পর বুঝ্‌বো।

[কাউলফের প্রস্থান।

সই, সই, কি বুঝ্‌লি,—ও কি আমার হবে? যে ওরে দেখ্‌বে, সেই ই মন-প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌বে। ওরে

দেখে যে মুগ্ধ না হয়, তার নারীর হৃদয় নয়। আমি তো ম'জেইছি, আর কত নারী যে ম'জেছে তা আমি জানি নে!

(দেলেরার গীত)

মনের মতন নয়ত পোড়া মন।
যতনে রতন এনে ক'রেছিলো অযতন॥
আদরে আনিয়ে ঘরে, কাঁদায়েছি অনাদরে,
রহে রতন যতন-আদরে;
এলো সে সোহাগ ভরে, ব্যথা দিয়েছি অন্তরে,
সাধিতে কেঁদেছে কত, ভেসে গেছে দু'নয়ন॥
করিয়ে মানের কান, করিয়াছি অপমান,
একি লো মনের ছলা, মন নয় মনের মতন॥

(সখিগণের গীত)

সই সই, গেল যামিনী।
বিনোদে বিদায় দিয়ে ব্যাকুলা কামিনী॥
হেরিয়ে অরুণ-রাগ, বাড়িল সোহাগ-রাগ,
হৃদে উঠে অনুরাগ লাজে মলিনী।
বিষাদ বদনে মাখা, বিষাদ নয়নে আঁকা,
হাসিতে বিষাদ ঢাকা, সয় ব্যথা সোহাগিনী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাউলফের কক্ষ

মির্জ্জান ও কাউলফ।

মির্জ্জান। বাঃ—একলা মজা ক'র্‌বে? আমায় আজ নিয়ে চল।

কাউ। না—না, তা হবার যো নাই। শুন্‌লেন তো গোপনে মেয়ে মানুষ সাজিয়ে নে যায়।

মির্জ্জান। ওড়না কাঁচুলীতে যদি তোমার গায়ে ফোস্কা না পড়ে, আমারও গায়ে প'ড়্‌বে না। ভয় কিহে—আমি কেড়ে নেব না।

কাউ। মাপ করুন।

মির্জ্জান। আপনি মাপ করুন। বাদ্‌সা হ'য়েছি ব'লে আমাদের কি আর ইয়ারকি দেবার সখ নেই। তুমি কি চতুর! এদিকে মেয়ে মানুষের মুখ দেখ না, নাচ হ'লে উঠে যাও, আর লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে সারারাত ডুবে জল খেয়ে এলে। আমায় নিয়ে যাবে তো চলো; নইলে আমি সব কথা গোলেন্দামকে ব'লে দেব। ব'ল্‌বো—"দেখ গোলেন্দাম, তোমার বন্ধু মেয়েমানুষের মুখ দেখেন না, কিন্তু এদিকে লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে বাঁধা প'ড়েছেন।"

কাউ। সে আমি কিনে ছেড়ে দেব ব'লে কিন্‌তে গিয়েছিলেম।

মির্জ্জান। হ্যাঁ—কিনে ক'ল্‌জের উপর ছেড়ে দেবে, ছাতির উপর লুট্‌বে। যাও—যাও, তোমার লুকোচুরী খেলা আমি এত্‌দিনে বুঝে নিয়েছি। তাই তো বলি, যুবা পুরুষ—এত দিন আওরাৎ ভিন্ন থাকে।

কাউ। সত্য ব'ল্‌চি।

মির্জ্জান। আমিই কি মিথ্যা ব'ল্‌চি! নিয়ে যাবে

কি না বল, নইলে আমি গোলেন্দামকে গিয়ে বলিগে, যে তোমার সখের কাউলফ সাহেব—যিনি মেয়েমানুষের মুখ দেখেন না,—পিরীতের ফাঁদে প'ড়ে, সারারাত জেগে, চোখ রাঙ্গা ক'রে, ফোঁস ফোঁস সাপের মত নিশ্বাস ফেলে, ঘন ঘন চেয়ে দেখ্‌ছেন, কখন সূর্য্য অস্ত যায়—কখন মাসুকের কাছে পৌঁছোবেন। এই আমি ব'ল্‌তে চ'ল্লেম।

কাউ। বেগম সাহেবকে ব'ল্‌বেন না, আমায় বড় লজ্জা দেবেন, দোহাই জাঁহাপনা!

মির্জ্জান। আর জাঁহাপনা! জাঁহাপনায় জাঁহাপনা ভোলেন না। ভাল চাওতো সঙ্গে নিয়ে চলো, নইলে আমি ব'ল্‌তে চ'ল্লুম।

কাউ। দু'জনে গেলে যেতে দেবে না। আমায় একলা আসতে বিশেষ ক'রে ব'লেছে। আপনাকে ব'লেছি, যদি টের পায়, তা হ'লেও মুস্কিলে প'ড়্‌বো। দেলেরা বড় অভিমানিনী, তাহ'লে আমায় মাপ ক'র্‌বে না—একেবারে ত্যাগ ক'র্‌বে।

মির্জ্জান। আচ্ছা, একটা উপায় করা যাক্ এসো। আমি তোমার সঙ্গে গোলাম হ'য়ে যাব।

কাউ। রসুল আল্লা—কি আজ্ঞা ক'র্‌চেন? আমি জিভ্ কেটে ফেল্‌বো, তবু জাঁহাপনাকে গোলাম ব'লে পরিচয় দিতে পার্‌বো না। স্বর্গীয় বাদসা—যিনি আমার পিতা অপেক্ষাও বড়, তাঁর কোপে আমি ভস্মীভূত হ'য়ে যাব।

মির্জ্জান। রাখ রাখ—তোমার চতুরালী রাখ। আমি তোমার দোস্ত, বাদসা নই। যদি দোস্ত—দোস্তের গোলামী ক'র্‌তে স্বীকার না পায়—সে আর দোস্ত কি? আর আমি এ গোলামী ক'চ্চিনি, আমি ইচ্ছা ক'রে গোলাম সাজ্‌ছি—এতে তোমার আপত্তি কি? তবে ফাঁকী দিতে চাও—দোসরা বাৎ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়্‌চি নি, ফাঁকে প'ড়্‌চি নি—নইলে তোমার পেছুনে পেছুনে যাব। দেলেরার সঙ্গেও দোস্তি ছোটাব, আর গোলেন্দামকে ব'লেও লজ্জা দেব। তোমার গোলাম সাজ্‌বো—এতে আর দোষ কি? আমার যদি বক্‌তে ও রকম দেলেরা জোটে, তোমায় গোলাম সাজাব; ব্যস্—শোধ যাবে। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে;—চল, তয়ের হইগে।

কাউ। যেমন হুকুম। কিন্তু যদি টের পায়, আমার সে পথ বন্ধ হবে।

মির্জ্জান। ভয় নেই—ভয় নেই, আমি সে পথে কণ্টক হব না।

কাউ। আপনি দায়ী?

মির্জ্জান। স্বীকার।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলেন্দাম। কাউলফ, কাল তুমি কোথায় ছিলে? হিন্দুস্থানের আমদানী থেকে, সওদাগর তিনটি ডাব বাদসাকে সওগাদ দিয়েছিল। আমি তোমার জন্যে স্বহস্তে রন্ধন ক'রে, সিরাজী সরাপের সঙ্গে সেই ডাবের জল খাওয়াব ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাই। বাদসা আমায় ব'ল্লেন, তুমি বাড়ী নাই। অধিক রাত্রে আবার লোক পাঠিয়েছিলেম। কাল কোথায় ছিলে?

কাউ। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

গোলে। কই, রাত্রে তোমার তো কখন' কোন প্রয়োজন থাকে না!

মির্জ্জান। রাত্রে তুমি তো তোমার বন্ধুর কাছে থাক না, কোন খবরও রাখ না,—উনি হ'চ্চেন নিশাচর!

গোলে। সত্যি নাকি কাউলফ? কোন ভাগ্যবতীর প্রতি সদয় হ'য়েছ না কি?

কাউ। জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয় ব'ল্‌তে পারেন, কিন্তু বেগম সাহেব আমায় জানেন।

গোলে। তোমায় জান্‌বো কি ক'রে বল? পুরুষের মন পড়া—বড় সিদে নয়। সে তোমার বাদ্‌সাকে দিয়ে জানি।

মির্জ্জান। আর রমণীর মন ফটিক জল, সে আমি বেগম সাহেবকে দিয়ে জানি।

গোলে। জানই তো,—এখন এসো—সেরাজি কার্ফা খোলা র'য়েছে; ডাবের জল কড়া হ'য়ে যাবে।

মির্জ্জান। কি বল কাউলফ?

কাউ। বেগম সাহেব, আজ মার্জ্জনা করুন।

মির্জ্জান। ঐ দেখ, বোঝ,—এখন আর তোমার সে কাউলফ নাই।

গোলে। কি কাউলফ, তুমি আস্‌বে না?

কাউ। বেগম সাহেব, আপনার আজ্ঞা আমি ঠেল্‌তে পারিনে,—আপনি যদি অনুমতি দেন—আমার বিশেষ প্রয়োজন।

গোলে। এমন কি প্রয়োজন?

কাউ। বাদ্‌সানন্দ জানেন।

মির্জ্জান। হ্যাঁ গোলেন্দাম, আজ তুমি ক্ষমা কর, কাল সকালে তোমার অতিথি হব।

গোলে। কাউলফের সঙ্গে তুমি যাবে না কি?

মির্জ্জান। হ্যাঁ।

গোলে। তবে কাউলফ একা নয়,—তুমিও তার সঙ্গে নিশাচর হবে?

কাউ। আমরা এলুম ব'লে।

গোলে। তবে আমি উদ্যোগ ক'রে রাখি, তোম্‌রা কাজ সেরে এসো।

কাউ। আমরা একজন ফকীরের কাছে যাচ্ছি, কি জানি কত বিলম্ব হয়। আপনি উদ্যোগ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন?

গোলে। যতই বিলম্ব হোক্। তুমি কি আজ নূতন জান্‌লে যে, তোমাদের জন্য বিলম্ব করা আমার আনন্দ।

কাউ। ফকীর খানার উদ্যোগ ক'র্‌বে ব'লেছে।

গোলে। সে কি—কে ফকীর, যার-তার খানা খেও না—বাদ্‌সাকে খেতে দিও না।

মির্জ্জান। সে একজন জ্যোতিষী। তার কাছে গোণাতে যাচ্ছি, কাউলফের কার সঙ্গে প্রেম হবে!

গোলে। কাউলফের প্রাণে আবার প্রেম!—ও লড়াই ক'র্‌বে—প্রেমের কি ধার ধারে?

মির্জ্জান। সত্য গোলেন্দাম, বিশেষ কার্য্য; নচেৎ তোমার অনুরোধ কি ঠেলে যেতেম?

গোলে। আচ্ছা, যাও। আমি ডাব তিনটে বাঁদীদের খেতে দেব।

কাউ। বেগম সাহেব, রাগ ক'র্‌বেন না, কাল সকালে আপনার অতিথি হব।

গোলে। দেখো—কাল যদি নিরাশ হই, তোমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

কাউ। বেগম সাহেব আমায় ভাইএর মত স্নেহ করেন, নেহাৎ অসভ্যের কাজ হ'লো।

মির্জ্জান। কাউলফ, আমি জান্‌তেম—তোমার মুখ হ'তে মিথ্যা কথা বেরোয় না, কিন্তু পিরীতে সব শিখিয়েছে দেখ্‌ছি।

কাউ। সত্য, আমার লজ্জা হ'চ্চে। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, বেগম সাহেবকে গিয়ে সব বলি, কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ন হবেন। স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর কথা ঠেল্‌লেম!

মির্জ্জান। বেগম সাহেব ক্ষুণ্ন হ'লে তোমার কি এসে যাবে বল? এদিকে দেলেরা পথপানে চেয়ে আছে।

কাউ। না, আমি সব কথা খুলে ব'লে মার্জ্জনা চাই।

মির্জ্জান। না হে না—প্রেমে এমন ছু-একটা মিছে চলে। কাল এই কথা নিয়ে খুব আমোদ হবে। তুমি আজ সব কথা ব'ল্লে—তোমায় ছেড়ে দেবে,—আমায় ছেড়ে দেবে না। চল, তোমারও সময় হ'য়ে এলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়-পট

নহবৎখানা

ফকীর।

(সন্ধ্যাসূচক গীত)

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া—কুছ্ মালুম হ্যায়?
লিয়া লিয়া পরমায়ু লিয়া, কাঁহা গিয়া—কোই পাত্তা বাতায়!
আজ দিন গিয়া ভাই, দিন্‌কা চিজ কুছ মুল লিও,—
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
ছুনিয়াকি কামমে ঘুমতে রহো
আয়েগা দিন সো ভুল গিও;
যো গিয়া সো গিয়া ঘুমে নেহি,
আবি সামার না হুঁসিয়ার রহি,
ছোড়্‌না মোর, খাড়া হ্যায় চোর,
চোর নিদিয়া লাগায়, চোর নিতি চোরায়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটী

নাচঘর

দেলেরা, কাউলফ ও গোলামবেশী মির্জ্জান।

দেলেরা। ইটি কে?

কাউ। ইটি এক জন।

দেলেরা। এক জন কি?

কাউ। এ—এ আমার—

দেলেরা। সানিয়ার কাছে শুনলুম—গোলাম। তোমার হ'য়ে বাঁদী কেনে না কি?

কাউ। না—না—

দেলেরা। সরাপ টরাপ দিতে পারে?

কাউ। তা পারে।

দেলেরা। শুনলুম ওর মরাচ সহরে বাড়ী। ও আমাদের কথা বোঝে ত? এস গোলাম, এদিকে এস—ব'সো। (মির্জ্জানের নিকটে আগমন) এই যে বেশ কথা বোঝে। তবে যে সানিয়া ব'লছিল—কথা বোঝে না।

কাউ। একটু একটু বোঝে—একটু একটু বোঝে।

দেলেরা। গোলাম, তুমি কথা বুঝ্‌তে পার?

মির্জ্জান। কো জেরাক্ সানুণ্ডি।

দেলেরা। ও কি ব'ল্লে—বুঝিয়ে দাও।

কাউ। বল্লে,—'বুঝতে পারি, ব'লতে পারি না।'

দেলেরা। আমাদের মদ দিতে পারবে?—মদ দাও।

মির্জ্জান। জ্যারাক্ দে ফোঁ।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) ব'ললে—'হ্যাঁ, পারবো।'

দেলেরা। তুমি মদ খাও?

মির্জ্জান। স্যাম্বক্।

কাউ। ব'ল্লে, 'খাই।'

দেলেরা। ওরে তুমি মদ খেতে দাও নাকি?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পুরোন লোক—পুরোন লোক।

দেলেরা। তবে কাছে ব'স্‌তে দাও বোধ হ'চ্ছে। (মির্জ্জানের প্রতি) এস গোলাম, কাছে ব'সো। (হস্ত ধরিয়া উপবেশন করান)

কাউ। ওকি ক'চ্ছো—ওকি ক'চ্ছো?

দেলেরা। বাঃ—তোমার এমন রসিক গোলাম, আমার মুখপানে চেয়ে র'য়েছে। তুমি একটু সর দেখি,—এখনি বোল ফুটে আমার সঙ্গে পিরীত ক'র্‌বে এখন। (মির্জ্জানের প্রতি) কেমন হে গোলাম,—পিরীত ক'র্‌তে পার্‌বে?

মির্জ্জান। পৃদ্দা পূর্ব্বা।

দেলেরা। এইবার ব'ল্‌ছে শোন,—পিরীত ক'র্‌তে পার্‌বে!

কাউ। না না, ওকি ব'ল্‌ছো? ও ব'ল্‌ছে, 'ওকি কথা বলেন?'

দেলেরা। তুমি ওর কথা ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি ক'রে পিরীত ক'র্‌বে?

মির্জ্জান। চক্কা চুম্বু।

দেলেরা। ঐ দেখ ব'ল্‌ছে, "চুমো খাবে।"

কাউ। না না ব'ল্‌চে,—"ঠাক্‌রুণ, অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে?"

দেলেরা। তুমি ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি ক'রে চুমো খাবে?

মির্জ্জান। হাম্বা হুম্বু!

কাউ। ও ব'ল্‌ছে—"ও কথা ব'লো না—ও কথা ব'লো না।"

দেলেরা। ব'ল্‌বো না কি? ও ব'ল্‌ছে,—"হুম্ ক'রে এসে হাম্ ক'রে চুমো খাবে।"—কেমন না গোলাম?

মির্জ্জান। টঙ্গা জঙ্গা।

দেলেরা। ওই শোন, ব'ল্‌ছে,—"তুমি তো মনের কথা জান!" তা দেখ, আমার আজ সখ হ'য়েছে,—ঐ গোলামের সঙ্গেই পিরীত ক'র্‌বো। আমি ওকে নিয়ে আর একঘরে যাই, না হয় তুমি উঠে যাও! তুমি উঠ্‌লে না?—তবে এস গোলাম!

মির্জ্জান। গাল্‌মে গুল্‌মি।

দেলেরা। কি ব'ল্লে,—তোমার গলা জড়িয়ে ধ'র্‌বো? চল ও ঘরে চল, তুমি যা ব'ল্‌বে—তাই শুন্‌বো। ওঠ না—

মির্জ্জান। (রোদন স্বরে) মিন্‌টা মুন্‌টী।

দেলেরা। তোমার মুনিব না ব'ল্লে উঠ্‌বে না? (কাউলফের প্রতি) তুমি এই গোলামটী আমায় দাও, আমি পুষ্‌বো—ভালবাস্‌বো, দাড়ী ধ'রে আদর ক'র্‌বো।

কাউ। ব'সো—ব'সো, আমোদ কর।

দেলেরা। আমার এ গোলামটী বড় সখ হ'য়েছে।

কাউ। আজ তুমি কি হ'য়েছ?

দেলেরা। পারিতবাজ। আমার নাম দেলেরা, দিল্ যা চায়—তাই করি। আজ আমার গোলামের উপর মন ছুটেছে, তোমায় ভাল লাগ্‌চে না।

(মনিয়া ও সখিগণের প্রবেশ)

মনিয়া। কি লো—কি লো—আজ গোলাম নিয়ে ভাস্‌বি না কি?

দেলেরা। ওলো, এ বড় প্রেমের গোলাম। তুই এর সঙ্গে প্রেম ক'র্‌বি? কিন্তু ভাই, গোলামের আমার উপর ভারী পছন্দ, তোরে পছন্দ করে কি না করে! আজ আমি গোলামকে নি, তুই কাউলফকে নে।

মনিয়া। দাঁড়া, তোর কথায় আমি হরতনের গোলাম ছেড়ে দেব। ও গোলাম, তোমার আমাকে পছন্দ হয়?

মির্জ্জান। চট্টা চট্টি।

দেলেরা। ব'ল্‌ছে,—"তোর উপর আমি চটা।' শুন্‌ছিস্, তুই কাউলফকে নে।

মনিয়া। তবে এসো ভাই কাউলফ, এসো।

কাউ। দেলেরা, আমি গোলামকে সঙ্গে এনেছি ব'লে তুমি কি বেজার হ'য়েছ? ও গোলাম বই তো নয়।

দেলেরা। আমি গোলামের সঙ্গে প্রেম ক'র্‌বো ব'লে, তুমি কি বেজার হ'চ্চ? ও গোলাম বই তো নয়!

কাউ। রসবতী রঙ্গিণি, আজ খুব রহস্য ক'চ্চ দেখ্‌ছি।

দেলেরা। কেন রসিকবর, তোমার কি স'চ্চে না? তা সোক বা না সোক্—আমার কি! তুমি কাল যখন মন-প্রাণ আমার পায়ে রেখে গিয়েছ, তখন তোমার গোলামও যে—আমারও গোলাম সে।

কাউ। আমার প্রাণ তো তোমার পায়ে ঢেলেইছি।

দেলেরা। তবে আজ আমার প্রেমে এই গোলামটীকে রেখে যাও।

কাউ। রসের তরঙ্গ একটু থামাও না।

দেলেরা। কি ক'রে থামাই বল? গোলামী প্রেমের পবন যে জোরে ব'চ্ছে।

মনিয়া। কাউলফ, তুমি কিন্তু ভাই, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ো না,—আজ তুমি আমার। তুমি আমার সঙ্গে এসো, ও গোলাম নিয়ে থাকুক।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) গোলামের উপর যদি তোমার এত সখ,—তবে আমি যে গোলামের গোলাম।

দেলেরা। আমি গোলামের গোলাম চাইনে, আমি গোলামই চাই!

মনিয়া। আমায় নেবে ত নাও, নইলে আজ শুধু-মুখে ব'সে থাক্‌তে হবে। দেলেরার আজ গোলামের ঝোঁক ধ'রেছে। আর দ্যাখ না কেন,—আমি তো আর মন্দ নই—কাল আমায় বুকের উপর দাঁড়াতে ব'ল্‌ছিলে! আজ দেলেরাকে পাচ্ছ না, ওর যেদিকে ঝোঁক, সেই দিকেই ছোটে। ও আজ রঙের গোলাম পেয়েছে, ছাড়্‌বে কেন?

(সখিগণের গীত)

রঙের বিবি রঙের গোলাম ধ'রেছে।
রঙিলা রঙের খেলা, রঙ দিয়ে রঙ্ ক'রেছে।
গোলামের কপাল বড় জোর,
রঙের বিবির প'ড়েছে নজর,
রঙের বিবির রঙিন রঙে আজ্‌কে জবর ঘোর;
দেখো খুব সম্‌ঝে দেখো, রঙের খেলা শিখ্‌বে শেখো,
তোমায় আর চায়না বিবি, গোলামে মন হ'রেছে॥

দেলেরা। গোলাম, তুমি সরাপ দাও, আমরা পান করি। (কাউলফের প্রতি জনান্তিকে) কাউলফ, আমার

একটী বিদ্যা আছে জান?—আমি সরাপ প'ড়ে দিয়ে বিদেশী লোককে আমাদের ভাষা শেখাতে পারি।

কাউ। তোমার নয়নায় যে যাদু আছে, সে যাদুতে সব শেখে।

দেলেরা। না না—দেখ না। গোলাম, আমাদের মদ দাও।

মির্জ্জান। দরিয়া ধুঙ্গা।

দেলেরা। দ্যাখ্, ওর কথা বুঝেছি—দরিয়ার মত ঢেলে দেবে। নাও, ঢাল। (সখিগণের প্রতি) আয়লো, গোলামের হাতে সরাপ খাবি।

মনিয়া। তোর আঁটিবে তো?

দেলেরা। এ প্রেমের গোলাম, প্রেমের সুধা সবাইকে সমান বেঁটে দেবে।

(সখিগণের গীত)

প্রেমের গোলাম প্রেমে হুঁসিয়ার।
জানে বেশ বাঁটিতে সুধা, কম হবেনা পেয়ালা কার।
গোলাম অনেক ঠেকেছে, গোলামী ক'রে শিখেছে,
যা শিখেছে, তা মনে রেখেছে,—
সবাই সুধা সমান পাবে, গোলাম আজ মাতিয়ে যাবে,
দিয়ে প্রেমের সেলামী, গোলাম করে গোলামী,
গোলাম ঢাল্‌তে জানে প্রেমের সুধা, পেয়েছে এ সুধার তার।

দেলেরা। তোমার গোলাম খুব তরিবৎ বটে। আমায় একে দাও।

কাউ। তোমারই তো—নাও না। (মির্জ্জানের প্রতি) কেমন রে, দেলেরা তোরে চাচ্চে—তুই এখানে থাক্‌তে পার্‌বি?

মির্জ্জান। কুকুয়ি কু।

দেলেরা। ও কুকুর ডাক্‌লে কেন জান,—খুব মিঠে হ'য়ে থাক্‌বে। তোমায় আমার সঙ্গে থাক্‌তে হবে না। রোজ মনিবের সঙ্গে আস্‌বে—আর মদ ঢেলে দেবে।

মির্জ্জান। ক্যা-কাকু—ক্যা কাকু।

দেলেরা। আর কুকুর ডেকো না, আমাদের মত কথা কও। আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো।

কাউ। গোলাম, এদিকে আয়। দেলেরার কুশল কামনা ক'রে এই মদিরা পান কর।

দেলেরা। আমি গোলেন্দাম আর কাউলফের প্রেমে এই গুলসরাপ পান করি। (কাউলফের প্রতি) তুমিও পান কর, যেন গোলেন্দামের প্রতি তোমার যে প্রেম-অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ হয়।

কাউ। ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা ব'ল্‌ছ?

দেলেরা। তুমি এ পেয়ালা নেবে না?—গোলাম, তুমি নাও তো,—বল, "গোলান্দামের প্রতি কাউলফের যে প্রেম-অভিলাষ আছে, তা যেন পূর্ণ হয়।"

কাউ। ছিঃ ছিঃ—বেগমের নাম নিয়ে এরূপ বিদ্রূপ ক'রো না। আমি তাঁর দাসানুদাস। এরূপ মন হ'লে যেন ঈশ্বর আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন।

দেলেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল হ'য়েছে বটে—ভুল হ'য়েছে বটে। তুমি ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিলে—তুমি ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিলে।

কাউ। ছিঃ ছিঃ দেলেরা, এরূপ কুৎসিৎ পরিহাস করো না!

দেলেরা। তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন? কাল যাদের সাক্ষাতে ব'লেছ, তারা ছাড়া আর তো কেউ নাই। তবে তোমার গোলাম,—সে তো তোমার লোক, সে কখনই প্রকাশ ক'র্‌বে না। আর "কাকু—তুন্দা—সুন্দা" এ কথা কে বুঝ্‌বে বল? তোমার স্বচ্ছন্দে যেমন আমোদ-আহ্লাদ চল্‌চে—তেমনিই চল্‌বে।

কাউ। তুমি এমন কথা মুখে এনো না, তা হ'লে আমি এখান হ'তে চ'লে যাব।

দেলেরা। কেন হে কেন—এ কথা মুখে আন্‌বো না কেন? তোমায় মুখে তুলে খাওয়ায়, ভাল সামগ্রী তোমায় না খাওয়ালে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না—তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে অধীরা হয়, লোক পাঠায়,—আরো যে কাল কত কি ব'ল্‌লে? (মনিয়ার প্রতি) কি লো কি মনিয়া, বলতো, আমার সব মনে প'ড়্‌ছে না।

মনিয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে প্রেমেয় তুফান চলে।

কাউ। (উত্থিত হইয়া) আমি তবে এ স্থান হ'তে যাই।

মির্জ্জান। কাউলফ্!

কাউ। জনাব!

দেলেরা। এ কি! বাদ্‌সা নাকি?

মির্জ্জান। হ্যাঁ আমিই সেই প্রতারিত ব্যক্তি।

দেলেরা। জনাব, আমি মিথ্যা পরিহাস ক'রেছি। হুজুর যে কাউলফের বন্ধু—এ কথা আমি বুঝেছিলুম। একলা না এসে ও যে বন্ধু সঙ্গে ক'রে এসেছে, আমি এ নিমিত্ত বিরক্ত হ'য়েছিলেম। তাই এইরূপ পরিহাস ক'রেছি। আমায় মার্জ্জনা করুন।

মির্জ্জান। সুন্দরি, তুমি চুপ কর—তোমার বাদসার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রোনা। কাউলফ, তুমি কি ছিলে স্মরণ আছে কি?

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জান। না, তোমার স্মরণ নাই। তুমি স্বর্গীয় বাদ্‌সার নিকট পরিচয় দিয়েছিলে যে তুমি বণিক-পুত্র, ফকীরের কৃপায় তোমার জন্ম হয়। অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হও। কুচক্রীর কুচক্রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথের ভিখারী হ'য়েছিলে।

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জান। না, তোমার স্মরণ নাই,—দয়ার্দ্র স্বর্গগত বাদ্‌সা, ভিখারীকে রাজপুত্র ক'রেছিলেন।

কাউ। জাঁহাপনা, আমার উপর কেন কঠিন হ'চ্চেন!

মির্জ্জান। শোন,—তুমিও রাজ্যের শত্রু সংহার ক'রে বাদসাহের আমা অপেক্ষা প্রিয়পাত্র হ'য়েছিলে। সেই সময় সেনাপতি ছিলেন না,—তোমার বাহুবলেই রাজ্য রক্ষা হয়। সেই নিমিত্ত বাদ্‌সা আমা অপেক্ষা তোমায় স্নেহ ক'র্‌তেন। মৃত্যুকালে তোমায় আমার হস্তে সঁপে যান। তুমি বাদ্‌সার স্নেহ ভুলেছ, কিন্তু আমি পুত্র হ'য়ে সে মহাত্মার বাক্য কেমন ক'রে বিস্মৃত হব?

কাউ। জনাব, আমি নিরপরাধী। আমি মিথ্যা বলি নি।

মির্জ্জান। তুমি মিথ্যা কথা জান, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাদসার অন্দরে তার পরিচয় দিয়েছ। তুমি বিস্মৃত হ'য়েছ, আমি বিস্মৃত হই নি। আমি মানুষ, ক্রোধ এখনও পরাজয় ক'র্‌তে পারি নি।

কাউ। জনাব, যে শাস্তি হয় দেন—আমি নিরপরাধী।

মির্জ্জান। হ'তে পার, কিন্তু এই অপরিচিত-পুরুষ-সঙ্গ-রত যুবতীগণের সমক্ষে কি বেগম গোলেন্দামের নাম ক'রে-ছিলে?

কাউ। জনাব, দেলেরা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, যে গোলেন্দাম বেগম কিরূপ রূপবতী? তাই—

মির্জ্জান। বুঝ্‌লেম, কিন্তু তুমি অবশ্যই ব'লেছ যে, গোলেন্দামের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, নচেৎ এই যুবতীরা কখনও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো না যে, গোলেন্দাম কিরূপ রূপবতী। বেগমের অন্তঃপুরে যে চন্দ্র-সূর্য্য প্রবেশ করে না, একথা এরা অবশ্যই জানে। তুমি যে এই আমোদরতা যুবতীগণকে গোলেন্দামের কথা ব'লেছ,—এতে কি তুমি অপরাধ স্বীকার কর? বাদসার কৃপায় যে গোলেন্দাম বিবিকে দেখেছ, এ কথা প্রকাশ করায় তুমি কি অপরাধ বোধ কর? নীরব রইলে যে?

কাউ। জনাব, আমি অপরাধী। মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে রূপমোহিনীতে ভুলে—

মির্জ্জান। স্বীকার ক'র্‌লে—তুমি অপরাধী, অপরাধের দণ্ড আছে। কিন্তু পিতার দ্বারা তুমি আমার হস্তে অর্পিত। পিতৃ-আজ্ঞা না লঙ্ঘন হয়, এই আমার মিনতি।

কাউ। জনাব, দাস বিদায় হ'লো।

[কাউলফের প্রস্থান।

দেলেরা। জনাব, আমি অপরাধিনী।

মির্জ্জান। তোমার অতিথি-সৎকারে আমি সন্তুষ্ট। শুনেছিলেম, তুমি কুল-স্ত্রী। যদি সত্য হয়, অপরিচিত যুবাকে রজনীযোগে গৃহে স্থান দিতে—আমার রাজ্যে আর পার্‌বে না। যদি কুল-স্ত্রী হও, আমার উপদেশ পালন ক'রো। তুমি বেগমের বিষয় আন্দোলন ক'রে বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করো নাই। কিন্তু আমি মুসলমান, তোমার সঙ্গে নুন-রুটি খেয়েছি। জানত হোক্ আর অজানত হোক্, তোমার আতিথ্য স্বীকার ক'রেছি,—এজন্য দণ্ড দিলেম না। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান! বিবি, সেলাম!

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

দেলেরা। সানিয়া, সর্ব্বনাশ! কাউলফ দেশান্তরী হ'ল, সন্দেহ নাই। তুই শীঘ্র যা, কাউলফকে খোঁজ—কোথা গেল দ্যাখ্। সানিয়া, যা যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোধ হয়, এতক্ষণ সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, কি বিষ খেয়েছে বা বুকে ছুরি মেরেছে। দ্যাখ্—দ্যাখ্, কোথায় গেল দ্যাখ্। তারে নিয়ে আয়, নইলে আমায় হারাবি।

সানিয়া। কোথায় যাব, এ রাত্রে কোথায় তারে খুঁজ্‌বো?

দেলেরা। যেখানে হয়—যেথায় সে আছে। "কাউলফ—কাউলফ!—দেলেরা তোমায় খুঁজ্‌চে।" এই ব'লে চীৎকার কর। গভীর নিস্তব্ধ নিশীথিনী ভেদ ক'রে চীৎকার কর,—"দেলেরা তোমায় ডাকছে—দেলেরা তোমায় ডাকছে।" এ কথা শুনে সে কবর হ'তে উঠে আস্‌বে। "দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে" এই চীৎকার ক'রে দশদিক প্রতিধ্বনিত কর। সে শুনতে পাবে, সে আস্‌বে, সে আমায় ভালবাসে! যা যা—শীঘ্র যা!

[সানিয়ার প্রস্থান।

মনিয়া, কি হ'ল?—কি হবে!—কোথায় যাব—কেমন ক'রে প্রাণ ধ'র্‌বো? কাউলফকে আমি রাজদ্রোহী ক'রে বিদায় দিয়েছি। তারে ছেড়ে আর আমি বাঁচবো না। আর আমি রূপ-গর্ব্ব ক'র্‌বো না। আমার বেশ-ভূষা, চতুরালী, রসভাষ, প্রেমালাপ, আমার সকলই ফুরালো—সকলি ফুরালো—সকলি ফুরালো! কি হ'লো—কি হ'লো!—সই সই, আমার কি হ'লো? কাউলফ কোথায় গেল?

মনিয়া। সখি, তোরে উতলা দেখ্‌লে—আমাদের দেহের বন্ধন খুলে যায়, আমরা অধৈর্য্য হই। শান্ত হ,—তোরে অশান্ত দেখ্‌লে আমরা আত্মহারা হব। কি উপায় ক'র্‌বো বল?

দেলেরা। মনিয়া, আমি খুব শান্ত—খুব ধীর, তা কি তুই বুঝতে পারিস্‌নে? কাউলফকে বিদায় দিয়েছি, সে কোথায় গিয়েছে, তা জানি নে। তথাপি স্থির আছি—তথাপি প্রাণ রেখেছি! সে নাই, সে চ'লে গেছে। গভীরা নিশীথিনীতে আশ্রয়শূন্য, রাজকোপে পতিত, দেশান্তরিত কাউলফ—একাকী কোথায় বেড়াচ্ছে! এখনও আমি গৃহে—এখনও রাজরাণীর ন্যায় সুসজ্জিতা!—এখনও আমার চৈতন্য আছে, এখনও আমি নিস্পন্দ নই! কি হ'লো—কি হ'লো—কি ক'র্‌লুম!

(দেলেরার গীত)

এখনো ত আমায় আমি র'য়েছি,
তাহার বিরহে সখি, কি বল স'হেছি!
ভেসে সখি নয়ন-জলে, সে গেছে অকূলে চ'লে,
কিছু সে তো গেল না ব'লে,—
সাধ ছিল তার থাকৃতে হেথা,
জানিয়ে ব্যথা কইতো কথা,
মনে মনে রইলো সে ব্যথা;
পারিলো সকলি পারি—বিদায় তারে দিয়েছি!
জানিনে তো—পাষাণ হ'য়েছি!

মনিয়া। সই, সানিয়া গিয়েছে—দেখি কি ক'র্‌তে পারে।

দেলেরা। না—না, আয়—আয়,—আমরা সকলে যাই। আমি যাই, আমার কথা না শুন্‌লে সে আস্‌বে না। সে অভিমান ক'রে গিয়েছে—সে অভিমান ক'রে গিয়েছে—আমার অযত্নে অভিমান ক'রে গিয়েছে। আমি না ডাক্‌লে আসবে না,—আমি যাই—আমি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটীর সম্মুখ

সায়েদ খাঁ, টাহার ও নেহার।

সায়েদ। কই, কোন্ বাড়ীতে ভয় পেয়েছিস্, আমায় দেখা।

টাহার। বাবা, খুব কাছিয়েছি। তুমি সামনে এগোও, নেহারকে বল, আমার পেছনে দাঁড়াক্। বাবা, জানের যদি কদর রাখ, তো ভালয় ভালয় ফের। বড় শক্ত জায়গা বাবা, বড় শক্ত জায়গা! কেমন নেহার?

নেহার। পেছনে কার সাড়া পেলেম!

টাহার। বাবা, তবে তুমি পেছিয়ে পড়,—আগুপেছু ঘেরোয়া ক'র্‌বে।

সায়েদ। চুপ বেকুব,—কোন্ বাড়ী বল?

টাহার। বাবা, তুমি চেপে যাও, বড় বেখাপ্পা কারখানা। এই বাড়ীর দোরে এসে প'ড়েছি। নেহার, আশপাশে গাছের ডালগুলো দেখিস্। (চমকিত হইয়া) ওরে বাপ্‌রে!—ওই কি গাছ থেকে প'ড়্‌লো!

সায়েদ। পাজী ব্যাটা, গাছের পাতা খ'স্‌লো,—আর অম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌ছেন, এমন ভীতু ছেলেও পয়দা ক'রেছি।

টাহার। বাবা, পয়দা ক'রেছ—তোমার খুব বাহবা! —কিন্তু তুমি জান না, সে পাতায় ভর ক'রে নাম্‌তে পারে। বেটীর লক্‌লকে জিভ্‌ তুমি দেখ নাই, আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! আমাদের তিন মিঞাকেই সাপ্‌টে নেবে।—কি ব'লিস্‌ নেহার?

নেহার। হু!

সায়েদ। বেল্‌কোপনা রাখ্‌—কোন্‌ বাড়ী বল্‌?

টাহার। বাবা, তুমি তো ব'ল্‌চ, দেলেরার বাড়ী চেন, দেলেরার কোন্‌ বাড়ী বল দেখি?

সায়েদ। তুই বল্‌না,—তোরা কোন্‌ বাড়ী গিয়েছিলি?

টাহার। তোমার সখের দেলেরার তো ঐ বাড়ী? ঐ বাড়ীতেই গিয়েছিলেম। ঐ ফটক দিয়েই প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

সায়েদ। কখনই তোরা ও বাড়ীতে যাস্‌নি!

টাহার। নয়তো নয় বাবা,—তুমি তো ফটক চিন্‌লে,—তুমি গিয়ে ফটকে ঘা দাও, আমরা দু'জনে স'রে পড়ি। তারপর তোমার বুড়ো হাড় ব'লে যদি খানিক চিবিয়ে ফেলে দেয়, সেইটুকু কুড়িয়ে নে গোর দেব। বাবা, তোমার কালরাত্তির পুইয়েছে। আর কি দেখ্‌ছ, আল্লার নাম নিয়ে দোরে গিয়ে ঘা দাও।

নেহার। টাহার, দৌড় দে—দৌড় দে,—কি যেন উস্‌খুসনি শুন্‌চি।

টাহার। কই—কোন্‌ দিকে? বাবা—ঐ শোন!

সায়েদ। তোরা আয় তো—কে তোদের ভয় দেখিয়েছে দেখি।

টাহার। বাবা, শোন, অত গরম হ'য়ো না। যতক্ষণ না দোর ডিঙ্গিয়ে সে বেটি এসে না পড়ে, ততক্ষণ তোমায় দু'টো হিত কথা বলি, কাণে তোলো। মা যে আমায়, তোমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিল গো!—এ দুস্‌মনি কেন ক'র্‌বে। তোমার মউত ঘুনিয়েছে তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কেন বাবা, আমায় সাথী ক'র্‌বে?—কুপুত্তুর ব'লে ক্ষেমাঘেন্না ক'রে ছেড়ে দাও! নেহার,— আছিস্‌?

নেহার। টাহার, বন্ধুত্ব ছোটে ছুটুক—আমি চ'ল্লেম! বাবা ঢের স'য়েছি, তোর দস্তিতে আচ্ছা নাকাল হ'য়েছি! খাঁ সাহেব, বাপ-পোয়ে ফটকের ভেতর চ'লে যাও—আমার ছুটি।

টাহার। দোহাই নেহার—দোহাই নেহার!— এ'বার বন্ধুত্বের কাজ কর,—বাপের কাছ হ'তে ছাড়িয়ে নে যা!

(হঠাৎ দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং দেলেরা, মনিয়া ও সানিয়ার বাহির হওন)

দেলেরা। সখি, বারণ ক'রো না, সে চ'লে গেছে,—আমি আর ঘরে থাক্‌বো না।

টাহার। ও বাবাগো!

নেহার। ও খাঁ সাহেব গো!

সানিয়া। দেলেরা, চুপ!—সায়েদ খাঁ। (সায়েদখাঁর প্রতি) সায়েদ খাঁ, সেলাম। খাঁ সাহেব, বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। টাহার ম'শায় দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন। আপ্‌নি তো পূর্ব্ব-কথা সব জানেন, যে অজ্ঞান-অবস্থায় টাহার আর দেলেরার বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। দেলেরার বাপ তো ঝোঁক ধ'র্‌লে আর ছাড়্‌তেন না। কথা প্রকাশ ক'র্‌তে দিব্যি ছিল, সেইজন্য ম'শায়ও প্রকাশ করেন নি, আমিও প্রকাশ করিনি। প্রকাশ্য বিবাহ, দশ জনকে জানাবার জন্যে। কিন্তু যখন টাহার ম'শায় ত্যাগ ক'রেছেন, তখন তো আর টাহার-দেলেরার মিলন হ'তে পারে না।

সায়েদ। হ্যাঁ রে—ত্যাগ ক'রেছিস্‌ কি রে?

টাহার। হ্যাঁ বাবা, 'ধরম ম্লাসী' ব'লে, 'বাপ্‌ বাপ্‌' ডেকে পালিয়েছি!—কেমন নেহার?

নেহার। হুঁ।

সায়েদ। হ্যাঁরে উল্লুকের বাচ্চা, একবা'র চেয়ে ছাখ্‌ তো, এরে ত্যাগ ক'রে এলি?

টাহার। প্রাণের দায়ে ক'রেছি বাবা, কসুর মাপ কর। কেমন নেহার?

নেহার। হুঁ।

সায়েদ। তাইতো—তাই তো, তোমার নাম কি? শোন না বুড়িয়া, এখন কি করা যায়?

সানিয়া। আমার নাম সানিয়া।

সায়েদ। তাই তো ধুনিয়া! কি রকম করা যায়—কি রকম করা যায়?

সানিয়া। আপনাকে আমি কি ব'ল্‌বো! মুসলমানের রীতি-নীতি তো জানেন। তবে যদি এমন জোটাজোট ক'র্‌তে পারেন, যে, আর কেউ বিবাহ ক'রে দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে যায়, তার পরে টাহার সাহেব নিকা ক'র্‌তে পারেন।

সায়েদ। তাই তো—তাই তো!—কি করি—কি করি!—চলো—তোমাদের সমরকন্দে নিয়ে যাই,—সেথায় যা হয় ক'র্‌বো—একটা লোক খুঁজ্‌বো। তা পয়সা ছাড়্‌লে এমন লোকও পাওয়া যাবে, যে, পয়সার খাতিরে বিবাহ ক'রে ছেড়ে চ'লে যাবে।

টাহার। বাবা, যাবে কোথা? বুড়ী বেটী পেটে পূর্‌বে।

নেহার। ঠিক!

সায়েদ। চুপ! এখানে আর আমাদের থাকা উচিত নয়। আমার বন্ধুর ইচ্ছা যে, দেলেরা মাকে সমরকন্দের মোকামে নিয়ে যাই। সমস্ত বিষয়-আসয়েরও ভার আমার উপর দিয়েছেন।—মা দেলেরা, তুমি প্রস্তুত হও। কালই আমরা যাত্রা ক'র্‌বো। (টাহারের প্রতি) হ্যারে, চোখ থাক্‌তে তুই এমন সুন্দরীকে ত্যাগ ক'র্‌লি?

টাহার। (দেলেরাকে দেখিয়া) এ কি বাবা—বুড়ো সয়তান্‌নি? এ কি চেহারা বার ক'র্‌লে? জান্ যায়, সেও কবুল—আমি একে বে' ক'র্‌বো! উঃ চেহারায় মেজাজ তর্ ক'রে দিলে—কি বলিস্ নেহার?

নেহার। তাই তো!

টাহার। কেমন বিবি,—আমি কি তোমায় ত্যাগ ক'রেছি? ঐ সয়তান্‌নির ছানাকে মামা ব'লে ত্যাগ ক'রেছি। তুমি কল্‌জের ধন, কল্‌জেয় এসো!—কি বলিস্ নেহার?

নেহার। হুঁ।

টাহার। তুই হুঁ-হুঁই ক'চ্ছিস্—দুটো কথা ফুটেই বল না? আমি কি এ সোণার চাঁদকে ছাড়্‌তে পারি?

নেহার। না।

সায়েদ। হ্যাঁ মা, তোমাকে কি ও ত্যাগ ক'রেছে?

সানিয়া। বলো বলো, কেঁদোনা,—মনের দুঃখ চেপে রেখো না,—মনের আগুনে পুড়ে ম'রো না! আহা, বিরহ-জ্বালায় বাছা আমার কেমন হ'য়েছে।

দেলেরা। হ্যাঁ, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে উনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন।

সায়েদ। ওরে বেকুব, ওরে বেল্লিক! ওরে বেইমান—ওরে কাফের! তুই মটুকের জহরত পায়ে ঠেলে এসেছিস্? হ্যারে নেহার, তুইও তো সঙ্গে ছিলি,—বেকুবকে একটু আক্কেল দিলি নি?

নেহার। খাঁসাহেব, ওরা কখন কি সাজে! ঐ বটে, কিন্তু আর এক ধরণে এসে হানা দিয়েছিল। ওর পাশে যে দাঁড়িয়ে, ওর হাতে ধামা ছিল—চাপা দিত।

টাহার। দিত—দিত! বাবা—দোহাই বাবা,—সাদা দাও। জান খোয়াই সেও কবুল! সুন্দরি, ঘোড়া চড়্‌বে?—আমি ঘোড়া হ'চ্চি। ধামা চাপা দেবে?- আমি ধামা চাপা থাক্‌চি। ও বুড়ো বেটী যদি কাবাব বানায়—তাতেও আমি রাজী আছি। সুন্দরি, তুমি একবার হেসে কথা কও,একবার আমার কাছে এসো।

দেলেরা। আপনি ত্যাগ ক'রেছেন যে?

টাহার। ঝক্‌মারি ক'রেছি, বাপের সঙ্গে যা নয় তাই ক'রেছি, তুমি ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে নাও,—তোমার পায়ের গোলাম আমি!

নেহার। টাহার, তুই এতদিনে প্রাণ খোয়ালি!

টাহার। খোয়াই—খোয়াব,—তোর বাবার কি? সুন্দরি, তুমি কাছে এসে দাঁড়াও,—আমি খানিক প্রাণ ঠাণ্ডা করি। বাবা, তুমি বেশ বাবা!—তুমি এই রাতারাতিই সাদা দিয়ে যাও বাবা!

নেহার। গেলিরে গেলি!

টাহার। গিয়েছি! ম'রেছি! বাবা, রাতারাতি সাদি দাও তো ছেলে পাও,—নয় রূপের ঝাঁঝেই প্রাণ গেল। বাবা, তুমি এমন সরেস বাবা, তাকি আমি জানি! বুড়ো সয়তান্‌নি, এক কামড় কামড়ে নাও, দেলেরাকে আমার ক'ল্‌জেয় ছেড়ে দাও। তার পর কোপ্তা হ'তে আমি দু'শো রাজী, নুন টাক্‌না দিয়ে চিবিও।

সায়েদ। দেখ ধুনিয়া, আর তো আমি উপায় দেখ্‌চি না,—সমরকন্দে চল। আমার অর্দ্ধেক বিষয় যদি যায়, তাতেও আমি সম্মত; একজন দরিদ্রকে সাদি করিয়ে ত্যাগ ক'র্‌তে রাজী ক'র্‌বো। তা হ'লেই মুসলমান-নিয়মানুসারে বিবাহ ক'র্‌তে কোন বাধা থাক্‌বে না। চল্, টাহার।

টাহার। বাবা, আমি ওদের সঙ্গে যাব। তুমি নেহারকে নিয়ে ঘরে যাও।

সায়েদ। চল্ বেকুব!

টাহার। বাবা, বেকুবী হ'য়েছে—আমি কবুল যাচ্ছি।

নেহার। টাহার, চ'লে আয়—চ'লে আয়—কথা আছে।

টাহার। তোর গুষ্টির মাথা আছে।

নেহার। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে!—ওয়া জিন,—ভোল ফিরিয়ে এসেছে।

টাহার। জিন হ'ক—দত্যি হ'ক্—দানা হ'ক্,—আমি ওর পায়ের গোলাম।

সায়েদ। নে আয়,—চ'লে আয়।

টাহার। বাবা, দুঃখ-দরদ্ তুমি কিছুই বোঝ না,—তুমি বেজায় বেরসিক।

সানিয়া। তবে খাঁ সাহেব, আপনি আসুন। আমি দেলেরাকে শান্ত করি। দারুণ বিরহ-জ্বালায় না জানি কি হয়।

টাহার। বাবা, তুমি দু'টী প্রাণ জবাই ক'র্‌লে।

নেহার। চল্—চল্—বেঁচে গেলি,—যাদুকরীর হাতে বেঁচে গেলি।

টাহার। বাবা, তুমি এমন দুষমন!

[সায়েদ খাঁ, টাহার ও নেহারের প্রস্থান।

দেলেরা। সানিয়া, কি হবে?

সানিয়া। উপায় আর নাই। আমিও পত্র পেয়েছি, খাঁ সাহেবকে তোমার বাপ—তাঁর সমস্ত বিষয় তদারকের ভার দিয়েছেন। খাঁসাহেবের অমতে বিবাহ ক'র্‌লে তুমি ভিখারিণী—তোমার এক পয়সা নাই!

দেলেরা। সানিয়া, আমি ভিখারিণী হব।

সানিয়া। তা হ'লে কি তুমি কাউলফকে পাবে? চির-দিন ননীর মত যত্নে মানুষ হ'য়েছ। ভিখারিণী হ'য়ে পথে পথে কোথায় ফির্‌বে? হয় তো পথে প'ড়েই মারা যাবে;—তা হ'লে তো কাউলফকে পাবে না।

দেলেরা। তারে কোথায় পাব? কেমন ক'রে পাব? সানিয়া, আমার সর্ব্বস্ব যাক্—আমি কাউলফকে চাই!

মনিয়া। প্রাণ যাওয়া তো সহজ, কিন্তু কাউলফকে পাওয়ার তো কোন উপায় হবে না। সখি, সানিয়ার কথা শোন। সানিয়া চতুরা—একটা উপায় ক'র্‌বেই ক'র্‌বে।

দেলেরা। সই—সই, কি ব'ল্‌বো! কাউলফকে কেউ আমার চক্ষে দেখিস নি,—কাউলফের কথা কেউ আমার কাণে শুনিস্ নি,—কাউলফের স্পর্শ কেউ আমার হাতে স্পর্শ করিস্ নি,—কাউলফের অঙ্গের ঘ্রাণ কেউ আমার নাসিকায় ঘ্রাণ করিস্ নি,—কাউলফের প্রাণ কেউ আমার প্রাণে দেখিস্ নি! সে উদাসী হ'য়েছে, সে সংসার ত্যাগ ক'রে গেছে! আমা হারা হ'য়ে সে সমস্ত বিষময় দেখ্‌ছে! আমা হারা হ'য়ে, তার প্রাণ শূন্য, দেহ শূন্য!—সে শূন্যে শূন্যে বেড়াচ্চে, আমি প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌তে পাচ্চি! কাউলফ—কাউলফ! কোথায় তোমার দেখা পাব?

সানিয়া। আয়—আয়, প্রভাত হ'য়েছে। এখানে কেঁদে কি হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাদসার অন্তঃপুর

গোলেন্দাম ও মির্জ্জান।

গোলে। বাদসা, তুমি কি অসুস্থ? তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? সমস্ত রাত কি ফের নি? তোমার মুখের ভাবে বোধ হ'চ্ছে, যেন কোন অমঙ্গল হ'য়েছে;—কি হ'য়েছে, শীঘ্র বল। তোমার মুখে হাসির জ্যোতি না দেখ্‌লে আমার হৃদয়-কমল মলিন হয়। স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে কি দেখ্‌চো? কাউলফ কোথা?

মির্জ্জান। তার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না।

গোলে। কেন—কি হ'য়েছে?—তার কুশল তো?

মির্জ্জান। বেগম!

গোলে। এ কি! রুদ্ধকণ্ঠে কেন আমায় বেগম ব'ল্‌চো? আমি তোমার গোলেন্দাম। যদি কোন মনো-বেদনা পেয়ে থাক,—আমায় বল—আমি সান্ত্বনা ক'র্‌বো। যদি কোন অশুভ সংবাদ হয়, আমায় তুমি অংশ দাও—আমি তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী।

মির্জ্জান। বেগম—আচ্ছা গোলেন্দাম!—তুমি অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেছ—তা কি তুমি জান? কালখাঁর কুলবধূর নাম বেশ্যার ন্যায় কাউলফের নামের সহিত জড়িত—তা কি তুমি জান? সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক্—বেশ্যাবৎ সামান্যা স্ত্রীর জিহ্বায়, কাউলফের সহিত তোমার প্রেমের কথা উল্লিখিত হয়—তা কি তুমি জান? কিন্তু শোন,—তোমার বাদসা মিথ্যাবাদী নয়—যা ব'ল্লেম—সব সত্য! আমি স্বকর্ণে শুনেছি, কাউলফ যে তোমার সাক্ষাৎ পায়, কাউলফকে তুমি অন্তঃপুরে আস্‌তে দাও, এ কথা নিয়ে জনৈক সামান্য প্রজা সরাপ পান ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৌতুক-ছলে উল্লেখ ক'রেছে। এখন আমার কি কর্ত্তব্য ব'ল্‌তে পার? এ কলঙ্কের দাগ নিয়ে কি আবার সিংহাসনে ব'স্‌তে বল?

গোলে। বাদসা—স্বামী—প্রাণেশ্বর!—তোমার কর্ত্তব্য তুমি জান। নিষ্মল রাজনীতি-বিশারদ-রাজকুলে, আমি বাদসাকে কর্ত্তব্য উপদেশদাত্রী নই। আমি বাদসার বাঁদী, স্বামীর দাসী, মির্জ্জানের পদাশ্রিতা। তোমার যা কর্ত্তব্য হয় কর। আমার কর্ত্তব্য—যে দিন তুমি কৃপা ক'রে, আমার পাণিগ্রহণ ক'রেছ, আমি সেই দিন জানি—আর কবরে সেই কর্ত্তব্যের শেষ হবে। বাঁদী যদি কুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'রে থাকে, বাদসার আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজ-আজ্ঞা ব্যতীত বাঁদীর মৃত্যুতেও অধিকার নেই। নচেৎ কলঙ্কিনীর কি উচিত,—বাদসার দাসী, বাদসার চরণ-সেবা ক'রে তা সম্পূর্ণ জানে।

মির্জ্জান। তুমি কি কলঙ্কিনী?

গোলে। বাদসা ব'লেছেন। বাদসা যা বলেন—আমি তাই! আমি বাদসার বাঁদী মাত্র।

মির্জ্জান। আমি তোমায় কলঙ্কিনী বলি নাই! কিন্তু রাজকুলে কলঙ্ক হ'য়েছে, এই কথা তোমায় ব'লেছি। শুনেছ—কাউলফের সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হবে না?

গোলে। কাউলফ বাদসাহের বন্ধু ছিল। কাউলফকে যত্ন ক'র্‌তে বাদসা তাঁর বাঁদীকে আদেশ দিয়েছিলেন। কাউলফ কোথা?—কাউলফের সঙ্গে দেখা হয় না হয়, সে বাদসাহের ইচ্ছা,—বাঁদীর স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

মির্জ্জান। কাল কাউলফের সঙ্গে আমি কোন স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে যাই, বোধ হ'লো—কাউলফের প্রণয়-পাত্রী। পরিচয়ে শুন্‌লেম—ভদ্র মহিলা; কিন্তু আচারে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। সেখানে আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে শুন্‌লেম যে, কাউলফ তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী!—কথা কি সত্য?

গোলে। বাদসা—মির্জ্জান, আমি সতী, পতিপ্রাণা! —কোথায় কে বর্ব্বর আছে যে, মাতৃভাব ব্যতিরেকে আমার মুখাবলোকন করে! আমি সতী, আমার নয়ন-জ্যোতিতে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হ'তো। আমি বাদসার বেগম—বাদসা আমার স্বামী, তাঁর সমস্ত প্রজা আমার পুত্র।

মির্জ্জান। কাউলফ দেশান্তরিত হ'য়েছে,—তার জন্য তুমি কি কিছুমাত্র দুঃখিতা নও?

গোলে। কাউলফ অভাগা!—অভাগার নিমিত্ত আমি অবশ্যই দুঃখিতা,—কোরাণের আজ্ঞায় আমি দুঃখিতা,—বাদসার আজ্ঞায় আমি দুঃখিতা,—মানবী ব'লে আমি দুঃখিতা।

মির্জ্জান। যদি তুমি দুঃখিতা,—তোমার কি বোধ হয় যে, অবিচারে আমি তারে দেশান্তরিত হ'তে আজ্ঞা দিয়েছি?

গোলে। বাদসার অবিচার!—এ কথা কল্পনায় স্থান দেবার রাজমন্ত্রীরও অধিকার নেই। আমি দাসী!—বাদসা ঈশ্বরের প্রতিনিধি—প্রজাপালক—দণ্ডবিধান-কর্ত্তা,—এ শিক্ষা আমি মাতৃদুগ্ধের সহিত পেয়েছি। বাদসার অন্তঃপুরে সে শিক্ষা দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে। বাদসা মির্জ্জান আমার ঈশ্বর—এই জ্ঞান। এই ধারণায় আমার আপাদমস্তক পূর্ণিত,—অপর চিন্তার স্থান আমার হৃদয়ে নাই।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম, সন্দেহ অতি ভীষণ কাল সর্প।

গোলে। তোমার সঙ্গে চার চোখে চাওয়া-চাহি অবধি, তোমার মূর্ত্তি আমার অন্তঃকরণে বিরাজিত। সন্দেহের ছায়াও কখনো আমার মন ক্ষেত্রে পড়ে নাই। সন্দেহ কেমন তা আমি জানি না।

মির্জ্জান। অতি ভয়ঙ্কর সর্প! তার স্পর্শে বিষ,—নিঃশ্বাসে বিষ, তার দংশনের তো কথাই নাই! অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—তোমার মুখভাব দেখে—তোমার কথা শুনে তোমার সরলতাপূর্ণ নয়ন-ভাবে সে কালসর্পের জ্বালা আমার হৃদয় হ'তে দূর হয় নি। কলঙ্ক—রাজপুরে কলঙ্ক!—কাউলফ যে তোমার দর্শন পেয়েছিল, সে আমার দোষে। কিন্তু কি ক'রে

সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত-বেষ্টন হ'তে মনকে মুক্ত ক'র্‌বো? আমি মিথ্যা কথা ব'ল্‌বো না, মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে তোমার কাছে আসি নি। তুমি নির্দ্দোষা, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী—তোমায় দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ কি সাহসে সেই বারবিলাসিনীদের সমক্ষে তোমার নাম উচ্চারণ ক'রেছিল? কেন বা তোমার কথা সেই মদ্যপায়ী বেশ্যার সহিত আলোচনা হ'য়েছিল? এ কি! এ কি!—হাটে বাজারে তোমার নাম উচ্চারিত হবে? এতে তুমি দোষী, তোমার রূপ দোষী, কাউলফ দোষী, আমি দোষী! দোষীর দণ্ড দেওয়া, রাজার কর্ত্তব্য;—বংশের গৌরবের নিমিত্ত কর্ত্তব্য—সিংহাসনের সম্মানের নিমিত্ত কর্ত্তব্য,—মুসলমানের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে কর্ত্তব্য।—দোষীর আমি দণ্ড দেব।

গোলে। বাদসা, বাঁদী উপস্থিত আছে। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।—বোধ হয় সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত-বেষ্টন হ'তে আমি তোমায় মুক্তি দিতে পার্‌বো। আমার মৃত্যু-আজ্ঞা দাও। মানব-কল্পনায় যতদূর কঠোর নিয়মে মৃত্যু হ'তে পারে—সেই আজ্ঞা দাও। এইমাত্র দাসীর মিনতি, সে সময় তুমি আমার সম্মুখে থেকো। তা হ'লে তুমি আমার মুখে দেখ্‌তে পাবে, যে নির্জ্জান ব্যতীত গোলেন্দামের আর কেউ ছিল না! তা হ'লে তুমি জান্‌তে পার্‌বে যে, মানব—কঠোর কল্পনায় এতদূর মৃত্যু-যন্ত্রণা সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই, যে, যে যন্ত্রণার তাড়ণে তোমার সম্মুখে গোলেন্দামের মুখ মলিন হবে! তুমি আলিঙ্গন ক'র্‌লে যে সুখভাবে মুগ্ধ হ'য়ে, তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি,—সে ভাবের যদি কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখ, তা হ'লে সন্দেহকে স্থান দিও।—নচেৎ আমার মৃত্যুর পর কালসর্পকে পদদলিত ক'রো। মির্জ্জান—বাদসা—রাজকুলতিলক!—তুমি অনেক কথা জান, অনেক বিষয় বোঝ—কিন্তু তুমি নারী নও। নারী-চক্ষে তোমার মূর্ত্তি তুমি কখনো দেখ নাই, তা'হলে বুঝ্‌তে পার্‌তে, যে তুমি যার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ ক'রেছ,—তার তোমা ভিন্ন আর কেউ নাই। বাদসা, জাঁহাপনা,—দোষীর দণ্ড-আজ্ঞা দেন।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম, আমিই দোষী, দণ্ড আমিই নেব—তোমায় দেব না।

গোলে। দণ্ড তুমি নেবে?—আমায় দণ্ড দেবে না? এ অপেক্ষা দাসীর গুরুতর দণ্ড,—বাদসা, তোমায়—তোমার কোন মন্ত্রী শেখাতে পার্‌বে না!

মির্জ্জান। আমি তোমায় বিশ্বাস ক'চ্চি—কিন্তু আমি আপনাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে পাচ্চিনে। কালথাঁর বংশে আমি এরূপ কুলাঙ্গার যে, তাঁর পুত্রবধূর কাছে একজন বর্ব্বরকে পাঠিয়ে, হাটে-বাজারে রাজপুরের কলঙ্ক গান র'চে দিয়েছি,—এ অপরাধের শাস্তি আছে,—সে শাস্তি আমি গ্রহণ ক'র্‌বো।

গোলে। বাদ্‌সা—জাঁহাপনা!

মির্জ্জান। চুপ কর, তোমার বাদসা আজ্ঞা ক'চ্চে। তুমি স্বীকার ক'রেছ—তুমি বাঁদী—তোমার মতামত কিছুই নাই। তোমার বাদসা দোষীর দণ্ড দেবে, তার তুমি সাহায্য কর,—প্রতিরোধ করবার চেষ্টা পেয়ো না। আমি তোমার অন্তঃপুরে আস্‌বার আগে যখন সন্দেহ-তাড়নে দগ্ধ হ'চ্ছিলেম, আমার মনে হ'চ্ছিল যে, বাদসাও মানুষ, তারও শিক্ষার প্রয়োজন। বেতনভোগী শিক্ষকে আমায় শিখিয়েছে। আমার দোষ আমার সমক্ষে ব'ল্‌তে সাহস করে নি। রাজমন্ত্রী সভয়ে আমায় যুক্তি প্রদান করে; সকলে সেলাম দেয়—বাদসা বলে। কিন্তু সংসার কি নিয়মে চ'ল্‌ছে, প্রজার অবস্থা কি?—প্রেমের কথা শুনেই থাকি, শুন্‌তে পাই—সংসার প্রেম-বন্ধনে স্থাপিত, কিন্তু এ সত্য কি না, তা জানি নে। আমার অনুভব হ'য়েছে—আমিও মানুষ, মৃত্যুর পর সামান্য ব্যক্তির ন্যায় আমারও সকল ফুরোবে। শাস্তি ব্যতীত আমোদপ্রিয় মন, আয়াসসাধ্য শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করে না। আমি গুরুতর আঘাত পেয়েছি, আমি সংসার দেখ্‌বো। যদি সন্দেহের বিষ-বেষ্টন হ'তে ত্রাণ পাই, তা হ'লেই ফির্‌বো,—নচেৎ তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা। তুমি উত্তর ক'চ্চ না কেন?

গোলে। উত্তর—কি উত্তর!—বাদসা আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন—স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন! আমার এম্‌নি কুক্ষণে জন্ম যে, বাদসাকে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌বো, স্বামীকে দেশত্যাগী ক'রে সংসারে ভাসিয়ে দেব। মির্জ্জান, এখনও কথা ক'চ্চি, তুমি উত্তর দিতে ব'ল্‌ছ ব'লে উত্তর দিচ্চি। মির্জ্জান, তুমি আমায় কারে দিয়ে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ, আমি তোমার অর্দ্ধ-অঙ্গ!—আমায় ফেলে যাবে, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না। মির্জ্জান, রাজকুলে কলঙ্কের

হেতু আমি!—এ সাজা ভিন্ন কি আমার অপর সাজা নাই? তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে, মনে করো না—তোমার বিরহে আমি ম'র্‌বো! তা' হ'লে তুমি আমায় যে শাস্তি দেবে মনে ক'রেছ, তা তো পূর্ণ হবে না। তুমি সংসার-সাগরে ভাস্‌বে—আমি ম'রে নিশ্চিন্ত হব—এ কল্পনা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হবে না। মির্জ্জান, তুমি চ'লে যাবে, যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, আমি তারে সকাতরে ব'ল্‌বো যে, আমার স্বামীকে তুমি এনে দাও, আমি তাঁরে দেখে তোমার সঙ্গে যাব। মির্জ্জান, তোমার সমক্ষে, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'চ্চি যে, তোমার মন হ'তে সন্দেহ দূর ক'রে, যতদিন না 'গোলেন্দাম' ব'লে আদর ক'রে আমায় আলিঙ্গন কর,—তত দিন অস্ত্রে, অনলে, গরলে, ব্যাধি-তাড়নে, দৈব বিড়ম্বনায় আমার মৃত্যু নাই। বাদসা, তুমি শিক্ষার্থী হ'য়ে সংসারে ভাস্‌বে—সে শিক্ষা সতী নারীর নিকট নিয়ে চ'লে যাও। তুমি প্রেম দেখ নাই,—প্রেমের প্রভাব দেখে চ'লে যাও। তুমি সন্দেহ-গরলে জর্জ্জরীভূত,—সন্দেহ দূর ক'রে যাও। তোমার নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আমার মৃতমুখ দর্শনে সতী কি—তা জান্‌বে! প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তা জান্‌বে, তোমার অন্তরে সন্দেহ থাক্‌বে না।—রাজপুরের কলঙ্ক মোচন হবে।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম, অধিক ব'লো না, আমায় বিদায় দাও। তোমার স্বামীর আজ্ঞায় নিরস্ত হও। বাদসার আজ্ঞায় এই অঙ্গুরী গ্রহণ কর, এই অঙ্গুরী যার অঙ্গুলীতে থাক্‌বে, আমাদের কুলাচারে,—সেই বাদসা। এই অঙ্গুরী-প্রভাবে আজ হ'তে তুমি বাদসা! আমি চ'ল্লেম, বাধা দিও না।

গোলে। মির্জ্জান!—

মির্জ্জান। আবার কি? তুমি না ব'ল্লে, আমি নারী নই, এ নিমিত্ত সতীর হৃদয় বুঝি নাই। তুমিও পুরুষ নও, এ নিমিত্ত আমার হৃদয় বুঝ্‌তে পাচ্চ না। আমি মুসলমান, বাদসার অন্তঃপুরে পরপুরুষকে আমিই ডেকে দিয়েছি, আমার বুদ্ধির দোষে বাদসার অন্তঃপুরে কলঙ্ক রটনা হ'য়েছে। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমি মুসলমান, আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ! তোমার বাদসার, তোমার স্বামীর—রাজভক্ত হ'য়ে, পতিপ্রাণা হ'য়ে—এই অপবাদ কি তুমি সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত? তা হ'লে আবার আমার সন্দেহ, গাঢ় বেষ্টনে আমায় ধারণ ক'র্‌বে! —গোলেন্দাম, আমি চ'ল্লেম। যদি কখনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়,—ফিরে এসে যদি দেখি যে, সতীর ন্যায় পতির আজ্ঞা পালন ক'রে প্রজার মঙ্গল সাধন ক'রেছ, আবার গোলেন্দাম ব'লে তোমার মুখচুম্বন ক'র্‌বো। নতুবা এই বিদায়ই—বিদায়।

গোলে। তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে—কি অবস্থায় থাক্‌বে?—তোমার কথায় বুঝেছি—এই অঙ্গুরীই বাদসা। তোমার প্রজা আমি পালন ক'র্‌বো,—তোমার মত পুত্রবৎ পালন ক'র্‌বো। কিন্তু বাদসা,—আমিও তোমার প্রজা,—আমার রক্ষার ভার কার উপর? একটী কথা বল—আশা দাও—সেই আশা ধ'রে আমি জীবিত থাকি। সতী পতিকে পায়—এ শাস্ত্রের কথা—লোকের কথা, এই ধারণায় সংসার চ'ল্‌ছে। আমি সতী, আমার পতিকে কি জন্মের মত বিদায় দেব? বল—আবার দেখা হবে?

মির্জ্জান। তুমি যদি সতী হও,—শাস্ত্রের মর্ম্ম যদি সত্য হয়, সতী-পতিতে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তুমি তোমার সতীত্বের উপর নির্ভর ক'রে আশা কর। আমি চ'ল্লেন,—কোথায় যাচ্চি জানি নে। আমি নিরাশ-সাগরে ভেসেছি!—তোমায় আশা দেব কেমন ক'রে! গোলেন্দাম,—বিদায়!

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

গোলে। মৃত্যু!—ম'লেই তো ফুরোয়! ম'র্‌বো না। আশা ক'র্‌বো না কেন? মির্জ্জানের সঙ্গে কে আমার বিচ্ছেদ ঘটাবে? মির্জ্জান কোথায় আছে, কেমন আছে, রোজ আমার মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। আমার নির্ম্মল মন, অসত্য কখনো জানে না—সত্য উত্তর দেবে। কুলের কলঙ্ক আমিই মোচন ক'র্‌বো। আমি বেগম,—রাজ্যভার আমার। মির্জ্জানের রাজ্য মির্জ্জানকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। মির্জ্জানকে পাব—নিশ্চয়ই পাব। বাদসা, তুমি চ'লে গেলে—কিন্তু তোমার তত্ত্ব নিতে নিষেধ কর নাই। তুমিই বাদসা—আমি নই। যতদিন বাদসাই আমার থাক্‌বে,—তুমি ভিকারী থাক্‌লেও বাদসার কর্ম্মচারীরা তোমার শুশ্রূষা ক'র্‌বে। বাদসার কর্ম্মচারী, আমি তো বাদসার কর্ম্মচারী—আমি তোমার তত্ত্বাবধারণ ক'র্‌বো। মির্জ্জান, এক মুহূর্ত্তও আমি তোমার বিরহ সহ্য ক'র্‌বো না। তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বো না।—

বৃথা চেষ্টা কেন ক'র্‌বো ? তোমার আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন ক'র্‌বো ? আমি প্রজাপালন ক'র্‌বো,—তোমারও অনুসরণ ক'র্‌বো—দেখি পারি কি না ! (নেপথ্যে চাহিয়া) পরিয়া !

(নেপথ্যে পরিয়া ।)—বেগম সাব !—

(পরিয়ার প্রবেশ)

পরিয়া । গোলেন্দাম—সখি ! তোমার এ কি ভাব ?

গোলে । মন্ত্রীকে রাজসভায় উপস্থিত হ'তে বল !

পরিয়া । যাচ্ছি । এ কি !

গোলে । আমি অভাগিনী ! সবই শুন্‌বে, আজ্ঞা পালন কর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

কাউলদ ও ফকীর ।

কাউ । ফকীর, আত্মহত্যায় পাপ আছে ?

ফকীর । তুমি পাপ মনে ক'রেই আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছ, নচেৎ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আস্‌তে না । কি পাপ, কি পুণ্য, তা যদি আমি সব জান্‌তেম—তা হ'লে পাপ-পুণ্যের পার হ'তেম, আমার ঈশ্বর লাভ হ'তো । আমি পাপ-পুণ্যের সীমা স্থির ক'র্‌তে পারি নাই । তবে কতকটা আমার অনুভূতি হ'য়েছে যে, পুণ্য-কার্য্যের কল্পনা ও অনুষ্ঠানে আত্মপ্রসাদ, আর পাপ সর্ব্বদাই সন্দেহ-জড়িত । ঈশ্বরকে ডাকা—পাপ কি পুণ্য—এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এস নি,—এ কল্পনার সঙ্গেই আত্মপ্রসাদ । আত্মহত্যা পাপ কি না, সে কথা সন্দেহই তোমায় ব'লে দেবে, আমায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন ।

কাউ । বুঝ্‌লেম—পাপ ।

ফকীর । পাপ—তুমি তা বুঝেছ, আর তুমি আত্মহত্যা ক'র্‌বে না, তাও আমি বুঝেছি । মানুষ ঝোঁকের উপর আত্মহত্যা ক'র্‌তে পারে, পাপ-পুণ্য বিচার ক'রে আর পারে না ।

কাউ । ফকীর, তুমি আমার অবস্থা জান না । আমি আমার বাদসার নিকট অপরাধী, বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক ।

ফকীর । শোন,—ফকীরী কেন নেয়, তা কি তুমি জান ? বলবান ইন্দ্রিয় আছে, রক্ত মাংসের দেহ আছে, ভোগ ইচ্ছা আছে,—তথাপি যে কেন ফকীরী নেয়, তা বুঝ্‌তে পার ? না—তুমি জান না । এক কথায় ব'ল্‌বে,—ঈশ্বর-লাভের আশায় । কিন্তু কথাটা শুনেছ মাত্র,—ঈশ্বর পরম বস্তু, কথার কথা শুনে রেখেছ । সুখে কেন বিরক্তি জন্মে তা জান না,—ফকীর জানে । ত্রিতাপদহনে মানব তাপিত, কল্পনা-সৃজিত অবস্থায়ও ত্রিতাপদহনের ত্রাণ নাই । এই বিবেক অবলম্বনে, এই ত্রিতাপ-তাড়নে ইন্দ্রিয়-প্রলোভন উপেক্ষা করে, শোণিত-অস্থি পদদলিত করে, ভোগত্যাগী যোগী হয় । তুমি কি দুঃখের পরিচয় দিতে চাও, যে ভোগত্যাগী ফকীর আমি জানি নি ? যদি দুঃখের সাগর না জান্‌তেম, যদি এক ঈশ্বরই সার বস্তু প্রতিলব্ধি না হ'ত, তা হ'লে কি বিলোলাক্ষী বামার কটাক্ষ—হৃদয় বিদ্ধ ক'র্‌তো না ? তা হ'লে কি স্বর্ণ ঝনঝনার মধুর রব আমার কর্ণ বিমোহিত ক'র্‌তো না ? তা হ'লে কি সম্পদ, গৌরব, মানের অদ্ভুত মোহিনী আমায় মুগ্ধ ক'র্‌তো না ? দুঃখের সংসারে দুঃখ পেয়েছ, ফকীরকে অধিক পরিচয় কি দেবে ? আগুনে হাত পোড়ে নি, যদি এ সংবাদ দিতে পার্‌তে, তবে নূতন সংবাদ বটে,—নচেৎ আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়েছে,—এ সংবাদ আমায় আর কি জানাবে ? তুমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছ, তার উত্তর দিয়েছি । আবার উত্তর দিই শোন,—জলে ঝাঁপ দিলেই ম'র্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হ'লে একদণ্ডও জীবিত থাক্‌তে পার্‌বে না । যে কাজ ক'র্‌লে আর ফির্‌বে না—একটু বিচার ক'রো । কাজ ক'রে ফেল্লেই হয়, কিন্তু যে, কার্য্যের পরিণাম ভাবে, সে পাপ করে না এই আমার ধারণা । তুমি যাও, তোমার উত্তর তো পেয়েছ ।

কাউ । এত কষ্টেও আমার অন্তঃকরণে দাগা যাচ্ছে না । আমি ভুলেও ভুল্‌তে পাচ্ছিনি, আমার সর্ব্বনাশের

হেতু হ'য়েও, আমার প্রাণের সহিত জড়িত। ভোল্‌বার যো নাই, ত্যাগ করবার যো নাই,—জীবন বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই। ফকীর, আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও, আমার হৃদয় হ'তে সে ছায়া দূর কর। ফকীর, আমায় চরণে আশ্রয় দাও,—ফকীর, আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্চি—আমায় রক্ষা কর।

ফকীর। যন্ত্রণার হাত হ'তে নিস্তার পেতে চাও,—তা'হলে মানব-জন্ম ধারণ ক'রেছ কেন? প্রস্তর হ'তে পার্‌তে,—তা'হলে কোন যন্ত্রণাই উপভোগ ক'র্‌তে হ'তো না। মানব-জীবনে যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে যদি সুখকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পার,—তা'হলে দেখ্‌বে, যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদার মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরচে। আর দুঃখই তোমায় নিত্যানন্দ ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাচ্চে। বোধ হয়, তোমার হৃদয়ে প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হ'য়েছে, বিরহ-জালায় দগ্ধ হ'চ্চ! কোন রমণীর ছবি তোমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত—তারে তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পাচ্ছ না! তোমার চঞ্চল হৃদয়—যাহা কখনও এক বস্তুতে স্থির হয় নাই, সামান্য একটী রমণীর ছবি ধারণ ক'রে একাগ্র হ'য়েছে। একাগ্রতা অনেক সাধনের ফল। ভাগ্যক্রমে তুমি পেয়েছ,—দুঃখ বিবেচনা ক'রো না। সোণা তাতে গলে—তবে গড়ন হয়। যদি মনকে গড়তে চাও, তাপকে ভয় ক'রো না। যাও, আমার কাছে আর তোমার কার্য্য নাই।

কাউ। ফকীর—ফকীর! তোমার কথায় আমার মনের আবরন দূর হ'য়েছে। দুঃখকে আমি হৃদয়ে ধারণ ক'রেছি, দুঃখকে বন্ধু ব'লে আমি হৃদয়ে স্থান দিলেম, কিন্তু প্রেমে নয়—ঘৃণায়। যত দিন জীবিত থাক্‌বো, রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হব না। কি আশ্চর্য্য, এখনও সেই ছবি, এখনও সেই প্রতিমূর্ত্তি আমার নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত! কি দারুণ বন্ধন! মন না বায়ুর ন্যায় চঞ্চল,—মনের সে চাঞ্চল্য কোথায়? ঐ তো এক ছবি নিয়ে দিবারাত্র আছে। ঐ এক ছবিতে মন জড়িত, মন আবদ্ধ মনের গতিশক্তি রহিত। কোথায় যাব? ম'র্‌বো না—দেলেরাকে ভাব্‌বো, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো। দুঃখ আমার জীবনের সাথী, দেলেরা আমার জীবনের সাথী, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো—দুঃখ নিয়ে থাক্‌বো! ফকীর, সেলাম। [কাউলফের প্রস্থান।

ফকীর। যদি কেবল ধ্যান-ধারণা ফকীরের কার্য্য হ'তো, তা'হলে যদি অনশন বা অর্দ্ধাশন হয়—তাতেই সুখ ছিল। কিন্তু হে গুরুদেব, তোমার কঠোর উপদেশে আমি বুঝেছি যে, আত্মত্যাগে মানব-কষ্ট দূর করাই ফকীরের কার্য্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধনা দুঃখময়—সাধনা শান্তিময়।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। ফকীর, সতীকে কি পতির বিরহ অনুভব ক'র্‌তে হয়? পতি ছাড়া, যে জীবন ধারণ ক'র্‌তে পারে,—সে কি সতী? যাই হোক আমি কুলাচার ত্যাগ ক'র্‌বো। ফকীর, কুলাচার ত্যাগিনীর প্রায়শ্চিত্ত কি,—আমি তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি।

ফকীর। অনল তাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনের ন্যায় সতীত্ব। সে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে মলা স্পর্শ করে না। প্রায়শ্চিত্তের নাম দণ্ড গ্রহণ করা। উত্তাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনে আর অধিক তাপ কি প্রবেশ ক'র্‌বে? সতীত্ব পরম রত্ন যার আছে, মা—তার আর পাপ-পুণ্য নাই।

গোলে। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, তবে কি আমি মির্জ্জানকে ভালবাসি নি! পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য ফকীরের কাছে এসেছি কেন? পাপ হয়, পুণ্য হয়,—আমি স্বামীর অনুগামিনী। মির্জ্জান পথে পথে বেড়াবে—আর আমি কেমন ক'রে গৃহে থাক্‌বো? মির্জ্জান পথে আর আমি সিংহাসনে, কল্পনাতেও এ একটা রহস্য বটে! মির্জ্জানের আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে পারি নি,—কি ক'র্‌বো? পাপ হয় হবে,—পাপের ভয়ে আমি মির্জ্জানকে ছাড়্‌বো না। বাদসাই—অঙ্গুরী, অঙ্গুরীই—বাদসা থাক্‌বে। যেথায় মির্জ্জান—গোলেন্দামও তথায়, তার অন্যথা হবে না। মির্জ্জান,—তোমার আজ্ঞা পালনে আমি চেষ্টা ক'র্‌বো, কিন্তু তোমার সঙ্গে ফির্‌বো। দোষী কর—সাজা দিও, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) ফকীর—সেলাম।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

ফকীর। নারীর আকর্ষণ অতি মুগ্ধকর! গুরুদেব, কত পুণ্য-ফলে তোমার দর্শন পেয়েছিলেম। নারীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি কি একবারও ঈশ্বরকে ডাকতে পার্‌তেম? ঈশ্বর, তোমার সাধনাও শান্তি। সাধন অবস্থাতেও ঘোর মায়া-

জাল হ'তে নিষ্কৃতি। ঈশ্বর, তুমি ধন্য,—দেখা দিয়ে আমায় ধন্য কর!

(মির্জ্জানের প্রবেশ)

মির্জ্জান। ফকীর, সংসার ভাল কি ফকীরী ভাল?

ফকীর। সংসারের নিম্ন-চরম সীমা দারিদ্র্য, ঊর্দ্ধ চরম সীমা বাদ্‌সাই। দুই সীমারই অবস্থা আমি অবগত নই। আমি বাল্যাবধি এই অবস্থাপন্ন। বল,—"ফকীর—ফকীর!" ফকীরীর চরম সীমায় শুনেছি ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বরের অনুভূতি হ'য়েছে, ঈশ্বর লাভ হয় নাই; লাভ হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পার্‌তেম না। তিনি দেখা দেন—আবার লুকোন, আবার দেখা দেন—আবার লুকোন।—আমার সাধন-অবস্থা। আমার কার্য্য—সাধনা, লাভ তাঁর ইচ্ছা। আমি সাধক, সুতরাং ফকীরীর চরম সীমা পর্য্যন্ত দেখি নাই। তোমার কথার উত্তর এই, আমি ফকীরী জানিনে। সংসার ভাল কি না? সংসার কি—কেমন?—তা কখনো দেখি নি। তার ভাল-মন্দও জানি নে। তুমিও যখন জিজ্ঞাসা ক'চ্চ,—"সংসার ভাল না ফকীরী ভাল?" তাতে বোধ হ'চ্চে,—তুমিও দু'টোর একটাও জান না। দেখে শেখে—ঠেকে শেখে। জান্‌বার ইচ্ছে থাকে, চল—সংসার দেখিগে। —দেখেই শিখি বা ঠেকেই শিখি। যদি শিক্ষা হয়—পরম লাভ। শিক্ষার্থী হ'য়ে জীবন যায় হানি নাই। তোমার কি দেখ্‌বার সাধ—ফকীরী না সংসার? আমার ধারণা, একটা দেখ্‌লেই দুটো দেখা হয়। চলনা কেন, সংসার দেখে আসি।

মির্জ্জান। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ফকীর। কেন, বিস্মিত হ'চ্চ কেন?

মির্জ্জান। আমি কে তা জান?

ফকীর। যেই হও—একজন সন্তাপিত ব্যক্তি। মানব-সন্তাপ দূর করা ফকীরের সাধন।

মির্জ্জান। আমি সন্তাপিত—তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

ফকীর। তোমার প্রশ্নে বুঝেছি। সংসারে অধীর হ'য়ে তবে ফকীরের কাছে এসেছ।

মির্জ্জান। আর কি কখন' তুমি কোন সন্তাপিত ব্যক্তি দেখনি? তার সঙ্গে তো তুমি যাও নি,—আমার সঙ্গে যাবে কেন?

ফকীর। সংসারে সন্তাপিত অনেক দেখেছি। ফকীরী নিয়েও আমি তো ভগবানের সংসার ছাড়া নই। তোমায় ব'লেছি, সন্তাপ দূর করাই ফকীরের সাধন। সংসারে সাধ্যমত সন্তাপ দূর ক'র্‌বো সংকল্প ক'রেছি, কিন্তু সঙ্গী পাই নাই। তোমার সংসার দেখ্‌বার সাধ হ'য়েছে—মন হ'য়েছে,—চল যাই।

মির্জ্জান। তুমি একেবারে আমার সঙ্গে যাবে?

ফকীর। কেন, বিস্ময়ের কারণ কি? দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি সংসারী। তুমি যদি সকলই ত্যাগ ক'রে, ফকীরের কাছে আস্‌তে পেরে থাক,—আমি কিসে আবদ্ধ আছি, যে তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌বো না?

মির্জ্জান। ফকীর, আমার অন্তরের সেলাম গ্রহণ কর। তোমার চরণে আমার মন-প্রাণ অবনত। আমি বাদসা ছিলেম, বিস্তৃত রাজ্য ছিল, সুহৃদ্বন্ধু ছিল, প্রণয়িনী পত্নী ছিল; যে সকল প্রলোভনে সংসার প্রলোভিত—আমার সকলই ছিল। কিন্তু সন্দেহ-দংশনে যাহা অমৃতময় ছিল, তাহা বিষময় হ'য়েছে—সেই নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন। আমি ঢের ফকীর দেখেছি, কিন্তু তাদের ফকীরী দেখে, আমার সংসার-আসক্তি আরও বৃদ্ধি হ'য়েছিল। সে ফকীরী নয়—সংসার-সুখ-আশায় ফকীরী। তুমি যথার্থ ফকীর। ফকীর, তুমি কি আমায় কৃপা ক'র্‌বে?

ফকীর। আমি জানি নে। কৃপা—অকৃপা আমার আয়ত্বাধীন নয়। আমার কৃপা-অকৃপায় তোমার লাভালাভ নাই। যদি সংসার দেখতে চাও, চল,—আমি তোমার সাথী। তুমি যদি প্রস্তুত থাক, আমিও প্রস্তুত। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি বাদসা মির্জ্জান! বাদসা মির্জ্জান পরম ধার্ম্মিক। ইনি ফকীরী নিলে সংসারে বিস্তর হানি। এঁর সঙ্গে ফিরে দেখি,—যদি পুনর্ব্বার এঁরে সিংহাসনে বসাতে পারি—তা হ'লে সমাজের পরম মঙ্গল।

মির্জ্জান। ফকীর, এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ মঠের অভ্যন্তর।

গোলেন্দাম ও পরিয়া।

গোলে। (স্বগত)

কতদিন—কতদিন আর
বহিব এ ভার—
প্রাণনাথ, এস' ত্বরা।
জেনে শুনে কেন হে নিদয়,
জান'ত নিশ্চয়—
বিরহে অধীরা মম প্রাণ!
অদর্শনে রহিব কেমনে?
মোর তরে তুমি হে কাতর—
কহিছে অন্তর,
ভালবাস দাসী পদাধীনা—
তবে কেন আছ ভুলে?
আশে প্রাণ কতদিন ক্ষীণ কায় রবে!
চাহে প্রাণ,—ভাঙ্গি এই মৃত্তিকা-পিঞ্জর
যাইতে তোমার পাশে—
আশায় ভুলা'য়ে রাখি তারে,
আর ভুলে থাকে বা না থাকে।
প্রেমময়! আশ্রিতা—বঞ্চিতা নাহি হয়!
তাহে তব কলঙ্ক রটিবে,
কবে সবে কঠিন তোমারে।
(প্রকাশ্যে)
কেমন পরিয়া, রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল তো?

পরিয়া। হাঁ্যা বেগম সাহেব, সমস্ত মঙ্গল। সখি, তুমি এখানে এ অবস্থায় কেন? তোমার স্বামীর কি দেখা পেয়েচ?

গোলে। আমার স্বামী ফকীর, আমার আর কি অবস্থা হবে বল? আমার স্বামী সমরকন্দে এসেছেন; কাউলফ আর দেলেরা এইখানে আছে, আমরা যদি কোন উপায়ে কাউলফের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ দিতে পারি, তা হ'লে বোধ হয় বাদসার মনের সন্দেহ দূর হয়। বাদসার মনে সন্দেহ হ'য়েছে যে, কাউলফ আমার অনুরাগী; দেলেরার সঙ্গে বে' হ'লে সে সন্দেহ যাবে। আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি; সে কাউলফকে ভালবাসে কি না আমি এখনই জান্‌তে পার্‌বো। তুই যদি কোন উপায়ে কাউলফকে রাজী ক'রে তার সঙ্গে বে' দিতে পারিস্, তাহ'লে বাদসার মনের সন্দেহ যাবে,—আমায় একজন ফকীর ব'লে দিয়েছেন। এই সঙ্ঘটন আম্‌রা যদি ক'র্‌তে পারি, তা হ'লেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

পরিয়া। কিন্তু আমরা এই সব যোগাযোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, যদি বাদসা এ দেশ থেকে চ'লে যান?

গোলে। না—তা তিনি যেতে পার্‌বেন না। আমার অনুরোধে আমার পিতা সমরকন্দ-ঈশ্বর, রাজ্যে প্রচার ক'রেছেন যে, আমার মঠে অতিথি-সেবা না নিয়ে, কেউ এ সহর পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তাঁকে তিন দিন এ মঠে এসে থাক্‌তেই হবে। আর বাদসা কখন' রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে লোককে কুশিক্ষা দেবেন না।

পরিয়া। দেলেরা কি কাউলফকে ভালবাসে।

গোলে। সম্পূর্ণ ভালবাসে। আমি তার ধাত্রী সানিয়ার কাছে শুনেছি; কিন্তু কাউলফের দেখা পাই নাই, তার মন বুঝ্‌তে পারি নাই। তোরে এই সঙ্ঘটনটী ক'র্‌তে হবে, বোধ হয় কাউলফও ভালবাসে। এই নগরে সে পাগলের ন্যায় বেড়িয়ে বেড়ায়, উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়িয়ে খায়। বোধ হয়, দেলেরার বিরহে তার এই দশা।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি তার কাছে পুরুষ-বেশে গিয়ে তার মন বুঝ্‌বো। কিন্তু দু'জনের বিবাহ দিয়ে দেবে কেমন ক'রে? তোমার বাপ্‌কে ব'লে? শুনেছি, টাহার ব'লে এক ব্যক্তি, তার সঙ্গে দেলেরার অজ্ঞান-অবস্থায়, তাদের উভয়ের পিতার সম্মতিতে বিবাহ হ'য়েছিল। এখন দেলেরা সেই টাহারের পিতার বাড়ীতেই আছে। তুমি কিরূপে বিবাহ দিয়ে দেবে?

গোলে। তুই কাউলফের মন বোঝ্। একজন

বিবাহ ক'রে দেলেরাকে যদি প্রত্যাখ্যান ক'রে যায়, তা হ'লে টাহার দেলেরাকে পুনর্ব্বার বিবাহ ক'র্‌তে পারবে। টাহারের বাপও সেইরূপ একজন ব্যক্তি খুঁজ্‌চে, কিন্তু দেলেরা পরমা সুন্দরী, তাই ভয় ক'র্‌চে, যে বিবাহ ক'রে যদি কেউ দেলেরাকে প্রত্যাখান না করে, তা'হলে দেলেরা তার হবে। কিন্তু কাউলফ দরিদ্র-অবস্থায় বেড়াচ্চে, সে বিবাহ ক'র্‌বে ব'ল্‌লে, আর সে সন্দেহ থাক্‌বে না। তাকে অর্থ দিয়ে প্রত্যাখান ক'র্‌তে সম্মত ক'র্‌বে। তুই কাউলফের মন বুঝে দেখ্‌, আমিও এখনই দেলেরার মন বুঝে দেখ্‌বো।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি পুরুষ-বেশে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার মন বুঝ্‌বো, বিবাহ ক'র্‌তেও রাজী ক'র্‌তে পার্‌বো। কিন্তু যদি টাহারের বাপের টাকার লোভে সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যায়, তা হ'লে ত বাদ্‌সার মনের সন্দেহ যাবে না।

গোলে। তুই কি মনে ক'রিস্‌, যে ভালবাসে—সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যেতে পারে? কাউলফকে আমি জানি, সে অতি উচ্চ হৃদয় ব্যক্তি, সে সামান্য অর্থ লোভে কখনই পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বে না। তুই প্রেমিকের প্রাণ জানিস্‌ নি। সে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে, তবু তারে ছেড়ে যাবে না। তুই কোনরূপে এই জোটাজোট কর।

পরিয়া। তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে দেখা ক'রেছ? --সমরকন্দ-ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছ? তিনি কি সকল অবস্থা জানেন?

গোলে। দেখা ক'রেছি,—কিন্তু তিনি চিন্‌তে পারেন নি,—আমায় উদাসিনী বিবেচনা ক'রেছেন। আর আমার কথায় প্রত্যয় ক'রে, আমার ইচ্ছামত রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। আয়, আম্‌রা স'রে থাকি—কে আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেলেরা ও সখিগণের প্রবেশ)

(দেলেরাকে বেষ্টন করিয়া সখিগণের গীত)

সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে, সে আসে ফকীরের ঘরে।
ফকিরী নরত তারি, মন যোরে তার সুখের তরে॥
আশা যে ধ'রে থাকে, আশা যে যত্নে রাখে,
প্রেম-রতনে যত্নে ঢাকে, প্রেমের আশা তার ত' পোরে॥
মন যার অবিশ্বাসী, সে ত' নয় প্রেম-পিয়াসী.
যে জন প্রেমের অভিলাষী, বিরহে সে কি ডরে?

[এক জন ব্যতীত সকল সখীর প্রস্থান।

দেলেরা। তোম্‌রা কি গান ক'র্‌লে?

সখী। শুন্‌লে তো,—যদি তোমার মনের মতন কথা হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে আর কি কথা আছে? আমাদের উদাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এসে উত্তর দেবেন। আর যদি তোমার মনের মতন কথা না হ'য়ে থাকে- চ'লে যাও, এখানে থেকে তোমার কিছু ফল হবে না।

দেলেরা। উদাসিনী কোথায়?

[সখীর প্রস্থান।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। আচ্ছা, আমি তোমার কথা সব জানি। কাউলফকে যদি তুমি না পাও, তা'হ'লে কেন টাহারকে বিবাহ কর না? টাহার তো তোমার ছলনায় ত্যাগ ক'রেছিল,— তোমায় জেনে তো তোমায় ত্যাগ করে নি! দেশাচারে টাহার তোমায় ত্যাগ ক'রে, তোমায় বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌চে না। কিন্তু টাহারের পিতার ধনলোভে, তোমায় বিবাহ ক'রে, কেউ না কেউ তোমায় ত্যাগ ক'রে যেতে সম্মত হবে;—তখন তুমি কি ক'র্‌বে?

দেলেরা। তবে কি গান আমায় শুনালে? গানের অর্থমত তো তোমার কথা নয়! যেদিন আমি নিশ্চয় জান্‌বো যে,টাহার আমার স্বামী হবে, সেদিন আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। এখন প্রাণ রেখেছি, কাউলফকে পাবার আশায়। আমার মনে হয়,—আমি যেমন তার জন্যে ব্যাকুলা,—সেও আমার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল। মনস্তাপে কোথায় কেঁদে বেড়াচ্চে জানি নে। আমার মনে ধারণা, সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তারে দেশান্তরিত ক'রেছি, আমার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী। যদি তারে না পাই, তার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে অনুতাপ অবসান ক'র্‌বো। আমি তার আশায় জীবিত আছি।

গোলে। আর সে যদি তোমায় না চায়?

দেলেরা। আবার আমার সন্দেহ হ'চ্চে, তুমি সত্য উদাসিনী? যদি উদাসিনী হও, কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ? কি, সে আমায় চাইবে না? বোধ হয়, তুমি আজীবন সর্ব্ব-

ত্যাগিনী। আমায় সে চায় না,—এ কথা আমি মনে স্থান দিয়ে জীবিতা থাক্‌বো, সে কি কখন' হয়? তা' হ'লে আমি এত অধীরা হ'তেম না, তাহ'লে আমি তারে চাইতেম না। আমার সে মুখ অহর্নিশি মনে পড়ে, আমি তার ধ্যানে জীবন অতিবাহিত ক'রতে পার্‌তেম না! চায় না?—আমি চক্ষের উপর দেখ্‌ছি, সে আমায় চায়। আমি অন্তরে-অন্তরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি,—কোথায় নির্জনে সে আমার ধ্যান ক'র্‌ছে। সে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি তার জীবন-সর্ব্বস্ব। এ যদি মিথ্যা হয়, তা হ'লে জান্‌বো, সংসারে খোদার কোপ-দৃষ্টি প'ড়েছে। সংসারে প্রেমের বন্ধন নাই, সংসার ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে—সংসার প্রেমশূন্য!

গোলে। তোমার কথা কি সত্য? তোমার কি বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হবে?

দেলেরা। অবিশ্বাস কেন ক'র্‌বো? অবিশ্বাসের নাম মৃত্যু,—অবিশ্বাসের অর্থ আর আমার নিকট অপর কিছু নাই। কে জীবন ছাড়্‌তে প্রস্তুত বল? আমি আশা ক'র্‌বো না?—আশা আমার প্রাণ! নচেৎ ম'লেও আমার অনুতাপানলে পরিত্রাণ নাই—মৃত্যুতেও যন্ত্রণা দূর হবে না। তারে পেলেম না, এ বেদনা আমার যাবে না।

গোলে। তুমি তারে পাবার কি উপায় ক'রেছ?

দেলেরা। উপায় আপনিই হবে। আমি উপায়ে তারে দেখি নি—সে দেখা দিয়েছিল। আমি তারে কোন উপায়ে ভালবাসি নি—ভালবেসেছি। সে আমার—উপায় ক'রে জানি নি—জেনেছি। যা হবার হ'য়েছে—যা হবার হবে। ভালবাসা—ভালবাসা পায়। কোন উপায়ে বুঝি নি—বুঝেছি। উপায় আপনি হবে। আমি উপায় ক'র্‌তে পার্‌লে এতদিন ক'র্‌তেম, কিন্তু আমার উপায় নাই। আমি পরাধীনা—পর-বাসে পরের স্বেচ্ছাধীনা।

গোলে। আচ্ছা, আমি যদি কোন উপায় ক'র্‌তে পারি? কিন্তু দেখ', ঠিক বুঝে ব'ল,—যে যারে চায়, সে তারে পায়—এ কথা কি সত্য? সে তোমায় ফেলে চ'লে গিয়েছে—তবু তুমি সত্য তারে পাবে? চাইলে পায়—এ কথা কি তোমার নিশ্চয় ধারণা? দেখ, তোমার কথা মিথ্যা হ'লে—তোমার উপায় হবে না। সত্য বল'—আমি উদাসিনী—আমার কাছে মিথ্যা ব'ল্‌তে নাই। আশা কি ফলবতী হয়? আশার ধন কি পাওয়া যায়? যদি সত্য হয়—উপায়ের চেষ্টা করি,—বৃথা চেষ্টা ক'রে কি ক'র্‌বো বল?

দেলেরা। এ কথা তুমি আমার মুখে শুনে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যদি তোমার জান্‌বার প্রয়োজন হয়, যদি আশা তোমার জীবনের সার হয়, আশা ধ'রে জীবিত থাক,—তাহ'লে আপনার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পাবে,—আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না। তোমার মনই তোমায় বিশ্বাস দেবে—তোমার মনই তোমায় আশা ধ'রে থাক্‌তে ব'ল্‌বে। আর যদি বিশ্বাস না হয়, যদি নিরাশ হও,—জীবন-ভার ব'য়ে কি ফল বল? আশা হারিয়ে কেন মাটীর দেহ বইবে? যদি কোন দাগা পেয়ে থাক, আশা ধ'রে রাখ,—আশা-হারা হ'লে আর প্রাণ ধ'র্‌তে পার্‌বে না!

গোলে। তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'র্‌লেম,—তুমি আমার সই।

দেলেরা। কই সই, তুমি তো তোমার পরিচয় দিলে না?

গোলে। আমার পরিচয় তুমি পাবে। যদি দেবতা সদয় হন, যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাহ'লে তোমায় পরিচয় দেব। এখন জেনে রাখ', আমি তোমার মতন কাঙালিনী—আমি উদাসিনী নই। আমি তোমার মুখে তোমার কথা শুন্‌বো, তোমার কথায় আমার হৃদয়ের বল বাড়্‌বে,—এই জন্য কৌশল ক'রে তোমায় আনিয়েছি। আমি আমার সখী দ্বারা তোমায় ব'লে পাঠিয়েছি যে, এখানে এলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমিও আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছ,—বুঝ্‌বো তোমার বিশ্বাসের বল। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে পারি—তাহ'লে আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বোধ হয়—খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তোমায় নিতে এসেছে—ঘণ্টার নিনাদ শুন্‌তে পাচ্ছি। আমি অন্তরালে যাই।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ)

নেহার। কেন, এখানে কি ক'র্‌তে এলে?

টাহার। ও আমার জন্যে পাগল। এইখানে এক জন মজুম আছে সে গুণে ব'ল্‌তে পারে। তাই জান্‌তে

এসেছে, কতদিনে ওর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই বাবা এখানে পাঠিয়েছে।

নেহার। তা তুই আমাকে নিয়ে এলি কেন?

টাহার। তোরে দেখাতে—প্রেমের ঢেউ-তুফান দেখাতে। বাবা বিশ্বাস করেনা যে ভালবাসে। তুই দেখে বাবাকে গিয়ে বল্ যে, ও আমার জন্যে মরে।

নেহার। ঐ ত দেলেরা,—তোকে দেখে ত মুখে কাপড় দিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

টাহার। আরে বুঝিস্ নি, বুঝিস্ নি। আমি বাব্‌রি চুল বাগিয়ে, তাজ মাথায় চড়িয়ে এসেছি, বেটী দেখে পাছে ঘুরে পড়ে, তাই মান ক'রে দাঁড়িয়েছে। কেমন, দেখ্‌চিস্! বাবাকে বলিস্—ভালবাসে না?

নেহার। তোর মুখে ও ঝাড়ু মারে।

টাহার। যা দূর হ! তোর পিরাতের ধাতই নয়। মেয়ে মানুষ মান ক'র্‌বে, ঘুরে দাঁড়াবে—তা না হ'লে মজা কি হ'ল! ঐ দেখ্—দেখ্‌চে আড়ে আড়ে।

নেহার। তোর মুখে বাঁ পায়ের লাথি মাড়ে।

টাহার। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার ইয়ারকি ছুট্‌ল। তুই এমন বেরসিক জান্‌লে, তোর সঙ্গে আমি ফিরতেম না। ওঃ—আমার কি ইয়ার গো! পিরাত চেনেন না! বল্‌বি কি না বল—ভালবাসে। আমার সঙ্গে যদি ইয়ারকি চাস্, নিদেন মিছেমিছি ক'রে বল—ভালবাসে।

নেহার। আচ্ছা, তুই ওর সঙ্গে কথা ক'—শুনি।

টাহার। চোখে দেখ্‌লি আর শুনবি কি? তবু তোর আক্কেলের জন্য দুটো কথা ক'চ্চি। দেলেরা!—ঐ দেখ্, সাড়া নেই। আবার ডাক্‌তে বলিস্?—দেলেরা! ফের সাড়া নেই।

নেহার। তোর প্রেমে কি ধুক্‌চে না কি, যে কথা কইতে পারুচে না? আরে বুঝিস্ নে কম্‌বক্ত, ও তোকে চায় না।

টাহার। চায় না? উঃ তোর কথায় চায় না! ও চুপ ক'রে আছে, আমার প্রেমের টক্কর দেবে কিসে!—কি বল' দেলেরা?

দেলেরা। আমি ধর্ম্মের স্থানে এসেছি, এখানে তুমি বিরক্ত ক'র্‌তে এসেছ কেন?

টাহার। ওই শোন্, ওই পিরাতের কোপ, আমার উপর অভিমান ক'রেছে।

নেহার। তোর গর্দ্দানায় কোপ দেবে আচ্‌চে।

টাহার। যা তুই দূর হ! দিন কতক দোস্তি ক'রে পিরীত শিখে তারপর আমার কাছে ইয়ারকি দিতে আসিস্। (দেলেরার প্রতি) দেখ' দেলেরা, কি ক'র্‌বো বল—দেশাচার! একবার ত্যাগ ক'রেছি, আর এক জন কেউ বে' ক'রে, তোমায় ত্যাগ না ক'র্‌লে ত তোমায় বে ক'র্‌তে পারিনে। বেল্লিক বেটা কাজি বে দেবে না। তোমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না, আমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না। বাবা যোগাড় ক'রে একটা পাত্তর নিয়ে আসচেন, সে টাকা পেয়ে তোমায় ছেড়ে চ'লে যাবে, তারপর আর কি,—দু'জনে প্রেমের তরঙ্গ!

দেলেরা। বুঝেছি—এখন তুমি যাও।

টাহার। ওই শোন্ শোন্,—পিরাতবাজ প্রাণ, গোলাম কথার গোলাম জবাব দিলে। এখন বল্, ভালবাসে কি না?

নেহার। ওরে মুখপোড়া! তোরে তাড়াচ্চে—বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

টাহার। হ্যা দেলেরা, তুমি তাড়াচ্চ?

দেলেরা। হ্যা—তুমি যাও।

টাহার। ভালবাসার তাড়ান—কেমন?

দেলেরা। ধর্ম্মের স্থানে এয়েছি,—আর কেন বিরক্ত ক'র্‌চ? তুমি যাও।

টাহার। যাব কোথা বল'? আমি নিতে এয়েছি। তোমায় সঙ্গে নিয়ে তবে যাব।

দেলেরা। তুমি যাবে ত যাও, তা না হ'লে আবার আমি তেম্‌নি হব। আমি চি চি ক'রে মাগ্‌ব—যাও ব'ল্‌চি।

টাহার। তোমার প্রেমের এমন বদ্‌খুত হাসি কোথা পেলে বল' দেখি? এ পিরাত ছাড়া হাসি যে, এর নাম ছেঁচ্‌ড়া হাসি! একে কি বলে পিরাত?

নেহার। ও পিরাতের পয়জার রে মুখ্যু—ও পিরাতের পয়জার!

টাহার। তোর সঙ্গে আমি কথা ক'চ্চি নি—যার সঙ্গে আমি কথা কচ্চি, সে কি বলে আগে বুঝি। ওঃ ওর গোসা দেখে যেন আমি প্রেম ক'চ্চি। উনি কথার উত্তর দিতে এলেন!

দেলেরা। তুমি কি কথায় বুঝ্‌বে যে, আমি তোমায় ঘৃণা করি,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে, তোমার স্পর্শ, অঙ্গার অপেক্ষা অসহ্য,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে,তোমার দৃষ্টিতে আমার দেহ জ্বলে যায়,—কিসে বুঝ্‌বে যে, জীবন থাক্‌তে আমি তোমার হব না? যাও, চ'লে যাও,না যাও—আমি চ'ল্‌লেম।

[দেলেরার প্রস্থান।

নেহার। এই ত পিরীত ছোর্‌কুটে গেল!

টাহার। খুব ক'ল্লে!—কিন্তু আমার প্রাণে যে প্রেমের তুফান তুলে দিলে, তার কি ক'ল্লে? আমি বুঝেও বুঝি না যে, ও আমায় ভাল বাসে না।—বাবা! এমন চিজ আমি ছাড়্‌বো, প্রাণ থাক্‌তেও না। বিয়ে ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। তার পর প্রেম করে—ভাল, নইলে বেটীকে দু-পায়ে ঠেল্‌বো। ওগো, কে হাত গুণ্‌তে জান'—বলত, কি ক'রে আমি দেলেরাকে পাব? যদি পাই, জোড়া বোক্‌রা তোমার দরগায় বলি দিয়ে যাব, এই মানত ক'চ্চি।

(পরিয়ার প্রবেশ)

পরিয়া। একজন পাগল আছে—তার সঙ্গে দেলেরার বে দাও।

নেহার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। সে পথে পথে এঁটো ভাত খেয়ে বেড়ায়, সে ভারি গরীব।

টাহার। ব'ল্‌ছিস্ ত',—সে ব্যাটা যদি না ছেড়ে যায়?

পরিয়া। তার মেয়েমানুষের উপর ভারি ঘেন্না।

টাহার। ও—দেলেরাকে দেখ্‌লে, ঘেন্নাপিত্তি সব ছোরকুটে যাবে।

নেহার। টাকায় সব হয় রে—টাকায় সব হয়।

টাহার। আচ্ছা আয়, যা থাকে কপালে—বাবাকে ব'লে অর্দ্ধেক বিষয় বেচাব।—দেলেরাকে পাইয়ে দে, কত টাকা চাড়্‌তে বলিস্ বল্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

কাউলফ।

কাউ। না—ভোল্‌বার কিছুতেই যো নেই, ভুল্‌তে চাইনে,—ভুল্‌বো কেমন করে? জ্ব'ল্‌তে চাই—জ্ব'ল্‌চি! পাতার শব্দে মনে হয়—সে আস্‌চে, পবন বইলে মনে হয় —সে আস্‌চে, চোকের উপর—সেই ছবি! কাণে তার মধুর স্বর, পালাব কোথায়? আপনার কাছ থেকে কোথায় পালাব! সে আমার অন্তরে অন্তরে,—কবরে ভুল্‌বো কি না জানি নে!

(মির্জ্জান ও ফকীরের প্রবেশ।)

মির্জ্জান। (স্বগত) বাদসা হ'য়ে ফকীর হ'লেম, তবুতো জ্বালা গেল না!—এ দারুণ সন্দেহের হাত কি এড়াতে পারবো? এইত কাউলফ! এর সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখি, এ কার জন্যে উন্মত্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে! দেলেরার জন্যে কি?—না গোলেন্দামের জন্যে? এর সঙ্গে কথা ক'য়ে, এর মনের ভাব বুঝে দেখি। যদি সন্দেহের হাত এড়াতে পারি, তবেই আবার গোলেন্দামের সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব, নচেৎ এ জীবনে ফকীরের বেশই আমার সাথী। (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

কাউ। তুমি কে?

মির্জ্জান। দেখ্‌চো ফকীর!

কাউ। দেখ্‌চো ভিখারী!

মির্জ্জান। তুমি কি কর?

কাউ। তুমি কি কর?

মির্জ্জান। আমি সংসার দেখে বেড়াই।

কাউ। আমি আপ্‌নার মনের খোয়ার দেখে বেড়াই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। আচ্ছা তোমায় যদি কেউ বড় লোক ক'রে দেয়, বড় লোকের ঘরে সাদি দিয়ে দেয়, রাজার আদরে থাক।—

কাউ। তা হ'লে কি করি জিজ্ঞাসা ক'রচ? তিন সেলাম্ ঝেড়ে সরি।

মির্জ্জান। কেন, এসব তুমি চাও না?

কাউ। না—মনের খোয়ার দেখ্তে চাই।

মির্জ্জান। এর চেয়ে আর কি খোয়ার দেখ্বে? পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাচ্চ, আর খোয়ার কি হবে?

কাউ। তুমি ফকীর, সংসার দেখ নাই! সংসারী হ'লে বুঝ্তে, যে আশায় আশা বাড়ে;—যত খোয়ার হ'চ্চে, খোয়ারের আশা তত বাড়্চে।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। তুমি কখন' প্রণয়ে প'ড়েচ?

কাউ। তোমার কিছু আমার প্রতি দরদ দেখ্চি যে? কিছু দরদি ফকীর তুমি!—তা আমায় ছেড়ে যদি একটী মেয়ে মানুষকে দরদ জানাতে পার, তা হ'লে তোমার দুনিয়া দেখার সাধ মেটে। দেখে আর কি শিখ্বে, হাড়ে হাড়ে ঠেকে শিখে যাও। দুনিয়ায় নারী কেন এসেছে জান? (অন্যমনস্ক ভাবে) আহা নারী! সংসারে এসেছ—বেশ ক'রেচ! তোমায় না পেলে সয়তান কি ক'রে ভোলাত? দোজক্ কি ক'রে ভর্ত্তি হ'ত? খোদাকে ভুলে কে সংসার ক'র্ত? এসেছ—বেশ ক'রেচ, সংসার বেশ মাতিয়ে রেখেচ। সকলকে উন্মাদ ক'রেচ, তবে আমিই ধরা প'ড়েছি!

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। তোমার কথার আভাষে অনুমান হয়, তুমি কুচরিত্রাকে প্রেম অর্পণ ক'রেছিলে, সেই জ্বালায় জ্ব'ল্চ। হয় ত সেই কুটীলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে, কোন বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'য়েচ—সেই অনুতাপে দগ্ধ হ'চ্চ। হয় ত কোন কুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেচ, তাই তোমার এ দশা। নচেৎ এত অনুতাপ তোমার কেন?—এ দশায়ও তোমার অনুতাপানল শীতল হ'চ্ছে না কেন?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক্ বুঝেছ, ঠিক্ বুঝেছ। দংশেছে—দংশেছে—বুকের উপর দংশেছে! মাতার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, বন্ধুর মনে আঘাত দিয়েছি। ঘৃণা ক'রেচে, পায়ে ঠেলেচে, তার জন্য দেশত্যাগী, পথের ভিখারী, তবু তারে ভুলিনি। ভুলতে চাইনি, জ্ব'ল্তে চাই—জ্ব'ল্তে চাই। বাঃ—বাঃ—কি খেলারে!—নারী! নারী! কি তোর চোখের খেলা! কি তোর কথার ছলা! কি চাতুরীতেই তোর গড়ন। যে বিধাতা তোরে গ'ড়েচে, সে তোরে এখন বুঝ্তে পারে কি না জানিনি। বাঃ—বাঃ—কি যাদু! কি মোহিনী!!

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। শোন, শোন,—যার নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেছ কি? সত্য বল, যে তোমায় মার ন্যায় যত্ন ক'রেছে, তার প্রতি কি তোমার ঘৃণিত দৃষ্টি প'ড়েছিল? মদিরার ঝোঁকে তাকে কি তুমি হাটে-বাজারে কলঙ্কিনী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে? সত্য বল, তারে কি তুমি এখনও ভালবাস? তার ছবি নিয়ে কি তুমি উন্মাদ?

কাউ। কি, কি, সে মাতৃছবি—সে দেবছবি—যদি আমি মনে স্থান দিতে পার্তেম, দেবী সেবা, মাতৃসেবায় যদি রত থাকতেম, দেবার নিকট মিথ্যাবাদী হ'য়ে, দেবীকে প্রতারণা ক'রে—দেবার মানা অবহেলা ক'রে, যদি সেই কুটীলার নিকট না যেতেম, তা হ'লে কি আমার এ দশা হ'ত। কিন্তু তবু ভুলিনি, তবু ভুল্বো না, ভুল্তে ইচ্ছাও নাই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জান। (স্বগত) নিশ্চয় এ দুরাশয় চিনেছে আমায়।

ছলে চায় জন্মাতে প্রত্যয়—
মাতৃজ্ঞান করে গোলেন্দামে!
কিন্তু পুনঃ হয় সংশয় উদয়—
সত্য কিছু বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছে মম অধিকার ত্যজি,
শোনে নাই গোলেন্দাম সিংহাসনে?
আছে তারি ধ্যানে,
তারি কোন তত্ত্ব নাহি রাখে?
দারুণ সংশয়! দারুণ সংশয়!
গোলেন্দামে যবে মনে হয়,
মুখ-ভাব হইলে উদয়—
সংশয় পলায় দূরে।
কিন্তু দারুণ কলঙ্ক!
কলঙ্ক,—কলঙ্কগান পুরে।
বেজেছে অন্তরে, আর না ফিরিব দেশে।
ফকিরী আমার, এ জীবনে সার—

কিন্তু কই? তারেতো ভুলিতে নারি।
দিবস-শর্ব্বরী অথ মনে আছি তারি ধ্যানে!
সত্য কয় কাউলফ নিশ্চয়,—
ভুলিবার নয়—ভুলিবার বৃথা আকিঞ্চন!

কাউ। কিহে, তোমারও যে ভাব লাগ্‌লো! যদি চোট লেগে থাকে, ফকিরী ক'রে ঘুরে-ফিরে জ্বালা জুড়োবে না,—ও কথা আমার পরিষ্কার জানা; তুমিও পরিষ্কার জেনে নাও।

মির্জ্জান। তুমি যারে ভালবাস,—তা যদি ব'লতে পারি?

কাউ। পার—পার্‌বে। আমার তাতে আর বেশী কি ক'র্‌বে বল? আমার মনকে কাম্‌ড়ে ব'সে আছে, আমি ত জানি! তোমার বলায় আর কি ক'মবে বাড়বে?

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। তুমি দেলেরাকে ভালবাস?

কাউ। আরও কিছু বুজ্‌রুকী তোমার থাকে, জাহির ক'রে চ'লে যাও।

মির্জ্জান। তবে কি তুমি তারে ভাল বাস না?

কাউ। কি করি—আমি তা জানিনে, কিন্তু জ্বলি যে, তাই জানি। এর নাম যা হয় তাই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। (স্বগত) না ঠিক হল না, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। যদি দেলেরাকে ভালবাস্‌তো—তার নাম শুনে অস্থির হ'ত, আমার কাছে তার সংবাদ জান্‌তে চাইতো। না—মিছে কেন মনের যাতনা বাড়াই? মার্জ্জনা ক'রেছি—বধ ক'র্‌বো না। গোলেন্দামের ছবি এর অন্তরে র'য়েছে!

কাউ। ভেবে কিছু ঠিক করা যায় না চাঁদ! ভেবে কিছু ঠিক হবে না! থাই পাবে না—থাই পাবে না! আমিও ঢের ভেবেছি, জুড়'তে যদি চাও, জুড়'বার ওষুধ কোথায় পাও দেখ, আমার কাছে নাই—থাক্‌লে তোমায় দিতেম।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। শোন, শোন—আমি সব বুঝেছি, গোলেন্দাম তোমার প্রণয়ের পাত্রী।

কাউ। কি—কি বল্লি দুরাচার! কে তুই?—ফকীর, তুমি যে হও, তোমার মুখে এক পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাইতে তুমি এমন কথা মুখে এনে আমার কাছে নিস্তার পেলে! নতুবা যম হ'লেও তোমার নিস্তার ছিল না। গোলেন্দাম আমার মা। ফকীর! তুমি এমন কথা মুখে এনো না।

ফকীর। কেন, তুমি কি ক'র্‌তে? আমরা দু'জনে—তুমি একা কি ক'র্‌তে?

কাউ। বৃথা দর্পে নাহি প্রয়োজন,
ছিল দিন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজিত শ্রবণে—
একতান যন্ত্র-ধ্বনি জিনি।
তোমা সম শত জনে
রোধিতে নারিত অস্ত্র মম।
যাও চ'লে মঙ্গল-কামনা যদি থাকে,
উন্মাদে ক'রোনা উত্তেজনা।
অনেক সহেছি,
শব-দেহে কেন আর কর অস্ত্রাঘাত?
দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত বদনে তব!—
ছিল মূর্ত্তি আরাধ্য দেবতা,
সেই হেতু পেয়েছ নিস্তার!
নাহি হায় সেদিন আমার,
আরাধ্য দেবতা প্রতিকূল।

[কাউলফের প্রস্থান।

মির্জ্জান। ফকীর! তুমি ওর কথা শুন্‌লে?

ফকীর। সমস্তই শুনেছি।

মির্জ্জান। তোমার কি বোধ হয়, প্রতারণা ক'র্‌লে?

ফকীর। দুঃখের ভয়ে লোক প্রতারণা করে। লজ্জার ভয়, প্রাণের ভয়, মানের ভয়ে,—লোক প্রতারণা করে। এ ব্যক্তি যে ভয়ের বাহিরে গিয়েছে, এর মনে আশার ছায়াও নাই।

মির্জ্জান। আচ্ছা, তুমি কি সংসার দেখ্‌লে?

ফকীর। আমি কিছু নূতন দেখ্‌লেম না। কি ফকীর, কি সংসারী—সকলকেই শিক্‌লী বেঁধে ঘোরাচ্চে। কারও লোহার শিক্‌লী, কারও সোনার শিক্‌লী। শিক্‌লী বাঁধা উভয়েই।

মির্জ্জান। আমি ত দেখ্‌চি সমস্তই প্রতারণা।

ফকীর। যদি নিশ্চয় জেনে থাকেন, সমস্তই প্রতারণা; যদি বুঝে থাকেন, আপনার মন আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেনি, সকল কথা স্বরূপ বুঝিয়েছে, যদি নিরপেক্ষ হ'য়ে

দেখে থাকেন—সকলই ছল, দৃষ্টির উপর সন্দেহের ছায়া পড়েনি, তাহ'লে আপনার সংসার দেখা হ'য়েছে, আর নূতন কি দেখ্‌বেন ?

মির্জ্জান। যদি দেলেরার সঙ্গে এরে একত্রে দেখ্‌তে পাই, তা হ'লে এর মনোভাব বুঝ্‌তে পারি। এক দিন সায়েদ খাঁর গৃহে অতিথি হ'য়ে শুনেছি, যে দেলেরা এইখানে আছে। যদি দেলেরার সঙ্গে কাউলফের সাক্ষাৎ হয়, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারি—কাউলফ কার প্রেমাসক্ত? কিন্তু তাতে কি সন্দেহের হাত হ'তে মুক্তি পাব? দেখি, দেলেরার সঙ্গে যাতে এর সাক্ষাৎ হয়, সেই চেষ্টা করি।

ফকীর। আপনার যেরূপ অভিরুচি। এখন কোথায় যেতে চান ?

মির্জ্জান। কোথাও না!—দূর হোক আর জোটাজোট ক'রে কি হবে? এ গোলেন্দামেরই অনুরক্ত নিশ্চয় বুঝেছি। বধ ক'র্‌বো না—বধ ক'র্‌বো না—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—বধ ক'র্‌বো না—পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌বো না।—জ্ব'ল্‌বো—জ্ব'ল্‌বো!—জ্বালার হাতে তো নিস্তার নেই। তবে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন মহাপাতকী হব! মার্জ্জনা ক'রেছি—মার্জ্জনা ক'রেছি। (ফকীরের প্রতি) আপনি কোথায় যেতে বলেন? কোথায় যাবেন ?

ফকীর। আপনার সঙ্গে আমি এসেছি। আপনি যথায় যাবেন, আমি সেখানে যাব। যাওয়া-আসা ঠিকানা ক'রে ফকিরী নিই নি।

(ফকীরের গীত)

লাগা রহো মেরি মন,
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন।
যাঁহা ভাসাওয়ে হাঁয়াই ভাসকে চল্‌না,
কব আঁধিয়া উঠে, উস্কা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহেকে আপনা সামাল্‌না—
হরদম উসিপর, নজর ফেল্‌না,
ওহি হ্যায় দোস্ত্ আওর কাঁহা মিলে কোন্।
ওহি আপনা, সব্ ভি বেগানা,
সমজ্ লেনা কো আপন, এক হ্যায় উও পরম ধন।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

কাউলফ।

কাউ। একি! আমি কি দেখ্‌চি? একি স্বপ্ন? সেই সব,—তারাই সব! কিন্তু উল্টে গেছে—উল্টে গেছে। সেই বাদ্‌সার চেহারা, কিন্তু ফকীরের মুখে।—উল্টে গেছে, উল্টে গেছে। কি ওলট্‌-পালট্ খাওয়াচ্ছে বাবা! সেই বেগমের স্বর, কিন্তু রাজপুরে নয়—মোসাফের খানায়। বাঃ—বাঃ কি ওলট্‌-পালট্! সেই দেলেরার কথা, সেই কথাই চারি দিকে। তার কথা এক দিন শুনেছিলেম। সে এমন রাস্তায় না—সে এমন রাস্তায় না। সকলই ওলট্‌-পালট্! সকলই ওলট্‌-পালট্ খেয়েছে—খাড়া থাকি কেমন ক'রে! কি করি?—দেখ্‌চি, দুনিয়ায় ঐ ভাবনার চাইতে আর ভাব্‌না নেই। কি করি কি করি? দেলেরাকেই ভাবি। ভাব্‌চি আর ভাব্‌বো কি?—দেলেরায় ডুবে আছি!

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ)

নেহার। আমি এই পাগ্‌লার কথা ব'লেছিলেম। এ বেটা বে' ক'রে ছেড়ে যেতে পারে। আর শুনেছিস্ ত'—এর মেয়ে মানুষের উপর ভারি ঘেন্না। ও টাকার জন্যে বে' ক'র্‌বে, তার পর বল্‌চি—নিশ্চয় ছেড়ে পালাবে। তা হ'লেই তোর কাজ হবে। কাজিই হুকুম দিয়েছে তো, একজন বে' ক'রে ছেড়ে গেলে, তুই বে' ক'র্‌তে পার্‌বি।

টাহার। কাজিত সোজা হুকুম দিয়েছে। এখন দেলেরাকে বে' ক'রে ছেড়ে যায় কে? ঐ পাগ্‌লাটার কথা বল্‌চিস্? ও এক রকমের পাগল আছে,—দেলেরাকে দেখে আর এক রকমের পাগল হবে।

নেহার। আচ্ছা, দেখাই যাক্ না কেন।

টাহার। আচ্ছা, দেখ্ তুই। আচ্ছা, সত্যি বল দেখি, তারে ছাড়া সোজা ?

নেহার। তা বটে ভাই, বেটীর চেহারা বড় জবর।

টাহার। এই বোঝ্, তা নইলে বাবা ব'লেছিল, নেহারের সঙ্গে বে' দিই, নেহার ত্যাগ করুক। আমি ব'ল্লুম, "বাবা, কেন বন্ধু বিচ্ছেদ ক'র্‌বে, নেহারের বাবারও সাধ্য নেই, ছেড়ে যায়।"

নেহার। আচ্ছা, বেটী সত্যি পেত্নী নয় তো? আমার ভয় হয়, মানুষের অমন রূপ হয়?

টাহার। পেত্নী হোক, জিনি হোক, আর যেই হোক,—পেত্নী হয়, না হয় ঘাড় ভাঙ্‌বে। কিন্তু আমি প্রাণ থাক্‌তে ছাড়্‌তে পার্‌বো না, তোকে পরিষ্কার ব'ল্লুম।

নেহার। আচ্ছা, দেখিনা পাগলা বেটা রাজী হয় কি না?

টাহার। দেখ্‌তে চাস্—দেখ্। যদি রাজী হয়, কিন্তু বে' দিতে হবে অন্ধকারে, বেটীর চেহারা দেখ্‌তে দেওয়া হবে না।

নেহার। ওরে ও পাগ্‌লা! ও পাগ্‌লা! শোন্ না!

কাউ। তুমিতে পাগল নও ঠিক জান! সবাই পাগল! যে মেয়ে মানুষের সংশ্রবে থাকে, সেই পাগল, যে মেয়ে মানুষ দেখেছে, এক দিক্ দিয়ে না একদিক্ দিয়ে, তার ঘাড়ে পাগ্‌লামো চেপেছে। কেউ পিরীতে পাগল, নয় পিরীতের গরল খেয়ে পাগল, পাগল হ'তেই হ'বে বাবা! জিনিষের গুণ যাবে কোথা? পাগ্‌লামি কারও বাপেও এড়ায় নি, নইলে আজীবন খেটে এক মাগীর পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে যাবে কেন?

টাহার। ওরে নেহার, এ ব্যাটা পিরাতের চাও! ও ব্যাটা, বেটীকে দেখ্‌লে ছেড়ে যাবে না।

কাউ। ছেড়ে যাবো, কাকে ছেড়ে যাব? প্রাণ ছাড়্‌তে প্রস্তুত আছি, তবু তাঁকে ছাড়তে পার্‌ব না। নাও, নাও, আমি বুক পেতে আছি, ছুরী মেরে আমার প্রাণ নাও, তাকে ভুলিয়ে দাও, তবে তোমায় দোস্ত জান্‌বো।

টাহার। ওরে নেহার, দেখ্‌ছিস্ কি?—ওর দোস্তির যে তুফান, বেটা প্রাণ ছাড়্‌বে, তবু তাকে ছাড়্‌বে না।

কাউ। না—না, কেন ছাড়্‌বো? জ্বালায় যে সুখ আছে, সে যে জ্ব'লেছে, সেই জানে। তারে ভেবে সুখ, তার কথা ক'য়ে সুখ, তার আশায় সুখ, সে মুখ অন্তরে আঁকা, এ কে ছাড়্‌বে? কেন ছাড়্‌বে, এ জ্বালাই যে তার জীবন!

টাহার। ও নেহার! এ ব্যাটা তাকে দেখেচে, নইলে এমন ক্ষেপন ক্ষেপে? আমার আশা আছে, এ ব্যাটা নিরাশ হ'য়ে অমন ক'চ্চে।

নেহার। আচ্ছা দেখিনা কেন, আমরা ত পরামর্শই ক'রেছি, অন্ধকারে বে দেবো, দেখা শোনা হবে না তো।

টাহার। নেই দেখ্‌লে,—কথা শু'ন্‌বে, ফুলের মত গায়ে হাত দেবে—গায়ের খোস্‌বো শুঁক্‌বে। আমি তোরে দিব্বি ক'রে ব'ল্‌ছি, নিশ্চয় তাকে দেখেচে।

কাউ। দেখেছি! তাকে দেখ্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার কথা শুন্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার গন্ধ শুঁক্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার নিশ্বাস লাগ্‌লে ভোল্‌বার যো নেই।

টাহার। তুই যা ব্যাটা, তুই দূর হ' ব্যাটা, তাকে দেখেছিস্ ব্যাটা! বে করা তোর কর্ম্ম নয় ব্যাটা, আমাকে মজাতে এসেছিস্ ব্যাটা,—পাগ্‌লাম ক'র্‌বার আর যায়গা পাস্‌নি? এ সহর ছেড়ে যা ব্যাটা, আমার বকৃতে নুড়ো দিতে এসেচিস্ ব্যাটা! ওরে নেহার, স'রে আয়, ব্যাটা সন্ধান পেলে সিঁদ কাট্‌বে। ব্যাটা দাগা পেয়ে ভারি দাগাবাজ হ'য়েচে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

কাউ। এই যে, তুমিও পাগল দেখ্‌তে পাচ্চি। কি মোহিনী! অদ্ভুত মোহিনী!—দেখে, শুনে, ঠেকে, জেনে, কিছুতে বোঝা যায় না!—প্রাণ ছেয়ে রেখেচে। রাগের মুখ মনে পড়ে, হাসির মুখ মনে পড়ে, ঘৃণা মনে পড়ে আদর মনে পড়ে, সকলেতেই মোহিনী—সকলেতেই মোহিনী! খুব খেলা—খুব খেলা! সকলেই ওলট পালট্ খাচ্ছে—সকলেই ওলট্-পালট্ খাচ্ছে! তবে আমি ধরা প'ড়েচি—এই লোকে পাগল বলে।

টাহার। দেখেছিস্—খুব ক'রেচিস্ ব্যাটা, চ'লে যা ব্যাটা, তোর মত পাগ্‌লামো আমিও ক'র্‌তে পারি ব্যাটা, তবেরে ব্যাটা! নেহার—তুই ব্যাটার ব্যাটা, যদি ওর সঙ্গে কথা ক'স্!—ও দাগাবাজ ব্যাটা—বাট্‌পাড় ব্যাটা—খুন খারাপি ক'র্‌বে ব্যাটা। ব্যাটা ঠিক দেখেচে,—চ'লে আয়, চ'লে আয়।

[নেহারকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

(বালকবেশে পরিয়ার প্রবেশ)

পরিয়া। শুনতে পাই, রাস্তায়-ফেলা অন্ন কুড়িয়ে খাও,

তোমায় গৃহে অতিথি হ'তে ব'ল্লে, হওনা! মঠে মঠধারীরা, সরাইয়ে সরাইয়ের অধ্যক্ষেরা, তোমায় যত্নে রাখ্‌বার চেষ্টা করে। সুখে থাকলে থাক্‌তে পার, পথে-পথে কেন ঘুরে বেড়াও?

কাউ। খুসী, তার উপর কথা আছে? জবাব ত পেলে, চ'লে যাও।

পরিয়া। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি?

কাউ। তা হ'তে পারে, তোমার দুস্‌মনের মত চেহারা বটে। তোমার নারীর মত অবয়ব, নারীর মত কথা, নারীর মত ধরণ-ধারণ!—তবে বাবা, আর নকলে কি ক'র্‌বে বেশী? জাত সাপে চুটিয়েচে, তোমার বিষে আর কিছু হবে না!

পরিয়া। তবে তোমার সঙ্গে রইলুম।

কাউ। কেন, তোমার মতলবটা কি শুনি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, তা কি তুমি জান না? তুমি ত একটা নাচাবার মত বাঁদর খুঁজ্‌চো? কার জন্যে খুঁজ্‌চো জানিনি। তা এখানে কেন, আর কোথাও যাও, আমি ত অষ্টপ্রহর নাচ্‌চি, আমায় আর কি নাচাবে বল? কিন্তু দেখো ছোক্‌রা, সাম্‌লে চ'লো—তোমায় কেউ না দড়ি ধ'রে নাচায়।

পরিয়া। বিষে বিষক্ষয় হয় তা জান?

কাউ। হ'তে পারে বাবা, কিন্তু সে এ বিষ নয়। আদত টিপ্ ছোবল, এ ছোবলের বিষ কি ওঠে? কে কত ছোব্‌লাবে!

পরিয়া। আচ্ছা, আমি যদি তোমার বিষ তুলে দিতে পারি?

কাউ। তুমি যদি আস্‌মানে ওড়াতে পার, বল? তুমি যদি বল, চাঁদ চিবুতে পারি,—তুমি যদি বল, তারা খাও, —তুমি যদি বল, মেয়ে মানুষকে সরল ক'র্‌তে পার,—আমার তো বিশ্বাস জন্মাবে না চাঁদ!

পরিয়া। আচ্ছা, তুমি দেখই না কেন?

কাউ। এই ত দু'চোক্ চেয়ে আছি, কি দেখাবে দেখাও।

পরিয়া। তুমি বে ক'র্‌বে?

কাউ। ধর' ক'ল্লেম, তার পর?

পরিয়া। যদি বে করো তো যারে চাও—তারে পাও।

কাউ। হাঁ—হাঁ—আবার বেইমানের বেইমান হই, আবার বাদসার প্রাণে তলোয়ারের চোট দিই! দেশত্যাগী হ'য়েচি, এইবার জমিন ছেড়ে যাই! ও সব সখে এস্তফা দিয়েছি চাঁদ,—তুমি পথ দেখ।

পরিয়া। আমি তোমার বে দেওয়াব।

কাউ। পার—ভাল, আমার বাপের কাজ ক'র্‌বে।

পরিয়া। আচ্ছা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াও? টাকা পাবে,—রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ,—অট্টালিকায় থাক্‌বে, মান্য-গণ্য হবে।

কাউ। আর ও খেলা, যদি খেলে এসে থাকি ছোক্‌রা? মান্য-গণ্য ছিলেম, রাজার দোস্ত ছিলেম, অট্টালিকায় বেড়াতেম, ফল হ'য়েছে কি জান?—যে মার মতন আমায় যত্ন ক'র্‌তো, তার নামে কলঙ্ক দিয়েছি,—অন্নদাতা রাজার প্রাণে গরল ঢেলে দিয়ে এসেছি,—বন্ধুর প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে সক্ আর নেই! কে জানে—তোমায় এত কথা কেন ব'ল্‌চি? যদি দরদ ক'রে এসে থাক, চ'লে যাও। আমায় দরদ ক'রে কি ক'র্‌বে?—আমি দরদের বা'র।

পরিয়া। আমার একটা উপকার কর।

কাউ। কি, বে ক'রে?

পরিয়া। হাঁ।

কাউ। আচ্ছা, কার সঙ্গে বে দেবে—নিয়ে এস, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

পরিয়া। আচ্ছা, বে ক'রে কি ক'র্‌বে?

কাউ। তুমি ব'লে দাও, তুমি কি ক'র্‌তে বল, শুনি? আমার কাজ শুধু বর হওয়া—বাকী কাজ তোমার।

পরিয়া। আচ্ছা, তুমি স্বীকার পাও—অন্ধকারে বে ক'র্‌বে।

কাউ। আমার আর আলো-আঁধার কি চাঁদ।

পরিয়া। আচ্ছা, বে ক'রে—তার পরদিন তাকে ছেড়ে চ'লে যাবে?

কাউ। যদি পাল্লায় না পড়ি।

পরিয়া। পাল্লায় না পড় কি?

কাউ। ও একটা আছে, ছোক্‌রা! যদি ঠেক' তো শিখ্‌বে। এখন তোমায় ব'ল্‌চি, ছেড়ে চ'লে আস্‌বো,—পারি না পারি, সে আমার হাত নয়!

পরিয়া। আমি মনে ক'রেছিলুম, তুমি প্রেমিক,—

একের ধ্যানেই আছ, আর কেউ তোমার মন হরণ ক'রতে পারে না।

কাউ। ছোক্‌রা, তুমি জান না,—তুমি মেয়েমানুষকে চেন না, ওরা অঘটন ঘটাতে পারে। সে যদি এসে দাঁড়ায়, আমার পাগ্‌লাম এক তুড়িতে চ'লে যায়। সে আমায় ছাড়েনি, সে আমার সঙ্গে আছে; কি জানি—ক'নে হ'য়ে যদি গ্রেপ্তার করে! একবার ছুব্‌লেছে, আবার যদি ছোব্‌লায়?

পরিয়া। আচ্ছা, তারে যদি তুমি পাও, তারে কি তুমি নাও না? তুমি যেমন জ্ব'লচো, সে যদি তোমার জন্যে তেম্‌নি জ্বলে,—তা হ'লে তুমি কি সান্ত্বনা কর না? যদি একবার অপরাধ ক'রে থাকে, তার কি মার্জ্জনা নেই?

কাউ। তুমি কি ব'লচো ভাই জানিনে,—অত বুঝ্‌তেও চাইনে। যে ক'রতে ব'ল্‌চো—রাজী আছি। ছাড়্‌তে পারি ছাড়্‌বো, নইলে এখনও যে দশা—তখনও সেই দশা! কিন্তু তোমার কথায় আমার আশা বাড়্‌চে,—আমি আশা ধ'রেই আছি। যে ক'রে ছাড়্‌তে পারি ছাড়্‌বো, না পারি—আমি কি ক'র্‌বো, আমার ত হাত নেই।

পরিয়া। তোমার কোথায় দেখা পা'ব?

কাউ। এই যেখানে দেখা পেয়েছ।

পরিয়া। একটা গান শুন্‌বে?

কাউ। সে তোমার কৃপা,—আমি ত গাইবো না।

(পরিয়ার গীত)

যে জন যারে চায়, সেই ত তারে পায়।
হাওয়া ধরে নইলে কেন ফেরে দুনিয়ায়।
দুনিয়া সখের শুনতে পাই, যদি না পাই যারে চাই,
কিসের মিছে দুনিয়াদারি কেন ঘুরি ছাই!
তা'ত না সখের দুনিয়া,
সখের জিনিষ মিল্‌বে সখে, পেছ পা হ'য়োনা,
সাগর থেকে মাণিক নিতে, তুফান দেখে কে ডরায়,
সখের দুনিয়ায় তার কি সখ পোষায়।

কাউ। ছোকরা, তুমি আজও পাগল হওনি কেন বল দেখি?

পরিয়া। পাগল হইনি কি ক'রে জান্‌লে? পাগল না হ'লে তোমার সঙ্গে কথা কই?

কাউ। আচ্ছা, তোমার দেখে শেখা কথা, না ঠেকে শেখা কথা?

পরিয়া। আমি দেখেও শিখেছি, ঠেকেও শিখেছি। শিখেছি কি জান?—পরকে দিয়ে সুখ, পরের সুখে সুখ। আপনার সুখের প্রত্যাশা ক'র্‌লে, অনেক দুঃখ পেতে হয়।

কাউ। ছোক্‌রা, তোমার কথা আমি শুন্‌বো। যদি আমায় তোমার দরকার হয়, মোসাফেরখানায় আমার দেখা পাবে। তোমার কথা শুনতে আমার বড় সখ হ'য়েছে,—তোমার কাছে কিছু শেখ্‌বার সখ হ'য়েছে। এমন দুনিয়া যদি তুমি দেখে থাক,—তুমি ছোক্‌রা, বহুৎ আচ্ছা ছেলে! এই ওলট্‌-পালটের মাঝে তুমিই একমাত্র খাড়া আছ। আর সব ওলট-পালট খাচ্চে—আর সব ওলট-পালট খাচ্চে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সানিয়ার বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান

টাহার ও নেহার।

নেহার। তোর সঙ্গে ত' ঘুরে ঘুরে আমি হায়রান হ'লেম। তোর এক ছটাক সরাপের মায়া আমায় ছাড়্‌তে হ'লো! তোর দোস্তিতে তো খুব নাকাল হ'লুম। দুটো একটা কাঁচা পাকা মুখ দেখা যায়, এই খাতিরে ঘুরি; তা না হ'লে তুই যে নচ্ছার—তোর সঙ্গে আমি এক দণ্ড থাক্‌তেম না।

টাহার। চল্‌না—দুটো কাঁচা-পাকা মুখই তো দেখাতে এনেচি। এই বাড়ীতে দেলেরা বেটীর সখীদের বাবা রেখে দিয়েচে। একত্রে থাক্‌তে দেয়নি, পাছে কুমন্ত্র ফোঁকে। চল্‌না—খানিক ইয়ারকি দিয়ে আসি।

নেহার। সেই সিঁদুর-মাখা বুড়ো ইয়ার আছে?

টাহার। তা থাকলেই বা—ভয় কি? সে বড় ইয়ার।

নেহার। আমার ভয় নেই। বেটীকে দেখ্‌লে তোর পিরাতের পাখ্‌না ঝ'রে যাবে!

টাহার। নে—নে, ন্যাক্‌রা করিস্‌ নি; সে তো আর সত্যি পেত্নী নয়।

নেহার। পেত্নীর কি আর ল্যাজ বেরোয়? তুই রোজা ডাক্‌, ওর জোড়া পেত্নী যদি কোন ব্যাটা বা'র ক'র্‌তে পারে, আমি তোর হাতের দু'শো জুতো খেয়ে বা'র হব।

টাহার। চল্‌না, খানিক মজা ক'রে আসি।

নেহার। মজা ভেট্‌কে উঠ্‌বে!—তোর মৎলব খানা কি?

টাহার। ওরে তুই শুনেছিস্‌ ত, সেই পাগ্‌লা ব্যাটার সঙ্গে বাবা দেলেরার বে দেবেই। কিন্তু আমার ধোঁকা হ'চ্ছে—ব্যাটা যে পিরীতের চাঁও, ব্যাটা একবার কাছে ব'সে গায়ে হাত দিলেই আর স'র্‌বে না, যদি না সরে—এই বেটীদের ছেড়ে দিলেই বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে পালাতে পথ পাবে না।

নেহার। হ্যাঁ, তুই একটা মৎলববাজ বটে। দু'শ চাবুকে যা না হ'তো, ঐ বুড়ী বেটীকে ছেড়ে দিলেই তাই হবে! সেই রকম ঝাঁপা প'র্‌তে বলিস্‌।

টাহার। তুই যাচ্ছিস্‌ যে?

নেহার। আমি বেটীদের সাম্‌নে কিছু ধোঁকা খাই চাঁদ! আমার ইয়ারকি বেঙ্গতেলোয় উঠ্‌বে। বেটীরে যদি আবার হুঙ্কার দিয়ে বলে যে, ঘোড়া হ',—আমি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে চার পায়ে ছুট্‌বো।

টাহার। আরে না—না, এখন কত খাতির জানিস্‌?

নেহার। আচ্ছা, তোর খোয়ারটাও দেখি! তোর সঙ্গে আমারও খোয়ার আছে।

টাহার। (দরজায় আঘাত করিয়া) সানিয়া—সানিয়া!

সানিয়া। (নেপথ্যে) কে গা—দোর ঠেলাঠেলি করে?

নেহার। ঐ শোন্‌, তুই মন্ত্র শিখেছিস্‌, এক ফুঁয়েই নাবিয়েছিস্‌।

টাহার। আমি টাহার।

সানিয়া। (নেপথ্যে) কে টাহার সাহেব! আসুন—আসুন! কি ভাগ্যি! তা আমি সেজেগুজে বের'বো, না অম্‌নি বের'বো?

নেহার। তুমি অমনি বেরিয়ে পড় চাঁদ! অম্‌নিতেই আঁত্‌কে উঠ্‌বো এখন!

(সানিয়ার দ্বার-উদ্ঘাটন ও প্রবেশ)

নেহার। (টাহারকে অগ্রসর করিয়া দিয়া) টাহার, সামাল।

টাহার। দেখ' সানিয়া, তোমায় একটী উপকার ক'র্‌তে হবে। এক ব্যাটাকে ভয় দেখাতে হবে।

সানিয়া। ওমা! কুলনারী, ভয় দেখাব কেমন ক'রে গো?

নেহার। প্রেম ক'রে গো—প্রেম ক'রে! সেই যেমন—সেই ঝাঁপা প'রে, গালে সিঁদুর মেখে, আমাদের তাড়া লাগিয়েছিলে! তার আধা-আধি রকমের প্রেমের তুফানেই কাজ হবে।

টাহার। এ কাজটী তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

সানিয়া। তবে সব সখীদের ডাকি, তারা কি মত করে।

নেহার। আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই, তারা তোমার বনেয়া—খুব মজবুত আছে! আমরা যে দেখ্‌ছ' মেড়াকান্ত, তার উপর মেড়াকান্ত সে ব্যাটা,—সে ব্যাটা আবার পাগল!

সানিয়া। না—না, আমায় সবাইকে ডাক্‌তে হবে। ওলো—আয়না লো—আয়!—টাহার ম'শায় কি ব'ল্‌চেন শোন্‌।

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

এই এলুম চ'লে, ছিলুম সবাই এদিক ওদিকে।
কেউ ধ'রেছি সাপের ছানা, কেউ পুষেছি টিক্‌টিকে।
ওড়ে আরশোলা, দেখি দু'বেলা, প্রাণসই হইলো উতলা,
ক'রেছে কালা-পালা, ব'ল্‌ব কি তোকে।
কেলে ছুলো বাড়ায় মুলো চিক্‌ চিকে,
ওম্‌নি চোক ঘুরিয়ে হাসি সখি, ফিক্‌ ফিকে॥

নেহার। দেখ, এমনি টিক্‌টিকে পুষে ঝেঁকে ঝুঁকে এলেই—ব্যস্‌—প্রেমের চূড়ান্ত হ'য়ে যাবে। টাহার, তুই খুব মতলববাজ!

সনিয়া। কি হ'য়েছে লো, কি হ'য়েছে শুনি? টাহার গুণমণি, অনেকদিন দেখিনি তোমার চন্দ্রবদন খানি।

নেহার। সে ভালই ক'রেচ—সে ভালই ক'রেছ;—এখন কথাটা কি শোন না।

সানিয়া। ওলো, আমাদের আবার প্রেম ক'র্‌তে হবে।

মনিয়া। সই—সই! প্রেম না ক'রে আর বাঁচি কই? এস টাহার শশি, তোমার বুকের উপর বসি।

নেহার। টাহার!—আমি চ'ল্লুম—আমার খুসী। বেটী বুকে ব'স্‌তে চায় শুন্‌ছি?

মনিয়া। সাধে ব'স্‌তে চাই? প্রেমের জ্বালায় ব'স্‌তে চাই—পিরীতে আই-ঢাই থাই।

টাহার। ওগো, এখন না—এখন না, কাল সকালে আই-ঢাই খেও, যত পার প্রেম ক'রো। সে বেটা আমার চেয়েও বোকা। বেটাকে যদি তাড়াতে পার, এক এক ছড়া হার—এক এক জনকে দেব।

(সখিগণের গীত)

যদি প্রেম ক'র্‌তে বল প্রেম করি।
মনে হায় হয়গো সদাই, ঘাড়টা তার চেপে ধরি॥
যদি কেউ চার পায়ে হাঁটে,
বুঝ্‌বো রসিক সে বটে,
দেখি কে প্রেমিক পুরুষ—
চট-পটে, গট-গটে, কট-কটে,
যে অষ্টরম্ভা আড়ে গেলে খুব সেঁটে,—
আমরি, নাগরী, তার তরে, প্রাণ মরে, ক'রে ফেলি ঝক্‌মারি,
পারি ত তেড়ে ধরি, নয় সরি॥

মনিয়া। এস—তোম্‌রা কে প্রেম ক'র্‌বে এস!

নেহার। সে আজ না—কাল, সে আজ না—কাল। কাল খুব প্রেম হবে—কাল খুব প্রেম হবে।

টাহার। দেখ' সানিয়া, কথা রইল, এম্‌নি ক'র্‌লেই হবে আর কি! তুমি মনিয়া ছেড়ে দিলেই কিস্তি মাত্‌ ক'র্‌বে।

নেহার। মনিয়া, যদি এই ঢং-ঢাং গুলো ছাড়, তোমার চোকে কতক লজ্জা ত আছে; আমায় আধ গ্রেপ্তার ক'রেছ কিন্তু তোমার আচরণে তো ঘেঁস্‌বার যো নেই বাবা! নইলে নিরিবিলি দুটো কথা ব'ল্‌তুম।

টাহার। এই তো দেখ্‌ছি তোর কতক পিরীত হয়েছে'?

নেহার। পিরীত হয়, কিন্তু ওর আচরণে যে পিরীত ইস্তফা দিয়ে যায়।

টাহার। সানিয়া—সানিয়া, তবে কথা রইলো।

সানিয়া। হ্যাঁ—তা—যা—ব'ল্‌ছেন।

[টাহার ও নেহারের প্রস্থান।

সানিয়া। ওলো, তোর বরাত ফিরেছে, তোর উপর নেহার ছোঁড়ার চোক প'ড়েছে।

মনিয়া। আমিও ত ওকে চাই, মনের সখে রাত দিন নাচাই।

সানিয়া। কিন্তু দেখ্‌, এদিকে সর্ব্বনাশ—দেলেরার বর জুটেছে! টাকার লোভে সে বে' ক'রে ছেড়ে যাবে, আর টাহারের সঙ্গে জোর ক'রে বে' দেবে,—তাহ'লে দেলেরা বাঁচ্‌বে না। একজন উদাসিনী এসেছেন, আজ রাত্রে আমরা তাঁর কাছে যাব; তিনি যদি কোন উপায় ক'র্‌তে পারেন ত হয়। শুনেছি, তিনি অনেকের ভাল ক'রেছেন।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মনিয়ার গীত)

সাদা কথা ব'ল্‌বি মন আমায়?
এই বাঁদরটাকে প্রাণটা কিসে চায়!
মনের খেলা বোঝা ভার,
নারীর মনের খুব বেশী বাহার,
নারী কখন্‌ কিসে কার,
সে তো মন জানে না তার,
কেউ সিংহী পোষে শিক্‌লি বেঁধে,
বাঁদর নিয়ে কেউ নাচায়।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

সায়েদ খাঁ ও টাহার।

টাহার। খবরদার, একদম্ আলো না থাকে। বাবা, তোমার লোককে সব সতর্ক ক'রে দাও, নইলে খুন-খারাপি হবে। ঐ বর ব্যাটার খানা-তল্লাসি করাও—চক্‌মকি-টক্‌মকি কাছে না রাখে।

সায়েদ। আরে নে—নে, অমন ক'চ্চিস্ কেন?

টাহার। তুমি বোঝ না বাবা, ও চক্‌মকির আলোতে বেটীকে দেখ্‌লে—ও পাগ্‌লার মুণ্ডু ঘুরে যাবে বাবা! তোমায় বাবা ব'লে তাই কিছু বলিনি,—তুমি তার সঙ্গে যে রকম কথা কও, আর কেউ ও রকম কথা কইলে, তার মাথা ভেঙ্গে দিতুম। আমার প্রাণে সয়না বাবা—আমার প্রাণে সয়না বাবা! কাজি সাহেবের পায়ে ধ'রে এই বাসর ঘরটা মোকুব ক'রে দাও। ওঃ—ভোর রাত বেটা কাছে ব'সে থাক্‌বে, ব্যাটা বেটীর গায়ে হাত দিলেই আমার বক্‌তে পয়জার!

সায়েদ। বেটা তোর খালি বেল্‌কোপনা।

টাহার। বাবা, দরদি বাবা হোতে ত প্রাণের দরদ বুঝ্‌তে। এই বুকটো ধড়্ ফড়্ ক'চ্চে—হাত দিয়ে দেখ।

(কাজি, কাউলফ, দেলেরা ও পরিয়ার প্রবেশ)

কাজি। খাঁ সাহেব, বিবাহ হ'য়ে গেছে। প্রথামত বাসরে আজ রাত্রিযাপন ক'র্‌তে দেন, কাল আপনার অঙ্গীকার মত অর্থ দিয়ে বিদায় দেবেন।

টাহার। কাজি সাহেব, ঐ বাসরটা মোকুব করুন—বাসরটা মোকুব করুন। আজ রাতারাতি বিদেয়—যা দেবার কথা, তার ডবল দেন। ব্যাটা কাছে একবার ব'স্‌লে আর ছাড়্‌বে না। তুমি জাননা কাজি সাহেব, ব্যাটা পিরাতবাজ।

কাজি। কি পাগলের মত কথা ক'চ্চ! শাস্ত্র কখন লঙ্ঘন হ'তে পারে না।

টাহার। কাজি সাহেব, এখনও পাগল হইনি, এই ভোর রাত ভেবে ভেবে পাগল হব।

কাজি। (কাউলফের প্রতি) মহাশয়, কাল প্রাতে আপনি পুরস্কার নিয়ে একে ছেড়ে যাবেন—কেমন?

কাউ। কাজি সাহেব, আমার উকীলকে জিজ্ঞাসা করুন। ছোক্‌রা তুমিত উকালি ক'চ্চ কি ক'র্‌তে হবে ব'লে দাও। আমিত বর খাড়া আছি, আমার কাজ আমি ক'রেছি, বাকী কাজ তুমি কর।

পরিয়া। কাজি সাহেব, কেন ভাব্‌ছেন? ও পাগ্‌লা কোন দিকে চ'লে যাবে।

টাহার। পাগল ক'রে যাবে ছোক্‌রা—পাগল ক'রে যাবে! তুমি বোঝনা, ও পিরীতের লাট্, পিরাতের ঝোঁকেই র'য়েচে।

কাজি। খাঁ সাহেব, কোন ভয় নাই। দেখ্‌লেম উন্মাদ, বোধ হয় পুরস্কারও চাইবে না। তবে যা দিতে অঙ্গীকার ক'রেছেন, ওঁর ছোক্‌রাকে দেবেন।

টাহার। ছোক্‌রা তুমি যা চাও দেব, ভোরের বেলা তুমি বেটাকে সরিয়ে নিয়ে যেও কিন্তু!

কাজি। চলুন—বর-ক'নে বাসর ঘরে থাকুক—আমরা বিদায় হই।

টাহার। বেটা বুকে শেল মার্‌বে,—ভোর রাত কাটাবে!

[কাজির প্রস্থান।

সায়েদ। (কাউলফের প্রতি) চল বাবা, ঘরে।

[সায়েদ খাঁ, দেলেরা ও কাউলফের প্রস্থান।

টাহার। ছোক্‌রা—ছোক্‌রা!

পরিয়া। আর আমি যদি ছুক্‌রি হই?

টাহার। আরও বাহবা, ঠিক্ ঠিক্ জোটাজোট ক'রেছ, কিন্তু ভাই, শেষ রেখো।

পরিয়া। আর আমার মন যে তোমার উপর ম'জেছে!

টাহার। সে তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ ক'র্‌বো। একবার দেলেরা বেটীর সঙ্গে বে হ'লে, আমি দশ ইয়ার নিয়ে দেদার ইয়ারকি দেব। ঐ এক বেটীর পায়ে বাঁধা থাক্‌বো? সে পাত্র আমায় পাওনি! তবে কি জান

ভাই—না বিবি—বড় ঝোঁকটা প'ড়ে গিয়েছে, বেটীর নয়নার ভারি জুত দেখেছ ত!

পরিয়া। তা হ'লে কি তুমি আর আমার পানে চাইবে?

টাহার। চাইবো, তোমার মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌চি—চাইবো। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হও তো খুব জুতের মেয়ে মানুষ বটে, এবে ও বেটীর মতন নয়। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বই ক'র্‌বো, দু'টো দিন সবুর কর।

পরিয়া। আমায় ভাল বাস্‌বে?

টাহার। সাফ্‌ কথা ব'লচি চাঁদ—আমি ভালবাসার ধার ধারিনি। এ বেটীর মতন কত বেটীর ঝোঁকে প'ড়েছি, কিন্তু এটা কিছু বাড়াবাড়ি রকম—বুঝ্‌লে? তার উপর বেটীর বাপের বিষয়টা হাতে লাগ্‌বে—এই ডবল দাঁওয়ে ফির্‌চি। হাঁ হাঁ—আমি বাপের বেটা—সেয়ানা আছি, বুঝ্‌লে? কিন্তু তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ ক'র্‌বো, স্বীকার পেলেম।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি আশা ক'রে রইলুম।

টাহার। এই চার পাঁচ দিন সবুর কর, বাপের ব্যাটা—একই কথা।

[পরিয়ার প্রস্থান।

টাহার। ছোঁড়া যদি ছুঁড়ী হয় ত খুব জুত্‌সই বটে। আমায় পছন্দ হ'য়েছে—হবে না—জুত্‌সই দেখেছে কেমন—কিন্তু আজ রাতটে কোন রকমে কাটাতে পার্‌লে হয়। ব্যাটা পাগ্‌লামোর ঝোঁকে যদি গায়ে হাত দেয়—তবেই গেচি!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ

বাসরঘর

কাউলফ ও দেলেরা।

কাউ। (স্বগত) কোথায় আছি? হাঁ বর আমি—বাসর! কিন্তু এখানেও ত সেই ঢেউ—সেই দেলেরা। কে বাবা! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কে? এও যে বাবা বুক-ফাটা নিশ্বেস—এ তো ফাঁকা রকম নয়! বোধ হ'চ্চে—ক'নে!:অবশ্যি জোর-বরাতে ক'নে,—নইলে আমার সঙ্গে জোট-পাট খেত না। পরের কথায় কাজ নেই বাবা, আপনার কথা নিয়েই থাকি।

দেলেরা। (স্বগত) জীবন বহিল এক স্রোতে,
পরিণাম কে জানে কোথায়?
মৃত্যু বিনা কোথায় আশ্রয়!
নিজ করে ধ'রে ছুরী বিঁধেছি হৃদয়—
ভাবিলে উপায় কিবা হবে!
একি হ'ল—কুল নাহি কোন দিকে!
বিনা হৃদয়ের ধন,
পরে দেহ করিবে স্পর্শন,
বিনা মৃত্যু-আলিঙ্গন—
নিস্তার কোথায় আর!
হব দ্বিচারিণী, প্রাণ তুচ্ছ গণি,
এই খেদ মনে, পুন দেখা নাহি তার সনে—
নারিলাম মার্জ্জনা চাহিতে।
কেন ভাবি,—সে ত সদাশয়,
ক্ষমা মোরে ক'রেছে নিশ্চয়।
আহা, অহঙ্কারে বিদায় দিয়েছি তারে—
ছি ছি এ জ্বালা কি মরণে জুড়াবে?
আশা প্রতারণা, জীবন ছলনা,
প্রেমে গড়া নহে এ সংসার;—
নহে কেন প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার—
এত দিনে আমার না হ'ল!
আশার ছলনা, মিথ্যা প্রতারণা,
ছি ছি কেন আশা ধ'রে—
এত দিন রেখেছি জীবন

কাউ। (স্বগত) বাবা, আবার সেই বুকভাঙ্গা নিশ্বাস! একি ব্যাটাছেলে ক'নে? নারীর প্রাণে কি এমন ব্যথা হয়—যাতে এমন নিশ্বেস পড়ে! একি কারেও ছোব্‌লাতে পায় নি ব'লে গর্জ্জাচ্চে নাকি? বাবা, মেয়ে মানুষের প্রাণে ত প্রেম নেই—তবে সবই সুন্দর—সবই সুন্দর! ব্যাটা-ছেলের আর উপায় নেই। দেখ্‌লেই ম'জ্‌তে হবে। একি, বিবির ব্যাপারটা কি! যদি মেয়ে মানুষ কারুর পিরীতে প'ড়ে

থাকে, এও এক নূতন রকমের ওলট্-পালট্। ভাল, ভাবটাই নি—একটা কথা কই। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, কে তুমি ভাগ্যবতী ক'নে—এক পাশে প'ড়ে নিশ্বেস ঝাড়্ছো? যদি আমার মতন তোমার বরাত হয়, এস না—তু'টো কথা কই—রাতটা তো কাটাতে হবে!

দেলেরা। (স্বগত) একি—এ কার স্বর! (বুকে হাত দিয়া) স্থির হও—আশা, স্থির হও! আশা! আবার তোমার একি খেলা?

কাউ। কেন চাঁদ, সাড়া দিচ্ছ না কেন? আজ তো তোমার বর,—তু'টো কথারও তো এক্তার রাখি!

দেলেরা। তুমি কে?

কাউ। (স্বগত) কে—এ—না—তার স্বর তো অষ্ট প্রহরই শুন্চি! বাবা, প্রাণের ধোঁকা দেখেছ, এই আঁধার ঘরে দেলেরাকে পাব মনে ক'চ্চি!

দেলেরা। নীরব হ'লে যে? কথার উত্তর দিলে না?

কাউ। কি উত্তর দেব বল? আমি কে জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—অনেক ঠাউরে ব'ল্তে হয়। এখন একটা পাগল, ধ'রে এনে বে দিয়েছে। আমার কিছু নূতন নেই, বরং তুমি কে বল, তু'টো শুনি।

দেলেরা। কেন, তুমিত পাগল নও—বেশ কথা ক'চ্চ।

কাউ। আমার প্রাণটা কেমন হ'য়ে উঠেচে! তোমার নিজের স্বরে কথা ক'চ্ছ—না আর কারুর স্বর শিখেচ? ঠিক তোমার মত অম্‌নি স্বর আমি শুনেচি। সেই স্বর আমি অষ্ট প্রহর শুন্‌চি! তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চিনি, তোমায় জানি নি, কিন্তু তোমার স্বরে যে চক্ষের উপর একটী ছবি এসে দাঁড়াচ্চে, সে অতি সুন্দর— অতি মনোহর! সে ছবি যদি তুমি দেখ্‌তে পেতে, তুমিও মোহিত হ'তে! আমি মোহিত হ'য়ে আছি—পাগল হ'য়ে আছি। ভুলিনি, ভুলিনি, জ্ব'ল্‌চি—তবু ভুলিনি। সে ভোল্‌বার নয় -ভোল্‌বার নয়।

দেলেরা। আমার কথা শুনবে?—আমিও পাগলিনী। আমার হৃদয়ের মণি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, অযত্ন ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি, তারে সর্ব্বত্যাগী ক'রেছি, তার আর দেখা পাইনি। তার চরণে মার্জ্জনা চেয়ে ম'র্‌বো—সে অবকাশও আমার হয় নি; তবু আশা ধ'রে এতদিন ছিলেম। আমার নাম—অভাগিনী দেলেরা।

কাউ। কি—কি!—তুমি দেলেরা—দেলেরা! কাউলফের সর্ব্বস্বধন দেলেরা! সত্য বলো, সত্য বলো, আমি বড় জ্ব'ল্‌চি,—আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রো না।

দেলেরা। তুমি যদি সত্য কাউলফ হও, তুমি কি বুঝ্‌তে পারচ না, আমি দেলেরা কি না? তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্চ না যে, একজন অভাগিনী তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্চে? আমি যদি দেলেরা নই, এমন অভাগিনী আর কে আছে! কাউলফ-হারা আর কে হ'য়েছে? আমি চিন্‌তে পেরেচি, তুমি কাউলফ! তুমি কেন আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

কাউ। প্রাণেশ্বরি—প্রাণেশ্বরি! তুমি কাছে এস। কাল রজনী পোহাবে, আমায় তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এস, কাছে এস।

দেলেরা। কে তোমায় তাড়াবে? কে তোমায় আর আমার কাছে থেকে নিয়ে যাবে! তবে তুমি যদি মার্জ্জনা না কর—তুমি যদি পায়ে ঠেলে চ'লে যাও, আমি দ্বিচারিণী হবো না, আমি তখনি তোমার পায়ে প্রাণ রেখে দেখাব যে, আমার ভালবাসার কম নেই। তোমায় দুঃখ দিয়েছি না জেনে—সুধায় গরল উঠ্‌বে, তা জানি নি। পরিহাস ক'র্‌তে গিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আমি নারী,—তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

কাউ। মার্জ্জনা? দেলেরা, তুমি কি এখন' আমার মন বুঝ্‌তে পার নি? তুমি কি জান না, কি নিয়ে আমি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই? দেলেরা! তোমার ধ্যান, তোমার ছবি, তোমার কথা, তোমার চিন্তা,—তোমা ছাড়া পাগলের আর কি আছে? আমি সর্ব্বত্যাগী, কিন্তু তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিনি।

দেলেরা। তবে তুমি আর আমায় ছেড় না। কাজি! কাজির কি সাধ্য যে পতি-পত্নী ভেদ করে? তুমি আমায় ছেড় না, আমি তোমার সঙ্গে পথে পথে বেড়াব। আমার পিতৃ-সম্পত্তির প্রয়োজন নাই, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই—আমার প্রয়োজন তুমি,—তোমায় পেয়েছি, আর আমি ছাড়্‌বো না।

কাউ। তবে আমিও শপথ ক'চ্চি, আমার প্রাণ থাক্‌তে আমিও তোমায় ছাড়্‌বো না। এতে কাজির কোপে—রাজার কোপে—আমার প্রাণ যায়—সেও স্বীকার।

দেলেরা। কিন্তু প্রভাত নিকট, এখনি এদের লোক

তোমায় নিয়ে যেতে আসবে। তুমি কি ব'লবে ?

কাউ। ব'লবো,আমার প্রাণেশ্বরী আমি ফিরে পেয়েছি, আমার প্রাণ থাকতে ছেড়ে যাব না।

দেলেরা। কাজির কোপে যে প'ড়বে ?

কাউ। কাজি দণ্ড দিতে পারবে, কিন্তু কোরাণের নিষেধ, বিবাহ রদ হবেনা। শাস্ত্রমত বিবাহ হ'য়েছে, তুমি আমার পত্নী। তুমি যদি আমার হও, কে তোমায় আমার কাছ থেকে নেবে ?

দেলেরা। আমি তোমার। যা হয় হবে,—তুমি পায়ে ঠেল' না!

কাউ। প্রাণেশ্বরি !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ—বাসর-ঘর

কাউলফ ও দেলেরা।

কাউ। কই—পালাবার ত' কোন উপায় নাই। প্রভাত নিকট,—এস, তোমায় একবার জন্মের শোধ দেখি,—আহা কি সুন্দর! দেখি, দেখি, অনিমিষ নেত্রে দেখি! বোধ হয় রাজদণ্ডে কাল প্রাণ যাবে। প্রাণ যায় যাবে, তবু আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না। আমার প্রাণ থাকতে তোমায় ত্যাগ ক'রেছি, এ কথা আমার জিহ্বায় আসবে না।

দেলেরা। কাউলফ! তুমি যেথা, আমি সেথা। যদি রাজদণ্ডে তোমার প্রাণ যায়, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী,—স্বামী-অনুবর্ত্তিনী হ'ব। কাউলফ! জীবনে-মরণে আর আমাদের কেউ ছাড়াতে পারবে না! এস, আমরা ঘরের মধ্যে যাই। কে আসছে—বোধ হয় টাহারের দূত। এস—এস, ঘরে এস! যতক্ষণ একত্রে থাকি, ততক্ষণই ভাল।

(উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ)

(টাহারের ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। ওহে বাপু—ওহে বাপু! ওহে লাট! ওহে হাকিম! ওহে বর! দোর খোল,—দোর খোলহে—দোর খোল'!—

২য় ভৃত্য। ম'রে ঘুমুচ্ছে।

১ম ভৃত্য। ওহে, আয়েসে ঘুমুচ্চে—আয়েসে ঘুমুচ্চে!—তোমার আমার মতন নয় ত, ভোর রাতটে টানা আর পড়েন!

২য় ভৃত্য। যা বল্লি ভাই! ব্যাটা রাস্তার ভিখিরী, ওর বরাতে এক রাত্রি মজাও চ'ল্লো, আবার ছালা ভরা মোহর নিয়ে যাবে।

১ম ভৃত্য। ওহে ওঠোনা, নাগরালী রাখ না! উঠ্‌বে? না উঠ্‌বে না—বল?

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ)

টাহার। বাবা, এমন ছ'মেসে রাত্রি আমার বাবার জন্মে দেখিনি—ভোর আর হয় না।

নেহার। তুই খুব জ্বালাতন ক'রেছিস্ বটে, তুই ভোর রাতটা জালাতন ক'রেছিস্,—এই ভোর হ'লো—এই ভোর হ'লো! আর লোকগুলোকে খালি ছুটোছুটী ক'রিয়েছিস্! এখনও সুয্যি ওঠে নাই।

টাহার। ওরে ব্যাটারা, দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্ কি—দোর ঠ্যাল্‌না।

১ম ভৃত্য। হুজুর! সেই ইস্তক্ দোর ঠেলাঠেলি ক'চ্ছি, কেউ সাড়া দেয় না।

টাহার। সাড়া দেয়না কিরে? ওর বাবা সাড়া দেবে,—সাড়া দেবে না? মস্কারামো!—ঠ্যাল্—ঠ্যাল্—দোর ঠ্যাল্।

১ম ভৃত্য। ওগো ওঠো না গো—ওগো ওঠো গো!

টাহার। জোরে ধাক্কা দে না ব্যাটা,—ভাঙ্গে ভাঙ্গ্‌বে,—তোর বাবার দোর ত' ভাঙ্গবে না। ও নেহার,ব্যাটা মাল নিয়ে

সট্‌কেছে! ওরে, দোর খোল্‌না,—ন্যাক্‌রা পেয়েছিস্‌—না? রোদ উঠে প'ড়্‌লো, ও'র বাসরের সক্‌ আর মিট্‌ল' না! নাগরের আর গুজর হ'চ্ছে না! ও দেলেরা! —ও দেলেরা! তুমিই উঠে দোরটা খুলে দাও না? ব্যাটা জানালা গ'লে পালাল না কি? দোর খোল্‌,—দোর খোল্‌—ওরে, তোর সাত গুষ্টির পায়ে পড়ি—দোর খোল। বাবা—বাবা! খিল দিয়ে এক ফ্যাসাদ দেখ!

নেহার। তুমি কেমন মানুষ হে? সাড়া দাও না—ওঠ না।

টাহার। বাবা—বাবা! খুনোখুনি হয় দেখসে,—দোর ভাঙ্গ্‌।

[দোর ভঙ্গ করণ।

ওরে নেহার! সর্ব্বনাশ ক'রেছে,—দেখে ফেলেছে।

(সায়েদ খাঁর প্রবেশ)

সায়েদ। কিরে—কিরে? গাধার মতন চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

টাহার। বাবা! আমার বক্‌তে হুড়ো দিয়েছে গো,—বেটা দেখে ফেলেচে!—ঐ দেখ, বেটা মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়েদ। মহাশয়, আসুন—বহির্ব্বাটীতে আসুন, রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই? (স্বগত) ক্ষেপা বেটা করে কি?—মুখ চেয়েই যে রইল!

টাহার। (ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি) ওরে বেটারা, দেখ্‌ছিস্‌ কি? ধর্‌ বেটারা,—টেনে সরিয়ে নে বেটারা! নেহার—নেহার!—বেটার চোখ্‌ টিপে ধর।

কাউ। দেলেরা—দেলেরা!—এই ত' সময়,—এইত' কালপ্রভাত উদয়!—কি হবে—কে জানে!

দেলেরা। যাই হোক—জীবনে মরণে আমি তোমার।

টাহার। বাবা, দেখ্‌ছো কি?—খুন খারাপি হবে,—বেটা প্রেমালাপ ক'র্‌চে!

নেহার। টাহার, সানিয়াদের ছেড়ে দে—সানিয়াদের ছেড়ে দে! আর উপায় নাই।

টাহার। যাবিনি বেটা,—দাঁড়া বেটা! সানিয়া—সানিয়া! বাবা, বাবা হ'য়ে এমন দুসমন হ'তে হয়? যদি বাপ হ'তে চাও, তবে আজ দেলেরাকে যেমন ক'রে হোক্‌, আমায় দিইয়ে দাও;—নইলে বাপ-বেটায় আজ ফারখত।

সায়েদ। একি? পলক পড়ে না! অনিমিষ-নেত্রে চেয়ে র'য়েছে। কি, ছেড়ে যাবে না নাকি?

নেহার। খাঁ সাহেব, দেখ্‌ছো কি—ও ছাড়্‌বে না।

সায়েদ। না না—পাগ্‌লামোর ঝোঁকে ও অমন ক'চ্চে।

টাহার। প্রাণের ঝোঁকে বাবা—প্রাণের ঝোঁকে,—পাগ্‌লামোর ঝোঁকে নয়। তুমি যে বুড়ো হ'য়েছ বাবা, চোখ দুটো লজ্জিত, বুঝ্‌তে পার্‌চ না, বাবা! তুমি টেনে নিয়ে এস বেটাকে।

নেহার। ওরে, তোর দেলেরাও যে ভাবে গদগদ।

টাহার। দাদা, তুই আমায় ধর্‌। ও বেটীর ঢং দেখে আমার বুক শুখুচ্চে।

নেহার। দাঁড়া, সানিয়া বেটীদের দলবল শুদ্ধ ডেকে আনি।

[নেহারের প্রস্থান।

সায়েদ। দেলেরা—দেলেরা!—তুমি চ'লে এস।

দেলেরা। কোথায় যাব? উনি না ত্যাগ ক'র্‌লে, আমি কেমন ক'রে অন্যের কাছে যাব? এখন আমি শাস্ত্র-মত আমার স্বামীর; উনি ত্যাগ করুন,—আমি আপনাদের কাছে যাই।

সায়েদ। কিহে, তুমি ত্যাগ ক'রে এস না!

কাউ। ত্যাগ?—কাকে ত্যাগ ক'র্‌বো?—কোথায় যাব? কাকে ছেড়ে যাব?—দেলেরাকে?—আমার প্রাণ-সর্ব্বস্বকে? আমার সহধর্ম্মিণীকে? আমার অন্তরের দেবীকে? আমার ধ্যানের ছবি ত্যাগ ক'রে যেতে ব'ল-ছেন? না না, আমা হ'তে হবে না,—এ জীবনে আমার হবেনা।

সায়েদ। ম'শায় কৌতুক ক'র্‌ছেন বুঝেছি,—কৌতুক ক'র্‌ছেন বুঝেছি।

কাউ। কৌতুক কি ব'ল্‌ছেন!—আপনি কৌতুক ক'র্‌ছেন,—তাই আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন।

(নেহারের সহিত সখিগণের প্রবেশ)

(সখিগণের গীত)

বুঝি ধরা দেছে—নইলে কে ধরে।
মেলে নিধি আপনি যদি, পায়না যতন-কদরে॥

নয়ন-বারি বইলে কানে কান,
অকূলে ভাসে যখন প্রাণ,
আপন ভারে অতল জলে ডোবে অভিমান,
(তখন) মনে মনে প্রেমের কথা, টান প'ড়ে যায় অন্তরে।
প্রেমে যে সইতে পারে, সেই যেন সই প্রেম করে॥

নেহার। ওরে টাহার! এ যে ভোল ফেরালে?

টাহার। পাগ্‌লা বেটা পিরীতের চাঁওরে—পাগল বেটা পিরীতের চাঁও!

মনিয়া। সখী দেলেরা!

দেলেরা। সই—সই,—আনন্দের সময় নয়! কি হয় জানিনে,—যদি পেয়ে আবার হারাতে হয়।

সায়েদ। একি! তোমাদের এ কি ব্যবহার?

মনিয়া। খাঁ সাহেব, টাহার ম'শায় আমাদের নৃত্য-গীত ক'র্‌তে ব'লে এসেছিলেন।

টাহার। ব'লেছিলুম বেটা—এমনি ক'রে নাচ্‌তে ব'লেছিলুম বেটা? নেহার ত' সাক্ষী আছে,—বলুক না রে বেটা! এমনি ক'রে নাচ্‌লে কি সেদিন নাসী ব'লে পালাইরে বেটা? ওরে বেটী!—তোর বাপ বেটা—তোর সাত পুরুষ বেটা! নেহার, কি দাগাবাজ বেটী!

নেহার। আরে, বেটীরা ঘুরপাক দিয়ে প্রাণ মুচ্‌ড়ে নিলে। এখন এক বেটীও খিঁচ্‌লে না। (স্বগত) ওঃ—মনিয়া বেটী যদি পিরীত করে ত' পিরীত-বাজ, বেটী গির্‌গিটে, আরশোলা না ধরে তো, বেটীকে নিয়ে মজা ওড়াই।

সায়েদ। আশ্চর্য্য ক'রেছে!—তুই এদের নাচ্‌তে আস্‌তে ব'লে এসেছিস্‌,—তবে তুই বেটাই পিরীত বাঁধিয়েছিস্‌। তো বেটার আগাগোড়া দেলেরাকে বে' ক'র্‌তে মতলব নেই, তা আমি বুঝেছি।

টাহার। বাবা, বেজায় বুঝেছ বাবা! আগে ছিল না বাবা,—এখন বে ক'র্‌তে খুব মতলব বাবা,—তুমি এখুনি বে দাও বাবা।

সায়েদ। এর অবশ্য মর্ম্ম আছে। বাসর ঘরে যখন সখীদের নিয়ে আমোদ ক'র্‌তে ব'লে এসেছিস্‌,—তোর কি কু মতলব আছে—আমি বুঝেছি।

টাহার। বুঝেছ—তোমার নানীর মাথা বুঝেছ বাবা,—আর তোমার বাবার দাড়ী বুঝেছ বাবা! তুমি ওকে তাড়াও বাবা, এখুনি আমি বে না করি তো তোমার বাবার বাবার দিব্যি!

সায়েদ। দেলেরা, তোমায় টাহার অযত্ন করে, বটে?

দেলেরা। খাঁ সাহেব, আমি আপনার আজ্ঞাধীনা,—আমার আবার যত্ন-অযত্ন কি?

সায়েদ। বুঝেছি।

টাহার। একদম্‌ বোঝনি বাবা। বেটী কাছে গেলে ফিরে চাইত না,—বাবা, এই নেহার আছে, জিজ্ঞাসা কর' বাবা। বেটী আমায় দেখ্‌লে মুখ ঢাকা দেয় বাবা! আমার চোখে যেন আগুন আছে, ওর রাঙ্গা গাল জ্ব'লে যাবে। তুমি বাবা হ'য়ে বদিয়াতি ক'রো না বাবা! তুমি ঐ বেটাকে তাড়াবার যোগাড় কর,—এদিক্‌ ওদিক্‌ বুঝ না। দেলেরাকে দাও,—তোমার সাম্‌নে ওর পায়ের চুট্‌কী হ'য়ে ঘুর্‌ছি।

সায়েদ। মহাশয়, আপনি অঙ্গীকার পালন করুন।

কাউ। কোন্‌ অঙ্গীকার পালন ক'র্‌বো বলুন? যে কথা আমি বলিনি, তাই পালন ক'র্‌তে বলেন বা ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, খোদা সাক্ষী ক'রে যে দেলেরাকে আমি সহধর্ম্মিণী ক'রেছি—তাই পালন ক'র্‌তে বলেন?

সায়েদ। ইস্‌! তোমার পাগ্‌লামোর ভেতর এতদূর শয়তানি ছিল? তুমি পাগলের ভাণ ক'রেছিলে!—সে ছোক্‌রা তোমার কে?

টাহার। বাবা, সে ছুক্‌রা—ছুক্‌রা!—সে আমায় দেখে মেতে উঠেছে। বাবা, দুনিয়া শুদ্ধ সাজিয়ে বেড়াই, এ দেলেরা বেটীর কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুম না।

সায়েদ। তোমার হ'য়ে যে ছোক্‌রা কথা ক'য়েছে, তার কথায় তুমি বাধ্য,—নচেৎ কাজির নিকট তুমি দণ্ড পাবে। কাজি স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষী, তাঁরই মতে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

কাউ। দণ্ড দেওয়া আপনাদের অধিকার,—কিন্তু আমার অধিকার আমার দেলেরার উপর। কি দণ্ড দেবেন দিন, কিন্তু দেলেরার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

টাহার। বেটা! জল্‌বিচুটী লাগাব বেটা, নাই কুণ্ডলে ঘুরঘুরে ছেড়ে দেব বেটা! বোল্‌তার চাকে বেঁধে দেব বেটা!

সায়েদ। তবে চল—কাজির কাছে চল। তিনি যা বিচার করেন—তাই হবে। দেলেরা, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

কাউ। আমি প্রস্তুত।

[নেহার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। কি সাহেব! আমায় চিনতে পার? তোমায় টাহার সাহেব ডাকতে পাঠিয়েছেন।

নেহার। চিনতে বেশ পারি, একটু মোলাম কথা কইবে, কি ঘোড়া ক'র্‌তে চাইবে?

মনিয়া। মোলাম কথাও কইব,—ঘোড়া চড়তেও চাইব।

নেহার। তোমার কিছু হাড়ভাঙ্গা রকম পিরীত। পাঁচ ইয়ার যে রকম প্রেম করে,—এস না কেন, তাই করি। আমি তোমায় চোখ ঠেরে ব'লবো—'প্রাণেশ্বরি!'

মনিয়া। আমিও তোমায় চোখ ঠেরে ব'ল্‌বো—'গির্‌গিটে ধরি!'

নেহার। গিরগিটে আর কেন ধ'র্‌বে? আমার গলা ধর না! শোন না—বড় মজা হবে।

মনিয়া। তুমি ত' ব'ল্‌বে—'প্রাণেশ্বরি', আমি কি ক'র্‌বো?

নেহার। তুমি 'প্রাণনাথ'—'প্রাণেশ্বর'!—আর অত বাঁকাবাঁকিতে না যাও,—আমিও ব'ল্‌বো—'মনিয়া,'—তুমিও ব'ল্‌বে 'নেহার'।

মনিয়া। তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে?

নেহার। খুব! তুমি কাছে এস না,—আদরের চটা একবার দেখ না!

মনিয়া। হিঃ হিঃ—তুমি আদর ক'র্‌বে?

নেহার। অমন দাঁত বার ক'র না,—তা হ'লে যেমন তফাতে আছ,—তেমনি থাক।

মনিয়া। আচ্ছা, তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে,—যা ব'ল্‌বো, তা শুন্‌বে?

নেহার। যা ব'ল্‌বে,—গোলাম হ'য়ে শুন্‌বো।

মনিয়া। আচ্ছা, তবে ঘোড়া হও।

নেহার। ওঃ, বেটীর ঘোড়া বাই।

মনিয়া। দাঁড়াও না—দাঁড়াও না—আদর ক'র্‌বে না?

নেহার। দূর্ তোর—বে-রসিক মেয়ে মানুষ! দরদী হ'ল না।

[নেহারের প্রস্থান।

মনিয়া। দাঁড়াও না—দাঁড়াও না—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

গোলেন্দাম ও কাজি।

গোলে। কাজি সাহেব! আপনার চরণে একটী নিবেদন, আমি উদাসীন বালক;—আমার যা মনে উদয় হ'য়েছে,—আপনাকে বলা আমার কর্ত্তব্য। শুন্‌লেম, এক ব্যক্তি বিবাহ ক'রে পত্নী পরিত্যাগ ক'রে যেতে চেয়েছিল,—এখন সে যেতে চায়না, এই জন্য তার দণ্ড হবে। কিন্তু, প্রতারণা ক'রে থাকে, তারে দণ্ড দেন,—একজনের অপরাধে দু'জনের দণ্ড দেবেন না। আপনি বিচার ক'রে দেখুন,—যদি দোষী ব্যক্তির পত্নী তাকে ভালবেসে থাকে, প্রত্যাখ্যান ক'লে সে যদি ব্যথা পায়,—একজনকে দণ্ড দিয়ে তার ধর্ম্মপত্নীর প্রাণে ব্যথা দেবেন না। সে তার স্বামী জেনেছে,—স্বামী ব'লে বরণ ক'রেছে,—স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লে বড় যন্ত্রণা, আমি তা জানি। আপনি ন্যায়বান্, আপনার চরণে আমার এই মিনতি।

(মির্জ্জান ও ফকীরের প্রবেশ)

গোলে। (স্বগত) এই যে আমার প্রাণেশ্বর! আবার দেখা হবে মনে ছিল না। জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে।

কাজি। মহাশয়, এই বালক উদাসীন এসে, এক কথা তুলেছে।—ব'লছে—স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লে পত্নীর মনে ব্যথা লাগে। এর অনুরোধ যে, এই দোষী ব্যক্তির স্ত্রী যদি তাকে চায়,—তা হ'লে স্ত্রীর মনে ব্যথা দেওয়া আমার উচিত নয়। আমি কথার উত্তর পাচ্ছি না।

গোলে। ওঁরাও উত্তর পাবেন না,—আমি অতি ন্যায্য

কথা ব'লেছি। পুরুষে বুঝ্‌তে পারবেনা যে, ত্যাগ ক'রে গেলে, অবলার মনে কি ব্যথা লাগে? আমিও বুঝ্‌তুম না,—কিন্তু আমার এক ভগ্নীর দশা দেখে বুঝেছি যে, স্ত্রীলোকের স্বামী ত্যাগ ক'রে যাওয়া অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই।—আমি তাই কাজি সাহেবকে অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছি।

মির্জ্জান। বালক! তুমি কি জান যে, স্বামী কেন পত্নীকে ত্যাগ করে? বড় ব্যথা পেয়েই ত্যাগ করে—সন্দেহের তাড়নায় ত্যাগ করে, অন্তরের জ্বালায় ত্যাগ করে, কলঙ্ক-কালিমা মেখে ত্যাগ করে।

গোলে। আপনি বোধ হয় পুরুষের অবস্থা জানেন। কি জ্বালায় ত্যাগ করে—আমি জানিনি। স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সতী, তার কি অবস্থা আপনি জানেন কি? পতি, কলঙ্ক-ভয়ে,—পতি, যন্ত্রণা ভয়ে ত্যাগ ক'র্‌তে পাবেন,—কিন্তু সে অভাগিনী—তার উপায় কি? পতিপ্রাণা তার প্রাণেশ্বরকে কেমন ক'রে ত্যাগ ক'র্‌বে? তার উপর যদি বিনা অপরাধে ত্যাগ করে, সে কি দারুণ জ্বালা, তা কি জানেন? সে—যে বোঝে, সে সন্দেহ ক'রে কলঙ্ক-ভয়ে আপনার সহধর্ম্মিণী ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। পরের জ্বালা পরে বোঝে না, তাই বুঝি ত্যাগ করে!

মির্জ্জান। কি ব'ল্‌চো? তুমি কে?

গোলে। ফকীরের পরিচয় নাই, তা'ত আপনি ফকীর—জানেন। ফকীরের পরিচয় ফকীর। জন্ম, কর্ম্ম, নাম, ধাম—সকল ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নেয়,—আপনি ফকীর, আপনাকে নূতন কি ব'ল্‌বো? আমি সকল ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নিয়েছি,—আপনি কি নিমিত্ত ফকিরী নিয়েছেন তা জানি না। তা হ'লে বোধ হয়, আমি কে, একথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন না।

মির্জ্জান। আমিও ত ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নিয়েছি, আমার অনেক ভোল্‌বার কথা আছে,—সেই জন্য ফকিরী নিয়েছি।—কিন্তু বালক, তুমি কি জন্য ফকিরী নিয়েছ?—তুমি কি ভুল্‌তে চাও? তুমি কি এ বয়সে কোন মর্ম্ম-ব্যথা পেয়েছ?

গোলে। ঠেকে শেখে, আর দেখে শেখে। আমি আমার ভগ্নীর দশা দেখে শিখেছি যে, ভোলাই ভাল। তাই ভুল্‌তে চেষ্টা ক'চ্ছি। আহা, অভাগিনীর দশা আপনি দেখেন নি; অভাগিনী—স্বামী-সোহাগিনী হ'য়ে—স্বামী-বিরহে কাঙ্গালিনী। স্বামী ধ্যান—স্বামী জ্ঞান—স্বামী কোথায়—জানে, স্বামীকে দেখ্‌তে পায়—কিন্তু তাঁর চরণে স্থান পায় না। উন্মাদিনী দিবানিশি ব্যথিতা,—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, এক ধ্যানেই জীবন অতিবাহিত ক'চ্ছে। আমি সেই পাগলিনীর দশা দেখে, প্রেমিকার দশা বুঝেছি,—তাই কাজি সাহেবকে অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছি। আপনারাও আমার হ'য়ে অনুরোধ করুন যে, অভাগিনী দেলেরা, অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, পথের ভিখারীর সঙ্গে পথে পথে ফির্‌তে চাচ্ছে,—এতে যেন অভাগিনী বঞ্চিতা না হয়।

মির্জ্জান। তোমার ভগ্নীকে বিনা দোষে তাঁর স্বামী পরিত্যাগ ক'রেছেন?

গোলে। যদি পতি-সেবা করা দোষ হয়, যদি পতির আজ্ঞা পালন করা দোষ হয়, যদি পতির আদরের জিনিষকে আদর করা দোষ হয়, যদি পতিপ্রাণা হওয়া দোষ হয়,—তা হ'লে আমার ভগ্নী দোষী। তার আর অপর দোষ নাই। কিন্তু মহাশয়—হয় ত স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। আমার ভগ্নীর দুর্দ্দশা বুঝ্‌তে পারবেন কি না জানি না।

মির্জ্জান। তুমি বালক,—তুমি পুরুষের ব্যথা জান না। কে ত্যাগ ক'র্‌তে পারে? কে ভুলতে পারে? যন্ত্রণায় কাছে যায় না—এই মাত্র, কিন্তু এক দণ্ডের জন্য ভুল্‌তে পারে না—ভুল্‌তে পার্‌লে, ত্যাগ করায় সুখ ছিল বটে; কিন্তু ভোল্‌বার যো নাই, ভোল্‌বার নয়—অভাগা কি ক'র্‌বে? সন্দেহ বড় নিবিড় মেঘ—তার হৃদয় দিবানিশি আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। আহা! যদি সে মেঘ তার হৃদয় হ'তে একবার সরে, আবার যদি প্রেমশশী উদয় হয়, অভাগার যে কি আনন্দ, সে অভাগাই ব'ল্‌তে পারে, একথা যে জানে—সেই জানে।

গোলে। সন্দেহ, হৃদয়ে যত্ন ক'রে ধ'রে রেখে, নিজ সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা সন্দেহকে প্রিয় ক'রে—কার সন্দেহ দূর হয়? সন্দেহ একবার হৃদয়ে স্থান পেলে, আপনার রাজ্য গ'ড়ে নেয়; সন্দেহ-তিমিরে লোক আত্মহারা হ'য়ে হিতাহিত দেখ্‌তে পায় না। নচেৎ কি নারীর সরল প্রাণে ব্যথা দিতে পার্‌তো?—ফকীর, কদাচ মনে ক'রো না। তোমার কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে,—তুমি কোন সন্দেহ-জড়িত ব্যক্তিকে দেখেছ; তারে যদি তুমি আমায় দেখিয়ে দাও

তা হ'লে আমি তারে বলি যে, সে যেন তার প্রণয়িণীর সরল বদন মনে করে,—সে যেন সেই বিদায়ের চক্ষের জল মনে করে, সে যেন তার বিবশা দশা একবার ভাবে, সে যেন মনে করে যে, তা'র বিরহে অভাগিনী সর্ব্বত্যাগিনী।

মির্জ্জান। থাক্, ও কথায় আর আবশ্যক নাই।

গোলে। তবে আপনি অনুরোধ করুন, দেলেরা যাতে পতি পায়, আমার কথায় বিশ্বাস করুন যে, স্বামী ত্যাগ ক'ল্লে বড় যন্ত্রণা।

কাজি। বালক, তুমি কি দেলেরার কথা জান?

গোলে। কাজি সাহেব, তাকে ডেকে তারই মুখে শুনুন।

কাজী। কয়েদীকে আন।

[একজন প্রহরীর প্রস্থান।

ফকীর! আমি দোষীর প্রতারণার নিমিত্ত, পঞ্চাশ বেত দণ্ড দিয়েছি,—সে তো দেলেরাকে কোনমতে ত্যাগ ক'র্‌তে চায় না। দেলেরাকে কোথায় রাখবো, কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে;—এ গুরুতর বিষয় আমার দ্বারায় বিচার হবে না। সাহানদাকে জানাতে হবে;—তাঁর যেরূপ আজ্ঞা হয়, সেরূপ ক'র্‌বো। উপস্থিত আপনারা থেকে এই বিচার করুন যে, বন্দী যদি দেলেরাকে না পরিত্যাগ করে, রাজার হুকুম অবধি দেলেরাকে স্থান দেব?

ফকীর। দেলেরার কথা না শুনে, আপনি স্থির ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

কাজি। যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন,—আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

(কাউলফের প্রবেশ)

কাউলফ! তোমার প্রতারণার নিমিত্ত,—তোমার পঞ্চাশ বেত সাজা হ'য়েছে,—বেত্রাঘাতে মুমূর্ষু হ'য়ে প'ড়েছিলে,—কিন্তু তোমার সাজার অবসান হয় নাই। আমি স্বয়ং কিছু নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছিনে,—রাজাকে এ সংবাদ জানাতে হবে। কিন্তু এখনও যদি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে যাও,—তোমায় আমি নিষ্কৃতি দিই;—নচেৎ তোমার জীবন দণ্ড হ'তে পারে।

কাউ। কাজি সাহেব! বার বার প্রাণের ভয় আমায় কেন দেখান? আমি প্রাণের জন্য কাতর নই। আজীবন আমার প্রাণকে তৃণ জ্ঞান ক'রেছি। প্রতারণা কি? ভালবা'সায় প্রতারণা নাই, ভালবাসায় জীবন অর্পণ, প্রতারণা নাই! আমার ধ্যানের বস্তু পেয়েছি, তারে ত্যাগ ক'রে যাব? জীবনে কি নিয়ে থাক্‌বো? বৃথা জীবনে আমার ফল কি? যদি দেলেরা আমায় ত্যাগ করে, বিনা আপত্তিতে চ'লে যাব। কিন্তু সে আমার, সে কখনই আমায় ত্যাগ ক'র্‌বে না। সে আমার, আমি তার সর্ব্বস্ব,—সে আমায় ছেড়ে কখনও থাক্‌বে না।—লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ, তার প্রাণ আমার সঙ্গে ফির্‌বে,—মরণে সে আমার সঙ্গে যাবে,—তবে আর আমার জীবন-মরণে ভয় কি?

মির্জ্জান। তুমি রাস্তার ভিখারী, আর দেলেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী,—সে তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগিনী হবে—এই তোমার বিশ্বাস?

কাউ। আমি যে দেখেছি! প্রত্যক্ষ কথা বিশ্বাস ক'র্‌বো না? দেলেরা যে এখনও আমার সাম্‌নে উপস্থিত র'য়েছে,—এখনও ব'ল্‌ছে, "প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যেওনা।" এই যে—এই যে,—চতুর্দ্দিকে ব'ল্‌ছে—দেলেরা আমার,—আমি তার। সত্য—সত্য, প্রত্যক্ষ কথা! প্রত্যক্ষ কথা বিশ্বাস ক'র্‌বো না? সে প্রাণ আমার নয়, তা হ'লে রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খেতেম না।

গোলে। দেখুন,—বুঝুন,—এরও পুরুষের প্রাণ। কিন্তু সন্দেহ স্থান পায় না। পুরুষ হ'লেই যে সন্দেহ করে—তা নয়, তবে যার যেমন মনের গঠন, সে সেইরূপ ভাবে।

(টাহার ও দেলেরার প্রবেশ)

টাহার। দেখ চাঁদ, ভরা ডুবি ক'রো না। আমি তোমায় ফুলের মতন ক'রে রাখ্‌বো। আমার সঙ্গে যে তুমি ভাল ক'রে আলাপ কর না,—তা হ'লে আমার যত্নে এত দিন ভুল্‌তে। ও ব্যাটার মায়া এক দম কাটাও।

কাজি। দেলেরা, মা! তুমি বল,—তুমি কি এই বাতুল রাস্তার ভিখারীকে চাও?

দেলেরা। ধর্ম্ম-অবতার! আর কাকে চাইবো? আমার আর কে আছে? স্বামী ত্যাগ করেন ক'র্‌বেন, কিন্তু আমার জীবন থাক্‌তে আমি ত্যাগ ক'র্‌বো না। উনি ত্যাগ করেন, আমি ওঁর পেছনে পেছনে যাব,—ওঁরে যত্নে ভোলাবার চেষ্টা পাব—আমার ক'র্‌বার চেষ্টা পাব। চেষ্টা পাব কি কাজি সাহেব! ওযে আমার—আমার সর্ব্বস্ব

ধন! আমার হৃদয়-রত্নে আর আমায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন না। আমি ভিখারার সঙ্গে ভিখারিণী হব,—আমি রাজরাণী হ'তে চাই নি। কাজি সাহেব, আমার স্বামীর মানা, নচেৎ আমি ব'ল্‌তে পারতেম, উনি রাস্তার ভিখারী নন। কেন ওঁর দুর্দ্দশা হ'য়েছে তা জানি, কে দুর্দ্দশা ক'রেছে তা জানি। সে কথা স্মরণ হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। কাজি সাহেব, আমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন? আমার স্বামীর পায়ে আমি দাসী, এই আমার উত্তর।

টাহার। ও বেটী হতচ্ছাড়ী! ও বেটী ডাইনি! এই যে ক্ষীর ছানা দিয়ে এতদিন পুষ্‌লুম।

কাজি। চুপ কর, নইলে শাস্তি পাবে। (দেলেরার প্রতি) তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হ'তে পারে তা তুমি জান? তখন তুমি কোথায় যাবে?

দেলেরা। কাজি সাহেব! জীবনে-মরণে আমাদের বিচ্ছেদ হবেনা। স্বামীর প্রাণে আমার প্রাণ জড়িত;—যদি রাজরোষে স্বামীর প্রাণ যায়, আমারও প্রাণ তার সঙ্গে যাবে। কাজি সাহেব, আমাদের স্বর্গের বাঁধন মানুষে খুল্‌তে পারবে না।

কাজি। ফকীর সাহেব, এদের এখন কোথায় স্থান দিই?

গোলে। কাজি সাহেবের যদি অনুমতি হয়, আমাদের মঠে স্থান দেন। আপনি প্রহরী রাখ্‌তে চান—রাখুন। কিন্তু এদের জন্য আমি দায়ী,—এরা পালাবে না। যখন ব'ল্‌বেন, এনে হাজির ক'র্‌বো।

কাজি। জমাদার! এদের ফকীরের সঙ্গে মঠে পাঠিয়ে দাও। সতর্ক প্রহরী রাখ,—না পালায়। আপনি এদের নিয়ে যান।

গোলে। আমার সঙ্গে এস।

[গোলেন্দাম, দেলেরা, কাউলফ ও জমাদারের প্রস্থান।

টাহার। কাজি সাহেব, এই বিচার ক'র্‌লে কাজি সাহেব? এম্‌নি ক'রে আমার মাথা খেলে কাজি সাহেব! ইদ্দ নাকাল, পিরীতে হদ্দ নাকাল হ'লেম।

কাজি। বর্ব্বর, দূর হও।

টাহার। যাচ্ছি কাজি সাহেব! তোমার বিচারকে সেলাম কাজি সাহেব!

[টাহারের প্রস্থান।

কাজি। ফকীর সাহেব, আপনাদের অনুমতি হয় ত' আমি রাজ-দর্শনে যাই,—আমি বিষম সমস্যায় প'ড়েছি। আপনারা অতিথি হবেন অঙ্গীকার ক'রেছেন, আমার গরীব-খানায় বিশ্রাম করুন।

[কাজির প্রস্থান।

মির্জ্জান। ফকীর! ও বালক কে? আমি যেন কোথাও দেখেছি,—স্বর যেন পরিচিত,—যেন ভগ্নীর কথার ছলে, আমায় তিরস্কার ক'র্‌লে! যেন সমস্ত ওর নিজের কথা। ফকীর, আমি অস্থির হ'চ্ছি—তুমি আমায় উপায় ব'লে দাও। আমি কি সত্যই পতিপ্রাণার প্রাণে ব্যথা দিয়ে এসেছি? সেই মুখ মনে প'ড়্‌ছে,—সেই চক্ষের জল মনে প'ড়্‌ছে,—তবু একি, কেন এ প্রাণের আবেগ? আহা! অবলা বালিকা—নিরপরাধে যদি যন্ত্রণা দিয়ে এসে থাকি! নিশ্চয় মদিরায় মত্ত হ'য়ে গোলেন্দামের নাম—কাউলফ দেলেরার কাছে ক'রেছিল;—কিন্তু গোলেন্দাম বড় যত্ন ক'র্‌তো,—অত যত্ন কিসের? স্বামীর বন্ধু—অত যত্ন! না—না,—গোলেন্দামের সঙ্গে কাউলফের প্রণয় ছিল,—এখন দেলেরাকে দেখে ভুলেছে। গোলেন্দাম অপেক্ষা দেলেরা সুন্দরী, সুন্দরী দেখে ব্যাভিচারীর মন ট'লে থাকে। মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে গোলেন্দামের নাম ক'র্‌তে সাহস হ'ল! দেলেরা ঈর্ষ্যাবশে গোলেন্দামের কথা তুলেছিল,—অহেতু কেন ঈর্ষ্যা ক'র্‌বে? না—না,—এখনও না—এখনও কিছু স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কাউলফ দেলেরাকে একত্রে দেখেও স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। ফকীর—ফকীর! বড় যন্ত্রণা!

ফকীর। এখনও কি বোধ হয় আপনার—সংসারে সবই প্রতারণা? এই যে বাতুল আর দেলেরার ব্যাপার দেখ্‌লেন, এতে কি আপনার প্রতারণা আছে বোধ হয়? আমার বোধ হয়, সংসারে প্রতারণাও আছে, সরল ভাবও আছে। সংসারে সুখ বিশ্বাস, দুঃখ—সন্দেহ। যার বিশ্বাসী হৃদয়,—সে ফকীর হোক—আর সংসারী হোক—দুঃখের তরঙ্গ এক রকম কাটিয়ে যায়। কিন্তু যার মনে সন্দেহ, সে দুঃখের তরঙ্গে ওঠে নাবে। দুঃখের তরঙ্গ তাকে নিয়ে খেলা করে, তার অসুখের জীবন।

মির্জ্জান। সত্য!

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সায়েদ খাঁর বাটীর সম্মুখ

টাহার ও পরিয়া।

টাহার। ছোক্‌রা, ছোক্‌রা! এস, বিয়ে দিয়ে কি ফ্যাসাদ বাধালে বল? বেটীত' বেহাত হ'ল—ব্যাটা বেত খেয়েও ত' ছাড়তে চাচ্ছে না। সত্যি বল দেখি, তুমি ছোক্‌রা না ছুক্‌রী? যদি ছুক্‌রী হও, একটু পিরীত কর। বেটী বড় দাগা দিলে—বড় দাগা দিলে!

পরিয়া। তুমি দু'টো পিরীতের কথা কও।

টাহার। আমার প্রেমে পিত্তি প'ড়ে গিয়েছে চাঁদ; কথা বড় বেরোচ্ছে না!—পিরীত বড় আনতে পাচ্ছিনি। শালাকে কুচি কুচি ক'রে কাটি, এই খালি মনে হ'চ্ছে!—দেলেরা বেটীকে বাঁদী ক'রে নিয়ে বেড়াই, এই খালি মনে হ'চ্ছে।

পরিয়া। আচ্ছা,—আমি পিরীতের কথা বলি।

টাহার। আচ্ছা বল।

পরিয়া। তোমায় ভালবাস্‌বো,—তোমার মুখ মুছিয়ে দেব,—তোমার চুল আঁচড়ে দেব,—তোমায় বাতাস ক'র্‌বো—তোমার মুখে মুখে সদাই থাক্‌বো।

টাহার। থেক' ভাই। এই দেলেরা বেটীকে জব্দ ক'র্‌তে পার?

পরিয়া। আর জব্দ কি ক'র্‌বে বল? পথের ভিখারীর সঙ্গে ভিখারী হ'য়ে বেড়াবে।

টাহার। উঁহু—বেটীর গুমোর ভাঙ্‌বে না।

পরিয়া। নেই ভাঙ্গ্‌লো! তুমিতো আর তাকে ভালবাসনা?

টাহার। ভালবাসি!—বেটীর মুখে পয়জার মারি। কিন্তু বেটীর বড় জুতসই নয়না,—ঐতে ম'রে আছি!

পরিয়া। তবে আর তোমার কাছে থেকে কি ক'র্‌বো বল? তুমি যে আর তাকে ভুল্‌তেই পার্‌ছনা।

টাহার। আচ্ছা! তুমি মেয়ে মানুষ সাজ্‌লে দেখায় কেমন?

পরিয়া। বেশ দেখায়—বেশ চমৎকার দেখায়!

টাহার। যদি তোমায় বেশ দেখায়,—তবে আমি তোমার পিরীতেই ডুব্‌বো।

পরিয়া। দেলেরাকে ছাড়্‌বে বল?

টাহার। ওকে ত' ছেড়ে দেবই—পেলেও ছেড়ে দেব। বেটী আমায় ভাল বাসে না, আমি এমন সোণার চাঁদ পুরুষ, কেমন না?

পরিয়া। মরি—মরি!

টাহার। এই দেখ, বেটীর নজর নেই, চিন্‌তে পার্‌লে না।

পরিয়া। কিন্তু আমার নজরে তুমি খুব লেগেছ।

টাহার। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

পরিয়া। তোমাদেরই বাড়ী। মনিয়াকে ডেকে দিতে পার?

টাহার। আচ্ছা তুমি দাঁড়াও,—আমি ডেকে দিচ্ছি।

[টাহারের প্রস্থান।

পরিয়া। বাঁদর খেলাতে গিয়ে, বাঁদর আঁচ্‌ড়ে দিলে নাকি? কি রসিক পুরুষই মন—বেচে নিচ্ছ? এতো আর খেলা নয়, এ যে আঁতের খেলা হ'য়ে দাঁড়াল!

(নেহার ও মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। তোরে ব'ল্‌তেই হবে, বল্‌—বল্‌ আমায় ভাল বাসিস্‌?

নেহার। কোন্‌ শালা ভাঁড়ায়, সত্যি ব'ল্‌ছি—ভালবাসি। তুই যে এক একবার ভয় দেখিয়ে বেখাপ্পা ক'রে ফেলিস্‌!

মনিয়া। আমি ভয়ও দেখাব, তুই ভালও বাস্‌বি।

নেহার। তোর দুটো রকম পার্‌বো না।

মনিয়া। তোরে পার্‌তেই হবে।

নেহার। আচ্ছা, তুই কেন খিঁচুনি-মিচুনিটে ছাড়্‌না, তাহ'লে ত'—সোণার চাঁদ মেয়ে মানুষ হ'তে পারিস্‌।

মনিয়া। আচ্ছা, তুই আমায় কাঁধে কর,—তা হ'লে আমি খিচুনি ছাড়ি।

নেহার। তোর ঘোড়া রোগ ছাড়্‌বে না, আমি চ'ল্লুম।

[নেহারের প্রস্থান।

পরিয়া। মনিয়া, এখন বাদসাকে চিনেছ?

মনিয়া। চিনেছি।

পরিয়া। আমি তোমার সখীর সঙ্গে কাউলফের মিলন ক'রে দিয়েছি। যাতে কাউলফের প্রাণ রক্ষা হয়, তা ক'র্‌বো। আমি দেলেরাকে শিখিয়ে দিয়ে এসেছি,—কাল বিচার-স্থানে কাউলফ যেন বলে, যে কাউলফ কোজণ্ডি নগরের সদাগরের পুত্র। সেই সদাগরের সঙ্গে রাজার বড় বন্ধুত্ব। নচেৎ রাজ-কোপে কালই তার প্রাণ দণ্ড হবে। রাজসভায় এরূপ ব'ল্লে, দিন কতক পরিত্রাণ পাবে। যতদিন না কোজণ্ডি নগর থেকে রাজার দূত ফিরে আসে, তত দিন নিরাপদে থাক্‌তে পার্‌বে। এর ভেতর একটী উপায় তোমায় ক'র্‌তে হবে। গোলেন্দাম বেগমকে ত্যাগ ক'রে বাদ্‌সা বিবাগী হ'য়েছেন,—শুনেছ? তুমি যদি গোলেন্দামের সঙ্গে বাদ্‌সার পুনর্ম্মিলন ক'র্‌তে পার—তা হ'লে কাউলফ-দেলেরার উপায় হয়। বাদ্‌সা সমরকন্দ-ঈশ্বরের কাছে ব'লে, উপায় ক'র্‌বেন।

মনিয়া। বেগম সাহেব কোথা?

পরিয়া। আমাদের মঠে যে উদাসিনীকে দেখেছ,—সেই গোলেন্দাম বেগম! রাজরাণী উদাসিনা—তুমি উদাসিনীকে আবার রাজরাণী ক'র্‌বে।

মনিয়া। কি ক'রে ক'র্‌বো?

পরিয়া। সে তুমি জান।

[পরিয়ার প্রস্থান।

মনিয়া। নেহার—নেহার, শোন্—আর ভয় দেখাব' না,—এদিকে আয়। আমার সঙ্গে এক জায়গা যাবি চল্।

(নেহারের প্রবেশ)

নেহার। তুই যদি ভয় না দেখাস্, তোর সঙ্গে আমি যমের বাড়ী যেতে রাজী আছি,—আর কি ব'লবো।

মনিয়া। না, তোকে ভয় দেখাবো না,—খুব ভাল বাস্‌বো! আচ্ছা, আমি তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিই, তুই ক'র্‌তে পার্‌বি?

নেহার। তুই ভয় না দেখালে,—আমি সব পার্‌বো।

মনিয়া। না—শোন্।

নেহার। যেতে যেতে গির্‌গিটে পুষ্‌বি নে?

মনিয়া। না।

নেহার। আর্‌শোলা ধ'র্‌বি নে?

মনিয়া। না।

নেহার। বেঙাচি চিবুবি নে?—তোর ঘেন্না করে না, ঐ কথাগুলো মুখে আনিস্?

মনিয়া। খুব ঘেন্না করে।

নেহার। তবে কি ব'ল্‌বি বল্?

মনিয়া। একটু হিঃ হিঃ ক'রে হেসে ব'ল্‌বো—না অম্‌নি ব'ল্‌বো?

নেহার। না—না, তোর হাস্‌তে হবে না, অম্‌নি বল।

মনিয়া। আয়—তবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মঠের অভ্যন্তর

সমরকন্দাধিপতি ও গোলেন্দাম।

সমরকন্দাধিপতি। মা, তুমি এ দুর্জ্জনকে কেন স্থান দিয়েছ? এ অতি কপট ব্যক্তি। এই দেলেরা আমার এক বন্ধুর কন্যা,—আমার কন্যা গোলেন্দামের সহিত একত্রে খেলেছে। এই দুর্জ্জন প্রতারণা ক'রে, তার পাণিগ্রহণ ক'রেছে। খাঁ সাহেব পরম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমার বন্ধুর বন্ধু, তার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে,—রাজদণ্ডে ওর প্রাণ বধ হবে। আজ রাত্রে তুমি ওরে আশ্রয় দিয়েছ,—নচেৎ অদ্যই ওর প্রাণনাশ হ'তো।

(কাউলফের প্রবেশ)

সমরকন্দাধিপতি। তুই কে?

কাউ। (স্বগত) দেলেরা, তুমি মিথ্যা ব'ল্‌তে ব'লেছ,—আমার আর উপায় নাই! তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার! তুমি যা ব'ল্‌তে ব'লেছ, তার অন্যথা ক'র্‌বো কেমন ক'রে? তোমার অনুরোধ আমি রাখ্‌বো। দেলেরা আমার সর্ব্বস্ব, আমি মিথ্যা

ব'লবো। ভগবান্, যদি অপরাধ হয়—মার্জ্জনা ক'রো,—আমি আমার নই।

সমরকন্দাধিপতি। উত্তর ক'চ্চ না?

কাউ। সাহান সা! এই হীন অবস্থায় আমি আত্ম-গোপন ক'রেছিলেম। আমি কোজণ্ডী নগরের সওদাগরের পুত্র। সওদাগরিতে এসেছিলেম, পথে দস্যুরা সমস্ত লুটে নিয়েছে। লজ্জায় পিতৃস্থানে ফিরে যেতে পারি নাই, ভিক্ষু-কের অবস্থায় সাহানসার নগরে ছিলেম।

সমরকন্দাধিপতি। এ কথা কি সত্য? এ কথা আগে পরি-চয় দাও নাই কেন? তা হ'লে তোমার বেত্রাঘাত হ'তো না। কিন্তু সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান ক'র্‌বো; যদি সত্য হয়, তুমি রাজবন্ধুর সমাদর পাবে। কিন্তু যদি মিথ্যা হয়—এখনও বল —এখনও দেলেরাকে ছেড়ে চ'লে যাও, তুমি নিষ্কৃতি পাবে, নচেৎ তোমার শূল দণ্ড হবে।

কাউ। সাহান সা, আমি যথার্থ ব'লেছি।

সমরকন্দাধিপতি। দেখ্‌চি, তুমি ম'র্‌তে প্রস্তুত। তোমার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে আমার বন্ধুর পত্র আমি আজ পেয়েছি, তিনি ত্বরায় সমরকন্দে উপস্থিত হবেন। আপাততঃ আমার বন্ধুর পুত্রের ন্যায় আদরে থাক, বিচার পরে হবে।

[সমরকন্দাধিপতি ও গোলেন্দামের প্রস্থান।

(দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরা। আমি কালসাপিনী, বার বার তোমায় মজা-লুম। বোধ হয়, তোমার জীবনের কণ্টক হ'য়ে আমি জ'ন্মে ছিলেম। কি ক'ল্লেম, শেষ মিথ্যা কথা শিখিয়ে পতিঘাতিনী হ'লেম!

কাউ। দেলেরা—দেলেরা!—কেন কাঁদ? কেঁদনা— কেঁদনা, চাও—চাও—প্রফুল্ল বদনে চাও, আমি একমুহূর্ত্ত দেখে শত জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর নই!

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

দেলেরা। সখি, সখি! সর্ব্বনাশ হ'ল,—আর ত' কোন উপায়ই দেখ্‌চিনে; তুমি বাঁচাও—ও পাগল, আমার জন্যে পাগল। সন্ন্যাসিনি, আমায় সাহানসার কাছে নিয়ে চল। আমার কথায় তুমিও সাক্ষী দিও। আমি সাহানসাকে জানু পেতে জানাব যে, আমার জন্যে ও উন্মাদ। উন্মাদের সত্য-মিথ্যা নাই, আমি ওর সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমি ওরে কাঙ্গাল ক'রেছি,—শেষে ওর প্রাণবধ ক'র্‌লেম! ও পাগল—ও পাগল—ওর অপরাধ নাই। সাহানসাকে মিনতি ক'রে ব'ল্‌বো—আমায় দণ্ড দেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল। চল—চল সখি, সাহানসাকে মিনতি করিগে চল।

কাউ। দেলেরা, কেন আমায় ব্যাকুল ক'র? জীবনে-মরণে আমি তোমার। তুমি জেন'—আমাদের প্রেমের স্থান আছে,—আমাদের মিলনের স্থান আছে। যদি লোকের চক্ষে বিচ্ছেদ হয়, তার জন্যে কেন ভাব? আমরা অনন্ত কাল অবিচ্ছেদে থাক্‌বো। আমি এ ধর্ম্মমন্দিরে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে সত্য ব'ল্‌ছি, আমাদের কখন' বিচ্ছেদ হবে না!— দেলেরা, তুমি কেঁদনা।

গোলে। সখি, তুমি ভেব না। বাদ্‌সার দুহিতা গোলেন্দাম আমায় ভগিনীর ন্যায় দেখেন,—আমার অনুরোধ তিনি ঠেল্‌বেন না,—তিনি তাঁর পিতার নিকট মার্জ্জনা চাইবেন।

কাউ। কে? কে? মা গোলেন্দাম! আহা তাঁর চরণে বিদায় নিয়ে আস্‌তে পারিনি, আমার এই খেদ রইল। মা উদাসিনী, আপনি যদি মার দেখা পান—ব'ল্‌বেন যে, তাঁর ছেলে কোন অপরাধ করেনি।

দেলেরা। সখি, গোলেন্দামের নাম কুক্ষণে আমি অভাগিনী বাদ্‌সার নিকট ক'রেছিলেম। আমি বাল্যকালে তাঁর নাম জান্‌তেম, তিনি আমার বাল্যসখা,—আমি জান্‌তেম—তিনি পরমাসুন্দরী তাই ঈর্য্যাবশে সে কথা বাদ্‌সার নিকট উল্লেখ ক'রেছিলেম—এই তার বিষময় পরিণাম। সখি, আমায় যে আপনার ক'রেছে,—তারে আমি আজীবন যন্ত্রণা দিলেম।

গোলে। ভেবনা;—গোলেন্দাম সাহানসার অন্তঃপুরে আছেন, তিনি তোমার স্বামীর জন্য মার্জ্জনা চাইবেন। সাহানসার তিনি একমাত্র সন্তান, সাহানসা তাঁর কথা কখন' ঠেল্‌বেন না।

[সকলের প্রস্থান।

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মোসাফের খানা

মির্জ্জান, মনিয়া ও নেহার।

মির্জ্জান। বাপু, তুমি কি চাও?

নেহার। আমি বড় গুছিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো না,— ঐ ছুঁড়া বেশ ব'ল্‌তে পার্‌বে। তবে মোটের মাথায় একটী মেয়ে মানুষের কাছে তোমায় যেতে হবে। তোফা মেয়ে মানুষ, পছন্দ না হয়— চ'লে আস্‌বেন।

মির্জ্জান। বাপু, আমি ফকীর, আমি সেখানে যাব কেন?

নেহার। তোমার পায়ে পড়ি চল। তুমি গেলে আমার এই মেয়ে মানুষটা হাতে লাগে। ফকীর সাহেব, একটু বন্ধুর কাজ কর।

মির্জ্জান। আমি ফকীর, আমি স্ত্রীলোকের কাছে যাব না।

মনিয়া। আপনার কি এত ফকিরী অভিমান? যদি কেউ দারুণ যন্ত্রণায় প'ড়ে—দারুণ দুঃখের অবস্থায়,— অনাথিনী-কাঙ্গালিনী অবস্থায়—তোমায় ডাকে, তার বেদনা মোচন করা কি তোমার ফকিরীতে নাই? তোমার ফকিরীতে কি বলে—স্ত্রীলোকের দুঃখ দুঃখ নয়?

নেহার। বাহবা—ফকীর চাঁদ! ফকীর চাঁদ, দুটো শিখে যাও!—সাবাস মনিয়া—সাবাস্!

মির্জ্জান। যার নিমিত্ত আমায় ডাক্‌তে এসেছ, তিনি কি পীড়িতা?

মনিয়া। পীড়িতা?—মর্ম্ম-পীড়িতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী, বিহ্বলা—উন্মাদিনী!

নেহার। তাইত, তাইত! এইবার ফকীর, লাগ না? ফকীর, কথা কাটাকাটিতে পারবে না,—নইলে আমার পছন্দ হয়? ফকীর! ফকীর! সুড়্ সুড়্ ক'রে চ'লে এস। পার্‌বে না, পার্‌বে না,—কথার চোটে পার্‌বে না।

মির্জ্জান। ইনি কে? এঁর কিছু মস্তিষ্ক চঞ্চল বোধ হ'চ্ছে! এরে সঙ্গে এনেছ কেন?

নেহার। হ্যাঁ, হ্যাঁ! এইবার আমি ব'ল্‌তে পারি। জান ফকীর, ওর জন্যে আমি মরি! তোমরা দু'জনে ওর সঙ্গে আমার বে' দিয়ে দাও।

মির্জ্জান। আমরা দু'জনে? আমার সঙ্গে যে ফকীর থাকেন, তিনি?

নেহার। না—না—যার কাছে নিয়ে যাব,—সেই উদাসিনী! সেই মজুন্—সে হাত গুণ্‌তে জানে। সে ঐ নূতন মঠে থাকে।

মির্জ্জান। (মনিয়ার প্রতি) তুমি না কোন দুঃখিনী রমণীর কাছে আমায় নিয়ে যাবে ব'ল্‌চো? তুমি কি আমায় নূতন মঠের উদাসিনীর কাছে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু তুমি ব'ল্‌লে—মর্ম্ম-পীড়িতা,—তুমি কি ফকিরণীর কথাই ব'লেছ?

মনিয়া। হ্যাঁ, আমি সেই ফকিরণীর কথাই ব'ল্‌ছি। ফকীর, আশ্চর্য্য হবার ত' কিছু কথা নয়। মর্ম্ম-পীড়িতা ফকিরণীও হ'তে পারেন, ফকীরও হ'তে পারেন। একথা যদি না জানেন, আমার মুখে শুনে শিখুন।

মির্জ্জান। তোমার উদ্দেশ্য কিছু বুঝ্‌তে পারচি না। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

মনিয়া। তিন জনের জীবন দান দিতে।

নেহার। আর আমাদের বিয়ে দিতে।

মির্জ্জান। এও কি তোমার প্রয়োজন?

মনিয়া। হ্যাঁ। যদি পবিত্র প্রেমের মিলন দেখি— যদি তিনটী প্রেমিক প্রাণ অকূলে কূল পায়—যদি প্রেমের খেলা সুখময় বুঝ্‌তে পারি—তা হ'লে তোমার পদধূলি নিয়ে, আমি এই পাগলের গলায় বরমাল্য দেব।

নেহার। পাগল কি বাবা চিরকাল ছিলেম? নয়না মেরে পাগল ক'রে দিলে,—আপনার দোষটী ব'ল্‌চ না!

মির্জ্জান। চল, আমি যেতে প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মঠের সম্মুখ

টাহার ও পরিয়া।

টাহার। না, তুমি দিব্যি ছুঁড়ী! দূর কর,—ও দেলেরা বেটীকে চাইনি—ও পথে পথে ঘুরুক!

পরিয়া। তুমি কি আমায় সত্যি চাও, না—হু'দিন বাদে পায়ে ঠেলে যাবে?

টাহার। না ছুক্‌রী।

পরিয়া। তোমার ত' আজ এর ওপর মন, কাল ওর উপর মন?

টাহার। ঐ রকমই মনটা বটে;—এক জনের উপর বসেনি, রূপের ঝোঁকে গিয়ে টাকা খরচ ক'রেছি। কিন্তু দেখ' ছুক্‌রি, আমি দরদ পাইনি। কিন্তু তুমি সে রকম নও, ঠাট্টাটা-তামাসাটা ঝাড়' বটে, উল্লুক বানিয়ে দাও, বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু দেখ, তোমার মুখে দরদ দেখি, চ'খে দরদ দেখি, কথায় দরদ দেখি,—এমন দরদ আমি কোথাও পাইনি।

পরিয়া। কেন, তোমায় কি কেউ দরদ করেনি?

টাহার। ব'লেছি ত, অমন ঢংএর মুখ মোচান, তা ঢের মুছিয়েছে, বাতাস ক'রেছে, গা টিপেছে, পা টিপেছে—কিন্তু সে এ রকম নয়।

পরিয়া। তুমি দেলেরাকে চাও না?

টাহার। অন্য কেউ হ'লে, আমি দম ঝেড়ে ব'লে দিতুম,—না। কিন্তু তোমার সাক্ষাতে তা পারবো না। তোমায় চাই, কিন্তু একদিন মনে হ'চ্ছে, বেটীকে মাথায় ক'রে এনে, পায়ে ক'রে থেৎলে বেটীর গুমোর ভেঙ্গে দি। তারপর বলি, 'যা বেটী যা—তোর বাবার কাছে চ'লে যা।'

পরিয়া। ওঃ—তোমার এমন সব মতলব? তুমি আমায়ও কোন্ দিন ফেলে পালাবে!

টাহার। মাইরি ব'ল্‌ছি না—মাইরি ব'ল্‌ছি না; —তোমায় বুঝিয়ে দিলুম বোঝনা কেন? কিন্তু বেটীকে একবার জব্দ ক'র্‌বার মন আছে।

পরিয়া। তুমি যদি ঐ মন ছাড়,—জব্দ ক'র্‌বার মন যদি ছেড়ে দাও—আমি তোমায় খুব ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস,—কিন্তু যাকে ভালবাস না—সে যদি তোমায় জব্দ করে, তোমার ব্যথা লাগে কি না বল দেখি? হ্যাঁ বুঝ্‌বো, তোমার কেমন দরদী প্রাণ।

টাহার। না—না, তুমি ভালবেস'। ও মন থেকে ছেড়ে দেব।

পরিয়া। দেব না!—তোমায় দর্‌বারে কাল ব'ল্‌তে হবে যে, তুমি দেলেরাকে চাও না,—দেলেরা যেখানে ইচ্ছা যাক্।

টাহার। আচ্ছা, তুমি খুব ভালবাস্‌বে?—কেমন—ভালবাস্‌বে?

পরিয়া। এই দেখ,—তোমার পানে এম্‌নি ক'রে চেয়ে হাস্‌বো।

টাহার। বেশ বেশ। যাক্ বেটী জাহান্নমে। বাঃ—বাঃ—তুমি বেড়ে চাও বেশ ছুক্‌রী—তোমার চোখে দরদ্ দেখেছি—আমি রাগ ভুলে গেছি!

পরিয়া। আচ্ছা এস,—দেলেরা আর সেই পাগলের সঙ্গে আজ রাত্রে আমোদ ক'র্‌বে, তা যদি পার, তা হ'লে আমার বিশ্বাস হবে, যে কাল তুমি সাহানসার কাছে ব'ল্‌বে—যে তুমি দেলেরাকে চাও না।

টাহার। আচ্ছা চল। দেখ, এক একবার রাগের যদি ঝাঁকি মারে, তুমি অম্‌নি ক'রে আমার পানে চেও—ব্যস্!—প্রাণ গলিয়ে দেব। ব'ল্‌বো যে, যা ব্যাটা দেলেরাকে নিয়ে যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মির্জ্জান ও গোলেন্দামের প্রবেশ)

মির্জ্জান। একটী স্ত্রীলোক আর এক ব্যক্তি, তার মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল বোধ হ'ল—কিন্তু দেখ্‌লেম—উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—তাদের অনুরোধ যে আপনি আর আমি উভয়ে মিলে তাদের বিবাহ দিই। তাদের অনুরোধে এলেম, আর ভাব্‌লেম যে, তিন দিন এই মঠে থেকে সাহানসার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে স্থানান্তরে চ'লে যাই। কিন্তু তুমি যে ভাগ্যহীন দম্পতীর কথা ব'ল্‌ছিলে,—তারা কোথায়? আমার তাদের মুখে, তাদের দুঃখের কাহিনী শুনতে বড় ইচ্ছা!

গোলে। আজ তারা আনন্দে মত্ত আছে।

মির্জ্জান। সে কি? কাল প্রাণদণ্ড হবার আশঙ্কা—আজ আনন্দ ক'চ্চে!—

গোলে। আমার কথামত আনন্দ ক'চ্চে। কি জানি, আমার পাগলের মন—আজ ভোরে স্বপ্ন দেখেছি, যেন প্রেমময় ঈশ্বরের দূত এসে আমায় ব'ল্‌ছেন—"যদি এই ধর্ম্মস্থানে—যদি আজ অকপটে আনন্দ-উৎসব হয়,—যদি পরস্পরের মনের দুঃখ অকপটে জানায়, তা হ'লে মঙ্গল হয়।" তাই সকলে অকপট ভাবে আনন্দ ক'চ্চে। কাল্‌কের কথা ভাব্‌ছে না। প্রেমিকের প্রাণ, মিলনের সময় ভাবে না। প্রভু, আপনার মনে মলা নাই, আপনার অন্তর-বাহ্য সমান, আপনি আমার হ'য়ে আনন্দ করুন—দেব-আজ্ঞা প্রতিপালিত হোক্‌। আপনি নির্ম্মলচিত্ত, আমায়ও নির্ম্মল করুন। আমি বড় ব্যথিতা!

মির্জ্জান। ফকিরী নিয়ে যদি আপনার মর্ম্মব্যথা থাকে, আমারও মর্ম্মব্যথা আছে—আমিও অকপট চিত্ত নই, আমার হৃদয় দেখাবার নয়,—আমার হৃদয় সন্দেহপূর্ণ—আমিও প্রেমে ব্যথা পেয়েছি। এ দুঃখের কাহিনীতে আমারও সেই প্রেমের কাহিনা উদ্দীপন হ'চ্ছে।

গোলে। ফকীর! যদি তোমার দুঃখ থাকে, আমায় দাও। আমি দুঃখ বইতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি—আমি দুঃখ বই! তুমি বল, তোমার কি মর্ম্ম-ব্যথা? তোমার ব্যথা আমায় দাও,—তুমি আজ রাত্রে আনন্দ কর—এই আমার মিনতি। তুমি আনন্দ ক'র্‌লে সকল মঙ্গল হবে। আমার প্রেম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ হবে।

মির্জ্জান। উদাসিনি, তুমি কারে আমোদ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছো জান না!—কোন্ অভাগার সঙ্গে আমোদের কথা ক'চ্চ জান না! বিশেষ তোমার স্বর শুনে, আমার অন্তরে যে কি উদয় হ'চ্চে—তোমায় কি ব'ল্‌বো? অম্‌নি মধুর স্বর আমি শুনেচি,—কিন্তু চ'লে এসেছি—চ'লে এসেছি—বিনা অপরাধে চ'লে এসেছি—কলঙ্কের ভয়ে চ'লে এসেছি। ভেবেছি—সয় সোক্‌ আমার উপর দিয়েই সোক্‌!—অকলঙ্ক পিতৃকুলে না কলঙ্ক অর্পিত হয়। তুমি জান না—আমার অবস্থা বোঝ না। ভাল, তুমি এ বিবাহের কথা জান কি? সাহানসার মুখে শুনেছি যে,ঐ রমণী সাহানসা-দুহিতার বাল্য-সহচরী ছিল, একি সত্য কথা?

গোলে। আমি সে কথা আপনি জানি।

মির্জ্জান। আমি বড় অভাগা, তোমার যদি দুঃখের ভার আমায় দিতে পার—দাও, তুমি আনন্দ কর।

গোলে। তুমি কি আমার দুঃখের ভার নেবে—পার্‌বে? দেখ,—অঙ্গীকার কর।

মির্জ্জান। ধর্ম্মস্থানে অঙ্গীকার ক'র্‌তে পারিনি। আমার প্রাণ কেমন হ'য়েছে—এস, আনন্দ করি এস। যে যে আনন্দ ক'র্‌বে—আসুক! এস, আজ আনন্দে রাত্রি প্রভাত করি! যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, আমার পক্ষেও সত্য হ'তে পারে,—আমারও কলঙ্ক দূর হ'তে পারে। আমিও আমার প্রাণপ্রিয়াকে পেতে পারি।

গোলে। এস ফকীর, আনন্দ করি।

(সখিগণ, টাহার, নেহার প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

(সখিগণের গীত)

রম ঝমকে ঝমকে পিয়ালা।
ঝমকে চমকে চলি হেলা দোলা খেলা॥
তর তর্ তর তর ঘুমে, বদন ঘন ঘন পবন চুমে,
ঝুমে ঝুমে, ঝুমকি ঝন রণ ঝন রণ—
আঁখি ঝিমিকি মাতোয়ারা, দেল ভরপুরা,
রাগ রঙ্গে চলে মেলা॥

মির্জ্জান। সন্ন্যাসিনি! যদি আজ্‌কের রজনী সত্য হ'তো, যদি আমরা অভাগা অভাগিনী না হ'তেম,—যদি মনের মলা দূর ক'র্‌তে পার্‌তেম,—বোধ হয়, ফকিরী নিয়ে পৃথিবীতে সুখ ছিল।

গোলে। এ সুখে কি ঈশ্বর আমাদের বঞ্চিত ক'র্‌বেন? কখনই না! সন্ন্যাসি, তোমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না,—আমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না,—কখনই না!—

মির্জ্জান। ব্যথা কেমন ক'রে যাবে? এ যাবার নয়! শোন', আমাদের পাশে ব'সে কে কথা ক'চ্চে।

কাউ। দেখ দেলেরা, মৃত্যুতে আমার আর একটী লাভ হবে। আমার মাকে আমি কলঙ্ক-সাগর হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পারবো। বাদ্‌সা মির্জ্জান যেখানে থাকুন, তিনি যদি আমার মৃত্যু-কাহিনী শোনেন, তাঁর মনেও শান্তি হবে! আমি সাহানসার কাছে কোন কথা গোপন ক'র্‌বো না। আমি মৃত্যুকালে ব'ল্‌বো যে, গোলেন্দাম আমার মা! এ

কথায় যে অবিশ্বাস ক'র্‌বে,—আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ব'ল্‌বো, যেন সে আমার দশা প্রাপ্ত হয়।

মির্জ্জান। উদাসিনি, উদাসিনি! আমি থাক্‌তে পার্‌লেম না। আমি চ'ল্লেম—আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—উদাসিনি, জান না, আমার অন্তরে দাবানল জ্ব'ল্‌ছে!—নিব্বে না, নিব্বে না—প্রতি বায়ুতে ঘৃতাহুতি দিচ্চে! নিব্বে না—শীতল হবে না! জ্বালা জুড়াবে না!—

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

গোলে। পরিয়া, চ'লে গেল!

মনিয়া। ফকীরের জন্য আমি দায়ী। ফকিরণি, কিছু ভাব্‌বেন না। আমি কৌশল ক'রে এনেছি, আমিই এনে দেব—আমি এই ধর্ম্মমন্দিরে শপথ ক'চ্চি।

নেহার। হ্যাঁ ফকিরণি! ও খুব বাগাতে জানে,—খুব বাগিয়ে এনেছে।—আবার ব'লেছে—তোমরা ফকীর-ফকিরণীতে আমাদের বে দিয়ে দেবে—তাইতে সুড়্‌ সুড়্‌ ক'য়ে চ'লে এসেছিল।

গোলে। কেরে—কেরে—আমার প্রাণ-জুড়ান কথা কইলি? কেরে, আমায় আশা দিলি? কে তুই? আয়—একবার তোরে আলিঙ্গন করি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। উদাসিনি, সেলাম! সাহানসার আজ্ঞায় আমি কয়েদী আর তার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। প্রভাত হ'য়েছে—তাদের যেতে অনুমতি দিন।

গোলে। চল, আমি তাদের নিয়ে যাচ্চি।

কাউ। দেলেরা! দেলেরা!—

দেলেরা। কাউলফ! কাউলফ!—কি হবে?

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দরবার

সমরকন্দাধিপতি, মির্জ্জান ও কোজণ্ডী নগরের বণিক।

সমরকন্দাধিপতি। ইনিই কোজণ্ডী নগরের বণিক। এ'র পুত্র নাই।

মির্জ্জান। তা আমি জানি।

সমরকন্দাধিপতি। তবে কি ব'ল্‌ছেন—মার্জ্জনা?—

মির্জ্জান। সাহানসা! এ প্রেমে উন্মত্ত হ'য়েছে, এর হিতাহিত বিচার-শক্তি কিছুই নাই।

সমরকন্দাধিপতি। সে অপরাধ আমি মার্জ্জনা ক'র্‌তে চেয়েছিলেম। কিন্তু ধর্ম্মস্থান কলুষিত ক'রেছে—আমি মার্জ্জনা ক'র্‌লে মিথ্যার প্রশ্রয় দেব। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপর চেয়ে আপ্‌নার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লেম না—ক্ষমা করুন।

(কাউলফ, দেলেরা, নেহার, টাহার, সায়েদ খাঁ ও ফকীরের প্রবেশ)

সমরকন্দাধিপতি। আমি সকল অবগত হ'য়েছি,—তোমার নাম কাউলফ, বাদ্‌সা মির্জ্জানের সেনাপতি ছিলে। অতি গুরুতর অপরাধে তুমি বহিষ্কৃত হও,—তার পর এই প্রতারণা, ধর্ম্মগৃহ কলুষিত ক'রেছ।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। পিতা, পিতা!—হুকুম দেবেন না, কন্যাকে মার্জ্জনা করুন। এ অভাগার প্রাণদান দিন!

সমরকন্দাধিপতি। কে তুমি?

গোলে। আমি আপনার অভাগিনী কন্যা গোলেন্দাম।

সমরকন্দাধিপতি। গোলেন্দাম! তুই যখন ছদ্মবেশে আমার নিকট আসিস্, তখনই ভেবেছিলেম—তুই কে! তোর গলার স্বরে—তোর অবয়বে, তখনি আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। কিন্তু দেখ্‌লেম,—তোর ফকিরণীর বেশ—আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লেম না। দেখ্‌ছি—প্রতারণাই তোর জীবন। গোলেন্দাম, তুই কাউলফের প্রাণ ভিক্ষা

ক’র্‌তে এসেছিস্? শ্বশুরকুলে কলঙ্ক দিয়ে,—পিতৃকুলে কলঙ্ক অর্পণ ক’র্‌তে এসেছিস্?

গোলে। পিতা, কি ব’ল্‌ছেন? আমি কদাচ কলঙ্কিনী নই। কাউলফ আমার পুত্র,—আমায় ও জননী জ্ঞান করে,এ কথা সত্য—আমি বাদ্‌সার নিকট,পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে ব’ল্‌ছি। পিতা, আমি কলঙ্ক অর্পণ ক’র্‌বো? কখন’ না!—আমার পতি ধ্যান জ্ঞান, পতি-শোকে আমি উদাসিনী—আমার পতি-আরাধনা আজীবন ব্রত। নিশ্চয় জান্‌বেন,—আমি রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ ক’র্‌বো না। যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি আমি পতিপ্রাণা হই,—যদি এই দণ্ডে সে প্রমাণ আমি দিতে পারি, তবে আমি প্রাণ রাখ্‌বো, নচেৎ এখনি আপনার সমুখে প্রাণত্যাগ ক’র্‌বো।

কাউ। সাহানসা! মৃত্যু-আজ্ঞা দেন,—আমি মরণ সময়ে ব’লে যাই যে গোলেন্দাম আমার মা! জাঁহাপনা, রাজ-আজ্ঞার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম! গোলেন্দাম! প্রাণেশ্বরি—তোমায় বড় যন্ত্রণা দিয়েছি—আমায় মার্জ্জনা কর। কাউলফ মৃত্যুকালে কি বলে—এই শোন্‌বার জন্য আমি অপেক্ষা ক’রছিলেম। তাই এতক্ষণ হৃদয়েশ্বরীর চরণে মার্জ্জনা চাইনি। কি আশ্চর্য্য, আমি তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারিনি! কিন্তু আর লুকোতে পার্‌বে না, মার্জ্জনা কর।

গোলে। প্রভু! প্রভু! দাসীকে কি ব’ল্‌ছেন, দাসীর অপরাধ হয়!

সমরকন্দাধিপতি। কে? বাদসা মির্জ্জান?

গোলে। হাঁ পিতা—এই নিদর্শন স্বরূপ বাদ্‌সাই অঙ্গুরী দেখুন।

সমরকন্দাধিপতি। বাদ্‌সা, আপনি স্বয়ং উপস্থিত। আপনি বিচার করুন,—আমি দায়ে খালাস।

মির্জ্জান। দেলেরা! তোমার বাল্য সখীকে আলিঙ্গন কর। কাউলফ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক’র্‌বে কি? ভাই, এস—একবার আলিঙ্গন কর।

নেহার। মনিয়া, মনিয়া!—এইবার ফকীর-ফকিরুণীকে ব’লে আমরাও জোড়া হই।

টাহার। বেশ ব’লেছিস্ নেহার;—তোর আক্কেল হ’য়েছে। এস পরিয়া, আমরাও দু’জন ফকীর-ফকিরুণীর পায়ে সেলাম দিই।

মনিয়া। ফকীর সাহেব! এই ভাল্লুকটার গলায় মালা দিই?

মির্জ্জান। দাও,—চিরসুখিনী হও।

টাহার। ফকিরুণি, আমরা?

গোলে। পরিয়া, কি বলে লো? শোন্ না।

পরিয়া। আর ব’ল্‌বো কি? এই বাঁদরটা পুষ্‌বো।

কাউ। দেলেরা—দেলেরা! তুমি আমার?

দেলেরা। তুমি আমার!

টাহার। দেলেরা, আমার প্রাণ যেমন সুখ-সাগরে ভাস্‌ছে, তোম্‌রাও দু’জনে তেমনি সুখ-সাগরে ভাস’। আমি প্রাণ খুলে ব’ল্‌ছি।

কাউ। (টাহারের প্রতি) ভাই! ভাই! আমায় কি মার্জ্জনা ক’র্‌বে?

টাহার। একদম ভুলে গেছি,—তোমার কাছে পিরীত শিখে নিয়েছি। আমি আমার মনের মত পেয়েছি। বাবা, তুমি দেলেরার টাকার জন্যে ভেবনা,—তোমার বাঁদর ছেলে মানুষ হ’য়ে গেল। বাবা, মনটা বড় পরিষ্কার হ’য়েছে—তুমিও পরিষ্কার মনে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

সায়েদ। বাদসা! সমরকন্দাধিপতি!—আপনারা সাক্ষী হোন, আমি কাউলফ আর দেলেরাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ ক’চ্চি। পরিয়া, মা, তুমি আমার কুলের রত্ন!—তুমি আমার ঘরে ব’সে ঘর আলো কর। নেহার, তুই আমার ছেলের মত, তুইও আজ পরম রত্ন পেয়েছিস্! সকলে সুখে থাক, আমি বৃদ্ধ—আশীর্ব্বাদ করি।

কোজণ্ডী বণিক। বাদসানন্দ! বেগম সাহেব! সমরকন্দ-ঈশ্বর! সমাগত প্রজাগণ! সকলে শোন,—কাউলফ আমায় পিতা ব’লেছে;—আমি অপুত্রক,—আমি ওর পিতা! আমি কোজণ্ডী নগরের বণিক,—এ নগরে সুন্দর বাণিজ্য ক’রে গেলেম। পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে ঘরে যাই।

সমরকন্দাধিপতি। বাদ্‌সা! আপনার আজ্ঞায় আমি প্রচার করি— সকলে আনন্দ কর; আজ পরমানন্দের দিন—সকলে আনন্দ কর, বাদ্‌সার আজ্ঞা।

মির্জ্জান। ফকিরুণি! সংসার সুখের! তোমার প্রেমের স্বপ্ন সত্য!

গোলে। ফকীর, আমার আজীবনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে কেন?

ফকীর। বাদসা, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তোমায় আমি চিন্‌তেম, তোমার ফকিরী গ্রহণে সংসারে পরম অমঙ্গল হবে! ভেবেছিলেম—তোমার সঙ্গে ফিরে যদি তোমার সন্দেহ দূর ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে মানবহিতকর কার্য্য হবে। মানবের হিতসাধন ফকীর ও সংসারী উভয়েরই কার্য্য। ঈশ্বর-কৃপায় আমার কার্য্য সাধন হ'য়েছে—তুমি সিংহাসনে ব'সেছ, খোদা তোমায় বাদসাই দিয়েছেন—বাদসাই কর। আমি ফকীর—ফকিরী করিগে। বাদ্‌সা, বুঝ্‌তে পেরেছ—সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে, ভগবানের সংসার—প্রেমের সংসার স্বরূপ জ্ঞান হ'লে,—কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্য কর্‌'লে—পরহিত সাধন ক'র্‌লে—ফকীর আর বাদ্‌সাই দুই-ই সমান।

মির্জ্জান। ফকীর, তুমি আমার গুরু! শিক্ষাদাতা,—তোমার চরণে শত শত সেলাম।

ফকীর। (গোলেন্দামের প্রতি) বেগম সাহেব, বিদায়।

গোলে। ফকীর! তোমার কৃপায় হৃদয়েশ্বর ফিরে পেয়েছি; দাসীর সেলাম গ্রহণ করুন।

ফকীর। (কাউলফের প্রতি) কাউলফ,—সংসারে সুখ-দুঃখ উভয়ই আছে। হেথা দুঃখের ভয় পাওয়া—হীনতার পরিচয়।

কাউ। হাঁ্যা ফকীর সাহেব!—তোমার চরণ-কৃপায় আমি বুঝেছি। সেলাম! আজ সকলেই মনের মতন!

টাহার। পরিয়া আমার মনের মতন!

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

মনের মতন যে পেয়েছে সে জানে।
আমোদের ঢেউ চলে কানে কানে।
যে মনের মতন চায়,
ক'র্‌লে যতন মনের মতন পায়,
না পেলে রতন কেন ডুব্‌বে দরিয়ায়;
যে চেয়েছে, যে স'য়েচে—সে পেয়েচে,
পায়, সরল প্রাণে যে জন খোঁজে,
মনের কথা যে মানে।
চ'লে যায় স্রোতে ভেসে, যেদিকে তার মন টানে॥

——

যবনিকা

পারস্য-প্রসূন

বা

পারিসানা

(গীতি-নাট্য)

[২৭শে ভাদ্র, ১৩০৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ

হারুণ-অল্‌-রসিদ	...	বোগদাদের খালীফ্‌।
জাফের	...	ঐ মন্ত্রী।
সুলতান মহম্মদ	...	বসোরার নবাব।
এলফদল্‌	...	বড় উজীর।
নুরুদ্দিন	...	এলফদলের পুত্র।
এলমোইন্‌	...	ছোট উজীর।
সেন্‌জারা	...	নবাবের পারিষদ।
ইব্রাহিম	...	উপবন-রক্ষক।

দালালগণ, ইয়ারগণ, সভাসদ্‌গণ, রক্ষকগণ, জেলে ইত্যাদি।

স্ত্রী

পারিসানা	...	পারস্যদেশীয় দাস-বালিকা (পারস্য-প্রসূন)।
আরসা	...	এলফদলের স্ত্রী (নুরুদ্দিনের মাতা)।
এন্‌সানি	...	এলমোইনের স্ত্রী।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকা, জেলেনী, সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বসোরা—গোলাম-বাজার

বাঁদীগণ ও দালালগণ।

(গীত)

সকলে।—
নয়া নয়া চাঁদের হাট,
নয়া সুরত নয়া ঠাট।

১ম দালাল ও বাঁদীদ্বয়।—
ছিল সেওড়া গাছে,
নাকের বিচে বজ্‌রা চ'লেছে,
যে দেখেছে সে তোবা ব'লেছে,—
গাঁ ছেড়েছে তাল্লাক দিয়ে,
পালিয়ে গেছে পেরিয়ে মাঠ॥

২য় দালাল ও বাঁদীদ্বয়।—
ঘোর যুবতী, খুপ্‌ সুরতী,
তাকিয়ে যেন মাজা,—
চ্যাপ্‌টা-মুখী, চাঁদবদনী,
কোলা বেঙের ধাঁজা,
গমকে গোঁ ভরে যায়,
শাপের মেঝে ধরে কাট।

৩য় দালাল ও বাঁদীদ্বয়।—

গো-ভাগাড়ে, ঘুমিয়ে ছিল বটগাছের ডালে,
দু'টী গাল উলেছে খালে,—
দেখ্‌লে হকিম তক্তা ছাড়ে,
হুমড়ি খেয়ে পড়ে লাট॥

৪র্থ দালাল ও বাঁদীদ্বয়।—

পগার-পারে ঝোঁপের ভিতর ছিল বিরলে,
খামকা এসেছে চ'লে,—
গরবিনী গোবর-গাদা
জুটেছে তাই মিল্‌লো সাট॥

(এল্‌ফদলের প্রবেশ)

১ম দা। অ'রে আইসেন সাহেব আইসেন,
এই পিঁড়ি পেইতে বইসেন!

২য় দা। আরে মৎ বইসো ওস্কা পাশ,
ওরা তোমায় চিজ্‌ দেহাতে পার্‌বে?

৩য় দা। আরে নে নে,—ফজ্‌র সাম্‌,
তুই ক'র্‌তেছিস্‌ কুলীর কাম।

২য় দা। ওড়া চিজ্‌ কনে পাবে,
তোমায় ঘুরায়ে ঘুরায়ে সার্‌বে।

৪র্থ দা। হামার এই কাম, গোলাম আলি নাম,
খাবো—লিচু আর গোলাব জাম;
চাও যদি খুপ্‌ সুরতি ঠাম, ফেল দাম।
দিল ঠাণ্ডা ক'রে, হাত ধ'রে নে ঘরে যান।
আর যদি রদী চিজ্‌ চাও,
ওনাদের কাছে যাও।

এল্‌ফদল্‌। আরে সমঝো হাল,
নাংতো আচ্ছা মাল,
হাম নেমক্‌ হালাল;
নবাবকো কাম্‌মে ম্যায় আয়া।
ম্যায়তো বড়া উজীর, দোয়া করে পীর,
তো মিল্‌ যায় জায়গীর।
আচ্ছা বাঁদীকি দর্‌ কেয়া?
দর্‌ বাৎলাও, চিজ্‌ দেখ্‌লাও,
জল্‌দি কর, মৎ ডর,
কই আচ্ছা মাল লাও?

৪র্থ দা। খোদা-কশম—খোদা কশম,
চিজ্‌ দেখেই হবা জখম্‌।

৫ম দা। সিরাজসে লায়া বাঁদী,
সুরৎ ক্যায়সা,—য্যায়সা বাদ্‌সাজাদী।
লেনা আমীরকা কাম, যো ছোড়ে ইনাম্‌;
মুলুক ঢুঁড়ো তামাম্‌,—সুবে সাম,
নেহি মিলেগা অ্যায়সা ঠাম;
গুল্‌কা রং—গুল্‌কা ঢং!

এল্‌ফদল্‌। ম্যায় মুলেগা, করেগা নবাব সাদি।

৪র্থ দা। আরে মৎ যাও, খোদা-কশম,
মাল বড়া রদী,
নেহি উর্‌দী, ধরা সদ্দি,—
খোদা-কশম—চিজ্‌ বহুৎ রদী।

(পারিসানার গীত)

যো লেওয়ে, সো পাওয়ে, দিল মেরি নেহি
দরদি সহি, বেদরদি সহি॥
মস্‌গুল্‌ হোকে, কই কদরসে গুল্‌কো দেখে,
ছাতি'পর উঠায় রাখে,
জমিন্‌মে তোড়্‌কে ফেঁকে,
গুল্‌ ওয়সে রহে, যো য্যায়সা রাখে,
মুঝে য্যায়সি রাখো, ম্যায় ঐসি রহি॥

এল্‌ফদল্‌। আরে, তোফা—তোফা—তোফা!
কহ সাফা, ইস্কি ক্যা দর?
মেরা লাগা নজর্‌।

৫ম দা। ম্যায় ঠক্‌ নেহি, মেরে একই দর,
লাখ রুপেয়া ফেকো,—লে চল ঘর।

এল্‌ফদল্‌। আরে কেয়া হ্যায়,
ঠিক্‌ বোলো জিস্‌মে দেগা।

৫ম দা। আরে খোদা-কশম্‌—খোদা-কশম্‌,
কম্‌তি নেহি লেগা।

এল্‌ফদল্‌। দেতা হাজার রুপেয়া—চিজ্‌ লেয়াও।

৫ম দা। খোদা-কশম, বাৎ না উঠাও।
দিল্‌ তোড়্‌কে,
দেতা দশ হাজার ছোড়্‌কে।
লে আও হাজার আশী,
কম্‌তি কহতো গলেমে লাগাও ফাঁসী।

এল্‌ফদল্‌। আরে লেও লেও চার হাজার।

৫ম দা। আরে খোদা-কশম্‌—খোদা-কশম্‌,
শুন্‌নে সে আওয়ে বোখার!
তোমারা খাতির্‌সে
ছোড়ে ফের দশ হাজার;
সো ভর লেয়াও?

এল্‌ফদল্‌। আরে, যাও যাও যাও,
দিল্‌লেগি কাহে উঠাও,
দেতা আউর্‌ এক—

৫ম দা। খোদা-কশম্‌—খোদা-কশম্‌,
আপ্‌তো মালেক;
খাতির্‌সে ছোড়্‌তা ফের দশ,
হুয়া যাট্‌—ব্যস্‌।

এল্‌ফদল্‌। আরে শুন্‌ মেরা বাৎ,
হাম বড়া উজীর,
নবাব কিয়া হুকুম জাহির;
ছোটা উজীর কেৎনা কিয়া,
নবাব উস্‌কা বাৎ নেহি লিয়া;
হাম্‌কো হুকুম দিয়া,
লেয়াও আচ্ছা বাঁদী,
হাম্‌ করেগা সাদি।
তোম্‌ বেচো, লেও আট হাজার,
নেহিতো হোগা গুণাগার।

৫ম দা। খোদা-কশম্‌—খোদা-কশম্‌,
দে দেও আউর দো হাজার,
ইস্‌মে লাফা কেয়া,
ইস্‌কি পিছে যো খর্‌চা কিয়া,—
সো বাতায়া;
দেখ্‌কে নবাব খুসি হোগা,
আপ্‌কে ইনাম্‌ দেগা।
তব্‌ হামারা বাৎ ইয়াদ হোগা।
ঘর্‌মে লে যাও,
বহুৎ হায়রাণ হ্যায়, থোড়া তদ্বির লাগাও,
ধো-ধাকে নয়া পোষাক দেকে তর্‌ বানাও,
তব্‌ নবাব কো পাশ্‌ লে যাও।
আপ্‌ য্যায়সা বড়া উজীর,
মিলেগা ত্যায়সা বড়া জায়গীর।
(সেলাম)

এল্‌ফদল্‌। আচ্ছা বাঁদী,
হোতা মেরা লেড়্‌কাসে সাদি!
[পারিসানাকে লইয়া প্রস্থান।

বাঁদীগণ।— (গীত)

আম্‌রা বিকোবো আর হাটে—
এখন চ'র্‌বো ধাপার মাঠে।
আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা খাবো পানি, উলে মেটে ঘাটে॥
শোন্‌লো স্বজনি, সাম্‌নে আঁধার রজনী,
যুঝ্‌বো তেমাথা পথে, ক'র্‌বো কুঁদুনী;
সখের ছাঁদুনী, ধ'র্‌বো কাঁদুনী,
হয় যদি তায় হোক খুনোখুনি;
সই লো সব সাম্‌লে থাকিস্‌,
কেউ যেন না পথ হাঁটে॥
[সকলের প্রস্থান্‌।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এল্‌ফদলের বাটীর একটী কক্ষ

পারিসানা।

(গীত)

তোরে করি লো মানা,—
ফুটোনা ফুটোনা কলি, পাবে বেদনা।
যে পাবে সে তুলে নেবে, অযতনে শুকাইবে,
প'ড়ে রবে ধুলায় নীরবে;
কলিকা জান না, কেউ তো কদর জানে না॥
নিয়ে যাবে হাট-বাজারে, বেচ্‌বে তোরে যারে তারে,
সৌরভে সে ভুলাবে কারে;
তাই বলি লো কমল-কলি, যাতনা প্রাণে সবে না॥

সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)

অযতনে ছিল এ রতন,—
মরি হায় বুক ফেটে যায় দেখ্‌লে চাঁদবদন!
মেখে ফুলের রেণু চাঁদের কিরণে,

নয়ন দু'টি এঁকেছে ধ্যানে ;
এলোকেশে বেশ ক'রেছে—
পাতায় ঢাকা ফুল যেমন।
মরি নারী হেরে মজে নারীর মন।

(আর্‌সার প্রবেশ)

আর্‌সা। এনেছি যতনে, যতনে রাখিব,
ভেবনা গো বিনোদিনি,
রমণীর মণি তুমি মা আমার,
নৃপশির বিলাসিনী।
রমণী-রতন সাধ নবাবের,
উজীরে কহিল ডাকি,
রূপগুণযুতা অতুলনা নারী,
পাইলে যতনে রাখি।
নবাবের সাধ পূরাতে, তোমারে
আনিয়াছে স্বামী মম,
প্রধানা বেগম হবি আদরিণী—
কেহ নাহি হবে সম।
থেকো সাবধানে শুন আমোদিনি—
রাণী হবে রেখ মনে,
কুমার আমার চপল-স্বভাব
না মিশে তোমার সনে।
মধুর সম্ভাষে ভুলায় রমণী,
কত মত জানে ছলা,
রেখো নিজ মান, ভুলনা ভুলনা,
ম'জো না সরলা বালা।

পারি। রাখিবে যেমন রব সেই মত,
নাহি প্রাণ-মন সাধ,
থাকি যার কাছে তারি মনে মন,
সাধ সনে মম বাদ।
স্মৃতির উদয় যেই দিন হ'তে,
পরের সে দিন জানি,
পর-প্রীতি হেতু ফুটে ফুল-কলি,
ফুল নহে অভিমানী।
সোহাগ-বিরাগ নাহি ঠাকুরাণি,
অধিনী আপন-হারা,
পর আপনার কেবা আছে আর,
সম এ জীবন-ধারা।

আর্‌সা। ছি ছি মা অমন কথা,
আর ব'লো না আর ব'লো না,
আজ বাদে কাল বেগম হবে,
তোর সনে বল্ কার তুলনা ?
মনের মতন সাজিয়ে তোরে,
পাঠিয়ে দিব সভার মাঝে,
তুল্‌বি বদন, নয়না-ছুরি,
বাদ্‌সার যেন বুকে বাজে।
যতনে সিংহাসনে,
বুকে ক'রে তুল্‌বে যবে,
কথা কি স'র্‌বে মুখে,
মুখ পানে তোর চেয়ে রবে।
হেসে হেসে মধুর ভাষে
যখন দু'টি কথা ক'বি,—
সোহাগে ফুট্‌বে হৃদয়,
হৃদ্-মাঝে তোর ব'স্‌বে ছবি !
প্রাণ মন তোরে সঁপে,
ভুল্‌বে সদাই তোর কথাতে,
কিবা তোর থাক্‌বে বাকি
নবাব যখন পাবি হাতে।
এখানে থাক্ না দু'দিন,
খাওয়াই দাওয়াই আদর ক'রে,
কে জানে, তুই মা আমার,
মন সরে না দিতে পরে।
যা হবার হবে পরে,
কার বা মেয়ে থাকে বশে,
নবাবের মাথার মণি,
রাখ্‌বো ঘরে কি সাহসে।
রাজ-মহলে রাজ-আদরে,
তুই তো আমায় যাবি ভুলে,
মোহিনী ছবি খানি,
আমি হৃদে রাখ্‌বো তুলে।
সে তখন যা হয় হবে,
ভুলিস্ নে মা, কারুর কথায়,

হ'ও না আপন-হারা,
বাজ পেতে নিও না মাথায়।
আছিস্ তোরা মান করিস,
মুরুদ্দিনকে কাছে যেতে,
দুষ্ট-ছেলে দেখ্‌তে পেলে,
তখনি সে উঠ্‌বে মেতে।
[আর্‌সার প্রস্থান।

সখিগণ। চল চল লুকোও ঘরে
এলো ব'লে পাচ্ছি সাড়া,
হ'লে পরে চ'খে চ'খে,
ভার হবে লো তারে ছাড়া।
জহর যেমন তোর আঁখিতে
তেম্‌নি আঁখি জহর-ভরা,
বদন তুলে চাইলে পরে
হয়লো নারী জ্যান্তে মরা।
যেমন তোমার মধুর হাসি,
তারও হাসি মধু ঢালে,
চতুরা কে রমণী,
কথাতে না পড়ে জালে।
সমানে বাধলে সমর,
হানাহানি হবে নানা,
রণে আর কাজ কি ম্যানে,
থেকো না লো করি মানা।
[সখিগণের প্রস্থান।

(মুরুদ্দিনের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

মনের মতন রতন যদি পাই।
বুকের নিধি বুকে নিয়ে উধাও হ'য়ে যাই॥
আমার ব'লে ডাকে সে আমায়,
আবেশে মুখের পানে চায়,
হ'য়ে তার প্রেম ভিখারী বিকিয়ে থাকি পায়;
আমার ফুট্‌লো কলি হৃদ-মাঝারে,
আদরে বসাবো কারে,
মন নিয়ে যে মন দিতে চায়,
মনের মতন কেউ তো নাই॥

ধ্যানে বুঝি মন, করে দরশন,
এ রতন মনোময়ি,
না জেনে বাসনা, করিত কামনা,
মোহিনী মানস-জয়ী।
মানব-মানসে, অধর সরসে
ধ্যানে হেরিবারে নারে,
ছবি প্রাণ মাখা, প্রাণে রঙে ঢাকা,
প্রাণ সদা খোঁজে যারে।
নারী অতুলনা, বদন তোল না,
বারেক চাহ না ফিরে,
দেখিব নয়ন, করিব যতন,
রাখিব হৃদয় চিরে।
দেহ পরিচয়, জুড়াও হৃদয়,
শুনি প্রেমময় বাণী,
জন-বিনোদিনা, মন বিকাশিনা
আমোদিনী প্রেম-রাণী।

পারি। থেকো না, আমার সনে—
কইতে কথা আছে মানা,
পণে কেনে পণে বেচে,
প্রেম তো আমার নাইকো জানা।
গ'ড়েছে নারীর মতন,
প্রাণ তো আমার তাড়িয়ে দেছে,
ফুটেছি শুকিয়ে যাবো,
পরের তরে আছি বেঁচে।
মন দিয়ে মন নিতে নারি,
নারীর গঠন নই ত নারী,
ভেসে যাই ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
যে তুলে নেয় হইতো তারি।

মুরু। হৃদয়ে নিচি তুলে,
আর যেও না কারু কাছে,
ধর প্রাণ—যতন কর,
ফিরবে তোমার পাছে পাছে।
প্রাণ নিয়ে প্রাণ খুঁজে দেখো,
খুঁজে পেলে আমায় দিও,
আমার আর নইতো আমি,
যা আছে তা তুমি নিও।

(সখিগণের গান করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ)

(গীত)

ফুটেছে কমল-কলি, আপ্‌নি এসে জুট্‌লো অলি।
সে কেন শুন্‌বে মানা, মিছে কেন বলাবলি।।
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জেনে তাই ভ্রমরা আসে,
যারে যে ভালবাসে, সে যায় তার পাশে;
জেন লো প্রেম যেখানে—সেখানে ঢলাঢলি।।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

এল্‌ফদলের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

আর্‌সার প্রবেশ।

আর্‌সা। এ কি অনাসৃষ্টি,
গায়ে হ'চ্ছে অগ্নিবৃষ্টি,
এমন গুষ্টিছাড়া ছেলে কি আর হবে!
যেটি মানা ক'র্‌বে,
সেটি আগে ধ'র্‌বে,
বারে বারে মিন্‌সে কত সবে।
মেনে পীর, হ'য়েছে বড় উজীর,
তাইতে তাকে নবাব হুকুম দিলে;
আন্‌লে বাঁদী,
নবাব ক'র্‌বে সাদি,
হতচ্ছাড়া ছোঁড়া তারে নিলে!
চারিদিকে দুস্‌মন,
ছোট উজীর নয় যেমন তেমন,
নবাবকে কি আর ব'ল্‌তে বাকি ক'র্‌বে!
প'ড়্‌লে নবাবের রাগে,
জল খায় গোরু-বাঘে,
সব্বাইকে মেরে ছোঁড়া ম'র্‌বে।

(এল্‌ফদলের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্‌। কোথায় গেল নোরো ছোঁড়া,
লাগাবো বিশ কোড়া,
এ বাৎ কি থোড়া সমুঝ ক'র্‌ছে!
নবাবের বাঁদী আন্‌লুম ঘরে,
ছোঁড়া কিনা তারে ধরে!
আমার কোতল, গিন্নী টেনা প'র্‌ছে!
দেখ, ছোঁড়ার করি কি হাল,
ঝাড়ি গায়ের ঝাল,
বক্কে আমার আগুন জ্বেলে দিলে!
কোথা ইনাম পাবো,
তা নয় কোতল হবো!
কুট্‌কুটে ওল ভাতে দিয়ে গেলে!
দেখ বক্ক,
কামটা হ'লো ভারি শক্ক,
ফোক্ক যদি নবাবের কাণে ওঠে;
ওঠে পাঠ, মোকাম হয় মাঠ,
আর জল্লাদের হাতে উজিরী যায় ছুটে!
ধর্‌—দে তাড়া,
ওই পালায় ছোঁড়া,
আর আন্‌তো সেই ছুঁড়ীকে,
তার সমুঝ করি থোড়া?

(পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)*

হ'লে হায় চ'খে চ'খে—
আর কি থাকে, মন বিকুলো।
বাধা কি সাধে মানে,
প্রাণে প্রাণে মিলে গেল।।
নিত্যি তো হ'চ্ছে এমন,
মনের ফাঁদে পড়ে লো মন,
মন খুঁজে নেয় তার মনের মতন;
চলে মন মনের স্রোতে,
বাধা কে হায় দেবে তাতে,
বিধির লিখন হয় যেমন হ'লো।
দু'জনে কোথায় ছিল,
কোথায় থেকে কোথায় এলো।।

এল্‌ফদল্‌। তবে রে বেটী বাঁদী, বাঁদার বাঁদী!
বাদ্‌সাই তক্ত কি তোর বরাতে মেলে!
এনে ঘরে প'ড়লেম বিষম ফেরে,

গুষ্ঠী সুদ্ধর মাথা বেটী খেলে !
বেহায়ি, শুন্‌লি নে মানা,
সাম্‌নে সোণা—হলি কাণা,
হীরে ফেলে ওড়নায় কাঁচ বাঁধ্‌লি !
ওলো সয়তানি, ছিল কি দুস্‌মনী,
গন্তানী তুই খুব বেইমানী সাধ্‌লি !
বল বেটী,
নয় মাথায় দেব তিন চাঁটি,
মাথা খেয়ে কি দেখে তুই ভুল্লি !
সমুঝ্‌ ক'র্‌লিনে তিল,
গলায় বেঁধে শিল,
দরিয়ার বিচে খামকা গে উল্লি !

পারি ।— (গীত)

প্রেম-সাধ নাহি পরশে,—
পরের ইঙ্গিতে ফিরি, নহি তো আপন বশে।
কিশোরে স'য়ে বেদনা, প্রাণ মম অবেদনা,
অতি বেদনায় প্রাণ ব্যথা জানে না ;
বাসনা কামনা মানা, প্রাণ কিসে প্রেমে রসে !
কি দোষ বল না মম, পাষাণ-পুতলী সম,
মতিহীনা গতিহীনা—জীবন বহে অবশে।

আর্‌সা। তবে রে বেটী—তবে রে,
শেষে তোর কি হবে রে,
এই বয়সে এত ঝুটো কথা !
বেটা আমার খুপ্‌সুরৎ,
তোর দিলে গে লাগ্‌লো জোৎ,
তাইতে ওৎ ক'রে লো খেলি আমার মাথা !
বল দেখি সাচ্চা বাৎ,
আমার বেটাকে তোর চায়না আঁৎ,
আমার সাতে বুরা বাৎ ক'স্‌নে ;
যা হবার হ'য়ে গেছে,
পাকা ফল ফল্‌বে না কেঁচে,
ঝুট্‌ মুট্‌ আর গুনাগারী হ'স্‌ নে।

সখিগণ।— (গীত)

সরোবর—বুক পেতে ধরে,—
নিয়ে বুকে চাঁদের ছবি জল আলো করে !
ধীর পবনে উঠে কত ঢেউ,
সে কি হায় গুণ্‌তে পারে কেউ,
চাঁদ মেখে গায়,
ঢেউ ভেসে যায় সোহাগের ভরে।
সাজে সই, চাঁদের হারে,
চাঁদ কেন তার হৃদাগারে,
যদি সুধাও তারে ব'ল্‌তে সে নারে,—
সে জানে রূপের কদর,
রূপ হেরে যার মন হরে !

এল্‌ফদল্‌। যা তোরা যা,—পেয়েছি যে ঘা,
মাগী-মিন্‌সেয় ব'সে থানিক সাম্‌লাই,
কোত্থেকে আন্‌লুম বালাই—
কোত্থেকে আন্‌লুম বালাই !

[সখিগণ ও পারিসানার প্রস্থান।

শোন গিন্নি, পীরকে দিয়ে সিন্নি,
মনে মনে যা জানি তা করি।

আর্‌সা। আমারও হ'চ্চে আঁচ,
ভাব্‌ছি সাত পাঁচ,
বুঝ্‌তে নারি—কোন সড়ক এখন ধরি।

এল্‌ফদল্‌। তোমার তো নাই কেউ,
একটী মনের মতন হয় বউ,
ক্ষতি কি তায়, রাখ্‌বো কথা চেপে ;
বড় একটা হয়নি গোল,
কে বল বাজাবে ঢোল,
কেউ গোল করে ত টাকা দেব মেপে।

আর্‌সা। ছোট উজীর সয়তানের সেরা !

এল্‌ফদল্‌। কিসে পাবে এন্দারা—
চুপি চুপি লেড়কার দেবো সাদি ;
যদি নবাব পুছ্‌ করে, ব'ল্‌বো দেখ্‌চি ঘুরে,
এখনও পাইনে ভাল বাঁদী।

আর্‌সা। তবে আছে একটা বাৎ,
বুঝ্‌ কর তোমার লেড়কার সাত,
বাঁদীর সাতে সাদি যদি না করে ?

এল্‌ফদল্‌। সাদি ক'র্‌বে না, ধ'র্‌ব গর্দ্দানা,
বুকে হাঁটু দেবো, যায় ভেড়ো যাক্ ম'রে।

আর্‌সা। তুমি খুব শাসাবে, যখন আক্কেল পাবে,
আমি ছাড়িয়ে দেবো,
যদি বাঁদী করে সাদি—
তা আগে বাংলে নেবো।

(নুরুদ্দিনের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্‌। বেশ সাবাস —
বেটা কোথায় যাস ?
এখনি ক'র্‌বো খুনোখুনি!
তোর বেইমানী আগাগোড়া জানি,
দাঁড়া কিলিয়ে তুলো ধুনি। (প্রহার)

নুরু। বাবা বাবা, তোবা তোবা—
আর মেরো না, জান বেরুবে।

এল্‌ফদল্‌। তবে রে বেটা, নচ্ছার বেটা,
তবে রে বেটা—তবে,—

আর্‌সা। কেন আর হও হায়রাণ,
দেও ছাড়ান;
দেও বেটার এই বাঁদীর সাতে সাদি।

নুরু। বাহবা, বাহবা—তুমি আচ্ছা বাবা,
কি ব'ল বো মা,—সাদি দেও যদি,
দেবো কাজ-কর্ম্মে মন,
রোজগার ক'র্‌বো কাঁড়ি কাঁড়ি ধন,
দেখোদেখি—বেচাল আর কি পাবে।

এল্‌ফদল্‌। আমি দিই সাদি,
তারপর বউ নে ঘরে বসে কাঁদি!
বউ ফেলে জুয়া খেল্‌তে যাবে।

নুরু। আমি দিয়েছি তাল্লাক,
জুয়া খেলে হ'য়েছি হাল্লাক্‌,
বদখেয়ালি আর কি মিয়া করে,
আবার—ফের—হ'য়েছে ঢের,
চোরটীর মতন ব'সে থাক্‌বো ঘরে।

আর্‌সা। তবে বাঁদীকে ডাকি?

নুরু। সত্যি নাকি! সত্যি নাকি!
আজই সাদি দেবা,
এরেই বলি মা, আর এরেই বলি বাবা!

(পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্‌ ও আর্‌সা।— (গীত)

ঝুম্‌কে ঝুম্‌কে আয়ি।
আজি জান্‌কা জান্‌ তুঝে বিলায়ি॥
দেখ যতনসে রতন লিও, নেহিতো ঘুমায়ে দিও,
বেদরদী না হোনা বুরা কিও;
নেহি বাৎকি, চিজ্‌ আঁৎকি,
দুখ্‌মে সুখ্‌মে এ রতন সাৎকি,
এ কলিজা কি রোসেন হো তুঝে বাতায়ি॥

সখিগণ।— (গীত)

প্রেমে সই, মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সেতো তা জানে॥
রূপে সই মন মজে না, সে বলে সে মন বোঝে না,
ভাস্‌তে সদা রূপ-সাগরে মনের বাসনা,
খেলে প্রেম রূপ লহরে, রূপের টানে প্রাণ টানে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নুরুদ্দিনের বাটী

নাচঘর

নুরুদ্দিন ও ইয়ার।
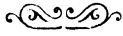
ইয়ার। তুমি জান না, এ দুনিয়া,—হেথা কেউ কারুর না। তবে কি জান, দিন ক'রে যা আমোদ ক'রে নিতে পার; বোঝ না, বাপ-মা কার চিরদিন থাকে, কেন সারা হও শোকে; আমোদ কর, মজা মার, কি হবে কেঁদে কেটে; কবর থেকে বাপ-মা কি আসবে? কেন রাতদিনই ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর,—আহ্লাদ-আমোদ কর, দান-ধ্যান কর, দশ জনে ভাল ব'লবে—ভালবাসবে।

নুরু। কি জান ইয়ার,
ক'রতো ভারি পিয়ার,
বাপ-মার ধার এ জন্মে কি শোধ যাবে!
কি জান, প্রাণ বোঝান দায়,
সদাই করে হায় হায়!
দিন যাক্, সবই সবে—সবই সবে।

ইয়ার। আরে নাও নাও এস,
চেপে গদীতে ব'সো,
প্রাণ ভ'রে খানিক গান শোন;
শুনলে গান,—তাজা হবে জান,
গলা যেন তলোয়ার খান;
মিছে কান্না-কাটী কেন?
এনেছি গুল সরাব,
পিয়ে যা বাদসা জনাব;
সরাব ঢাল, আমিবী চাল চাল',
ব'সো,আমি সব নিয়ে আসি।

[ইয়ারের প্রস্থান।

নুরু। আচ্ছা, ডাকি আমার জানিকে;
সেও ত কাঁদে কাটে, একলা থাকে,—
মিছে নয়, কার কে,—
আমোদ করি—দু'জনে জ'ম্‌কে ব'সে।
ও জানি,—ও মণি!
এস, একটু সরাব টানি,—
কি হানি,
টাকা-কড়ির তো অভাব নাই,
এস, মজা ওড়াই।

(পারিসানার প্রবেশ)

পারি। বেশ, বেশ, এস আমোদ করি দু'জনে।

নুরু। না—না, ইয়ার বক্‌সি নে।

পারি। তবেই হ'য়েছে, যা আছে তা ফুঁক্‌বে দু'দিনে!

নুরু। আরে নে নে, আর হাড় জ্বালাস্ নে, আমোদ করি আয়।

পারি। আচ্ছা, যা বল তাই, শুনবে না ত' আর, কাজ কি কথায়।

(স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

ঝন ঝন বাজে পায়েলা।
হেলা দোলা পিয়ারা মিল্‌কে খেলা॥
সুরথ পিয়ারা চলে, সুরথ আঁখি ঢুলে,
পিয়ালা পি লেও ব'লে;
রোসেন রাতি, কিয়ে রোসেন ছাতি,
রোসেন কি লহর চলে, দিল্ কি আসক্ মিলে,
রোসেন কা হরদম মেলা॥

নুরু। আও জান, ক্যা তোমারা নাম?
চক্‌কা মোকান তোমকো দিয়া!
আও পিয়ারি,
মেরা বড়া বাগিচা তোমারি,
দিল্‌কো চায়েন তোম কিয়া।
আও বিবি, আও,
দোসরা কাম্‌রেমে যাও,
বহুৎ হায় মাল খাজানা,

লে লেও যেত্তা খুসি, ওস্কা ক্যা ঠিকানা।
আও জান হীরা, দেখো আঙ্গুঠী কি হীরা,
তোমারি কিরা—
বেচ্‌নেসে মুলুক মিলে ;
লে লে তোম্‌কো দেতা হায় লে—
মেরা বহুৎ হায় মুলুক মোকান,
শোন মেরি জান, মেরি জান—
যো পসন্দ্‌ সো লেও,
পিয়ারি, মুঝে সরাব দেও !

সকলে।— (গীত)

তারারা তারারা প্রাণ কেমন করে ।
তোরি তরে, এস হৃদয়'পরে ॥
তারারা তারারা বদন তোল,
হেসে দু'টো কথা বল,
তারারা তারারা ছাড় ছলা, এস ধর গলা,
তারারা নয়নে প্রাণ নেছ হ'রে ।
তারারা স'পেছি প্রাণ তোরই করে ॥

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের দরবার

সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন্‌ ও সেনজারা।

মহম্মদ। কোন' ব্যাটা একটা বাঁদী আনতে পারলে না! কেউ ক'চ্ছেন দেওয়ানী—কেউ ক'চ্ছেন উজিরী।

সেনজারা। আ মরি মরি! আহা, নবাবের যৌবন থাক্‌তে থাকতে কেউ একটা বাঁদী এনে দিলে না গা! তা নবাব যে আমায় বলেন না;—সেদিন একটী তোফা বাঁদী হাতে এসেছিল,—মুখখানি যেন কাঁসী, নাকটী যেন আলুথরণ বাঁশী; ভেট্‌কী মাছের মতন হাঁ, আর বুনো ময়ুরের মতন রাঁ; কি ব'ল্‌বো রঙের কথা, যেন কচি সজ্‌নে পাতা, হাত দু'খানি যেন হাতা, চুলগুলি ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া, যেন মাথায় ধ'রেছে ব্যাঙের ছাতা; যদি চালালে ঠ্যাং, যেন মাদোয়ান ছাড়্‌লে ল্যাং, আর পা মুড়ে ব'স্‌লো যেন পাথুরে কোলা ব্যাং! গায়ে লাগে না কাতুকুতু, খালি খায় ছোলার ছাতু; ঘেঁটুফুল দে সেজে আর হাটে ব'সেছিল, হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল।

মহম্মদ। নে ব্যাটা, মস্করা রাখ্‌।

সেনজারা। আর একটী বাঁদী দেখেছিলেম আজ বৈকালে, সাতটী কোলের ছেলে ফেলে হাটে এসেছে, রূপের চটকে যেন আটচালা ছেয়েছে; দেহ যেন তাকিয়া, যে দেখে তার ছোটে হায়া, ঘুচে যায় নাওয়া-খাওয়া।

মহম্মদ। হ্যাঁ উজীর, তুমি কি ক'র্‌লে?

এল্‌মোইন। তা আমার অপরাধ কি জনাব, আপনি এল্‌ফদলের উপর ভার দিলেন, সে বড় উজীর; আমি কিন্তু তখনই ব'লেছিলেম যে, জনাব, ওর কাম নয়; সে আজ আনি, কাল আনি ক'রে—সিঙ্গে ফুঁক্‌লে।

সেনজারা। ভয় কি, তুমিও আজ আনি, কাল আনি ক'রে সিঙ্গে ফুঁক্‌বে।

মহম্মদ। শোন উজীর, আমার সাফ্‌ কথা, আমি বাঁদীর জন্য মন-মরা হ'য়ে র'য়েছি।

সেনজারা। নবাব মন-মরা হ'য়ে র'য়েছেন!

মহম্মদ। হ্যাঁ মন-মরা হ'য়ে র'য়েছি, একটা বাঁদী হয়।

সেনজারা। হ্যাঁ একটা বাঁদী হয়।

মহম্মদ। হ'লো কাছে ব'স্‌লো, গায় একটু হাত বুলুলে।

সেনজারা। হ'লো দাড়ী কুলুলে, পাকা দাড়ী দুটো তুল্‌লে।

মহম্মদ। হ'লো মুখ মুছালে—খাইয়ে দিলে।

সেনজারা। হ'লো, বুড়ো হাব্‌ড়া ম'লে, খানিক চোখ রগ্‌ড়ে কাঁদ্‌লে।

মহম্মদ। তবে রে ব্যাটা, তোর যত বড় মুখ—তত বড় কথা, আমি ম'র্‌বো!

সেনজারা। বালাই, আপনি কি বুড়ো, আপনার কচি যৌবন, বাঁদী সাদি ক'র্‌বেন দেড় পণ।

মহম্মদ। হ্যাঁ হ্যাঁ—হ'লো একটা গাইলে।

সেনজারা। হ'লো দুটো ঠোনা দিলে দু' গালে।

মহম্মদ। হ'লো হেসে দুটো মিঠে বাত ব'ল্‌লে।

সেনজারা। হ'লো কাম্‌ড়ে নিলে, নয় আঁচ্‌ড়ে দিলে।

মহম্মদ। তবে রে ব্যাটা!

সেনজারা। কাম্‌ড়ালে আমায়।

মহম্মদ। তোরে কাম্‌ড়াবে কেন?

সেনজারা। তবে মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়্‌লো।

মহম্মদ। হ'লো দুটো ফুল তুল্‌লে।

সেনজারা। হ'লো ইঁদুর ধ'র্‌লে—ছুঁচো মার্‌লে।

মহম্মদ। ইঁদুর ধ'র্‌লে কিরে ব্যাটা?

সেনজারা। সে কি ধ'র্‌বে—ধ'র্‌বে তার কেলে বেড়ালে।

মহম্মদ। কেলে বেড়াল কি রে ব্যাটা?

সেনজারা। তা ব'ল্‌ছি জনাব, গদ্দানাই নাও আর শূলেই দাও, বাঁদা যেই মহলে আস্‌বে, দু'টো ধেড়ে বেড়াল পুষ্‌বে, দু'টোতে দোর চেপে ব'স্‌বে;—যে কাছে আস্‌বে, দুই থাবা লাগাবে।

মহম্মদ। উজীর, শোন, যদি ভালাই চাও তো বাঁদী কিনে আন, নইলে উজিরী কেড়ে নেবো—দূর ক'রে দেবো।

সেনজারা। হাটে বাজারে নাও খবর,
বাঁদী আন্‌বে খুব জবর,
যেন খোদার খাসী,—
যেন তার থাকে মাসী,
বয়স সোত্তর কি আশী।

মহম্মদ। ক্যান্‌ রে ব্যাটা,—মাসী ক্যান্‌ রে ব্যাটা, মাসী কেন?

সেনজারা। জনাব, মাসী নইলে কি বাঁদী, কলা নইলে কি কাঁদি, লোকে কথায় বলে—যেন নর আর মাদী।

মহম্মদ। নর-মাদী কিরে ব্যাটা, নর-মাদী কি?

সেনজারা। ঐ মাসী বেটী নর, আর মাদী বেটী বাঁদী!

মহম্মদ। নাও উজীর, ফরমাস্‌ তো শুন্‌লে? যাও চ'লে, সাতদিনের ভিতর বাঁদী যোটাও, নইলে জাহান্নমে যাও।

সেনজারা। হ্যাঁ, এড়ান পাবেনা ম'লে, জনাব সাত পয়জার লাগাবে কবর থেকে তুলে।

এলুমোইন্‌। জনাব, যদি মাপ হয়তো বলি, একটা বেইমানি খবর শুন্‌ছি, বড় উজীর নাকি পারস্‌ থেকে হুজুরের জন্য বাঁদী কিনে তার ছেলেকে দেছে; আর ছেলে ব্যাটার আমিরা দেখে কে,—রোজ রোজ খানা, নাচ্‌না, গাওনা; আর তার একটা ছুঁড়ী আছে, দুনিয়ার বিচে যত আউরৎ, তার কাছে যেন বাঁদী। তাই তো মনে মনে বলি, এমন ছুঁড়ী কোথায় পেলে! ধ'রেছি এঁচে, জনাবের জন্যে বাঁদী কিনে সখ ক'রে আপনার ব্যাটাকে দিয়েছে।

সেনজারা। জনাব, মিছে মিছে মিছে, আমি রোজ রোজ ওদের বাড়ী যাই;—এক বেটী কালো—কুঁজী—খাঁদী, ছুঁড়ী না ছাই; দেখি তার সঙ্গে উজীরের ছেলের হ'য়েছে সাদি। ছোট উজীর, ফন্দিবাজী ক'র্‌ছো—তা চ'ল্‌ছে না, ভাল বাঁদীর কর ঠিকানা।

মহম্মদ। আ গেল তুমি ঝুট্‌ বল! আমি চ'ল্লেম, আমার খানার সময় হ'লো! যাও সাত দিনের ভিতর বাঁদী নে এস, যেখানে পাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

প্রথম ইয়ার ও নুরুদ্দিন।

১ম-ই। কিহে নুরুদ্দিন মিঞা, বেড়াতে বেরিয়েছ না কি?

নুরু। না ভাই, তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌তে এলেম, বাড়ীতে তো তোমায় পাবার যো নাই দু'তিন দিন গিয়ে ফিরে এসেছি, তোমার চাকর ব'ল্লে—বাড়ী নাই।

১ম-ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ঝঞ্ঝাটে বেড়াচ্ছি, চ'ল্লেম, সেলাম—সেলাম।

নুরু। ওহে শোন না, শোন না, বড় বিপদে প'ড়েছি।

১ম-ই। ভাই, আমার বিপদ্‌ দেখে কে!

নুরু। ওহে, কিছু টাকা না হ'লে আর আমার চ'ল্‌ছে না।

১ম-ই। তা আমায় কেন ব'ল্‌ছো, আরো ত তোমার পাঁচ ইয়ার আছে, তাদের ব'ল্‌তে পার না? একখানা বাড়ী দিয়েছিলে এই জোর,—তা না হয় ফিরিয়ে দেবো, তুলুন দেখ!

নুরু। অ্যায় যে দা! একে আমি মুখের জিনিষ খাইয়েছি, ওহে করিম—করিম?

১ম-ই। আঃ, আঃ! যে কাজে যাব—সেই কাজেই পেছু ডাক্‌বে? রাখ ভাই তোমার ইয়ারকি,—এখন আমার ফুপুর নানার চাচির মেসোর বড় ব্যামো; আমি হকিম ডাক্‌তে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

নুরু। ভগবান্! এই দোস্তি! এই ব'ল্‌তো—আমার জন্য জান দিতে পারে! এই দুনিয়া! ঐ দেদার আস্‌ছে, ও আমার কিছু উপকার ক'র্‌বেই! ওহে, ওহে, ওহে দেদার!—

(দ্বিতীয় ইয়ারের প্রবেশ)

২য়-ই। কিহে নুরুদ্দিন যে?

নুরু। তুমি তো আর আমাদের ওদিকে ভুলেও মাড়াও না।

২য়-ই। যাবো কি ভাই, আমি কি আর এদেশে ছিলেন।

নুরু। আমার সব শুনেছ?

২য়-ই। না, কিছুই তো শুনিনে।

নুরু। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

২য়-ই। বটে বটে, বড় দুঃখের কথা—বড় দুঃখের কথা!

নুরু। তা দেখ ভাই, সরম খুইয়ে তোমায় বলি, আজ যে কি খাব—তার সংস্থান নাই!

২য়-ই। কি আপশোষ—কি আপশোষ!

নুরু। তুমি ভাই যদি আমার একটী উপকার কর,—হাজার দশেক টাকা কর্জ্জ দাও, আমি একটা কারবার-সার-বার ক'রে খাই।

২য়-ই। ও আমার দশা,—কি ব'ল্‌বো ভাই, আমিও বড় পেঁচে প'ড়েছি; তোমার সেই বাগান খানা নিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছি, সেই বাগান নিয়ে ইমাম মল্লিকের সঙ্গে মামলা, বাড়ী-ঘর-দোর সব বাঁধা প'ড়েছে, জরুর গহনা বেচে খরচা যোগাচ্ছি।

নুরু। তা ভাই, কিছু না হয় দাও, আমার যে সত্যি সত্যি ডান হাত বন্ধ!

২য়-ই। কোথায় কি পাব বল, বিষয় পেলেই কি দু'দিনে ফুঁকে দিতে হয় হে, সাম্‌লে চ'ল্‌তে হয়।

[প্রস্থান।

নুরু। এই দুনিয়া! এই মানুষ! এই দোস্তি! দূর হউক, ঘরে দোর দে না খেয়ে ম'র্‌বো, তবু আর ছোট-লোকের খোসামোদ ক'র্‌বো না,—কমিনার কাছে হাত পাত্‌বো না!

(তৃতীয় ইয়ারের প্রবেশ)

৩য়-ই। কিহে, আমিরী ফুরিয়ে গেল? অত নবাবী কি চলে! ক'দিন আমাদের বাড়ী গেছলে শুনলেম, আমি তখনই বুঝেছি কিছু ধার চাই; ও আছেই,—আজ আমিরী, কাল জোচ্চুরী।

নুরু। হ্যাঁহে, তোমার বাড়ী ছিল না, ঘর ছিল না, দোর ছিল না, আজও যে আমার বাড়ীতে র'য়েছ!

৩য়-ই। তা কি ব'ল্‌ছি না, আরও দু'খ না থাকে দাও না নিচ্ছি, আহাম্মকের ধন—বুদ্ধিমানের অধিকার। এখনো বাড়ী খানা আছে, তা শুন্‌ছি বাঁধা, ছেড়ে দাও,—যা কিছু পাও—নিয়ে কোথাও দুঃখে-সুখে কাটাও—সেলাম।

[প্রস্থান।

(চতুর্থ ইয়ারের প্রবেশ)

৪র্থ-ই। কিহে, তোমার টাকা ধার ক'র্‌তে যে দালাল বেরিয়েছে, তোমার মতন ফতুর হবার কার গরজ প'ড়েছে বল? বাঃ—বাঃ, রেতের স্বপন—ভোরে ফুর'ল! সেই যে অপয়া বাড়ীখানা দিয়েছ, সেই হ'তেক আমার একদিনও ভাল নাই; তখনই ভেবেছিলাম যে, এ লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী নেবো না, হাভাতের জিনিষ নিতে নাই।

[প্রস্থান।

নুরু। এই কি সংসার! এই কি ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি, এই কি মানুষ! এই মানুষ কি দয়া-ধর্ম্মের আধার! কৃতজ্ঞতা!

তোমায় পশুপক্ষীর হৃদয়ে দেখেছি,বাঘ-ভাল্লুকের হৃদয়েও থাকা সম্ভব ; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তোমার স্থান নাই, এ কথা নিশ্চয়। রাক্ষস, দৈত্য, দানা,—লোকে যাদের অত্যাচারী বলে, তাদেরও দয়া আছে, তাদেরও ধর্ম্ম আছে, তাদেরও কৃতজ্ঞতা আছে। সয়তান কি মানুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর ! না —সয়তান মানুষের মতন ছল জানে না, মানুষের মতন বন্ধুর আকারে আস্‌তে জানে না, সয়তানকে দুস্‌মন জানে, মানুষকে বন্ধু জানে। সয়তান ! যদি তোমার সয়তানী শেখ্‌বার প্রয়োজন হয়,তাহ'লে মানুষের দোস্তি কর, বিশ্বাসঘাতকতা শিখ্‌বে, অকৃতজ্ঞতা শিখ্‌বে, হাসিঢাকা কুটিলতা শিখ্‌বে ; তোমার নরকের নীচের নরকে দেখে এস, সেখানেও মানুষের বাস, মানুষের তুলনায় তুমি দেবতা, মানুষ আর তোমার ঠেঁয়ে কি শিখ্‌বে ! তুমি সকল দোষের আকর হ'লেও তুমি কপট বন্ধু নও। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে দেখ, তুমিও প্রাণে দাগা পাবে। পৃথিবি ! শাস্ত্রে বলে তুমি সুন্দর, মানুষের থাক্‌বার জন্য সৃষ্ট হ'য়েছ ;—কিন্তু মানুষের নিঃশ্বাসে তুমি নরক অপেক্ষাও ঘৃণিত স্থান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সুরুদ্দিনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

পারিসানা।

পারিসানা।— (গীত)

কে জানে কেমনে দিন বয়,—
না জানি কঠিন প্রাণে স'য়ে স'য়ে কত সয় !
বহিয়ে জীবন-ভার, যন্ত্রণা হ'য়েছে সার,
গঞ্জনা আমার আমি তার ;—
বেদনা রাখিতে বিধি গ'ড়েছে মম হৃদয়,—
কে জানে কি আছে বাকী, দেখি আরও কত হয় !

(সুরুদ্দিনের প্রবেশ)

সুরু। স'রে যাও—স'রে যাও, তুমি মানুষের পয়দা—স'রে যাও—; আমি বাঘের সঙ্গে খেল্‌বো,ভালুকের সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বো,কালসাপ বুকে রাখ্‌বো, মানুষ না—মানুষ না—স'রে যাও—তুমি মানুষের পয়দা।

পারি। কি ব'ল্‌ছো ?

সুরু। দেখ, আয়নায় দেখ,—তোমার মানুষের মতন মুখ, মানুষের মতন চোখ, মানুষের মতন চাতুরী-ঢাকা সুন্দর গঠন,তুমি স'রে যাও—স'রে যাও—আমি মানুষের বিষে জর-জর হ'য়েছি ! স'রে যাও—স'রে যাও—

পারি। আমি তোমার বাঁদী, আমায় কি ব'ল্‌ছো ?

সুরু। মানুষ গোলাম হয়, বাঁদী হয়, জানের জান—কলিজার কলিজা হয়, আবার কুটিল দাঁতে বুকের ভিতর কাম্‌ড়ে ধরে ! অকৃতজ্ঞতা—অকৃতজ্ঞতা-বিষে জর-জর হ'য়েছি !

পারি। আমি তো তোমায় তখনি ব'লেছিলেম যে, দুনিয়ায় দোস্তি নাই ; দুনিয়ার দোস্ত টাকা, দুনিয়ার দোস্ত বল, আর দুনিয়ায় দোস্তি নাই।

সুরু। শিখেছি, আর কেন সে শিক্ষা দিচ্ছ, হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায় জেনেছি,আর শিক্ষার আবশ্যক নাই ! বন্ধু ভেবে যাদের বাড়ী গেলেম, যাদের বাড়ীতে পদার্পণ ক'র্‌লে, আপনাদের ধন্য বিবেচনা ক'র্‌তো, চুল দিয়ে জুতো ঝেড়ে দিতে চাইতো, আজ তাদের চাকর আমায় দেখে দোর দিয়েছে ! আমি তবু বুঝ্‌তে পারিনে,—আমি ভেবেছিলেম, অসভ্য লোক, আমার মান জানে না, তাই অমন ক'র্‌ছে। যার বাড়ী যাই, শুনি—বাড়ী নাই, আমি বুদ্ধিহীন—সত্য বিশ্বাস ক'রেছি, হবে—কোন কাজে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আজ সব ধন্দ ঘুচেছে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটেছে,—যারা আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছে, তাদের কাছে উদারান্নের জন্য হাত পেতেছি,—কুকুরের মত দুর দুর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি যাও, কেন আর আমার সঙ্গে থাক ! কেন অন্নাভাবে মর ! আমার উপায়—যা হবার তা হবে ! তুমি কেন আর আমার সঙ্গে থেকে দুঃখ পাও !

পারি। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব ?

সুরু। তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো, তোমার যেথায় প্রাণ চায়—যেথায় স্থান পাও—যেথায় সুখে থাক, যাও ! আর আমার কাছে থেকো না ! আমার কোথাও স্থান নাই ! যদি থাক্‌তো—যেতেম, তোমায় সঙ্গে নিতেম ! এই বাপ-পিতামহের বাড়ী, এইখানেই জন্মেছি, এইখানেই

ম'র্বো ! তারপর যে হয় টেনে ফেলে দেবে ! তুমি আর তিল বিলম্ব ক'রো না, হেথায় থেকো না, আমার ঘরে অন্ন নাই ! হাভাতের ঘরে থাক্তে নাই—তুমি জান না ?

পারি। প্রভু, আমি কিছুই জানিনা ! কিছু জান্বারও অধিকার নাই ! আমি বাঁদী, আমার জান্বার অধিকার কি ? আজীবন যদি কিছু শিখে থাকি, 'আমার কিছু জান্তে নাই'—এই শিখেছি। বালিকা বয়সে মা-বাপ জান্তে নাই শিখেছি, পুতুলের মতন যেখানে রাখে—থাক্তে শিখেছি; উঠ্তে ব'ল্লে—উঠ্তে হয়, ব'স্তে ব'ল্লে—ব'স্তে হয়, যে দাম দিয়ে কিনে নেবে, তার হ'তে হয় শিখেছি। আমার ইচ্ছা নাই—প্রাণ নাই—মন নাই; তোমার কাছে দু'দিন আর এক শিক্ষা শিখেছিলেম, সে শেখাও আমার ফুরাল, কিন্তু দাগ রইল ! যদি কখনও মৃত্যু হয়, যদি বাঁদীর মৃত্যু থাকে, সে দাগ যাবে কি না জানি না ! আমায় যেতে ব'ল্ছো ? কোথায় যাব ! তুমি যেখানে রাখ্বে, সেইখানেই থাক্বো !

নুরু। আমায় কি ব'ল্ছো, আমি কে ? আমি অর্থহীন পুরুষ—জীবন্মৃত পুরুষ,—হেয়, ঘৃণ্য, লোকের উপহাসস্থল।

পারি। তবে তুমি আমায় বিলিয়ে দিচ্ছ কেন ? লোকে বলে—আমার রূপ আছে, শুন্তে পাই, রূপের দরও আছে; যারা তোমার সাহায্যের জন্য এক টাকাও দিতে প্রস্তুত নয়, তারা আমার জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হবে। আমায় বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচ, যথেষ্ট অর্থ পাবে; যদি সাবধানে চল—আজীবন অভাব হবে না; আমার জন্য ভেবো না, আমি বাঁদী, বাঁদীর দশা যা হয় হবে। বাজারের জিনিষ বাজারে বেচে এস, তাতে তোমার দোষ কি, তাতে তোমার দোষ নাই। তোমায় আমি ভালবাস্তে শিখেছি—শিখেছি তার আর চারা নাই; তুমি সুখে আছ, তোমার অভাব নাই, যদি এ ধারণা আমার মনে থাকে, তা' হ'লে এ হেয় জীবনে কতক শান্তি পাবো; তুমি আমার মমতা ক'রো না।

(উভয়ের গীত)

নুরু।— প্রাণহীনা পাষাণে গঠন।
পারি।— বোঝনা বেদনা মম, তাই কহ কুবচন !
নুরু।— বোঝনা মম বেদনা, তাই দিতেছ যন্ত্রণা ;
পারি।— মম ব্যথা তুমি জাননা,—
কেমনে বুঝবে বল
দেখাতে তো নারি মন,—
নুরু। প্রাণ ধ'রে দিব পরে,—পরে কি জানে যতন !

(একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। নুরুদ্দিন সাহেব, আপনার দু'জন দোস্ত এসেছে।

নুরু। কে—কে ?

দাসী। আপনার সঙ্গে তাদের পথে দেখা হ'য়েছিল, তখন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, তাই চ'লে গেছেলেন।

নুরু। ওহো বুঝেছি, বুঝেছি,—তাইত বলি, এত বেইমানী কি হয় ! তোমায় তো ব'লেছিলেম, আমার দোস্তরা তেমন নয়, তারা থাক্তে কি আর কষ্ট পাব ! যাও দাই, তাদের আস্তে বল

[দাসীর প্রস্থান।

কি ভাব্ছো ? আবার সুদিন হবে, কেউ কি লাক টাকার কম দিতে পার্বে ! যে আমার ঠেঁয়ে অতি কম পেয়েছে, সে পাঁচ লাক টাকা পেয়েছে। তোমার কি হ'লো ! এত বিমর্ষ হ'য়ে রইলে কেন ?

পারি। প্রভু, দাসীর কথা শোন, পেছনের দোর দিয়ে পালাই চল, নইলে নিশ্চয় বিপদ হবে, ওরা বন্ধু নয়—শত্রু !

নুরু। তোমার ভারি অবিশ্বাসী মন, ওরা দোস্ত—দুস্মন নয়।

(দুইজন ইয়ারের প্রবেশ)

১ম-ই। নুরুদ্দিন—নুরুদ্দিন, তোমার বরাত ফিরেচে !

২য়-ই। আবার আমিরী কর আর কি।

নুরু। যখন তোমরা আমার বন্ধু, আমিতো আমীরই।

১ম-ই। শোন, শোন ! ও সব কথা রাখ, কাজের কথা শোন।

২য়-ই। উজীর সাহেব এসেছেন, তোমার সদরে খাড়া আছেন, তোমার বাঁদীকে নবাবের বড় মন হ'য়েছে, বেচে ফেল, যা চাও—তাই পাবে।

নুরু। হাঁ৷ হাঁ৷, তাই হবে, এখন কি এনেছ দাও, সরাব-টরাব আনান যা'ক, অনেকদিন আমোদ হয়নি।

১ম-ই। আমোদ তো এখন হরদম হবে, আমোদের ভাবনা কি, নবাব যখন হাতে হবে।

নুরু। তোমরা কি ব'ল্‌ছো, আমার বাঁদী কে? আমার স্ত্রী!

২য়-ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তাই ব'লেছি, খুব দর বাড়িয়েছি।

নুরু। কিহে, কি পাগলের মতন ব'ক্‌ছো?

১ম-ই। বিশ্বাস ক'র্‌ছো না, এই দেখ, ছোট উজীর সাহেব আপনি এসে উপস্থিত হ'য়েছেন।

(এল্‌মোইনের প্রবেশ)

এল্‌মো। এই বাঁদী!—বাঃ বাঃ তোফা বাঁদী, আচ্ছা বাঁদী—উম্‌দা বাঁদী! নুরুদ্দিন মিঞা, কি দর চাও, বল? আচ্ছা দর ক'রো না, বল—যা চাও, দেবো।

নুরু। পাজি! তোর জরুর কি দর বল্‌? হেথায় নিয়ে আয়, আমি কিন্‌বো।

১ম-ই। আরে নুরুদ্দিন মিঞা, পাগ্‌লামো ক'রো না—পাগ্‌লামো ক'রো না, কিস্‌মৎ পা দিয়ে ঠেলো না।

নুরু। সাবধান, তোমাদের সঙ্গে আমি নুন-রুটী একত্রে খেয়েছি, তাই এখনও স'য়ে আছি, নইলে এতক্ষণ গর্দ্দানার উপর মুণ্ড থাক্‌তো না। তুই উজীর ন'স্‌, তুই চামার,—তুই আমার স্বর্গীয় পিতার দুস্‌মন! এ তাঁর গৃহ, এখনি দূর হ, নইলে তোরে আমি জুতিয়ে তাড়াবো।

এল্‌মো। কি—এত বড় বাৎ! কৈ হ্যায় রে?

(রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

এই বেটাকে বাঁধ! আর এই বেটীকে টেনে নিয়ে চল্‌!

১ম-র। আরে ইস্‌কা বাপ্‌কা নিমক খায়া, ইস্‌কো বাঁধে ক্যায়সে!

২য়-র। অ্যায়সা হো সেকে!

এল্‌মো। বাঁধ না বেটারা, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

১ম-র। খামিন, উও বড়া জুয়ান হ্যায়।

নুরু। আরে নরাধম—আমায় বাঁধ্‌বি।

(আক্রমণ)

সকলে। বাবারে, খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে!

[ইয়ার ও রক্ষকদ্বয়ের প্রস্থান।

নুরু। নরাধম! (উজীরকে প্রহার)

এল্‌মো। তোবা—তোবা, হ'য়েছে বাবা—হ'য়েছে, ছাড়ান দে।

নুরু। পাজি! বাঁদী কিন্‌বে?

এল্‌মো। না বাবা, না! আমার বেটীর সাথে সাদি দিতে এসেছি।

নুরু। তুই পাজী, তুই বেইমান।

এল্‌মো। বেইমান মোর চৌদ্দপুরুষ।

নুরু। পাজী—

এল্‌মো। পাজী মোর চাচা।

নুরু। তুই দুসমন।

এল্‌মো। হ্যাঁ বাবা, দুস্‌মন মোর নানী।

নুরু। বাঁদীর বাচ্ছা, বাঁদী নেবে?

এল্‌মো। না বাবা, না বাবা, মুই বাঁদীর বাচ্ছার বাচ্ছা বাবা!

নুরু। ম'র্‌বার বয়স হ'লো তবু পেজোমো গেল না?

এল্‌মো। না বাবা না—গেল না বাবা—গেল না।

নুরু। আজ বাদে কাল ম'র্‌বি।

এল্‌মো। কাল ম'র্‌বো বাবা—কাল ম'র্‌বো।

নুরু। যা দূর' হ, তোরে মাপ ক'ল্লেম।

এল্‌মো। বেশ ক'র্‌লে বাবা—বেশ ক'র্‌লে।

নুরু। খবরদার—আর এ পথ মাড়াস্‌ নে।

এল্‌মো। আবার—এই নাকে-কাণে খৎ বাবা—নাকে কাণে খৎ।

[প্রস্থান।

পারি। আরও এখনো হেথা র'য়েছ! পালাও, নইলে প্রাণে ম'র্‌বে।

নুরু। তোমায় কার কাছে রেখে যাব!

পারি। আমার মায়া ক'র না! আমায় সঙ্গে নিলে এখনি ধরা প'ড়্‌বে।

নুরু। প্রাণের ভয়ে স্ত্রী ছেড়ে পালাবো, আমায় এমন কাপুরুষ মনে ক'রো না! আর পালাবই বা কোথায়! যে অর্থহীন, তার পৃথিবীতে স্থান কোথা!

পারি। এখানে থেকো না, চল—আমরা দু'জনে পালাই!

নুরু। কোথায় যাব?

পারি। যেখানে দু'চোখ যায়, চল—কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে থাকি।

নুরু। তুমি যাও! তোমার প্রাণে এখনও কোন সাধ পোরে নি! যদি ইচ্ছা হয়—নবাবের কাছে যাও, আমি বারণ ক'র্‌বো না, আমায় কোথা যেতে বল! রাজার হালে ছিলেম, কোথায় কুকুরের মত পালাবো!

পারি। তবে এস, দু'জনেই মরি! তোমার পদে এই আমার মিনতি,—নবাবের দূত তোমায় বন্দী ক'র্‌তে এলে, তুমি আগে আমার প্রাণবধ ক'রে তারপর যা হয় ক'রো! তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে—এ আমার বাঁদীর কঠিন প্রাণে সইবে না! আজীবন দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখ দিও না! ঐ শোন, কার পদশব্দ শোন, বোধ হয় রাজদূত আস্‌ছে!

(সেনজারার প্রবেশ)

সেনজারা। বাবা নুরুদ্দিন! পালাও—পালাও—এই থোলে নাও, এতে আশরফি আছে; তোমার খিড়কীর দোরে দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত আছে, দ্রুতবেগে সমুদ্রের ধারে যাও; আমার এক বন্ধু সওদাগরিতে যাচ্ছেন, এই পত্র দেখিও, তাহ'লেই তোমাদের জাহাজে স্থান দেবেন। তোমার বাপের অনেক খেয়েছি, কিছু ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে দাও, পালাও—পালাও।

নুরু। মিঞা, তুমি আমার বাপের সমান।

[নুরুদ্দিন, পারিসানা ও সেনজারার প্রস্থান।

(রক্ষকগণসহ এল্‌মোইনের প্রবেশ)

এল্‌মো। ধর বেটাকে—বাঁধ বেটাকে! কোথায় গেল—কোথায় গেল—খোঁজ ব্যাটাকে—বাঁধ ব্যাটাকে—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বোগদাদ—দিলখোস বাগ

নুরুদ্দিন ও পারিসানা।

নুরু।— (গীত)

বিস্তার মেদিনী,—
মানব-বেদনা তুমি বুঝ কি মা শ্যামাঙ্গিনী!
কোথা হেরি মরুভূমি,
কোথা আমোদিনী তুমি,
কোথা তুঙ্গ শিলামালা, কোথা সলিল-ধারিণী।
তোমার হৃদয় সম, হের মা হৃদয় মম,
তোমারি গঠন সম, এ গঠন নিরুপম,
সহে মা তোমার যত, এ হৃদয় সহে তত,
প্রখর রবির কর, আঁধারে চলে দামিনী!

আহা, দেখ দেখ—অতি সুন্দর উপবন, এস—আমরা এই খানেই বিশ্রাম করি।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। হালা—ফের আবার আইছ,—বাগিচার মধ্যি শুইছ, সাথে ম্যায়ালোক আন্‌ছো! মজা উরাবে রাতে; এই ডাণ্ডার চোটে মজা উরান দ্যাহাচ্ছি। আরে হ্যাদে, এ দুটো কেডা,—দ্যাখ্‌তিছি যেন বাদ্‌সার ছাওয়াল, আর এডা যেন বাদ্‌সার বিটী!—কিছু ক'ব্‌বো না, বক্‌সিস্ দেবে অ্যানে।

নুরু। মিঞা, সেলাম্

ইব্রা। আরে কেডা তুই ভাল মানসের ব্যাটা, পরের বাগিচায় আইছ?

নুরু। সাহেব, এ কার দৌলতখানা?

ইব্রা। কেডার কও, দ্যাখ্‌ছ না, তোমার সাম্‌নে দারিয়ে আছি!

নুরু। তবেতো বেশ ভালই হ'য়েছে,—ভালই হ'য়েছে; আমরা প্রবাসী লোক, আপনার আশ্রয়েই থেকে যাই।

ইব্রা। থাক্‌বা—থাহ, কিন্তু আজ মোর রোজার দিন, খাতি দাতি কিছু পাবা না; খাতি দাতি চাও—গাঁট্‌থে পয়সা ফেলে, বাজারথে কিনে আনো।

নুরু। কেন সাহেব, রোজার দিনে তো রাত্রে রোজা খুল্‌বো।

ইব্রা। না, মুই রাত-দিনই রোজা করতি থাহি,—আজ নয়, কাল নয়, রোজা খোল্‌বো পরশু সাঁজে।

নুরু। মিঞা, এই দু'টী আশরফি নাও,—তুমি যদি কাউকে দিয়ে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। এ্যাঁ,—কি জোচ্চুরী কর্‌বার আইছ, তামায় হিঙ্গুল মাখাইছ, ঠিক আশরফির মতন কর্‌ছো!

পারি। কেন সাহেব, সন্দেহ ক'র্‌ছো? দেখছো না, ও আশরফি, তা যা হয় কিছু খাবার আনিয়ে দাও, তোমার তো লোকজন আছে।

ইব্রা। আরে পরদেশী মানুষ আইচ, কে ঠগাবে! আপনিই যাই, আপনিই যাই।

নুরু। মিঞা সাহেব, আর দু'টি আশর্‌ফি নাও, একটু সরাব যদি আন, আমরা রাত্রে সরাব না খেলে থাক্‌তে পারি না।

ইব্রা। কি! এত বড় বাত মোরে কও! মুই সরাব ছুঁই?

পারি। তা নয়, তুমি সরাব ছোঁও না জানি, কাউকে ব'লে যদি অনুগ্রহ ক'রে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। কি ক'র্‌বো—যাই, ঐ গাধাডা চ'র্‌তিছে দ্যাখ্‌তিছ?

পারি। এই একটা গাধাইত দেখ্‌তে পাচ্ছি।

ইব্রা। ঐডের গলায় ঝুলিয়ে সরাব আন্‌বো, মুই ছুঁবো না,—মুই ছুঁবো না, বুড়া হ'লেম—সরাব ছুঁতি পারি!

পারি। হ্যাঁ তাতো বটে—তাতো বটে; তায় হ'লো তোমার রোজার দিন।

নুরু। আর দেখ মিঞা, আর এই চারিটী আশরফি নাও, যদি কোন নাচ্‌নাওয়ালী টাচ্‌নাওয়ালী পাও, তা'হলে বায়না দিয়ে নিয়ে এস।

ইব্রা। কি আমোদ কর্‌বা নাহি, আমোদ কর্‌বা নাহি! তা আন্‌ছি, তা আন্‌ছি, মোর রোজার দিন, মুই থাকৃতি নার্‌বো, মুই থাকৃতি নার্‌বো!

পারি। মিঞা, আমারও রোজার দিন, আমি তোমার সঙ্গে এক কোণে প'ড়ে থাক্‌বো; ওরা আমোদ-টামোদ ক'রতে হয় ক'রবে।

ইব্রা। হ্যাদে, তুমিও রোজা ক'রছো নাহি? তা বেশ বেশ, দু'জনে থাক্‌বো, রোজা খুল্‌তি হয় খোল্‌বো, রাখ্‌তি হয় রাখ্‌বো।

পারি। তা সেই ভাল—তুমি এসগে, সব জিনিষ পত্র নিয়ে এস।

ইব্রা। (স্বগত) ওঃ আজ খুব বরাত খুল্‌ছে; এক আশরফির মধ্যি—খানা আর সরাব কিন্‌বো,তা থেয়েও কিছু থাক্‌বে; আর এক আশরফির মধ্যি নাচ্‌নাওয়ালা বায়না কর্‌বো, তা থেয়েও কিছু থাক্‌বে; দেহ না—পদীরে দেবো দু'টাহা, খুদীরে দেব চার, পুটিরে দেব তিন, আর ময়নারে দেব পাচ, এই তো আঁচ কর্‌ছি। ওঃ বড় মজা হবে অ্যানে,এই আশ্‌রফিতে বছর চল্‌বে। আর এই ছুড়াঁডের বুঝি আমার উপর মন পড়্‌ছে; কি জান, ও চহের কারথানা,ওর চহি লাগ্‌ছে; বুড়া হ্যাগ্‌লি কি হয়—রসিক সম্‌ঝেছে।

[প্রস্থান।

নুরু। বুড়োটা ভণ্ড, ওর বাগান নয়, কোন আমীর লোকের বাগান। চল, নিদেন এক দিনের তরে আমিরী চাল চালি, তারপর কাল সকালে যা থাকে কপালে!

(নুরুদ্দিনের গীত)

কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা, বুঝ্‌তে পারে কে কবে?
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল,
ভেবে কে ব'দলেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল সুখে রবে, আসে না সে কাল;
সময়ের স্রোত ব'য়ে যায়,
ওঠা নাবা ঢেউ চলে তায়,
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে,
ভয়ে ভয়ে সে রবে,—
ছেড় না, দিন পেয়েছ, আমোদ ক'রে নাও তবে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বোগদাদ—দিলখোসবাগের পশ্চাৎ—ক্ষুদ্র নদী

হারুণ-অল-রসিদ ও জাফের।

হারুণ। জাফের, আমার দিলখোসবাগে কোন আমীরকে বাসা দিয়েছ ?

জাফের। না, জনাব !

হারুণ। তবে ও কি ! ও রোস্‌নাই কিসের ? আমি ভেবেছিলেম বুঝি সহরে আগুন লেগেছে ; দেখ্‌ছি, তুমি কিছুই খবর রাখ না।

জাফের। জনাব, আমার এখন স্মরণ হ'লো, বাগিচা-রক্ষক আমায় ব'লেছিল যে, মক্কা থেকে কতকগুলি মোল্লা আস্‌বে, তাদের ঐ বাগিচায় স্থান দেব।

হারুণ। আচ্ছা, কি রকম মোল্লা দেখিগে চল।

জাফের। জনাব, তারা ফকীর লোক, তাদের কাছে গে কি ক'র্‌বেন, কাল সকালে তাদের সভায় ডেকে পাঠান যাবে।

হারুণ। আশ্চর্য্য হ'চ্ছো কেন ? আমার তো প্রজার কুটীরে কুটীরে ফেরা চিরদিন স্বভাব। এরা তীর্থ-স্থান থেকে এসেছে ব'ল্‌ছো, এদের কাছে যাব দোষ কি ? উজীর, এত আলো জ্বেলে মোল্লারা কি দেব-সেবা ক'র্‌ছে, আমায় দেখ্‌তে হবে। এই যে পোলের দোরও খোলা দেখ্‌ছি, বোধ হয় আমার সকল হুকুমই এইরূপ তামিল হয়। এই যে কারা আস্‌ছে, ঠাউরে দেখ দেখি,—জেলেই বোধ হ'চ্ছে না ? মাছ ধ'র্‌তে আস্‌ছে ; আস্‌বে না কেন, হুকুম আমার মুখের কথা বইত নয়,—তোমার মতন উজীর থাক্‌তে আরতো তামিল হবে না। এই তোমার মোল্লাদের সঙ্গে ভাব্‌ছি আমি মক্কায় যাব। আজ আমার হুকুম বেতামিল, কাল তক্ত থেকে আমায় নাবাবে !

জাফের। জাঁহাপনা, গোলামের গোস্তাকি মাপ হয়।

হারুণ। কতবার মাপ হবে ? এই দিকে এস, লুকোও. জেলেরা যেন আমাদের দেখ্‌তে না পায়।

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থান)

(জেলে ও জেলিনীর প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

রকম রকম জাল আছে।
যেখানে যা জাল চলে তা, ঠিক ফেলি এঁচে এঁচে॥
কাত্‌লা কি রুই দিলে গা ভাসান্‌,
দু'জনে দিই বেড়া-জালে টান,
বিষম জালে পায় না গো এড়ান ;
নিয়ে ছেঁক্‌নী জাল, করি চুণো পুটী ঘা'ল,
সুবণ-জালে হয় কত নাকাল ;—
পড়ে কুচো চিংড়ি আপনি ধরা,
পোল চাপা দি পেঁকো মাছে।
ঘাই দিয়ে কি এড়িয়ে যাবে,
জেলে-জেলেনীর কাছে॥

জেলে। মাগী, মাগী,—চুব্‌ড়ী পাত—চুব্‌ড়ী পাত !

জেলিনা। মিন্‌সে, মাছ বের করিস্‌নে, মাছ বের করিস্‌নে,—কে আস্‌ছে !

জেলে। তুই মাগীও যেমন, কে আর আস্‌বে ! উপরে আলো জেলে হল্লা ক'রে সরাব খাচ্ছে—শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে ?

(হারুণ-অল রসিদের প্রবেশ)

হারুণ। কে তুই ?

জেলে। কেউ নই বাবা—কেউ নই !

হারুণ। চুরি ক'রে মাছ ধ'র্‌ছিস্‌ ?

জেলে। মাছ ধ'র্‌ছি বাবা ! চুরি করিনে বাবা ! তোমার জন্যেই মাছ ধ'র্‌ছি বাবা !

হারুণ। আমার জন্যে মাছ ধ'র্‌ছিস্‌ তো দে—মাছ দে।

জেলেনী। ও বাবা ! ও মাছে বড় কাঁটা বাবা ! এই দু'টো পেটী কেটে দিই, নিয়ে যাও বাবা ! মুড়ো দু'টো রেখে যাও বাবা !

জেলে। চোপ বেটী,—এখনি দু'টো মুড়োই উড়িয়ে দেবে।

হারুণ। এইদিকে মাছ নিয়ে আয়।

জেলে। যাচ্চি বাবা, যাচ্ছি! জেলেনি, তুই জাল গুড়িয়ে বাড়ী যা, আমার বোধ হয় দিন গুড়িয়েছে! জমাদারের সঙ্গে যাই!

[হারুণ-অল-রসিদ ও জেলের প্রস্থান।

জেলিনী।— (গীত)

মিন্‌সে যদি মারা যায়—
ভাব্‌ছি তাই,
মনের মতন মানুষ পাওয়া হবে দায়!
একটু যেমন বয়স হ'য়েছে,
সে তেমন থাকেনা কাছে,
নেশার ঝোঁকে আন্‌মনে আছে ;—
খিট্‌খিটে নয়, হেসে কথা কয়,
মনের মতন হ'য়ে সদা রয় ;—
প্যান্‌পেনে, নয় জড়ানে, ফেরে না সে পায় পায়!

(জাফেরের প্রবেশ)

জাফের। ও মাগী!

জেলেনী। কি বাবা—কি বাবা! মাছের মুড়ো দু'টো ফিরিয়ে এনেছ বাবা? ও বড় কাঁটা মাছ,—খেলে গলায় বাধ্‌বে, ও পাকা মাছ চিবুলে দাঁত ভাংবে।

জাফের। ও মাগী শোন্, শোন্,—এই টাকা নে, মাছ কিনে নিস্; ব'ল্‌তে পারিস্, ঐ বৈঠকখানায় কারা আলো জেলে গোল ক'র্‌ছে?

জেলিনী। দোহাই বাবা! জানি নে বাবা!

জাফের। পোলের ফটক খোলা আছে কি ক'রে জান্‌লি?

জেলিনী। ঐ সর্দ্দার মালী সরাব্ কিন্‌তে গেছেলো, ভুলে দোর খুলে রেখেছে; আমি হাট থেকে যেতে দেখেছিলেম।

জাফের। সর্দ্দার মালী কে?

জেলিনী। ঐ যে বাবা, বুড়ো, দাড়ী নাড়ে, যে এই বাগানে থাকে; ঐ যে বাবা, যে চোখ বুজে রাত-দিন নেমাজ পড়ে।

জাফের। আরে কে এসেছে জানিস্?

জেলিনী। না বাবা! বড় কাঁটা মাছ বাবা; মুড়ো দু'টো দিয়ে যা বাবা! খেতে পার্‌বি না, দোহাই বাবা! দোহাই বাবা!

জাফের। চোপ মাগী।

[জাফেরের প্রস্থান।

জেলিনী। আমায় ক'র্‌লে মুখে চোপ্, মিন্‌সের দিয়েছে গদ্দানায় চোপ্। হায় হায়! কি হ'লো! মিন্‌সে ছিল ভাল, এদ্দিনে মারা গেল! আমি এখন অবলা,—কি করি—কি আর ক'র্‌বো,—ঘরে যাই, দুটি খাই, কেঁদে কেটে চোখ-কাণ বুজে কোনমতে আজ্‌কের রাতটা কাটাই! কাল সকালে যখন কবর দিতে যাব, মনের মতন যাকে পাব—নিকে ক'র্‌বো। আহা যেমনটি গেল তার চেয়ে একটী ভাল হয়!

(খালীফ্-প্রদত্ত রাজ-পরিচ্ছদে জেলের পুনঃ প্রবেশ)

জেলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি রকমটা দেখাচ্ছে, একবার জলে মুখটা দেখি ;—ওঃ আমীরের বাচ্ছা!

জেলিনী। ও বাবা—ও বাবা! আমার জেলে কোথায় গেল!

জেলে। (স্বগত) দেখ্‌ছি বেটী চিন্‌তে পারে নি, বাবা ব'লে ফেলেছে।

জেলেনী। ও বাবা! কথা ক'চ্ছো না কেন বাবা!

জেলে। স'রে যা বেটী, আমি এখন রেগেছি।

জেলিনী। আ মলো! তুই মুখপোড়া!

জেলে। খবরদার বেটী, আমীর-ওমরার সঙ্গে মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্!

জেলিনী। তবেরে ঝেঁটাখেকো! তুমি আমীর হ'য়েছ?

জেলে। স'রে যা' বেটী, খানিক পায়চারী করি,—আমরা আমীর ওম্‌রা, পায়চারী না ক'র্‌লে পান্তাভাত হজম হয় না।

জেলিনী। এখনো ন্যাকামো,—খ্যাংরার চোটে তোর আমিরী বের ক'র্‌ছি।

জেলে। এখানে খ্যাংরা কোথা পাবি বেটী?—খ্যাংরা কোথা পাবি? শোন্ শোন্—এইবারে বরাত ফির্‌লো, দেখ্‌ছিস বেটী—দেখ্‌ছিস, এ সব হীরে মুক্তো—

একটার দাম হাজার টাকা ; এই জুতোর মুক্তোটা তোর নথে দেব।

জেলিনী। আর ঐ জুতো দে তোর নাক ভাংবো।

জেলে। আ মর বেটী কুঁজ্‌ড়ো—জেলের মেয়ে কি না, এই আমিরী একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে শেখ ; তা না হ'লে আমার সঙ্গে আমিরী ক'র্‌বি কি ক'রে ?

জেলিনী। তবে রে পোড়ারমুখো—তোল্—জাল তোল্, নদীর ধারে আমিরী ক'চ্ছেন ?

জেলে। তবে চল্ চল্—ঘরে চল্, পা টিপ্‌বি আর আমিরী বাত শুন্‌বি !

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্‌খোসবাগ—নাচঘর

মুরুদ্দিন, পারিসানা, ইব্রাহিম ও নাচ্‌নাওয়ালীগণ।

নাচনাওয়ালীগণ।— (গীত)

সরলা মিলে সরলে।
আমোদে চল চল পিয়ালা চলে।
পিয়ালা জানে না ছলা, পিয়ালা চুমে সরলা,
আমোদে চলে পিয়ালা, আমোদে বলে পিয়ালা,
আমোদে প্রাণ ঢেলেছি, আমোদে আছি গ'লে॥

ইব্রা। হাদে সোণারচাঁদ! এদের তো নাচগান হ'লো, এইবার তুমি একটী গাও ?

পারি। মিঞা, কাছে ব'সো, ছ'টো কদর কর!

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা—বস্‌ছি বস্‌ছি।

পারি। কিছু খাও ?

ইব্রা। সে কি! সে কি! রোজা কর্‌ছি—সবার সাম্‌নে একি বল্‌তিছ, রোজা কর্‌ছি রোজা কর্‌ছি।

পারি। আমি এই ওড়না ঢাকা দিচ্ছি।

ইব্রা। ছার্‌বা না—ছার্‌বা না ?

পারি। না মিঞাসাহেব, ছাড়্‌বো না।

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা, আর রাত হইছে—রাত হইছে, অ্যাহন রোজা খুল্‌তে দোষ কি ? এই বার গাও—আরে ছি ছি—সরাব্ আমি ছুঁই ?

পারি। ছোঁবে কেন ? আমি আলুগোছে গালে ঢেলে দিচ্ছি।

ইব্রা। আরে কি কইছ! ছুঁরীরা রইছে, ছুঁরীরা রইছে !

পারি। এই আঁচল ঢাকা দিয়েছি।

ইব্রা। আরে কি কর্‌লে—কি কর্‌লে !

(মদ্যপান)

নাচনাওয়ালীগণ।— (নৃত্য-গীত)

রসের গুঁড়ো বুড়ো আমার, খায় না কেবল আড়ে গেলে !
ছোঁয়না সরাব্ নিষ্ঠে ভারি, আলুগোছে দেয় গালে ঢেলে।
ভাবে ম'জে চোখ বুজে থাকে,
নেটী-পেটী কাছে আসে, সে তারে ডাকে,
আস্তিনে সে সবার মন রাখে ;
সবা চায় প্রাণ ঢেলে দেয়, প্রাণের মতন প্রাণ পেলে,
আগাগোড়া চলে এক চেলে।

পারি। আর একটু খাও ?

ইব্রা। দেখ,—ওরা সব দ্যাখ্‌তিছে !

পারি। খাবে না ? তবে আমি উঠে যাই ?

ইব্রা। আচ্ছা, খেতেছি, তুমি আচল ঢেকে দাও। (মদ্যপান) এইবার তুমি গাও।

পারি। তুমি নাচ তো গাই।

ইব্রা। হাদে, নাচ্‌তে কি আছে—নাচ্‌তে কি আছে !

পারি। নাচ্‌বে না ? তবে আমি গাইব না।

ইব্রা। তুমি মোরে ব্যাভ্রম ক'র্‌তি চাও ?

পারি। আহা নাচ্‌লেই বা, এখানে আর কে আছে ; এস, আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচি এস।

ইব্রা। তুমি নাচ্‌বা—তুমি নাচ্‌বা ? ও তাই কও না ক্যান—তাই কও না ক্যান ? বিবিজান, সরাব পিবে না ?

পারি। তুমি আগে খাও।

ইব্রা। বিবিজান, নাচ্‌বা না ?

পারি। তুমি নাচ তো আমি গান গাই।

(গীত)

পারি।— দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে গিয়েছি ঠেকে।
প্রাণ-মন ম'জ্‌লো মুখ দেখে॥

ইব্রা।— বিবিজান, ঝুট্‌ না বল?

পারি।— বিদেশী ছল কত জানে,
নইলে প্রাণ কেন টানে,
মানে মানে ফির্‌বো কেমনে;
মনতো মানা না মানে,
দেখনা নয়ন-বাণ হানে;—
রসিক এসে রসের ঘরে—
দাঁড়িয়েছে এঁকে বেঁকে॥

ইব্রা।— বিবিজান, ম্যারে ফেল!

(জেলের বেশে হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

(হারুণ-অল-রসিদের গীত)

অ্যানেছি মছ্‌লি তাজা,
পাবা মজা ভ্যাজে খ্যালে।
দ্যাখ্‌বে অ্যানে চাটের চটুক,
পিয়ার সনে সরাব ঢ্যালে॥
বেচিনা হাট-বাজারে, যারে তারে,
নইতো তেমন জ্যালের ছ্যালে,
যে দর করে তার যাই না ঘরে,
মাছ দিয়ে যাই আমীর প্যালে॥

ইব্রা। আরে মাছ ব্যাছচো কি দর?

হারুণ। আরে সর্‌ সর্‌, এ মাছের তোর কিসির খবর?

ইব্রা। কি বল্‌ছো, মোরে চেন্‌ছো কি না চেন্‌ছো? মুই এই বাগিচার মালেক,—হালার পুত তা কি জান্‌ছো?

হারুণ। আরে তুইতো কমিনা,
সরকারে পা'স্‌ মাহিনা।

ইব্রা। হাদে, বটে—বটে—তোর গোস্তাকি বের ক'চ্ছি সোটার চোটে।

পারি। আরে মিঞা, ব'সো ব'সো,—
সরাব ঢাল'—কাছে এস!

ইব্রা। আচ্ছা, তুমি বল্‌ছ বস্‌ছি, কাল ফজরে হালার নাকে ঝামা ঘ'স্‌ছি।

হারুণ। দ্যাখ্‌বি অ্যানে শ্যাষে,
কে কার নাকে ঝামা ঘসে।

ইব্রা। বিবিজান! মোর ভারি গোস্মা—জানো?

পারি। তা জানি, একটু সরাব্‌ টানো।

খুরু। বাঃ বাঃ! তোফা মাছ, তুমি কি চাও?

হারুণ। এই বিবির একটী গান শোন্‌বার চাই।

পারি। আমার গান শুন্‌বে?

হারুণ। হাঁ, বড় সাধ ক'রে আইছি।

পারিসানা।— (গীত)

জানি না জীবনে আমি কার,—
জানা মানা, প্রাণহীনা, যার কাছে থাকি তার!
ব্যথার ব্যথিত আছে, শুনিনে তো কার কাছে,
না জানি পাষাণে কেন প্রণয় যাচে;
ব্যথার ব্যথিত হ'য়ে, আছে মম মুখ চেয়ে,
যাতনা স'য়ে;—
পাষাণে বহে কি বারি, প্রাণ কি আছে আমার?
পিয়াসা, প্রেম-বাসনা, কিশোর বয়সে মানা,
গঞ্জনা লাঞ্ছনা কামনা;—
প্রেম-আশা কেন মম, নাহি প্রেমে অধিকার!

খুরু। দেখ, তুমি ওর গান শুন্‌লে, আমার একটী গান শোনো।—

(গীত)

যতনেরি ধন নারী রাখিতে নারি যতনে,—
যে জানে সে জানে ব্যথা, কথায় কব কেমনে!
সাধ যারে হৃদে রাখি, ধূলায় লুণ্ঠিত দেখি,
আরো কত আছে বা বাকী;—
ঘন ঢাকা হৃদি চাঁদে, কার নাহি প্রাণ কাঁদে,
ঢেকেছে বিষাদ ঘন, হৃদি-চাঁদ হৃদি সনে!

হারুণ। আপনি কেডা! কোন্‌ আমীরের ছাওয়াল?

খুরু। আমি বিদেশী।

হারুণ। আর ওনারে যে দ্যাখ্‌ছি, উনি কি আপনার কবিলে? এমন রূপও দেহিনে, আর এমন গানও শুনিনে!

খুরু। তোমার কি মনোমত?

হারুণ। হ্যাদে, ওনারে কার না মন চায়!

নুরু। আচ্ছা, যদি যত্নে রাখতো তুমি নাও, আর এই আশরফি নাও, আমার ঠেঁয়ে আর কিছুই নাই,—থাকলে দিতেম।

হারুণ। কি ব'লছেন, ওনারে নেব কি! উনি যে আপনার কবিলে!

নুরু। শোন, আমার অনেক জিনিষ ছিল, যে যখন যা ভাল ব'লেছে, তখনি তা দিয়েছি; আজ তুমি আমার জানিকে ভাল ব'লেছ—তুমি নাও, আমার যা ছিল—তা ফুরুল!

হারুণ। হ্যাদে বিবি, তুমি মোর সাথে আস্‌বা?

পারিসানা।— (গীত)

প্রাণ দিয়ে ঠেল নাহে পায়,
পাষাণে পেয়েছি প্রাণ, প্রাণ যে তোমারে চায়।
পেয়ে তব ভালবাসা, হৃদয়ে ফুটেছে আশা,
প্রেমে দেহ প্রেম-পিয়াসা,—
নিরাশা-সাগরে চাহ ডুবাইতে অবলায়!

ইব্রা। হ্যাদে জ্যালিয়া, তোর ভাবডা মুই দ্যাখ্‌তিছি।

হারুণ। কি দ্যাখ্‌বি, এই বিবিরে নিয়ে আর আশরফি নিয়ে মুই চল্লাম।

ইব্রা। আর যাবা না,—তবে আর রং কর্‌বা কিসি? দু'টা মাছ আন্‌ছো, এই দু'টা টাহা নাও, ভাল মানুষের পোলার মত চুপি চুপি চলি যাও।

হারুণ। কি! মুই আশরফি ছাড়্‌বো, বিবিরে ছাড়্‌বো?

ইব্রা। ছার্‌বা ক্যান? বোস কর, মুই আস্‌তিছি; ছাড়্‌বা না?—পিঠির ছাল ছারাবো অ্যানে, বোস্ কর, তাল্লাক—যদি সর্‌বা!

হারুণ। মুই বোস্ কর্‌ছি, তাল্লাক যদি না ফের্‌বা।

ইব্রা। এ সিদে বাং; ডাণ্ডা দ্যাহিলেই আরো সিদে হবে অ্যানে!

[ইব্রাহিমের প্রস্থান।

(জাফেরের প্রবেশ)

হারুণ। জাফের?

জাফের। জনাব!

হারুণ। আমার সভার পরিচ্ছদ এনেছ?

জাফের। হঁ্যা খামিন! পাশের কামরায় আছে।

হারুণ। বিদেশী, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার পরিচয় আমি শুন্‌বো। মা, তুমি এখানেই ব'সো, কিছু ভয় নাই।

[হারুণ-অল-রসিদ, নুরুদ্দিন ও জাফেরের প্রস্থান।

(ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ)

ইব্রা। কনে গেল, কনে গেল? বিবিজান, ধর্‌তি পার্‌লে না?

নাচ্‌নাওয়ালীগণ।—(গীত *

হদ্দ মুদ্দ মদ্দ রেগেছে।
(তারা) পেয়ে সাড়া, পাড়া ছাড়া,
খাড়া খাড়া জেগেছে॥
ঝাঁক্‌ছে যে হুঙ্কার, ঘুম ভেঙ্গেছে ধোপার,
রোকে রোকে আস্‌ছে ঝুঁকে, ধ'রে রাখা ভার;—
যেন খোল্ মাথা বিচিলী দেখে—
গোইলে বাগে জেগেছে!

ইব্রা। এই যে হালা আশরফি রেখে প্যালেছে! বিবিজান,তোমার মরদ্‌টাও কনে গেছে দ্যাখ্‌ছি!

১ম নাচনা। তোমার ভয়ে ওকে ফেলে পালিয়েছে।

ইব্রা। বেশ হইছে, বেশ হইছে! অ্যাহন তোমরা যাও, কাল তোমাদের টাহা দেব অ্যানে। তোমরা কনে থাহ? তোমাদের পেঠিয়ে দিছে কেডা?

১ম নাচনা। নাচ-ঘরে আলো জ্বালা দেখে, আমরা আপনা-আপনি এসেছি।

ইব্রা। অ্যাহন যাও—অ্যাহন যাও—কাল টাহা পাবা। বিবি, এ আশরফি থাক্ মোর সাথে। হ্যাদে—ব'ল্‌ছি যাও, তবু দেরিয়ে রলো,—এ বিবিজানের সাতে আ ছ বাং। অ্যা! যাব কনে,—ঐ জাঁহাপনা!—বিবিজান, তোমার লেগে গেল গৰ্দ্দান!

(বাদ্‌সার বেশে হারুণ-অল-রসিদ ও নুরুদ্দিনের প্রবেশ)

হারুণ। এই যে তুমি ফিরে এসেছ, কি সাজা দেবে?

ইব্রা। (ভয়ে কম্পন) জা—হা প—না, জা—জা —পনা—পনা—

হারুণ। সাজা দেবে,—না সাজা নেবে?

পারি। হজরৎ! যার দেব-দর্শন হয় শুনেছি, সে বর পায়, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ, আমি বর প্রার্থনা করি,—জাঁহাপনা এ ব্যক্তির প্রাণদান দিন।

হারুণ। মা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। দূর হ' বেইমান! এই দেবীর কৃপায় তোর আজ জীবন রক্ষা হ'লো।

[ইব্রাহিমের সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

নুরুদ্দিন, এই পত্র নাও, আজই তুমি স্বদেশে যাও, তোমার নবাব মহা সম্মানে তোমায় তক্ত ছেড়ে দেবেন।

নুরু। বন্দেনেবাজ! গোলাম তক্ত প্রয়াস করে না; নবাবের তক্ত নবাব ভোগ করুন; আমি যাতে নিজের বাড়ীতে থেকে, জনাবের কৃপায় রুটি ক'রে খেতে পারি, তাই যেন নবাব করেন।

হারুণ। বুঝলেম, তুমি অতি সজ্জন। তুমি যাও, কোন আশঙ্কা ক'রো না; আমার কথায় তুমি পুনর্ব্বার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে। এটী আমার কন্যা, এ আমার কাছে থাক্; আমরা যথা সময়ে তোমার বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হবো; আপাততঃ রাজকার্য্যে বিব্রত আছি, নইলে একত্রে যেতেম। (নাচনাওয়ালাদের প্রতি) তোমরা কি ক'রে এলে, তোমাদের কে এখানে নিয়ে এল?

১ম নাচনা। জাঁহাপনা! আমরা উদ্যান ভ্রমণে এসেছিলেম, অপূর্ব্ব নরনারী দেখ্‌লেম। জাঁহাপনার আজ্ঞা আছে, "বিদেশী লোক দেখ্‌লে অভ্যর্থনা ক'র্‌বে।" ইতিপূর্ব্বে আমরা এমন সমাদরের ব্যক্তি দেখি নাই।

হারুণ। যথার্থ ব'লেছ; আমি তোমাদের উপর পরম সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আজ হ'তে তোমরা বাঁদী নও, আমার এই কন্যার সখী, আমার কন্যার ন্যায় রাজপুরে আদরে থাক।

[হারুণ-অল-রসিদের প্রস্থান।

নাচনাওয়ালীগণ।—(গীত)

দেখি আজ নূতন দুনিয়া,—
নূতন তানে, নূতন প্রাণে গেয়ে যায় হাওয়া!
নূতন শশী উঠেছে,
শশী ঘেরে নূতন নূতন তারা ফুটেছে,
নূতন ফুলে আজকে নূতন সৌরভ ছুটেছে,—
প্রাণ মন নূতন জীবন পেয়েছি নূতন হিয়া!
উথ্‌লে উঠে নূতন রসের দরিয়া!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক
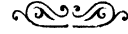
প্রথম গর্ভাঙ্ক

বসোরা—নবাবের দরবার

সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন, নুরুদ্দিন,
সেনজারা ও রক্ষকগণ।

এল্‌মো। আন্‌ছে মৌত টেনে, হাদে আর যাবা কনে; বন্দেনেবাজ! এ ঝুট সনন্দ আন্‌ছে; ওর সাথ কালীফের অইছে মুলাকাৎ; বল্‌তিছে এহন ঝুটবাৎ—মোদের দ্যাখ্‌ছি সাফ বোকা জান্‌ছে।

মহম্মদ। এ কে?

এল্‌মো। জাঁহাপনার পেয়ারা উজীরের ছাওয়াল। ওই বাঁদীটে নিয়ে ভেগে এল, অ্যাহন একটা ফন্দি এঁচে ঘরে অ্যাল। ওরে জায়গীর দাও, তালুক দাও, মুলুক দাও!

মহম্মদ। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, এ খালীফের সই-মোহরই বটে।

এল্‌মো। বন্দেনেবাজ! জাল কর্‌ছে।

সেন। হ্যাঁ, খুব সোজা কাজটা; খালীফের সই-মোহর জাল ক'রেছে, বড় সোজা কাজটা।

এল্‌মো। ওরে কি তুমি যে-সে পাইছ? আর বন্দেনেবাজ! দ্যাহেন দ্যাহেন, উপরে কি কাটি দিছে দ্যাহেন। জাঁহাপনার বাদসাই তক্ত দিবার হুকুম,—জাল প্রমাণ হতি কি আর বাকী আছে।

নুরু। বন্দেনেবাজ! এ জাল নয়, খালীফ্ যথার্থই তক্ত দিতে লিখেছিলেন; আমার মিনতিতে পত্র পরিবর্ত্তন ক'রেছেন।

এল্‌মো। আরে বাঃ বাঃ! বড় সাচ্চা আদমী দ্যাখ্‌তিছি, জাহাপনার উপর মেহেরবাণী করূছে,—তক্ত দিতে চেহেল, ছাড়ি দিছে; এ জাল বুঝ্‌তি কি আর বাকী আছে।

সেন। উজীর সাহেব, আমার কান্না আসছে—আপনি ম'লে উজিরী ক'র্‌বে কে? যা সুক্ষ্ম ঠাউরে দেখেছেন, যখন তক্ত দিবার কথাটা কেটে দিয়েছে, তখন তো জালই বটে।

এল্‌মো। হ্যাদে, ও শয়তানী কথা সমুঝ্‌ কর্‌ছো? ও আপনার কেরামতি জাহির করবার চায়।

সেন। শয়তানী কথা সমুঝ্‌ ক'র্‌তে উজীর সাহেব খুব পারেন, শয়তান যেন ওর ভাই বেরাদার!

এল্‌মো। তা জাঁহাপনাকে কি আপনি তক্ত ছাড়্‌তি বলেন না কি? বল্‌তিছেন—এ জাল নয়?

সেন। আমি কিছুই ব'ল্‌তে চাইনে; জাঁহাপনা, বান্দার আরজ্‌ এই,—যখন এ ব্যক্তি পালিয়েছিল,—

এল্‌মো। সে শলার মধ্যি, অনেকেই ছ্যাল।

সেন। উজীর সাহেবও কি ছিলেন?

এল্‌মো। আমি থাক্‌বো ক্যান, আমি হচ্ছি সবার দুস্‌মন।

সেন। তা সত্যি।

এল্‌মো। কার সাথ দুসমনী কর্‌ছি, কার সাথ শয়তানী কর্‌ছি।

সেন। সে হুজুরের মালুম আছে। জাঁহাপনা! বান্দার আরজ, যখন এ ব্যক্তি পলাতক হ'য়ে পুনর্ব্বার ফিরেছে, আর প্রবল প্রতাপশালী খালীফের নাম নিয়েছে, তখন সহসা কোন কাজ করা উচিত নয়।

মহম্মদ। উজীর, তুমি যা জান—কর,—আমার মাথা খারাপ হ'চ্ছে—মাথা খারাপ হ'চ্ছে, আমি চ'ল্লেম—আমার খানার সময় হ'য়েছে।

এল্‌মো। জাঁহাপনা, হুকুম দ্যান,—যাইয়ে কোতল করি।

সেন। জাঁহাপনা! খালীফের নাম নিয়েছে, সহসা একটা কাজ ক'র্‌বেন না।

মহম্মদ। না না, খালীফের নাম নিয়েছে, আমি চ'ল্লেম; আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

এল্‌মো। হ্যাদে সুমুন্দি! কোড়া লাগাইছিলে—ইয়াদ আছে? চল অ্যানে।

ছুরু। কোথায় যাব?

এল্‌মো। হালুয়া খাবা না? হালুয়া খাবার নিয়ে যাচ্ছি!

সেন। উজীর সাহেব, সাবধান! খালীফ টের পেলে অনর্থ ক'র্‌বে।

এল্‌মো। এই হালার পুতির জন্যি তো কোতল করবার পাল্লাম না;—আরে বাঁধ—বাঁধ।

সেন। উজীর সাহেব, বাঁধবার দরকার কি?

এল্‌মো। না কিছু নয়, তুমি জাহাজ তৈয়ার কর অ্যানে, ফের পালাম দেবে। হ্যাদে সুমুন্দি, পালাবা না? তোমার বাবারে জাহাজ তৈয়ার ক'র্‌তি বল।

সেন। উজীর সাহেব, কি ব'ল্‌ছেন?

এল্‌মো। ও যা ব'ল্‌তিছি, ও আঁতে আঁতে সমুঝ্‌ ক'র্‌তিছে। এবার ছুরু মিঞারে আর পালাবার দিচ্ছিনে। ছুরু মিঞা, এমনি কোড়া লাগাইছিলে তো? (প্রহার) এই এম্‌নি—এম্‌নি।

সেন। উজীর সাহেব, আর মারবেন না—আর মারবেন না!

এল্‌মো। হ্যাদে, যে তোমার শলা শুন্‌তি চায়—তারে শলা দিও; মোর আপন শলা মোর আপন কাছে।

ছুরু। হে ধীবর! কেন তুমি আমায় যমদূতের মুখে পাঠালে! কোথায় তুমি—এস, রক্ষা কর! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে! হে ধীবর, এসে দেখা দাও, তোমার নফরের যন্ত্রণা দেখ! আহা, সে অভাগিনী কোথায় রইল! এ সময় একবার দেখা হ'লো না!

(উজীর কর্ত্তৃক পুনঃ প্রহার)

সেন। উজীর সাহেব, আপনার শরীরে কি দয়া নাই! এ যে মারা যাবে!

এল্‌মো। দয়া—এই সুদির সুদ দিতিছি। (প্রহার) ক্রমে সুদ-আসল দেবো অ্যানে। এ সুমুন্দির সাতি চুক্তি না ক'রে কি মুই ছাড়্‌বো।

সেন। উজীর সাহেব, আপনি অন্যায় কাজ ক'র্‌ছেন। যারা যারা উপস্থিত আছ শোন, এ ব্যক্তি খালীফের অনুচর, এর প্রতি যে পীড়ন ক'র্‌বে, তার সর্ব্বনাশ হবে।

ছুরু। প্রাণ ওষ্ঠাগত! এখনি বেরুবে। ভগবান! আমার এই প্রার্থনা, যেন অন্তকালে তোমার পায়ে মতি

থাকে। যেন যন্ত্রণায় তোমায় না ভুলি, হা ভগবান্! জল—

এলমো। ঘাম্‌তিছ—আবার জল খাবা, ঠাণ্ডা লাগ্‌বা যে!—তোমার বাপের দোস্ত, তোমায় জল দিতি পারি!

নুরু। উজীর, তুমি শত্রুকে দয়া ক'রতে শেখ নি; একদিন তোমায় ভগবানের কাছে দয়া প্রার্থনা ক'রতে হবে। কপালে মরণ আছে, কিন্তু আমার মৃত্যুতে জেনো যে, রাজ্যের মহা অনিষ্ট হবে।

এলমো। যবে হয়—তবে হবে, অ্যাহন্ তুমি ভাব্‌তিছ ক্যান্? মিঞাসাহেব, আপনার কাম দ্যাহেন যায়ে; হাদে দ্যাখ্‌ছেন কি? কুত্তা খাওয়াবো—আরে ট্যানে নিয়ে চল।

রক্ষকগণ। উজীর সাহেব, আমরা পার্‌বো না, এ খালীফের অনুচর।

[রক্ষকগণের প্রস্থান।

(একজন রক্ষকসহ পুরুষবেশে এন্‌সানির প্রবেশ)

এন্‌সানি। পার্‌বো না?

এলমো। তুমি একা পার্‌বা?

এন্‌সানি। আমার লোক আছে, এই যে আমার লোক।

এলমো। তুমি পার্‌বা, তুমি পার্‌বা; নিয়ে চল্—নুরুদ্দিরে নিয়ে চল্; চল হালুয়া খাবা, আরে জল দিতিছ যে—জল দিতিছ যে?

এন্‌সানি। আরে উজীর সাহেব, বোঝেন না, টাক্‌রা লেগে ম'রে গেলে ওরে সাজা দেব কি ক'রে? রোজ রোজ এমনি কোড়া লাগাবো, আর জল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো; যদি খেতে না চায়—মুখ চিরে খাওয়াতে হবে, ম'রে গেল তো ফুরিয়ে গেল!

এলমো। আরে বেশ সমুঝ্ ক'রছো বেশ সমুঝ্ করছ, তুমি মোর জানের দোস্ত।

নুরু। ভগবান! বল দাও, যেন ঘোর দুঃখে তোমায় কখনো না ভুলি! ভগবান্! বল দাও, যেন কখনও অধর্ম্মে মতি না হয়, যেন অন্তকালে আমার দুস্মনকেও মার্জ্জনা ক'রে তোমার চরণে মার্জ্জনা চাইতে পারি। প্রভু, পাপ হ'তে আমায় রক্ষা কর।

এলমো। আরে নিয়ে চল্, নিয়ে চল্; আরে কনে যাবা মিঞা, কয়েদখানা দ্যাখ্‌বা, তা পাবা না, আপনার কাম দেখ। [সেন্‌জারার প্রস্থান।

এন্‌সানি। (জনান্তিকে) চল, ভয় ক'রোনা, আমি দুস্মন নই—বন্ধু। (প্রকাশ্যে) চল্—আর ঢং ক'র্‌তে হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

হারুণ অল-রসিদ ও সেন্‌জারা।

হারুণ। যখন তুমি আমার কন্যার প্রাণরক্ষা ক'রেছ, তুমি আমার দোস্ত।

সেন। বন্দেনেওয়াজ! আমি আপনার দাস মাত্র।

হারুণ। না, আজ হ'তে তুমি আমার পারিষদ। কি উপায়ে নুরুদ্দিনের সন্ধান পাই? আপনি কিরূপে জান্‌লেন যে, সে জীবিত আছে।

সেন। তার কারা-রক্ষক আমায় ব'লেছে।

হারুণ। সে কে?

সেন। সে এক অদ্ভুত চরিত্র,—তার প্রকৃতি আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে!—যখন নুরুদ্দিনকে কারাগারে দেয়, জাঁহাপনার ভয়ে কেউ তাকে বন্দী ক'র্‌তে সাহস করে নাই, সে ব্যক্তি আপনি এসে কারা-রক্ষকের পদগ্রহণ ক'র্‌লে। কিন্তু দেখ্‌লেম, তার নুরুদ্দিনের প্রতি অতি কোমল ব্যবহার। ঘৃণিত নয়নে যখন উজীরের প্রতি দৃষ্টি ক'র্‌তে লাগ্‌লো, জ্ঞান হ'লো যেন নয়নাগ্নিতে তারে ভস্ম ক'র্‌বে। বোধ হয় কোন অভাগা খোজা;—বালকের মত শ্মশ্রুহীন মুখ, কিন্তু ললাট-রেখায় বয়সের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ক্ষিপ্তের ন্যায় আচার, ক্ষিপ্তের ন্যায় শূন্য-দৃষ্টি, ক্ষিপ্তের ন্যায় অর্থহীন কথা উচ্চারণ করে; কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যেন কোন মন্তব্য দৃঢ়ীকৃত ক'রে কার্য্যসাধনে রত আছে। আমি তারে এখানে আস্‌তে ব'লেছি, বোধ হয়—ঐ সে।

(এন্‌সানির প্রবেশ)

হারুণ। কে তুমি?

এনসানি। এখন পরিচয় দেবো না, যথাক্রমে ব'ল্‌বো,

বধ্যভূমে ব'ল্‌বো, যখন খালীফ এসেছে, আর আমার ভয় কি? কাল নুরুদ্দিন বধ হবে,—কাল নুরুদ্দিন বধ হবে।

হারুণ। কি! মোউৎ কার কেশাকর্ষণ ক'রেছে! শয়তান কারে দোজকে স্মরণ ক'রেছে! স্বেচ্ছায় কে খালীফের ক্রোধানলে ঝম্প দেবে! আপনি কি ঠিক সংবাদ জানেন, জাকের এখনও পৌঁছয় নি?

সেন। বন্দেনেবাজ! তাঁর জলপোত চরে বদ্ধ হ'য়েছে, বাদ্‌সার একজন সেনাও উপস্থিত হ'তে পারে নি।

এন্‌সানি। কাল বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব,—বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব, খালীফ্‌ এসেছে, ভয় কি? কাল আমার প্রতিশোধের দিন—কাল আমার প্রতিশোধের দিন!

[এন্‌সানির প্রস্থান।

হারুণ। শুনুন, আপনার নবাবকে সতর্ক করুন, নুরুদ্দিনকে বধ ক'র্‌লে, এ সুন্দর সহরের চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না; আবালবৃদ্ধ বনিতা—কারুর প্রাণরক্ষা হবে না।

সেন। জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাপ হয়; এ পাগলের কথার অর্থ স্বতন্ত্র অনুমান হ'চ্ছে, ব'ল্লে—খালীফ্‌ এসেছে ভয় কি, প্রতিশোধের দিন। আর নুরুদ্দিনের প্রতি বন্ধুভাব, উজীরের প্রতি ক্রোধভাব দেখেছি। দাসের অনুভব এই যে, এই ব্যক্তিই নুরুদ্দিনের প্রাণ রক্ষার কোন উপায় ক'র্‌বে।

হারুণ। আপনি বল প্রকাশে নিষেধ ক'র্‌চেন কেন?

সেন। খামিন! উজীর অতি খল, জাঁহাপনা দণ্ড দেবেন বটে, কিন্তু নুরুদ্দিনের উপর তার অতি ক্রোধ! তার প্রাণ যায় তাতে কাতর নয়, কি জানি—ক্রোধ ক'রে যদি সে নুরুদ্দিনকে বধ করে! এতদিন সে বধ ক'র্‌তো, জাঁহাপনার ভয়ে নবাব হুকুম দেন নি। বিশেষত রাজ্যময় সকলেই নুরুদ্দিনের পক্ষ, তাই সাহস ক'র্‌তে পারে নি।

হারুণ। তুমি কি উপায় বল?

সেন। খামিন! আসুন, পাগলের কাছে যাই,—ও নিশ্চয় কোন উপায় ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পারিসানা ও জনৈকা সখীর প্রবেশ)

পারি। ছিল না যাতনা, প্রণয় কামনা,
পণে বেচা-কেনা কায়,

সখী। চির পরাধীনা, দীনা বিমলিনা,
কেন বা ঘটিল দায়!
বাসনা ছুটিল, পিয়াসা উঠিল,
তখনি ফুরায়ে গেল,
ছি ছি কি ছলনা যাতনা গেল না,
এত কি লাঞ্ছনা ছিল!
সে ভাল বাসিয়ে, গিয়েছে ভাসিয়ে,
না জানি কত সে সহে,
কঠিন হৃদয়, তাই এত সয়,
তাই প্রাণ দেহে রহে!
করি প্রেম আশ, হতাশ হুতাশ,
কারাবাস বুঝি সার,
পরের তাড়না, কে করে সান্ত্বনা,
দেখাতো হ'লো না আর!
বিধির ছলনে, দেখা তার সনে,
মজাতে জনম মম!
সুকোমল চিতে, বুঝি ব্যথা দিতে,
ভুবনে এসেছে প্রেম!
কায়-প্রাণ-মন, জীবন-যৌবন,
সে আমারে বিলায়েছে,
বিনিময়ে তার, নেছে দুখ-ভার,
কেঁদে কেঁদে চ'লে গেছে!
ভেব না প্রাণ স্বজনি,
গুণমণি আস্‌বে তোমার,
এ প্রণয় বিফল হ'লে,
প্রেমের কে আর ধার্‌বে লো ধার।
বাড়াতে প্রেম-পিয়াসা
হয় লো দু'দিন প্রেমে বাধা,
কোমল প্রাণে মেশামিশি,
আছে লো তায় হাসা-কাঁদা।
পোহাবে দুখের নিশি,
হেসে উদয় হবে রবি,
আদরে হৃদ্‌-নলিনী,
ধ'র্‌বে বুকে রবি-ছবি।
দেখ্‌লো মনে বুঝে,
প্রেমিক মনে ঠিক কথা কয়,

দেখনা মন বুঝনা,
মনে আশা হয় কি না হয়।
প্রেমের আশা মিছে হ'লে,
থাক্‌তো কি সই প্রেমের আদর,
প্রেমিকা প্রাণ বাঁধ না,
প্রেমে কর সাহসে ভর।

(হারুণ-অল-রসিদের পুনঃ প্রবেশ)

হারুণ। মা, তুমি যথার্থই অনুমান ক'রেছ, আমি মনে স্থান দিতে পারিনে, যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে।

পারি। জাঁহাপনা, অনুমান নয়, আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

হারুণ। এ তুমি কিরূপ কথা ব'লছো?

পারি। বন্দেনেবাজ! আমি বাঁদী, আমার আর স্বতন্ত্র প্রাণ-মন নাই,আমার স্বামীর মনে আমার মন! যখন তাঁর প্রাণ মলিন হয়, আমারও প্রাণ মলিন হয়, যখন তিনি প্রফুল্ল হন, তখন আমিও প্রফুল্ল হই। আমি দেখেছি, যেন আমার প্রাণ অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ হ'য়েছে; এতেই আমার নিশ্চয় অনুমান হ'চ্ছে, যে যাঁর প্রাণে আমার প্রাণ, তিনি কোন তমোময় কারাগারে আবদ্ধ।

হারুণ। তুমি কি মনে মনে কল্পনা ক'রে দেখেছ? ও তোমার ভ্রম, ভালবাসায় ওরূপ ভ্রম হয়।

পারি। না জাঁহাপনা! আমার ভ্রমও নয়, আমার স্বতন্ত্র প্রাণও নয়।

হারুণ। তবে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও যে, যদি তোমার স্বামীকে কেউ বধ করে, তাহ'লে তোমার মৃত্যু হবে?

পারি। সেই দণ্ডেই মৃত্যু হবে।

(পারিসানার গীত)

সে দিয়েছে নবীন জীবন।
প্রভেদ কেবল দেহে, প্রাণে র'য়েছে বন্ধন।
উভয়ে আপনহারা, এক স্রোতে বহে ধারা,
যে ভাবে সে রহে যবে, সে ভাব পরশে মন।
একান্তর নিরন্তর, কভু নহে স্বতন্তর,
অন্তরে অন্তর তার, রহি সে রহে যেমন।

হারুণ। মা, আমি বুঝলেম,--যথার্থই তুমি পতিপ্রাণা, বিধাতার বিড়ম্বনায় তুমি বাঁদী হ'য়েছ; তোমার মত উচ্চমনা নারী আমি কখন দেখি নাই। তুমি অপেক্ষা কর, সত্বরেই তোমার পতির সঙ্গে মিলন হবে।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

স্বজনি, ফুরিয়েছে তোর দুখের রজনী।
আদরে ব'স্‌বি বামে, আস্‌ছে তোর গুণমণি॥
হৃদয়ে কত অনুরাগ, বিচ্ছেদে বেড়েছে সোহাগ,
মিলনে সোহাগ টোটে হয় কভু বিরাগ;
বিরহ প্রেমের ভূষণ—প্রেমিকার হৃদয়মণি।
বিরহ তাইতে এত যতন করে রমণী॥

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বধ্যভূমি

এল্‌মোইন ও এন্‌সানি।

এল্‌মো। হাদে পাইছো কনে? পাইছো কনে? তোমায় বল্‌বো কি, কাল যহন তক্তয় বস্‌বো, উজিরী কাম্‌ডা তোমারেই দেব।

এন্‌সানি। নুরুদ্দিনকে কখন বধ ক'র্‌বেন? নবাব কি বধের হুকুম দিয়েছেন?

এল্‌মো। নইলি সরঞ্জামটা ছাখ্‌ছো কিসির? ভাবতিছি সাপে খাওয়াবো, কি হাতী ডলাবো, কি ফাঁসী চড়াবো, কি আগুনে পোড়াবো, ছাল ছাড়াবো, কি কোত্তা খাওয়াবো।

এন্‌সানি। নবাব হুকুম দিলেন?

এল্‌মো। তুমি কালীফের মোহর ঠিক জাল কর্‌ছো, কেউ ধরতি পাল্লে না যে—এডা জাল। আমি ল্যাখেছি যে কালাফ্ হুকুম দিছে, 'পত্রপাঠ নুরুদ্দিনকে মার্‌বা।' একদিনে দুটো কর্‌লাম না, নুরুদ্দিনকে মেরে কাল ল্যাখ্‌বো যে,—'তুমি তক্ত ছ্যাড়ে এই উজীরকে তক্ত দেবা।' বোকা নবাবডা

ডরেই তক্ত ছ্যাড়ে মক্কায় যাবে অ্যানে। আর তুমি সেই বাঁদীডার কথা কি বল্‌তিছিলে,—সে আইছে নাহি? সে আইছে নাহি? সত্যি তারে ছ্যাখ্‌ছো নাহি?

এন্‌সানি। যে সওদাগর তাকে সঙ্গে ক'রে বধ্যভূমিতে আন্‌ছে। তার নুরুদ্দিনের উপর ভারি রাগ; সে সকল লোকের সাম্‌নে নুরুদ্দিনকে দেখাতে চায় যে, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে আর একজনের কাছে গেল। নুরুদ্দিন তার মেয়েকে চুরি করেছিল না কি ক'রেছিল, সেই রাগের চোটে তার বাঁদীকে এই সহরে এনেছে। আর বাঁদীটারও শুন্‌ছি, তোমার উপর মন প'ড়েছে; সে নাকি তোমাকে কোথায় দেখেছিল।

এল্‌মো। ছ্যাহেছিল, ছ্যাহেছিল—যে দিন নুরুদ্দিনকে ধর্‌বার যাই; সে দিন ছ্যাহেছিল। কি বল্লে, তার মন পড়্‌ছে? চকমকে উজীরের সাজে ছ্যাহেছিল কি না; নবাব ছ্যাহেলিই আরো পছন্দ কর্‌বে অ্যানে। নুরুদ্দিনকে আনবার গেল কেডা?

এন্‌সানি। সে আমার লোক নিয়ে আস্‌ছে; কিন্তু তোমার সাজগোজটা আজ বড় ভাল নয়,—তুমি একটু সেজেগুজে এস। সওদাগর নুরুদ্দিনের বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে এল বলে।

এল্‌মো। বল্‌ছো ভাল,—বল্‌ছো ভাল; এই যে নুরুদ্দিন আস্‌ছে।

(নুরুদ্দিনকে লইয়া রক্ষকের প্রবেশ)

হাদে নুরুমিঞা, এ সরঞ্জামটা ছ্যখ্‌ছো? মোর নানীর সাথ্‌ তোমার সাদি দিতি আন্‌ছি। ছ্যাহে ন্যাও,—ছ্যাহে ন্যাও, চারু তরফ ছ্যাহে ন্যাও।

এন্‌সানি। উজীর সাহেব, তুমি যাও যাও—সেজেগুজে এস গে!

এল্‌মো। যাতিছি, যাতিছি। নুরুমিঞা ছ্যাখ্‌তিছ, আবার ছ্যাখ্‌বা অ্যানে, তোমার জরু মোর গলা ধর্‌যা খাড়া হবে। মোর নানীরি তোমায় দেবো, আর তোমার জরুরি মুই নেবো।

এন্‌সানি। যান্‌, শীগ্‌গির যান, সেজেগুজে আসুন।

এল্‌মো। মিঞা, মুই আস্‌তিছি, তোমার সাদি ছ্যাখ্‌বো অ্যাসে।

[এল্‌মোইনের প্রস্থান।

(সওদাগর বেশে হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

এন্‌সানি। আমি জানি—জানি,—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, খালীফের সাক্ষাতে ব'ল্‌বো, কোমল জীবনে যে দাগা পেয়েছি, তার প্রতিশোধ দেব।

হারুণ। কে তুমি?

এন্‌সানি। শুন্‌বে—শুন্‌বে,—আমি উজীরের স্ত্রী।

হারুণ। তোমার এ দশা কেন?

এন্‌সানি। আমি যৌবনে কাফের উজীরকে ভালবেসেছিলেম, কিন্তু সে আমায় পাগল ক'রেছিল, পাগ্‌লা-গারদে দিয়েছিল; আমি মনের জোরে আরাম হ'য়েছি,—তারে প্রতিশোধ দেব ব'লে আরাম হ'য়েছি; আজই তার প্রতিশোধ দেব,—জাঁহাপনার বরে প্রতিশোধ দেব। সে আপনার বাঁদীর লোভে আস্‌ছে। তারই কারাগারে তারে বদ্ধ ক'র্‌বো, তারই কৌশলে বধ্যভূমিতে আস্‌বে; মার্‌তে হয় মার্‌বো,—রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বো। না—না মার্‌বো! আবার পাগল হবো! তারপর আমার জীবনের সাধ ফুরুবে।

(এন্‌সানির গীত)

আমার প্রাণে জ্বলে যে অনল,—
সাগরে অতল জলে—হবে না তা সুশীতল!
যে দিন ঘৃণা ক'রে পায়ে ঠেলেছে,
কত কথা ব'লেছে,
সেই দিনেই এ আগুন জ্বলেছে;
নেবে না জলে, জলে জ্বলে আগুন হয় প্রবল!

হারুণ। তুমি কি চাও?

এন্‌সানি। এখন জানিনে—এখন জানিনে,—উজীর এলে ব'ল্‌বো?

[এন্‌সানির প্রস্থান।

নুরু। এইতো বধ্যভূমি—এখনি প্রাণ যাবে! পৃথিবি, বিদায় দাও! সূর্য্যদেব, বিদায় দাও। আমি মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ নই, আমার যন্ত্রণা শেষ হবে, ভগবান আমায় রাঙ্গা পদে স্থান দেবেন। আক্ষেপ এই,—তার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না! শুন্‌লেম,—কাফের উজীর তারে হস্তগত ক'রেছে! আহা না জানি সে কি যন্ত্রণাই পাবে! সে আমা ভিন্ন জানে না! বোধ হয় সে আত্মহত্যা ক'র্‌বে! ভগবন্‌, চরম সময় বল

দাও! তুমি বলদাতা, যেন মৃত্যুকালে সংসার ভুলে তোমার নাম নিতে নিতে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে পারি! যেন সকলের কাছে প্রমাণ ক'র্‌তে পারি, যে আমি জগৎপিতার আশ্রয়ে যাচ্ছি। মাটির দেহ মাটিতে মেশাবে, শ্বাস-বায়ু পবনে মেশাবে, চক্ষের জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতিতে লয় হবে, উজ্জ্বল আত্মা দেহ-বন্ধন ত্যাগ ক'রে পরমোজ্জ্বল পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হবে। ভগবন্! মৃত্তিকায় আবদ্ধ হ'য়ে, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় প্রতারিত হ'য়ে কত অপরাধ ক'রেছি, দয়াময়! নিজগুণে মার্জ্জনা কর।

(গীত)

অন্তে তব কিঙ্করে রেখো
জ্যোতির্ম্ময়, রাজীবচরণে।
আসি ধরা'পরে, নরদেহ ধ'রে,
বঞ্চিত চিত নিয়ত সাধনে॥
শৈশবে হৃদে ফুটিল বাসনা,
যৌবনে সদা যুবতী কামনা,
কাঞ্চন, নিশি-দিন আকিঞ্চন —
জানে না রসনা ডাকিবে কেমনে॥
সম্পদ মদ পিয়ে অবিরত,
মাতুয়ারা মতি ভ্রম-পথে রত,
সাথে ছায়া সম ফিরিছে শমন,
জাগেনি স্বপন অচেতন মনে॥

হারুণ। ওহে, তুমি তো বড় নির্ব্বোধ, একজন জেলের চিঠি নিয়ে এই বিপদে প'ড়েছ?

মুরু। তুমি কে?

হারুণ। আমি তোমার বন্ধু।

মুরু। যদি বন্ধু হও, রাজাধিরাজ হারুণ-অল্-রসিদের নিন্দা ক'রো না;—আমার অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে।

হারুণ। হারুণ-অল-রসিদ কে? সে জেলে;—সে তোমার আশরফি ভুলিয়ে নিয়েছে, তোমার স্ত্রী ভুলিয়ে নিয়েছে।

মুরু। তুমি না পরিচয় দিলে আমার বন্ধু?

হারুণ। হাঁ, তোমায় মুক্ত ক'র্‌তে এসেছি।

মুরু। তুমি যাও। আমি তোমার দ্বারা মুক্ত হবো না।

হারুণ। তুমি অতি নির্ব্বোধ; এখনি তোমার প্রাণবধ হবে। যদি জেলেই না হয়, সত্যই হারুণ-অল্-রসিদই হয়, তা'হলে সে তোমার কি ক'র্‌লে?

মুরু। খালীফ্ আমার পিতার স্বরূপ, তিনি নিশ্চিন্ত নাই; যদি তিনি সংবাদ পান, তা'হ'লে আমার মুক্তির উপায় নিশ্চয় ক'র্‌বেন। আর আমি ম'লেমই বা, ক্ষতি কি? আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির মৃত্যুতে পৃথিবীর কিছু আসে যায় না; কিন্তু খালীফ্ হারুণ-অল-রসিদের জয়,—শেষ নিঃশ্বাসের সহিত ব'ল্‌বো—'হারুণ-অল রসিদের জয়!' ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা,—তাঁর গৌরব-রশ্মি শারদ-কৌমুদীর ন্যায় জগদ্ব্যাপী হউক, জগতে চিরশান্তি বিরাজ করুক। তোমার নিকট আমার একটী মিনতি,—আমার মৃত্যু-সংবাদ পেলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন, নিশ্চয়ই এ রাজ্য ধ্বংস ক'র্‌বেন! আমার এই আবেদন তাঁর পদে জানিও যে, আমার মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল! আমার রাজপদে আবেদন,—যেন আমার শত্রু-মিত্রকে তিনি মার্জ্জনা করেন। আমার প্রাণবধের প্রতিশোধে যেন নরহত্যা না হয়! আমি সকলকে মার্জ্জনা ক'রেছি। তিনি সন্তানের প্রতি কৃপা ক'রে সকলকে ক্ষমা করেন—দাসের স্বর্গের পথ মুক্ত করেন! যেন ভগবানের নিকট মার্জ্জনা চেয়ে আমি দাঁড়াতে পারি যে, প্রভু, আমার জীবনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার প্রাণবধে অপর কারুর প্রাণবধ হয়নি।

হারুণ। আরে যাও যাও, তুমিও যেমন, তোমার খালীফও তেমন,—আমি হ'লে তার নামও মুখে আন্‌তেম না।

মুরু। তুমি দূর হও, তুমি নিন্দুক।

হারুণ। আচ্ছা চ'ল্লেম, ভাল ক'র্‌তে এলেম,—মন্দ হ'লো।

মুরু। তোমার দ্বারা প্রাণ রক্ষা হওয়াও অগৌরব; তুমি মহাজন ব্যক্তির নিন্দা কর! যে উচ্চ ব্যক্তির নিন্দা করে—সে হেয়, যে শোনে—সে হেয়; আমি খালীফের নিন্দুকের দ্বারা হেয় জীবন রক্ষা ক'র্‌তে চাই না!

হারুণ। আচ্ছা, আমি চ'ল্লেম,—খালীফ্ তোমায় রক্ষা করে কেমন, আমি এসে দেখ্‌ছি।

[হারুণ অল-রসিদের প্রস্থান।

(এলমোহিন ও এন্‌সানির পুনঃ প্রবেশ)

এল্‌মো। (নুরুদ্দিনের প্রতি) আর কি, এইবার তোমার সাদি দিতিচি। (এন্‌সানির প্রতি) হ্যাদে, হ্যাদে, সে ছুঁড়্‌ডে কনে ?

এন্‌সানি। এলো বলে, ঐ আস্‌ছে !

নুরু। আহা ! অভাগিনী !

এল্‌মো। বাছা নিঃশ্বিস্ ফ্যাল্‌তিছে ; আহা, ভেবনা, ভেবনা, বেশী নিঃশ্বিস্ আর পড়্‌বে না—এই বন্দ করে দিতিছি।

(সেনজারার প্রবেশ)

সেন। উজীর সাহেব, কি ক'র্‌চো ?

এল্‌মো। ঠাওরাতিছি—শূলী দেবো,কি ফাঁসী চরাবো, কি আগুনি পোরাবো।

সেন। তোমার যে রকমে ম'র্‌তে সখ।

এল্‌মো। মোর মরবার সখ কি বল্‌ছো ?

সেন। বলি আজ তো তুমি ম'র্‌বে ?

এল্‌মো। তুই বড় বাড়াইছিস্, ছ্যাথ্ ছ্যাহিন, তোর কি হাল্‌ডা করি।

সেন। না উজীর সাহেব, রাগ ক'রো না, তোমার সেই বাঁদী আস্‌ছে।

এন্‌সানি। উজীর সাহেব, ইনি একটা কি কথা ব'ল্‌ছেন শোন, বড় মজার কথা।

[এলমোহিন্, এন্‌সানি ও সেনজারার প্রস্থান।

(ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রসিদের পুনঃ প্রবেশ)

হারুণ। নুরুদ্দিন, ভয় ক'রো না, সত্যই খালীফ তোমার মুক্তির জন্য এসেছেন।

নুরু। অ্যাঁ ! জাঁহাপনা ! কোথায় ?

হারুণ। এই তোমার সম্মুখে।

নুরু। জাঁহাপনা ! দীন প্রজার জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রেছেন !

হারুণ। আমি কষ্ট পাইনি, তোমায় কষ্ট দিয়েছি। তুমি শঙ্কা দূর কর ; আমি এতদিন তোমার সন্ধান ক'র্‌তে পারিনি। দুর্জ্জনদের আজ সমুচিত দণ্ডবিধান ক'রে তোমায় সিংহাসনে বসাব।

নুরু। জাঁহাপনা, সে অভাগিনী কোথায় ?

হারুণ। এখনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ; আহা, কারাগারে কত কষ্টই পেয়েছ !

নুরু। উজীর কষ্ট দিতে এনেছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর আমায় এখানে রক্ষা ক'রেছেন। জাঁহাপনার ভয়ে কেহই আমার কারারক্ষক হ'তে স্বীকার হয়নি ; উজীরের কাছে আবেদন ক'রে একজন স্বেচ্ছায় আমার কারারক্ষক হ'লো। প্রথমে মনে হ'য়েছিল যে সে শত্রু ; তারপর দেখ্‌লেম সে পরম বন্ধু ; আশ্চর্য্য এই, সে স্ত্রীলোক, পুরুষ নয়—ঐ সে ব্যক্তি !

হারুণ। আমি ওরে জানি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছে।

নুরু। জাঁহাপনা, আপনি একা এই শত্রুর মাঝখানে ! আমার ভয় হ'চ্ছে, দুরন্ত উজীর জান্‌তে পার্‌লে সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে !

হারুণ। চিন্তা ক'রো না, এই যে আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেম, এই আমার উরুদেশে দেখ, অতি নিষ্ঠুর শোণিত-পিপাসী, কঠোর বিপক্ষশ্রেণী ভেদ ক'রে শত সহস্র ব্যক্তির উষ্ণ শোণিত পান ক'রেছে। (তরবারি প্রদর্শন) হেথায় কয়েকজন ক্ষুদ্র জীব মাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি ;—আমার নামে বীর হস্ত হ'তে অসি খ'সে যায় !

নুরু। জাঁহাপনা ! আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির জীবনে-মরণে কি আসে যায় ;—কিন্তু আপনি প্রজারক্ষক, আপনার জীবন অমূল্য।

হারুণ। ঈশ্বর আমায় প্রজাপালনের ভার দিয়েছেন ; আমার নরহস্তে মৃত্যু নাই।

(জাফেরের প্রবেশ)

জাফের, তোমার মত ব্যক্তিকে আর কোন ভার অর্পণ ক'র্‌বো না ; তোমার অর্ণবযান কি এখন এসে উপস্থিত হ'লো ?

জাফের। ধর্ম্মাবতার ! মাপ হয়, আমার অর্ণবযান চড়ায় আবদ্ধ হ'য়েছিল, আমি ধীবরের ডিঙ্গীতে পূর্ব্বে হেথায় উপস্থিত হ'য়েছি, সওদাগরী তরীতে আমার সেনারাও এসে উপস্থিত হ'য়েছে, বধ্যভূমিতে আগত প্রায়। বন্দেনেবাজ ! ইতিপূর্ব্বে আমি নিশ্চিন্ত থাকি নাই, এ রাজ্যের সেনাপতি,

সেনাগণ, প্রজাগণ—সকলেই আমার আজ্ঞামত কার্য্য ক'র্‌বে।

(হরকরাসহ এল্‌মোইন ও সেনজারার প্রবেশ)

এল্‌মো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গলা জরায়ে চুমা খাবো অ্যাহন, ছুড়্‌ডেরে আস্‌তি দেও—ছুড়্‌ডেরে আস্‌তি দেও, বেশ মতলব বের করছো। তোমারে তো বল্‌ছি, তোমার ভাল ক'র্‌বো। খুব মজা হবে অ্যানে,—নুরু ছ্যাথ্‌তি থাক্‌বে, আর বুক ফাট্‌তি থাক্‌বে। হ্যাদে হরকরা, ব'ল্‌তি থাহ,—"আজ নুরুদ্দিন খুন হবে। খালীফ বাদসার মোহর জাল করছে।"

নুরু। আজ উজীর খুন হবে, খালীফ্ বাদসার মোহর জাল ক'রেছে।

এল্‌মো। ইস্, মর্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়্‌ছো যে ?

নুরু। তুমি ম'র্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়্‌ছো যে ?

এল্‌মো। আরে বাঁধ্‌তো বাঁধ্‌তো ?

সেন। উজীর সাহেব, উজীর সাহেব, এখন বাঁধা থাক ; ঐ সে বাঁদীটে আসছে, তোমায় সাদি ক'র্‌বে।

এল্‌মো। হ্যাদে, হ্যাদে, সেইডেইতো বটে—সেইডেইতো বটে।

(পারিসানা ও সখীর প্রবেশ)

পারি। প্রভু, এতদিন বাঁদীকে ভুলে ছিলে! আর ভুলে থেকো না—আর পায়ে ঠেল না।

নুরু। প্রিয়ে, দৈব-বিড়ম্বনায় তোমায় ছেড়েছিলেম, আর জীবনে-মরণে বিচ্ছেদ হবে না।

এল্‌মো। হ্যাদে দেখ্‌তিছি—মোর সাম্‌নাসাম্‌নি প্রেম ক'র্‌তি লাগ্‌লো।

(স্ত্রীবেশে এন্‌সানির প্রবেশ)

এন্‌সানি। এস প্রাণনাথ, আমরাও প্রেম করি।

এল্‌মো। আরে তুই কেডা,—তুই কেডা ?

এন্‌সানি। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না, আমি তোমার সেই প্রেমিকা, যারে পাগল ক'রেছিলে, যারে কারাগারে দিয়েছিলে, যে নফর হ'য়েছিল।

এল্‌মো। আরে কেডা আছিস—বাঁধ্‌তো, বাঁধ্‌তো, সবগুলারে বাঁধ।

(খালীফ্, সৈন্যগণের প্রবেশ ও এল্‌মোইনকে বন্ধন করণ)

আরে আমায় বাঁধিস ক্যান—আমায় বাঁধিস ক্যান্ ?

সেন। কেন উজীর সাহেব, এই তো খালীফের হুকুম তুমি আমায় দিয়েছ, এই প'ড়ে দেখ।

এল্‌মো। এ যাদু নাহি—যাদু নাহি!

এন্‌সানি। যাদু বইকি, আমার প্রেমের প্রতিশোধ, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ?

এল্‌মো। এ জাল! জাল! এ বেইমানী—এ শয়তানী!

এন্‌সানি। হ্যাঁ প্রাণনাথ! এ বেইমানী, শয়তানার প্রতিফল।

হারুণ। জাফের! নবাব কোথায় ?

(সুলতান মহম্মদের প্রবেশ)

মহম্মদ। আপনার দাস এই হুজুরে হাজীর আছে।

হারুণ। তুমি কোন্ সাহসে আমার হুকুম লঙ্ঘন ক'রেছ ?

মহম্মদ। জনাব! আমি আপনার হুকুম চিরকাল মস্তকে রাখি, আমায় এই কাফের বুঝিয়েছিল যে এ আপনার হুকুম নয়,—জাল।

হারুণ। তুমি নবাবের উপযুক্ত নও,—নুরুদ্দিনই যথার্থ যোগ্য। তার মাহাত্ম্য দেখ, আমি বার বার তারে নবাবী দিয়েছি, সে গ্রহণ করে নি, তারই অনুরোধে তোমায় দণ্ড দিলেম না।

মহম্মদ। নুরুদ্দিন, তুমি আমার জীবন দাতা ; আমি এ তক্তের উপযুক্ত নই, তুমিই গ্রহণ কর। আমার বৃদ্ধ বয়স হ'য়েছে, আমি মক্কায় যাব।

নুরু। নবাব সাহেব, আপনি মক্কায় যেতে হয় যান ;—আমার অন্য কামনা নাই, আমি জাঁহাপনার দাস, আমি চিরদিনই তাঁর পদাশ্রয়ে থাক্‌বো।

হারুণ। জাফের, এ কাফেরের প্রাণবধের বিলম্ব কি ?

এন্‌সানি। জনাব! দাসীর প্রতি আজ্ঞা আছে যে আমি যা বর চাইবো, তা পাব,--প্রাণ বধ ক'রলে ফুরিয়ে যাবে, আজ্ঞা হয় যে, আজীবন আমার গোলাম হ'য়ে থাকুক।

পারি। পিতা! আজ আপনার কন্যার সুখের দিন, এদিনে কারুর জীবন বধ আজ্ঞা দেবেন না।

হারুণ। মা, তোমার কথামতই কার্য্য হবে। (এন্‌সানির প্রতি) তুমি কি চাও?

এন্‌সানি। আমি এই বেইমানের পোষাক এনেছি; এ নরপশু, এর সঙ্গে নরের ব্যবহার ক'রবো না, পশুবৎ শৃঙ্খলে বাঁধা থাক্‌বে, চার পায়ে হাঁট্‌বে।

এল্‌মো। হাদে, মোরে শূলী দিতি চাও—দাও, ফাঁস দিতি চাও—দাও, এই বেটীর হাত ছাড়ান দাও।

এন্‌সানি। প্রাণনাথ! কেন ভাব্‌ছো? আজ আমাদের আবার সুখের মিলন।

নুরু। মা, বোধ হয় তুমি বিস্তর সহ্য ক'রেছ; কিন্তু আমায় তুমি পুত্র ব'লেছ, একে আমায় ভিক্ষা দাও।

এন্‌সানি। বাবা, তুমি মা ব'লে আমার প্রাণ জুড়িয়েছ, আমি তোমার কথায় প্রতিশোধ ভুল্‌লেম।

এল্‌মো। নুরু, নুরু—তুমি কাট্‌বা না শূলী দেবা! যা হয় ঝট্‌পট্‌ করে ফেল।

নুরু। উজীর সাহেব, তোমার ভয় নাই; বৃদ্ধ হ'য়েছ, একটা উপদেশ নাও—স্থির জেনো, তোমার বুদ্ধিতে সংসার চ'ল্‌বে না। আপনার বুদ্ধিতে কি অবস্থায় প'ড়েছ—দেখ; আমার মিনতি রাখ, এ জীবনের ক'টা দিন ঈশ্বর-সেবায় অতিবাহিত কর। জেনো, পৃথিবীতে পাপের সাজা আরম্ভ হ'তে পারে, কিন্তু শেষ হয় না। যদি নরক-যন্ত্রণা বাড়াতে না চাও, আমার কথা অন্যথা ক'রোনা।

হারুণ। নুরুদ্দিন, তোমার সঙ্গে যে দিন আমার প্রথম দেখা, সেদিন শুনেছিলেম যে, তুমি কোন মোল্লাদের কার্য্যে থাক; কিন্তু এতদিন আমি বুঝ্‌তে পারিনে যে, তুমিই যথার্থ পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র। বুঝ্‌লেম যে,দয়াবান্ ক্ষমাবান্ ঈশ্বরের তুমিই যথার্থ দাস। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে নিয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত কর।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখিগণ।—
মনের মতন রতন পেলি, কি দিবি তা বল?

পারি।—
আমিতো সই কেনা তোদের, কেন করিস্ ছল!

নুরু।—
বলনা আমায় কি দেবে?

সখিগণ।—
বল কি, আছে বা কি, আর বা কি নেবে!

নুরু।—
জানতো কথার ছলনা,

সখিগণ।—
আর কি নেবে ভেঙে বলনা?

পারি।—
সকলই তোমার, কিছু নাইতো হে আমার,
ভালবাসা প্রেম-আশা ফুটিয়েছ হে হৃদ-কমল।

সখিগণ।—
সখী-সখা থাক সুখে, বাসনা করি কেবল।

সকলে।— (গীত)*

আমোদ ক'রে দেখ্‌লে পরে আমোদের মিলন।
আমোদ ভরে দেখ্‌বে ঘরে,
আমোদ ভরা চাঁদবদন॥
আমোদে চলে রজনী, আমোদে চল স্বজনি,
আমোদ করা ধারা লো যার, আমোদে তার ভাসে মন॥

যবনিকা

এই গীতিকার অন্তর্গত * চিহ্নিত গানগুলি অভিনয়ে গীত হয় না।

মণি-হরণ

(পৌরাণিক গীতি-নাট্য)

[৭ই শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোক্ত চরিত্র

পুরুষ

সূর্য্য।
উষা।
শ্রীকৃষ্ণ ... যদুপতি।
সত্রাজিত ... রাজা।
প্রসেন ... রাজভ্রাতা।
জাম্বুবান ... ঋক্ষরাজ।
কুমার ... ঐ পুত্র।

সত্রাজিত-দূত, জাম্বুবান-দূতত্রয়, জাম্বুবান সৈন্যগণ,
যদু-সৈন্যগণ ও বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রুক্মিণী ... শ্রীকৃষ্ণ মহিষী।
রাণী ... সত্রাজিত-মহিষী।
জাম্বুবতী ... জাম্বুবানের কন্যা।

ছায়া-সঙ্গিনীগণ, সখিগণ, লহরবালাগণ, রাণীর সহচরীদ্বয়,
কলম্ববালাগণ ও নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক
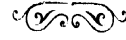
প্রথম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

অস্তাচলগামী রবি

ধ্যানমগ্ন সত্রাজিত

(ছায়া-সঙ্গিনীগণের গীত)

তরুণ তপন, ডুবিল যখন, আমি তারে ঘেরে রাখি।
ছায়া কায়া মম, ছায়ায় আবরি, নাহি হেরে নর-আঁখি।
উজ্জ্বল বিভা মম হৃদি'পরে ধরি নর অগোচরে,
সুন্দর জ্যোতি ঢাকি কলেবরে;
সুরয মোদিনী ছায়া-অঙ্গিনী,
গোপনে যতনে তেজোময় বিভা, আদরে যতনে বিরখি।

[প্রস্থান।

সত্রা। হে দিনদেব, হে নয়নানন্দ, হে উজ্জ্বল বিস্ফুলিঙ্গ, হে নারায়ণ, হে ভুবনজীবন! তুমি আশ্রিতের প্রতি সদয় হও। তুমি ভুবনানন্দ, তুমি ভুবন-নয়ন, তুমি ভুবন বিকাশ

তপন, তুমি আমায় কৃপা কর,—আমি তোমার নিতান্ত আশ্রিত।

(ছায়াসঙ্গিনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

ঝিমি ঝিমি ধিমি ধিমি, নামি ধরণী' পরি, সহ তিমির-সহচরী।
নয়ন মুদিয়ে, দেখ তুমি ধিয়ে, ভুবন-আলোক হরি॥
হৃদয়-জ্যোতি হের নিতি নিতি, দেখ নিতি নামে তিমির রাতি,
ছায়া বিনা ধরে তপন-জ্যোতি—কে ধরে শকতি;
ছায়া কায়া ভুবন মায়া, ছায়ারূপা প্রবলা বিভাবরী॥

[ছায়াসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

সত্রা। এ কে! এ সব কি দেখছি! হে উজ্জ্বল দিনদেব, কোথায় লুকালে? আমি আঁধার দেখ্‌ছি কেন? আদি-সৃষ্টি হে ভগবান, হে তমোহর! আমি কেন সংসার তমোময় দেখ্‌ছি? হে তেজোরাশি, উদয় হও,—আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ কর।

(উষার আবির্ভাব)

(গীত)

তর তর তর তর উঠে আলোকরাশি, দিশা বিকাশি।
ডুবিল নিশি, রক্তিম দিশি, হেরি রক্তিম অধরে হাসি॥
ধীর সমীর—প্রেমিকা অধীর,
সজল নয়ন, বিদায় চুম্বন,—
বহে বিহগ-ঝঙ্কার কমল-পরিমলে ভাসি॥

সত্রা। এই যে আবার উষার আলোক দেখ্‌ছি! কই দিনকর, আমার নয়নানন্দকর,—একবার দর্শন দাও! না বর দাও, একবার তোমায় দেখে নয়ন সার্থক করি। আমায় আঁধার আবরণ ক'রেছিল, তোমার নয়নানন্দকর জ্যোতি বিকাশ কর!

(লহরবালার আবির্ভাব)

(গীত)

শুনহে রাজন, ধরহে বচন,
আমার উরমি হার।
সাগরে বিহরি, নিতি নিতি ধরি,
হৃদয় কিরণ সার॥
ডুবে তপন সাগর-গহ্বরে,
বিরলে তারে, আঁধার নেহারে আদরে;
চাহ তপনে কি বাসনা মনে,
রবি হৃদে ধরি হারাবে নয়নে,—
কহিনু বচন সার॥

[লহরবালার তিরোভাব।

সত্রা। আপনারা কারা আসছেন? কি কথা ব'লছেন,—আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। আমি সূর্য্য উপাসনা করি, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি পাব, এই আমার আশা। সে আশায় আমি যদি নিরাশ হই, তথাপি আমি সূর্য্য-উপাসনা ক'র্‌বো; আমায় মানা ক'র না।

ভূলোক-আলোক-প্রিয়,—আলোক-আকর—
তুমি যদি ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
তোমার কৃপায় ব্যক্ত এই চরাচর,
মম হৃদে হও হে প্রকাশ।
আঁধার অন্তর মম মৃত্তিকাজড়িত,
তেজোময় তুমি হে তপন!
করুণা-কটাক্ষ, দেব, কর প্রকাশিত,
নব বিশ্ব ধাতার সৃজন!
আলোক নেহারি,—পুনঃ আঁধার তিমির!
কোথায় লুকাও দিনকর?
তেজোময় হৃদিমাঝে বিহার মিহির,
তুমি দেব পরম সুন্দর!
ক'র না করুণাময়, কাতরে ছলনা,
জ্যোতিমাঝে বিকাশিতে সাধ,
নয়ন-আনন্দ তুমি—জীবের কামনা,
কামনায় সেধ' না হে বাদ।

(সূর্য্যের প্রবেশ)

(গীত)

কোটি নয়নে ভুবন নিরখি, সাগরে ডুবে নিশা।
মম উদয়ে নীরস হৃদয়ে পুন বিকাশে আশা,
সাজে ফলে-ফুলে দিশা॥
স্থল-জল পুলক হিল্লোল, গগন-গহন পুলকে উজ্জ্বল,
মম ডরে পশে শ্বাপদ গহ্বরে,
কুটিল অন্তর দহে পিয়াসা

সূর্য্য। তুমি কি চাও?

সত্রা। প্রভু, তুমি যা দেবে।

সূর্য্য। তোমার চক্ষে আর তুমি অন্ধকার দেখ্‌তে পাবে না। এই স্যমন্তক মণি দিচ্ছি, এ আমার ন্যায় প্রভাময় মণি দিন দিন উগ্‌দীরণ ক'র্‌বে। সেই মণি তোমায় দিচ্ছি,—আর ডেক' না।

সত্রা। প্রভু, তোমার স্যমন্তক মণি তুমি লও। আমি তোমায় চাই, আর আমি কিছু চাই না।

সূর্য্য। তুমি আমার একান্ত ভক্ত। ছায়া আমার নিত্য আবরণ, কিন্তু তোমার হৃদাসনে, ছায়া কখন' আমার জ্যোতি আবরণ ক'র্‌বে না।

সত্রা। প্রভু, নিরন্তর ধ্যানে যেন তোমায় পাই।

সূর্য্য। পাবে, এই স্যমন্তক মণি লও। তোমার অন্তর-বাহ্য আলোকে পরিপূর্ণ থাকবে।

সত্রা। প্রভু, মাণিক একটা রত্ন মাত্র,—জীবনলীলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। আমায় অমূল্য রত্ন দাও।

সূর্য্য। পার্‌বে? অমূল্য-রত্নলাভ বড় কঠিন কার্য্য।—

মম অঙ্গে কার জ্যোতি নেহার বিকাশ?
প্রভাময় স্থূল জ্যোতিরাশি—
অনন্ত তপন পরকাশে;
ঘোর রোলে বহে নভস্থলে,
শতকোটি ব্রহ্মাণ্ড তপন;
কণামাত্র হের এ কিরণ—
উদ্ভব চরণ-রজে তাঁর।
নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতি
যাহে নাহি বিভাবরী,
বহিতেছে—
জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত লহর—জ্যোতির সাগর।
করি আশীর্ব্বাদ—
সেই জ্যোতি কর তুমি সার।
ক্ষুদ্র জ্যোতি কেন আকিঞ্চন?
জ্যোতির আলয়ে রহ মিলাইয়ে—
জ্যোতি-মাঝে করি নিজ জ্যোতি বিসর্জ্জন।
সুখসাধ—জেন সে বিষাদ;
আঁধার—মায়ার প্রভাবলে।
ব্যাপি এই অনন্ত সংসার—
যে জ্যোতি বিহার,
মিল তুমি জ্যোতির সাগরে।

সত্রা। প্রভু, আমি অতি ক্ষুদ্র, তুমি আমার জ্যোতি-সমুদ্র; তোমায় ছেড়ে আমি কাউকে চাই না। যে জ্যোতির সাগর থাকে—থাকুক, হে প্রভাকর! তুমি আমার হৃদয় প্রফুল্ল কর; তুমি প্রভু, চরণে স্থান দাও। আমার অধিক আশা নাই,—প্রভু, আপনার কৃপায় কি না হয়।

সূর্য্য। দেখ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই স্যমন্তকমণি অর্পণ কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(লহরবালাগণের পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

ঊর্ম্মিবালা, একি হ'ল জ্বালা—
কিরণ হরিল নরে!
হরে নরে দিনকরে, হৃদিপরে—
কার কিরণে খেলিবি আর।
থরে থরে পরি সোণার হার,
রবি-করে নরে হরে,—
নর-হৃদি-সরোবরে খেলিবে তপন-হার;
আদিসৃষ্টি, ভুবন-দৃষ্টি নরে নিল হরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকার পথ

সত্রাজিত ও প্রসেন।

সত্রা। দেখ ভাই, দ্বারকায় মণি এনে বড় ভাল করি নি। সৃষ্টির লোকে বলে,—"ও চোরের ইষ্টি"—মণিটে বাগাবার চেষ্টায় আছে।

প্রসেন। কিসে জান্‌লে?

সত্রা। আরে মণিটা ভোগা দেবার জন্যে কত ধাপ্পা লাগালে। বলে, এটী পেলে কৌস্তুভ মণি দিতে পারি।

কত রকম ছক্কাবাজি ক'র্‌লে,—তা আর তোমায় ব'ল্‌বো কি !

প্রসেন। আচ্ছা দাদা, তুমি তো মণি দিতে এসেছিলে। তুমি তো ব'ল্‌লে,—এ মণি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'র্‌বো।

সত্রা। ব'লেছিলেম—ঝক্‌মারি ক'রেছিলেম। প্রাণ ধ'রে এ মণি দেওয়া যায় ? মাথায় দিলে যেন সূর্য্য উদয় হ'য়েছে ! ব'লেছিলেম একটা ঝোঁকে ;—এ মণি আমি দিতে পার্‌বো না।

প্রসেন। কাজ কি তোমার দিয়ে।

সত্রা। আমি কি ক'র্‌বো, ঝক্‌মারি ক'রে দ্বারকায় এসে প'ড়েছি। এ চোরের আড্ডা, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে যাওয়াই ভার।

প্রসেন। তবে মণিটা তুমি আমার ঠেঙে দাও,—আমি নিয়ে সট্‌কাই।

সত্রা। পারবি ?

প্রসেন। এই রাতারাতি সট্‌কে পড়ি।

সত্রা। দেখিস্, পথে না কেউ কেড়ে নেয়।

প্রসেন। আমি বন দে বন দে পাড়ি মার্‌বো।

সত্রা। ছাখ,—খুব সাবধান—এ ডাকাতের দেশ। মণিটে নিয়ে হাতে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল।

প্রসেন। দাদা, তুমি ভেবো না,—আমি ঠিক স'র্‌চি।

সত্রা। তবে এই নে, বেশ ম'জবুত দু'চারজন লোক সঙ্গে নে,—ঝাঁ স'রে পড়। স'রে পড়—স'রে পড়—এই যে দ্বারকানাথ মণির সন্ধানে আস্‌ছে !

প্রসেন। দাদা, তবে আমি স'র্‌লেম।

সত্রা। যা—যা—আর দেরি করিস্ নি।

[মণি লইয়া প্রসেনের প্রস্থান।

(স্বগত) ভাগ্‌গিস মণি সরিয়েছি, তা না হ'লে আজ হ'য়েছিল !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এখানে কি ক'র্‌ছেন ?

সত্রা। এই শয়নে যাব, তাই একটু বায়ু সেবন ক'র্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। অতি চমৎকার মণিটী ! আপনার ঠেঙে আছে না কি ?

সত্রা। এঁ্যা—তাইতো ! মণি কোথায় গেল ! কি হ'লো ? কে নিলে ? এ দ্বারকা বড় বেয়াড়া জায়গা দেখ্‌তে পাই !

শ্রীকৃষ্ণ। আপনার মণি কি হ'ল ?

সত্রা। এ আপ্‌নাদের দেশভূমি, আপ্‌নারা জানেন—আমি কি জানি ! এ যে বড় বেয়াড়া জায়গা দেখ্‌তে পাই !

শ্রীকৃষ্ণ। সে মণি হারাবে কোথা মহারাজ,—যেন সূর্য্যের জ্যোতি !

সত্রা। গোবর চাপা দিয়ে কে রেখেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এ কি কথা ব'ল্‌ছেন ?—দ্বারকায় মণি নেবে কে ?

সত্রা। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি,—আপনার ও মণিটার উপর লোভ হ'য়েছে, তাই রাতারাতি সন্ধানে এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এমন কটু কথা কেন ব'ল্‌ছেন ?

সত্রা। আর ম'শায়,বলি আর না বলি—আমি এ রাজ্যে থাকৃতে চাই নি। আমি কঠোর তপস্যা ক'রে সূর্য্যদেবের কাছ থেকে মণিটী পেলেম, আপনি সেটী বাগাবার চেষ্টায় আছেন !

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি স্বদেশে যেতে ইচ্ছে করেন—যান। আপনার মণিতে কারো প্রয়োজন নাই।

সত্রা। থাকে ভাল, না থাকে ভাল,—আমি চ'ল্লেম।

[সত্রাজিতের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার মায়ার খেলা ! আমার মায়া ভেদ করা দুরূহ ! অকিঞ্চিৎকর বিষয়-বাসনায় আমায় ভুলে থাকে। আমায় মণি অর্পণ ক'র্‌তে এসে, মোহে আবদ্ধ হ'ল। কিন্তু যখন একবার আমায় দেবে মনে ক'রেছে, তখন আমি ওকে বিষয়-বাসনা হ'তে মুক্তি দেব। অহো ! বার বার দেহ ধ'রে থাকি, জীবের বেদনা বুঝেই আসি ! জীবের জন্য আমি যে কত ব্যথা পাই, তা জীব বোঝে না !

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

কুমার ও বালকগণ।

কুমার। ছাখ্ ভাই, বাবা এই মণিটে কেড়ে এনেছে। সিংহীটা মণি মুখে ক'রে পালাচ্ছিল।

১ম বা। সে মণিটে কোথায় পেলে ?

কুমার। একটা রাজার ভাইয়ের ঠেঙে ছিল,—সে মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছিল, সিংহীটা তাকে খেলে, তার ঘোড়া খেলে, আর মণিটা মুখে ক'রে পালাচ্ছিলো, বাবা তাকে মেরে কেড়ে নিলে।

১ম বা। তা'ত বেশ হ'য়েছে রে,—এই অন্ধকারে রোজ রোজ সূয্যি উঠ্‌বে !

(কুমার ও বালকগণের গীত)

দেখ, চাঁদ উঠেছে গহ্বরে।
বাবা এনেছে মণি সিঙ্গী মেরে ॥
মানুষ-ঘোড়া খেয়ে,
যাচ্ছিল সিঙ্গী ধেয়ে,
বাবা নখে ফেড়ে নিল মণি কেড়ে।
দেখ আলো হ'ল এ ঘোর আঁধারে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(সত্রাজিতের প্রবেশ)

সত্রা। খুব বুদ্ধি ক'রে মণিটে সরিয়ে দিয়েছি ; নিশ্চিত কেড়ে নিয়ে উগ্রসেনকে দিত। প্রসেন এতক্ষণ দেশে গিয়ে পৌছেচে। সেখান থেকে মণি নেয় কে ? বাবা, দ্বারকা থেকে বেরুলেম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

তুই এখানে যে ! প্রসেন কোথা ? সে দেশে যায় নি না কি ?

দূত। মহারাজ, ছোট রাজা যে কোথায়—ঐ কথাটা বলা মুস্কিল ! আর যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন—ব'ল্‌তে পারি।

সত্রা। সে কি রে বেটা—সে কি !

দূত। আজ্ঞে সে এ কি।

সত্রা। বলিস কিরে বেটা, বলিস কি !

দূত। আজ্ঞে ওই বলি।

সত্রা। আরে আমার মাথা-মুণ্ডু কি বল্ ? সে কোথায় গেল ?

দূত। বোধ করি এতক্ষণ বৈতরণী পেরুলো। যমের দক্ষিণ দরজায় এতক্ষণে ঠেলে উঠ্‌লো।

সত্রা। মণি কোথায় গেল ?

দূত। তার কোথায় যাবার সখ হ'লো—কি ক'রে ব'ল্‌বো।

সত্রা। মণির যাবার সখ হ'লো কি !

দূত। মহারাজ, রত্ন ত' কই এক জায়গায় থাকে না ; —আপনার ছিল, আপনার ভাই পেলেন। তবে তিনি মণির জন্যে প্রাণ দিলেন। এখন মণিরাজ আপন মনে কোন গহন বনে সেঁধুলো।

সত্রা। ছাখ্ ছাখ্—ব্যঙ্গ রাখ্।

দূত। গর্দ্দানার ভয় আছে মহারাজ ! ব্যঙ্গ কচ্ছি নে।

সত্রা। সত্যি বল—নইলে মারা যাবি।

দূত। মহারাজ, যে টুকু দেখেছি—সেই টুকু ব'লতে পারি, আরতো বেশী ব'ল্‌তে পার্‌বো না।

সত্রা। কি দেখেছিস্ বল ?

দূত। আজ্ঞে, তিনি শিকার ক'র্‌তে বনে সেঁধুলেন, শেষ সিংহীর মুখে শিকার হ'লেন।

সত্রা। মণি কি হ'লো ?

দূত। সেই কথাটি তো ব'ল্‌তে পাচ্ছি নি।

সত্রা। কি রকম সিংহী ?

দূত। আজ্ঞে ঠিক সিংহীর মত সিংহী।

সত্রা। তার চুড়োধড়া দেখ্‌লি ?

দূত। আজ্ঞে না।

সত্রা। অবিশ্যি দেখেছিস্ ?—সে সিংহী নয়—দ্বারকার কেষ্টা !—সিংহী হ'য়ে আমার ভাইকে মেরে মণি চুরি ক'রেছে, আমি মণি আদায় ক'র্‌তে ছাড়্‌বো না !—সে সিংহী নয়—জানিস্।

দূত। আজ্ঞে মহারাজ যখন ব'ল্‌ছেন, সে আর সিংহী কি ক'রে!

সত্রা। সে কি ব'ল্লে—'মণি দে?'

দূত। আজ্ঞে না, হুঙ্কার দে ঘাড়ে প'ড়লো।

সত্রা। মণি চেয়েছিল—তুই শুনিস্ নি।

দূত। আজ্ঞে, হবে।

সত্রা। বল বেটা—মণি চেয়েছিল;—নইলে গর্দ্দান যাবে।

দূত। আজ্ঞে চেয়েছিল।

সত্রা। বল বেটা—চূড়ো ছিল।

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। বল বেটা—ধড়া ছিল।

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। বল বেটা—বাঁশী ছিল।—

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। তবে আয় বেটা, সাক্ষী দিবি আয়।

দূত। মহারাজ, অপেক্ষা করুন—আমি বুঝে নিই, ভাল ক'রে তালিম দিয়ে দিন। এই পশুরাজ কি বাঁশী বাজাতেন ব'ল্‌তে হবে।

সত্রা। খুব ব'ল্‌বি, অবিশ্যি ব'ল্‌বি।—ব'ল্‌বি—'বাঁশী বাজায় আর নাচে।'

দূত। মহারাজ, দুপায়ে না চার পায়ে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—দু'পায়েও নাচে, চার পায়েও নাচে।

দূত। আর কি ব'ল্‌তে হবে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—গরু চরায়।—গোবর দিয়ে মণি চাপা দিয়েছে,—তুই দেখেছিস্।

দূত। যে আজ্ঞে, আর কি ব'ল্‌তে হবে?

সত্রা। ব'ল্‌বি,—কেষ্টা বেটাই নিয়েছে; আর কেউ নয়।

দূত। ব'ল্‌বো, কেষ্টা সিংহী নিয়েছে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—শুধু কেষ্টা। না—না—কেষ্টা সিংহী নিয়েছে। হায় হায়! ম'র্‌তে কেন দ্বারকায় এলেম। হ্যাঁরে, দু'হাত দেখ্‌লি না চারহাত দেখ্‌লি?

দূত। আজ্ঞে, চার পা দেখ্‌লেম।

সত্রা। ওই ঠিক হ'য়েছে;—ওই বেটাই নিয়েছে। আর প্রসেনটাকে বলি,—মলি মলি, ছুটে পালাতে পার্‌লি নি।

দূত। আজ্ঞে, তিনি পালাতেন—ঘাড়টা বড় চেপে ধর্‌লেন।

সত্রা। দেখ্, ঠিক ব'ল্‌ছি কি না বল?—ওই কেষ্টা বেটারই কাজ। আমি মণি আদায় ক'র্‌ছি, তুই সাক্ষী দিবি আয়।

দূত। মহারাজ, সিংহীর ল্যাজ আছে ব'ল্‌বো?

সত্রা। তোর সাত গুষ্টির ল্যাজ আছে। কেষ্টাসিংহী ল্যাজ পাবে কোথায়? চল—সাক্ষী দিবি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারকার কাননবাটিকা

রুক্মিণী ও সখিগণ।

সখিগণ।— (গীত)

নীল যমুনা-তটে রাখাল মেলা।
কদম্ব কুসুম গোপিকা মোহন,—
কানুগলে দোলে মালা॥
ধীর বাঁশরী, গোধন সারি সারি,
উচ্চ পুচ্ছ ঘন, গোধন নর্ত্তন,
কানু-মুখ চাহি গোধন বিভোলা।

রুক্মিণী। সখি, আমার নয়ন সার্থক হ'ল। তোরা রাখাল বালক সেজে বৃন্দাবন-লীলা দেখালি, আমার প্রাণ ভ'রে গেল! বৃন্দাবন কি আনন্দধাম! শ্যাম রাখালকে কাঁধে ক'র্‌তো।

১মা সখী। শ্যাম যদি কাকেও কাঁধে করে, তোমার সয়? তা' হ'লে তুমি শ্যামকে ভালবাস না।

রুক্মিণী। তুই ঠিক ব'লেছিস্; কিন্তু প্রেমের খেল বৃন্দাবনে যেমন, তেমন কি আর হবে?

২য়া সখী। প্রেম ঢেলে দাও, সেই বৃন্দাবনেরই প্রেম পাবে।

রুক্মিণী। কোথায় পাব? রাধার প্রেম কোথায় পা যে শ্যামকে দেবো।

২য়া সখী। তবে ভাই, আমি আর কি ব'ল্‌বো।

রুক্মিণী। প্রেম শ্যামের ঠেঙ্গে নেবো। আর সেই প্রেম শ্যামকে দেব, তাতে হবে না সই? শ্যাম কি প্রেম দেবে!

৩য়া সখী। শুনেছি—শ্যামের ঠেঙ্গে যে যা চায়, তা পায়; সখি, তুই চেয়ে দেখিস্ দেখি।

রুক্মিণী। ওলো, শ্যামকে দেখ্‌লে যে আমি চাইতে ভুলে যাই।

২য়া সখী। তবে আর তোর উপায় নেই।—তবে আর তোকে কি ব'ল্‌বো!

রুক্মিণী। ওলো শ্যাম নামে যে আমার প্রাণ ভ'রে যায়।

২য়া সখী। তবে কেন জ'লে মর' রাধিকার বিষের জ্বালায়?

রুক্মিণী। রাধিকাকে আমার পূজো ক'র্‌তে সাধ আছে।

১মা সখী। কেন?

রুক্মিণী। সে কালাচাঁদকে কেমন ক'রে পেয়েছিল। আমি তো তাঁকে ভালবাসি, মনে করি—এমন বুঝি আর কেউ ভাল বাসে না; তবু আমার কোলে মাথা দিয়ে "রাধা—রাধা" করে।

১মা সখী। ওই তোমার শ্যাম এসেছে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

রুক্মিণী।— (গীত)

কেন নাথ মন উচাটন।
দাসী কি ক'রেছে অযতন।
কার তরে কালশশী, হৃদয় দেখি উদাসী,
ভাগ্যবতী কে সে রূপসী,
বুঝিতে না পারি হরি—ব্যাকুল কি হেতু মন॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ প্রিয়ে, আমি নষ্ট চন্দ্র দেখেছি, তার ফলে আমার অপবাদ র'টেছে। সত্রাজিত রাজা সূর্য্য উপাসনা করে। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হ'য়ে তাকে স্যমন্তক মণি দান করেন। সে বলে,—"আমি নশ্বর মণি চাই না। আমাকে অবিনশ্বর অমূল্য রত্ন দিন।" তাতে সূর্য্যদেব আজ্ঞা করেন যে, দ্বারকানাথকে মণি সমর্পণ কর গে, তিনি তোমাকে অমূল্য রত্ন প্রদান ক'র্‌বেন। কিন্তু জেন',—বিষয়-বাসনা-জড়িত মনুষ্য ছার অকিঞ্চিৎকর লোভ ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। আমায় মণি না দিয়ে তার ভাইকে দিয়েছিল। তার ভাই মৃগয়া ক'র্‌তে যায়। লোকমুখে শুনি, এক সিংহ তার ভাইকে অনুচর-গজ-বাজী সহ বধ করে। তারপর কে যে মণি হরণ ক'রেছে, তার আর সন্ধান হ'চ্ছে না। কুলোকে বলে, আমি সেই মণি হরণ ক'রে, তার ভাইকে বধ ক'রেছি। প্রিয়ে, বিদায় দাও! আমি মণির অনুসন্ধানে যাই, নইলে বড় কলঙ্ক হবে।

রুক্মিণী। প্রভু, তোমার যে মন—আমি কেমন ক'রে নিবারণ ক'র্‌বো! তুমি জগৎজীবন, জগৎমন, কলঙ্কভঞ্জন, ভাণ ক'রে যদি ছেড়ে যাও, আমি কি ক'রে রাখ্‌বো? কিন্তু ভাবি প্রভু, নষ্টচন্দ্রের এত অধিকার—তোমার উপর কলঙ্ক অর্পণ ক'রে!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, যাকে যা অধিকার দিয়েছি, সে যদি সে অধিকার না পায়, তা'হ'লে আমার কথা মিথ্যা হয়। এই দেখ, তোমার ক্রোধ হবে ব'লে, তার সহচরী পাঠিয়েছে।

(কলঙ্কবালাগণের প্রবেশ)

(গীত)

রাত্তিরে যে আয়না দেখে কলঙ্কী সে হয়।
ঘুরি ফিরি কলঙ্কিনী কলঙ্ক-তরঙ্গ যায় বয়।
ঈর্ষাতে উন্মাদিনী, করি সতী নারী কলঙ্কিনী,
কলঙ্কী চাঁদে মোরা ধ'রেছি হৃদয়।
রাখি নষ্ট চাঁদে হৃদয় বেঁধে, খেলি সদা নষ্ট হৃদে,
নষ্ট চাঁদে হেরলে পরে, হই মোরা উদয়॥

[কলঙ্কবালাগণের প্রস্থান।

রুক্মিণী। ঠাকুর, তুমি কি নষ্টচন্দ্র দেখেছিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। গোখুর জলে নষ্টচাঁদ আমার চ'ক্ষে প'ড়েছিল।

রুক্মিণী। প্রভু, এ মিথ্যা অপবাদ আপনার হ'ল!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার উপর অপবাদ তো চিরদিনই আছে। এমন কি তুমি পর্য্যন্ত বল,—"মনচোর!"

রুক্মিণী। এ কথাটী ঠিক।

শ্রীকৃষ্ণ। মনে ত করি চুরি করি, পারি কই? চুরি ক'র্‌তে গিয়ে বাধা পড়ি।

(গীত)

আমি হাতে হাতে দিই ধরা,
আমার কই সাজে হে ছল করা ?
আমি তো আপন হারা,
আমার ধরা দে'য়া, নয় তো ধরা.
আমার ধরা দিতে— ধরায় এসে, মিছে ছল করা !
অ-ধর হ'য়ে দিছি ধরা, তোমার প্রেমের ঘোরে প্রাণভোরা।

রুক্মিণী। প্রভু, তোমার শ্রীচরণ না দেখে কেমন ক'রে বাঁচ্‌বো ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি তিলমাত্র তোমা ছাড়া নই। শীঘ্রই মণির অনুসন্ধান ক'রে ফিরে আস্‌বো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

রুক্মিণী। শশধর ! তুমি প্রেমিকের হৃদয়-আনন্দকর ! তুমি আমার প্রতি 'নদয় কেন হ'লে ?

(সখিগণের গীত)

সুন্দর তুমি শশধর,—
সাধে কি কলঙ্ক-রেখা হৃদয়-উপর !
যামিনী তব সঙ্গিনী,
সতী কর কলঙ্কিনী,
আঁধার বহুরঙ্গিনী কলঙ্ক-আকর,
কিরণে মলিনী তব বিরহী অন্তর,
তুমি দোষের আকর !

[সকলের প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

সত্রাজিত রাজার অন্তঃপুর

সত্রাজিত ও রাণী

সত্রা। (স্বগত) হায় হায় ! এমন সর্ব্বনাশ কি কারু হ'য়েছে ! সাগর সেঁচে মাণিক তুল্লেম,—ভাইটে খোয়ালেম, —বাপ্‌রে বাপ ! একথা তো কোট্‌বার যো নেই ! আমার কোন দিন গর্দ্দান যাবে। কি হ'ল—কি হ'ল ! এত লোক মরে—কেষ্টা বেটা মরে না !

রাণী। মহারাজ ! কি ভাব্‌ছেন ?

সত্রা। চুপ চুপ ! কেউ শুন্‌তে পাবে।

রাণী। কি শুনতে পাবে ?

সত্রা। আমার মুণ্ডু,—আমার পিণ্ডি ! হায় হায় ! এমন কি কারো হয় ?

রাণী। কি হ'য়েছে মহারাজ, আমায় বলুন !

সত্রা। ব'লবার যো নেই,—ব'ল্লেই আমার প্রাণটী যাবে ; কেষ্টা বেটা শুন্‌বে;—পোড়ার মুখে আগুন লাগে না।

রাণী। মহারাজ ! কথাটা কি বলুন ?

সত্রা। দেখ, কারুকে বলো না।

রাণী। বাপ্‌রে- মহারাজ মানা ক'র্‌ছেন—কাউকে কি বলি।

সত্রা। না, তুমি ব'লে ফেল্‌বে।

রাণী। দোহাই মহারাজ, ব'লবো না, দোহাই মহারাজ, ব'লবো না।

সত্রা। দেখ, ব'লবে না তো—ব'লবে না তো ?

রাণী। না মহারাজ—না মহারাজ !—শীঘ্র বলুন—শীঘ্র বলুন, নইলে আমার প্রাণ যায়। শীঘ্র বলুন—নইলে প্রাণ গেল। বলুন, বলুন ! ওমা কি হ'ল' ! মাথামুড় খুঁড়বো নাকি ? প্রাণ বেরুলো ! মহারাজ, তোমার পায়ে পড়ি—বল—বল —

সত্রা। ওই কেষ্টা বেটা !—

রাণী। হঁ্যা হঁ্যা সেই বেটাতো ? সেই বেটাতো ? বলুন মহারাজ ! বলুন, কি ক'রেছে ?

সত্রা। আর কি ক'র্‌বে !—

রাণী। আরে মহারাজ, বল,এ যে স্ত্রী-হত্যা হয়।

সত্রা। ব'ল্লে যে পুরুষ-হত্যা হবে।

রাণী। তুমি ম'র্‌বে না মহারাজ তুমি ম'র্‌বে না আমার সিঁদুরের খুব জোর আছে। তুমি বল, মর যদি সহমরণে যাব ; তুমি ভেব না—বল।

সত্রা। আরে ব'ল্‌ব কি আমার মাথা !—ভাইটে ম'লো—মণিটাও কেড়ে নিলে।

রাণী। কে নিলে—কে নিলে ?

সত্রা। খবরদার, কাউকে ব'লো না! এই কেষ্টা বেটা,—বাপ্‌রে একি হ'লো! বাপ্‌রে একি হ'লো! এমন সর্ব্বনাশ মানুষের হয়!

[সত্রাজিতের প্রস্থান।

রাণী। উঁহু—এ কথা কি বলি,—আমার স্বামী মারা যাবে। এ কথা কি বলি—বাপ্ রে আমার স্বামী মারা যাবে! উঃ! পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে—হে—উ!—পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে। হেউ! বাপ্‌রে, এ কথা কি কাউকে বলি!

(প্রথমা সহচরীর প্রবেশ)

১মা সহ। রাজমহিষী, এমন ক'রছেন কেন?

রাণী। উঁহু, বাপ্‌রে—এ কথা কি কাউকে বলি!—বাপ্ রে, ও কথা কি মুখে আনি!

১মা সহ। কি কথা রাজমহিষী?

রাণী। সর্ব্বনেশে কথা! সে কথা কি ব'ল্‌বো।

১মা সহ। কি কথা রাণী ঠাকুরুণ?—কি কথা রাণী ঠাকুরুণ?

রাণী। রাম! ও কথা কি জিবে আন্‌তে আছে। হেউ! পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে!

১মা সহ। বল না কেন রাণী ঠাকুরুণ,—বল না কেন রাণী ঠাকুরুণ.—পেট্‌টা হাল্‌কি হবে।

রাণী। না, কখন না, ও কথা মুখে আন্‌তে নেই!—তুই কাকে ব'লে ফেল্‌বি!

১মা সহ। আমার ইষ্টির দিব্যি,—আমার গুরুর দিব্যি,—আমি কখনও ব'ল্‌বো না।

রাণী। কেষ্ট—দেওরকে মেরে মণি চুরি ক'রেছে।

১মা সহ। ওমা সত্যি নাকি!—কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!—ওমা বল কি গো! সর্ব্বনেশে কথা ব'লো না, কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

রাণী। চুপ চুপ্!

১মা সহ। চুপ ক'র্‌বো কি গো? পেট ফেঁপে ম'র্‌বো নাকি? ওগো কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

(দ্বিতীয়া সহচরীর প্রবেশ)

২য়া সহ। ওমা কি গো—ওমা কি গো?

১মা সহ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ছোট রাজাকে মেরে কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

২য়া সহ। ওমা কি সর্ব্বনাশ! আমার ডাক ছেড়ে কান্না পাচ্ছে। কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

জাম্বুবতী ও সখিগণ।

জাম্বু। সই, সত্য ব'ল্‌ছি। আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—এক সুন্দর নটবর, তার বঙ্কিম নয়নে আমার প্রাণ উন্মাদ হ'য়েছে।

সখী। স্বপ্নে দেখে এই, সত্যি দেখ্‌লে না জানি কি হ'ত।

জাম্বু। সই, সত্যি সত্যি দেখেছি। সে আমায় ব'লেছে,—"মালা দাও—তোমার জন্য অনেক ভাণ ক'রেছি, তোমার জন্য চোর হ'য়েছি, দেখ তোমার জন্য ভুবনের ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এসেছি। দাও প্রাণেশ্বরি, মালা আমার গলায় দাও।"

(জাম্বুবতীর গীত)

গলে শোভে বনমাল
চিকণ বঙ্কিম ঠাম,—
ত্রিভঙ্গ কুরঙ্গ-রঞ্জিত গঞ্জিত নয়ন, —
বিমোহন হৃদি কাম!
নিবিড় কুঞ্চিত চিকুর জাল,
মধুর মুরলী, ভুবন পূরিত বুলি—
উতরোলী।
পবন গহন বহে, ত্রিভুবন মোহে,
মুরলী তান প্রাণ উজান,
মন প্রাণ চলে উথাল।

১মা সখী। সখি, এরূপ তো কেউ কখন' শোনেনি—দেখেনি। তোম্‌রা রাজকুমারী, তোমাদের সকল সখই সয়। আমাদের হ'লে পাগ্‌লা গারদে দেয়।

জাম্বু। সই, সত্যি দেখেছি!

২য়া সখী। দেখ এমন কি হয়! এ কথা তো কখন' শুনি নি।

(সখিগণের গীত)

তোরে কেমন কেমন হেরি স্বজনি!
কেন লো স্বর্ণলতা, হৃদয়ে কি তোর ব্যথা,
হ'ল মলিনী?
কেন সই হও বিমনা, মনের কথা সই বলনা,
বুঝিতো নারীর ব্যথা, আমরা ললনা;
প'শে তোর নয়ন-পথে,
ব'সে তোর হৃদয়েতে,—
পিরীতের গরল কিলো ঢেলেছে প্রাণে;
কার সাধে উন্মাদিনী কে গুণমণি!

১মা সখী। তা বুঝি জানিস্ নি, রাজকুমারী কার স্বপন দেখেছেন,—বনমালা গলায়—বাঁশী হাতে! সে নিত্যি এসে বলে,—"আমায় মালা দাও।" স্বপন দেখেই এই, না জানি সত্যি হ'লে কি হ'তো!

২য়া সখী। হ্যাঁলো সত্যি?

১মা সখী। দূর দূর! তুইও যেমন!—এরূপ কি কারু হয়? রাজকুমারীরাই স্বপ্নে দেখে।

জাম্বুবতী। হয় না হয়,—আমার জীবন-যৌবন ভেসে গেল।

(জাম্বুবতীর গীত)

গেল ভেসে জীবন-যৌবন,—
চিত বিমোহিত রূপে—নহে এ স্বপন!
হেসে হেসে কথা ক'য়েছি,
প্রাণ-মন ভুলায়ে মিলায়ে গেছি, তারে প্রাণ যাচি,
পাই যদি পাব তারে, নহে বিফল জীবন!

সখিগণ।— (গীত)

ওলো সই, একি লো আব্দার?
কেন লো ম'জে গেলি, স্বপন দেখে কার!
বেঁকে তোর দাঁড়িয়ে কে লো,
কে জানে কে লো এলো,
স্বপনে মজিয়ে গেল,
খোঁজ পাবে কে তার?

———

দ্বিতীয় অঙ্ক
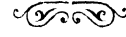
প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা-পথ

(নাগরিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

১মা নাগরিকা।—বৃন্দাবনে ক'রতো চুরি, কিছু বলিনি।
২য় ঐ।— ছি ছি ছি এমন দেখিনি!
৩য় ঐ।— ছি ছি—ছিল ননীচোরা বসনচোরা,
৪র্থ ঐ।— কতবার প'ড়েছে ধরা,
১মা ঐ।— ছি ছি, ক'র্লে চুরি স্যমন্তক মণি।
সকলে।— কতবার প'ড়লো বাঁধা, ঠেকে শেখেনি!

——

(পট পরিবর্ত্তন)

বনভাগ

শ্রীকৃষ্ণ ও সৈন্যগণ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে যদুসৈন্য! এই অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে ত' কানন-পথে এলেম। অসংখ্য বন্যজন্তু বিনাশ হ'লো, কিন্তু মণির অনুসন্ধান হ'ল না। এই তো সুড়ঙ্গ পথ দেখ্‌ছি! মণিচোর বোধ হয় সুড়ঙ্গ-পথে গিয়েছে, তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর,—আমি আসছি।

১ম সৈন্য। হে ঠাকুর, লোক-মুখে শুনেছি—এ জাম্বু-বানের সুড়ঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ঠিকই হ'য়েছে। জাম্বুবান ব্যতীত সূর্য্য-কিরণ-সদৃশ এ মণি কে চুরি ক'র্বে! আমায় অবশ্যই

অনুসন্ধান নিতে হবে। এ কলঙ্ক-ভার কেন বহন ক'র্‌বো?

২য় সৈন্য। ঠাকুর, আমরা সঙ্গে যাব?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি। যদি আমি সঙ্কটে পড়ি, বংশীধ্বনি ক'র্‌বো,—তোমরা তখন নেবে যেও।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুড়ঙ্গ-পথ।

(জাম্বুবান-সৈন্যগণের গীত)

সদা রামজী ভজ, সদা রামজী ভজ।
রামজী-চরণমে হৃদয় মজ।
রাম নাম বোল' বদনে,
রাম-রূপ হের ধ্যানে,
জটাধারী বনচারী রাম মেরি,
রাক্ষস-সংহারকারী,
রাখ রাম হৃদে, যুদা খেয়াল ত্যজ,
পিতে রহ রাম-চরণ-রজ।

[সকলের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।— (গীত)

ভক্ত আমার হৃদয়নিধি—
ভক্তের কিসে শুধ্‌বো ধার?
ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার!
ভক্তের তরে নৃসিংহ বামন,
যুগে যুগে কত দেহ ক'রেছি ধারণ,
ভক্ত প্রাণ মন;—
কভু ধনুধারী, কভু বাজাই বাঁশরী,
সারথী বা রথী কভু,—
ভক্ত আমার প্রাণাধার!
ভক্তের তরে গোপের ঘরে করি হে বিহার।

আমার প্রাণ যে বড় কাঁদে! জাম্বুবান আমার প্রাণ! তাই জাম্বুবতী গুণবতী আমায় চায়। একি দায়!—আমি যুগে যুগে কত বাঁধা যাব? কেউ মুক্তি চায়,—আমি অকাতরে বিলাই। একি দায় হ'ল, কার কাছে না বিকিয়েছি বল? ক'রে ছল—হ'লেম দোরে দ্বারী। আমি ছল করি, না ভক্ত আমায় ছল ক'রে মজায়? আমি নির্ব্বিকার,—আমার কেন এ সংসার? না না—ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার! আমি বিকিয়ে গেছি,—আমি আপনার নই তো আর! ভক্ত আমার—আমি তার।

(জাম্বুবান-সৈন্যের পুনঃ প্রবেশ)

জাম্বু-সৈন্য। তোম্ কোন্ আয়ারে—কোন্ আয়া?

শ্রীকৃষ্ণ। আয়া তো কিয়া ভায়া?

জাম্বু-সৈন্য। আভি ফাঁড়া যাওগে নখুনমে!

শ্রীকৃষ্ণ। তোম্‌তো ভল্লুক হ্যায়, তোম্‌কো কোন্ আদ্‌মী গণে?

জাম্বু-সৈন্য। তোম্ গণ নেই,—বহুৎ রোজসে আদ্‌মী ফাঁড়া না গেই, আভি ফাঁড়ে গা—মজা দেখেগে ক্যায়া?

শ্রীকৃষ্ণ। আর ভালুকো কোন্ মানে?—দেখো মজা সাম্‌নে, ভালুকো বহুৎ সমঝ লিয়া!

জাম্বু-সৈন্য। আরে মার্ মার্ মার্— ফাঁড়্, ফাঁড়্ ফাঁড়্!

শ্রীকৃষ্ণ। সবুর সন্তার।

জাম্বু-সৈন্য। আরে মার দিয়ারে, কাঁহা যাওরে, চল্ চল্। কাঁহাসে আদ্‌মী আয়া,—জান বিগাড় দিয়া।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

——

তৃতীয় দৃশ্য

জাম্বুবানের বাটীর কক্ষ

জাম্বুবান ও জাম্বুবতীর সখী।

জাম্বুবান। একি হ'লো! আমার কন্যার একি দশা হ'লো? দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছে কেন? তুই কিছু বুঝ্‌তে পারিস নি?

সখী।— (গীত)

স্বপনে দেখেছে মুরলীধারী, ওহে বনবিহারী,—
তাই বিমনা তব কুমারী!

জাম্বু।— কোন্ হামারি বিন্ ধনুধারী,
নেহি মানেগা অ্যায়সা ঝিয়ারী,
মরে তো আচ্ছা মেরা,
মেরা রামকো কিরা, ময় রামকো দেগা, জটাধারী রাম হামারি।

(প্রথম জাম্বুবান-দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। একটা আছে বাঁশী হাতে,
বাণ মারে আঁতে আঁতে,
লড়াই তো ফতে ক'রে দিলে!
ভেগে তো চ'লে এলুম,
প্রাণ করে মলুম মলুম।

[১ম দূতের প্রস্থান।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। দেখেছি বাণের চোট,—ব'ল্‌ছি মোট—
তুমি পার কি না পার,
এগিয়ে দেখ—পার কি হার!

[২য় দূতের প্রস্থান।

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। সাবাস্ সাবাস্ কি আর বলি,—
বুকের ভেতর বাণ চালায় খালি।

জাম্বু। কি—কে এল?

৩য় দূত। একবার দাঁতামাত খিঁচিয়ে দেখ্‌বে চল।

জাম্বু। বটে বটে—দাঙ্গা ক'র্‌তে এসেছে আমার কোটে!—মারা যাবে এই নখের চোটে।

[সকলের প্রস্থান।

(জাম্বুবতী ও সখিগণের প্রবেশ)

জাম্বুবতী।— (গীত)

সই সই, নয়তো এ মিছে,—
মুরলী করে ধ'রে শুন্‌ছি এসেছে!
দেখ্‌বি চল্ বাঁকা নয়ন তার,
গলে দোলে বনহার,
দেখ্‌লে সই, মন মজেনা কার?
যদি গুণনিধি মিলায় বিধি,
ভুলবে সে—যে দেখেছে!

সখিগণ।— (গীত)

সই লো তোর মন তো চমৎকার,—
তুই থেকে থেকে দেখিস্ মুরলী-বাহার!
কে জানে কে হেথায় এল,
রণারণি হানাহানি বেধে তো গেল,
কিসে তোমার নাগর সই বল?—
চল্ চল্ চল্‌না দেখি—
তোর নাগরের কি বাহার!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জাম্বুবানের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান

(জাম্বুবান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

জাম্বু। কে তুই বেটা?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই কেটা?

জাম্বু। দেখ্‌বি তুই দেখ্‌বি ?

শ্রীকৃষ্ণ। বনের পশু, মিছে কেন প্রাণ দিবি !

জাম্বু। মিছে করিস্ নি জারি,—তোর মত দেখেছি লাখ্।

শ্রীকৃষ্ণ। একলা কি তুই পার্‌বি আমায় ? ডাক্—যদি কেউ থাকে ডাক্ !

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(জাম্বুবান-সৈন্যগণ ও রণবাদ্যকারগণের প্রবেশ)

(গীত)

আরে ধুম্ তাক্‌সিন্ ধুম্ তাক্‌সিন্,
আরে দেনা সাড়া,
বাজা কাড়া,
ওরে বুক চিরে আয় করি ফাঁক্।
কাড়া দে সাড়া তৎতড়া,
বাজ ঝড়্‌ঝড়া,
কে এলো কোথা থেকে হয় বুঝি মড়া,—
কেত্‌না ফাড়া লাখে লাখ্।

[সকলের প্রস্থান।

(জাম্বুবানের পুনঃ প্রবেশ)

জাম্বু। (স্বগত) এ কি ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো কখন দেখি নি ! আমার চপটাঘাতে কোটী কোটী রাক্ষস ম'রেছে, স্বয়ং দশানন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হ'য়েছে ! নখে গিরি-শির উপ্‌ড়েছি,—রঘুবীরের চরণ-প্রসাদে এ শরীর বজ্রতুল্য,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—বালক আমায় পরাজয় ক'র্‌লে ! যে অঙ্গে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রবেশ করে নি,—বালকের প্রভাবে আজ জর্জ্জরিত ! এ অদ্ভুত-শক্তি বালক কোথা পেলে ? কদাচ এ সামান্য ব্যাপার নয় ! কে এ বেশধারী এলো ? এ যে স্বয়ং রঘুবীর সদৃশ বলবান্ দেখ্‌ছি,—সামান্য ব্যক্তি কদাচ নয় ! এঁর মুখ দেখে আমার হৃদয়ের ভিতর যেন কেমন ক'র্‌ছে ! কোন' দেবতা আমায় ছল ক'র্‌তে এলো কি ? কিছু তো বুঝতে পারছি নি !

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

জাম্বু। হ্যা দেখ—তুই কে ?

শ্রীকৃষ্ণ। যে হই, তুই হার মেনে নে।

জাম্বু। তুই একবার থাম্‌বি ? আমি রাম পূজা ক'রে আসি নি,—তাইতে তোর ঝাম্‌কানি। একবার আসি পূজা ক'রে,—তার পর পাঠাব যমপুরে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, তুই যা।

[জাম্বুবানের প্রস্থান।

(জাম্বুবতী ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)

করে ধ'রে মুরলী, কর কত চতুরালী !—
দিবা বিভাবরী রাজকুমারী,
কাতরা—নয়নে ঝরিছে বারি,
কেন চাতুরী, মুরলীধারী,
ছি ছি ভাল ভাল নয়,
ধরমে এত কি সয়—
নারী-প্রাণবধ শিখেছ খালি !

জাম্বুবতী। (স্বগত) এই যে আমার হৃদয়েশ্বর ! আমায় কি পায়ে রাখ্‌বে, আমার কি এমন ভাগ্য হবে ? (প্রকাশ্যে) হৃদয়বিহারী হৃদয়েশ্বর ! অবলাকে পায়ে স্থান দাও।

(গীত)

জাম্বুবতী। তুমি চাও কি হে আমায় ?
শ্রীকৃষ্ণ। নইলে কেন এসেছি হেথায়,—
আমি বাঁধা গেছি তোমার প্রেমের দায়।
জাম্বুবতী। যেন ঠেল না হে পায়,
এমন ক'রে কথায় কে মজায় ?
শ্রীকৃষ্ণ। এসেছি শুধ্‌তে তোমার ধার,
আমি তো নইলো আমার আর,
তোমার প্রেমের পারাবার,
ডুবেছি উঠ্‌তে নারি, সে অকূল পাথার !
জাম্বুবতী। থেকো হে হৃদয়-মাঝে প্রাণ যে তোমায় চায়,
জানি নাট কর হে নটবর, ভুলাও অবলায় ;
তুমি কাঁদিয়েছ রাধায় !
শ্রীকৃষ্ণ। আমি বাঁধা প্রেমের দায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। জাম্বুবান আমার পরম ভক্ত,—সে আমার পূজা ক'রেছে।—

(জাম্বুবান কর্ত্তৃক রামচন্দ্র-গলে প্রদত্ত মাল্য—শূন্যে উড়িয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে পতিত হইল)

এই মালা দিয়েছে, তার মালা আমি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করি। আমি ভক্তের ভক্তি-পণে কেনা।

(জাম্বুবানের পুনঃ প্রবেশ)

জাম্বু। (স্বগত) এ কি মায়াবী!—রামচন্দ্রের মালা অপহরণ ক'র্‌লে নাকি? (প্রকাশ্যে) তুই আমার ইষ্ট-দেবের মালা কোথায় পেলি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই যে দিলি।

জাম্বু। তোকে আমি মালা দিলুম!

শ্রীকৃষ্ণ। দিলি নি তো কি? চোখ বুজে ধ্যান ক'র্‌লি, 'আমায় চরণে স্থান দাও' বল্লি, নইলে কি তোর মালা আমি গলায় পরি?

জাম্বু। আরে তোর যে ভারি জারি! তুই কে রে?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই যারে পূজা করিস্।

জাম্বু। খবরদার বেটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্। আমি পূজা করি—রাম রঘুবীর!

শ্রীকৃষ্ণ। মিছে কেন বলিস্, তুই পূজা করিস্—আমায়।

জাম্বু। তুই তো ভারি বেল্লিক দেখ্‌তে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তোর মত তো চোখ থাক্‌তে কাণা নই।

জাম্বু। অ্যাঁ—তুই কি ব'ল্‌ছিস্? আমার মনটা কেমন ক'র্‌ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি ক'র্‌বো?

জাম্বু। হ্যাঁরে—তুই কেরে?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই তো আমায় চিনিস্, অনেক দিন থেকে জানিস্।

জাম্বু। তুই তো কাল্‌কের ছোঁড়া।

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় চিন্‌ছো না কেন?

জাম্বু। কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি মনে বুঝে দেখ না;—তোমায় দেখা দেবার কথা ছিল—তাই এসেছি, নইলে এখানে আসি? দেখ, লঙ্কার দোরে সাগর-তীরে তোমায় ব'লেছিলেম—'দেখা দেব,' তাই দেখা দিতে এসেছি।

জাম্বু। হ্যাঁরে, তুই কি ভোজবাজী জানিস্?

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমি ভোজবাজী জানি নি। তোমার ভালবাসায় ম'জে আছি।

জাম্বু। আমি যে রামকে ভালবাসি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যে তোর রাম।

জাম্বু। তুই সে ধনুর্দ্ধারী কই? জটাধারী কই? তোর কপি-সেনা কই? কই—তুই সাগর-পারে—'হা সীতা' ব'লে কাঁদিস্ কই? কই রে—কই তোর সে নব-দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ কই? সেই রূপে একবার দেখা দে, আমার সর্ব্বস্ব হ'রে নে! দাঁড়া—ধনুক ধ'রে দাঁড়া; তোর পায়ে আর একবার গড়াই। শীঘ্র ধনুক ধর্। আমি রামের বরে অমর। তোর সে রূপ না দেখ্‌লে আমি ম'র্‌বো। ধর্—ধর্—ধনুক ধর্!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ্‌বি—তবে দেখ, আমায় যে মজালি! আমি যে মুরলীধারী। আমায় ধনুক ধরাবি—ধরা! তোরা সব পারিস্। তবে দেখ।

জাম্বু। আমায় যুগলরূপ দেখাও। ভক্তবৎসল, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করো।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)

(রামসীতা-মূর্ত্তি-আবির্ভাব)

জাম্বু।— (গীত)

নীল সুকোমল, উজ্জ্বল বিমল,
ধনুর্ধারী রাম শ্যাম।
ভোলা বিশ্বেশ্বর, সাজি কপীশ্বর,
যে চরণ করে কাম॥
জয় রামসীতা—জয় রামসীতা—জয় রাম শ্রীরাম!
জয় জয় জয়, রক্ষকুল-ক্ষয়,
এস এস এস, হৃদি পরে ব'স,
পশু-হৃদে হও হে উদয়!
জয় রামসীতা—জয় রামসীতা—জয় রাম শ্রীরাম!

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।— (গীত)

আমি নয় ধনুধারী, ধরি বাঁশরী করে,—
আমার ফেলা ময়ুর পাখা গোপীর প্রাণ হরে।

খেলি কদম্ব-তলায়, দাঁড়িয়ে পায় পায়,
দেয় বনমালা রাখালে গলায় ;
আমি প্রেম তো বড় ভালবাসি,
বিকিয়েছি প্রেমের তরে !

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ জাম্বুবান, তুমি আমার হেনস্তা ক'রেছ, কিন্তু তোমার মেয়ে আমার পূজা ক'রেছে ;—এই দেখ তার মালা।

—

[পট পরিবর্তন]

(কুমার, জাম্বুবতী ও সখিগণের প্রবেশ)

জাম্বুবান। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, জাম্বুবতী যেন মা-সীতার দাসী হয়। মণির জন্যে এসেছেন, এই তোমায় যৌতুক দিলেম।

[জাম্বুবতীকে সম্প্রদান ও তৎসহ মণি প্রদান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কলঙ্ক হ'তে উদ্ধার হ'লেম।

কুমার। ঠাকুর, শুনেছি তুমি দয়াময়,—আমায় পায়ে রেখো।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমার সখা।

[জাম্বুবান ও কুমারের প্রস্থান।

(সখিগণের গীত)

দেখ দেখরে নয়ন,—
চোখে চোখে দেখাদেখি মেতেছে ভুবন !
এ অন্তরের খেলা,
প্রেম-লহরে ওঠা-বসা আনন্দের মেলা ;
এ প্রেমের খেলা,
মনে বোঝে সরল-সরলা,
ঢেউ চলে তার প্রাণে প্রাণে—
তার হৃদয়ে লহর বহে যে জানে যতন !

—

যবনিকা

সপ্তমীতে বিসর্জ্জন

(পূজার পঞ্চরং)

[২২শে আশ্বিন, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

"পূজার বাজারে কাপ্তেন বাবুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরং খানি লিখিত। ইংরাজিতে যাহাকে Extravaganza বলে, ইহা সেই প্রকৃতির। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারে ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব-রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে— ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র'

(৩৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পঞ্চরঙ্গের পাত্রপাত্রী

পুরুষগণ।

গোবর্দ্ধন, উকীল, মামা, খোকা বাবু, সাতকড়ি, খানসামা,
প্যালারাম, দালাল, ধনী, গোঁসাই।

স্ত্রীগণ।

বিরাজ বিরাজের মা

আদালতের বেলিফ, ওয়ারেণ্টের আসামী, বাজীকর ও বাজীকরী, বেহারা ও বেহারাণী, চুড়ীওয়ালা ও চুড়ীওয়ালী, কাপড়ওয়ালা, খোসবোওয়ালা, জরি-ফিতেওয়ালা, গাউন-বডীওয়ালা, নাগরিক ও নাগরিকাগণ, ঢুলী ও কাঁশীদার, সাহেব ও মেম, ইয়ারগণ, যাত্রাওয়ালাগণ—(অধিকারী, নন্দঘোষ, যশোদা, রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, রেবতী ও দোহারগণ), সার্জ্জন, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ, মিলিটারি লেডী ব্যাণ্ড রমণী ও পুরুষগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

(পুরুষ ও রমণীগণ)

(গীত)

রমণীগণ।— সই লো, সাজো সমরে,—
দেখি, এই পুজোতে মিন্‌সে কি করে।
পুরুষগণ।— রাগ ক'র না চন্দ্রাননি, আছি যোড়করে।
১মা রমণী।— শাড়ীর মুখে ঝাঁটার বাড়ি, আমার গাউন চাই,
১ম পুরুষ।— তাই হবে লো তাই ;
২য়া রমণী।— হ্যামিলটনের নেক্‌লেস এবার, তারাহারের মুখে ছাই,
২য় পুরুষ।— তাই হবে লো তাই ;
৩য়া রমণী।— কাউরে ঢোলের আওয়াজ বেজায় তালা ধ'রে যায়,
পুজোর ক'দিন ষ্টিমলঞ্চে বেড়াব গঙ্গায়,
৩য় পুরুষ।— দু'জনে সাম্‌নে ব'সে ফুরফুরে হাওয়ায় ;
৪র্থ রমণী।— আমায় কিনে দাও টমটম,
গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে রাখ্‌বো খানিক দম,
গো-টু-হেল্ বাঙ্গালীটোলা পুজোর ভিড় কি কম ?
৪র্থ পুরুষ।— পাশাপাশি ব'সে দু'জন যাব রমারম্ ;
সকলে।— পুজোটা কেটে যাবে আমোদের ভরে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

নূতন বাজারের রাস্তা

(এক দিক দিয়া ধনী, উকীল, দালাল ও
অপর দিক দিয়া খোকাবাবু ও ঠিকুজী হস্তে
খান্‌সামার প্রবেশ)

খান্‌সামা। খোকাবাবু সাবালক হ'য়েছে, কে হ্যাণ্ডনোটে ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজী দেখে নাও।

দালাল। কত টাকা নেবেন ? পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্শেণ্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালী বিশ পার্শেণ্ট ; গদিয়ানা আর উকীল খরচা। টাকা চান্ ত' আসুন,—ধনী, উকীল প্রস্তুত, এই সঙ্গে আছে ; হ্যাণ্ডনোট লেখা আছে, সই করুন—এই কলম নেন্।

উকীল। এই হিসাবে দেখুন,—পাঁচশো টাকা কমিশনে গেল, এক মাসে সুদ আড়াই শো টাকা গেল, এই হ'লো সাড়ে সাতশো ; আর দু'শো দালালী—এই সাড়ে নশো ; হাজারের পঞ্চাশ টাকা হাতে আছে, আর আপনার ঘড়ী ঘড়ীর চেন দিলেই উকীল খরচা মিট্‌বে।

খোকা। আচ্ছা, এই ঘড়ী-ঘড়ীর চেন নাও ; নিদেন পঁচিশটে টাকা আমায় দাও।

ধনী। লোকসান হ'লো—লোকসান হ'লো, তা নাও—নাও, কোত্থেকে আদায় হবে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি ! ফের দরকার হয়, এইখান থেকেই নেবেন, এত কম সুদে আর কোথাও পাবেন না।

খানসামা। এ ঘর তোমার বাঁধা রইলো।

দালাল। এই দুটো টাকা তুমি ব'খ্‌শিস্ নাও, বাবুকে নিয়ে এস ফের।

ধনী। তবে এস, টাকা দিই গে।

[সকলের প্রস্থান।

(বাজীকর ও বাজীকরীর প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

উভয়ে। দেখে যাও ভানুমতীর খেল, খুসী হবে দেল্।
পুরুষ। আমি করি বাঁশবাজী,
স্ত্রী। আমি সব কাজে কাজী, মাত করি বাজী,
উভয়ে। এস হে, সখের বাজী দেখ্‌তে কেরাজী,
স্ত্রী। মিন্‌সে কত খাবে ডিগ্‌বাজী,
পুরুষ। ভানুমতী মুচ্‌কে হেসে ছোটাবে আক্কেল।

(আদালতের বেলিফ ও জনৈক ওয়ারেণ্টের
আসামীর প্রবেশ)

আসামী। বুঝেছ বেলিফ সাহেব ! আমি পালাবার ছেলে নই। অমন কতবার ধার ক'রেছি, কতবার জেলে

গেছি। আমার সঙ্গে আসুন—পূজোর বাজারটা ক'রে আমি তোমার সঙ্গে জেলে যাচ্ছি; বেশী সওদা কিছু নেই, এই ধর কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা শ' চেরেকের কাপড় নেব—এই বডি-টডি জোড়া কতক জুতো, এই এক জায়গা থেকেই সব সওদা হবে। দরওয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার ক'রে তোমায় মদ খাইয়ে দেব এখন। হ্যাঁ, আর এক-বার তোমায় এসেন্সওয়ালার দোকানে দাঁড়াতে হবে, সেখান থেকেও বিল সই ক'রে টাকা শ' দুইয়ের এসেন্স নিতে হবে, গোটা চার পাঁচ টাকা নগদও ধার পাব, তাতে তোমার গাড়ী-ভাড়া টাড়া-ভাড়া সব হবে এখন। আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেব না। আর দেখ, তুমি নূতন এয়েছ, আলাপ ছিল না, এখন হামেসাই দেখাশুনো হবে; আমওয়ালার ধার আছে পাঁচশো, গয়লার সাড়ে চার শো, হোটেলওয়ালার পঞ্চাশ, মাসে তোমার দু'বার নিদেন ওয়ারিণ নিয়ে আসতে হবে, ক্রমে আলাপ হোক, আমি কেমন মানুষ, তুমি বুঝতে পারবে।

বেলিফ্। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছে বুঝেছে, আপনি বোনেদী আদ্‌মী, কর্‌জা তো ক'র্‌তেই হোয়। দেখ বাবু, হাম্‌কো একটো কোর্ত্তা চাই।

আসামী। তা চল না, দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বেহারা ও বেহারাণীর প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

পুরুষ।— বাবু লোগ চালেগা সরাব খালি—থোড়া মুঝে মিলি।
স্ত্রী।— হাম্‌কো না দেনেসে দেগা গালি॥
পুরুষ।— পিয়েঙ্গে বৈঠকে তোম্‌রা সাত,
স্ত্রী।— পিয়েঙ্গে হোয়েঙ্গে নেশামে কাত,
পুরুষ।— মৎ ছোড় লাথ্, উস্‌রোজ টুট্ দিয়া দাঁত;
স্ত্রী।— তোম্ দুসরেসে দোস্তি কর, হাম্ ঘরমে চলি।
পিয়েঙ্গে সরাব খালি,—
নেই লাথ্ ছোড়েঙ্গে ক্যায়সে মিলি॥

[উভয়ের প্রস্থান

(গোবর্দ্ধন ও গণেশের মুখোস মুখে দিয়া প্যালারামের প্রবেশ)

গোব। বলি হ্যাঁরে, এখনও মুখোসটা মুখে রেখেছিস্ কেন?

প্যালা। কেন, দু'ধারি পাওনাদার জানিস্ নি? আর বছর কি তুই কাপেনা ক'রেছিলি? আমি সম্বচ্ছরটা চালিয়ে এসেছি, এই ভাদ্দর মাসে গোলাপীর ঝাঁটা খেয়ে বেরিয়েছি বই ত নয়?

গোব। হ্যাঁরে, দিদিমা সব টাকা দিয়েছে?

প্যালা। কোথায় দেছে? এই তিন শো টাকা দেছে।

গোব। তুই শালা তবে ভালো ক'রে গণেশ সাজ্‌তে পারিস্‌নি!

প্যালা। আর কি ক'রে সাজ্‌ব বল? দু'টো হাতও বেঁধেছিলুম, মুখোসটাও মুখে দিয়েছিলুম, পেটে সিঁদূরও মেখেছি।

গোব। তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিস্ নি?

প্যালা। তুই যেমন শিখিয়েছিস্, তেমনি ব'লিছি।

গোব। কি ব'লেছিস্, বল্ দেখি?

প্যালা। ব'ল্লুম—'গোবর্দ্ধনের দিদি মা! কৈলাস থেকে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তোমার বাড়া পুজো।'

গোব। দিদিমা কি ব'ল্লে?

প্যালা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'ল্লে, আর কি ব'ল্‌বে?

গোব। তারপর কি বল্লি বল্?

প্যালা। তারপর বল্লুম, 'টাকা দাও, গোবর্দ্ধনকে প্রতিমে গ'ড়তে দিতে হবে।'

গোব। দিদিমা কি ব'ল্লে?

প্যালা। আরে, সে বুড়ীকে কি আর তুই জানিস্ নি? সে কি টাকা ছাড়্‌তে চায়?

গোব। তুই সে সিঁদুরমাখা বিল্বপত্র আর জবাফুল বুঝি দিস্ নি?

প্যালা। দিলুন না? বল্লুম,—'মা তোমায় এই প্রসাদী বিল্বপত্র আর জবাফুল পাঠিয়ে দিয়েছে।'

গোব। তুই ভাল ক'রে ব'ল্‌তে পারিস্ নি।

প্যালা। তুই বেইমান, তোকে কি ব'ল্‌বো বল্? আমি যা গণেশগিরি ক'রে এলেম, তা সত্যিকার গণেশের

বাবার সাধ্যি নেই যে করে; তুই যদি দেখ্‌তিস্ ত তাক্ হ'তিস্! শুঁড় নেড়ে ব'ল্লুম যে, পূজোর সমস্ত টাকা যদি গোবর্দ্ধনের হাতে জমা কর, তবে মা আস্‌বেন, নইলে আমি চ'ল্লুম। তা বুড়া সমস্ত টাকা ছাড়্‌তে কিছুতেই রাজী না, ব'ল্‌লে—অর্দ্ধেক আজ নাও, নবমীপূজোর দিন অর্দ্ধেক দোব।

গোব। তবে পূজোর খরচ চ'লে কি করে?

প্যালা। আরে, তার জন্যে ভাবিস্ নি! যখন নূতন মেয়েমানুষ রেখেছিস্, দু' তিন শো টাকার জিনিষ ধারে চ'ল্‌বে।

গোব। তা দেখ্, জোগাড় দেখ্।

(কাপড়ওয়ালা, খোস্‌বোওয়ালা, জরি-ফিতে-
ওয়ালা ও বডি-গাউনওয়ালার প্রবেশ)

কাপ-ও। ও গণেশ-মুখো বাবু! কাপড়-চোপড় কিছু কিন্‌বেন কি?

প্যালা। হ্যাঁ, এই বাবুর মেয়েমানুষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও,—ভাল বেনারসী, ভাল বোম্বাই।

কাপ-ও। আজ্ঞে গণেশ-মুখো বাবু! কোন্ ঠিকানায় —কোন্ ঠিকানায়?

প্যালা। ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী পাঠিয়ে দাও, সেইখানেই টাকা পাবে, আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে যাবে, নোট ভাঙ্গাতে চ'ল্লুম।

[কাপড়ওয়ালার প্রস্থান।

খোস-ও। এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, আতর, গোলাপ কিছু চাই কি?

গোব। হাঁ, ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী, কাল সকালে টাকা, এখন নোট ভাঙ্গাতে যাচ্ছি।

[খোসবোওয়ালার প্রস্থান।

জরি-ও। রিবিন্ জরি-টরি কিছু চাইনে?

প্যালা। আহা, ৩২ নম্বরে পাঠও না, যা পাঠাবে।

[জরি-ফিতেওয়ালার প্রস্থান।

গাউন-ও। গাউন-বডি-টডি?

প্যালা। তাঁবাগাছা ৩২ নম্বর।

[গাউনওয়ালার প্রস্থান।

এই নে, তুই কাল সকালে ব'সে দু' হাজার টাকার জিনিষ নিস্!

গোব। টাকা ত দিতে হবে?

প্যালা। দূর শালা, নতুন মেয়েমানুষ রেখেছিস্, আবার টাকা দিতে হবে! ঐ কিপ্‌টে ব্যাটারা যারা ভয়ে ভয়ে নগদ কেনে, তারা কল্‌কেতার সহরে ধার পায় না। তুই যত টাকার জিনিষ ধার চাস, আমি কলকেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। টাকা ছাড়া যা চাস, আমি কল-কেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। ওরে প্রমদাদাস বাবাজী আর মামাকে তাঁবাগাছীতে দেখ্‌লুম।

গোব। তবে বুঝি, বিরাজের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে; ঐ গোঁসাই ব্যাটা ধাড়ী সয়তান, চল, রুজু ক'রে দেখা যাবে এখন। এইবার চল, বিরাজের মার পুজোর চাল-ডাল কিনি গে, বেটী বায়না নিলে দুর্গোপূজোর!

প্যালা। আরে তোফা, বিসর্জ্জনের দিন অবধি বাঁধা রোশ্‌নাই চ'লবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চুড়ীওয়ালা ও চুড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

উভয়ে।— (গীত)

ঘর ঘর ঘুমকে বেচ্‌তা চুড়ী।
যো চুড়ী পিনে ও হাকে জুড়ী॥
চুড়ী যব্ হাত্‌মে বাজে ঠুন্‌ঠুন্,
শোন্‌নেসে আদমী হো যায় খুন,
কেত্তা কহেঙ্গে চুড়াকা গুণ,—
চুড়ী পিন্‌লেসে বুড়ীয়াহো যায় ছুঁড়ী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

(জল সইতে কতিপয় নাগরিক, নাগরিকা, ঢুলি ও কাঁশীদারের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

মরি হে পুরুত্ পিসি, ছিরির কি গঠন।
খৃষ্টমাসের উইল্সনের কেক্খানি যেমন॥
ছিরির গুড়ি লাগ্লে পরে গায়,
রূপের ছটা উথ্লে প'ড়ে যায়,
বুকনিওয়ালা ছিরি—যেমন বেটে গিরি গোবর্দ্ধন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিরাজের দরদালান

(গোঁসাই, মামা, বিরাজ ও বিরাজের মা'র প্রবেশ)

গোঁসাই। এই যে বিরাজ এসেছেন, তোমার যে রসিক নাগর আন্‌বের আমার মনস্থ ছিল, এনেছি; এর সঙ্গে প্রেম ক'ল্লে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম হবে।

বিরাজ। ও মা, পোড়া কপাল আর কি! বলি দাদা গোঁসাই, কোত্থেকে তুমি নিমতলার ঘাটের মড়া তুলে এনেছ বল ত? মা গো,—আমার রসিক পুরুষে কাজ নেই!

মামা। গোঁসাইজি, তুমি যে ব'লেছিলে, প্রেমিকা?

গোঁসাই। পরম প্রেমিকা! এ সব কথা ত তুমি বুঝ্বে না, এ সব গুহ্য তত্ত্ব! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার সাক্ষাৎ হয়, ভাগবতে একটা শ্লোক আছে—"বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহ্যমাপদ্‌কালে হ্যুপস্থিতে"—শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপেই রাধা সম্ভাষণ ক'রেছিলেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, আর তোমার ভাই কাজ নেই, ওরে যেতে বল ভাই, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। ভাই, খান্‌কী-বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, সরস্বতী পুজোই হয়, আমি ঠাউরেছি,দুর্গো পুজো ক'র্‌বো; তার জন্যে আমার মাথা ঘুর্‌ছে।

গোঁসাই। বল কি, দুর্গো পুজো ক'র্‌বে? আহা হা! রাধাবল্লভ কি তোমায় সুমতিই দিয়েছেন!

বিরাজ। পুজো ক'র্‌ব কি গো, আমি ঠাকুর আন্‌তে পাঠিয়েছি।

মামা। বিরাজ!

বিরাজ। আপনি পরশু দিন আস্‌বেন, তখন কথা কব।

মামা। বিরাজ, আমি প্রেমিক পুরুষ, তোমাকে প্রেম দিতে এসেছি।

বিরাজ। দেখুন, আমার এখন মাথা নানান্ জ্বালায় ঘুর্‌ছে, তা পরশু নয়, আজ হ'লো কি বার?—আপনি শুক্র-বারের দিন আসবেন।

মামা। বিরাজ, আমি শুনেছিলেম, তুমি প্রেমিকা।

বিরাজ। গোঁসাই দাদাঠাকুর, তুমি কেমন মানুষ গা? এই জ্বালাতন ক'র্ত্তে লোকটা নে এলে? আমি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—সাত জ্বালায় জ্বল্‌ছি।

গোঁসাই। তা তুমি একটু শীতল হও, উনি ব'সছেন।

বিরাজ। না ভাই, শুক্রবারের দিন সঙ্গে ক'রে নে এস, আজকালের কথা নয়।

মামা। হায় হায়, পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল, তবু প্রেম বিলুতে পার্‌লেম না।

গোঁসাই। তা দেখ বিরাজ, তুমি পাঁচ কাজের মানুষ, পাঁচ কাজে যাও, আমরা এইখানে ব'সে একটু রাসলীলার আলোচনা করি। ভেবেছিলেম,—বিরাজ, তোমায় একটু গুহ্য-তত্ত্ব ব'ল্‌ব; কি জান—শ্রীকৃষ্ণ একটু মধুপান ক'র্‌তেন আর গোপিনী-বিহার ক'র্‌তেন। এ সব গুহ্য কথা, তোমায় কোনদিন ব'লব—কোন দিন ব'লব।

মা। দেখুন গোঁসাই বাবা, আজকের মতন আপনারা আসুন, ওর মেজাজ বড় ভাল নেই, ও এক রকমের মানুষ,

জানেন ত? বাবা, কিছু মনে ক'র না, ও তোমারই হবে, তবে ও খেপার মতন, আমি কি ব'লব বল?

বিরাজ। মা, তোর সব কথাতে কথা, ও আসুক না আসুক, তোর তাতে কি?

মা। মান ক'চ্ছিস্,—কর মা! তোর ও মনের কথা বুঝেছে, আপনি আসবেন—ঐ যে বল্লে শুক্রবারের দিন আস্‌বেন।

বিরাজ। মা, তুই দুর্গো পূজো ক'র্‌বি, না এই ক'র্‌বি?

মা। ওরে বাছা, ঘর-দোর ক'র্‌তে গেলে সবই চাই—এ-ও চাই, ও-ও চাই।

গোঁসাই। শোন, রাস-রসামৃত তখন ছিলেন মদ, এ সব গুহ্য-তত্ত্ব তোমরা বুঝ্‌বে না, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমার মা বুঝবেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, সমস্ত দিন আজ মদ খাচ্ছি ভাই, আর এখন মদ খেতে ভাল লাগ্‌বে না; তোমার অনুরোধে এক গেলাস খাই। এখন তুমি ওকে নিয়ে চ'লে যাও।

গোঁসাই। দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, প্রগল্‌ভা প্রেমিকা, একেই বলে রাস-রসামৃত, পরেও গুহ্য-তত্ত্ব আছে।

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার নেশা হ'য়েছে। সাত-ক'ড়ে ব্যাটাকে ঠাকুর আন্‌তে পাঠালেম, এখনও এলো না।

মামা। বিরাজ, একটী প্রেমতত্ত্ব গাইব, শুনবে কি?

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার জ্বালাতনের শরীর, শুক্র-বারের দিন তুমি গেয়ো, আমি শুন্‌বো।

গোঁসাই। আজকেই শুনে যাও বিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ ত দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'র্‌লেন!

মা। আহা!

বিরাজ। মা, তুই আমার হাড় জ্বালালি!

মা। ওরে, উপদেশ-কথা ক'চ্ছে—শোন! সকাল থেকে ত মদ খাচ্ছিস, না হয় এক গেলাস খেলি ব'সে!

বিরাজ। এই তোমার ব'সে মাথা খাই, দাও ত দাদা-ঠাকুর, এক গেলাস! দেখ মা, এই জন্যেই সাতকড়েকে আসতে দিই নে। একটা ঠাকুর আন্‌তে পাঠালুম, দেড় ঘণ্টায় ফির্‌লো না।

(চালচিত্তির লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। এই নাও, ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার চালচিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছি।

বিরাজ। ঠাকুর? ও মা দেখ্‌ দিকি, একে তুই বাড়ীতে আসতে দিস্? বলে—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাক্, পান খেয়ে যাক্। আমি হ'লে খেংরা মারতুম! একটা ঠাকুর আন্‌লে না গা?

সাত। তোমার যে বেজায় আব্‌দার! দুর্গা খুঁজ্‌লুম; নিদেন—গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তা কি সপ্তমীর রাত্রে পাওয়া যায়?

বিরাজ। পাওয়া যায় না মুখপোড়া?

মা। ওরে, পায় নি ব'লেই ত চালচিত্তির খানি এনেছে, ওকে কেন গাল্‌ দিচ্ছিস্?

বিরাজ। চালচিত্তির নিয়ে তুই ধুয়ে খা! বেদানার বাড়ী সরস্বতী পূজো হ'লো, সেদিন—ধুম্ ধাম্ বাজ্‌না, নেত্য গোপাল মুখুয্যে আমায় কত টিট্‌কিরি দিয়ে গেল!

মা। তা না হয়, এ বচ্ছর নেই দুর্গোৎসব হ'লো।

গোঁসাই। সে কি, মানস ক'রেছে, দুর্গোৎসব হবে না? শোন, এ-সব শাস্ত্রের মর্ম্ম ত কেউ বোঝে না! এই চাল-চিত্তির আর একটী কার্ত্তিক হ'লেই চৈতন্যচরিতামৃতের মতে, যা বেদের ওপর—দুর্গোৎসব হয়।

বিরাজ। হাঁ গোঁসাই দাদা, হয় না কি?

গোঁসাই। বিরাজ, রাসরসামৃত পান কর, আমি বুঝিয়ে দেব। ন'দে থেকে ভট্‌চায্যি এনে দেখ, কে আমায় হটায়! এ সব গুহ্য কথা, নিত্যানন্দ এই পূজোই ক'রে-ছিলেন,—কার্ত্তিক আর চাল চিত্তির। বিরাজের মা! পূজো কর ত—কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পূজো কর, এমন শুদ্ধ পূজো আর হবে না, নিত্যানন্দ ক'রেছিলেন।

মা। বাবা, এই পাগ্‌লা মেয়েটাকে বোঝাও।

গোঁসাই। বিরাজ, যাচ্ছ যাও! একটু রাস-রসামৃত পান ক'রে ইচ্ছে হয় ত যাও! বড় শুদ্ধ পুজো. শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পূজা ক'রেছিলেন। নাও, রাস-রসামৃত পান কর।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, যদি পাঁচ জনে নিন্দে করে তো তোমারই একদিন আর আমারই একদিন!

গোঁসাই। এ সব গুহ্য ব্যবস্থা!

বিরাজ। না, ঐ যে বেদানার মা এসে নাক নাড়া দেবে, আমি তা সইব না।

গোঁসাই। কার সাধ্য! তুমি একটা কার্ত্তিক এনে ফেল, আমি একবার দেখে নি। পাঠাও তো—আমার বাড়ীতে একবার পাঠাও তো। থাক্—আমি কাল সকালে আন্বো, পুঁথিগুলোর নাম ভুলে গেছি, রাস-রসে মুগ্ধ কিনা বিরাজ!

সাত। বিরাজের মা! ন'দের টোল থেকে দাঁয়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকণ্ঠ পদরত্ন তাতে নাম সই ক'রে দিয়েছে। কার্ত্তিক আর চালচিত্তিরতে যেমন শুদ্ধো পূজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়! গোঁসাইজি, শুধু চালচিত্তির নিয়ে সার', কার্ত্তিক বাজারে নেই!

বিরাজ। মুখপোড়া, একটা কার্ত্তিক খুঁজে পান না, আর আমার ঘরে ব'সে পান খাবেন, তামাক খাবেন!

মা। তুই বাপু ওকে গাল্ দিস্ কেন? আহা, বাছা চাল-চিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছে, আর কার্ত্তিক থাকলে আন্তো না?

বিরাজ। মা, তোর সঙ্গে আমার ব'নবে না।

গোঁসাই। রাস-রসামৃত পান কর—রাস রসামৃত পান কর।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, না হয় এক গেলাস খেলুমই।

সাত। তোমার অন্যায় রাগ, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দী, ভৃঙ্গী—কোন শালাকে কি আমি ছাড়ান দিতুম? তোমার বাড়ীতে এনে ফেল্বো, সাতকড়ি এমন ভেবো না!

মামা। বিরাজ, দুর্গোৎসব প্রেমের, প্রেমের দুটো কথা ত শুনলে না!

বিরাজ। ভাই, তুমি শুক্রবারের দিন এসে ব'লো, আমি বড় ঝঞ্ঝাটে আছি। দাদাঠাকুর, বেদানার মা এবার জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবে, তুমি যেমন ক'রে পার, কর।

গোঁসাই। ভয় কি, আমি আছি, তোর দুর্গোৎসবের ভাবনা কি? একটা কার্ত্তিক খাড়া কর।

বিরাজ। এই দেখ্ দিকি পোড়ারমুখো! দাদা গোঁসাই, সাতকড়ি পাতি পাতি ক'রে খুঁজে এলো, কার্ত্তিক পাওয়া গেল না। এখন কি হয় বল দেখি দুর্গোপূজোর?

গোঁসাই। সাতকড়ি, তুমি কি জানবে, চৈতন্য চিন্ময়ে লেখা আছে—কার্ত্তিক আর চালচিত্তির!

মা। তুই শোন্ না কেন—গোঁসাই বাবা যা বলে, তা শোন্ না কেন? ওর ওপর কি কেউ মত দিতে পারবে?

বিরাজ। হ্যাঁ দাদা গোঁসাই, কার্ত্তিক ত পাওয়া গেল না, কি হবে?

গোঁসাই। সে জন্য চিন্তা নাই। (মামার প্রতি) দেখুন, আপনি পরম প্রেমিক, কার্ত্তিক হ'য়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করুন! দেখ বিরাজ, রামলীলে দেখেছ ত?—রাম-লক্ষ্মণ পূজো করে। এমন গোঁসাই আমায় পাওনি, একটা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেব! এই যে প্রেমিক পুরুষ আছেন, একে পূজা কর।

মামা। ম'শায় কি ব'লছেন?

গোঁসাই। কার্ত্তিক হ'য়ে প্রেমিকার পূজা গ্রহণ করুন। শোন বিরাজ, ইনিই তোমার কার্ত্তিক হবেন।

মামা। ম'শায়, কার্ত্তিক হব কি রকম?

গোঁসাই। প্রেম করেন ত এইরূপই করুন, নিত্যানন্দ-বিলাসে লেখা আছে।

মা। দেখ বাবা, খানিক কার্ত্তিক হ'য়ে ব'সবে বই ত নয়! ঘাড়-চালাচালি ক'র নি, মেয়ে আমার আব্দার নিয়েছে।

বিরাজ। বাবু, তোমার সঙ্গে একটা সাফ্ কথা ব'লে দিলুম, শুক্রবারের দিন দেখা ক'রবো, কার্ত্তিক হও ত হও, নইলে আমার পরিষ্কার কথা—তোমার সঙ্গে এই দেখা।

সাত। দেখ, কার্ত্তিক বাজারে পাওয়া গেল না, আপনি না হ'লে মেয়ে মানুষের মন ভুলবে না,—আমি ওর মেজাজ জানি! তবে ময়ূর চান,—আর বছরকার কার্ত্তি-কের ময়ূরের পেখম আছে, গরু বাঁধা খোঁটাটাও আছে, ঠিক ঠাক ময়ূর হবে এখন।

গোঁসাই। প্রেম করুন, কার্ত্তিক হোন্।

মামা। গোঁসাইজি, প্রেমের কথা যে দুটো একটা হবে, ব'লেছিলে?

গোঁসাই। ময়ূরের পিঠে ব'সে হবে, ভাব্‌ছ কেন? সমস্ত রাত্ আছে, আমি কি তোমার হুইস্কির বোতল ফক্-মারি ক'রতে এনেছি? ময়ূরের উপর ব'সে প্রেমের তুফান উঠে যাবে এখন।

বিরাজ। মশাই, যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন, শুনছি, আপনি প্রেমিক পুরুষ, আমার বাড়ীর কার্ত্তিকটী হ'লে আমার মুখটী থাকে।

মা। বল্ না লো, দুটো মিষ্টি ক'রে বল্ না? আহা, এইবার বাবা ঘেমেছে!

বিরাজ। ভাই, পিরীত ক'র্‌বে কিনা, বল?

মামা। হাঁ।

বিরাজ। কাত্তিকটী হ'য়ে আমার মুখটী রক্ষে কর! বেদানার মার সঙ্গে আমার টক্করা-টক্কুরা, তুমি আমার মুখ রাখ্‌বে কিনা, বল?

মামা। তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌বো।

গোঁসাই। বিরাজ, অমন প্রেমিক পুরুষ তুমি পাবে না! তুমি আর বছরের পাগ্‌ড়ীটি নে এস, আর তোমার যদি ঢাকাই কাপড় না থাকে, ডুরে পাছা পেড়ে হ'লেও চ'ল্‌বে।

বিরাজ। হ'রে হাতী পেড়ে ঢাকাই খানা কুঁচিয়ে রেখেছে, দাদা ঠাকুর, তাতে চ'লবে না?

গোঁসাই। বেজায় চ'ল্‌বে! আমার মনে ছিল না,— 'হাতী-পাড়শ্চ কার্ত্তিকশ্চ' কার্ত্তিকেরই হাতীপাড়্!

বিরাজ। মা, দাদা গোঁসাই ব্যবস্থা দিচ্ছে, তুই হাতী পেড়ে কাপড়খানা নে আয়, আমার ছোট তোরঙ্গের ভেতর আছে, কৃষ্ণধন বাবু আর বছর দিয়েছিল। আর সে কাত্তিকের পাগড়ীটে নে আয়, উনি বসুন। বেদানার মাকে ডেকে নে আয়, জল সইতে যাবে ত যাক্। আধ ঘণ্টাটাক্ বসুন, শুক্রবারের দিন আস্‌বেন, আমি আপনার প্রেমের কথা শুনব।

গোঁসাই। দেখুন, আপনার প্রেমে নির্ঘাৎ আছাড় খেয়ে প'ড়েছে!

বিরাজ। মশাই, আমার সাফ্ কথা! কাত্তিক সাজেন ত সাজুন, নইলে যান।

মামা। দেখ বিরাজ, তোমার জন্যে প্রাণ দেব।

গোঁসাই। বাঃ, প্রেমিক পুরুষ দেখ। ময়ুর চড়ে উড়্‌বেন, বিরাজ আপনার প্রেমে লট্ ঘট্! প্রথম দুটো ব্যঙ্গ ক'রেছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে রাধা ক'রেছিলেন! আমার হাতে পুজো; আপনি একবার ময়ুর চেপে ব'সবেন, আধ ঘণ্টার ভেতর পালঙ্কে গে শোবেন। ওর পুজোটাও বজায় হয়, আপনাকেও প্রেমিক ব'লে জানে। বিরাজমোহিনী, দেখ, একটা ময়ুর দেখ।

সাত। মাইরি মা, তিন গেলাস হুইস্কি না খেয়ে কোন্ শালা ময়ুর সাজ্‌বে। তোমার বাড়ী তামাক সাজি, না হয় গোলাপীর বাড়ী সাজ্‌বো।

মা। বিরাজ, একটু খাইয়ে দে না? তুই মানুষটো বুঝিস্ নি? দ্যাখ, 'দশ যায়গা থেকে পেন্নামী আসবে! দেখ্‌লি ত বাছা, কুমুরটুলীতে কাত্তিক পাওয়া গেল না!

[সাতকড়ির প্রস্থান।

মামা। ময়ুর—ময়ুর!

(নেপথ্যে সাতকড়ি)। দাঁড়াও, আর এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে যাই।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, এ পুজো হবে ত?

গোঁসাই। এমন পুজো কেউ আর করে নি, এক হনুমান চন্দ্র ক'রেছিলেন, আর তুমি ক'ল্লে।

(ঢুলীর প্রবেশ)

ঢুলী। হ্যাগা, আর বচ্ছর কাত্তিক পুজোয় বাজিয়ে গেছি, আর এখন কিনা তোমার দরোয়ান বলে, আমি বাজাতে পাব না!

বিরাজ। দাঁড়া বাছা, বাজাস্ এখন! আগে কাত্তিক ময়ুরের ওপর বসুক।

[ঢুলীর প্রস্থান।

(সাহেব ও মেমের প্রবেশ)

(গীত)

সাহেব।— এই মেলে হ'য়েছি আমরা নূতন আমদানী।
মেম।— নইলে গাউন কি কিনি, এ খবর আগে জানি॥
সাহেব। শাড়ী প'রে গেলে পার্টি কি হয়,
মেম।— তা'ত নয়, তাত নয়,
বিলিতি-ফেরত প্রাণে অত কি সয়!
সাহেব।— ড্যাম গয়না, খালি ইয়ারিং নেক্‌লেস,
মেম।— গয়না ডার্টি'র এক শেষ,
দেখনা ফিট্ ফাট্ বিলিতি ড্রেস,
সাহেব।— বেশ্ বেশ্ বেশ্ ডিয়ার বেশ্;
মানিনে গড্ আর ম্যান্, আমরা গোরা ম্যান্,
মেম।— হাম লোক, সব বিবি লোক হাতে সব ফ্যান,
উভয়ে।— ক্যা মজাদার, ক্যা কহেনা ক্যা কারদানী॥

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, এর পর নেচো, আগে কাত্তিক

ময়ূরের উপর বসুক।

মামা। বাজাতে বলো, ময়ূর পাঠিয়ে দাও।

(ময়ূরের পেখম ধরিয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। ম'শায় তো কার্ত্তিক ?

মামা। হুঁ।

সাত। আপনি মদ খান ?

মামা। হুইস্কি খাই।

সাত। পিটে ব'সে খাবেন ?

মামা। কেউ না টের পায় যদি।

সাত। সাফ্ খাবেন, সব্বার সামনে খাবেন, জ্যান্ত কার্ত্তিক, ভয় কি ?

মামা। যদি লোকে কিছু বলে ?

সাত। বিরাজের মা! আর একটা কার্ত্তিক দেখ, এ কার্ত্তিকের ময়ূর আমি হব না!

মা। কেন রে বাছা, কেন ?

সাত। ও ব'লছে, হুইস্কি খাবে না।

মা। খাবে বই কি বাছা, খাবে বইকি! পেখম খুলো না বাবা, পেখম খুলো না।

সাত। ম্যাও, বিরাজ, এক গেলাস মদ দাও।

বিরাজ। সাতকড়ি, যদি তুই হুম্‌ড়ি খেয়ে নেশা ক'রে প'ড়বি, সাত খেংরা মেরে আমি তোকে তাড়াব।

সাত। প'ড়বো না বিরাজ দিদি, আমি কার্ত্তিক নিয়ে উড়্‌ব।

মা। উড়োনি বাবা, উড়োনি, আমি পেন্নামী পাবনি।

বিরাজ। মর মাগি, ও নাকি উড়্‌তে পারে ?

সাত। বিরাজ দিদি, আমার ওড়ো ওড়ো প্রাণ ক'র্‌ছে, গোঁসাইজি, হুইস্কির বোতলে আর নেই ?

মামা। ভয় কি, এই ঘড়ির চেন নাও।

বিরাজ। মা, তুই জল সইতে ডাক্‌লি নে ?

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, আগে ময়ূর-কার্ত্তিক ঠিক ক'রে যাই।

সাত। ম্যাও, আপনি ত কার্ত্তিক ? উঠে বসুন।

গোঁসাই। ঠিক্ ঠাক্ সাজিয়ে দাও! আর বছরের পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে দাও।

বিরাজ। আপনি শুনুন, এই পাগড়ী পরুন; শুক্রবারে আপনার সঙ্গে প্রেমের কথা কইব।

মামা। দেখ, আমি যখন কার্ত্তিক হ'য়ে ব'সব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িও, ওরির ভেতর দুটো একটা কইব।

বিরাজ। মাপ ক'র্‌বেন, আজ সাবকাশ পাব না, এক একবার এসে দাঁড়াব।

নেপথ্যে। বাজা বাজা বাজা, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়- বাজা বাজা বাজা।

মামা। ও কে, গোবরা না ?

বিরাজ। পাগ্‌ড়ি খুলো না—পাগ্‌ড়ী খুলো না।

(গোবর্দ্ধন, প্যালারাম ও তাহাদের ইয়ারগণের প্রবেশ)

সকলে। উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোব। ব'লেছিলুম প্যালা, কার্ত্তিক নইলে পুজো! উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

বিরাজ। দেখ্ গোবরা, মাতলাম করিস্ নি। দাদা গোঁসাই, পূজো আরম্ভ কর।

গোব। আরতি বাজিয়ে দে, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! আরতি বাজা, আরতি বাজা, উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোঁসাই। থাম থাম। বিরাজ, তাড়াতাড়ি আমি পুজোয় বসি; হুইস্কির বোতলটা পাশে রেখো, ফুরুলে আমি চাইব না, ফের এনে দিও।

মা। বাবা, এই ফুল নাও।

গোঁসাই। তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ, সোণাগাচ্ছায় নমঃ ইত্যাদি।

(যাত্রাওয়ালাগণের প্রবেশ)

অধিকারী। ওগো, আমরা যাত্রাওয়ালা, মওলা দেব, নবমীর দিন গাইব।

গোঁসাই। আচ্ছা, মওলা দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ ন্যাস করি।

(রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ)

(গীত)

রাধা।— যিনি কেষ্ট তিনি তা,
তুই পায়ের ওপর দেনা পা।

কৃষ্ণ।— মানময়ী রাধে,
তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা॥

রাধা।— চাট নে বুঝি আস্‌ছে বৃন্দে সই,
কালাচাঁদ হুইস্কি তোমার কই ?

কৃষ্ণ।— বগলে এই যে বোতল, প্রেমময়ি ঢালো না।
তবে প্রিয়ে বাঁশরী বাজাই,—

রাধা।— ফেল্‌ব কেসে দাঁড়াও মাধব,
হুইস্কি আগে খাই ;

কৃষ্ণ।— সব খেয়োনা, একটু রাখো,
শুকুচ্ছে আমার গলা।

(বলরাম ও রেবতীর প্রবেশ)

(গীত)

বল।— আমি গাঁজায় দম লাগাই,
আমি বীর বলাই।

রেবতী।— তোর পিরীতে আমি মরা,
আধ ভরী টাক্ আফিং খাই।

বল।— তুই, বড় ঘন দুধে আর পেলে মাখন,

রেবতী।— পুরু সরে আমার বড় মন;

উভয়ে।— আর রাতাবিতে খুব পটু দু'জন।

বল।— আমি ভোম্ হ'য়ে পে—
রামশিঙ্গে বাজাই।

রেবতী।— আমি গা চুলকে তুলি হাই।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। হাঁরে গোপাল, তুই নাকি আব্‌দুলের বাড়ী মটন্ চপ্ চুরী ক'রে খেয়েছিস্ ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, পেটের জ্বালায় খেয়েছি।

যশোদা। তবে রে পাজী! (মারিতে উদ্যত)

দোহারগণ। ওমা, কর কি—কর কি, যাত্রা ভেঙ্গে যাবে —যাত্রা ভেঙ্গে যাবে!

যশোদা। রাখ তোমার যাত্রা, না হয় তোমার দলে নেই থাক্‌বো! তা ব'লে ছেলে চোর হবে ?

নন্দ। কি ক'র্‌বে নন্দরাণি, কি ক'র্‌বে বল, একেলে ছেলে ত বশ নয়!

যশোদা। দেখ নন্দঘোষ, তুমি আমায় রাগিও না। ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব, তেমন মাতাল যশোদা আমায় পাওনি!

নন্দ। ইস্, সখের দলে তুমিই একলা নেশা ক'রেছ, আর ত কেউ করে নি! সখে যাত্রা, তুমিও সৌখীন যশোদা আমিও সৌখীন নন্দ, তোমার ঝাঁটার কি ধার ধারি বল, দেখি ?

যশোদা। দেখ সেক্রেটারি, আজ একটা খুন-খারাপি এইখানে হ'লো ব'লে।

[ভয়ানক গোলযোগ ও যাত্রাওয়ালাগণের প্রস্থান।

সাত। কার্ত্তিক, চল, যাত্রা করি গে চল।

মামা। না ভাই ময়ূর, আমার বড্ড নেশা হ'য়েছে।

সাত। ওঃ, যাত্রাওয়ালারা বেজায় আমোদ ক'রে গেল। নাও, গোঁসাইজি, পুজো কর।

গোব। গোঁসাইজি, আরতি বাজাই, উক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোঁসাই। পাটা নে এস, রন্ধন কর।

গোব। প্যালা, পাঁটা কই ?

প্যালা। পাটা কই, পেলুম কই ?

গোব। পেলি নে শালা!

প্যালা। দেখ্, মোষ বলি হ'য়ে যাক্, দু' গেলাস হুইস্কি দাও, খেয়ে জয় মা চালচিত্তির ব'লে মোষ বলি হ'য়ে যাই।

গোব। বাজা, ওরে বাজা বাজা,—উক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

প্যালা। ব্যা ব্যা! বিরাজ, দুটো ছোলা ভাজা আর দু' গেলাস হুইস্কি দাও, তোমার নবমী পূজোর পাটা বলি প'ড়্‌ছি, দাঁড়াও।

সাত। বিরাজ, এখানে ময়ূরটো আছে, দেখো।

মা। আর দিস নি, আর দিস নি, ও ট'ল্‌ছে, বাবুকে ফেলে দেবে।

মামা। চুটিয়ে প্রেম ক'ল্লেম বাবা!

বিরাজ। তুমি যে প্রেমিক পুরুষ, আজ জান্‌লেম।

গোব। বিরাজ, আরতি বাজাই ? উক্কুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

বিরাজ। দাঁড়া না পোড়ারমুখো।

গোব। দ্যাখ্, তোর পুরুতকে আরতি ক'র্‌তে বল। উক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! সিদে বড় বুলি ধ'রেছে!

বিরাজ। থাম থাম, গোঁসাই দাদা ঠাকুর, কই, পাটা-বলি ক'ল্লে না ? ও মুখপোড়া, পাটা এনেছিস্ ?

গোব। ভয় কি বিরাজ!

প্যালা। গোঁসাইজি, সিন্দুরের টীপ্ দাও।

গোঁসাই। কার্ত্তিক-পূজোয় পাঁটা বলি কি,—এক শসা বলি—আর এক নরবলি।

বিরাজ। আমার যেমন বরাত! চাল্‌চিত্তিরওয়ালা কার্ত্তিকের সাম্‌নে দুটো পাটা বলি হ'লো না!

প্যালা। ভয় কি বিরাজ! ব্যা—ব্যা, খাঁড়া নে এস।

বিরাজ। মা, মা, মিত্তিরদের বাড়ী থেকে দৌড়ে খাঁড়াখানা নে আয়।

মা। ওরে, এত রাত্তিরে ত রা কি দেবে রে বাছা!

বিরাজ। তুই ডাব কাটা দা-খানা নে আয়।

প্যালা। ব্যা ব্যা!

সকলে। জয় মা চালচিত্তির!

১ম ইয়ার। খাঁড়া নিয়ে এস, খাঁড়া নিয়ে এস।

মা। বিরাজ, গোল বাধালি, বলি হ'তে দিস্‌নি।

বিরাজ। বেটী প'ব্‌রি খানকী কি না?

মা। তুই সতীর মেয়ে, তুই চুপ্ মেরে বোস, ওরা যে রক্তারক্তি ক'র্‌বে।

প্যালা। ব্যা- ব্যা! বলি কর না বাবা, উঠে গিয়ে হুইস্কি খাই।

মা। বাবা, আর খাঁড়ায় কাজ নেই, এই ঝাঁটাগাছটা নাও, আমি আল্‌তা গুলে আন্‌ছি, ঢেলে দিও, রক্ত হবে এখন।

১ম ইয়ার। বলি গোবর্দ্ধন, তুই কি নূতন রকম ক'ল্লি বল দেখি? পাঁটা বলি ত কি দুর্গোৎসবে হয়, কার্ত্তিক বলি দিতে পারিস্ ত দেখি, একটা পূজো ক'র্‌লি বটে! আমি চট্ ক'রে মল্লিকদের বাড়ী থেকে খাঁড়াখানা আন্‌ছি।

মামা। সাতকড়ি, এ ঘরে আর দোর আছে?—স'টকে পড়ি! শালারা ব'ল্‌ছে,—কার্ত্তিক বলি দেবে!

সাত। ভয় কি, দু'গেলাস হুইস্কি খেয়েই তোমায় পিঠে ক'রে নে উড়্‌চি।

মামা। দেখ, খিড়্‌কির পেছন-দোর দে আমায় পিঠে ক'রে নে বেরিয়ে পড়, বড় বেজায় মাতাল হ'য়েছে, গোবরা গুণ্ডটা ভারী পাজী।

সাত। রাত ঢের হ'য়েছে, এখন আর হুইস্কি পাবে না, এইখান থেকে দু'গেলাস খেয়ে যাও।

প্যালা। ব্যা—ব্যা! বাবা, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেম, কেউ ডেকে দিতে নেই? এ সব শালারাই যে প'ড়ে! ব্যা ব্যা, ওঠ্ শালারা ওঠ্।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির, ঊক্কুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। হ্যাঁ বাপ্ হ্যাঁ, এই ঝাঁটাগাছটা নাও, কাটো।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির! (বলি)

সাত। আর তোমায় পিঠে ক'রে থাকতে পাল্লুম না, কাদা-মাটীতে আমায় নাচ্‌তে হবে।

মা। এমন কি কারুর বলি হয় গা?

সকলে। (কাদামাটীর নৃত্য ও গীত)

ওমা চালচিত্তির, তুমি বেটী বেজায় পাঁটা-খোর।
কড়্‌মড়িয়ে হাড় ভেঙ্গে খাও, দাঁতের কি তোর জোর।
ময়ূর ময়ূর পেখম ধর, পাঁটার নাড়ী খাও,
কার্ত্তিক দাদা মিট্‌মিটে নাও,
হাঁ কর ভাই ফুল্‌কো যদি চাও,
ধান্যেশ্বরী দেব তোমায় সবুর কর, চ'লো ভোর;
যত চাও, তত পাবে হ'য়ে থেকো নেশায় ভোর॥

প্যালা। ব্যা - ব্যা! চল, বিসর্জ্জন চল! দেখ, কার্ত্তিককে ময়ূরের সঙ্গে বাঁধ, আর গোঁসাইজীকেও জড়িয়ে নাও, নৌকো ক'রে বাচ্ খেলিয়ে ঢেলে দিও।

গোঁসাই। এ বিধি চৈতন্য-চরিতামৃতে নেই।

প্যালা। দেখ গোঁসাইজি, গোবর্দ্ধনের একটা কীর্ত্তি থেকে যাক্, বাগবাজারের ঘাটে পাথর আছে; দুটী দুটী পাথর কার্ত্তিকের আর তোমার পায়ে বেঁধে, বাচ্ খেলাতে খেলাতে মাঝ-গঙ্গায় ছেড়ে দেব, টপ্ ক'রে ডুবে যাবে, কিছু ভয় ক'র না।

মামা। এদিক্ দে আর দোর-টোর নেই?

গোঁসাই। বেল্‌কুল না।

মামা। বড় ফ্যাসাদে ফেল্লে!

সকলে। ঊক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। বাবা, ভাসান কাল সকালে দিও, আজ সব শোওগে যাও।

মামা। কাল সকালে আমি আস্‌ব, এক রকম ক'রে বা'র ক'র দাও।

সকলে। ঊক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! জয় মা চাল-চিত্তির!

মা। ওরে, সপ্তমী পূজোর দিন বিসর্জ্জন দিবি কি?

সাত। মা, তুমি জান না, এ সংক্ষিপ্তসার পূজো। আমি আজ না ভাসান গেলে উড়্‌তে পারব না, আমি ফের কার্ত্তিক কাঁধে ক'র্‌ছি; তোলো, ওঠাও।

মামা। সাতকড়ি, তোর পায়ে পড়ি, পা-টা ছেড়ে দে, শালারা এখনি গঙ্গায় চোবাবে। আমি মোটা মানুষ সাঁতার জানিনে, টপ্‌ টপ্‌ ডুবে যাব।

সাত। আমি ময়ূর হ'য়ে উড়ে তোমায় কাঁধে ক'রে তুল্‌ব।

সকলে। বাঁব, বাঁব, উরুব্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

প্যালা। তোলো তোলো, ভাসান দে, গোবর্দ্ধন গেল কোথা?

মামা। শালারা সব মাতাল হ'য়েছে, মারি চোঁচা দৌড়।

গোব। (পলায়নোদ্যত মামাকে ধরিয়া) কে বাবা তুমি কার্ত্তিক-পুরুষ! ফিরে চল, জম্‌কাল ভাসান দিতে হবে; নকির মা দুর্গা হবে ব'লেছে, নিরা লক্ষ্মী, গিরি সরস্বতী, কার্ত্তিক পাচ্ছিলুম না—তুমি আছ, গণেশ আমি আছি,হয় সাতকড়ে নয় প্যালা সিঙ্গি, চল বাবা, আজ মজার তুফানে ভাসান যাই চল; মামা, তুমি বেড়ে কার্ত্তিক।

মামা। শালারা চিনেছে; বাবা, এই পায়খানা থেকে এসে তোমাদের সঙ্গে ভাসান যাচ্ছি।

গোব। মামা, তুমি ভাসান থেকে এসে পায়খানায় যেও, নয় ময়ূরের পিঠে পেট খোলসা ক'র; সাতকড়ি বড় সাদা লোক, তোমায় সাপ্‌টে ধ'রে গঙ্গায় উলে যাবে।

মামা। পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা!—

(পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন প্রভৃতির প্রবেশ)

১ম পাহা। এ বাড়ীমে খুন হুয়া, হাম্‌ লোক জান্‌তা হ্যায়, দিনমাল হুয়া।

মামা। না বাবা, সে ব্যাটা ঝাঁটা খেয়ে উঠে গিয়েছে, এখন আমায় ভাসান দেয়, তুমি সাম্‌লাও।

২য় পাহা। এ এক্‌ঠো মাতোয়ারা হ্যায়।

মামা। বাবা, ছ'গেলাস হুইস্কি খেয়েছিলেম বটে, ময়ূর চেপেই নেশা ছুটে গেছে; বাবা, ভাসানের ভয়ে পালাচ্ছি, ছেড়ে দাও, গঙ্গায় চুবিও না বাবা!

১ম পাহা। তোম্‌ খুন কিয়া।

মামা। কোন্‌ শালা কিয়া, বিরাজের মা ঝাঁটা মারা, আর আল্‌তা গুল্‌কে ঢাল দিয়া।

২য় পাহা। তোম্‌ কোন্‌ হ্যায়?

মামা। বাবা, পিরীত ক'র্‌তে এসে ফ্যাসাদে প'ড়ে গেছি। ভোর রাত্‌ সাতকড়ি ব্যাটার পিঠে ব'সে, ছ'শো মশার কামড় স'য়ে এখন বাবা প্রাণের দায়ে পালাচ্ছি।

১ম পাহা। সাতকড়ি তোমারা কোন্‌ হ্যায়?

মামা। আমার চৌদ্দ পুরুষ হ্যায়, আর যে গোবর্দ্ধন যো হ্যায়, আমার বাবার বাবা হ্যায়, শালা যে এখানে আসে যায়, কোন্‌ শালা জান্‌তো! বাবা, নাকে খৎ, সাফ্‌ বেরিয়ে যাচ্ছি। জমাদার সাহেব, পাগ্‌ড়ী কি দেখ্‌ছ?

বিরাজ। ওলো, কার্ত্তিক পালালো—কার্ত্তিক পালালো, ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌! তোমার জন্যে নরবলি দিলুম, সপ্তমীতে দশমী ক'র্‌লুম, তোমার কি এই প্রেম? একবার না হয় গঙ্গায় বাচ্‌ খেলে ডুব্‌তে। এখনও এস, বাচ্‌ খেল ত খেল; দেখ, তোমার সঙ্গে অন্য হিসেব নাই, বন্ধুত্ব হিসেবই আছে, তুমি যদি এ ব্যবহার কর, তা হ'লে ভাই, শুক্রবারের দিন আমাদের বাড়ীতে এস না। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এক দিন না হয় গঙ্গা জলে নাইবে। এই কি তোমার প্রেম?

মামা। দেখ, এই বিসর্জ্জনটা মাপ কর, তারপর বুকের রক্ত দিতে হয়, তোমার জন্যে দেব।

বিরাজ। এই বিসর্জ্জন গিয়ে এই শুক্রবারে আস্‌তে হয় এস, নইলে তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

সার্জ্জন। দেখ চৌকিদার, এস্‌কো পাকড় লেও, বহুত্‌ পিরীতসে এস্‌কো বাত হোতা হ্যায়।

১ম পাহা। এ ত মহান বাবুকা মামা হ্যায়, হাম্‌কো তাজ্জব মালুম হুয়া, এ কার্ত্তিক হোকে নিক্‌লা।

গোব। মামা মামা, শীগগির এস; দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সব পাওয়া গিয়েছে, এক চোরা—আর সিঙ্গি। তুমি সিঙ্গি সাজো, আমি চোরা হ'য়ে দাঁড়াই।

প্যালা। কিছু ভেব না, কিছু ভেব না, চোরা পেয়েছি।

মা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ, গোঁসাই বাবার টিকি ধ'রেছে!

বিরাজ। ঐ আরতির বাজ্‌না বেজেছে, নইলে তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা।

মামা। বিরাজ, আমায় জলে ডোবাবে না ত ?

বিরাজ। দেখ ভাই, একবার ভাসান তোমায় যেতেই হবে। জলে ডোবাক্ আর নাই ডোবাক্।

সকলে। উক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায় !

গোব। সিঙ্গি পাওয়া গিয়েছে ; মামা, তোমায় কার্ত্তিকই হ'তে হবে।

মামা। বাবা, ঐ কাজটা আমায় মাপ ক'র্‌তে হবে।

গোব। মামা, খুনখারাপি হব। তুমি না কার্ত্তিক সাজ্‌লে আমার বিসর্জ্জন হবে না।

সকলে। উক্কুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায় !

গোব। মামা, পাঁচ ইয়ারের অনুরোধ এড়াতে পার্‌ব না, চালচিত্তিরের খোঁটায় বেঁধে তোমায় বিসর্জ্জন দিতেই হবে।

মামা। (ভেউ ভেউ রোদন)

গোব। মামা, কাঁদ আর যাই কর, তোমায় ভাসান যেতেই হবে।

মামা। বাপ রে, আমি তার জন্যে কাঁদিনি, আমি ম'র্‌ব আর ঐ যে অষ্টমী পূজোর দিন প্রেমদাস গোঁসাই সংকীর্ত্তন নাচ্‌বেন, এ আমার প্রাণে সইবে না।

গোব। ওর বাবার সাধ্যি কি নাচে, আজই ওকে ভাসান দেব।

গোঁসাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে নেই।

প্যালা। (গোঁসাইজির টিকি ধরিয়া টান)

গোঁসাই। নিত্যানন্দ-বিলাসেও নেই, টিকি ছাড়।

প্যালা। টিকি ছাড়্‌লে চোরা পাই কোথা বল ?

বিরাজ। গোঁসাই দাদাঠাকুর, তোমার পায়ে ধ'র্‌ছি, আজকের রাতটার মতন চোরা হ'য়ে আমার মান বাঁচাও।

গোব। দেখ মামা, তোমার ভাগ্‌নে-বউ আস্‌তে ব'লেছে শুক্রবারের দিন, তোমার মনের কি কথা বুধবারের দিন ব'লে যেও।

বিরাজ। দেখ—পাঁচ ঝঙ্কাটে ছিলুম, একবার না হয় কার্ত্তিক কি সিঙ্গি বিসর্জ্জনই যাও না !

মামা। থিয়েটারের সিঙ্গি ?

বিরাজ। আবার সিঙ্গি কোথায় ? তুমি কি সত্যি সিঙ্গি হবে।

মামা। আমি পার্‌বো না ; সাফ্ কথা।

গোব। পার্‌বে না কি, পার্‌বে না ব'ল্লেই পার্‌বে না, উঠাও।

গোঁসাই। টিকি ছেড়ে দে বাবা, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ভাসান যাচ্ছি।

সকলে। জয় মা, চালচিত্তির উঠাও, বাজা বাজা—উক্কুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায় !

(মিলিটারী লেডী-ব্যাণ্ডের প্রবেশ)

(গীত)

মিলিটারী লেডী ব্যাণ্ড সখের।
সৌখীন সব পেটন, চাঁদা দেছে ঢের॥
ছড়ি টানি নয়না হানি এমন কে আছে—
এ টানে যাবে সে বেঁচে,
মোহিনী তান শুনে কে ফেরে না পাছে—
সখের মিলিটারী নারী সখের লোকের কবরের॥

সকলে। জয় মা, চাল-চিত্তির উঠাও ! বাজা বাজা—উক্কুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায় !

যবনিকা

রাণা প্রতাপ

(ঐতিহাসিক নাটক)

[১৩১০ সালের শেষভাগে, গিরিশচন্দ্র 'রাণাপ্রতাপ' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম অঙ্ক শেষ করিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক লিখিবার সময় কোনও কারণ বশতঃ উহার লেখা বন্ধ রাখিয়া তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে 'অর্চ্চনা' পত্রিকার সভ্যবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে রাণাপ্রতাপের ঐ লেখাটুকু 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশ-জন্য তিনি তাঁহার স্নেহভাজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৩১৪ সালে উহা অর্চ্চনায় প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রবাবুর যত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।]

প্রথম অঙ্ক

—০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

শনিগুরু ও কৃষ্ণসিংহ।

শনিগুরু। রায়ৎ কৃষ্ণসিংহ! কি শুন্‌ছি, মৃত রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপের অভিষেক আয়োজন না হ'য়ে কনিষ্ঠ জগমল্লের অভিষেক-আয়োজন কি নিমিত্ত দামামা ঘোষণা ক'র্‌ছে?

কৃষ্ণ। মহাশয় কি শ্রুত নন যে, জগমল্লকেই রাণা উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন ক'রেছেন?

শনি। কথা শুনে থাক্‌বো; কিন্তু আমার বিস্ময় উপস্থিত হ'চ্ছে। বংশাবলীক্রমে রায়ৎ-কুল মিবারের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত, সেই উচ্চবংশের বংশধর রায়ৎ কৃষ্ণসিংহ স্বয়ং বিদ্যমান,—মিবারে এরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন? রাণা-বংশের চিরপ্রথা কি নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে?

কৃষ্ণ। রোগী আসন্নকালে একটু দুগ্ধপান ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেছে, তাতে আমাদের ক্ষতি কি? কেনই বা তাতে আমরা অসম্মত হব?

শনি। মহাশয়ের মনোভাব আমার হৃদয়ঙ্গম হ'চ্ছে না।

কৃষ্ণ। ঝালোয়ার-অধিপতি! আপনার ভাগিনেয়ই সমস্ত সর্দ্দারের একান্ত মনোনীত, আমরা সেই পরামর্শই মৃত রাণার চিতা-বেদিকার পার্শ্বে ব'সে স্থির ক'রেছি, আমরা প্রতাপের পক্ষই অবলম্বন ক'র্‌বো। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আসুন, তাদের মন্তব্য শ্রবণ ক'র্‌বেন। মিবার-সর্দ্দারগণ অন্যায় কার্য্য কখন' অনুমোদন করে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রতাপসিংহ ও প্রতাপ-মহিষীর প্রবেশ)

প্রতাপ। দেবি, তুমি একান্তই আমার সঙ্গে যাবে? আমি কোথায় যাচ্ছি, অবগত আছ কি?

মহিষী। প্রভু, সূর্য্যবংশের কুল নারীর প্রথা স্বামীর অনুবর্ত্তী হওয়া,—এ প্রথা জানকীদেবী স্থাপন ক'রেছেন, দাসী সেই প্রথা-অনুসারে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী, বৃক্ষতল তার অট্টা-

লিকা। যে স্থানে স্বামী, সূর্য্যবংশের কুলবধূও সেই স্থানে অবস্থান করে ;—সে প্রথা এ দাসী হ'তে লঙ্ঘন হবে না।

প্রতাপ। দেবি, অতি দূর দেশে গমন ক'র্‌বো, যথায় রাজপুত নাম কেউ শ্রবণ করে নাই। এমন স্থানে গিয়ে বাস ক'র্‌বো, যথায় আরাবলী পর্ব্বত নয়ন-পথে পতিত হবে না। সেই স্থানে যাবো, যথায় মোগলের সিংহনাদ কর্ণপথে প্রবেশ ক'র্‌বে না ;—সেই আমার বাসস্থান। অতি দূরে—অতি দূরদেশে গমন ক'র্‌বো।

মহিষী। চলুন।

প্রতাপসিংহ। হে জননি, মাতৃভূমি সুন্দরী মিবার,
হতভাগ্য পুত্র তব হবে নির্ব্বাসিত—
তব অঙ্কে নাহি স্থান তার!
যেই স্নেহময়-অঙ্কে ক'রেছ পালন—
প্রতি শিলাখণ্ড যথা করিছে প্রচার
শিশোদীয় বংশের গৌরব,
সেই বীরভূমে নাহি প্রতাপের স্থান!
ছিল সাধ মনে, স্মরি পিতৃদেবগণে,
হে বীর-জননি,
তব যশোরাশি করিব বিস্তার।
বিফল সে সাধ,
পিতা মম সাধিলেন বাদ,—
সিংহাসন অর্পি জগমলে।
শত্রু-নিপীড়িত ওই শ্রীহীনা চিতোর!
তব উদ্ধার কারণ,
বক্ষের শোণিত দানে ছিলাম উৎসুক,
নিষ্ফল সে আলোচনা আজি!
ওই দুন্দুভি-নিনাদ—
অভিষেক-উৎসব কল্লোল—
প্রতাপের নির্ব্বাসন করিছে জ্ঞাপন।

(শক্তিসিংহ, কৃষ্ণসিংহ, সর্দ্দারগন, পুরোহিত ও চারণের প্রবেশ)

কৃষ্ণসিংহ। মহারাণা, বন্দে দাস,
রাজপুরী পরিহরি কোথায় গমন?
আজি অভিষেক-দিন তব।

প্রতাপ। রাওয়ৎ প্রধান, পিতৃ আজ্ঞা-অনুসারে
মম কনিষ্ঠের অভিষেক হয় আয়োজন,
রাণাপুরে স্থান কোথা মম?

কৃষ্ণ। মহারাণা, মিবার-সর্দ্দারগণে
জানে মাত্র মিবারের প্রাচীন নিয়ম,
সে নিয়ম অনুগামী সবে।
বদ্ধমূল যে নিয়ম রাজপুত হৃদয়ে—
শিখায় নীচত্বে ঘৃণা, মনুষ্যত্বে করে উত্তেজিত,
যার বলে তুচ্ছ জ্ঞান বিপদ মরণ,
সে নিয়মে সিংহাসন প্রতাপসিংহের।
সে নিয়ম করি অতিক্রম,—
শত্রু-করগত হেরি চিতোর নগরী—
কোথা যাও রাজপুত প্রধান,
মাতৃ-ভূমি ক্রন্দনে না করি কর্ণপাত?

প্রতাপ। পুরোহিত, নহে তো বিদিত—
সূর্য্যবংশে পিতৃ আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন!

পুরো। সূর্য্যবংশের নিয়ম—পিতৃদেবগণের কৃপায় এ ব্রাহ্মণ অবগত। সূর্য্যবংশের নিয়ম—ধর্ম্মরক্ষা, সূর্য্যবংশে অপর নিয়ম নাই। যদি সে নিয়ম পালন বাপ্পারাওয়ের বংশধরের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে প্রতাপসিংহের সিংহাসন গ্রহণ করা উচিত, তাঁর মিবার পরিত্যাগ করা কাপুরুষত্ব হবে। শত্রু-সম্মুখীন হ'লে এরূপ কাপুরুষজনিত ভাব বীরবর অর্জ্জুনের হৃদয়ে উদয় হ'য়েছিল। যদি প্রতাপসিংহ মিবার পরিত্যাগ করেন, তা'হলে সকলে অবজ্ঞা ক'রে ব'লবে যে, বাপ্পারাওএর বংশধর তুর্কীর ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ ক'রলে। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উদ্ধৃত ক'রে বংশের চিতার্থে ব'লছি,—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!"

চারণ। আরে ঠাকুর, তুমি কি ব'লছ? কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের ঘটে এক তিল বুদ্ধি নেই। মহারাণা রামলীলা ক'র্‌বেন, তারই জোগাড় ক'র্‌তে পার—দেখ! মহারাজ, ধ'রো হনুমান এই চারণ আছে, এই হনুমানেই এক রকম চ'ল্‌বে! এদিকে তো মহারাণীকে এনে গাছতলাতে দাঁড় করিয়েছেন, পিতৃসত্য পালনে বনে যাচ্ছেন, ভাই সঙ্গে আছেন, এখন একটা রাবণ ঠাউরে দেখুন!

প্রতাপ। বর্ব্বর!

চারণ। বর্ব্বর কে মহারাজ?

প্রতাপ। তুমি রাবণের কথা কি ব'লছ?

চারণ। আপনি সূর্য্যবংশের রাণার বনে যাবার কথা কি ব'ল্‌ছেন ?

প্রতাপ। আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হিত-কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

চারণ। আমি মহারাণার নিকট মিবারের হিত-কথা ব'ল্‌চি।

প্রতাপ। চারণ, তুমি কি এ গুরুতর অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্চ না ?

চারণ। গুরুতর অবস্থা না বুঝে কি এই গানটী রচনা ক'রেছি ?

(গীত)

জয় জয় আকবর বাদসার জয়,
পালায় প্রতাপসিংহ পেয়ে মহাভয়,
উচ্চ রবে গাও সবে মিবার-বিজয় !

প্রতাপ। কি চারণ, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা !

চারণ। মহারাণা, অরাজক রাজ্যে তো লোকের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধিই হয় ! বাপ্পারাওএর সিংহাসন পরিত্যাগ ক'চ্চেন, মিবারকে তুর্কীর ক'রে অর্পণ ক'চ্চেন, সর্দ্দারের উপরোধ অবহেলা ক'চ্চেন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'চ্চেন, প্রজার মুখ চাচ্চেন না,—যখন স্বয়ং মহারাণার এই অবস্থা, তখন মহারাণার আশ্রিত লোকের যে অবস্থা হওয়া উচিত, তাই আমার হ'য়েছে। মহারাণা তুর্কীকে রাজ্য দান ক'চ্চেন, আমিও তুর্কীর জয় গান ক'চ্চি। মনে মনে সংকল্প, যে সকল বীরগাথা, কুলগৌরব কথা—মহারাণা এই আশ্রিতের মুখে শ্রবণ ক'র্‌তেন, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে, প্রতি প্রস্তরে এই নূতন গাথা খোদিত ক'রে আরাবলী শিখর হ'তে ঝাঁপ দেব।

প্রতাপ। পুরোহিত, যদি আমার সিংহাসন গ্রহণ করা সকলের অভিমত হয়, আমি সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌বো, কিন্তু জগমল্ল অযোগ্য—কেন আপনারা স্থির ক'রেছেন ? জগমল্লও ক্ষত্রিয়, বাপ্পার শোণিত তার ধমনীতেও প্রবাহিত। জগমল্ল যদি অযোগ্য না হন, তবে কেন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌বো ?

পুরো। মহারাণার বিবেচনায় যদি তিনি যোগ্য হন, তবে কি নিমিত্ত মিবার পরিত্যাগ ক'র্‌বেন ? চণ্ডের ন্যায় কনিষ্ঠকে সিংহাসন দিয়ে আপনি রাজকার্য্য কি নিমিত্ত ক'র্‌বেন না ?

প্রতাপ। পুরোহিত, মার্জ্জনা করুন। বাল্যকাল হ'তে মনে মনে আশা, চিতোর উদ্ধার ক'র্‌বো, পিতৃদেবগণের নাম রক্ষা ক'র্‌বো, কিন্তু সে আশা আমার সাগর-জলে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

চারণ। না, আপনার বীর-বাসনা পূর্ণ হবে, এই আশ্রিত চারণ চিতোর-জয়গান ক'র্‌বে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় !

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় !

কৃষ্ণ। রাজনীতি-সুপণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রতাপ,
নহে কভু অগোচর তব,
প্রজা করে রাজা নিরূপণ।
সেই রাজা—প্রজা যার মানিবে শাসন,
কর্ত্তব্য প্রজার—রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন।
প্রজা যারে করে নির্ব্বাচন,—
রাজসিংহাসন করিতে গ্রহণ—
নহে কি কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁর ?
মিবার-সর্দ্দারগণে করে নির্ব্বাচন —
সিংহাসনে ছত্রধারী তুমি হে রাজন্ !
শূন্য সিংহাসন বহুক্ষণ রাখা অনুচিত —
আগমন হোক সভাস্থলে।

প্রতাপ। চল তবে অভিমত যদি সবাকার।

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় !

[সকলের প্রস্থান।

— -

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সিংহাসনে জগমল্ল আসীন।

সর্দ্দারগণ।

জগমল্ল। আমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, চারণগণ কোথায়? কি নিমিত্ত আমাকে অভিবাদন ক'চ্চে না? প্রধান সর্দ্দারেরা কোথায়? তাঁরা কি নিমিত্ত উপস্থিত নাই? স্বর্গীয় মহারাণা উদয়সিংহ আমায় গদী প্রদান ক'রেছেন, যে সকল সর্দ্দারেরা অনুপস্থিত—তাঁহারা বোধ হয়, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়েছেন; তাঁদের স্মৃতি জাগরিত করা আমাদের অচিরে কর্ত্তব্য হবে,—যাতে তাঁরা রাজ-সম্মান দানে বিস্মৃত না হন।

(শনিগুরু, কৃষ্ণসিংহ, গোয়ালিয়ার-রাজকুমার ও প্রতাপসিংহের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মিবারের সর্দ্দারগণ কেহই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, এইক্ষণেই তাহা প্রতীয়মান হবে। আপততঃ আপনার ভ্রম হ'য়েছে।

গোয়ালিয়ার। এ আসন আপনার নয়, মহারাণা প্রতাপ সিংহের আসন—আপনার আসন এই। (কৃষ্ণসিংহ ও গোয়ালিয়ার-রাজকুমার উভয়ে জগমল্লের উভয় হস্ত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইল)

কৃষ্ণ। (প্রতাপসিংহের প্রতি) মহারাণা, দেবী-দত্ত খড়্গ গ্রহণ করুন। (কটিদেশে বাঁধিয়া দেওন) রাণার কটিতটে এই খড়্গ বন্ধন—রাওয়ৎ-বংশের পুরুষানুক্রমে অধিকার।

জগমল্ল।

শনি। মহারাণা, আসন গ্রহণ করুন।

সকলে। (প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া) জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। (জগমল্লের প্রতি) শুন ভ্রাতা,

সাধ যদি হয় সিংহাসন, করহ গ্রহণ।
কিন্তু নীতিবাণী করহ শ্রবণ,
কণ্টক-বিকীর্ণ এই কনক আসন,—
ক্ষুধিত শার্দ্দুল প্রায় মোগল সেনানী,
সুযোগ করিছে অন্বেষণ—
পদতলে দলিতে মিবারে।
আত্মীয় বান্ধবগণ তুর্কী-প্রলোভিত—
তুর্কীর আশ্রিত,
তুর্কীর প্রসাদ-আশে তুর্কী-পদানত!
একমাত্র মিবার ব্যতীত—
স্বাধীনতা-ধ্বজা অবনত রাজস্থানে।
দিবাকর-অঙ্কিত কেতন
একমাত্র উড্ডীন মিবারে,—
মুষ্টিমেয় মাত্র সেনা সে পতাকা-তলে,
কিন্তু অটলপ্রতিজ্ঞ সবে।
রাজকোষ শূন্য, প্রজাবৃন্দে দৈন্য,
বিধবা চিতোর শত্রু-কর-কবলিত।
ইচ্ছা যদি লহ সিংহাসন,
কিন্তু কর' দৃঢ় পণ—
বাপ্পারাও-সিংহাসন স্পর্শ করি,—
এক বিন্দু বক্ষে রক্ত থাকিবে যাবৎ,
না হইবে তুর্কী-পদানত;
করি বিলাস-বর্জ্জন—
দেশ-শত্রু করিবে দমন,
স্বাধীনতা একমাত্র আকিঞ্চন জীবনের!
করহ প্রতিজ্ঞা বীরবর,
আমি তব হইব দোসর,
তব শিরে নিজ করে ছত্রদণ্ড করিয়া ধারণ
কটিতে তোমার রাজ-খড়্গ দিব বাঁধি,—
করহ প্রতিজ্ঞা বীর, বীরেন্দ্র-সমাজে।
জ্যেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান,
এ প্রতিজ্ঞা সাজে মাত্র তোমায় কেবল।
জননীর দাসীত্ব-মোচন অঙ্গীকার,
শোভা পায় খগপতি গরুড়ের।
কর দেব, আসন গ্রহণ।
সাগর-বন্ধনে যথা সে কাষ্ঠবিড়ালী,
সেই মত দাস তব হইবে সহায়।

জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

জয় জয় জগমল্ল রাজ-সহোদর!

প্রতাপ। সুভ্রাতৃবৎসল তুমি ভরত সমান,

লভি পিতৃ সিংহাসন করিলে প্রদান,

ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম!

সূর্য্যবংশে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মহীতলে।

সকলে। জয় রাণা প্রতাপের জয়!

জয় রাজ ভ্রাতা জগমল্লের জয়!

প্রতাপ। (সিংহাসনে উপবেশন করতঃ পুনরায় উঠিয়া)

হে সর্দ্দারগণ,

মাতৃভূমি মিবারের দাস মাত্র আমি—

গুরু-ভার অর্পিলে মস্তকে।

ফাটে বুক কথা উচ্চারণে—

বাপ্পারাও রাজধানী তুর্কী-করগত,

বাপ্পা-বংশোদ্ভূত দুর্ম্মতি সাগরজিউ

তুর্কীর কিঙ্কর আজি—

তুর্কী-প্রতিনিধি-রূপে আজি চিতোর-ঈশ্বর।

দেছ ভার, যথাসাধ্য করিব বহন,

সহায় যদ্যপি রহ—হে বীর-সমাজ!

জানে মাত্র মিবারের সর্দ্দার-মণ্ডলী,—

মহারাণা মহাভার বহনে সক্ষম।

তাই সবে সমস্বরে দেয় জয়বাদ—

জয় জয় মহারাণা মিবার-ঈশ্বর!

প্রতাপ। গুরুভার বহনে নহেক পরাঙ্মুখ

সমর সিংহের বংশধর।

আশৈশব বীর-গাথা করি অধ্যয়ন

অবগত মিবারের বীর-কীর্ত্তি যত;

আজি সেই বীরশ্রেষ্ঠ পিতৃদেবগণ

উত্তেজনা করেন প্রদান—

'বিধর্ম্মী বিরুদ্ধে অসি কর সঞ্চালন,

রাজপুতের অস্ত্র ঝনঝনা

আরাবল্লী-শিখরে হউক প্রতিধ্বনি।'

সকলে। (অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া)

জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

প্রতাপ। হের বীরবৃন্দ,

মহাযুদ্ধে অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা,

রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, অর্থশূন্য ধনাগার,

আত্মীয়-স্বজন তুর্কী-অর্থে প্রলোভিত—

করিয়াছে তুর্কীর দাসত্ব স্বীকার!

কেহ ভগ্নীদানে—তনয়া প্রদানে কেহ—

হইয়াছে আকবরের প্রসাদভাজন!

রাজস্থানে রাজপুত অরাতি,

একমাত্র মিবারের বীরত্ব সম্বল—

সে বীরত্ব অর্পিত হে তোমা সবা' পরে।

১ম সর্দ্দার। বিজাতি-সম্মুখে কভু মিবারের বীর

জীবন থাকিতে না হইবে নতশির।

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

প্রতাপ। মহাব্রতে ব্রতী ওহে বীরেন্দ্র সমাজ,

মহাব্রত উপযোগী নিয়ম পালন,

অদ্য হ'তে কর্ত্তব্য সবার।

হে সর্দ্দারনিচয়,

চিতোর বৈধব্য-গান শুনিয়াছ ভট্ট-মুখে সবে;

বিধবা চিতোর—

তবে কেন শোক-চিহ্ন না করি ধারণ।

যতদিন চিতোর না হইবে উদ্ধার,

মম পণ—শ্মশ্রু-জটা করিব ধারণ,

অট্টালিকা-মাঝে—

স্থান নাহি আর শোকার্ত্ত রাণার—

বাসযোগ্য পল্লব-কুটীর;

শোকার্ত্তের কাঞ্চন না হয় সুশোভন—

তৃণ সিংহাসন, তৃণ শয্যা,

ভোজ্য-পাত্র—বৃক্ষপত্র আজি হ'তে;

অগ্নিবৎ অন্য ধাতু স্পর্শ করি' জ্ঞান,

লৌহ স্পর্শে রব নিশিদিন,

লৌহ সংস্পর্শ অশুচির বিধি—

বিলাস-বর্জ্জন মহাব্রত গ্রহণের প্রথম নিয়ম।

শত্রু-হস্তে বিজিত চিতোর,—

অনুকূল জয়লক্ষ্মী নহে যতদিন,

অগ্রগামী নাহি হয় সংগ্রাম-দামামা,

দামামা বিলাপ-নাদ করিবে পশ্চাতে।

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

প্রতাপ। অল্পসংখ্যা সৈন্য মাত্র মিবার সহায়ে,
অগণিত তুর্কী সেনা—
তাহে যত কুলাঙ্গার রাজপুত সহায়,
নিম্নভূমি—অল্প সৈন্যে না হবে রক্ষিত
সে কারণ যুক্তি এই শুন—
বীরগ্রাম নিম্নস্থল করি পরিহার—
কর শিখর আশ্রয়—
পতিত রহুক নিম্নভূমি,—
কণ্টক-আকীর্ণ জনশূন্য নিম্নস্থলে
শত্রু যেন না পায় আশ্রয়।
হোক্ রাজ্য বনে পরিণত—
পদক্ষেপ তুর্কী নাহি করে কদাচিৎ।

কৃষ্ণ। মহারাণা-যোগ্য এ মন্ত্রণা!

প্রতাপ। আজ্ঞা তবে হউক ঘোষণা।

কৃষ্ণ। অচিরাৎ হইবে পালন।

প্রতাপ। হে সর্দ্দারগণ,
আজি আহিরিয়া-উৎসবের দিন,—
এস সবে মিলি যাই মৃগয়া কারণে,
বরাহ নিধনে করি তৃপ্তি গৌরী মার,
রাজপুতকুলে এই প্রথা চিরন্তন—
আহেরিয়া ফলে বর্ষফল নিরূপণ।

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

——

অরণ্য

প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহ।

প্রতাপ। আমার অস্ত্রে বরাহ বধ হ'য়েছে। সেই বরাহের প্রতি তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে মৃগয়ার নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য ক'রেছ।

শক্ত। মহারাণার আতপ-তাপে পরিভ্রমণ ক'রে ভ্রম হ'য়েছে, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যে বরাহ বধ হ'য়েছে। মহারাণা মৃত বরাহের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছেন। যদি মৃগয়ার নিয়ম ভঙ্গ হ'য়ে থাকে, সে আমা কর্ত্তৃক হয় নাই।

প্রতাপ। তুমি বার বার আমার সহিত বিতণ্ডা ক'র্ছ, ভ্রাতৃ-স্নেহে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ক'রেছি।

শক্ত। মহারাণা বোধ হয় কখনো মার্জ্জনা-প্রার্থী দেখেন নাই। সত্য সংস্থাপনের নিমিত্ত,ভ্রম সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ তর্ক ক'রেছি। এখনো তর্কে প্রস্তুত, মার্জ্জনাকাঙ্ক্ষী নই।

প্রতাপ। বোধ হয়, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় তুমি পাও নাই, সেই নিমিত্ত তোমার এই দম্ভসূচক বাক্য।

শক্ত। দাসের লক্ষ্যের পরিচয়ও মহারাণা পান নাই, তা'হলে বোধ হয় স্বীকার ক'র্তেন যে, তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বোধ হয় মহারাণার ধারণা—জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয়। অনেক স্থলেই তা অপ্রমাণ হ'তে দেখা গিয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহারাণা যদি ইচ্ছা করেন, পেতে পারেন।

প্রতাপ। বুঝ্লেম, তুমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রয়াসী। তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্তে আমি প্রস্তুত।

শক্ত। কৃপায় মহারাণা দাসের অভিপ্রায় গ্রহণ ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি মহারাণার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক বাধা, জ্যেষ্ঠ রাণা-পদে অভিষিক্ত—রাণার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা রাজপুত-নিয়ম-বিরুদ্ধ।

প্রতাপ। তোমার আমায় রাণা জ্ঞান ক'রবার প্রয়োজন নাই। অস্ত্রধারী রাজপুত তোমার সম্মুখে বিবেচনা করো।

শক্ত। যে আজ্ঞা, কনিষ্ঠকে পদধূলি দানে উৎসাহ প্রদান করুন।

প্রতাপ। বিজয় লাভ করো।

শক্ত। আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য; দাস প্রস্তুত,—

(উভয়ে যুদ্ধোন্মুখ)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি সর্ব্বনাশ করেন—কি সর্ব্বনাশ করেন! ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন।

শক্ত। ব্রাহ্মণ, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়দ্বয়ের মধ্যস্থান পরিত্যাগ করো।

পুরো। রাণাকুল-পুরোহিত-পদস্থ ব্রাহ্মণ
হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের ধরহ বচন,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর সম্বরণ!
জন্মভূমি-স্বাধীনতা—রাজপুত-আশা—
সমর্পিত তোমা দোঁহা করে!
হে রাণা-কুমার!
কহ, একি ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়?
মহাশত্রু তুর্কী সুসজ্জিত,
উচ্চবংশ রাজস্থান শত্রু পদানত,
স্বাধীনতা-ধ্বজা মাত্র মিবারে উড্ডীন,—
সূর্য্যাঙ্কিত পতাকার তলে, দুই ভ্রাতা মিলে,
শত্রু সংহারের কোথা হবে আয়োজন,—
একি ভ্রাতৃদ্বয়ে দ্বন্দ্ব-রণ!
ক্ষান্ত হোন মহারাণা!
রাজ ভ্রাতা! রাখ অসি শত্রু বক্ষ-হেতু।
কুল-পুরোহিত আমি, হিতবাণী করহ শ্রবণ।

শক্ত। দূরে কর অবস্থান অর্ব্বাচীন দ্বিজ!

পুরো। ক্ষান্ত হও রাজভ্রাতা!

প্রতাপ। সমরে আহূত ক্ষত্র,—
দ্বিজোত্তম, বৃথা আকিঞ্চন!
একের না রক্তে সিক্ত হইলে মেদিনী
অসি নাহি পশিবে পিধানে।

পুরো। হোক তবে রণ-অবসান,
হের, বক্ষ-রক্তে সিক্ত বসুমতী।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাত)।

উভয়ে। একি, একি—ব্রহ্মহত্যা হ'লো!

পুরো। হিত সাধে পুরোহিত হে ক্ষত্রিয়দ্বয়,
শান্তি দান করো এই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণে—
নিজ নিজ অস্ত্র দোঁহে রাখিয়া পিধানে।

(মৃত্যু)

প্রতাপ। রাজ্য মম কর পরিত্যাগ,
ব্রহ্মহত্যা তোমার কারণ!

শক্ত। ত্যজি রাজ্য রাজ্যেশ্বর অগ্রজ-আদেশে,
কিন্তু প্রতিহিংসা-তৃষা অতৃপ্ত রহিল,
তৃষা শান্তি অবশ্য হইবে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। হউক সৎকারের আয়োজন।
হউক স্মারক-স্তম্ভ নির্ম্মিত এস্থলে—
পুরোহিত-হিতগাথা করিতে প্রচার।
রাজবংশ দ্বিজবংশ যতদিন রবে,
দ্বিজোত্তম বংশধর রাজ-বৃত্তি পাবে।

[প্রতাপসিংহের প্রস্থান।

(শনিগুরু ও কৃষ্ণসিংহের প্রবেশ)

শনি। আজ আহেরিয়ার ফল অশুভ।

কৃষ্ণ। শুভাশুভ বিচারের ভার আমাদের উপর স্থাপিত নয়, রাজ-অনুসরণ আমাদের কার্য্য। আমরা কখন' কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হবো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়সাগর

প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ।

কৃষ্ণসিংহ। অনুমান হয় মহারাণা,
নিশ্চয় এ গৃহভেদী তুর্কীর মন্ত্রণা,
নহে রাজা মান—আগুয়ান কি হেতু মিবারে?
স্বেচ্ছায় কি হেতু তা'র আতিথ্য স্বীকার?
রাণা-শত্রু আকবরের অনুগত তিনি,
স্ব ইচ্ছায় মান দান করিতে রাণায়—
আগমন সম্ভব না হয় অনুমান।

প্রতাপ। যে হয় অতিথি-সেবা কর্ত্তব্য নিশ্চয়,—
তাই, আগুবাড়ি আসিয়াছি উদয়সাগরে।
কিন্তু এক মহা বিঘ্ন হেরি,—
করি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
তাঁর সনে একত্রে ভোজন—
আমা হ'তে না হইবে।
অভ্যর্থনা করিবেন কুমার তাঁহার।

অমর। শুনি দামামা-নিনাদ—
বুঝিবা আগত রাজা মান।
প্রতাপ। আগুবাড়ি অভ্যর্থনা করো গিয়া তাঁর,
জানায়ো তাঁহায়—
শয্যাগত শিরঃপীড়া হেতু,
নারিলাম অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার।
শিষ্টাচার উচিত, কি কহ বীরভাগ!
কৃষ্ণ। রাণা হ'তে বিচক্ষণ কেবা?
প্রতাপ। যাও, করো গিয়ে অভ্যর্থনা।

[অমরসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। ভাবি মন্ত্রীবর, একি কপট-আচার?
না—না—শিষ্টাচার প্রয়োজন।
বুঝিবেন রাজা মান—মর্ম্ম কিবা মম;
সত্য মিথ্যা মর্ম্ম-অনুসার
মর্ম্ম মম হইবে প্রকাশ।
"প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" নীতিযুক্ত কহে সুধীগণে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাণা, সমাগত রাজা মান।
কন রাজা, ক্ষুধায় কাতর তিনি,
ভোজ্যবস্তু আয়োজন করিতে সত্বর।
প্রতাপ। মর্ম্ম তার বুঝিলে কি অমাত্য সকলে?
কৃষ্ণ। অভিলাষ—রাণা সনে একত্র ভোজন।
প্রতাপ। বিষম সঙ্কট—রাজা মান অতিথি এ পুরে!
কিন্তু ধর্ম্ম সবার উপর—
সুনির্ম্মল শিশোদীয়কুলে কলঙ্ক অর্পণ
উচিত নহে তো কদাচন।
মুসলমান-সংস্পর্শে পতিত যে জন,
তার সনে একত্র ভোজন,
অন্তরে আমার—
নিবারণ করিছেন কুলদেবগণে।
দেখ গিয়ে—
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হয় বা না হয়।

[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

আত্মা হ'তে উৎপত্তি আত্মজ—
অতিথি-সৎকারে ত্রুটি হয় নাই কভু,
আত্মজ আমার উপস্থিত।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

অমরসিংহ ও মানসিংহ।

অমরসিংহ। স্বাগত রাজন্—প্রস্তুত আসন।
মানসিংহ। অতি ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথি—
উপযুক্ত আয়োজন ক'রেছ কুমার।

(আহারে উপবেশন

কিন্তু কোথা মহারাণা?
অমর। মহারাজ, শিরঃপীড়া-ব্যথিত ভূপাল।
মানসিংহ। যে কারণ শিরঃপীড়া বুঝেছি কুমার,
উপায় নাহিক' কিছু আর,
গত দিন আর না ফিরিবে—
যা হ'য়েছে নহে ফিরিবার!
জানাও রাণায়,
আমা সনে তিনি নাহি বসিলে অশনে,
অম্বর-ঈশ্বর—
করিবে কাহার সনে একত্রে আহার!
কহ তাঁরে—
স্বেচ্ছায় আতিথ্য আমি ক'রেছি স্বীকার,
সম্মান-প্রদান হেতু তাঁর;
সে কারণে মান হত নাহি হয় মম;—
অতিথি-সৎকার উচিত রাণার।

(প্রতাপসিংহ, চারণ ও সর্দ্দারগণের প্রবেশ

প্রতাপ। অম্বর-অধিপ,
সম্মানিত অনুগ্রহে তব আমি,
কিন্তু মতিমান, করহ বিধান,
মুসলমান-সংস্পর্শ নাহি এই কুলে,

অনুপায়—কৃপায় মার্জ্জনা করো দান।

মানসিংহ। মহারাণা,
মুসলমান সংস্পর্শিত সমস্ত ভারত।
করিছে স্বীকার, সংস্পর্শ নাহিক মিবারে,
বাসনা কি ক'রেছ রাজন্,
সমস্ত এ হিন্দুকুল করিতে বর্জ্জন?
দুর্দ্দম অরাতি,—
আত্মীয় বান্ধবগণে করি পরিহার,
উচ্চ শিরে রবে রাণা সম্মুখীন তাঁর?
কুমন্ত্রণা ত্যজ মহারাজ!
একতা-বন্ধনে বাঁধ ক্ষত্রিয়-সমাজ—
রাজলক্ষ্মী রহিবে অচলা।

প্রতাপ। নির্ম্মল এ কুলে কালী করিতে অর্পণ
নারিব রাজন্!
তুর্কীরে ক'রেছ ভগ্নী দান,
সম্ভবতঃ হইয়াছে একত্রে ভোজন,
পানপাত্র একত্রে গ্রহণ!
কর ক্ষমা—এ স্থলে উপায়হীন আমি।

মানসিংহ। জান কি রাজন্,
কি কারণ আগমন ক'রেছি মিবারে?
রাণা-বংশে সম্মান প্রদান হেতু।
বীরভূমি রাজস্থান—
অংশে অংশে পরাজিত মুসলমান-করে।
অসহায় লইয়াছে অরাতি-আশ্রয়,
কিন্তু ক্ষুব্ধ-চিত্ত যত হিন্দু নরপতি—
অনিচ্ছায় সম্মান প্রদান করে
বিজাতি রাজারে।
একমাত্র মিবার অজিত।
হিন্দুরাজ্য রক্ষার আশায়—
সবে চায় মিবারের স্বাধীনতা,
কিন্তু যদি মিবার অধিপ,
বংশ-গরিমায় না চা'ন সহায়,
মুসলমান জ্ঞানে ত্যজেন আত্মীয়গণে,
বিদলিত হিন্দু-সনে না করি সম্প্রীতি,
মুসলমান-জ্ঞানে নেহারেন ঘৃণার নয়নে,
তবে তাঁরে হিন্দু বলি কি হেতু মানিবে?
মুসলমান—মুসলমান সহযোগী হবে,
কতদিন মিবার-প্রভাব রবে?
কূলহীন সাগর-তরঙ্গ-মাঝে
ক্ষীণ তরি কতদিন রবে স্থির?
বৃথা দম্ভ ত্যজ মহারাণা!
করি আত্মীয়-বর্জ্জন
বিপদ না কর আবাহন,—
বন্ধুগণে শত্রু নাহি করো।

প্রতাপ। কদাচ না করি আমি বান্ধব বর্জ্জন,
কিন্তু অনাচার নহিবে সম্ভব এই কুলে,
বারবার মার্জ্জনার প্রার্থী নরবর
তোমার সমীপে আমি—
কৃতার্থ করহ ভোজ্য করিয়ে গ্রহণ।

মানসিংহ। যা হ'বার হইয়াছে বিধির বিধানে,
কিন্তু ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে এখন' শিরায়,
অপমান অধিক না সয়;
ভাল, পণ যদি তব রাণা আত্মীয় বর্জ্জন,
দেখিব, কেমনে কর' আচার রক্ষণ,
কতদিন রহে শির উন্নত তোমার—
মিবার না হয় মুসলমান-ক্রীড়াভূমি!
তর্ক পুনঃ করিব রাজন্—পুনঃ হবে সম্মিলন।
ইষ্টদেবে করিয়াছি নিবেদন,
সেই হেতু অন্ন করি মস্তকে ধারণ।
দাম্ভিক প্রতাপ,
অতি দর্প নহে শ্রেয়ঃ শাস্ত্রে হেন কয়।

প্রতাপ। কহিলে কৃপায় ওহে অম্বর-অধিপ,
কৃপায় দানিবে দরশন,—
কতদিনে হবে সম্মিলন?—
রহিলাম প্রতীক্ষায়।
ধর্ম্ম লক্ষ্য—ধর্ম্ম মম প্রাণ,
ধর্ম্ম বলে ধর্ম্ম রক্ষা আপনি হইবে;
মুসলমান-সাহায্যে নাহিক প্রয়োজন।

চারণ। পুনঃ যবে হবে আগমন—
আকবর ফুপুরে সাথে আনিহ রাজন।
শুনি রাজা, তুর্কীর দক্ষিণ হস্ত তুমি,
তাঁর পাশে দাঁড়াইলে শোভা বৃদ্ধি হবে।

মানসিংহ। নারি যদি দর্প খর্ব্ব করিতে তোমার,
বৃথা মানসিংহ নাম ধরি।
প্রতাপ। সুখী হব যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে দরশন।
চারণ। ফুপুরে আনিতে রাজা হয়ো না বিস্মৃত।
[মানসিংহের প্রস্থান।
প্রতাপ। পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ কর স্নান করি,
গঙ্গাজলে ধৌত হোক কলুষিত স্থান—
কলুষিত অন্ন হোক সলিলে অর্পিত।
সকলে। জয় হিন্দুকুলশেখর মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—মন্ত্রণা-গৃহ

আকবর ও মানসিংহ।

আকবর। স্বাগত হে অম্বর-ঈশ্বর!
তব বলে মম বল অজেয় ভারতে,
বাদসার দক্ষিণ বাহু তুমি,
সোলাপুর জয়-বার্ত্তা শুনি দূতমুখে
দানিলাম শত ধন্যবাদ আপনারে—
তোমা সম বন্ধু মিলে বহু ভাগ্যফলে,
কিন্তু কিহেতু বিষণ্ণ বীরবর?
ঈশ্বর-কৃপায়,
অশুভ না হয় যেন অম্বর-আলয়।
মানসিংহ। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন এ দাস—
আকবর। একি কথা কহ মহারাজ!
সিংহাসনে দৃঢ় স্তম্ভ তুমি।
মানসিংহ। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন নিশ্চয়,
নহে কেন দুর্ম্মতি এমন,
নহে কেন হ'ল মম মিবারে গমন,
নহে কেন করিলাম আতিথ্য গ্রহণ
স্বেচ্ছায় বাদসা-দ্বেষী প্রতাপ রাণার?
অবনত যার পদে সমস্ত ভারত,
প্রয়াগ তাঁহার প্রতি পরুষ বচন,
কি হেতু বা করিব শ্রবণ?
ঘৃণা হয় জীবনে আমার,
বাদসা-বিদ্বেষী জনে দণ্ডিতে নারিনু—
তনু মম দহে অনুতাপে।
আকবর। অদ্ভুত এ কথা মহারাজ!
হিন্দু-মুসলমান-প্রথা আছে চিরদিন—
যথাসাধ্য করিবারে অতিথির সেবা,
অতিথি যদ্যপি হয় অতি হীন জন,
করি আপন-বঞ্চন—
শুশ্রূষা উচিত অতিথির।
কিন্তু, একি বিপরীত—
ভদ্রজন-অনুচিত এ হেন আচার
উচ্চ মিবারের পতি সেই প্রতাপ রাণার!
একত্রে ভোজন-পান সম্মান প্রদান
তাহাতেও হ'য়েছে কি ত্রুটি?
মানসিংহ। লজ্জায় না সরে বাক্ মুখে জাঁহাপনা,
করি ঘৃণা মুসলমান-জ্ঞানে
সম্মত নহিল রাণা একত্র ভোজনে।
নাহি রাখে বাদসার ডর,
বাদসার কিঙ্করে না করিল সম্মান।
আকবর। যেবা হয় উচিত বিধান
কর মতিমান্!
ইচ্ছামত করো রাজা প্রতিশোধ দান—
দিল্লী-সেনা সুসজ্জিত,
অবারিত দিল্লীর ভাণ্ডার—
আজ্ঞায় তোমার হবে বান্ধব-প্রধান!
কিন্তু এক বিঘ্ন ভাবি মনে—
শুনি নৃপমণি,

রাজপুত-ভূপাল যত সহায় বাদ্‌সার,
রাণা প্রতি মহা ভক্তি সে সবার ;
হয় যদি রণ-আয়োজন,
অসন্তোষভাজন সম্ভব হইব তাহে।
মিবারের রাজছত্র উচ্চ সবা হ'তে—
রাজপুতগণের শুনি ধারণা অন্তরে।
এই যে ভূপালগণ আগত সবায়,
সোলাপুর জয় হেতু উৎসব-কারণ—
প্রেরি মন্ত্রীবরে, আবাহন ক'রেছি সবারে।
(পৃথ্বীসিংহ ও রাজাগণের প্রবেশ)
স্বাগত হে মহীপালগণ !

সকলে। জয় 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' !

আকবর। আসন গ্রহণ করুন সকলে।
দানিলেন রাজা মান অদ্ভুত সংবাদ,
ছিল জ্ঞান, মিবার-প্রধান—
সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধীর, অতি উচ্চাশয় ;
কিন্তু শুনি যে আচার তাঁর—
নাহি তাহে এ সকল গুণ-পরিচয় ;
অতিথির অসম্মান শুনি তাঁ'র পুরে !
রাজা মান না দিলে সংবাদ—
প্রত্যয় না হ'ত মম এ হেন বারতা !
মিবারে অতিথি হ'ল অম্বর ঈশ্বর,
মুসলমান-জ্ঞানে তাঁরে করি অনাদর,
কটু-উক্তি করিলেন কত !
কহ রাজা, বন্ধুগণে মিবার-বারতা।

মানসিংহ। শুন শুন ভূপতিমণ্ডল,
কেহ কন্যা, কেহ ভগ্নী করিয়া প্রদান,
করিয়াছি মোরা সবে বাদসা-সম্মান,
রাণার বিদ্বেষ তেঁই আমা সবা প্রতি।
অতিথি হ'লেম তার পুরে,
শুন প্রতিদান—
দম্ভভরে সমাদর না করিল রাণা,
কহিল কর্কশ ভাষে লক্ষিয়ে আমায়,
'কুটুম্বিতা বাদ্‌সার সনে আছে যার,—
স্বজাতি সে নহেক আমার।'

১ম রাজা। এত দম্ভ মিবারপতির ?

মানসিংহ। কন তিনি,—'হিন্দু নহি আমরা সকলে !'

আকবর। মম এ ধারণা—
যোগ্য মন্ত্রী নাহি বুঝি তাঁর,
স্বজাতির প্রতি তাঁর দ্বেষ সেই হেতু।
অতি বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ হে তোমরা সকলে,
শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝি জান ; সম্রাট-সম্মান,—
শুনিয়াছি গীতার প্রচার।
বিষ্ণু যিনি হিন্দুর ঈশ্বর,
নর-মাঝে নরপতি তিনি,—
তাঁর ধর্ম্ম-মতে করি সম্রাট-সম্মান
শাস্ত্র-আজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখেছ তোমা সবে।
কিন্তু একি, মিবার-ঈশ্বর,
দৃঢ় তাঁর পণ—
করিতে বর্জ্জন আত্মীয় স্বজনগণে।
অশাস্ত্রীয় মন্ত্রণা-চালিত
কন তিনি,—
'বাদ্‌সার সনে, কুটুম্বিতা করিয়া স্থাপন
পতিত তোমরা সবে।'
নাহি বুঝি কেমন মন্ত্রণা—
অশাস্ত্রীয় ঘৃণা !
হৃদ-বন্ধু বাদ্‌সার তোমরা সকলে,
হেন ঘৃণা উচিত নহে তো তাঁর কভু !

মানসিংহ। কহ বন্ধুগণ,
অপমান নীরবে কি সহিব সকলে ?

২য় রাজা। কিবা আজ্ঞা বাদসার ?
করি ঘৃণা আমা সবাকারে,
ক'রেছেন অবজ্ঞা রাণা স্বয়ং বাদ্‌সারে।

আকবর। তাহা নাহি গণি,—
শুন বন্ধুগণ, আছিল মনন,
আক্রমণ মিবার না করিব কদাপি।
আছিল উদয়সিংহ পিতার বিদ্বেষী -
দুঃসময় যখন পিতার,
তাঁরে বন্দী করিবার
ক'রেছিল আয়োজন যেই মালদেব,
সেই পিতৃ অরাতি আমার—
পেয়েছিল স্থান সে মিবারে,

ক্রোধে ধ্বংস করিলাম চিতোর নগরী।
উন্মুখ যৌবন—
মহা রোষে করি বহু ক্ষত্রিয় নিধন
উপজিল অনুতাপ তাহে,
সেই হেতু ভাবিতাম মনে—
রাণা-রাজ্য আক্রমণ নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু এবে হে অমাত্যগণ,
অপমান তোমা সবাকার—
অনুতাপ নাহি মম আর।
এই মাত্র কহিলাম অম্বর-অধিপে,—
হবে বাহিনী সজ্জিত অচিরাৎ,
ভাণ্ডার রহিবে মুক্ত দ্বার,
প্রতিবিধিৎসার সাধ—
হয় যদি তোমা সবাকার।
কিবা ইচ্ছা জানাইও প্রাতে।
সোলাপুর বিজয়ে আনন্দ করো সবে,
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন,
রাজোদ্যানে হোক আজি উৎসব ধ্বনিত,
সে উৎসবে আপনি মিলিব—
নরোজা বাজার হ'তে ফিরি।
চিরপ্রথা বাদসার জানতো সকলে,—
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ—
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে
হয় মম বাজারে গমন।
এসো বন্ধুগণ, হব আমি সুসজ্জিত।
রাজা মান,
ভগ্নী তব দরশন-প্রতীক্ষায়—
যাও অন্তঃপুরে।

[আকবর ও মানসিংহের প্রস্থান]

১ম রাজা। মিথ্যা ইহা নয়—
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা নিশ্চয়.
শাস্ত্রে কয়—রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম-অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে,—
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে,
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার-অধিপ,
সমধর্ম্মী মো সবার কভু তিনি নন,
কিসের সম্মান তাঁর ?

পৃথ্বীসিংহ। সে কথা'র বৃথা আন্দোলন এই স্থানে।
চল সবে যাই রাজোদ্যানে—
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নয়,
সোলাপুর জয় তাহে নরোজার দিন.
উৎসব করিব সবে বাদসার সনে।

[সকলের প্রস্থান।

(আকবর ও সেলিমের প্রবেশ)

আকবর। সেলিম, তোমার মন-সাধ পূর্ণ হবে। তুমি স্বয়ং মিবার জয় করো। মানসিংহ মিবারে স্ব-ইচ্ছায় অতিথি হ'য়েছিলেন, তুমি আমায় সংবাদ দিয়েছিলে। যদি তিনি মিবারে সম্মানিত হ'য়ে আস্‌তেন, আমি তাঁরে বিশেষ দণ্ডবিধান ক'র্‌তেম, কিন্তু তাঁর মিবার গমনে আমার মিবার জয়ের সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে।

সেলিম। সামান্য মিবার জয়ের সুযোগ-অসুযোগ কি পিতা ?

আকবর। তুমি বালক, জাননা,—সমরে রাজপুতদের দেখ নাই, বিশেষ এই প্রতাপ রাণা মহা কর্ম্মক্ষম, সে আপনার রাজ্যের নিম্নভূমি দগ্ধ ক'রে সমস্ত প্রজাগণকে পর্ব্বত-প্রদেশে নিয়ে গিয়েছে, সহজে কখনো দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার ক'র্‌বে না। বিশেষতঃ সকল রাজপুতই মিবার রাণার সম্মান করে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে সম্মত হ'তো না। মিবার আক্রমণে নিশ্চয় রাজস্থানে রাজ-বিপ্লব হতো, রাজপুত রাজাগণ প্রতাপ রাণার পতাকা-তলে একত্রিত হ'তো, সমস্ত রাজস্থান একত্র হ'লে, তথায় মুসলমান আধিপত্য থাকে না।

সেলিম। পিতা, মার্জ্জনা করুন, রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে মুসলমান তো কখনো পরাজিত হয় নাই।

আকবর। বালক, তাহার কারণ হিন্দুর ভেদ-বুদ্ধি, হিন্দুর দম্ভ! হিন্দুদের শাস্ত্র-মর্ম্ম আমি বুঝ্‌তে পারলুম না! মুসলমান যেরূপ কোরাণ অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করে, হিন্দুরা সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুর

ধর্ম্মযাজকেরা বোধ হয় ঘোরতর স্বার্থ-প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্ম-বিরোধ এতদূর প্রবল ক'রেছে, যে, তাতে এক মতাবলম্বী হিন্দু অপর মতাবলম্বী হিন্দুকে নারকী ব'লে ঘৃণা করে। যদি হিন্দুস্থানে কখনো কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর দ্বারা এই ভেদ-বুদ্ধি দূর হয়, তাহ'লে জান্‌বে, যে, হিন্দুর সমকক্ষ জাতি সসাগরা পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। হিন্দুর দার্ঢ্য, হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ অতুলনীয়। আমি চিতোর আক্রমণের সময়, রাজপুত-রমণীগণের জহর-ব্রতে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান শুনে, প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন ক'র্‌তে পারি নাই; রাজপুত-পুরুষেরা বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পীতধড়া আচ্ছাদনে যখন মরণ-সঙ্কল্পে আক্রমণ ক'র্‌লে, সে দৃশ্য যে না দেখেছে, তার প্রত্যয় হয় না। সেই রাজপুত মিবার-যুদ্ধে একত্রিত হবার সম্ভাবনা ছিল, এই নিমিত্ত তোমার বার বার উত্তেজনাতেও আমি মিবারের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। এখন সময় উপস্থিত, তুমি যুদ্ধযাত্রা ক'রতে প্রস্তুত হও।

সেলিম। পিতা, এখন সুযোগ উপস্থিত কেন?

আকবর। রাণার কার্য্যের যতই সংবাদ পাই, ততই আমার রাণাকে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ব'লে ধারণা হয়। আমি যদি রাণার অবস্থাগত হ'তেম, রাজ্য রক্ষার জন্য রাণা যে যে উপায় অবলম্বন ক'চ্চে, আমিও ঠিক সেই সকল উপায় অবলম্বন ক'র্‌তেম। কিন্তু একস্থানে রাণার দুর্ব্বলতা দেখ্‌ছি, সেই দুর্ব্বলতার কারণও রাণার ধর্ম্ম — যে ধর্ম্ম-বলে রাণা আমার আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত নয়— সেই ধর্ম্মই তাঁর নিধনের কারণ হবে। তাঁর সহধর্ম্মী হ'তেই তাঁর সর্ব্বনাশ হবে।

সেলিম। পিতা, আপনি রাজনীতি-বিশারদ, সন্তানকে উপদেশ দেন।

আকবর। মানসিংহ মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন ক'রে আপনাকে মর্য্যাদাহীন বিবেচনা ক'রেছিলেন; সমস্ত রাজপুত রাজা, যাঁরা ভয়ে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রেছেন, তাঁরাও মনে মনে এইরূপ হীনতা স্বীকার ক'র্‌তেন। মানসিংহ মিবারের সহিত সৌহার্দ্দ্য ক'রে সেই হীনতা দূর ক'রবার মানস ক'রেছিলেন। যদি তিনি মিবারে আদর পেতেন, দিল্লীতে প্রত্যাগমন মাত্রেই আমি তাঁরে, করাগারে স্থান দিয়ে কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'র্‌তেম; কিন্তু কি ফল হ'তো জানি না। হয়তো রাজপুতেরা আমাদের প্রতি আরো বিরক্ত হ'য়ে, রাণার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা ক'রতো। কিন্তু রাণা মূর্খ, একটী প্রধান সুযোগ পরিত্যাগ ক'রেছে।

সেলিম। পিতা, মহাসুযোগ প্রাপ্তেও রাণা কখনো মুসলমান-সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে পারতো না। স্বর্গীয় বাবর সা গয়াভূমি আক্রমণ ক'রে তা প্রমাণ ক'রেছেন। সমস্ত হিন্দুই তাদের পুণ্যভূমি রক্ষা ক'রবার জন্যে আক্রমণ ক'রেছিল, কিন্তু চন্দ্রাঙ্কিত মুসলমান-কেতন সে সময়ে তো ভারতবর্ষে প্রবল দম্ভে উড্ডীয়মান ছিল।

আকবর। বালক, হিন্দুর দম্ভই সে পরাজয়ের কারণ। মূর্খ হিন্দু, বীরদম্ভে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার ক'র্‌তে অসম্মত, বাবর সা কামান ব্যবহার ক'রলেন, হিন্দুরা বাহুবলের উপর নির্ভর ক'র্‌লে। চিতোর বিজয়ের সময় বীরবর জয়মল্ল আমার বন্দুকে হত হ'য়েছিল, বাহুযুদ্ধে সেই বীরশ্রেষ্ঠ কদাচ পরাজিত হ'তো না, সেই বীরত্বের সম্মানের জন্য আমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীর সিংহদ্বার-পার্শ্বে স্থাপন ক'রেছি।

সেলিম। রাণা প্রতাপের কি কর্ত্তব্য ছিল, আজ্ঞা ক'চ্চেন?

আকবর। যদি রাণার অবস্থায় আমি পতিত হ'তেম, যদি দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু স্থাপিত হ'তো, আর আরাবলী পর্ব্বত প্রদেশ শুধু আমার অধিকারে থাক্‌তো, সে সময়, যদি ভয়ে অন্য অন্য মুসলমানেরা হিন্দুর বশতাপন্ন হ'তো, এমন কি হিন্দুর ন্যায় তাদের আচরণ হ'তো, তা'হ'লেও আমি তাদের হিন্দু ব'লে ঘৃণা ক'রতেম না, স্বজাতি বলে গ্রহণ ক'রে উচ্চ সম্মান প্রদান ক'রতেম— সকলকে বন্ধু ক'রতেম, তাতে যে পাতক হ'তো, তাদের সাহায্যে সমস্ত হিন্দু-বিজয় ক'রে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় গিয়ে ফকীর-বেশ ধারণ ক'রে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেম। কিন্তু রাণা মূর্খ, মানসিংহকে অপমান ক'রে কেবল আত্মীয়দের পর ক'রেছে, তা নয়,—মুসলমান অপেক্ষা প্রবল শত্রু ক'রেছে। তাদের বিদ্বেষ, মুসলমান অপেক্ষা রাণার প্রতি শতগুণে তীব্র হ'য়েছে। রাজনীতি-অনভিজ্ঞ রাণা তার এই দারুণ বুদ্ধি-ভ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে, অচিরে মিবার তোমার পদানত হবে।

সেলিম। পিতা, আমায় যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে, দাসকে অতিশয় সম্মানিত ক'রেছেন। বাদসার চরণে শত শত সেলাম।

আকবর। বালক, দম্ভ পরিত্যাগ কর। মিবার-যুদ্ধে মুসলমান-সৈন্য ক্ষয় ক'রো না। রাজপুত-সৈন্যের দ্বারা তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রো না। যুদ্ধক্ষেত্রে সাবধানে অবস্থান ক'রো, রাণার সম্মুখীন হ'য়ো না। যাও, প্রস্তুত হও।

সেলিম। বাদ্সার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সেলিমের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সাহানসা, মিবার হ'তে শক্তসিংহ—

আকবর। কি, প্রতাপের ভ্রাতা উপস্থিত ?

দূত। বাদ্সাকে সম্মান প্রদানে উৎসুক।

আকবর। শীঘ্র ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

মূর্খ হিন্দু, মুসলমানকে ঘৃণা করো—আর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ তোমাদের কুল-প্রথা! মিবার আমার করে অর্পণ করবার নিমিত্ত স্বয়ং আল্লা প্রতাপের ভাইকে আমার নিকট প্রেরণ ক'রেছেন। গৃহভেদী শত্রু ভিন্ন হিন্দুকে পরাজয় করা কঠিন, কিন্তু হিন্দুর গৃহভেদী শত্রুর অভাব নাই।

(শক্তসিংহের প্রবেশ)

শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয় হোক!

আকবর। শিশোদীয় বীরবর!
তব আগমনে সম্মানিত দিল্লীশ্বর!
এ সম্মানে প্রতিদান করিব প্রদান—
রাণা-সিংহাসনে যোগ্য জন সংস্থাপনে।
অগ্রজের তব বিদ্বেষ মোগল প্রতি,
তব নির্ব্বাসনে—
যোগ্যজনে বিদ্বেষ প্রমাণ তাঁর!
কিন্তু ফলভোগী বিদ্বেষের হন বা সম্প্রতি!
নাহি বাদসার শিশোদীয় রাজ্যের লালসা,
বাদ্সার অনুরোধ মাত্র মহামতি,
আপনি করুন নির্ব্বাসন-প্রতিদান—
মিবারের রাজছত্র ধরি নিজশিরে!

শক্ত। অতি সম্মানিত দাস বাদ্সা-কৃপায়।

আক। অদ্য উৎসবের দিন, মম সনে—
মিলিবে অমাত্যগণে নরোজা-উৎসবে,
তৃপ্ত হব তব দরশনে।

শক্ত। অতি সম্মানিত দাস।

আক। বহুকার্য্যে ব্যস্ত এইক্ষণে,
গুরু ভার প্রজার রক্ষণ।
ল'য়ে যাও বীরবরে উৎসব-উদ্যানে।

শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয়!

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

আক। দেখি, আজ নরোজায় কি নূতন রত্ন লাভ হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—পৃথ্বীরাজের মন্ত্রণা-কক্ষ

পৃথ্বীরাজ ও রাজপুতরাজাগণ।

পৃথ্বীরাজ। রাণা-পদে অভিষিক্ত বীরেন্দ্র প্রতাপ,
কিন্তু বাদসার কৃতদাস আমরা সকলে!
প্রকাশ্য সম্মান দান করিলে রাণায়,
হব সবে বাদসার বিদ্বেষ ভাজন।
জন্মি রাজপুত-কুলে এ হেন দুর্দ্দশা!

২য় রাজা। ধন, মান, কুলশীল বিক্রীত সকলি,
আত্মভেদ একমাত্র হীনতা-কারণ,
রহিতাম বদ্ধ যদি একতা-বন্ধনে,
রাজস্থান পদানত হ'ত কি তুর্কীর?
বিফল শোচনা!
পত্র-লিপি সঙ্গোপনে করিয়া প্রেরণ,
রাণায় সম্মান দান অবশ্য উচিত।

৩য় রাজা। কিন্তু রাণা অতীব দাম্ভিক।
স্বজাতিরে করে ঘৃণা!
না করে বিচার, উপায় বিহনে —
পরিহার মাগিয়াছি বাদসার স্থানে।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পৃথ্বী। একি—কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন?
অনিয়ম কার্য্য আজি কি হেতু সুন্দরি?
রমণীর আগমন পুরুষ-সমাজে
রীতি-বিপর্য্যয়—ন্যায্য কভু নয়,
অবৈধিক কার্য্য তবে কি হেতু ললনে?
রাজপুত কুল-নারী—
অনিয়ম কার্য্য তব নহে সুশোভন।

পার্ব্বতী। অনিয়ম! নিয়ম কাহার?
কোথায় নিয়ম?
হের সুসজ্জিত রাজপুত-নারী—
যেতে হবে ন'রোজা বাজারে!
নরোজা বাজার—সখের বিপনী বাদসার।
রমণীর হাট, রমণীর ঠাট,
ক্রয় বিক্রয়ের বিলাস সেথায়,
বাদসার সখ, বাদসা নায়ক—
নব তুর্কী শ্যাম নব হিন্দু অঙ্গনার মাঝে!
হেথা কোথা রাজপুত-নিয়ম?
তুর্কী রাজধানী-মাঝে
নিয়ম-নিয়ন্তা তুর্কী যথা,
সেথা কেন এ হেন বিভ্রম!
কি হেতু বিস্মৃত প্রভু,
দিল্লী ইহা—নহে রাজস্থান!
হেথা বিজাতীয় নিয়ম চলিত—
রবি, শশী, তারকা না হেরিয়াছে যারে,
ব্যবসা-বাজারে রাজপুত-কুল-নারী!
আসিয়া স্বজাতি-মাঝে কহ মহাশয়—
কি নিয়ম ভঙ্গ আজি করিল কিঙ্করী?

২য় রাজা। সত্য, অপমান-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হৃদিস্থলে!

পার্ব্বতী। নাহি কি উপায় কিছু অনল নির্ব্বাণে?
শোণিত-সলিলে অগ্নি হয় কি নির্ব্বাণ?
স্বাধীনতা-ধ্বজা আজো উড্ডীন মিবারে,
সন্তপ্ত ক্ষত্রিয় তথা পায় না কি স্থান?

২য় রাজা। বিফল গঞ্জনা সুলোচনা —
কে করিবে প্রতিরোধ সম্রাট-প্রভাব?
বার বার পরীক্ষায় জানে রাজস্থান,—
দুর্দ্দম মোগল চমূ,
তাহে ভেদ-মন্ত্র-সিদ্ধ দিল্লীশ্বর,
অগোচর কিছু তব নহে কৃশোদরি!
ভেদ মন্ত্র বলে ক্ষত্রিয়মণ্ডলে
বিচ্ছিন্ন একতা-ডুরি।
লো সুন্দরি, বৃথা কেন কর' উত্তেজনা?

পার্ব্বতী। কহ মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
আত্মভেদ কি হেতু এ হিন্দুস্থানে?
করি স্বার্থ পরিহার,
স্বধর্ম্মী ভ্রাতার
অধীনতা অঙ্গীকারে লজ্জা কি অধিক—
বিধর্ম্মীর পদানত হ'তে?
বিধর্ম্মীরে কন্যা ভগ্নী দান—
তাহে বাড়ে মান;
কুলনারী প্রেরিয়া বাজারে,
একি শ্লাঘা জ্ঞান?
শত্রু যদি হয় এমন—অসম্ভব রণ,—
অসম্ভব নহে চার প্রাণ বিসর্জ্জন!
তুচ্ছ করো বিজাতীয় কপট সম্মান,
রাজস্থান হউক শ্মশান,
ক্ষত্র-কীর্ত্তি রহুক অটল,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যসম প্রবল প্রতাপে—
মিবারের সিংহাসনে আরূঢ় প্রতাপ,
সাহায্যে তাহার করি অসি উন্মোচন,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম কেন না হয় প্রচার?
রাণায় সম্মান দান সাধ যদি হয়,
হে বীরনিচয়, পত্র দাও দাসী করে—
আমি হবো বাহক সবার,—
বীর-ইচ্ছা করিব প্রচার—
মিবার হইবে উল্লাসিত।
যাই এবে নরোজা বাজারে।

যে হয় বিধান, মতিমান, কর সবে মিলে।
মহা কার্য্যে কিঙ্করী প্রস্তুত।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

য় রাজা। কি হীনতা—
রাজপুত-কুলনারী ন'রোজা-বাজারে!

থ্বী। একি! বাদ্সার মন্ত্রীর কি হেতু আগমন?
হিন্দুর মন্ত্রণা স্থান নাহি এ দিল্লীতে!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

স্বাগত হে মন্ত্রীবর!

ন্ত্রী। সোলাপুর হ'য়েছে বিজয়,
এই হেতু ইচ্ছা বাদ্সার—
হোক মহা আনন্দ তাঁর পুরে;
বিশেষত নরোজার দিন আজি,
আনন্দের দিন এ নগরে,
তাহে এই বিজয় সংবাদ,
সেই হেতু বাদ্সার সাধ—
হবেন উৎসব-রত অমাত্য লইয়ে।
আজ্ঞা মম প্রতি—জনে জনে দিতে নিমন্ত্রণ,
শুভ আগমন হোক, সভায় সবার।

রাজাগণ। সৌভাগ্য সবার, উৎসব বাদ্সা সনে,—
এ হ'তে সম্মান কিবা আছে হিন্দুস্থানে!

(আকবরের প্রবেশ)

সকলে। সাহানসা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আক। আপনি এসেছি শুভ সংবাদ প্রদানে,
দূত আসি দিল সমাচার—
জয়ী মহারাজা মান সোলাপুর রণে।
তোমা সবে বল, বার্য্য ভরসা আমার,
বাদ্সাহ-আসন স্থাপিত ক্ষত্র বলে!
হিন্দু-মুসলমান সমান আমার প্রিয়,
ভারতের হিত-চিন্তা মম দিবানিশি,
তোমা সবে যোগ্য সহকারী—
ভারতের কল্যাণ সাধন
অবশ্য সাধিত হবে সাহায্যে সবার।
সোলাপুর বিজয়ে আনন্দ করো সবে;
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন—
রাজপুরে হোক আজ উৎসব ধ্বনিত।
সে উৎসবে আপনি মিলিব —
নরোজা বাজার হ'তে ফিরি।
চিরপ্রথা বাদ্সার জানতো সকলে,—
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ,
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে,
বাজারে গমন মম।—
হ'য়েছে সময়, যাই বন্ধুগণ।

সকলে। জয় দিল্লীশ্বরের জয়!

[আকবর ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

১ম রাজা। মিথ্যা ইহা নয়,
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা নিশ্চয়।
শাস্ত্রে কয় রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে,—
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে—
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার-অধিপ,
সমধর্ম্মী কভু তিনি নন।

পৃথ্বী। সে কথার বৃথা আন্দোলন এই স্থলে।
হও সবে প্রস্তুত হে রাজগণ,
পরিধান কর সবে উৎসবের বেশ—
সম্রাট-আদেশ কভু লঙ্ঘনীয় নহে!

সকলের প্রস্থান।

(অসম্পূর্ণ)

সাধের বউ

(সামাজিক নাটক)

[মহাকবি গিরিশচন্দ্র-রচিত "দেইজীর ভাত হোক, সতীনের পো হোক" নামক একটী ক্ষুদ্র গল্প প্রথমে রঙ্গালয় সাপ্তাহিক পত্রে (ফাল্গুন, ১৩০৭ সাল) প্রকাশিত হয়, পরে 'সাধের বউ' নামে নাট্যমন্দিরে (২য় বর্ষ, ভাদ্র,১৩১৮ সাল) ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। গল্পটীতে বাঙ্গালার সামাজিক চরিত্র জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হওয়ায় গল্পটী সাধারণের নিকট বিশেষরূপ আদৃত হয়। আমরা তাঁহাকে এই গল্পটী অবলম্বনে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করি। গিরিশচন্দ্র যখন কোহিনুর থিয়েটারে, তখন তিনি এই নাটকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হন, নানা কারণে তিনি এই নাটকের কয়েকটী দৃশ্য লিখিয়া নিরস্ত হন।

ইহার পর 'গৃহলক্ষ্মী' (৪র্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত) ও 'শাস্তি কি শান্তি' নামক দুইখানি সামাজিক নাটক ইনি রচনা করিয়াছিলেন। পাঠকগণ দেখিবেন, এই নাটকে প্রদত্ত নিতাই উকীল, বৈদ্যনাথ, হরমণি প্রভৃতি কয়েকটী চরিত্রের নাম পরবর্ত্তী নাটকে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নাটক যতটুকু লিখিত হইয়াছিল, "রূপ ও রঙ্গ" সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা হইতে ২৬ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকা হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুনীন্দ্রনাথ বসুর বাটী

মুনীন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ।

মুনীন্দ্র। আশু, মা কোথায় রে? চুপ ক'রে রইলি যে? তিনি কি বড় বউয়ের বাপের বাড়ী গিয়েছেন না কি? এই দেখ—খামকা অপমান হ'য়ে আস্‌বেন। তুই মানা ক'র্‌তে পারলি নে?

আশু। আজ্ঞে, কাকীমা ঢের মানা ক'রেছেন।

মুনীন্দ্র। আমরা দু'জন আন্‌তে গিয়ে যে অপমান হে'য় এসেছি, তা শোনেন নি?

আশু। কাকীমা সব ব'ল্‌লেন, ঠাকুমা বলেন—"দু-জায়গায় ঘাট কামানোয়-বড় অকল্যাণ। তাঁরও ছেলের অকল্যাণ। মকদ্দমা-মামলা যা করবার ইচ্ছে করুক গে, ঘাট্‌টা কামিয়ে যাক্; আমি গেলে কি আর কথা ঠেল্‌তে পারবে?" আপনাকে ব'ল্‌তে মানা ক'রেছিলেন।

মুনীন্দ্র। হুঁ।

আশু। কাকাবাবু, আপনি অত ভাবেন কেন? আমি কেঁদেছিলুম—আপনি কত ক'রে বোঝালেন। আপনি অত ভাবেন কেন? আপনি অমন ক'রে থাকেন, তাতে ঠাকুমা, কাকীমা আরও কাঁদেন। আপনি তো বলেন,—'ভগবানের ইচ্ছা—কারো হাত নাই'।

মুনীন্দ্র। বাবা, আমি তার জন্যে ভাবি না। আমি ভাবি তোমার জন্যে।

আশু। কেন কাকাবাবু, আমার জন্যে ভাব্‌না কেন? আমি পড়াশুনা করি, ঈশ্বরকে ভয় করি, আমার জন্য ভাব্‌না কেন?

মুনীন্দ্র। বাবা শোনো,—শুনে থাক্‌বে, আমাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল—বাবা যেমন কর্ম্মক্ষম, তেমন দয়াবানও ছিলেন। অনেক জমীদারের সঙ্গে মকদ্দমা-মামলা হয়, অনেকেই হেরে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছিল; কিন্তু বাবার কাছে এসে পড়ায় তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি; যে জমীদারি বাজেয়াপ্ত ক'রেছিলেন—সব ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনেক কারবার একচেটে ক'রেছিলেন, কিন্তু যেই কেউ এসে ব'লেছে—"মশায়, আপনি ব্যবসা একচেটে করায় আমার সর্ব্বনাশ হয়!" অম্‌নি সে কারবারে ক্ষান্ত হ'য়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দুটো ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন।

আশু। কাকাবাবু, এ আমি কাকীমার কাছে কতক শুনেছি। এর জন্য আপনি এত ভাবেন কেন?

মুনীন্দ্র। স্থির হ'য়ে শোনো—তোমার জেঠা ম'শায় বাবার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, তিনি ওকালতি ক'র্‌তেন। এই সময় ওকালতি ছেড়ে কারবার করেন। আবার সেই পূর্ব্বের বোলবোলা হয়। বিষয়-আসায় জায়গা-জমী যা করেন, তা বাবার নামেই ক'রেছিলেন। বাবা এ কথা জান্‌তে পেরে তোমার জেঠা ম'শায়কে বলেন,—"বিষয়-আসায় তোর সব স্বোপার্জ্জিত, আমার নামে কেন রাখ্‌ছিস্—তোর নামে সব ক'রে নে।" এতে তোমার জেঠা ম'শায়ের চক্ষে জল পড়ে। তখন বাবা আর কিছু না ব'লে গোপনে একখানা উইল করেন, যে, সম্পত্তি সব আমার বড় ছেলের স্বোপার্জ্জিত; সুসন্তান—তাই আমার নামে ক'রেছে, এ সম্পত্তির আমি অধিকারী নই। তোমার জেঠা ম'শায়ও এ কথা জান্‌তে পেরেছিলেন।

আশু। কাকাবাবু, দু'জনেরই কি মাহাত্ম্য! আমি এই বংশের সন্তান, আমি কখনই নীচ হব না।

মুনীন্দ্র। ভগবান তোমাকে বংশের সুসন্তান করুন। এই জন্যই তোমার জেঠা ম'শায় মরবার সময় উইল ক'র্‌তে এত ব্যস্ত হন। তোমার জেঠা ম'শায়ের ইচ্ছা—তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তিন ভাগ হয়; এক ভাগ তাঁর পুত্রের, এক ভাগ আমার আর এক ভাগ তোমার। তুমি জানো, উইল ক'র্‌বার দু'ঘণ্টা পরে তাঁর মূর্চ্ছা হয়, সেই মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হয় না, তার পর দিন তাঁর মৃত্যু হয়। পুত্র-শোকে কি রূপে বাবার হঠাৎ মৃত্যু হ'য়েছে জানো?

আশু। কাকাবাবু, সে কথা আমার বুকে বিঁধে র'য়েছে; তিনি বৃন্দাবন থেকে এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, "দীনেন, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি? আমি তোর সঙ্গে যাব!" যা ব'ল্লেন—তাই হ'লো।

মুনীন্দ্র। স্থির হও, শুন্‌ছি তোমার জেঠাই মা তোমার জেঠা ম'শায়ের উইল জাল ব'লে মকদ্দমা খাড়া ক'র্‌বেন।

আশু। সত্যকে মিথ্যা ক'রবেন কেমন ক'রে? উইল তো সকলের সাম্‌নে হ'য়েছে।

মুনীন্দ্র। হ্যাঁ, কিন্তু তাড়াতাড়ি উইল হওয়াতে রীতিমত উকীলের বাড়ী থেকে হয় নি, আর সে উইলের সাক্ষী কেবল আমলারা। কোন নামজাদা উকীল ডাক্তার সাক্ষী নাই। তার দু'ঘণ্টা পরে দু'জন সিভিল সার্জ্জন এসে দেখে যায়, তাতে তারা সন্দেহ করে যে, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল কি না!

আশু। কেন, বদ্যিনাথ বাবুতো জানেন।

মুনীন্দ্র। জানেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী। আর তাঁর উদারস্বভাব বশতঃ সকলে তাঁকে খ্যাপাটে মনে করে। এদিকে এঁরা ইংরেজ সিভিল সার্জ্জন, তাঁরা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, দু'দিন পূর্ব্বে জ্ঞান থাকা অসম্ভব।

(এটর্নি নিতাই বাবুর প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

নিতাই। 'আস্‌তে আজ্ঞা হয়' ব'লতে নাই হে; এখন বুদ্ধির গোড়ায় জল দিয়ে কি ঠাওরালে বল?

(আশুতোষের প্রতি) আশু, যা প'ড়গে যা।

মুনীন্দ্র। না হে থাকুক।

নিতাই। ওর সঙ্গে সলা-পরামর্শ হ'চ্ছিল না কি? খানে-খারাপ ক'র্‌বে দেখ্‌ছি।

মুনীন্দ্র। তুমি কি পরামর্শ দাও?

নিতাই। তোমার বাপের নামে সব সম্পত্তি র'য়েছে, আর পরামর্শ কি?

মুনীন্দ্র। বউএর তরফ হ'তে তো প্রমাণ ক'র্‌তে পারবে, যে বাবা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছিলেন, সম্পত্তি সব দাদার স্বোপার্জ্জিত।

নিতাই। কেন, আমরা কি প্রমাণ ক'রতে পারবো না, তোমার বাবার টাকায় তোমার দাদার কারবার হ'য়েছিল? এখনকার আদালত, তোমার দাদা যে নিজের টাকার কার-

বা'র থেকে তোমাদের দেবার জন্যে সম্পত্তি সব বাপের নামে ক'রেছিলেন, এমন সুসন্তান সাগর-পারের আইন লেখে না।

মুনীন্দ্র। একটা যে প্যাঁচ আছে; বাবা উইল ক'রেছেন, যে সম্পত্তি তাঁর নামে আছে, সে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর বড় ছেলের স্বোপার্জ্জিত। (আশুতোষের প্রতি) বাবা আশু, শোন—আমার অশান্তির কারণ এই যে, যদি বাবার উইল আমি বা'র করি, আর দাদার উইল প্রমাণ না হয়, দাদার সম্পত্তি থেকে তুমিও বঞ্চিত হবে। এই স্থলে আমি উইল বা'র ক'র্‌ব কি না—এই আমার উভয় সঙ্কট হ'য়েছে। যদি আমার একা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাক্‌তো, আমি আমার বাবার উইল বা'র ক'র্‌তে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হ'তেম না।

আশু। কাকাবাবু, এখনো ভালমন্দ বিচার ক'রবার উপযুক্ত হই নি। আমার ধারণা—আপনার দ্বারা অন্যায় কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যা ন্যায্য—আপনি তা করুন। এতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই আর যা হই। আমি পিতৃমাতৃহীন, জেঠামহাশয় ব'লে গেছেন, আপনি আর কাকামা আমার পিতা-মাতার স্থান পূরণ ক'রেছেন। আপনি জানবেন, মহাক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও আপনার কার্য্য আমি কদাচ নিন্দা ক'রবো না।

মুনীন্দ্র। বাবা, ঈশ্বর তোমার চিরসহায় হোন!

[আশুতোষের প্রস্থান।

নিতাই। ভাইপোকেও বেশ তোয়ের ক'রেছ দেখ্‌ছি। তা খুড়ো ভাইপো বনে গমন কর, সংসারে আর থেকো না। তুমি কি ষ্টুপিড হে! যদি আইন-আদালত না থাক্‌তো, actual উইল তোমার দাদার মনোগত ক্রিনা বল? তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, তোমার দাদার মনোগত যে, তার সম্পত্তিতে গঙ্গাধর আঁচ মশায়ের দেনা শোধ হয়? তিনি আবার জমীদার হ'য়ে বসুন, আর তোম্‌রা পথে পথে বেড়াও? চুপ ক'রে রইলে যে?

মুনীন্দ্র। অবশ্য দাদার ইচ্ছা ছিল যে, আমরা অংশ পাই। কিন্তু যদি দাদার উইল না টেকে, আমরাই বঞ্চিত হব, দাদার পুত্র তো ভোগ ক'র্‌বে।

নিতাই। পণ্ডিত মূর্খ তোমার মত দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আঁচ ম'শায়ের ধড়িবাজীটা বুঝ্‌লে না? তোমার বাপ মরবার দু'দিন পরেই স্ত্রীর ওলাউঠো হ'য়েছে মিছিমিছি ব'লে মেয়েকে নিয়ে গেলো। বিষয়টা পেয়ে ক'রবে কি জানো? নিজের দেনা-গুলি শুধ্‌বে, আর তোমাদের বউ পেটভাতায় দাসী থাকবে, আর তোমার ভাইপো ছোকরা-চাকর হবে।

(ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবুর প্রবেশ)

বৈদ্যনাথ। ব্যোম্ বৈদ্যনাথ! কিহে—আমাদের গাওনা তো হ'য়ে গেছে, এখন তোম্‌রাই আসর নেবে দেখ্‌ছি।

নিতাই। দেখ্ বদে, এই মুখ্যুকে বোঝাতো!

বৈদ্য। কি, ওঁর বাপের উইলের কথা? সে তো আমার আর হাত নেই, সেই উইল যদি মানুষ হতো, তা'হলে দুটো প্রেস্‌ক্রিপসনে আমি তারে নিমতলাশায়ী ক'র্‌তেম। ব্যোম্ বৈদ্যনাথ! আমায় কে বোঝায় তার ঠিক নাই, আমি ওরে বোঝাব!

নিতাই। তুমি সে উইল দেখেছ?

বৈদ্য। দেখিনি,—কিন্তু সে উইল হ'য়েছে আমি জানি।

নিতাই। চোখে না দেখে তোমার অত দৈবজ্ঞের মত জেনে কি দরকার বল? আমি তো তোমাদের family উকীল, আমায় কাগজ পত্র দাও, যা জান্‌তে শুন্‌তে হয়, সে এখন আমি ক'র্‌বো।

মুনীন্দ্র। একবার মাকে এ সব কথা ব'ল্‌তে হবে।

নিতাই। উচ্ছন্ন যাও; চল্ বদে, এর মুখ দেখ্‌তে নাই। দেখ, যদি তোমার moral conviction থাকে যে, তোমার দাদার তোমাদের অংশ দেবার ইচ্ছা ছিল, তাহ'লে একটা Quixotic scruple নিয়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চাও কর, ঐ ছেলেটার সর্ব্বনাশ ক'রো না।

বৈদ্য। দাঁড়া দাঁড়া, তোর গাড়ীতে আমি যাবো।

নিতাই। তোরে গাড়ীতে নেব কি বল্? তোর সঙ্গে দশদিন গাড়ীতে ফির্‌লে আমারও দফা রফা, আমায় শুদ্ধ

লোক পাগল ঠাওরাবে! এতটা রাস্তা শুধু গায়ে চ'লে এসেছিস্?

বৈদ্য। আরে নাও, অত খ্যাপ্‌পা হ'চ্চ কেন? আমি না হয় কোচ বাক্‌সে যাব এখন।

নিতাই। তা তুমি পারো; নাও কি কাজ আছে—সেরে নাও।

বৈদ্য। কাজ কিছু বেশী নাই, ভায়াকে ব'ল্‌তে এসেছিলুম, যে যখন খুক খুক কাস্‌ছেন, নিউমোনিয়ার ধাত, একটু গঙ্গাস্নানটা কামাই দেন আজ ভোরে উঠে স্নানে যাচ্ছিলেন—দেখ্‌লুম।

নিতাই। ওকে সাবধান ক'র্‌তে এসেছিস্? ও মরে তো আমি কালীঘাটে পূজো দিই।

বৈদ্য। তা তুমি একলা কেন, আমি শুদ্ধ পূজো দিই। ব্যোম বৈদ্যনাথ! এক মাসের ভেতর আমার হাত দিয়ে তিন্‌টে চালান যায়।

মুনীন্দ্র। না হে, আমি আছি ভাল।

বৈদ্য। বটে, তবে হাত-যশটা ফ'ল্‌লো না দেখ্‌ছি। (নিতাইয়ের প্রতি) চল্‌।

নিতাই। নে আমার এই চাদরখানা নে, নইলে গাড়ীর পেছনে চ'ড়ে যেতে হবে।

বৈদ্য। আরে আমি কি নিতে নারাজ, ডজন কতক সার্ট পাঠিয়ে দিয়া না?

নিতাই। হ্যাঁ, তার পর দিন হ'তে তুমি বিলোও, আমার তো আর পয়সা রাখ্‌বার জায়গা নাই। আয়—

[বৈদ্যনাথ ও নিতাইবাবুর প্রস্থান।

মুনীন্দ্র। গুরুতর সমস্যা! ভগবান, আমায় এ দায় হ'তে রক্ষা কর।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাধর আইচের ভিতর বাটী

গঙ্গাধরের পত্নী সিদ্ধেশ্বরী ও কন্যা কুমুদিনী।

সিদ্ধেশ্বরী। দেখ মা, কাল কর্ত্তার কাছে তোমার দেওর, দেওরপো তোমায় নিতে এসেছিল, কর্ত্তা অম্‌নি অম্‌নি বাইরে থেকে বিদেয় ক'রে দিয়েছিল, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে দেয় নি। শুন্‌ছি, আজ তোমার শাশুড়ী আস্‌বেন। ওদের এক ধুয়ো হ'য়েছে কি জানো—একত্রে ঘাট কামাতে হয়, নইলে অমঙ্গল হবে! মনে মনে মতলব এঁটেচেন, তোমায় নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে একটা লেখাপড়া ক'রে নেবেন।

কুমু। হ্যাঁ মা, তবে যে শুন্‌তে পাই, যে আলাদা ঘাট কামান হ'লে অকল্যাণ হয়?

সিদ্ধে। তা কেন হ'তে গেল? হাতীবাগানের টোল থেকে কর্ত্তা বিধান এনেছে, ও মেয়েলি কথা।

কুমু। আমি মা খোকার জন্য ভাবি, সে হ'য়ে ইস্তক তার রোগ ছাড়ে না।

সিদ্ধে। আমাদের আর কার জন্যে আঁটপাট বল বাছা! তোমার দেওর তোমার ছেলেকে ফাঁকি দিতে চায়, এই না আমাদের আটকানো!

কুমু। না মা,—আমার দেওর মানুষ মন্দ নয়। তোমার জামাই যার কতদিন ঠাকরুণের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছি ব'লে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে; আমার দেওর তাকে ঠাণ্ডা ক'র্‌তো, সে আমায় গয়নাগাঁটি দিতে চাইতো না, আমার দেওর জোর ক'রে গড়াতো।

সিদ্ধে। বাছা তুমি জানো না,—ওর বুদ্ধির ভেতরে তুমি কি সেঁদোবে? ও তোমার স্বপ্নো হ'তো। জান—দাদার বিষয়, তোমায় যদি হাতে রাখ্‌তে পারে, দাদা অবর্ত্তমানে বিষয়ের বখ্‌রা মার্‌বে।

কুমু। না মা—আমার দেওরের অতশত নেই, আমার মেজো দেওর, মেজো জা ম'রে গেল,—আশুকে ছেলের মতন ক'রে মানুষ ক'রেছে।

সিদ্ধে। আরে সেও তোমার স্বামীর মন রেখে! ওর সব পেটে পেটে বুদ্ধি, তুমি কি জানো?

কুমু। তবে তুমি যে বল, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী যখন আমার সঙ্গে বে দিতে অমত ক'রেছিল, আমার দেওর বাপ্-মাকে বুঝিয়ে বে দিয়েছে?

সিদ্ধে। সেও তোমার স্বামীর মন রেখে; তোমার স্বামীর প্রথম মাগ মরাতে আর বে' ক'র্‌তে চায় নি, তবে তোমার শ্বশুরের জেদাজেদিতে ব'লেছিল, যদি বে করি, তবে ঐ মেয়ে।—তাই তোমার বে'তে দাদার হ'য়ে লড়ালড়ি ক'রেছিল। জানে—নিজে অথদ্যে অবদ্যে, দাদার মন রেখে চলি, হিল্লে লাগ্‌বে। ও বিদ্যে ভুড়ভুড়ি, ঘরে ব'সে বিদ্যে ভুড়ভুড় ক'রেছেন—এক পয়সা এনেছেন? ঐ জামাইয়ের টাকায় সব নপর-চপর চ'লেছে। তোমার শ্বশুর মিন্সে কি কম অধর্ম্মে? ছেলের রোজগারের বিষয় সম্পত্তি সব আপনার নামে ক'রে নিয়েছেন। তা ধর্ম্ম আছে, বুড়ো দেউলে হ'তে ব'সেছিলেন, তা সব্বাই জানে। কর্ত্তা ব'লেছেন—মকদ্দমা রুজু ক'র্‌লেই,—তোমার স্বামীর সম্পত্তি মঞ্জুর হ'য়ে যাবে।

কুমু। তবে মা, আমার শাশুড়ী এলে কি ব'ল্‌বো?

সিদ্ধে। কেন—যেমন যেমন ব'লবে, তেম্‌নি তেম্‌নি উত্তর ক'রবে, তোমায় কবে সুখী ক'রেছেন যে তার জন্যে তোমার এত চক্ষু-লজ্জা? তোমার শাশুড়ীই ত লাগিয়ে লাগিয়ে তোমার স্বামীর চিত্ত অন্তর করবার চেষ্টা ক'রেছিল।

কুমু। না মা, তা হক ব'লবো, মাগী একদিনের তরে বেটার কাছে লাগায় নি। বরং আমি ঝগড়া ক'চ্চি, সে বাড়ীর ভেতর আসছে জান্‌তে পার্‌লে আমায় থামাতো।

সিদ্ধে। আর ভেতর ভেতর লাগ্‌তো।

কুমু। না মা, মাগীর দোষের মধ্যে কাজ ক'র্‌তে ব'লতো।

সিদ্ধে। হ্যাঁ ঐ ছোট বউএর যেমন কেউ কোথাও নেই, বাঁদীবৃত্তি করে,—সেই বাঁদীবৃত্তি তোমায় ক'র্‌তে বলেন। আর আপনি গিন্নী হ'য়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাক্‌বেন। আমি কি তোমায় বাঁদীবৃত্তি ক'র্‌তে ঐ ঘরে দিয়েছিলুম? তোমার ইন্দ্রের অপ্সরীর মতন ঘর-আলো-করা রূপ, তুমি কি বাঁদীবৃত্তি ক'র্‌তে জন্মেছ? তা আমার পোড়া কপাল—কি ব'লব! ওরে দীনেন রে—বাবারে, কোথায় গেলিরে!—

কুমু। মা কেঁদো না—কেঁদো না—

সিদ্ধে। তা তোমার শাশুড়ীর যা ক'র্‌তে হয় করো, তোমার ছেলেটীর সর্ব্বনাশ ক'রো না—রাজার বেটা ভিকিরী না হয়। একবার সে বাড়ীতে নে গিয়ে যদি তোমায় পুর্‌তে পারে, তাহ'লে একটী কাণাকড়িও তোমার ছেলে পাবে না। আমি কি সাধে ওলাউঠো হ'য়েছে ব'লে তোমায় বাড়ীতে নিয়ে আসি? কর্ত্তা ওদের মতলব বুঝেই তোমায় নিয়ে এসেছে। সব কাগজ-পত্র ঠিক ক'রে রেখেছিল; তোমায় একটা সই করাতে পার্‌লেই হ'তো।

কুমু। বটে—বটে? এমন মতলব? আমি সে ভিটে আর মাড়াবো না।

সিদ্ধে। এই বোঝো বাছা, তোমার তো রাগও যেমন—আবার দুটো বিল্বপত্র পেলে 'বরংব্রহ্ম বরংব্রহ্ম' ক'র্‌বে। মাগী দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে, নাকিসুরে কাঁদ্‌বে, আর তুমি সব ভুলে যাবে।

কুমু। হ্যাঁ, এমনি কচিখুকিটী পেয়েছে কি না?

(গঙ্গাধর আইচের প্রবেশ)

গঙ্গা। গিন্নি, বাড়ীতে মেছুনী কে ডাক্‌লে? মেছুনী কি ক'র্‌তে সেঁধোলো? যখন কুমুদের মাছ খাওয়া উঠেছে, এ বাড়ীতে আঁস পর্য্যন্ত আস্‌বে না।

সিদ্ধে। আমি কি বাড়ীতে মাছ আনি? এই কপাল পুড়ে যাওয়া অবধি তুমি খাও না, আমি খাই না, তবে মোনার পেটে কিছু সয় না ব'লে মেছুনী দু'একটা মাছ দিয়ে যায়।

গঙ্গা। পেটে না সয়, হোটেলে গিয়ে থাক্‌, তোমার বেটার অত আদর ক'র্‌তে হবে না।

কুমু। বাবা, কেন রাগ ক'চ্চ? মা তো মেছুনীকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আমিই আস্‌তে ব'লেছি।

গঙ্গা। ওমা, মা—কি সর্ব্বনাশ হ'লো! গিন্নি, মাছ রাঁধতে হয়, আলাদা ইটের উনুনে মাছ রেঁধো; যেদিন আঁসের সংস্পর্শ হবে, সেদিন আমি ভাতের থালা ফেলে দে বাড়ী থেকে চ'লে যাবো!

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

সিদ্ধে। ওঃ মিন্সের বড্ড লেগেছে! জামাই-অন্ত প্রাণ ছিল!

(গঙ্গাধরের পুত্র ধনুর্দ্ধরের প্রবেশ)

ধনু। মা, মা, দিদির শাশুড়ী এসেছে—দিদির শাশুড়ী এসেছে।

সিদ্ধে। যাও মা, তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, আমি দেখা ক'র্‌বো না, তাহ'লে মাগী নেউ্ডি-পনা ক'র্‌বে; যদি খোঁজে, ব'লো—পুজোয় ব'সেছি।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

ধনু। মা, এইবার আমাদের বরাত ফির্‌লো, মহেশ আচার্য্যি গুণেছে, দিদির বিষয় মার্‌বো!

সিদ্ধে। চুপ চুপ, কর্ত্তা তোর উপর ভারি রেগেছে। তুই মুদী মাগীকে কি মকদ্দমা ক'র্‌বো ব'লে ঠকিয়ে নিয়েছিস্?

ধনু। কিসের রাগ? দশ টাকা মাসোহারা দেন, এদিক ওদিক না ক'র্‌লে আমার চলে কিসে বল? এই দিদির মকদ্দমা আমি না হ'লে চ'লবে না তা জেনো। খবরাখবর কে সব আন্‌বে—এই ধনুর্দ্ধর!

সিদ্ধে। ঐ ওরা আস্‌ছে, আমরা চ'লে যাই আয়!

ধনু। চ'লে কোথায় যাবে? আড়াল থেকে শুনি এস না, কি সব বলাবলি করে।

[সিদ্ধেশ্বরী ও ধনুর্দ্ধরের অন্তরালে গমন।

(মুনীন্দ্রনাথের মাতা হরমণি ও কুমুদিনীর প্রবেশ)

হর। মা, তুমি আজ যাবে, আর শ্রাদ্ধের পরই চ'লে এসো। তুমি বাপের বাড়ী থাক্‌বে থাকো, তাতে তো আর আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আলাদা ঘাট কামান হ'লে লোকে বলে—অকল্যাণ হয়, তোমারও কোলে একটী গুঁড়ো হ'য়েছে; কল্যাণ-অকল্যাণ তো দেখতে হয়। আর তুমি বড় বউ, সকলের কল্যাণ-অকল্যাণ তুমিই দেখ্‌বে।

কুমু। তোমাদের ও সেকেলে শাস্ত্র, আলাদা ঘাট কামানো হ'লে কি হয়!

হর। মা, যদি দোষ না হবে, তিনদিনের ভেতর পতি-পুত্র খেয়ে এই বাড়ীতে কালামুখ দেখাতে আসি? আমি বড় জ্বালায় এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল মা! আলাদা ঘাট কামান হ'লে বড় দোষ হয়।

কুমু। সে দোষের কথা বাবা আমায় আগে থাকতে ব'লেছেন। ঘাট কামানোর নাম ক'রে আমায় সেথায় নিয়ে যাও, যেমন জাল উইল ক'রেছ, তেম্‌নি আমায় নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে লিখিয়ে নাও, তারপর আমিও ভাসি, আমার ছেলেও ভাসুক।

হর। মা, ব'লো না—ব'লো না—আমার চোখের জল প'ড়বে, আমি অনেক ক'রে চোখের জল রেখেছি। আমার চোখের জলে তোমার মঙ্গল হবে না।

কুমু। আর তোমার মঙ্গল খুঁজে কাজ নেই, তোমরা যেমন শ্বশুর-শাশুড়ী—তা বাবার কাছেও শুনেছি আর ভুগেও দেখেছি। বিয়ের আগে তোমরা আমার বাপের নামে দোষ দিয়ে ব'লতে,—"ঘর ভাল নয়, ওখানে বে দেবো না!" তবে সে নাকি আমায় দেখে ঝুঁকে পড়েছিল, তাই বে দিয়েছিলে। বে'র পর তো উঠ্‌তে ব'স্‌তে খোঁটা! আমি তোমার মৌটুস্‌কি মেজো বউএর মতন নাতি কোলে ক'রে সোহাগ জানাতে জানতুম না, আমার স্পষ্টাস্পষ্টি কথা ছিল। তোমার বাড়ী বাঁদী-পাঠ ক'র্‌তে যাইনি তো, যে বাঁদী-পাঠ ক'র্‌বো? এই ক'বছর খোঁটা খেয়েছি আর চোখের জলের সঙ্গে ভাত খেয়েছি। শেষে লাগিয়ে লাগিয়ে স্বামীও ত্যাগ ক'রতে বসেছিলেন।

হর। বউ মা, বলো না—বলো না, হাজার হোক গুরুলোক, গুরুলোকের অমন ক'রে অপমান ক'রো না।

কুমু। মান-অপমান কি? আমার স্পষ্ট কথা।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দিদিমণি, মাঠাকরুণ ব'লছেন, বেন ঠাকরুণ এইখানে সন্ধ্যে-আহ্নিক করুন, যদি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একটু মিষ্টিমুখ না করে যাওয়া হবে না।

হর। না মা, বেন ঠাকরুণকে বলো, আমি তাঁর মেয়ে আর দৌহিত্রের কল্যাণের জন্যে এসেছিলুম—মিষ্টি মুখ ক'রতে আসিনি। তা হ'লো না, কি ক'র্‌ব!

[হরমণির প্রস্থান।

কুমু। ওঃ ফড়্‌কে চল্লেন, আমি তো ভয়ে মলুম!

(ধনুর্দ্ধরের প্রবেশ)

ধনু। দিদি, বেশ ব'লেছিস্—খুব শুনিয়েছিস, মা'তে আমাতে আড়াল থেকে সব শুনেছি! তুই গেলে ধরে-বেঁধে লিখিয়ে নিতো। কাল যখন তোর দেওর আর তোর দেওর-পো বাবার কাছে এলো, তখনই আমি বাবাকে সাবধান ক'রেছি, আমি পূর্ণবাবুর কাছে পাকা খবর পেয়েছি, ওরা ভারি জালিয়াত।

কুমু। তুইও যেমন মোনা, আমি ছেলে বিউলুম, আমি কি কাঁচা মেয়ে?

ধনু। দিদি, তোর সব ভাল, ঐ একটী দোষ। আমার মন্মথ নাম রেখেছিল, আমার কেরামতিতে সবাই আমায় ধনুর্দ্ধর বলে। তুই ধনুর্দ্ধর বল্‌তে না পারিস,—ধোনা বলিস, মোনা ব'ল্লে তোর সঙ্গে আর কথা কব না।

কুমু। ও কি একটা বিট্‌কেল নাম ক'রেছিস?

ধনু। বিট্‌কেল নাম?—ধনুর্দ্ধর মানে কি জানিস? —বাহাদুর!

কুমু। আচ্ছা আচ্ছা, এত বেলা হ'য়েছে—এখনও খাস নি? কি ক'রে বেড়াচ্ছিস?

ধনু। এই তোমার ধান্ধায় ঘুরছি, চারদিক সাম্‌লাচ্ছি, কোন দিক থেকে কেউ না তোমায় ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

কুমু। আর সাম্‌লে কাজ নেই, খাবি আয়।

ধনু। রসো, তোমার মতন তো নই, মাথায় ঘটী দুই জল ঢাল্‌লুম আর হবিষ্যি চড়ালুম? আমার এখন ঢের রকমারি আছে, তবে স্নান ক'রবো।

[ধনুর্দ্ধরের প্রস্থান।

(ধনুর্দ্ধর পত্নী নৃত্যকালীর প্রবেশ)

নৃত্য। ঠাকুরঝি, তুমি এসোগো এসো। ওর কি, ও এখন আঁচার্য্যির আড্‌ডায় গিয়ে একশো ছিলুম গাঁজা টান্‌বে, তারপর তিনটের সময় নাবে-খাবে। আর ঠাক্‌রুণকেও বলি, এই শোকা-তাপা হ'য়ে এসেছ, সকাল সকাল নাইয়ে, একটু জল খাইয়ে ঠাণ্ডা রাখ্‌বে, তা নয়—আপনিও শোক ক'রে দাঁতে দাঁত দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে, আর তোমারও খোঁজ নেবে না। আর ঠাকুরঝি, তোমায় একটী কথা বলি, ঠাকুরজামাইএর শোকে মাছ ছেড়েছেন. ওঁর আমাশার ধাত, মাছ ছাড়া সইবে না, তুমি বুক বেঁধে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মাছ খাইও। আহা জামাই-এর শোকে মিন্সে মাগী জরজর হ'য়েছে।

কুমু। চল বোন, আমি ভয়ে কাছে যেতে পারিনে, আমায় দেখ্‌লে বাবার চোখ অম্‌নি ডব্‌ডবিয়ে আসে!

নৃত্য। আহা, জামাই-ছেলে কি ভিন্ন!

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পরলোকগত দীনেন্দ্রবাবুর ব্যবসার অংশীদার

পূর্ণচন্দ্রের বহির্ব্বাটী

মুনীন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

মুনীন্দ্র। ভাই পূর্ণ, হাতে তো এক পয়সা নাই; বড়বউ ঠাকরুণ মকদ্দমা রুজু ক'চ্চেন করুন, তার জন্য ভাবি নি; কিন্তু এখন তো আমাদের শুদ্ধ হ'তে হবে? আর গয়না বন্ধক দিয়ে তো 'নমো নমো' ক'রে শ্রাদ্ধ ক'রতে পারি নি, তুমি কারবার হিসাবে কিছু টাকা দাও।

পূর্ণ। আরে ভাই, শোননি—আমার যে হাত-পা বেঁধেছে, কি ক'রে টাকা বার ক'রবো? তোমার বড় ভাজের তরফ থেকে উকীলের চিঠি এসেছে, কারবারের টাকার এক পয়সা যেন না দেওয়া হয়।

মুনীন্দ্র। তা তুমিই কিছু ধার দাও।

পূর্ণ। যা হোক একটা ক'রতে হবে; কেবলরামের নামে খাতা আর ক্যাস জিম্মে; দেখি, ও যদি রাজী হয়, যেন ক্যাস থেকে তোমায় হাওলাত দিয়েছে, কাজ তো চ'লে যাক্।

মুনীন্দ্র। কেবলরাম কি ক'রে দেবে বল?

পূর্ণ। কি জানো, উকীলের চিঠিখানা দিয়েছে। তোমাদের টাকা তুমি নেবে, আমার কাছে আর ধার ক'রবে কেন? হ্যাঁ দেখ, ঐ উকীলের চিঠি দেখে কেব্‌লা বড়

রেগেছে, সে বলে,—"দাদা, আমার হাতে তো খাতা, আমি দীনেন্দ্রের নামে দেনা খাড়া করি, তার পর দেখি, গঙ্গাধর আঁচ মকদ্দমায় কি ক'রে কি নেয়।"

মুনীন্দ্র। পাগল!

পূর্ণ। আমি ধম্‌কালুম, সে খেপে ব'সেছে; বলে,—"আমি মুনীন্দ্রকে রাজী ক'রবো, তুমি কিছু বলো না।" নূতন খাতা-পত্র সব কিনে এনেছে।

মুনীন্দ্র। না না, তুমি তারে বারণ ক'র।

পূর্ণ। তুমি একটু লিখে তো দিয়ে যাও যে, পূর্ণ যা বলে ক'রো, তুমি আপনার বুদ্ধি খাটিও না। আমার মতা-মতের দরকার নাই। মূর্খকে থামাই, আদ্দেক খাতা ব'দ্‌লে ফেলেছে।

মুনীন্দ্র। আমি তারে বারণ ক'রে দেব। তার সাদা প্রাণ, প্রাণের উচ্ছ্বাসে কি ব'লেছে; আর তার খাতা বদ্‌লাবার মত ফেরাবি বুদ্ধি নাই। এখন টাকার কি ক'চ্চ বল?

পূর্ণ। তাই তো, একটা উকীলের সঙ্গে পরামর্শ—

মুনীন্দ্র। আর পরামর্শ কি ক'রবে, তুমি ধার দাও না?

পূর্ণ। আমার হাতে তো টাকা নাই, ব্যাঙ্কে কারবারের টাকা জমা আছে।

মুনীন্দ্র। তা তুমি আমার সঙ্গে কোথাও জয়েণ্ট হ্যাণ্ড-নোট দাও। টাকা না হ'লে তো শুদ্ধ হ'তে পারবো না।

পূর্ণ। ঐটী ভাই, আমার principle এর against; কারো সঙ্গে handnote এ join ক'র্‌বো না।

মুনীন্দ্র। তা না হ'লে তুমিই কোথা থেকে ধার ক'রে দাও?

পূর্ণ। ধারও আমার principleএর against.

মুনীন্দ্র। পূর্ণ, তুমি তামাসা ক'চ্চ না কি, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। তুমি দাদার সঙ্গে অনেকবার joint হুণ্ডীতে সই ক'রেছ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তুমি দাদার বাল্যবন্ধু, তিনি তোমায় শূন্য বখরাদার ক'রে ক্রমে তোমায় পাঁচ আনা বখরা দিয়ে গিয়েছেন, তাতেই তোমার এই উন্নতি। তাঁর শ্রাদ্ধ হয় না দেখ্‌ছ, আর তুমি ব'লছ তোমার principleএর against?

পূর্ণ। তা ভাই, তুমি রাগ কর তো নাচার! আমার নিজের থাক্‌তো তো দিতুম।

মুনীন্দ্র। পূর্ণ, এখন বুঝ্‌ছি, কেবলরাম খাতা বদ্‌লাতে চায়নি, তুমি আমার মত নিয়ে কেবলরামকে দিয়ে খাতা বদ্‌লাবে, আঁচ ক'রেছ। তা তোমার দোষ কি? সময়ের দোষ! দাদা তোমায় ভাইয়ের মতনই দেখ্‌তেন, আমার সঙ্গে কখনো তোমায় তফাৎ করেন নি। কোন ভাল জিনিষ এলে, তোমার বাড়ী না আগে পাঠিয়ে খান্‌নি, আজ তুমি আমায় principle দেখালে? ভাল, স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে তিলকাঞ্চন ক'রে সার্‌বো, আর আমা দ্বারা কি হবে?

(গান গাহিতে গাহিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

(গীত রচিত হয় নাই)

বিষ্ণু। ওরে তুই এখানে? আমি তোরে চার্‌দিক খুঁজ্‌চি। ছিরে তো ভাই আমায় জ্বালাতন ক'রেছে।

মুনীন্দ্র। তা ঠান্‌দিদি, আমার কাছে এসেছ কেন? দাদা তো নাই, যে ছিরে তোমায় বেনারসী কাপড় প'রে তার কাছে আস্‌তে বলে,—অমনি তোমার বেনারসী কাপড় এনে দেবে—চুড়ি গড়িয়ে দেবে।

বিষ্ণু। ওরে না, ছিরে আমায় জ্বালাতন ক'রেছে কি জানিস্?—ছিরেকে একজন দু' হাজার টাকা দিয়েছে আর আমায় একসুট ভাল গয়না আর বেনারসী কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি মনে ক'র্‌লুম, গয়নাগাটি প'রে ভাল কাপড়-চোপড় প'রে ছিরের কাছে শোবো। আমি সেজে-গুজে ছিরের কাছে গিয়েছি, ব'ল্‌বো কি ভাই, সে রাগ ক'রে আমায় ঝঙ্কার দিয়ে, এই গেরুয়া কাপড়খানা ছুবিয়ে রেখেছিল, তাই প'রতে দিয়ে ব'ল্লে,—"যা, এই দু' হাজার টাকা আর এই গয়নার বাক্স মুনীন্দ্রকে দিয়ে আয়। এ গয়না বেচ্‌লেও হাজার টাকা হবে। এই সব তারে দিয়ে আয়।"

মুনীন্দ্র। তা ঠান্‌দিদি, আমি এ সব নেব কেন?

বিষ্ণু। পোড়া দশা! ছিরে বুঝি তোমায় অম্‌নি দিচ্চে? সে তেজারতি ক'রবে, ব'ল্লে,—"দিয়ে আয়, এ সব সুদে খাটবে। পাঁচ বছর সুদে খাটলে আমার ভোগের পিতু হবে।" সে মুখ ঝাম্‌টাই কি? তুমি নাও ভাই, আমায় নিস্তার কর, তুমি না নিলে আমি ছিরের কাছে ফিরে যেতে পার্‌বো না, সে আমায় ঘর ঢুক্‌তে দেবে না।

মুনীন্দ্র। তুমি এ সব কোথা পেলে?

বিষ্ণু। আমি কোথায় পাব? ছিরের তুলসী নে গিয়ে

ব'ড়োর জমাদারের ছেলে হ'য়েছে, তাই সেই জমীদার ছিরেকে দিয়ে গেছে। তাই ছিরে তোরে ধার দিয়েছে।

মুনীন্দ্র। কি স্থদ্ লাগ্‌বে?

বিষ্ণু। সে তোর দাদার সঙ্গে ছিরে কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব ক'রে বৃন্দাবনে নেবে। এই তোর কাছে দিয়ে গেলুম, আজ ছিরের আদর দেখ্‌বি!—ছিরে আজ আমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে।

মুনীন্দ্র। ঠান্‌দিদি—ঠান্‌দিদি, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? দাদার কাছ থেকে তুমি কাপড় নিতে, গয়না নিতে, কখনো দাদাকে রাত্রে বাড়ী নে যেতে—পাপ মন, কত কি মনে হ'য়েছে—আমার অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

বিষ্ণু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—অপরাধ কিরে? তুই আর বেশী কি মনে ক'রেছিস্? আমি তো কুলের বার হ'য়েছি। ছিরের সঙ্গে প্রেম করা যা, আর জগতের সঙ্গে প্রেম করাও তা। (প্রস্থানোদ্যতা)

(কেবলরামের প্রবেশ)

কেবল। ঠান্‌দিদি, মদ খেয়েছি, পা-টা ছোঁব না। অখদ্যে অবদ্যে আছি, একটু নেকনজর আমার উপর রেখো।

বিষ্ণু। রাখ্‌বো না?—তোর জন্যে প্রাণ আমার সদাই কাঁদে।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

মুনীন্দ্র। পূর্ণ, চল্লুম।

পূর্ণ। রাগ ক'রো না হে—রাগ ক'রো না। তোমার দাদারও যেমন দরাজ হাত ছিল, তোমারও তেম্‌নি দরাজ হাত। আমি ভেবেছিলুম, দশ বিশ হাজার কি খরচ ক'র্‌তে চাইবে, তাই একটু টানাটানি ক'চ্ছিলুম।

মুনীন্দ্র। আমি বিশ্বাস ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো, নইলে মানুষের উপর আমার ঘৃণা জন্মাবে।

[মুনীন্দ্রের প্রস্থান।

পূর্ণ। কেব্‌লা, আমি ভেবেছিলুম, শুধু দীনেন্দ্র ও বেটীর পিরীতে প'ড়েছিল, তা নয়, দেখ্‌ছি ও বেটীও তার পিরীতে প'ড়েছিল। বেটী দীনেন্দ্রের শ্রাদ্ধে দু'হাজার টাকা নগদ আর এক বাক্স গয়না দিয়ে গেল! তোর সঙ্গে তো ভাবসাব দেখ্‌ছি—একদিন আমায় ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারিস্?

কেবল। দাদা, কুবুদ্ধিতে তোমায় জেতে, গঙ্গার এ পারে কেউ নাই। কিন্তু ছটাকখানেক তোমার স্থবুদ্ধি যদি থাক্‌তো, তাহ'লে ও বেটীকে কতক চিন্‌তে।

পূর্ণ। কেব্‌লা, হুইস্কি খাবি?

কেবল। না দাদা, আমার আধখানা যে খাঁটী বরাদ্দ আছে, সেই ভাল!

পূর্ণ। দেখ্ দেখি—কেমন চমৎকার হুইস্কি! দাঁড়া, বোতল খুলে সোডা ওয়াটার বরফ দিয়ে এক গ্লাস তোরে জমিয়ে দিই। এমন হুইস্কি কখনো খাস নি।

কেবল। খাব না কেন?—সেই যে আর একবার অম্‌নি চমৎকার হুইস্কি খাইয়ে দিয়েছিলে?

পূর্ণ। এমন হুইস্কি কখনো খাস নি।

কেবল। আর না কেন?—সেই যে যখন গ'নো ছোঁড়াকে হ্যাণ্ডনোট কাটাবার জন্যে আমায় তারে আন্‌তে পাঠাও?—তেমন হুইস্কিও খাইনি আর তেমন দরোয়ানের রদ্দাও খাইনি। এক গ্লাস খাইয়ে দিয়ে ট্রেণে চ'ড়িয়ে দিলে, তখন কি আমি অমন হুইস্কির ধাত বুঝি! হুইস্কিরও যেমন রস আর সেই ছোঁড়ার বাপের দরোয়ানের রদ্দারও তেম্‌নি রস!

পূর্ণ। একবার খেয়ে দেখ্—এম্‌নি হুইস্কি এক কেস প্যারী বেটীর বাড়া এনে তুলেছি।

কেবল। কেন দাদা, বিডন ষ্ট্রীটের মামী বেটীর মতন নয়টার পর ছোঁড়া বেটাদের প্যারীকে দে মদ বেচ্‌বে নাকি? তা লাভের ব্যবসা বটে।

পূর্ণ। দূর! আমি মদ বেচ্‌বো?

কেবল। আর জ্বালাও কেন দাদা! পয়সা পেলে মহামাংস বেচো।

পূর্ণ। খেয়ে দেখ্—কেমন হুইস্কি।

কেবল। সেরারকার মত খুলে টুলে সব ঠিক ক'রে এনেছ? তা দাদা, হ্যাণ্ডনোট কাটান ছুট্‌লে ব্যবসাগুলো তো দীনেন্দ্রের ভয়ে সব ছেড়েছিলে, সেই গ'নোর নামে মিছে ডিক্রী ক'রে দীনেন্দ্রের কাছে বিক্রি ক'রে তো ও কাজে ইস্তফা দিয়েছ।

পূর্ণ। চোপ ছুঁচো, মিছে ডিক্রী?—আমার কত ধার্‌তো, তা জানিস্?

কেবল। আহা তা আর জানি না! গ'নোর মার বাক্সভরা গহনা বেচা টাকায় দু'বৎসর ইয়ারকি চ'ল্লো, খুদীকে রাখ্‌লে। খুদীবেটী আজও সকালে উঠে সেই কথা নিয়ে আমাদের শুদ্ধ চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করে। তার সেকেলে গয়না ভেঙ্গে ভারি ক'রে অনন্ত আর চুড়ি গড়িয়ে দিচ্চ নয়?

পূর্ণ। নে খা—খা।

কেবল। লোভ সাম্‌লাতে তো পারি নি, দাও—খাই।

পূর্ণ। এদিক ওদিক দেখ্‌ছিস্ কি?

কেবল। দেখ্‌ছি—রদ্দা দেবার জন্য কারুর দরোয়ান খাড়া আছে কি, কি?

পূর্ণ। কেমন মাল?

কেবল। পাঁচ সিকে খরচ ক'রে আধখানা এনেছ দাদা!

পূর্ণ। দেখ্, আমি দীনেন্দ্রের জন্য বড় ভাব্‌চি।

কেবল। রসো, আর এক গ্লাস দাও—একটু নেশা হোক, মাথাটা একটু গুলিয়ে যাক্, তারপর ভেবো। আমার মাথা গুলিয়ে গেলে যা ব'ল্‌বে, যাহোক একটা ক'রে ফেল্‌বো। এখনো হুঁশ আছে, তোমার মতলব বুঝে ফেল্‌বো।

পূর্ণ। আর বোঝাবুঝি কি?—দীনেন্দ্র কত বড় আমাদের উপকারী, তা তো জানিস্?

কেবল। ব'লে যাও, শুন্‌চি।

পূর্ণ। ছেলেবেলাকার আলাপ ব'লে, পয়সা কড়ি না নিয়ে তার ব্যবসায় এক আনা থেকে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত বখ্‌রা দিয়েছে—আর শ্লিপারের ব্যবসা চ'ললে দু'আনা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল।

কেবল। আমার জেম্মায় তো বরাবর খাতা রেখেছে, আমি তো সব জানি, আমার কাছে, অত খুঁটিয়ে বয়ান কেন?

পূর্ণ। সে বেচারা এখন মারা গিয়েছে।

কেবল। সে তো:তোমার আগে আমি জানি, আমি তো ক'দিন সেথায় ছিলুম।

পূর্ণ। দেখ্, তাদের বড় বিপদ!

কেবল। শুনেছি, দীনেনের স্ত্রী, তার বাপের ধাপ্পায় নালিস রুজু ক'রবে, যে দীনেনের উইল জাল।

পূর্ণ। আমি মনে ক'চ্চি, আমার জীবন থাকতে যতদূর পারবো, দীনেন্দ্রের ভায়ের আর ভাইপোর উপকার ক'র্‌বো।

কেবল। দাদা, এইবারে মদ দাও। মাথা গোলাক, এতক্ষণ ফাঁকা ব'ক্‌ছিলে, এইবার মতলব বা'র ক'রলে।

পূর্ণ। নে—খা। ফাজ্‌লিমি করিসনে—স্থির হ'য়ে শোন্।

কেবল। শুন্‌ছি, ভাই-ভাইপোর উপকার ক'র্‌বে।

পূর্ণ। মকদ্দমা বাধ্‌লে তো কিছুই থাক্‌বে না। তাই মনে ক'চ্চি, কারবারে দীনেন্দ্রের নামে যদি হাজার পঞ্চাশ দেনা ক'রে রাখ্‌তে পারি।

কেবল। হাঁ,লাখ টাকা পাওনা,—যদি পঞ্চাশ হাজার দেনা ক'রে রাখ্‌তে পারো,—বাহবা দাদা, বাহবা—আর এক গ্লাস মদ দাও, এখনো মাথাটা তোমার কাজের মতন পাকা রকম গুলোয় নি।

পূর্ণ। মূর্খ, বুঝ্‌তে পাচ্ছিসনে, যদি দেনাটী ক'রে রাখ্‌তে পারি, যখন মকদ্দমায় সর্ব্বস্ব যাবে, কারবারের দেনার দরুণ তার ষ্টেট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি 'ক্লেম' দিয়ে বাঁচাবে, আর লাখ টাকা তো তার পাওনাই আছে। এই তার ছেলেকে পঞ্চাশ হাজার, ভাইপোকে পঞ্চাশ হাজার আর ভাইকে পঞ্চাশ হাজার দেবো—মতলব ক'রেছি।

কেবল। দাদা, তুমি বখ্‌রা খেয়েছ, তোমার দ্বারা এ উপকার হ'তে পারে; আমি খাতা লিখ্‌তুম বই তো নয়, দীনেন্দ্র দিলদরিয়া ছিল, হাত তুলে না হয় কিছু দিত। আমা-দ্বারা যে একবারে লাখ টাকা গাপ ক'রে পঞ্চাশ হাজার চাপান, তা হ'য়ে উঠবে না। আমি যদি জোর বল, হিসেব নিকেশটা ক'র্‌তে দিন পনের দেরী ক'রতে পারি। এর বেশী উপকার আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না,প্যারীর বাড়ীর কেসকে কেস হুইস্কি খাওয়ালেও না। তোমার খাঁড়া শানাবার আঁচ আমি রতনখুড়োর কাছে কতক পেয়েছিলুম। আমি খাতা-পত্র সাম্‌লেছি দাদা! সে সব হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। আমি এখন মনে ক'র্‌লেও ওদের উপকার ক'র্‌তে পার্‌বো না তোমার হুইস্কি পেয়ে ঢ'লে প'ড়লেও না।

(ধনুর্দ্ধরের প্রবেশ)

ধনু। পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু, মতলব আঁটতে হবে, মতলব আঁট্‌তে হবে, বাবা তোমায় ডেকেছে। তোমায় সাক্ষী দিতে হবে, বোনাইবাবু সাত দিন অজ্ঞান হ'য়েছিল।

পূর্ণ। সে কি ? আমি তা পা'র্‌বো না—আমি তা পার্‌বো না। তবে তোমার বাপ ডাক্‌ছে, আমি একবার যাব। (কেবলরামের প্রতি) দেখ কেবল—বোঝ, যা ব'ল্‌লুম, যদি না করিস্, তাহলে দূর ক'রে দেবো। এখন তো আর দীনেন্দ্র নাই যে, তোমার চাকরী বজায় রাখ্‌বে—পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।

কেবল। দাদা, ভিক্ষে ক'রে খাই সেও ভাল, জাহাজে ক'রে আণ্ডামানে যেতে নারাজ আছি।

[পূর্ণর প্রস্থান।

ধনু। কেবলরাম, মহেশ আচায্যি গুণেছে, তুইও ধড়িধাক্কা টাকা মেরে দিবি।

কেবল। তোমার বাপের মতন মেয়েও নাই, তোমার মত বোনও নাই।

ধনু। মহেশ আচায্যি গুণেছে, আমার ঐ এক বোন হ'তেই সব দিক জলজলাট হবে। দেখিস না, কাল মহেশ আচায্যি চক্র ক'র্‌বে, তোকে নিয়ে যাবো ; কেমন তোর বরাত খুলেছে কি না দেখিস্।

কেবল। আমার বরাতটা কোন্ দিক দিয়ে খুল্‌ছে, তা তো বড় আঁচ পাচ্ছি নি ; বরাত—তোমার বাবা খুলবেন, না মহেশ আচায্যি খুল্‌বেন ?

ধনু। বাবাও খুল্‌বে, মহেশ আচায্যিও খুল্‌বে।

কেবল। হ'তে পারে। আজ যখন দাদার হুইস্কি খেয়েছি, তখন নিদেন পাহারাওয়ালার গুঁতোগাঁতাটা খাওয়ার সম্ভব।

ধনু। বাবা তোরেও ডেকেছে।

কেবল। তাই তো, রকমখানা কি রকম বল দেখি ?

ধনু। বাবার মতলবের ভেতর কে সেঁধোবে বল ? শাস্ত্র খুল্‌বে আর কি বিধেন বা'র ক'র্‌বে। দিদির দেওরকে উকীলের চিঠি ঝেড়ে সব পাওনাদারকে থামিয়েছে।

কেবল। সে তোমার বাবা আমার পূর্ণ দাদার জুড়ী,—তা আমায় নিয়ে কি মতলবটা ?

ধনু। আমার বোধ হয়, ঐ বোনাইবাবু মরে ইস্তক বাবা মাছ খায় নি, আমার বোধ হয়, রাত্রে তোকে দিয়ে হোটেলের কিছু জোগাড় ক'র্‌বে।

কেবল। না, অমন ফিকে কাজে ডাকেন নি। যখন পুনো দাদাকে ডেকেছেন, তখন আমায় দিয়ে কিছু হলপ্‌ টলপ্‌ করাবেন বোধ হয়।

ধনু। তা ক'রবি, ভয় কি ? এখন আয়, কোথাও জমী নিই গে।

কেবল। না, দাদার হুইস্কি খেয়ে ডোরা আস্‌ছে, উঠোনেই গিয়ে জমী নিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাধর আইচের বহির্ব্বাটী

মহেশ আচার্য্য ও ধনুর্দ্ধর।

মহেশ। বলি, তোর বাপের কাছে নিয়ে এলি কি ক'র্‌তে ? সেথায় তো জল গ'ল্‌বে না, ততক্ষণ একটা রাড়ী-ভূঁড়িকে দম দিলে কাজ আস্‌তো। ঐ মণ্ডলদের বাড়ী হোম ক'রে ইস্তক নামটা কিছু দেবে গিয়েছে। হোম করার সাত দিন না যেতে যেতে তিনটে ছেলে ওলাউঠোয় স'র্‌লো ; বিদায় চাইতে গিয়েছিলুম, কেলে মণ্ডল বেটা কানমুটি দিয়েছিল।

ধনু। তোর যে বোকামো, তিন তিনটে মরে গেল, আর তুই বিদায় নিতে গিয়েছিলি ?

মহেশ। আমি বাড়ী গিয়েছিলুম ; বাড়ী থেকে এলুম, আর ঐ নিদে আচায্যি দম লাগালে, ব'ল্‌লে,—"মণ্ডলের বড় বেটার চাক্‌রী হ'য়েছে, কিছু ভারি ক'রে বিদেয় নিবি।"

ধনু। আর ঐ সেদিন যে রঙ্গীর মার হোম ক'র্‌লি, তাতেও তো বেশী মেরেছিস ?

মহেশ। সেই থেকে আরও পশার নেবে গিয়েছে। হোম ক'রেছিল—রঙ্গীর মানুষকে বশ ক'রবার জন্যে ; তা হোমটাও করা, আর তার মানুষটাও ত্যাগ। সেই থেকে মাগী-ফাগী আর বড় ঘেঁস্‌ছে না।

ধনু। বটে ! আর যে কাদী আনাগোনা ক'চ্চে ?

মহেশ। সবে তার মানুষ তিন দিন দেশে গিয়েছে। দিন পনের কাটুক, সেদিকেও সে বেটা হাম্‌লাতে থাকুক, আমিও

হোম করি, সে বেটা হাম্‌লে এসে পড়ুক। দু'দিন একদিন রাগ ক'রে দেশে গেলে কি আমার হোমের ধোঁয়ায় আসে? যে বেটী এসে বলে, তার মানুষ দিন পাঁচ ছয় গিয়েছে, তারে ব'ল,—"আমি এখন ব্যস্ত আছি, আর হপ্তার শেষে আসিস্।" এখন তোমার বাড়ীর কাজটা কি?

ধনু। তুই যে শুন্‌লি, দিদির বিষয় মারবো, তা দিদি যে মকদ্দমা ক'রতে চাচ্চে না? সে বলে, তার শাশুড়ী সেদিন তারে নিতে এসেছিল, সে যায় নি, সেইদিন থেকে তার ছেলের অসুখ।

মহেশ। সে দু'দিনে তোমার বাপ-মা বাগাবে। তবে আর তোমার বাপ মাছ ছেড়েছে কি ক'রতে? আর টিপ্‌নি-টাপ্‌নাটা ঝাড়তে হয়, সে আমি নূতন পাঁজি শোনাতে এসে ঝেড়ে যাব।

ধনু। ঐ বাবা আস্‌ছেন, কি বলেন—শোন্।

(গঙ্গাধর আইচের প্রবেশ)

গঙ্গা। মহেশ, বড় মুস্কিলে পড়েছি।

মহেশ। আর মুস্কিল কিসের? যখন মেয়ে এনে ঘরে পুরেছ, মুস্কিল আসান হ'য়ে গেছে। তোমার কপালে রাজদণ্ডর মতন বুধের দণ্ড ঠেলে উঠেছে।

গঙ্গা। আরে সব দিক কাঁচ্‌তে ব'সেছে। ঐ নিতে উকীল বেটা এক মতলব ক'রেছে, দীনেন্দ্রের উইল বা'র্ ক'রবে না। ওর বাপের নামে সম্পত্তি, মুনীন্দ্র তার অধিকারী। মুনীন্দ্রকে দিয়ে administration নেওয়ালেই বিস্তর জল বাগ্‌ড়া-বাগ্‌ড়ি। দীনেন্দ্রের স্বোপার্জ্জিত বিষয় প্রমাণ করা বড় মুস্কিল।

মহেশ। সে কেন ভাব্‌ছ? আমি আঁচ পেয়েছিলুম, নিজে লিখে রেখে গেছে—বিষয় তার ছেলের স্বোপার্জ্জিত।

গঙ্গা। বলি, সে কাগজ এখন কোথায় পাই?

মহেশ। তা আমায় কি বল?

গঙ্গা। শুনছি, বুড়ী তোকে বড় মানে।

মহেশ। মানে বলে কি আমায় লোহার সিন্দুক খুলে দেয়?

গঙ্গা। তুই দম্‌সম্ দিয়ে বা'র ক'রতে পারবি?

মহেশ। ও সব মতলবের কাজ নয়—ও সব মতলবের কাজ নয়। পূর্ণ আমায় মতলব দিয়েছিল, কিন্তু আমি সাহস ক'রে এগুতে পাচ্ছিনে। পূর্ণ অমনি খাতাপত্র সরাতে চায়। কেবলরামকে খাতাপত্র বদ্‌লাতে ব'লেছিল, কেবল সে খাতাপত্র ওদের বাড়ী দাখিল ক'রেছে। এ খাতা যাতে পুলিসে যায়, তারই এক মতলব ঠাওরেছে; পুলিসে গে প'ড়লে সে খাতা সেখান থেকে ঘুসঘাস দিয়ে সরাবে, এই মতলব এঁটে আছে। আমায় টাকা কব্‌লাচ্চে—আমি ছাতি ক'রতে পাচ্ছি না।

ধনু। ভয় কি, কি ক'রতে হবে বল? আমি ক'রবো।

মহেশ। তোমার কর্ম্ম নয়—তোমার কর্ম্ম নয়। আমার কাছে পুলিসের লোক সব গোণাতে আসে। এই পুলিস আর মাগী-ফাগী নিয়েই আমার কারবার। আমার একজন ঘুসখোর ইন্‌স্পেক্টারকে একটা টিপ্‌নি দিতে ব'ল্‌চে।

ধনু। কি টিপ্‌নি বল না?

মহেশ। ও ধনুর্দ্ধর-ফনুর্দ্ধরের কাজ নয় রে, ও ধনুর্দ্ধর ফনুর্দ্ধরের কাজ নয়।

গঙ্গা। কি কথাটা কি বল না?

মহেশ। ঐ মুনীন্দ্রের ভাইপোর নাম 'আশু বোস' ক'রে এক ছোঁড়া খবরের কাগজ ছাপ্‌তো। সে খবরের কাগজে গোরাদের খুব গাল লেখে, তাই সেই ছোঁড়ার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। সে ছোঁড়া গা-ঢাকা দিয়েছে। পূর্ণ বলে, সে ছোঁড়া আজ দু'দিন ওলাউঠোয় মারা গিয়েছে, আমায় সলা লাগাচ্চে—আমি একটা আনাড়ি ইন্‌স্পেক্টারকে বলি, যে এই আশু বোস—তোমার মেয়ের দেওরপোই সেই ছাপাওয়ালা আশু বোস। ওকে ধ'রবে, কাগজপত্র সব টেনে বা'র ক'রবে, পূর্ণ সেই দাঁওয়ে আছে।

ধনু। ব্যস্ থুড়ি থাক! আমি কালই দাঁও লাগাচ্চি।

গঙ্গা। তোর কর্ম্ম নয়—তোর কর্ম্ম নয়।

ধনু। কেন, কিসে? আমি কালই ডিটেক্‌টিভ্ আফিসে ব'লে দেবো।

মহেশ। ওগো, অত লাফালে চ'লবে না—অত লাফালে চ'লবে না! একটা আনাড় ইন্‌স্পেক্টার ধ'রতে হবে, যার হাতপাতা রোগ আছে। তেমন একটা লোকও পাকড়েছি, মফঃস্বল পুলিস থেকে এসেছে, আমার কাছে গোণাতে আসে। কিন্তু শেষ সাম্‌লাবো কি ক'রে, তাই ভাবচি। পাঁচ বাড়ীতে আনাগোনা করি, যাহোক এটা-ওটা পুলিসকে সন্ধান দিয়ে কিছু পাই, সেটাও বন্ধ হবে, পাঁচ জায়গায় দুর্ণাম হবে, আর নিতে উকীল আমায় শ্রীঘর ঠেল-

বার উদ্যোগে থাক্‌বে। এদিকে ঢের টাকাটার লোভ ঝাড়্‌ছে।

গঙ্গা। মহেশ, এ কাজ যদি পার, আমিও তোমায় পাঁচশো টাকা দিই।

মহেশ। হঠাৎ কিছু ব'লতে পাচ্ছিনে, কারণ টারণ আনাও, বুদ্ধির গোড়ায় জল দিই।

গঙ্গা। সে তুমি যা হয় করো—সে তুমি যা হয় করো,— এই পাঁচসিকে নাও।

মহেশ। পাঁচসিকের কর্ম্ম নয়, আড়াইটী টাকা চাই।

গঙ্গা। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু তোমায় কাজটী উদ্ধার ক'র্‌তেই হবে। আমি চল্লুম, আমার মেয়েটাকে আবার বোঝাতে হবে।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

মহেশ। নাও ধনুর্দ্ধরগিরী করো, আনাও।

ধনু। সেদিকে মজপুত আছি, মধোকে দিয়ে আনিয়েছি। মধো, নে আয়।

মহেশ। নইলে কি তোমার নাম রাখি ধনুর্দ্ধর!

(মধুর প্রবেশ ও মদ্য দিয়া প্রস্থান)

ধনু। নে নে, আর শোধন ক'রে কাজ নাই। হ্যাঁরে, তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন?

মহেশ। এ সব প্যাঁচের কাজ!

ধনু। তোর কে আনাড় ইন্‌স্পেক্টার আছে, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে দে, আমি ধরিয়ে দেব। কিন্তু যা বাবার কাছে আর পূর্ণর কাছে আদায় ক'র্‌বে, তার আধাআধি বখ্‌রা।

মহেশ। তোমার বাবা আট্‌টী রস্তা দেবেন,—তবে পূর্ণ নগদ ঝাড়্‌বে ব'লেছে!

ধনু। সে ভাবিস নে, আমি বাবার ঠেঙে আদায় ক'র্‌বো। আয়, শ্যামীর ঘরে গিয়ে বুদ্ধি পাকাই।

মহেশ। না—না, তোর শ্যামীর ঘরের বুদ্ধির কর্ম্ম নয়— আমার বাসায় চল।

ধনু। তুই ভয়েই মলি—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অসম্পূর্ণ)

ধর্ম্ম

['উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (সন ১৩০৮ সাল, ১৫ই মাঘ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

আমরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যখন মনে করি, কেহ আমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, আর যদি সেই অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে অমনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যদি কোন অত্যাচারী সুখে আছে দেখিতে পাই, অমনি বলি,—"ধর্ম্ম কি নাই"! ধর্ম্ম যে প্রতি হাত আমাদের শত্রুকে দমন করেন না,—এই নিমিত্ত আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি, "ঘোর কাল," "অধর্ম্মেরই জয়"—এই বলিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে আবার যিনি একটু বিজ্ঞ, তিনি ভাবেন ও মনকে শান্তি দেন যে, একদিন না একদিন ধর্ম্ম, তাঁহার শত্রুকে শাস্তি দিবেন। যাহার সহিত কোন কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, পাছে কার্য্যস্থলে তাহার দ্বারা প্রতারিত হই, এ নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের ভয় দেখাই। কিন্তু নিজে যদি কাহাকেও শাস্তি দিতে পারি, তখন আর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারীর দণ্ডের নির্ভর না করিয়া আপনিই দণ্ড-বিধান-কর্ত্তা হই এবং দণ্ড দিয়া গৌরব করিয়া থাকি যে, পাপীর প্রতি শাস্তি বিধান করিয়া বড়ই পুণ্য কার্য্য করিয়াছি। পরের বেলা যে ধর্ম্মের দোহাই দি, সেই ধর্ম্মকে অধিক সময় আপনারা উপেক্ষা করি;—এমন কি ঘৃণা করি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পুরাণে শুনিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করিলে দৈববাণী হয়,—"পাণ্ডুরাজ, তোমার এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল।" দৈববাণী শুনিয়া পাণ্ডুরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—ধার্ম্মিক সন্তান পৃথিবীর কোন্ কার্য্যের হইবে? ধার্ম্মিক বা অকর্ম্মণ্য এক কথা—এই তাঁহার ক্ষোভের কারণ। ধার্ম্মিক পুত্র রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, এরূপ ধারণা সাধারণের। কিন্তু ভারত-যুদ্ধে, তাঁহার ভীমার্জ্জুন পুত্রদ্বয় দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবীর-গণ পরাজিত হইত না, কৃষ্ণ সহায়ে "যতোধর্ম্মস্ততো জয়" হইয়াছিল।

এরূপ ধারণার কারণ এই, অনেক সময় ভীরু ব্যক্তিকে আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করি। কাহারও কথায় থাকেন না, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে সহ্য করেন, সকলের নিকটে বিনয়ী, নিরীহ, গোবেচারা,—ধূর্ত্ত শঠ-ব্যক্তি বার বার তাঁহাকে প্রতারিত করে, তবু কাহাকেও তিনি কিছু বলেন না, এরূপ ব্যক্তি অকর্ম্মণ্যই বটে; এরূপ ব্যক্তির সকল কার্য্যের ভিত্তি—ভয়। তিনি ভয়ে শত্রু দমনের চেষ্টা করেন না। অনেক সময়ে যে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার কারণ লোভ—যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, সে তাঁহাকে লাভের আশা দিয়াছিল; সেই লাভের আশায়, প্রতারককে তিনি অর্থদান করিয়াছিলেন। ভালমন্দ কিছুতেই থাকেন না; সদাই ভাবেন, না জানি কি করিতে কি হইবে! এরূপ ব্যক্তি ঘোর তমো-গুণাচ্ছন্ন; সত্যই জগতের কোন কার্য্যই ইঁহার দ্বারা হয় না।

কিন্তু যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি মহাবীর, তিনি অসীম সাহসী, তিনি বিপুল কর্ম্মক্ষম। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ—দয়া। দয়া কখনও স্থির থাকিতে দিবে না, নিয়ত কর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিবে। দয়াবান ব্যক্তি দুর্ব্বল-পীড়ন দেখিতে পারিবেন না। শত শত্রু উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বলের রক্ষার চেষ্টা পাইবেন। পরের রক্ষার নিমিত্ত অনায়াসে অগ্নিতে

প্রবেশ করিবেন, অনায়াসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন। ইনি অত্যাচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন না, ইহার কারণ ভয় নহে—মার্জ্জনা। ভয়ে চালিত হইয়া কখনও কখনও আমরা ক্ষমাশীল হই। পুরাণে তাহার একটী অদ্ভুত উদাহরণ—অর্জ্জুন; রণস্থলে যুদ্ধ করিতে চাহেন না। গীতায় দেখা যায় যে,অর্জ্জুন বলিতেছেন,—"এ সমস্ত আত্মীয়গণকে কিরূপে বধ করিব? ইহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন করাই ভাল।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে "মূর্খের মত আচরণ করিতেছ"—বলিয়া তিরস্কার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, গীতা পাঠে অনুভব হয়, অর্জ্জুন তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হন। শঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, মহা অস্ত্রধারী, মহারথীবৃন্দ বিপক্ষ পক্ষে দর্শনে, তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইতে চাহেন। ভগবান উপদেশ দ্বারা, সেই ঘোর তমঃ দূর করিয়া, তাঁহাকে গাণ্ডীব ধরান। ভগবান যোগদৃষ্টি দানে তাঁহাকে দেখান যে, যে সমস্ত বীরপুরুষ তাঁহার বিপক্ষ, তাঁহারা সকলেই মৃত, কেবল নিমিত্ত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, ভগবানের কার্য্য ভগবান করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম এই যে, বীর ব্যতীত ধর্ম্মের অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতীয় উন্নতির মূলে ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত কেহ কখনও কোন জাতির নেতা হন নাই। স্বার্থ শূন্য ব্যক্তির দ্বারা চালিত না হইয়া, পৃথিবীতে কখনো কোন কার্য্য হয় নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন সাংসারিক কোন কার্য্যই হয় না। ধর্ম্মমূলক না হইলে, পৃথিবীতে বিপুল বাণিজ্য স্থাপিত হইত না। কখনও কোন অধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে দেখা যায়, কিন্তু প্রায়ই সে অর্থ তাহার ভোগে আসে না। নানা কষ্টে, নানা ভয়ে, নানা অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অর্থ উপার্জ্জন হয়, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন যকের ন্যায়, তাঁহার কোন কার্য্যেই আসে না। অসৎ বৃত্তির দ্বারা কদাচ কেহ ধনাঢ্য হয় বটে, কিন্তু শত শত ব্যক্তিকে অসৎ পথে গিয়া কারাবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। Policy (কৌশল) যাহার অর্থ আমরা প্রতারণা বুঝি, বস্তুতঃ তাহা প্রতারণা নয়, পণ্ডিতেরা বলেন, সততা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল নাই।

গুরু ধার্ম্মিক হইতে উপদেশ দেন, সারবান গ্রন্থে ধর্ম্মের অশেষ ব্যাখ্যা; তবে কি নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মপথে চলি না? অধর্ম্মের কতকগুলি আশু প্রলোভন আছে। এক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মিথ্যা কথা বলা কি ভাল? বন্ধু কৌতুকচ্ছলে উত্তর করেন, "মিথ্যা কথা ভাল নয় বটে, কিন্তু যদি সত্য গোপন করিতে চাও, তাহা হইলে মিথ্যা কথা অপেক্ষা সত্য গোপন করিবার আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।" সমাজ হীনদশাপন্ন হওয়ায় বাল্যকাল হইতে মিথ্যার প্রয়োজন হইয়াছে,মানব জীবনে—বিশেষ বাল্যাবস্থায় পদে পদে অপরাধ। অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত বালক মিথ্যা কথা কহে। পিতামাতা বা শিক্ষক মিথ্যাবাদী বালককে সুচতুর বলিয়া আদর করে। ইতিপূর্ব্বে শিশু কোন আবদার করিলে তাহাকে মিথ্যা-বলিয়া ভুলান হইত; শিশু তখনই শিখিয়াছে যে, মিথ্যা বড় সহজ উপায়। শিশু যখন কোন বস্তু চাহিয়াছিল, তাহাকে বলা হইয়াছিল, "হুস, কাগা নিয়ে গেছে।" যদি শিশুর নিকট কৌতুক করিয়া কোন দ্রব্য চাওয়া হয়, সেও আধ আধ স্বরে বলে, 'হুস্ কাগা।" আমরা, শিশুর কৌশলে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি। শিশুও মনে ভাবে, আমি কি সুকৌশলী! বালক দেখিতে পায়, মাতা পিতার সহিত, পিতা মাতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত মিথ্যা কথা কয়। পিতা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে বালককে বলিয়া দেয়, "বলগে, আমি বাড়ী নাই।" বালক মিথ্যার বিশেষ আদর করিতে শিখে এবং সেই কোমল হৃদয়ে যে দাগ পড়ে, তাহা আর ইহজন্মে উঠে না। সমাজ জানে, বালককে শিষ্ট করিবার উপায়, ভয় প্রদর্শন। জুজু হইতে সুরু করিয়া, বরাবর ভয়ই প্রদর্শন করা হয়; সুখের বাল্যজীবনে ভয় অধিকার করিলে, উচ্চ বৃত্তি সমস্ত দমিত হয়। সকল উচ্চবৃত্তির আধার সাহস; যাহার পদে পদে আশঙ্কা, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইবে? যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া ঘৃণা করিতে শেখে না, কেবল ভয়ের দ্বারা মন্দ কার্য্য করিতে বিরত হয়। যৌবনে, যখন আশু ভয়ের কোন কারণ না থাকে, তখনই সেই কুকার্য্যে রত হয়। সে যতদূর শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে জানে যে, চুরী করিব না কেন?—মার খাইব। কুস্থানে গমন করিব না কেন?—বাবা তাড়াইয়া দিবে। তাড়ার ভয়ে কুকার্য্য করে না, কিন্তু কুকার্য্যের রুচি বাধা

পাইয়া আরও প্রবল হইতে থাকে। সচরাচর দেখা যায়, শিষ্টশান্ত ছিল, যেই পিতৃহীন বা অভিভাবকহীন হইল, অমনি মহা কুচরিত্র হইয়া উঠিল। এখন তার ভয় নাই, তবে দুষ্কৰ্ম্ম করিবে না কেন? বাল্যাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার ফল ইহা ভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু যদি কুকার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিত, যদি উপদেশ শ্রবণে ও আদর্শ দর্শনে, বাল্যাবধি ধৰ্ম্মানুরাগী হইতে দীক্ষিত হইত, যদি বুঝিতে পারিত যে, মানবজীবনে ধৰ্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত শত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে হয় না, ধৰ্ম্ম অবলম্বনে মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে অভিভাবকহীন হইলেও তাহাকে কেহ কুপথগামী করিতে পারিত না। বাল্যকালে মিথ্যা প্রবঞ্চনা না শিখিলে সত্যাশ্রয়ী হইত, আর যিনি সত্যাশ্রয়ী, তাঁহার তুল্য জগতে নির্ভীক কে? সভ্য জাতির ভিতর ভীরু অপেক্ষা গালি নাই এবং ভীরু বা মিথ্যাবাদী একই কথা। যিনি বাল্যাবধি গুরুজন-উপদেশে সত্যব্রত, তিনি যে অশেষ গুণের আধার হন, সন্দেহ নাই। পাছে মিথ্যা বলিতে হয়, এই জন্য তিনি কুৎসিত কৰ্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টকে, তাঁহার কোন এক বন্ধু রবিবারে শিকার করিতে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "অত্র রবিবারে শিকার করাতো প্রথা নয়।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "এখানে তো পাদরী নাই, তবে যাইতে দোষ কি?" রুসভেল্ট, তাহাতে হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভাই, অত সাত পাঁচ ভাবিয়া, গোপনে শিকার করিতে যাওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই নিরাপদ।" সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বদাই এরূপ নিরাপদ সত্য।

বাল্যকালে মিথ্যাশিক্ষার সহিত একরূপ ব্যবসায়ী ধৰ্ম্ম শিক্ষাও বালক পাইয়া থাকে। সকলের মুখেই শোনে, ধৰ্ম্মপথে থাকিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ধন হয়, জন হয়, মান হয়। কিন্তু প্রকৃত ধৰ্ম্ম, কাহারও নিকট ধন, জন, মান বা সাংসারিক উন্নতি দান করিতে অঙ্গীকৃত নন। এই ব্যবসায়িক ধৰ্ম্মশিক্ষা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ হয়। সংসার দৃষ্টে অনেক সময় বোধ হয়, বুঝি অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। দেখা যায়,—শঠ, ছল, মিথ্যাবাদী, কপট মকদ্দমায় জয়ী হইল, পরের সম্পত্তি হরণ করিয়া বিষয় পাইল। ছলনায় রোজগার করিয়া বাবুয়ানা করিতেছে। যে পরপীড়ক, তাহাকে সকলে ভয় করে। এ দিকে আবার ধাৰ্ম্মিক, পরোপকারী, দাতা—নানা ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করে, দরিদ্রের দুঃখ মোচনে রত থাকিয়া অর্থ রাখিতে পারে না, পরের হিত করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, জমীদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে উদ্‌বাস্ত হয়, রোগীর শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং রোগগ্রস্ত হয়। যিনি ব্যবসায়ী ধৰ্ম্ম শিখিয়াছেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মে। তিনি মিথ্যা কথা কন না, প্রতারণা করেন না; কই, ঘরে বসিয়া ধৰ্ম্মতো তাঁহাকে অর্থ দেন না। অনেক ব্যক্তি, যাহাদের তিনি উপকার করিয়াছেন, প্রায়ই তাহারা তাঁহার নিন্দা করে। পরোপকার করিয়া কই তিনি জগতে মান্য-গণ্য হইলেন? তাঁহার পল্লীস্থ শত শত ব্যক্তি ধনাঢ্য অধাৰ্ম্মিকের বশীভূত, তাঁহার বশীভূত কেহই নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক অধাৰ্ম্মিক ব্যক্তির সাত পুত্রই জীবিত। তবে ধাৰ্ম্মিক হইয়া তাঁহার কি ফল ফলিল? আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে উপহাস করে, অনেকেই বোকা বলে। ইনি সত্য কথা কহিয়া মকদ্দমায় হারিয়াছেন,—ইহাতে ঘরপরে লাঞ্ছনার একশেষ! তবে আর কেন তিনি ধাৰ্ম্মিক থাকিবেন? এত দিন মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, এইবার সতর্ক হইয়া চলিবেন। আশু কতক ফলও ফলে। তিনি যে মিথ্যা কথা শিখিয়াছেন, লোকে তাহা সহজে জানিতে পারে না। লোকে বিশ্বাসপাত্র হইয়া অনেককে ঠকাইতে সক্ষম হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারেন যে, প্রতারণায় অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছে। কখন কোন্ জুয়াচুরি ধরা পড়িবে! যে সকল কাজ করিয়াছেন, ইহকালেই তার সাজা আছে। সমস্ত কথা প্রকাশ হইলে, জেল নিশ্চিত। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য মিথ্যার জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। প্রাতে কেহ ডাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সহজে তাঁর সম্মুখীন হইতে পারেন না। দিবসে হাস্যমুখে, অন্তরের ছুরি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রজনীযোগে, উপাধানে মস্তক রাখিলেই পূর্ব্ববৎ নিদ্রা আসে না। যে সকল গলদ হইয়াছে, তাহা কি গলদ কাৰ্য্য করিয়া লুকাইতে পারিবেন, এই চিন্তায় অর্দ্ধেক রাত্রি জাগরিত থাকিতে হয়। এখন আর সে শান্ত মেজাজ নাই, ভাল কথা কহিলে, বেজার হন। অসৎ

ব্যক্তির সাহায্য তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। অসৎ ব্যক্তি না হইলে তাঁহার অসৎ কার্য্যে সাহায্য দান কে করিবে? কিন্তু যাহাকে অসৎ জানেন, তাহার উপর কার্য্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই অসৎ ব্যক্তি সত্যই কি তাঁহার সাহায্য করিবে? কিম্বা তাঁহার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে? নানা দুশ্চিন্তা—তথাপি ফিরিবার উপায় নাই,—কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, চাকর বাকর, আত্মীয় স্বজন - এমন কি, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও মনের গুণে অসৎ বিবেচনা করেন। দিবসে দুশ্চিন্তা, রাত্রে দুঃস্বপ্ন—তাঁহার জীবন হলাহলময় হইয়াছে। যে অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্ম-পথে জলাঞ্জলি দিয়া, অধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতেছেন, সেই অর্থে তাঁহার পুত্রকেও পর করিয়াছে।

কত দিনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইবে,—তাঁহার পুত্রের এই চিন্তা। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন, কেবল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাঁহাকে যত্ন করিতেছে। চক্ষের উপর দেখিয়াছেন যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পাপ-পথে বিচরণ করিতেছিলেন,—সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুকালে, অজ্ঞান-অবস্থায় যখন মুখে মক্ষিকা প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাঁহার সেই অজ্ঞান-অবস্থার প্রতি কেহ লক্ষ্য না রাখিয়া—তালা-চাবি দিতে ব্যস্ত। যে যেখানে যা পাইতেছে,তাহা সরাইতেছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে শ্মশান-ভূমিতে লইয়া গেল, এদিকে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, যে সকল বস্তু তাহার নিকট জিম্মা ছিল, সেগুলি লইয়া পলায়ন করিল। সৎকার করিয়া আসিয়াই দুই পুত্রে লাঠালাঠি বাধিল। অর্দ্ধেক বিষয় উকীল-কৌন্সিল পাইল। আবার দেখেন, যে লোক জুয়াচুরি করিয়া বাবুয়ানা করিতেছিল,—এতদিনে তাহার জাল ধরা পড়িয়াছে,—নিশ্চয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হইবে। কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী, সম্পত্তি পাইয়া উপপতির বাঁদী হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে যে ঐ একরূপ ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত নয় কেন? কিন্তু তথাপি পাপের মমতা ছাড়েনা, ছাড়িবার উপায় নাই।—দুষ্কর্ম্ম চাপা দিবার নিমিত্ত দুষ্কর্ম্ম করিতে হইতেছে। অর্থ-লোভে আবার নূতন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জীবন অশান্তিময়, কিন্তু লালসাও সেইরূপ বলবতী! ইহকালের সাজাই যথেষ্ট, ইহার পর পরকাল আছে! একেবারে পরকালের ভয় মহা-নাস্তিকেরও দূর হয় না। ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট পাপী যতই দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, শরীরের বার্দ্ধক্য-অবস্থায় যতই দিন দিন বুঝে যে, চরম কালের আর বেশী বিলম্ব নাই, ততই রাত্রদিন বিভীষিকা দর্শন করে। ব্যবসায়ী ধর্ম্ম লোককে অধঃপাতে প্রেরণ করে।

কিন্তু যে মহাত্মা ধর্ম্মের বিমল মূর্ত্তি দেখিয়া ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য উপাসনা করেন, যিনি ধর্ম্মের নিকটে ধর্ম্ম-প্রত্যাশী, আর অপর প্রত্যাশা কিছুই রাখেন না, জগতে একমাত্র তিনিই ধন্য! রোগ, শোক, দুর্ঘটনা—মনুষ্য-জীবনে অনিবার্য্য,কিন্তু এরূপ দুঃখ জগতে নাই, যাহাতে সেই ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিকে বিকল করিতে পারে। শান্তিময় ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া, তাঁহার হৃদয় শান্তিময় করিয়াছে, শত্রু-তরবারি দৃষ্টে তাঁহার চক্ষে পলক পড়ে না! দুর্জ্জন পীড়নে তাঁহাকে তাপিত হইতে হয় না—ধর্ম্মবলে রোগ-শোকে অধীর নন—রাজ-ক্রোধেও তিনি ভীত হন না; সকল অবস্থায় সর্ব্ব সময় তাঁহার শান্তি! তিনি যমজয়ী—তাঁহার মৃত্যু-ভয় নাই।

এ ধর্ম্ম লাভ কিরূপে হয়? এ মহারত্ন কিরূপে অর্জ্জন করা যায়? সদ্‌গুরুর উপদেশ ও সদসদ্ বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পাপ বড় মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নর-সম্মুখে অবস্থান করে। একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে কত যন্ত্রণা দিবে, তাহা সে মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শনে অনুভূত হয় না। পাপের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়েই মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই পরমার্থ,—একটু মানসিক যন্ত্রণায় আর কি আসিয়া যাইবে!—যাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হইয়াছে,—অন্তর্দাহ যে কি কঠোর নরক, তাহা সে বুঝিতে পারে না। অন্তর্দাহের কথা শুনিয়াছে মাত্র, প্রবল ইন্দ্রিয় কখনও অন্তর্দৃষ্টি করিতে দেয় নাই। সুতরাং পাপের তাড়না, কলুষিত মনের গ্লানি, দণ্ডের আশঙ্কা যে কতদূর দুঃসহ, তাহা কিরূপে জানিবে! হিতাহিত জ্ঞান যে কত তীব্র শূল—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে বিদ্ধ করে, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত মূঢ় বোঝে না,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মের অনাস্থা।

হে ধর্ম্ম, তোমায় এত দিন ভয় করিয়া আসিয়াছি। বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি পরম বন্ধু। তোমাকে আমার সুখের বিরোধী জানিতাম। তুমি মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় শত্রু ভাবিয়াছি; তুমি সদাচার, নিষ্ঠাবান ও কর্ত্তব্যরত হইতে

উপদেশ দাও, এই নিমিত্ত তোমায় ঘৃণা করিয়াছি ; তুমি অলস হইতে নিষেধ কর, তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে নিষেধ কর, তুমি পরের অনিষ্ট করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় বাতুল ভাবিয়াছি। তুমি ধন, জন, গৌরব, সম্পদ—অনিত্য বলিতে শিখাও, তুমি সুখ-দুঃখে সমভাবে থাকিতে বলো,—মানব-জীবনে দুঃখ অনিবার্য্য, ইহাই প্রচার করিয়া থাক। দুঃখে অন্তর মার্জ্জিত হয়. সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে, সে কারণ সুখ দুঃখ উভয়কে উপেক্ষা করিতে তুমি পরামর্শ দাও।—আমি নির্ব্বোধ, বিবেকহীন,—সারগর্ভ কথা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব,—অতএব ও সকল কথার কথা জানিয়াছিলাম। তুমি যে স্বাস্থ্যদাতা, বলদাতা, সাহসদাতা, ধৈর্য্যদাতা, শান্তিদাতা—এতদিন তোমায় চিনি নাই,—হে শান্তিময়, হে নিরঞ্জন, হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার করি। শুনিয়াছি, প্রার্থনা করিলে তুমি হৃদপদ্মে আসিয়া ব'সো। হে ধর্ম্ম, যে প্রার্থনা তোমার প্রিয়, সেই প্রার্থনা আমায় শিক্ষা দাও, তোমার মোহন মূর্ত্তি দেখিবার আমায় চক্ষু দাও, তোমায় উপাসনা করিবার বল দাও!—হে ধর্ম্ম, তোমায় একমাত্র বান্ধব জানিয়া যেন আমার জীবন-লীলা সংবরণ হয়।

বিশ্বাস

['জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় (১৩১৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ, ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

যত প্রকার অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে, সাধারণের চক্ষে বিশ্বাসী ব্যক্তির তুল্য অকর্ম্মণ্য আর কেহই নয়। অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও বালকের ন্যায় তাহার তুলনা হয় না, হীনবুদ্ধি বলিয়া সে গণ্য। বিশ্বাসকে লোকে দুর্ব্বলতা বলিয়া জানে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি যতদূর অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করুক, তাহারা তাহাদের নিন্দুকের ন্যায় অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করে না। মনুষ্যের দুইটী মাত্র চক্ষু আছে, পশ্চাতে সর্প আসিয়া দংশন করিলে জানিতে পারে না ; একটু বুদ্ধি আছে, যাহাতে ৫ আর ৪ এ ৯ বুঝিতে পারেন। সেই বুদ্ধি আর চক্ষুর বলে তাঁহার বিশ্বাস যে, জগতের সমস্ত বস্তু তিনি অবগত হইবেন। অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া কথা নাই, কথাটার অর্থ নাই ;যদি থাকে, তাহা হইলে সে অন্ধ বিশ্বাস আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান ব্যক্তির,—অতদূর অন্ধবিশ্বাস আর কাহারও নাই। আপনাকে সারবান জানিয়া,তাঁহার সেই অন্ধ বিশ্বাসের অনুমোদন যে না করেন, তাহাকেই তিনি অসার বলিয়া জ্ঞান করেন। মহাপুরুষের বাক্য হৃদয়ের সরল ভাষা, অভিমানশূন্য ধীর বুদ্ধি—তিনি তাচ্ছিল্য করেন। মানব-জীবনে বিশ্বাস অপেক্ষা বলপ্রদ বৃত্তি আর নাই। তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় না ; জগতে যত মহৎ কার্য্য হইয়াছে, সমস্তই বিশ্বাস-বলে। অবিশ্বাসী গণনায় জয়লাভের কোনও আশা ছিল না। সমস্ত ইউরোপীয় রাজা বিরূপ, কোটি কোটি বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের লক্ষ সৈন্য মাত্র। গণনায় জয়লাভের কোনও আশা ছিল না, বিশ্বাস-বলে জয়লাভ হইল। তিনি অদৃষ্টবাদী, অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইতিহাসে ভূয়োভূয়ঃ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস-বল শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, যত প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগতে হইয়াছে, বিশ্বাস তাহার মূল, শক্তির ভাব বর্ত্তন (Conservation of Energy) যাহার তুল্য আবিষ্কার আর ইদানিং হয় নাই, ইহা বিশ্বাসমূলক। যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শক্তির কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। এই বিশ্বাসমূলক আবিষ্কার-বলে মানব কর্ত্তৃক নায়েগ্রার জলপ্রপাত সংসার-কার্য্যে দাসরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। যত প্রকার উচ্চকার্য্য সংসারে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে—সমস্তই বিশ্বাস-বলে। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইতেছি, বিশ্বাস অতি দুর্ব্বলতা, হীনতা। আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান যতপ্রকার বিশ্বাস-বিরুদ্ধ নাম দিতে চাহেন, সে সকলই বিশ্বাস-বিরুদ্ধে আখ্যা করিলাম। কিন্তু মানব-জীবনে চাই কি ? মহা তিতিক্ষাপ্রিয়, মহাকার্য্য-কৌশলী, কান্তারপ্রিয়, বিপদাকাঙ্ক্ষী—যত প্রকার লোক সংসারে থাকুন, এ কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজ সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। বিলাসীর বিলাসে সুখ এবং তাঁহার তিতিক্ষায় সুখ—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু তিনি যে সুখ-আশায় মুগ্ধ আছেন, এ পক্ষে সন্দেহ নাই। যিনি ইহা অস্বীকার করেন, হয় তিনি কপটী নচেৎ তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় বুঝেন না। তাঁহার সুখ এবং বিশ্বাস-সুখ একবার তুলনা করিয়া দেখুন। বিশ্বাসী মনে করেন,—"তাঁহার অনন্ত জীবন, এই অনন্ত জীবনে সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার অনন্ত সহায়। সংসারে ক্ষণিক দুঃখ হয়, কিন্তু সে দুঃখ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত।" মানব-শরীরে তিনি দেব-দেহধারী। তাঁহার আনন্দের সহিত হে বিজ্ঞ ! তোমার আনন্দ একবার তুলনা কর। হে গণনাবিদ্, তোমার গণনায় তুমি জান না, তুমি কি ছিলে ? তোমার গণনায় তুমি জান না, তুমি পরে কি হইবে ? বর্ত্তমানে, যদি তুমি যথার্থ গণিত-শাস্ত্র প্রিয় হও,—বর্ত্তমানে পর-মুহূর্ত্তে কি হইবে,—তাহা তোমার গণিতশাস্ত্র স্থির করিয়া দিতে পারিবে না। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও তাহারও মূলে বিশ্বাস। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইলাম, শাস্ত্র বিশ্বাসমূলক নয়—যুক্তিমূলক। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও ধর,—গণনায় দেখিয়াছ যে, কল্য উত্তম যান চড়িবে, কিন্তু ট্রামওয়ে হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তির জুড়ি চড়িয়া ঘরে আসিবে, কি তোমার স্বকৃত উত্তম যান হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সচরাচর লোকে জ্যোতিষ-গণনা সম্বন্ধে বলিয়া থাকে,—"লাভের বেলা ব্যাং, লোকসানের বেলা ঠ্যাং।" যত প্রকার শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া থাক, বর্ত্তমানের পর-মুহূর্ত্তের মঙ্গলামঙ্গল স্থির করিতে পার না। কিন্তু বিশ্বাসী (অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া গালি দেন) কিন্তু বিশ্বাসী নিশ্চিত করিয়াছে,—আগে কি ছিল, পরে কি

হইবে। বর্ত্তমান অমঙ্গল—সে অমঙ্গল বলিয়াই গণনা করে না। অমঙ্গল-দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত, প্রেমময় পিতা তাহাকে তাড়না করিতেছেন। এই আমীরের সহিত সংসারের কি সম্পত্তি লইয়া, কি মান লইয়া, কোন্ সিংহাসনে বসিয়া আপনার তুলনা করিবে ? তুমি জগত দুঃখপূর্ণ জান, এই দুঃখময় জগত বিশ্বাসীর পিতৃরাজ্য।

এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস লইয়া দুইটা হৃদয়ের কথা কহিয়াছি। যুক্তি করিয়া দেখি, প্রথমতঃ তোমাকে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি। আমরা অন্ধ বিশ্বাস বিশ্বাস করি না,—বিশ্বাস অন্ধ হয় না। মহাযুক্তিবান, একবার যুক্তি করিয়া দেখ, যুক্তি বা যে কারণেই হউক,—তুমি যাহা বিশ্বাস কর, তাহার নাম সত্য। যুক্তি করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ? যেমন চুণ-হলুদ মিশিলে আর এক প্রকার রং হয়—বিশ্বাস কর। যাহা তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ে দেখিয়াছে, তাহাই তোমার বিশ্বাস অর্থাৎ তোমার বিশ্বাসই সত্য। অতদূর বিশ্বাস করিও না, তোমার শাস্ত্রেই তাহা নিষেধ করিবে। আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার—অন্যান্য আবিষ্কারের ওলট পালট কথা এখন রাখিলাম,—আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার এই যে, কতক পরিমাণে তাড়িৎ-গমনে মৃত্যু হইতে নিস্তার নাই। কিন্তু শত সহস্র বা কোটি কোটি যে তাড়িৎ-প্রবাহ পৃথিবীতে সম্ভব, সে তাড়িৎ-প্রবাহে মানুষ মরে নাই। বিজ্ঞানবিদ্ টেস্‌লা তাহার প্রধান আবিষ্কারক। Gravitation যে নিয়মে কথিত আছে—বিশ্ব চলিতেছে, তাহা আপাততঃ তাড়িৎ-ক্রিয়া কিনা ইহা অনেক বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়। মাংসপিণ্ডে কীট জন্মায়। বৈজ্ঞানিক ধারণা করিয়াছিলেন যে, জড় হইতে চৈতন্য উদ্ভব হইয়াছে ; এই মতের নাম—'এসপনটেনিয়স জেনেরেসন।' সে মতের বিপ্লব ঘটিয়াছে ; একনস্টিক টিণ্ডেল উক্ত মতের বিরোধী, তিনি ইন্দ্রিয়-সম্ভূত যুক্তি অনুসারে স্থির করিয়াছেন যে, জীব জীব হইতে উৎপন্ন। যত প্রকার বৈজ্ঞানিক মত-বিপ্লব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে, আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কাল এক-মত চলিতেছিল, আজ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী মত স্থাপিত। কে জানে, আগামী কল্য আবার কি হইবে। পীড়িত অবস্থায় চিকিৎসা-বিদ্যার উপর আমরা জীবন অর্পণ করি। চিকিৎসকের বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতার কথা আপততঃ দূরে থাকুক। বিবিধ প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরস্পর মত-বিরোধের কথা দূরে থাকুক, এক শ্রেণীর শাস্ত্র দিন দিন উল্‌টাইতেছে,যথা পূর্ব্বে অ্যালোপ্যাথেরা জানিতেন,জ্বর রোগে রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এক্ষণে রক্তমোক্ষণ করিলে, নিশ্চয় মৃত্যু, সমস্ত অ্যালোপাথিক চিকিৎসকের ধারণা। দুইজন চিকিৎসকের মত প্রায়ই ঠিক হয় না। এইরূপ বিপ্লব স্থলে কোন্ যুক্তি অনুসারে বিশ্বাস দ্বেষী বুদ্ধিমান-চিকিৎসক-হস্তে তাঁহার জীবন অর্পণ করেন !

আইনজ্ঞের মধ্যেও দুই ব্যক্তি একমত নন। আবার প্রত্যেক আইনজ্ঞই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষেই এক কালে মত দিয়া থাকেন। কোন্ যুক্তি-বলে বিশ্বাস-দ্বেষী ঐ সকল ব্যক্তির উপর তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন ?--উত্তর করিবেন, আর উপায় কি !

সকলের মতে গণিত-শাস্ত্রের ন্যায় নিশ্চিত শাস্ত্র আর নাই। সেই গণিত শাস্ত্রে ২ কাহাকে বলে ? যদি এইটিকে ১ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐটির নাম ২। প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যের নাম রেখা। পরিসরহীন স্থানের নাম বিন্দু, এই সকল লইয়া গণিত শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ ? এই সকল সত্য বলিয়া জান কেন ? বুঝিয়া দেখ, তাহার অপর কোনও কারণ নাই,তুমি বিশ্বাস কর—এই মাত্র কারণ। এ পর্য্যন্ত তোমারই মত অনুসারে চলিতেছিলাম ; এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, হে বিশ্বাস-দ্বেষি, সত্য জানিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। হে বিদ্যাভিমানি, তুমি যদি কিছু জান, জানা উচিত যে তুমি অন্ধ। তোমার কোন কথা জানিবার অধিকার নাই। জানিবার অভিমান রাখিলে, অতি তীব্র ভাষায় তোমারই যুক্তি তোমাকে তিরস্কার করিবে। তোমারই যুক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কিরূপে জানিয়াছ, যে যুক্তি দ্বারা কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছ,সে যুক্তি ভ্রান্তি-মূলক নয় ? যে সকল সিদ্ধান্তের উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত, সেই সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য কি প্রকারে জানিলে ? সমস্ত সিদ্ধান্ত, যাহার উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত,তুমি কি পরীক্ষা করিয়াছ ? যদি করিয়া থাক, অসম্ভব কথা ; যদি করিয়া থাক, পরীক্ষা কালীন তোমার ভ্রম হয় নাই—কিরূপে নিশ্চিত করিলে ? যতই পরীক্ষা কর, যতই যুক্তি কর, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তোমায় চলিতে হইবে। বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে—এইটী সত্য,তাহার পরে যুক্তি চলিবে। যত যুক্তি—মূলে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের নিন্দা কর। তুমিই যথার্থ অন্ধকূপে পতিত।

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

(১) গুরুর প্রয়োজন

['উদ্বোধন' পাক্ষিকপত্রে (১৫ই ভাদ্র, ১৩০৯ সাল, ৪র্থ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

পরকাল চিন্তা করে না, এমন মনুষ্য নাই। মৃত্যুর পর কি হয়, এ চিন্তা সকলকেই ব্যাকুল করে। পরকাল নাই, একথা দৃঢ়রূপে বলিতে কেহ পারে না এবং পরকাল আছে, ইহা ঠিক ধারণা করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। প্রায়ই সন্দেহ একেবারে দূর হয় না। পরকাল চিন্তা করিতে ঈশ্বর চিন্তা আসে; ঈশ্বর আছেন কি না—এ সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ মনে উঠিতে থাকে। একেবারে নাস্তিক প্রায় কেহ হয় না এবং ঠিক আস্তিকও অতি বিরল। এখানেও সন্দেহ। নাস্তিকেরা বলেন,—'ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ পাই না।' বিষয় দুর্জ্জেয়, কালে কেহ প্রমাণ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রমাণ নাই বলিয়া, নিশ্চিন্ত হওয়াও কঠিন। যিনি প্রমাণাভাব বলেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একবার কল্পনা করুন, কিরূপ প্রমাণ পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। অনেকেই চিন্তা না করিয়া বলিয়া দেন, যেমন চুণে হলুদে মিশাইলে লাল হয়, তাহা মিশাইয়া প্রমাণ করা যায়; আগুনে পোড়ে; এরূপ যদি প্রমাণ পাই, তাহা হইলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়, জড় পরীক্ষায়, জড় সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ পায়, সে প্রমাণে যাহা চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। জড় সম্বন্ধে কোন সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নয়। দেখিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তি-বলে সূচিকা নড়িল। বুঝিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা সূচিকা নড়ে; সূচিকা কি, জানি,—বৈদ্যুতিক শক্তি কি, তাহাও কতক বুঝিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কিছু জানা নাই। যদি বলেন, ঈশ্বরকে দেখিলে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা কাহাকে বলে? চোখে দেখিয়া?—স্পর্শে?—বা কিরূপ দেখিলে তিনি বিশ্বাস করেন? এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত আছে, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন,—তিনি ঈশ্বর? কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার ঠিক ধারণা হইবে? আমরা অসীম অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরের উপাধি দিয়া থাকি। যাহা অনন্ত, তাহা চক্ষু বা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, একথা যুক্তিতে পরিহাসের বিষয়। তবে কিরূপ প্রমাণ আবশ্যক? যদি কল্পনা করেন যে, কল্য টেলিগ্রাফ আসুগ যে, তাঁহার পুত্রকে রুষেরা 'জার' (Czar) পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর মানিবেন। এরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটন হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইল না। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে এরূপ ঘটনা সংবদ্ধ ছিল, তাহা অনায়াসে যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ হইবে। যেহেতু অকারণে রুষেরা তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবে না; কার্য্য হইলেই তাহার কারণ থাকিবে। মৃতব্যক্তি জীবিত হইয়া আসিলেও, প্রথমতঃ সে সত্য মরিয়াছিল কি না, তাহার প্রতি সন্দেহ, যাহারা তাহাকে মরিতে দেখিয়াছিল, তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস; স্বয়ং যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, যে, এক ব্যক্তি মরিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনও তাহার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে যে, হয়তো মরে নাই। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাহাকে মৃত বলিয়া সকলে জানিয়াছিল, যাহাকে গোর দিতে অনেকে দেখিয়াছিল, শেষ প্রমাণ হইল যে, সে মরে নাই। চটুকে নভেলে পিতামাতা, আত্মীয় সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা অনেক আছে। পুরাবৃত্তে হঠাৎ একজনকে রাজা নির্ব্বাচন করার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈশ্বর-সাহায্য ব্যতীত রাজা

হওয়াও অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। যেমন আরব্যোপন্যাসে "আবুহোসেন" একদিন বাদ্সাহ হইয়াছিল।

এইরূপ শত শত অসম্ভব কল্পনা ফলবতী হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হইল না। যাদু, ভেলকী, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি যুক্তি আসিয়া, যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব অনুমিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভব করিয়া দিবে। শুনা যায়, একবার না কি জাহ্নবী জলশূন্য হইয়াছিল। এ ঘটনা ইতিহাসমূলক,—এ ঘটনার সম্বন্ধেও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। যদিও কোন্ নিয়মে ইহা হইয়াছিল, তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তথাপি যে, এই ঘটনায় "ঈশ্বর ইচ্ছাই কারণ" এ কথা কেহ বলেন নাই। অজ্ঞানিত প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহা ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত। যত প্রকার অলৌকিক কার্য্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউক না, সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করি। অদ্ভুত কোন স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে আমরা বলি, কোটি কোটি স্বপ্ন দেখি, তাহার মধ্যে একটা মিলিয়াছে, এই মাত্র। অসাধ্য রোগের আরোগ্য হেতু বিশ্বাস, কোন অলৌকিক দর্শনের হেতু মস্তিষ্কের বিকার। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে বৈজ্ঞানিক কারণে এই সকল কার্য্য হইয়াছে, ইহাই স্থির করা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সন্দেহ ছিল, সেইরূপ সন্দেহই থাকে।

তারপর এরূপ প্রমাণ চাওয়া অসঙ্গত। ঈশ্বর তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল নন। যদি এরূপ প্রমাণ দিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর নন। বরং যাঁহাদের কাছে তিনি এরূপ প্রমাণ দেন, তাঁহারা তাঁর ঈশ্বর। মোট কথা এই, বুদ্ধি দ্বারা এরূপ প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা অসিদ্ধ, তাহা মানিব কেন? শাস্ত্র বলেন যে, মনোবুদ্ধির অগোচর ঈশ্বর, ভক্তের গোচর হন। শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিয়া যে মহাপুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছেন,—তিনি বলেন, আমি ঈশ্বর পাইয়াছি। কেবল তিনি পাইয়াছেন, তাহা নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বরলুব্ধ ব্যক্তি মাত্রেই, নিঃসন্দেহ ঈশ্বর লাভ করিবে। দেখা যায়, সে মহাপুরুষ নিষ্কাম, অথচ সাধারণ সকাম ব্যক্তির ন্যায় দ্বারে দ্বারে এ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তর্কের নিমিত্ত, ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলে, যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি অতি নির্ম্মল হইবেন, কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে, যিনি ঈশ্বর আছেন, প্রচার করেন, তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। যাঁহার ঈশ্বর লাভ হইয়াছে, তাঁহার সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রচারক ও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, ইহা শত পরীক্ষায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই, এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া, সেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। ইহারও শত পরীক্ষায় শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরলব্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণ এই মহাপুরুষে প্রকাশ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ পাইলাম, কিন্তু ঈশ্বর অসিদ্ধ,তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ বাধা জন্মিল।

এক্ষণে সন্দিহানচিত্ত মনুষ্যের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? ঈশ্বর আছেন কি না, যাঁহার জানিবার সাধ, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? সদ্যুক্তি অবশ্য বলিবে, এই মহাপুরুষের আশ্রিত হও। যদি ঈশ্বর চাও, এই গুরুর আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহাই করো। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি কোন নীতি-বিরুদ্ধ কথা বলেন না। যে সকল আচার অবলম্বন করিতে তিনি আদেশ দেন, তাহাতে মানব-হৃদয় অতি উচ্চ হয়। তিনি সত্যবাদী হ'তে বলেন, জিতেন্দ্রিয় হ'তে বলেন, হিংসাদ্বেষাদি পরিহার করিতে বলেন, নির্ম্মল চরিত্র ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলেন, এবং দৃঢ় করিয়া বলেন, - এই সকল অনুষ্ঠানে, নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ হইবে। সত্য যিনি ঈশ্বর লাভ করিতে চান, তিনি এই গুরুকে শত প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশ-মত ব্রতী হইবেন নিশ্চয়। গুরু বলেন, 'এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমার সন্দেহ দূর হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।' গুরু বলেন,—"আমার সন্দেহ তিনি দূর করিয়াছেন।"

সন্দিহান চিত্ত আপত্তি করিতে পারে, এ মহাপুরুষ অতি উচ্চ ব্যক্তি সত্য, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইনি তো ভ্রমে পড়েন নি? যেমন কি-না-কি একটা দেখিয়া লোকে বলে, ভূত দেখিয়াছে,—ইঁহার তো সে অবস্থা নয়? এ আপত্তির উত্তর একটী আছে,—মনোবুদ্ধির অগোচর পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করাই সম্ভব। এই মহাত্মা আত্মাতে পরমাত্মা

অনুভব করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে যাহা হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাহা ভুল নয়। ক্রোধ হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি—ভুল নয়। দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি—ভুল নয়। তবে যে, গুরু বলিতেছেন, অসীম অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, তিনি অনুভব করিয়াছেন, সত্যসেবী মহাপুরুষের কি সেইটী ভুল? সন্দেহ নির্মূল না হইতে পারে, কিন্তু এরূপ চিন্তায় সন্দেহের বেশী জোর থাকে না, ইচ্ছা আপনি উদয় হয়—এই মহাপুরুষের অনুসরণ করি। শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর লাভ হয়। ইনি বলেন, লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র কত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র-বাক্য ইঁহার জীবনে পরীক্ষিত। অতএব নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তি বুঝিবে যে, গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত, আমার আর উপায় নাই।

---

(২) "তাও বটে—তাও বটে"

['তত্ত্বমঞ্জরী' (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮ সাল) মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত]

পরমহংসদেব বলিতেন,—"তাও বটে—তাও বটে!" এই সামান্য কথায় কত জটিল তর্কের মীমাংসা হইয়াছে। এক দিন একজন শিষ্য সাকার নিরাকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে।" এই কথা শ্রবণে, উপস্থিত শ্রোতার মনে যে কি বিপুল ভাবের বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটে বলিতেছি—আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটী শুনিয়া মনে উদয় হইল যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর,—একেবারে তিনটী ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেলেন! এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর বৃহৎ আভাস আসিয়া উদয় হইল। শুষ্ক তার্কিক বুঝিল, যে সাকার-নিরাকার এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ বস্তু বিশেষিত হয় না। তিনি বলিলেন, "তাও বটে—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে।" "আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে,"—এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই পরম গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল। বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে, তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপ বুদ্ধি উদয় হইলে, মনোবুদ্ধি লয় পাইবে। এই লয়ের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ যে পরমানন্দের কথা, তাহার আভাস পাইলাম। পূর্ব্বে শুনা ছিল, যে, শুষ্ক জ্ঞানপন্থীরা নির্ব্বাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্ব্বাণ আর একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্ব্বাণ,—রসের সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ—মধুর নির্ব্বাণ—প্রার্থনীয় নির্ব্বাণ। ভক্তি-স্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে,—সেই মহাসাগর মাঝে নির্ব্বাণ! আশ্চর্য্য গুরু—আশ্চর্য্য উপদেশ! জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লইয়া বিচার একেবারে দূরীভূত। ইহাতে "চিনি হওয়া—চিনি খাওয়ায়" তর্ক নাই। আনন্দ-সাগরে আনন্দময় হওয়া, আনন্দ-সাগরে আনন্দ আস্বাদ করা—উভয়েই এক কালে।

প্রভুর আর একটী কথার সহিত ইহার সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হইল। গুরু বলিতেন,—"তিনি রস,—আমরা রসিক।" কথাটী কি আনন্দময়! কথাটী শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যে দিন—"তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে, তাও বটে।" এই

কথাটী শুনিয়া রস কি তাহা বুঝিলাম, তখন সে রসে রসিক হওয়া কি, তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উঠিতে লাগিল যে, সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসারিক কলরব উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মায়া কি নয়—এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? কেন সৃষ্টি হইল,—কেন সংসার এমন? এ পুত্র—এ কলত্র,—এ কথা কে কাণে তোলে? কে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখে? গুরু বলিতেন,—"কে জানে তোর গাঁই গুঁই। বীরভূমের বামুণ মুই।" দেখিলাম—গাঁই গুঁই জানিবার প্রয়োজন নাই। উপদেষ্টারা আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন,—"এ ত্যাগ কর, ও ত্যাগ কর। এরূপ হও—সে রূপ হও!" এ সব গাঁই-গুঁই আর কিছু প্রয়োজন নাই। যে রসোন্মত্ত—সে আর ত্যাগ করিবে কি? রস-সাগরে রস পান করিতেছে; কি তার আছে বা না আছে,—কি ছিল বা না ছিল,—জরা-মৃত্যু প্রভৃতি যাহার ভয়ে সংসার অভিভূত—এ সকলের ধার সে রসোন্মত্ত ধারে না। সে উন্মাদ—মাতাল!—সে ও সকল কথাই বুঝিতে পারে না। "জগদীশ্বর" এ নামের সহিত এ রস। এ নামের সহিত এ ভাব-সাগর। নামে যে মহাভাবে আচ্ছন্ন হইতে হয়,—সে আচ্ছন্ন অবস্থায় হৃদয়-ক্ষেত্রে বাসনা উঠা অসম্ভব।

"তাও বটে—তাও বটে, আর কিছু যদি থাকে—তাও বটে।" 'আর কিছু যদি থাকে,' এ কথা মনে আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়! চিন্তাতেই চিত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও কি? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? যেন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, সে দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নির্ব্বাক রাজ্য! ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া আমি মূঢ় বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, "মন্ত্র মূলং গুরুর্ব্বাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু-কৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই—"মোক্ষ মূলং গুরোঃ কৃপা।"

—

(৩) নিশ্চেষ্ট অবস্থা

['উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩১০ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে, পরমহংস দেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়া ছিলাম যে, ইহা একটী উত্তেজনা বাক্য, গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে, বার বার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে—আমার রক্ষাকর্ত্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়। এই উচ্চ শিক্ষাই ঈশ্বর-লাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় সাধনা আরম্ভ হয়, এত দিনে তীর্থ ভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, দিবারাত্র বলে—"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি এখন কোথায়?" এই উচ্চ শিক্ষা গৃহে অতি কঠিন। কখনো জনশূন্য তুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ আহার দেয় নাই; তাঁহার অর্জ্জিত অর্থে প্রত্যহ পোলাও কালিয়া মেলে, কখনো পথহীন কান্তারে প্রবেশ করেন নাই; সে কান্তারে রক্ষাকর্ত্তা আছেন কিনা, তাহা তিনি জানেন না; রাজশাসিত রাজপথে সুখময় যানে বসিয়া

যাতায়াত করেন ; পীড়ার সময় ডাক্তার আছে, নারায়ণ বৈদ্য ও গঙ্গোদক ঔষধ, এ অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেন নাই ; বৈষয়িক কার্য্যে কৌন্সলি আছে, সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা— ভাল কৌন্সলি দিয়াছেন,—তিনি যে নিরাশ্রয়, এ কথা তাঁহার উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর তরঙ্গে সাগর-নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয় ; তুঙ্গ শৃঙ্গে যিনি সন্ন্যাসীকে আহার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্য আহার দিতেছেন। অর্থ সম্পদ্ সকলই তাঁহারই দান, জলবুদ্বুদের ন্যায় এখনই লয় হইবার সম্ভাবনা ; প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা ; চতুর্দ্দিকে বিপদ্-জাল, বিপদ্ কালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয় ;—তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বিষয়-বিজড়িত মলিন বুদ্ধি কিছুতেই বুঝিতে দেয় না যে সাগর নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আমরা নিরাশ্রয়। চক্ষের উপর বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নিত্যই দেখিতেছি। এই আছে এই নাই—যেন ভাসিতে ভাসিতে সাগরের জলে ডুবিয়া গেল। এই ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, পদ্মা ভাঙ্গিয়ে নিলে, রাজা ছিল—ভিখারী। এই স্বজন দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত—মৃত্যু সময় তালা দিতে সকলে ব্যস্ত, শয্যা-পার্শ্বে শুশ্রূষার নিমিত্ত কেহই নাই। দারুণ রোগের যন্ত্রণা, বিচক্ষণ ডাক্তার বসিয়া আছে, উপশম হইতেছে না। তথাপি নিরাশ্রয় জ্ঞান হয় না। ঘোর বিপদে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় জ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। আবার ভুলিয়া যায়, আমি নিরাশ্রয়, এই মহাজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যবান, এই সংসারে থাকিয়া সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমহংস, তাঁহার পক্ষে সংসার-গৃহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয় ? পরমহংস-দেব বলিতেন—'হয়'। আমরা দেখিয়াছি,—হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ-চরিত্র বর্ণনা করা আমার কতদূর সাধ্য জানি না, কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ,—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রাম নিবাসী,—ইনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান, শুনিয়াছিলেন যে, ডাক্তার, উকীল, দালাল, এদের ঈশ্বর লাভ হওয়া কঠিন। নাগ মহাশয় (আমরা সকলে তাঁহাকে 'নাগ মহাশয়' বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্সটী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারি করিতে গিয়া, দর্শনীর পরিবর্ত্তে রোগীর পথ্য অনেক সময়ে নিজে দিয়া আসিতেন, কোন দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, দোকান-দারকে করজোড়ে বলিতেন, "কৃপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন।" দোকানদার যাহা দিল—তাই। ঘরের বাঁশ-বাঁকারি ভাঙ্গিয়া অতিথিকে কাট দেওন,—গৃহ আছে, স্ত্রী আছে—ইনি গৃহী। কিন্তু ইঁহার সন্ন্যাসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মচেষ্টা রহিত। একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্বে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাঁহার পরিবার যাহা জিনিষ-পত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন, —"কি করিতেছ ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে রক্ষা করিবে ? আইস—আমরা অগ্নিদেবের স্তব করি, যাহাতে রক্ষা হয়।" সত্যই রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনে হউক বা যাহাতেই হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত ? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই নয়। আলস্য বশতঃ যদি কখনও নিশ্চেষ্ট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট হওয়া একটী অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়। তোমার বাসনা—তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইতে পার। কায়-মনোবাক্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেষ্ট হইতে পারিবে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। নতুবা আমি নিশ্চেষ্ট হইয়াছি—এই ভাণ জীবনে বিড়ম্বনা। যাহারা অপদার্থ, কার্য্যে উদ্যমশূন্য, তাহারাই অদৃষ্টে যাহা আছে বলিয়া (প্রকৃত নিশ্চেষ্ট হয় না) কার্য্যে বিরত থাকে। নিয়ত দৈবজ্ঞের নিকট কখন সুসময় আসিবে, তাহা জানিতে ব্যগ্র হয়; বিপদে অধীর ও সম্পদে উল্লসিত, নিশ্চেষ্ট ভাণে তাহাদের জীবনযাত্রা একটী বিড়ম্বনা, তাহারা তমোগুণের আদর্শ। সংসারে এই সকল ব্যক্তি লক্ষ্মীছাড়া; কিন্তু যিনি

পঞ্চম পুরুষার্থ সম্পন্ন, ভগবানের উপর আত্ম নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট,—তিনি মহা ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, লক্ষ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখ-দুঃখে অটল, সঙ্কল্প-বুদ্ধি-রহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃ-সংসার জ্ঞানে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শতগুণে কঠিন। সন্ন্যাসীরা তো ফক্কড়, ফাঁকি দিয়াছে। আমরা সেয়ানা হইয়া সকলের কাছে ফাঁকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা বুদ্ধি দূর হইয়া যেন আপনাকে " সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় " জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেন 'তুমি একমাত্র রক্ষাকর্তা' এই বোধ সকল অবস্থায় অচল থাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে পারি।

—

বৈষ্ণবী

(ঐতিহাসিক নাটক)

চরিত্র

(পুরুষ)

আওরঙ্গজেব	...	ভারত সম্রাট।
হামিদ খাঁ বিষণ সিংহ	...	আওরঙ্গজেবের সেনাপতিদ্বয়।
কারতরফ খাঁ	...	মোগল-দুর্গাধিপ।
মীরসাহেব	...	কারতরফ খাঁর সেনানায়ক।
করিম	...	কারতরফ খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য।
মহান্ত	...	সৎনামী পণ্ডিত।
ফকিররাম	...	সৎনামী পরিব্রাজক।
রণেন্দ্র	...	মহান্তর শিষ্য।
চরণদাস	...	ফকিররামের শিষ্য।
পরশুরাম	...	সৎনামী ধনাঢ্য যুবক।
রঘুরাম	...	রাজপুত্র।

আওরঙ্গজেবের মন্ত্রী, সুবেদার, রহিম, আবদুল, কৃষক, নাগরিকগণ, সৎনামী-যুবাগণ, সৎনামী সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, দূতগণ, মুসলমান-সৈন্যগণ, পারিষদগণ, পাইকগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

বৈষ্ণবী	...	মহান্তর কন্যা।
মোহিনী	...	ঐশ্বর্য্যশালিনী বৃদ্ধা বারাঙ্গনা।
গুল্‌সানা	...	কারতরফ খাঁর কন্যা।

পান্না, যুবতীগণ, সখিগণ, সৎনামী নারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মহান্তের আশ্রম-সম্মুখ

মহান্ত ও বৈষ্ণবী।

মহান্ত। মা, দুটি খাওগে না—বেলা হ'লো।

বৈষ্ণবী। না না—এখন আমি ভাব্‌বো।

মহান্ত। কি ভাব?

বৈষ্ণবী। তা কি আমি জানি, তা জানি না। কি ভাবি—অনেক দূর, অনেক দূর, কত কি, কত কি!

মহান্ত। দেখ মা, বোঝো, আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, আর তোমার ত্রিভুবনে কেউ নাই, আমি ম'রে গেলে কি হবে?

বৈষ্ণবী। না না, মরো না বাবা, মরো না, আমি এখন ভাবি।

মহান্ত। তোমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে?

বৈষ্ণবী। কে জানে। বাবা, তুমি আকাশ দেখ না? দেখ না, দেখ না, কত কি আছে! কত কে আসে!

মহান্ত। কি দেখ?

বৈষ্ণবী। জানি না।

মহান্ত। আমার কথা তুমি বোঝ না কেন? দেখ কন্যাপুত্রের লোক প্রার্থনা করে, বৃদ্ধকালে সেবা ক'রবে ব'লে। তুমি কি বুঝতে পার না, তুমি অমন ক'রে বেড়াও, তাতে আমার মনে কত দুঃখ হয়। এখন আর বালিকা নও, যুবত

হ'য়েছ ; দিন নাই, দুকুর নাই, সাঁঝ নাই, সন্ধ্যা নাই—একলা নদীর ধারে, গাছতলায় গিয়ে ব'সে থাক, লোকে আমায় তাতে নিন্দা করে, তা জান ?

বৈষ্ণবী। আমি ঘরে থাকতে পারি না বাবা,—আমার মন হুহু করে বাবা !

মহান্ত। হাঃ—একটী রাঙ্গা বর আনবো, বিয়ে করবি ?

বৈষ্ণবী। না না, ও কথা শুনতে নাই, ও কথা শুনতে নাই !—এই দেখ, আমার বুকের ভিতর মানা ক'চ্চে শুনতে নাই ; ব'লো না, ব'লো না, তা হ'লে আবার চ'লে যাবো, আবার চ'লে গেলে আর আসবো না।

মহান্ত। আচ্ছা, খেগে যা ; তুই না খেলে আমি তো খাই না জানিস ?

বৈষ্ণবী। কি ক'রবো বাবা !

মহান্ত। হা আমার অদৃষ্ট ! গৃহিণী কৌমারীব্রত ক'রে কি কন্যা রত্নই আমায় দিয়ে গেছেন ! মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছে, কন্যাকে কিছু ব'লবো না। আচ্ছা, তোমার অনুরোধই রক্ষা ক'রবো, কন্যাকে কিছু ব'লবো না ; কন্যার অদৃষ্টে যা আছে, হবে। রণেন্দ্র আমার পুত্র অপেক্ষা অধিক, আমার অবর্ত্তমানে সে বোধ হয়, আমার কন্যাকে ফেলতে পারবে না।

(ফকিররামের প্রবেশ)

কি ফকির, হাসছ কেন ?

ফকির। আমোদে প্রাণ ভ'রে গেছে,—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কাবুল হ'তে ফিরে আসছেন—তাই আনন্দে আর বাঁচছি না ! এবার শুনছি, কাবুল হ'তে বিশেষ শিক্ষা পেয়ে আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ আরও কিছু অধিক পরিমাণে হবে।

মহান্ত। হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেব বাদসার আর স্নেহ কি ?

ফকির। কেন মহান্তজী, তোমরা তো টোল ক'রে ক'রে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্ব্বাণ লাভ করো। কেহ যদি মারে, সে কিছু নয়—স্বপ্ন মাত্র ! বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্ন মাত্র ! স্ত্রীও নাই—বাড়ীও নাই। একমাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে,সেও স্বপ্ন—কিছুই নয়, মায়া ! খালি নির্ব্বাণ হবার চেষ্টা করো ! তা আওরঙ্গজেব বাদসা সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত হিন্দুর আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্ব্বাণমুক্তি দান করবেন ; তিনি দিল্লীশ্বর—জগদীশ্বর, সব পারেন কি না !

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ !

মহান্ত। কিরে বৈষ্ণবী, এখনো ব'সে রইলি, খেতে গেলি নি ?

ফকির। খাওয়া কি মহান্তজী, নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ !

মহান্ত। ব্যঙ্গ রাখ, তোমার কথাটা কি ? আওরঙ্গজেব বাদসা কি হিন্দুদের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন ?

ফকির। আরে ক্রুদ্ধ কেন ? দেখছেন, হিন্দুরা বহুকাল হ'তে সাধন ক'রে ক'রে মনুষ্যাকার বৃক্ষ-প্রস্তর হ'য়ে সব সহ্য ক'চ্চে, কেন না, শেষে মুক্তিলাভ ক'রবেন। এতদিনে বোধ হয়, সাধন-ক্রিয়া সমাপ্ত হ'য়েছে ; সেই নিমিত্ত পরমদয়াল বাদসা—মোগলরূপী জগদীশ্বর কৃপা ক'রে মুক্তিদান ক'রবেন।

মহান্ত। আচ্ছা ফকির, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন ?

ফকির। কে ব'ল্লে ব্যঙ্গ করি ? আ মরি মরি, এমন চমৎকার শাস্ত্রব্যাখ্যা ! মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জানতেন যে, অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ ক'রে ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছ-পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য ক'রবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তা হ'লে বোধ হয়, শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং নিজে তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ !

মহান্ত। তোমার বিবেচনায় কি শাস্ত্রকারেরা ভ্রান্ত ?

ফকির। ভ্রান্ত নয় ?—ঘোর ভ্রান্ত ! তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কালে দিগগজ দিগগজ পণ্ডিত হবে, শাস্ত্রের উপর টীকা চালাবে ; যে অর্থে শাস্ত্র লিখেছেন, সে অর্থ আর থাকবে না।

মহান্ত। ফকির, বৃদ্ধ হ'লে, আজও বুঝলে না যে, রজোগুণে মুক্তি হয় না ; রজোগুণে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, জীবকে বাসনায় জড়িত করে।

ফকির। আর তমোগুণে জড় হ'য়ে বাসনার হাত এড়ায় !

মহান্ত। মুর্খ ! আমি কি সে কথা ব'লছি, তমোগুণে অলস জড় হয়। কুম্ভকর্ণ তমোগুণের আদর্শ। সত্বগুণ

উদয় হ'লে তবে পরমার্থ লাভ হয়—যেমন বিভীষণ। রজোগুণী রাবণ,—দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ, এই তো তার ফল?

ফকির। আপনার কি ধারণা যে, হিন্দুস্থানে সকলে সত্ত্বগুণী, তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়!—একবার চক্ষু খুলে দেখ যে, ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন, অলসে কুম্ভকর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে! অনলস হ'য়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হবে। ভগবান্ ব'লেছেন, কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ ক'র্‌তে পারে? সৎকার্য্য-ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্ব্বাণে অধিকারী। জড় হ'য়ে থাকলে যে সত্ত্বগুণী হয়, তা মনে ক'রো না। আমাদের অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ—তারা তমসাচ্ছন্ন নয়—রজোগুণী বীরপুরুষ। বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্কের প্রয়োজন নাই। এখন তোমার কথাটা কি, বুঝিয়ে বল না?

ফকির। এই যে তোমায় ব'ল্লেম;—কাবুলের যুদ্ধে গিয়ে বাদ্‌সা তলোয়ার খেয়েই এসেছেন, তারা কাবুলে, তাদের নির্ব্বাণ-অভিলাষ নাই, তলোয়ার চালাতে পান নাই—তলোয়ার ভোঁতা হ'য়ে আছে—তাই বোধ হয় দয়াল পুরুষ ভাব্‌ছেন, তলোয়ারও সানানো হবে, আর হিন্দুদের নির্ব্বাণ মুক্তি দানও হবে, সেই জন্য তাঁর সৈন্যেরা কাট্‌তে কাট্‌তে, লুট ক'র্‌তে ক'র্‌তে ধেয়ে আস্‌ছেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। বৈষ্ণবী, যা, এক ঘটি জল এনেও তো উপকার ক'র্‌বি না; এই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং রন্ধন ক'রে দিচ্ছি, সময়ে দুটি আহার ক'র্‌বি, তাও পারিস্ না।

ফকির। মহান্তজী, আজও কন্যার বিবাহ দাও নাই?

মহান্ত। হুঁ! এ কিম্ভূতকিমাকার কন্যাকে কে বিবাহ ক'র্‌বে বল? বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমন সুন্দর দেহে চৈতন্য দেন নাই! একি অদ্ভুত সৃষ্টি, কিছুই বুঝ্‌লেম না। একবার বিবাহের সম্বন্ধ ক'রেছিলেম, তাতে তিনদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল।

বৈষ্ণবী। বাবা বাবা, আর ও কথা ব'লো না—আর কথাও ব'লো না! ও কথা আমি শুন্‌তে পার্‌বো না, আমি চ'লে যাবো—চ'লে যাবো। দেখো দেখো, আমি কি করি দেখো! হিঃ হিঃ হিঃ! আমি বটতলায় ব'সে আকাশ দেখি গে, আর ভাবি গে।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

মহান্ত। দেখ ফকির, আমার অদৃষ্ট! দিবারাত্র বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়,—ভয় নাই, লজ্জা নাই, একলা নদীর ধারে ব'সে থাকে। গৃহকাজ ত করেই না, সময়ে আহারও নাই। তোমার কি বোধ হয়, কোন উপদেবতা আশ্রয় ক'রেছে?

ফকির। আমি তো কিছু বুঝি না। মহান্তজী, আমি সত্য বল্‌চি, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ ক'রেছি, এমন তেজস্বিনী, সুলক্ষণা কুমারী আমি কোথাও দেখি নাই।

মহান্ত। সুলক্ষণা—হুঁ! গৃহিণী কৌমারী ব্রত ক'রে এই কন্যারত্ন লাভ ক'রেছিলেন। মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত ক'রে ল'য়েছেন, কন্যাকে যেন কিছু না বলি। যাক্, আমার আর ক'দিন? সৎনাম! যে যার কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌বে, আমি কি ক'র্‌বো?

ফকির। মহান্তজী, শাস্ত্রের মর্ম্ম কি, কন্যা নিজ কর্ম্ম-ফলে জন্মেছে বা মহান্তজী ও তাঁর গৃহিণীর সে কার্য্যফলের কিছু অংশ আছে?

মহান্ত। আমাদেরও কর্ম্মফল, নইলে এ ভোগ হবে কেন?

ফকির। ও আক্ষেপ রাখ। এখন প্রস্তুত হও, কিছু অর্থ নাও, মেয়েটাকে নিয়ে পালাই চলো।

মহান্ত। আর ফকির! সৎনামের মনে যা আছে তা হবে, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাবো। যেখানে পালাবো, সেইখানেই তো দিল্লীশ্বরের রাজ্য!

ফকির। মহান্তজী, ভিরকুটী রাখো, সাত্ত্বিক ভাব ছাড়ো, কেন মুসলমানের হাতে প্রাণ দেবে? তাঁর সৈন্যেরা নাড়োল নগর দিয়েই দিল্লী যাবে।

মহান্ত। তুমি যাও ভাই—আমি আর কোথায় যাবো?

ফকির। নিতান্তই বৃদ্ধবয়সে মুসলমান-হস্তে নির্ব্বাণ লাভ ক'র্‌বে? বোঝো—আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পাচ্ছি না, অপর বন্ধুবান্ধবকে সংবাদ দেব—তুমি অবুঝ হয়ো না, আত্মরক্ষার উপায় করো; বিধর্ম্মী-হস্তে কেন অপঘাতে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে?

মহান্ত। ভাই, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

ফকির। তুমি পণ্ডিত না নিশ্চেষ্ট কাপুরুষ! আপনার জীবন, কন্যার ধর্ম্মরক্ষায় বিমুখ হ'চ্ছো? ভাল, যা বোঝ, তাই করো, আমি চ'ল্লেম। আবার ব'ল্‌চি, এখনও আমার কথা রাখো।

মহান্ত। সৎনামের যা ইচ্ছা, তাই হবে।

ফকির। সৎনামের কি ইচ্ছা, তা বুঝেছি। হা নির্ব্বোধ শাস্ত্রাভিমানি!

[ফকিররামের প্রস্থান।

মহান্ত। সৎনাম! সৎনাম! ফকির ভেবেছেন, অদৃষ্ট-ফল লঙ্ঘন ক'রবেন—পলায়নে অদৃষ্ট খণ্ডন হবে। আরে মূর্খ, তাও কি হয়? সৎনাম! সৎনাম!

(একদল মোগল-সৈন্যের প্রবেশ)

সকলে। আল্লা আল্লা হো!

১ম সৈন্য। সুবেদার, এ বুড়ার পাশ বহুৎ মাল আছে; এ কাফেরদের মোল্লা, ভুতের পূজা ক'রে বহুৎ রূপেয়া জমা ক'রেছে।

সুবেদার। আরে, কি তোর কাছে মাল আছে। নিক্‌লে দে।

২য় সৈন্য। সুবেদার, ওর একটা বড় জোয়ান বেটী আছে।

সুবেদার। পিছের বাৎ পিছে। বুড়া, রূপেয়া দেও।

মহান্ত। আমি গরীব, আমি রূপেয়া কোথা পাবো, আমার যা আছে নাও।

সুবেদার। কোথায় জমীনের নীচে গেড়ে রেখেছিস্,বাইরে আন। যাও, ওর ঘর লুট করো।

১ম সৈন্য। ও টাকা গেড়ে রেখেছে, ঘটী-বাটী নিয়ে কি ক'র্‌বো?

সুবেদার। দে, রূপেয়া দে।

মহান্ত। দোহাই দিল্লীশ্বরের! আমার কিছুই নাই।

সুবেদার। নেই? দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল বেঁধে গাছে লট্‌কে দে।

মহান্ত। আমি মিথ্যাবাদী নই। আপনারা রাজা, কেন মিথ্যা দণ্ড দেবেন! আমার অর্থ নাই।

সুবেদার। বুড়া, তোর রূপেয়া নাই? তবে মুসলমান হ।

মহান্ত। জীবন থাক্‌তে নয়।

সুবেদার। তবে মর কাফের। (অস্ত্রাঘাত ও মহান্তের মৃত্যু) কুচ করো।

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি হ'লো! গুরুহত্যা দেখ্‌লেম, এই কি অদৃষ্টে ছিল! কে এ কাজ ক'র্‌লে! কে রে নরাধম, কে রে নির্দ্দয়, এ সর্ব্বনাশ কে ক'র্‌লে।

(একজন লোকের প্রবেশ)

লোক। ও রে বাপ্ রে, ও রে বাপ্ রে, হিন্দুর আর বাঁচওয়া নাই রে, কারও বাঁচওয়া নাই রে,—মুসলমানের হাতে কারও বাঁচওয়া নাই!

রণেন্দ্র। কি—কি—কি হ'য়েছে?

লোক। সুবেদার সব কাট্‌তে কাট্‌তে চ'লেছে। মহান্তজীকে কাট্‌ছে দেখে দৌড়ে গিয়ে ঝোঁপের ভিতর লুকিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে তাড়া ক'রেছে। ও রে বাপ রে, কি হবে রে—কি হবে রে!

[লোকের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। গুরুদেব, তোমার অপঘাত-মৃত্যু দেখ্‌লেম। এর কি প্রতিশোধ আছে? গুরুদেব, মার্জ্জনা করুন, আপনার শিক্ষা আমি ত্যাগ ক'র্‌লেম,—আজ হ'তে জিঘাংসা আমার জীবনের ব্রত, মোগলহত্যা আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান। যত পাপ হয়, হোক। গুরুদেব, তোমার পাদস্পর্শ ক'রে ব'ল্‌চি, আমি নির্ব্বাণ চাই না। মোগলকুল নির্ম্মূল ক'র্‌তে পারি, তবে আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'র্‌বো, তবে আবার যোগক্রিয়া ক'র্‌বো। মুসলমান ধ্বংস না ক'রে, যদি আমি পরকাল কামনা করি, যেন মুসলমান-হস্তে আমার মৃত্যু হয়।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এ কি, এ কি, রক্ত কেন! বাবা এমন ক'রে রক্তের উপর শুয়ে কেন? এ কি, বাবা ওঠ। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র, বাবা এমন ক'রে শুয়ে কেন?

রণেন্দ্র। আরে অভাগিনি, আরে উন্মাদিনি, আমরা পিতৃহীন,—গুরুদেবকে মোগলে বধ ক'রেছে!

বৈষ্ণবী। কি কি রণেন্দ্র, মোগলে মেরেছে, মোগলে মেরেছে! (কম্পন) আমায় ধরো না, ধরো না, আমি মূর্চ্ছা যাবো না, আমি এই রক্তে স্নান ক'র্‌লেম। রণেন্দ্র- রণেন্দ্র, আমি চ'ল্লেম। বাবা ম'রে গিয়েছেন, আমি কাঁদ্‌বো না,—আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে, আমি চ'ল্লেম। রণেন্দ্র, তোমারও পিতা, তুমি সৎকার ক'রো। আমি পাগ্‌লী, আমি চিরদিন পিতাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, আমি সৎকার ক'রলে পিতা রাগ ক'র্‌বেন। রণেন্দ্র, রণেন্দ্র, তুমি সৎকার ক'রো, তুমি সৎকার ক'রো, আমার সৎকারে অধিকার নাই। আমায় পাগল মনে ক'রো না। রণেন্দ্র, আমার মাথার চুল দেখ্‌ছো?—কত চুল দেখ্‌ছো? হাজার মোগল বধ হবে, আমি একগাছি চুল ছিঁড়বো!—এম্‌নি ক'রে আমি কেশহীনা হবো! তার পর একদিন বুকের রক্ত দিয়ে বাবার তর্পণ ক'র্‌বো! আমি চ'ল্লেম, আমি চ'ল্লেম!

রণেন্দ্র। কোথায় যাস্, কোথায় যাস্, এ সময় পাগ্‌লামো করিস নে।

বৈষ্ণবী। না ভাই—না রণেন্দ্র—আমি পাগল নই। দেখ, আমার মাথায় বাজ প'ড়েছে, আমার পাগ্‌লামোর উপর বাজ প'ড়েছে। আমার কিছু মনে থাকৃতো না, জান তো। আজ শোনো, তিন বছরের বেলায় মা মরেছেন, সে দিন একবার এম্‌নি হ'য়েছিল, বাবার আদরে আবার কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেম। আজ সে আদরের উপর বাজ প'ড়েছে,—আমার সব কথা মনে প'ড়েছে, দিন- দিন, প্রহর—প্রহর, দণ্ড—দণ্ড, পলে—পলে যা হ'য়েছে, সমস্ত মনে প'ড়েছে, বাবা যা তোমায় পড়াতেন, তা মনে প'ড়েছে;—শুন্‌বে? শোনো—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

এর অর্থ বুঝেছি! দুর্ব্বল-হৃদয়ে কাঁদ্‌বো কেন? নগবালা মহিষাসুর বধ ক'রেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ক'রেছেন—আমি মোগল বধ ক'র্‌বো।

রণেন্দ্র। যেও না—যেও না, স্থির হও।

বৈষ্ণবী। কি ক'রে স্থির হবো! ঐ দেখ, শিখিবাহিনী, শক্তিধারিণী, বিমানবিহারিণী আগে আগে পথ দেখিয়ে চ'লেছেন; ঐ দেখ রণরঙ্গিণী যোগিনীরা মার চতুর্দ্দিকে অট্টহাসে নৃত্য ক'চ্চে, ঐ দেখ—ঐ আকাশ-পটে দেখ! আমার চক্ষের উপর যে ছায়া ছিল, সে ছায়া দূর হ'য়েছে;—ভৈরবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার নয়ন-পথে পতিতা হ'য়েছে;—দেবী আমার উদ্দেশ্য আমার অন্তরে ব'ল্‌ছেন,—সম্মুখে আমার প্রশস্ত পথ।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হাঁ— ভগ্নি, হাঁ গুরু-কন্যা! ক্ষুদ্রহৃদয় দৌর্ব্বল্য আমিও ত্যাগ ক'র্‌লেম।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

মহাশয়, আপনারা দেখুন, কি সর্ব্বনাশ!

১ম প্রতি। পাপরাজ্যে দিন দিন এইরূপই হবে। চল, যথাস্থানে মৃতদেহ ল'য়ে যাই। মহান্তজীকে যখন হত্যা ক'রেছে, আমরাও নগর পরিত্যাগ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেশ্যাপল্লীস্থ পথ

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবী। দাও দাও, তলোয়ারখানা আমায় দাও; তুমি হিন্দু, তলোয়ার নিয়ে কি ক'র্‌বে? আমায় দাও।

পরশু। কে তুমি?

বৈষ্ণবী। আমি যে হই, তলোয়ার নিয়ে তুমি কি ক'র্‌বে? কেন তলোয়ার নিয়ে সং সেজে র'য়েচ? মুসলমান যদি বাপকে বধ করে, তলোয়ার নিয়ে পালাবে; যদি ঘর জালিয়ে দেয়, তলোয়ার নিয়ে ছুট্‌বে; যদি শস্য কেটে নেয়, তলোয়ার ফেলে জোড়হস্ত ক'রে দাঁড়াবে; যদি ছেলে কেড়ে নেয়, বন্ধু মারে, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার

করে, কেঁদে তলোয়ার আপনার বুকে মারবে;—তোমার শাস্ত্রের নিষেধ, তোমায় তলোয়ার খুলতে নাই! দাও—দাও তলোয়ার আমায় দাও।

পরশু। তুমি কে?

বৈষ্ণবী। আমি মহিষমর্দ্দিনী, রণরঙ্গিণী, মোগলকুল-বিনাশিনী!—আমি হিন্দু বটে, কিন্তু তোমাদের মত হিন্দু নই, মোগলকে ভয় করি না। তলোয়ার তুমি রেখো না, আমায় দাও, কেন মার হাতের তলোয়ারকে অপমান করো; অসুরনাশিনী এই অস্ত্র ধ'রে অসুরকুল নির্ম্মূল ক'রেছিলেন। অস্ত্রের পূজা করো, কিন্তু অস্ত্রের অপমান করো। বোঝ না, অসির বড় তৃষা,—মোগল-শোণিত-পানে বড় তৃষা।

পরশু। তুমি কিসে জানলে, আমি অস্ত্রের অপমান করি?

বৈষ্ণবী। এই তো সমস্ত নগর বেড়িয়ে দেখলেম,—একজন মুসলমান দেখে, ঘর-বাড়া, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে দশজন হিন্দু পালাচ্চে;—তাদের হাত আছে, অস্ত্র আছে, মানুষের আকার, কিন্তু গো, মেষ, ছাগ অপেক্ষা হীন। পালাচ্চে—পালাচ্চে, আর মোগলেরা পাছে পাছে গিয়ে হাসতে হাসতে অস্ত্রাঘাত ক'রছে, কেউ ফিরে চাচ্ছে না।

পরশু। আমি সে হিন্দু নই।

বৈষ্ণবী। কিসে জানবো? এই তো এ বাড়াতে মুসলমানেরা আমোদ ক'চ্চে; ঐ শোনো, যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশ-ব্যাপী সুরলহরা শোনো, উচ্চহাস্যরব শোনো, তলোয়ার হাতে আছে,—যাও, গিয়ে বধ করো।

(পান্না, রহিম ও আবদুলের প্রবেশ)

পান্না। রহিম, রহিম—তোমার মাথার দিব্যি, আমি ব'লচি—আমি পরশুরামকে চাইনে, আমি সাত দিন তারে বাড়ী আসতে দিই নাই। আবদুল—ভাই, রহিমকে বুঝিয়ে বলো।

বৈষ্ণবী। এগোও—এগোও—লুকোচ্চ যে? তলোয়ার খোলো।

পরশু। চুপ, স্থির হও।

রহিম। পা ছাড়, নইলে লাথি মা'রবো।

পান্না। ছাখ্ রহিম, তোর জন্যে মরি, আর তুই আমায় পায়ে ঠেলে যাচ্ছিস, তোর ভাল হবে না!

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে চাসনে?

পান্না। না, সত্যি ব'লচি—চাইনে।

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে তার বাড়ী বাঁদী পাঠিয়ে তারে ডেকে আন; আমার সামনে যদি তার মুখে, দাঁড়িয়ে লাথি মারতে পারিস, তা হ'লে তোর সঙ্গে আলাপ রাখবো।

পান্না। আচ্ছা, তুই ঘরে আয়, আমি এখনই বাঁদী পাঠাচ্ছি।

পরশু। বাঁদী পাঠাতে হবে না। রহিম, আমার মুখে পদাঘাত ক'রবে? পদাঘাত কিরূপ, ছাখ্।

(রহিমকে পদাঘাত)

রহিম। কাফের!

(আবদুল ও রহিম উভয়ের পরশুরামকে আক্রমণ)

(যুদ্ধে রহিমের পতন)

পান্না। রহিমকে খুন ক'রলে—রহিমকে খুন ক'রলে!

(অন্য দুই জন মুসলমানের প্রবেশ)

(বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক নবাগত মুসলমানদ্বয়ের চক্ষে দুই মুষ্টি ধূলি ক্ষেপণ)

(আবদুল ও পরশুরাম পরস্পর পরস্পরকে আঘাত)

পান্না। খুন ক'রলে, খুন ক'রলে!

[পান্নার প্রস্থান।

(বৈষ্ণবী ভূপতিত রহিমের তরবারি লইয়া নবাগত মুসলমানদ্বয়কে প্রহার)

বৈষ্ণবী। চলো—চলো, আজকের মত কাজ হ'য়েছে, আরও অনেক কাজ আছে। ও কুলটার পানে চেয়ো না—চল—চল—তুমি আঘাত পেয়েছ, এখনি মারা যাবে, তোমার জীবন অমূল্য, এসো—এসো, এসো ভাই, এসো। আবার মোগল মারবো, এসো—এসো।

[পরশুরামকে সবলে টানিয়া লইয়া বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পান্থনিবাস

ফকিররাম ও চরণদাস।

ফকির। বাবা, চরণদাস!

চরণ। আজ্ঞে।

ফকির। উঠেছ বাবা?

চরণ। আজ্ঞে না—শুয়ে আছি।

ফকির। উঠ্‌তে যে হ'চ্ছে বাবা।

চরণ। আমিও তাই মনে ক'চ্ছিলেম, উঠ্‌তে হ'চ্ছে বটে।

ফকির। একবার সহরে যেতে হ'চ্ছে।

চরণ। আজ্ঞে। (উত্থান ও গমনোত্তম)

ফকির। কোথা যাচ্ছ?

চরণ। আজ্ঞে, সহরে।

ফকির। সহরে কি ক'র্‌বে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে, তাও তো বটে, সহরে কি ক'র্‌বো? তাও তো বটে।

ফকির। একবার মহান্তর খবরটা আন্‌তে হবে।

চরণ। আজ্ঞে, সে খবর পাবার আর যো নাই।

ফকির। কেন রে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে, তাঁর শুভবিবাহ হ'য়েছে।

ফকির। কার সঙ্গে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে, সেটি ব'ল্‌তে পার্‌লেম না, তবে রোস্‌নাই হ'চ্ছে দেখে এলেম।

ফকির। বিবাহের রোস্‌নাই?

চরণ। আজ্ঞে, শুভবিবাহ নয়—শুভবিবাহ নয়,—শুভ সৎকার হ'চ্ছে, সৎকার হ'চ্ছে।

ফকির। এ শুভসংবাদ কখন পেলে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে, আপনি রাত্রে অনুমতি ক'চ্ছিলেন—সংবাদ পান নাই,—তাই আমি একবার ঘুরে এলেম; দেখ্‌লেম খুব রোস্‌নাই।

ফকির। এ কথা আমায় বল নাই কেন বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, তাই তো—বলি নাই কেন?

ফকির। তার মেয়েটির কি খবর জান?

চরণ। আজ্ঞে, কে কি ব'ল্লে যেন।

ফকির। কি বল্লে, মনে ক'রে দেখ্‌বে কি?

চরণ। দেখ্‌তে হ'চ্ছে বই কি ম'শায়—দেখ্‌তে হ'চ্ছে বই কি!

ফকির। তারে কি মুসলমান ধ'রে নিয়ে গেছে?

চরণ। আজ্ঞে, ওটা বড় ঠাওর ক'র্‌তে পাচ্চি নে।

ফকির। তারও কি রোস্‌নাই দেখ্‌লে?

চরণ। আজ্ঞে, সেটা বড় দেখ্‌লেম না।

ফকির। কোথাও কি চ'লে গিয়েছে?

চরণ। আজ্ঞে না, চ'লে যায় নাই, ছুট মেরেছে।

ফকির। তার কি তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই?

চরণ। তবেই তো—

ফকির। তবেই তো কি বাপ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো—

ফকির। স্মরণ হ'চ্চে না বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, ঠিক ব'লেছেন—ঠিক ব'লেছেন।

ফকির। তবে আমায়ও সে দিকে যেতে হ'চ্চে, চল।

চরণ। তাই তো বলি, যেতে হ'চ্চেই তো—যেতে হ'চ্চেই তো।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

ফকির। রণেন্দ্র, তোমার মুখের ভাবে বোধ হ'চ্ছে, সংবাদ সত্য।

রণেন্দ্র। আজ্ঞে, দুরন্ত মোগল গুরুদেবের প্রাণসংহার ক'রেছে।

ফকির। (স্বগত) সত্যই মহান্তজী নির্ব্বাণ লাভ ক'রেছেন। (প্রকাশ্যে) মেয়েটা কোথায়, কিছু সংবাদ জান?

রণেন্দ্র। আজ্ঞে অদ্ভুত ঘটনা শুনুন,—গুরুদেবের মৃতদেহ-দর্শনে সহসা যেন কোন সংহাররূপিণী দেবী এসে তার হৃদয়ে আবির্ভূতা হ'লেন;—গুরুদেবের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে যে, মোগল-নিধন তার জীবনে ব্রত।

ফকির। কি—কি, মোগলবধ ব্রত! (স্বগত) আশ্চর্য্য নয়, তেজস্বিনী বালিকা—লক্ষণে আমার অনুমান হ'য়েছে।

রণেন্দ্র। কিছু বুঝ্‌তে পারলেম না;—গীতার শ্লোক বল্লে। বলে, তার মাতৃবিয়োগ হ'তে যে সব ঘটনা হ'য়েছে, সকল তার মনে প'ড়েছে; এমন কি, গুরুদেব আমায় যে সকল পাঠ দিতেন, সে সমস্ত সে ব'লতে পারে। উন্মাদিনী সহসা তেজস্বিনী, শাস্ত্র-দীক্ষিতা বালিকা। প্রভু, এরূপ প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? শোকে অভিভূত হ'য়ে আরও জড়ত্বের সম্ভব, কিন্তু দেখ্‌লেম যে, চৈতন্যের দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। প্রভু, আমি স্বরূপ বর্ণনা করেছি।

ফকির। বাপু, মহাবলশালিনী শক্তির কার্য্যকালে বিকাশ হয়; প্রকৃত উত্তেজনা ব্যতীত সে মহাশক্তি সঞ্চালিত হয় না। আমরা যা দেখি, যা শুনি—সমস্ত ছবি মনে প্রতিফলিত থাকে; জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয়। কি বীজ কোন্ সময় অঙ্কুরিত হবে, তা মানব-বুদ্ধির অতীত। তীক্ষ্ণ শোকে জড়তার আবরণ ছেদ হ'য়েছে, হৃদয়ের সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। শাস্ত্রে ঋষিরা এর সম্পূর্ণ আভাস দিয়েছেন। স্থির জেনো, যারে আমরা উন্মাদিনী ব'লছি, সে সামান্যা নয়।

রণেন্দ্র। প্রভু, আর একটী নিবেদন,—শত্রুসংহারে কি নরহত্যা হয়? গুরু-হত্যাকারী কি দণ্ডের উপযুক্ত নয়?

ফকির। বাপু, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে তো শত্রু বধ শাস্ত্রে বিধি ছিল, কিন্তু কলিতে শুন্‌ছি, সে মহাপাপ!

রণেন্দ্র। আপনার কি আজ্ঞা?

ফকির। বাপু, আমার আজ্ঞায় তো পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডন হবে না। তা তোমার এ জিজ্ঞাসার কারণ কি?

রণেন্দ্র। গুরুহত্যার প্রতিশোধ দেব।

ফকির। পারলে ভাল, কিন্তু তুমি একা তো এক সেপাই দেখ্‌ছি।

রণেন্দ্র। প্রভু, আমি একা সত্য, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অবগত আছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

ফকির। তুমি কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? দৃঢ়প্রতিজ্ঞের অর্থ কি তুমি অবগত আছ? এক মন, এক ধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপ-পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনী-কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুলতিলক পাশমুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকো, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, প্রলোভনে সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে না। দেব, আমি অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, কিন্তু গুরুদেবের লালন-পালনে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই যে, আমার পিতামাতা পরলোকে। বিষয়ত্যাগী মহাপুরুষ আমার সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য ক'রেছেন, কখনো কোন কুবচন বলেন নাই, আমি তাঁর একমাত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। আমার সেই গুরুদেবকে বিনা অপরাধে মোগলে বধ ক'রেছে। প্রভু! প্রলোভন কি এই প্রবল স্মৃতি অপেক্ষা বলবান্?

ফকির। দেখ বাপু, মহামায়ার সংসার, নারীরূপে তিনি পৃথিবীতে বিরাজ করেন। যদি নারী হ'তে তুমি দূরে থাকো, বোধ হয়, অপর প্রলোভনে তোমায় বিচলিত ক'রতে পারবে না; কিন্তু রমণীর বড় মুগ্ধকারিণী শক্তি!

রণেন্দ্র। প্রভু, রমণীর কি সাধ্য, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে? কৌমার-ব্রত আমার জীবনের পণ, কুমারের ন্যায় বীর্য্যশালী হবো, এই আমার উচ্চ আশা, রমণীর দাসত্ব ক'রবো না—আমার স্থিরসঙ্কল্প; রমণী হ'তে আমার ভয় নাই।

ফকির। বাপু, তোমার ভয় নাই, কিন্তু ঐটুকুতেই আমার ভয় হ'চ্ছে। শোন রণেন্দ্র, যদি মহাকার্য্যে ব্রতী হ'য়ে থাকো, নির্ভয়-হৃদয়ে অগ্রসর হও। যে কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছ, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো, কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। কামনা—এমন কি, মুক্তিকামনাশূন্য হও। প্রকৃত পাশ-মুক্ত পুরুষের মুক্তিরও কামনা নাই;—দৃঢ়প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই। এই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষই প্রকৃত মুক্ত।

রণেন্দ্র। প্রভু, গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না।

ফকির। এক ভয় রেখো,—কালসর্পের ন্যায় রমণী সঙ্গ ত্যাগ ক'রো। দয়া, মায়া, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য—নারী-প্রলোভন নানা রূপ ধারণ করে। মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন।

ফকির। আমার আশীর্ব্বাদ নয়, আপনাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করো, আপনার মনুষ্যত্ব উত্তেজনা করো, আপনার দেবত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখো। বাপু, আমার একটী কথা। দেখ, হিন্দুস্থানে মহাসাহসী পুরুষ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রিয় ভারতবাসী পরকাল কামনা করে, সেইজন্য মুসলমানের পীড়নে বিচলিত হয় না, ভাবে—এখানে ক'দিন! ক্রমে সেই সংস্কারে দারুণ কুফল উৎপন্ন হ'য়েছে। অনভ্যাসে কার্য্যকারী রজোগুণ দূর হ'য়েছে, সকলে তমোগুণে অভিভূত, এই নিমিত্ত সকলে কার্য্যভীরু। সাংসারিক কার্য্যে সাহসহীন বটে, অপঘাতের ভয়ে অস্ত্রচালনা করে না, কিন্তু অন্তিমসময়ে দেখা যায় যে, হিন্দুর তিলমাত্র মৃত্যুভয় নাই। অপর অপর জাতি যে সকল কথায় উত্তেজিত হয়, পরমার্থপ্রার্থী হিন্দু হৃদয় তাতে উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়রক্ষা, স্বদেশরক্ষা, এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না; চায় মুক্তি, যে কার্য্য দ্বারা মুক্তিলাভ বোঝে, নির্ভিকহৃদয়ে সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এমন হিন্দু অতি বিরল, যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছু মাত্র উত্তেজিত হয় না। দেখ,মুসলমানেরা দেব-দেবীর মন্দির ভঙ্গ ক'র্‌ছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেব-দেবী ল'য়ে পলায়ন করে। দেখা যায়, সে সময় তাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার যে,মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত, মোগল-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়—কাশী-মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়,—বোধ করি, অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রাধারণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, —প্রণাম।

ফকির। চিরজয়ী হও।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

(স্বগত) একি! সুদিন কি উদয় হলো! কুমার-কুমারী মোগল-ধ্বংশে,ব্রতী?—শুভলক্ষণ বটে! বৃদ্ধবয়সে কি সংনাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন! (প্রকাশ্যে) বাপু চরণ, মেয়েটাকে খুঁজ্‌লে ভাল হয় না?

চরণ। আজ্ঞে হাঁ,—আপনি ঝোঁপে-ঝাঁপে যাবেন, আমি ডালে ডালে খুঁজ্‌বো।

ফকির। তবে এসো, সব বেঁধে-টেঁধে নাও! আমরা পরিব্রাজক, একস্থানে থাকার আবশ্যক কি?

চরণ। আজ্ঞে, বেঁধে-টেঁধে নেবো, না আগেই যাবো? ফিরে এসে আবার বেঁধে নিয়ে যাবো।

ফকির। বাপু, আর ফির্‌বো কেন? এ স্থান তো ত্যাগ ক'চ্ছি। বেঁধে নাও।

চরণ। তাও তো বটে, তাও তো বটে, আগেই তো বেঁধে-টেঁধে নিতে হবে।

ফকির। তাই তো বলি, আমার চরণদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মহান্তের আশ্রম।

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী।

পরশু। কে তুমি বিধুবদনি জীবনদায়িনি!—
কেন ছিন্নবেশা বিবশা তোমারে হেরি?
কেন উন্মাদিনী সম ভ্রম তেজস্বিনী বালা?
কোন্ কুল উজ্জ্বল জনমে তব?
কার সুখবাস ক'রেছ আঁধার?
কহ, কোন প্রয়োজন—
এ অধম পারিবে কি করিতে সাধন?
যদি সাধ্যাতীত হয়,
তবু সুহাসিনি, জেনো এ নিশ্চয়—
চেষ্টার হবে না ত্রুটি,
প্রাণদাত্রী ইষ্টদেবী তুমি।

বৈষ্ণবী। প্রয়োজন করিবে সাধন?
আছে এ জীবনে উচ্চ প্রয়োজন—
মোগল-নিধন!
জান কি সুধীর, কার এই কুটীর-আবাস?

ছিল এক প্রাচীন পণ্ডিত,—
বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যাদানে ছিল চিররত।
জীবনে গরল তাঁর—
সাপিনীরূপিণী নেহার নন্দিনী।
পিতৃহত্যা ক'রেছে মোগল;
করি নাই পিতার তর্পণ।
সাধ আছে মনে, পিতৃদেব-তৃপ্তি হেতু,
প্রবাহিণী জাহ্নবী-সলিল সম,
বিধর্ম্মী-শোণিতধারে ভাসায়ে মেদিনী,
পিতৃদেবে করিব তর্পণ!
শুন শুন—নহে মম নিষ্ফল জীবন;
কৌমারী-কিঙ্করী এই হের উন্মাদিনী,
হৃদে মম জাগেন ঈশ্বরী,
শক্তিদান করিবেন শক্তিসঞ্চারিণী,
মোগলকুলনাশিনী নেহার ভীষণা।
মম প্রয়োজন করিবে সাধন?—
ধর অসি, ভীমবীর্য্যে ধ'রেছিলে যথা,
ভীমবীর্য্যে আক্রমণ ক'রেছ যেমন—
ভীমবীর্য্যে পুনঃ হও মোগল-নিধনে ব্রতী;
আছে কি শকতি?
সাধ্য হয়—সাধ প্রয়োজন।

পরশু। অদ্ভুত সঙ্কল্প তব!
একাকিনী অনাথিনী বালা—
নাহিক দোসর—
বাদ তব দিল্লীর ঈশ্বর-সনে!

বৈষ্ণবী। এইমাত্র ক'রেছিলে পণ,—
সাধ্যাতীত হয় যদি মম প্রয়োজন,
করি প্রাণপণ, কার্য্যোদ্ধারে করিবে উদ্যম।
বুঝিলাম, বাক্য মাত্র তব।
কিন্তু শোন, —দৃঢ়-ব্রত জন—
মরণ সঙ্কল্প যার মনে—
অসাধ্য সুসাধ্য হয় তাহার উদ্যমে।
পাইয়াছ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
ভাব নাই অসাধ্য সাধন—
যেই কালে মোগলে করিলে আক্রমণ;—
ছিল দুইজন, ক'রেছ একাকী আক্রমণ;
একা তুমি, হয় নাই উদয় তোমার মনে।
জেনো স্থির—
সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে।
ভাব আমি একাকিনী নারী?
বাক্য মম উন্মাদ প্রলাপ?
নহি একাকিনী, নহে এ প্রলাপ!
বুঝেছি এখন—
অলক্ষিতে শত কোটি যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে,
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,
ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন।

পরশু। বীরবালা, দাস আমি,
আমি তব সেনা একজন।
বুঝেছি বুঝেছি—
কে ক'রেছে বঞ্চনা আমায়,
কে নিয়েছে প্রাণের প্রতিমা হ'রে,
কে ক'রেছে জীবন আঁধার?
মোগল—মোগল!

বৈষ্ণবী। কোটি বক্ষে এইরূপ আছে শেলাঘাত—
কারো ধন ক'রেছে হরণ,
কারো হৃদয়ের হার—রমণীরতন,
পুত্রহত্যা কার, কারো আশাস আঁধার,
বিধর্ম্মীর নিত্যক্রীড়া মাতৃভূমি।

পরশু। বুঝিয়াছি, বুঝেছি ভৈরবি,
কহ দেবি, করিব কি কার্য্য অনুষ্ঠান?
ধনাঢ্য কিঙ্কর তব,
আজ্ঞায় সর্ব্বস্ব পদে করিব অর্পণ।

বৈষ্ণবী। ভ্রাতা তুমি—নাহি সহোদর মম—
প্রথম উদ্যমে কর সাহায্য প্রদান।
জান তুমি বহু বেশ্যা চাতুরী-নিপুণা?

পরশু। লজ্জা কেন দিতেছ ভগিনি!
বেশ্যালয়ে অতীত শৈশবকাল,
বেশ্যালয়ে পোহায়েছে বিস্তর রজনী।

বৈষ্ণবী। যে অঙ্গনা অতিশয় চাতুরী-নিপুণা,
স্থান যেন দেয় মোরে তাহার আবাসে;
অকপটে শিখায় চাতুরী;—

আছে যত বেশ্যার মোহিনী,
শিক্ষাদান করে যাহে মোরে।

পরশু। ভগ্নি— ভগ্নি, কি কথা পবিত্র মুখে তব,
একি তব অভিলাষ?
বুঝিতে দাসের মন কর কি ছলনা?
একি রঙ্গ ভীষণা রঙ্গিণী?

বৈষ্ণবী। নহে এ ছলনা।
বুঝ কিবা অদ্ভুত কৌতুক,—
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে কর অন্বেষণ,
করে নাই মোগল পীড়ন—
হেন জন আছে কি ভারতে?
কিন্তু কে ক'রেছে প্রতিদান?
যার নারী হরিয়াছে, কাঁদিয়া স'য়েছে,
পুত্র, ভ্রাতা হত—করে নাই বচন নিঃসৃত,
সহিয়াছে চাহিয়া আকাশ-পানে!
লইয়াছে ধন জন,
ভগবানে করিয়া স্মরণ—
ত্যজিয়াছে দীর্ঘশ্বাস,
করে নাই হস্ত উত্তোলন কেহ;
কিন্তু হের, সামান্যা নারীর হেতু—
বীর সম মোগলে বধিলে।
বেশ্যা বলি ঘৃণা কর যারে,
তাচ্ছিল্য তাহার—
বলহীনে করিয়াছে বলীয়ান্;
একাকী অতীত চারি মোগল-বিগ্রহে।
করো কার্য্য মম অভিপ্রায় মত;
কার্য্যফলে বুঝিবে কি আয়োজন।
ভেবো না—ভেবো না,
কৌমারী হৃদয়-বিহারিণী,
কার সাধ্য পরশে আমার কায়া!
নেহার কুমারী—
কারো নাহি অধিকার পতিত্বে আমার;
রতি-রতীশ্বর কিঙ্কর-কিঙ্করী মোর।
বল, কোথা কে আছে রমণী—
চতুরতা-সুনিপুণা,
দাসী আমি হব শিষ্যা তাঁর।

পরশু। একান্ত বাসনা যদি তব,
প্রাচীনা জনৈক বেশ্যা আছে এ নগরে—
ছিল মম পিতৃ'-প্রণয়িনী—
ক'রেছিল পালন আমায়,
মাতৃহীন শিশুকালে আমি—
পুত্রসম করে মোরে জ্ঞান।
বিনা সে প্রাচীনা,
অন্য কেহ নাহি এ সংসারে,
বিন্দুমাত্র অশ্রু দান করে মোর হেতু।
পত্র ল'য়ে যাও তার গৃহে,
মম অনুরোধে—কন্যা সম রাখিবে যতনে।
পরশুরাম অধমের নাম,
দেহ কোন কার্য্যে অধিকার।

বৈষ্ণবী। তব সম ব্যথিত যে জন, কর অন্বেষণ।
বুঝায়ো তাহায়,
মোগল অবধ্য নয় হিন্দু-অস্ত্রাঘাতে।
প্রতিশোধ শিক্ষা দেহ তারে।
হ'য়ে অগ্রসর, দেখায়ো তাহায়—
বীর-করে মোগল বিজয়—
অনায়াসে হয় সমাধান।
এসো, আছে লিখিবার আয়োজন,
পত্র দেহ, যাব তব ধাত্রীর আবাসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সোহিনীর বাটী

সোহিনী ও যুবতীগণ।

সোহিনী। তুই সেই গানটি গা, গানের ভাব তো বুঝেছিস্? তুই গাবি, সত্যি যেন তোর প্রাণ হ'তে গান উঠ্‌ছে; দেখি, কেমন শিখ্‌লি।

১মা যুবতী।— (গীত)

নারীর মনে সরম নাই তো সই !
সকলি ফুরায়ে গেছে,
তবু সই, মন ভুলেছে কই ?
পুড়ে মরম হ'য়েছে ছাই,
মরমে আর ব্যথা তো নাই,
সেই ভাল সে আছে ভাল,' কইলো তারে চাই ?
একলা ব'সে মনের ছলে, ভুলে তারি কথা কই।
বুঝি লো মন যাদু জানে,
নিরাশ হ'তে আশা আনে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা সোনার স্বপন ভেসে যায় প্রাণে ;
বুঝালে মন কেঁদে বলে, সে বিনা কেমনে রই !

সোহিনী। ছাখ্, সুর-লয় ঠিক হ'য়েছে, কিন্তু গানে একটু বিষাদের ভাব র'য়েছে, দেখ্ছিস্ ?

২য়া যুবতী। হ্যাঁগা, তোমার এ বয়সে এত বিরহ এলো কোত্থেকে ?

সোহিনী। ছাখ্, আমাদের বেশ্যার প্রেম এই বয়সে ; যৌবনে আমাদের প্রেমের অবকাশ নাই। এতদিন পরে কে মনের মানুষ ছিল, তা বোঝ্বার সাবকাশ হ'য়েছে।

২য়া যুবতী। যৌবনে প্রেম চাপা দিয়ে বুড়ো বয়সে বুঝি মরা আগুন জ্বালাতে হয় !

সোহিনী। জ্বালাতে হয় না লো, আপনি জ্বলে ওঠে।

যুবতীগণ।— (গীত)

হয় না লো জ্বালাতে পিরীত, আপনি জ্বলে ওঠে।
মরা আগুন শুক্নো বুকে জ্ব'লে ফিন্কি ছোটে।
গরবের সেদিন ব'য়েছে,
মনে মনে সব র'য়েছে,
চ'লে গেছে কত স'য়েছে ;—
আঁতে আঁতে আঁক প'ড়েছে,
বোঝে নি তো মন মোটে।
ভাবি সে তো আপন হ'ত,
স'য়েছে আর সইতো কত,
রাখ্লে তারে যেতো না সে তো ;
সব গিয়েছে তবু বালাই,
ভাড়ালে এসে জোটে।

সোহিনি। এই তো বুঝেছিস।

৩য়া যুবতী। ওঃ—তোমার এত পিরীত ছিল গা ? কি দিয়ে চাপা দিয়েছিলে ?

সোহিনী। প্রাণের সুসার, জীবনের সার, নারীর একমাত্র রতন—আত্মসমর্পণ সব ছেড়ে, প্রেম টাকার চক্চকানিতে চাপা দিয়ে রেখেছিলেম।

১মা যুবতী। এখন তো খুঁজে পেয়েছ ?

সোহিনী। এখন খুঁজে পেয়ে আর কি ক'র্বো,—তবে আগের কথা মনে ক'রে এক একবার নিশ্বাস ফেলি।

যুবতীগণ।— (গীত)

অযতনে দিয়াছি বিদায়, ---
জানিনে যৌবন-মদে মন বাঁধা তারি পায় !
ভাবিনু গরব-ঘোরে, বেঁধেছি রূপের ডোরে,
রবে শত অনাদরে মম প্রেম-পিপাসায়।
অভিমানে যায় সে যখন,
বুঝে তবু বোঝে নি মন,
ভালবাসা জনমের মতন,
পায়ে ঠেলে চ'লে যায়।

সোহিনী। ওলো, এইবার তোরা বুড়ো-প্রেমের দরদ বুঝেছিস্। এখন যা, বেলা হ'য়েছে, বৈকালে আবার আসিস্।

[যুবতীগণের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও সোহিনীকে পত্র দান)

সোহিনী। (পত্রপাঠ করিয়া) মা, কে তুমি ?

বৈষ্ণবী। তোমার দাসী, তোমার পরিচারিকা, তোমার কন্যা।

সোহিনী। মা, পরশুরাম পত্র লিখেছে যে, তুমি তার ভগ্নীস্বরূপা। পরশুরাম আমার পুত্রের অধিক। আজ হ'তে তুমি আমার কন্যা, পরম যত্নে পরম আদরে রাখ্বো। যদিচ তুমি মলিনবসনা, তুমি কদাচ সামান্যা নও। পরশুরাম 'ভগ্নী' ব'লে লিখেছে, কিন্তু আমাদের এই কুৎসিৎ বৃত্তির উপদেশ দিতে লিখেছে। পরশুরামের প্রাণরক্ষা ক'রেছ, সে তোমায় রাজরাণীর মত রাখ্তে পার্তো। তুমি কি, ধনলোভে আমাদের এই বৃত্তি শিখ্তে এসেছ ? মা

তোমার মুখ দেখে তো তা বোধ হয় না! যদি ধন-লোভে এসে থাকো, আমার কেউ নাই, বিস্তর সম্পত্তি আছে, তুমি হেথায় আমার কন্যাস্বরূপ থাকো, এ সম্পত্তি তোমারই।

বৈষ্ণবী। না মা, তোমাদের মোহিনী বিদ্যা আমায় দাও।

মোহিনী। (স্বগত) এ কি! পাগল নাকি! পরশুরাম কি কোন কৌতুক ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) তুমি মোহিনী-বিদ্যা ল'য়ে কি ক'র্‌বে?

বৈষ্ণবী। মা, মার্জ্জনা করো। শুনেছি, যৌবনে তোমার মোহিনী শক্তিতে শত শত যুবক আকৃষ্ট হ'য়েছিল। মা, সে শক্তিবলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রেছ, কিন্তু সে শক্তির প্রকৃত মূল্য লও নাই। যে শক্তি-প্রভাবে শত শত যুবক—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে তোমার শরণাগত হ'য়েছিল, যদি সেই শক্তি দ্বারা সেই যুবাবৃন্দকে উচ্চপদে চালিত ক'র্‌তে, তা হ'লে ভারতবর্ষে ভগবতী ব'লে তোমার ঘরে ঘরে পূজা ক'র্‌তো। মা, তুমি অবশ্যই শাস্ত্র জানো; অসুর-নিধন নারীর মোহিনী শক্তিতে হ'য়েছিল। মা, সেই মোহিনী-শক্তি আমায় দাও, অসুর-নিধন ক'র্‌ব, আবার ভারতবর্ষে দেবতার আধিপত্য প্রচার ক'র্‌বো।

মোহিনী। তুমি মানবী—না মায়াবী?

বৈষ্ণবী। তোমার ন্যায় মানবী কিন্তু দেবী হবো—আমার সাধ; পিতার তর্পণ ক'র্‌বো—আমার সাধ। জড় ছিলেম, পিতার ভার ছিলেম, জড়ের কিছুই অধিকার নাই, এখনও আমি জড়, তাই পিতার তর্পণ করি নাই। যে দিন জড়ত্ব দূর হবে, সেই দিন মা, দেবতুল্য পিতৃদেবের তর্পণে অধিকারিণী হবো।

মোহিনী। মা, তুমি যে হও, তুমি যে কার্য্যে এসে থাকো, হেতায় থাকো, আমি তোমায় শিক্ষা দেবো। এসো—এ মলিন বেশ পরিবর্ত্তন ক'রবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:)•(:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

ফকিররাম, চরণদাস ও নাগরিকগণ।

১ম-নাগ। কোথায় যাব? এ অত্যাচার আর কত সহ্য ক'র্‌বো?

২য়-নাগ। থাক্‌বার যদি স্থান থাক্‌তো, তা হ'লে যে দিন বাড়ী পুড়িয়েছিল, সেই দিনই দেশত্যাগ ক'র্‌তেম।

১ম-নাগ। উঃ! যুবতী স্বর্ণপ্রতিমা পরিবারকে ধ'রে নে গিয়ে মুসলমান ক'রেছে, খাজনার জন্যে দশ বছরের ছেলেকে গাছে টাঙ্গিয়ে মেরেছে।

২য় নাগ। আমার ইচ্ছা হয়, আমাদের সংনাম-সাম্প্রদায়িক যত হিন্দু আছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্র হ'য়ে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি। দিন দিন এ নিদারুণ জ্বালা সহ্য অপেক্ষা একেবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া শ্রেয়ঃ।

ফকির। আহা, সাধু—সাধু!

চরণ। আহা, বঁধু—বঁধু!

২য় নাগ। বলুন,—আর কি উপায় আছে?

ফকির। যুক্তি—সদ্‌যুক্তি বটে, কিন্তু ভাব্‌ছি, একটা অগ্নিকুণ্ডে তো সব সংনামী সম্প্রদায় পুড়্‌তে পা'র্‌বে না।

২য় নাগ। নিজ নিজ গৃহে অগ্নিকুণ্ড ক'রে সপরিবারে পুড়ে মরুগ।

ফকির। মুসলমানেরা টের পাবে। সন্ধান পেয়ে, ফৌজদারের পাইক এসে যদি বলে যে,—'খবরদার কাফের, বাদসার হুকুম, ম'র্‌তে পার্‌বি নে,'—তখন কার আর সাহস হবে বলো যে, আগুনে ঝাঁপ দেয়? তখন কুয়ো হ'তে জল তুলে সব অগ্নিকুণ্ড নিভাতে হবে।

চরণ। তাই তো, বাদ্সার হুকুম ঠেলে কে ম'র্‌বে বল? কার এমন বুকের পাটা?

২য় নাগ। মহাশয়, যে মরণে কৃতসঙ্কল্প, তার আর বাদ্সায় ভয় কি?

ফকির। বটে, মরণে কৃতসঙ্কল্প হ'লে, বাদসার ভয় থাকে না? তা তো আমি জানি নে,—হায় হায়, এতদিন তা জানি নে—তা জানি নে।

চরণ। তা জানি নে—তা জানি নে।

৩য় নাগ। জান্‌লে কি ক'র্‌তেন?

ফকির। অন্ততঃ একটা মোগল বধ ক'রে ম'র্‌তেম। না—না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না! নরহত্যা, বাপ রে! শত্রুহত্যা—অত্যাচারী হত্যা—পুত্রহন্তা হত্যা—নারী-বলাৎকারী হত্যা—জাতি-কুল-ধন-জন-সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী হত্যা,—মহাপাপ! মহাপাপ!! সত্বগুণ নাশ হবে! সত্বগুণ নাশ হবে!!

চরণ। বাঁশ হবে—বাঁশ হবে!

৩য় নাগ। সে কি সম্ভব! মুসলমান বলবান্‌। মোগল বধ ক'র্‌বেন?

ফকির। বাপু, না বুঝে ব'লে ফেলেছি। মুসলমানের গায়ে তো তলোয়ার বসে না!

চরণ। মাছিটি বসে না,—পিছ্‌লে পড়ে!

১ম নাগ। আমরা মরণে কৃতসঙ্কল্প,—এসো, প্রতিশোধ দিয়ে মরি এসো।

ফকির। অমন কাজ ক'র্‌বেন না—অমন কাজ ক'র্‌বেন না! ছি ছি, অমন কথা মুখে আন্‌বেন না। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিশোধ দেওয়া সেকালে ছিল, একালে ও কথা ব'ল্‌তে নাই—মুখে আন্‌তে নাই! যে প্রগাঢ় 'তম'তে আমরা আচ্ছন্ন আছি, যেরূপ প্রস্তরবৎ অত্যাচার সহ্য ক'র্‌ছি, প্রতিশোধ-কথা মুখে আন্‌লে সে 'তম'র কিঞ্চিৎ হ্রাস হবে! বৃক্ষ-প্রস্তরকে আদর্শ ক'র্‌তে হবে;—এই যত নুড়ি আর গাছ আছে,—সহ্যগুণে সব নির্ব্বাণ হবে! আহা বৃক্ষ-প্রস্তর, তোমরাই যথার্থ হিন্দু—তোমরা যথার্থই সৎনামী! কি বলেন?

১ম নাগ। মহাশয়, আপনি কি বলেন?

ফকির। কিছুই নয়, আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো,—ঠিক ব'লে দেবে। নিত্যই অন্তর সে উপদেশ দেয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার ক'রেছে। যদি বলবান হ'তে, যদি মোগলকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে পার্‌তে, অত্যাচারে যদি বিচলিত না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে মোগলকে না অভিশাপ দিতে, তা'হ'লে জানতেম, যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু তা নয়,—তোমার মার্জ্জনা—ভয়ে,—মুসলমানের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হ'য়ে অগ্নিকুণ্ডে প'ড়তে চাচ্ছো কিন্তু মুসলমান-সম্মুখীন হ'তে সাহসী হ'চ্ছো না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় দেবে? মাতৃভূমির দুঃখে, অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, হায়! এমন সাহসী কেউ নাই!

২য় নাগ। বলবান মুসলমান, এ কথা নিশ্চয়।

যে কার্য্যে নিশ্চয় পরাজয়,
যুক্তি কভু নয়—
হেন কার্য্যে হস্তার্পণ।
কি ফল লভিবে—
পরাজয় হবে,
অত্যাচার বাড়িবে তাহায়।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। অত্যাচার অধিক কি হবে?
ভ্রমি মাতৃভুমি,—
হের কত মন্দির পতিত,
ক্ষেত্র কত শস্যহীন, মরে প্রজা অনাহারে,
মোগলের অস্ত্রাঘাতে শব রাশি রাশি,
শত গ্রাম অরণ্য সমান,
অট্টালিকা পশুর আবাস,
কত শত সুন্দরী কামিনী
জাতিভ্রষ্টা—বিধর্ম্মীর বলাৎকারে।
অত্যাচার বাড়িবে কি আর?

১ম নাগ। এখনো র'য়েছি সবে কন্যা-পুত্র ল'য়ে,
বিচার আলয়ে দণ্ড পায় অত্যাচারী।
কিন্তু হ'লে বিগ্রহে সজ্জিত,
গ্রাম পোড়াইবে, স্ত্রী-পুত্র বধিবে,
ধ্বংস হবে সৎনামীর দল।

. সময়ে সজ্জিত মোরা হব কত জন ?
অসংখ্য মোগল,
জেনে শুনে ধ্বংস কেন করি আকিঞ্চন ?

২য়-নাগ। নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র,
নাহি লোকবল,
সম্প্রদায় কিরূপে বা ঐকৈক্য হইবে ?
হইতে মোগলপ্রিয়, অর্থ-লালসায়—
কেহ বা করিবে গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ,
ধ্বংস হব প্রথম উদ্যমে।

ফকির। এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙ্গায় সাঁতার শিখে জলে নাম্‌তে হবে। খালি সভা ক'রে বাদসার কাছে আবেদন পাঠান যাক্।

চরণ। হাঁ, হাঁ, সভা ক'রতে হবে!

রণেন্দ্র। কি হেতু মোগলগণ অজেয় ভারতে ?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব গাথা র'য়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ ;—
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে ;
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীন বিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জ'ন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা ভাব যত, হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হ'য়েছে ভারত।

২য় নাগ। মহাশয়, রাজপুতনায় রাজপুত্রগণ
প্রকাশিল অসীম বিক্রম।
কিন্তু কি ফল ফলিল ?
হিন্দুরক্ত বহিল কেবল,
এই মাত্র পরিণাম।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্যম,
চিতোর না হইল উদ্ধার।
প্রতিদুর্গে জহর ব্রতের অনুষ্ঠান,—
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল রাজপুত-বালা,
বীরগণে শোণিত দানিল ;
পুত্রকন্যা সনে মহারাণা ভ্রমিল কাননে,
নিষ্ফল সকলি কাল মোগল-বিগ্রহে।

রণেন্দ্র। ভেদবুদ্ধি পরাজয় হেতু।
যবে বীরবর মানসিংহ অম্বর-ঈশ্বর,
অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে,
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিলেন রাণা।
বাদসাহে ভগিনী অর্পণ
ঘৃণার কারণ তাঁর।
অভিমানে হ'ল বন্ধুভেদ,
হলদিঘাটে বহিল শোণিত,
রাজপুত—রাজপুত-প্রতিবাদী!

২য় নাগ। মহাশয়,
মোগলে ভগিনী দান করিল যে জন,
নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন।

রণেন্দ্র। এই শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধীর, ভেদবুদ্ধি হেতু।
সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্য জ্ঞান।
হ'লে অনাচার, আছে প্রায়শ্চিত্ত তার,
তথাপিও হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে।
কিন্তু মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে,
ভোজনে তাহার সনে হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।
যে সকল রাজপুতগণে
মুসলমান-সনে কুটুম্বিতা করিলা স্থাপন,—
মহারাণা ত্যজি অভিমান,
সে সকলে দানিলে সম্মান,
আত্মহীন জ্ঞানে সবে, অবনতশিরে
শ্রেষ্ঠ মানি নেতৃপদে বরিত রাণায়।
পরে একত্র হইয়ে—মোগলে করিলে দূর
হিন্দু রাজা বসিত ভারত-সিংহাসনে।
মুসলমান-সংস্পর্শে—হয় যদি পাপের সঞ্চার,
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন,

হইতেন মহারাণা মোক্ষ-অধিকারী।
দেখ, হিন্দুর কি ভ্রম!—
করি বৃথা অভিমান,
বান্ধব-স্বজন করিয়াছে পরিত্যাগ;
মিত্র ছিল—শত্রু এবে সবে।
উচ্চ-পদাস্থিত আছে বহু হিন্দুগণ,
ঘৃণা মোরা করি সে সবারে।
না করি বিচার, বিধর্ম্মীর অধিকারে—
বিধর্ম্মীর বিদ্যা উপার্জ্জনে,
বিধর্ম্মীর বৃত্তিভোগ মাত্র দোষে
ধর্ম্মচ্যুত হয় নি তাহারা;
কিন্তু সে সবারে বিধর্ম্মী সমান করি জ্ঞান।
এই ঘৃণা হেতু, সুশিক্ষিত হিন্দুযুবাগণে—
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান।

৩য় নাগ। আর্য্যবংশ নির্ম্মলতা কিরূপে রহিবে?
মোগলের সংস্পর্শে ধর্ম্ম নাশ হবে!
তব উপদেশমত কার্য্য যদি হয়,
সনাতন ধর্ম্ম নাহি রহিবে ভারতে।

রণেন্দ্র। করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা,
কিন্তু স্বজাতিরে ঘৃণা প্রথম প্রক্রিয়া তার।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ
জন্মিয়াছে হেন সংস্কার।
জনকের অবতার মহাত্মা নানক—
এই ভেদ বুদ্ধি নাশ হেতু,
শিখ ধর্ম্ম করেন প্রচার;—
হিন্দু হয় মুসলমানগণে।
দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেহ হ'লে মুসলমান,
শিখ-সম্প্রদায় তারে করিবে গ্রহণ,—
বিধর্ম্মী যেমন—
হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান,
পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ,
হয় সে নির্ম্মল ল'য়ে ঈশ্বরের নাম।
হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ।
কিন্তু শতমুখে ঘোষে—
মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে!
হায় হায়! কিবা বিড়ম্বনা,
ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম যার—
কুঞ্চিত কুটিলভাব ব্যবহারে তার।

৩য় নাগ। হেন তব হয় কি ধারণা—
পরাজয় হইবে মোগল?

রণেন্দ্র। দমিত মোগল হের মহারাষ্ট্র-বলে।
ধনহীন জনহীন পার্ব্বতীয় যুবা,
শিবাজী ভারত-পূজ্য,
দিল্লীশ্বরে করিলা দমন,
স্থাপিলা স্বাধীন-রাজ্য অসি-সঞ্চালনে।
কর সাহস আশ্রয়—
উপেক্ষিয়া জয়-পরাজয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি সবে হই অগ্রসর।

২য় নাগ। সভয় ভারতবর্ষ মোগল বিক্রমে।
হয় যদি বিরোধী সৎনামী—
কে করিবে আশ্রয় প্রদান?
হব মাত্র সমূলে নির্ম্মূল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা;—
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন।
মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার,
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী;—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান,
সংসারে অসাধ্য কিবা তার?
হে ধীমান! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রিত;—
উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান—
মহা কার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমি মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।

এস ভাই, মোক্ষলুব্ধ-চিত্ত কেবা,
এস এস—মহাকার্য্যে কর যোগদান।

২য় নাগ। মহাশয়, আমি আপনার দাস, আমায় গ্রহণ করুন। আমার ধন, মান, জীবন—এ সমস্ত আপনার চরণে অর্পণ ক'র্‌লেম। পারি যদি মাতৃভূমির জন্য শোণিত দান ক'র্‌বো।

সকলে। আমি—আমি—জয় সৎনাম!

ফকির। দেখো, সৎনামের নাম গ্রহণ ক'র্‌লে, সে নাম না কলঙ্কিত হয়।

সকলে। কদাচ নয়!—জয় সৎনাম!

২য় নাগ। আমাদের কার্য্য বলুন?

রণেন্দ্র। যেখানে মোগল-চর পীড়ন ক'র্‌চে দেখ্‌বেন, সেই খানে পীড়িতের সাহায্য করুন; ঘরে ঘরে মহামন্ত্র দেন, নিজ আদর্শে অন্যকে উৎসাহ প্রদান করুন। এই স্থানে আমরা আবার কল্য একত্রিত হবো।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

ফকির। বৎস, কতদূর কৃতকার্য্য হ'লে?

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার চরণ-প্রসাদে অনেকেই মোগল-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত। প্রতি অট্টালিকায়, প্রতি কুটীরে আমি যথাসাধ্য উৎসাহ দান ক'রেছি। যে সকল হিন্দু মোগলের ভৃত্য হ'য়েছে, তারাও কার্য্যকালে মোগল-পক্ষ ত্যাগ ক'রে আমাদের সাহায্য ক'র্‌বে;—এ প্রদেশে সকল মোগল-গৃহে মোগল-বিরোধী হিন্দু সুযোগ কামনায় অবস্থান ক'র্‌চে।

ফকির। আমি এক সংবাদ শুনলেম, পরশুরাম নামে কে একজন তোমার ন্যায় গৃহে গৃহে উত্তেজনা দান ক'চ্ছে। সত্য-মিথ্যা চরণ আজ সন্ধান নিতে যাবে—সে মোগলের চর না সত্য কোন মহাত্মা সৎনামী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

বৈষ্ণবী ও যুবতীগণ।

১মা যুবতী। সখি, আমরা হীন নারী, আমাদের হ'তে কি হবে?

বৈষ্ণবী। আমরা হীন! লোকে আমাদের হীন বলে,—তাইতে আমরা হীন! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নারী-গর্ভে জন্মেছেন, নারীর জন্য লক্ষ্যভেদ ক'রে শত রাজাকে পরাজয় ক'রেছেন। আমরাই বীর প্রসব করি। সহধর্ম্মিণীরূপে আমরাই বীরকে উৎসাহ দিই। সকলই নারীর—সংসার নারী-চালিত। আমরা হীন! অকারণ আমরা আমাদের হীন বিবেচনা করি।

১মা যুবতী। সখি, আমরা খেলার জিনিষ, আমাদের নিয়ে খেলা করে।

বৈষ্ণবী। আমরা খেলার জিনিষ হই, তাই আমাদের নিয়ে খেলা করে। আমাদের রূপলাবণ্য, হাব-ভাব, মুনি-মুগ্ধকারিণী সঙ্গীত-ধ্বনি, কাব্যালাপ,—এ সব কি খেলার জিনিষ? যাতে দেবতা মুগ্ধ হয়, তা কি খেলার জিনিষ? লোকে যার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়, তা কি খেলার জিনিষ?

২য়া যুবতী। সই, চিরকালই তো খেলার জিনিষ হ'য়ে আস্‌ছি। যতদিন যৌবন, ততদিনই আদর, তারপর বাসিফুলের মত পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যায়।

বৈষ্ণবী। সে আমাদের দোষ। আমরা মনে করি, তোষামোদ ক'রে, পদানত হ'য়ে, পরপুরুষকে বশে রাখ্‌বো। যদি তোষামোদে পুরুষ বশ হ'তো, তা হ'লে কেউ আপনার নারী ছেড়ে আমাদের কাছে আস্‌তো না। আমরা বিদ্যা-বলে আকর্ষণ করি;—সে বিদ্যা পুরুষের পায়ে ফেলে দিলে, ঠেল্‌লে যাবেই তো। যদি প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিতেম, যদি আমার জেনে তার হ'তেম, তা হ'লে কি ছেড়ে যেতো? আমরাও ভোলাতে চাই, তারাও সখ ফুরালে চ'লে যায়। কিন্তু দেখ ভাই, যদি ইচ্ছা করি, আমরা জনে জনে বীরাঙ্গনা হ'তে পারি।

৩য়া যুবতী। দিদি, তোমায় তো ব'লেছি, তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই শুন্‌বো, তুমি যে রকমে লওয়াবে, সেই রকমে চ'ল্‌বো।

বৈষ্ণবী। ভাই দেখো, হোক্‌ না হোক, মনের সাধ মিটাই এসো। যদি এমন একটী প্রণয়ী পাই, যে—বীর, ধীর, মান্য, গণ্য, শতযুদ্ধজয়ী, পরমসুন্দর, আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে,—এমনি প্রণয়ী হ'লে কেমন হয়?

৩য়া যুবতী। দিদি, তোর সব কথাই খেপীর মত।

বৈষ্ণবী। তা খেপীই হই আর যা হই, আমার প্রতিজ্ঞা যে, ভীরু পুরুষকে কখনই অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে দেব না। যে নারীপ্রকৃতি, সে আবার নারী স্পর্শ ক'রবে কেন? আমি বীর-বেষ্টিতা বীরনারী হ'য়ে বেড়াবো।

৩য়া যুবতী। তা ভাই, তোমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, তুমি পারো।

বৈষ্ণবী। তুমিও পারো, আমরা সকলে পারি। কি পারি জান,—মুসলমানের ভয় হ'তে হিন্দুস্থানকে পরিত্রাণ ক'র্‌তে পারি, মুগ্ধকারিণী শক্তিবলে পুরুষকে উত্তেজিত ক'রে একাকী শত মোগলের সম্মুখীন ক'রতে পারি, হীন বেশ্যা ব'লে জগতে যে ঘৃণা আছে, সে ঘৃণা দূর ক'রে ভারতে পরমারাধ্যা হই! দেখো, আমাদের সকলকে কোন না কোন ধনাঢ্য যুবা উপাসনা ক'চ্ছে, জনে জনে সহস্র সহস্র জনের উপর অধিকার। আমরা যদি তাদের বলি, ভালবাসার পরীক্ষা দাও, তা হ'লে কি তারা দেয় না? যে পেছোবে, তার সঙ্গে প্রণয় কিসের? কেন তারে যৌবন দেব? যে ধনও দেবে, প্রাণও দেবে, তারই হবো,—নইলে কার!

২য়া যুবতী। আচ্ছা ভাই, দেখি, তুমি কি খেলাটা খেলো।

বৈষ্ণবী। আমার খেলা নয়,—আর ভারত-ললনার খেলার সময় নাই। ভারত-ললনা অনেক দিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই,কুলাঙ্গনারা চির-পরাধীনা,স্বামীর অধীন হ'য়ে উৎসাহবিহীনা হ'য়েছে। ভারতকে উৎসাহ প্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহপ্রদানে শিক্ষাদান আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু-অসি কোষমুক্ত দেখা আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান ক'র্‌তে উত্তেজনা করা আমাদের কাজ। এসো, সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই; হীনের হীন হ'য়ে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ হবো। এই ভারতবর্ষে আমাদেরই গৃহে বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর, আমাদেরই উৎসাহে স্বকার্য্য সাধনে যত্নশীল হ'য়েছে। গুণী, ধনী, মানী—সকলেই এই বারাঙ্গনা-গৃহে এসে আমোদ ক'রেছে; তখন ভারতের সুদিন! ধরাপতি আমাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ ক'র্‌তেন। কিন্তু সে দিন আর নাই, গুণবতী নারীর প্রশংসালালসায় পরস্পর প্রতিযোগী হ'য়ে, কবি কবিতা রচনা ক'রেছে, চিত্রকর চিত্র অঙ্কণ ক'রেছে, গায়ক গান ক'রেছে; যুদ্ধকালে বারাঙ্গনা জয়ধ্বনি দিয়ে বীরের কল্যাণ কামনা ক'রেছে। সে দিন ফুরোয় নাই। আমরা ইচ্ছা ক'র্‌লে আবার আমাদের সে দিন ফিরে আসে।

২য়া যুবতী। দিদি, সত্যই তোমার কথায় মন সতেজ হয়। দেখি কি হয়, সকলে তোমার মতেই চ'ল্‌বো। ওই সব আস্‌ছে, তোমার সেই গানটি গাও।

(যুবাগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী।— (গীত)

দেখিস্‌ লো, কে জানে নারীর মান!
যেচে প্রাণ বেচ্‌লে ধারে পদে পদে অপমান।
সাম্‌লে থাকিস্‌ হ'স্‌ লো হুঁসিয়ার,
প্রাণ স'পে দিস্‌ আপন প্রাণের কদর আছে যার;
মানী বিনা ধারে কে আর নারীর মানের ধার!
যার মান গেছে, তার প্রাণ কি আছে,—
আছে শুধু কথার কাঁদ।।
জীবন-যৌবন দেব লো যারে,
দেখ্‌বো সে কি ভার নিতে পারে,
যার কোঁচকানো প্রাণ মচ্‌কে যাবে, প্রাণ দিলে তারে;
যে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে—ক'র্‌বে দরদ নারীর প্রাণ।

কবি-যুবা। আমি একটী কবিতা লিখেছি, শোনো।

বৈষ্ণবী। কবিতার ভাব তো এই—একটী নায়ক একটী নায়িকার মুখচুম্বন ক'চ্ছে! নয় তো কোন নাগর, নাগরীর বিরহে হা-হুতাশ ক'চ্ছে! ও কবিতা শুন্‌বো কি, আমরা নিত্য দেখি।

কবি-যুবা। বাবা, প্রেম ছাড়া আর কবিতা কি হয় বল?

বৈষ্ণবী। তোমার মত কবির আর কি কবিতা হবে! "প্রাণ রে, তোর জন্যে মরি", ও শুনে শুনে অরুচি হ'য়ে গেছে!

কবি যুবা। আচ্ছা চাঁদ, কাল 'মারকাট' লিখে আন্‌ছি।

বৈষ্ণবী। দেখ, লিখো,—দশজন হিন্দু পালাচ্ছে, আর একজন মুসলমান পয়জার পেটা ক'চ্ছে।

চিত্রকর-যুবা। আচ্ছা, আমার এই চিত্রখানি দেখ;— এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর আমি তুলি ধ'র্‌বো না। দেখো, চিতোর-কামিনীরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর বীরেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে শত্রু-শিবির দিকে ছুট্‌ছে।

বৈষ্ণবী। কি—কি, দেখি—দেখি! এরা কি আমাদের মত নরনারী, না—কল্পনা ক'রে চিত্র ক'রেছো? এত পুরুষ, এত মেয়েমানুষ—প্রেম না ক'য়ে ওরা আগুনে প'ড়্‌ছে—আর এরা মুসলমান মার্‌তে ছুটে্‌ছ? মিছে কথা, তুমি ছবি পুড়িয়ে ফেলে দাও।

চিত্রকর-যুবা। ওঃ, ন্যাকা হ'চ্ছেন; চিতোরের ঘটনা জানেন না!

বৈষ্ণবী। আমাদের মন দিয়ে কেমন ক'রে বুঝ্‌বো বল, যে, মুসলমানে স্পর্শ ক'র্‌বে ব'লে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আর তোমাদের দেখে কিসে বিশ্বাস ক'র্‌বো যে, পুরুষমানুষ মুসলমানের সম্মুখে অস্ত্র তুলে যেতে পারে!

চিত্রকর-যুবা। কেমন হ'য়েছে, একবার চাঁদ মুখে বলো না?

বৈষ্ণবী। যা বুঝিনে, তা আর ব'ল্‌বো কি! দেখ্‌ তো ভাই তোরা, ব্যাটা ছেলে না কি আবার মুসলমান মার্‌তে যায়, না তলোয়ার কোমরে বেঁধে আমাদের বাড়ীতে এসে বলে,—"প্রাণপ্রিয়ে, একবার চাঁদমুখ তুলে চাও!"

১মা যুবতী। হ্যাঁ হে, দিদি রোজ রোজ লজ্জা দেয়, তোমরা কেউ দু'জন মোগলকে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পার না?

৩য় যুবা। মার্‌তে পার্‌বো না কেন? তারপর বাদসার হ্যাপা সাম্‌লায় কে,— তুমি?

৪র্থা যুবতী। তবে তোমরা এই বাড়ী নাও, আমাদের মত সজ্জাগজ্জা ক'রে ব'সো; আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের এক একখানা দাও, দেখ, আমরা বাদসাকে ভয় করি কি না।

৩য় যুবা। আর তলোয়ার কেন চাঁদ, তোমাদের নয়নবাণে একশো বাদসার মুণ্ড ঘুরে যায়।

বৈষ্ণবী। আমাদের আর নয়নে বাণ কি বলো! যদি নয়নে বাণ থাক্‌তো, তা হ'লে তোমাদের বুকের গণ্ডারের চাম্‌ড়া ভেদ ক'র্‌তো, তোমাদের মনে ঘৃণা হ'তো, স্ত্রী-পুত্র মোগলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌তে না। যাক্, আমোদ ক'র্‌তে এসেছো, ব'সো, গান শোনো, আমোদ করো, কিন্তু প্রেমের কথা ব'লো না;—প্রেম বীরের, কাপুরুষের নয়,—জেনো, বীর ব্যতীত কেউ নারীর প্রাণ পায় না।

রঘুরাম। তুমি আমার একটা কথা শোনো, তোমার ঘরে চলো।

বৈষ্ণবী। কথা তো সেই—তুমি ভালবাসো; তা আমার কি? তুমি রাজকুমার, তোমার ধন আছে, আমায় দেবে—এই না?

রঘুরাম। আমি যথাসর্ব্বস্ব দেব।

(ইত্যবসরে যুবাগণের বাঞ্ছিত যুবতীগণের সহিত পরস্পর কথোপকথন)

বৈষ্ণবী। তা আমি জানি। তুমি তো দেবে, তারপর মুসলমানের রাজ্য, যদি কেড়ে নেয়, আমি কি ক'র্‌বো?

রঘুরাম। তুমি না ব'লেছ, তোমায় যে ভালবাসে, তারে তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণবী। হ্যাঁ, ব'লেছি।

রঘুরাম। তবে এখন যদি মিথ্যা কথা কও, ধর্ম্মে সবে না।

বৈষ্ণবী। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কি! কোন্ ধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, না ম্লেচ্ছধর্ম্ম? আমরা হিন্দু, আমরা কি ধর্ম্ম মানি?

রঘুরাম। তা বটে, তুমি পাষাণী, তোমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই—তুমি পাষাণী!

বৈষ্ণবী। তোমার কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? তোমার কি প্রাণ আছে?

রঘুরাম। যদি দেখাবার হ'তো, বুক চিরে দেখাতেম।

বৈষ্ণবী। প্রাণ বুক চিরে দেখাতে হয় না, কার্য্যে দেখাতে হয়। বিধর্ম্মী মোগল, শত শত স্বধর্ম্মীকে দিন দিন হত্যা ক'র্‌ছে দেখ্‌ছো, তোমার প্রাণ আছে, তোমার

ব্যথা লাগে না! শত শত বালকহত্যা, বৃদ্ধহত্যা, বলাৎকার—তোমার চক্ষুর উপর হ'চ্ছে, তোমার প্রাণ আছে, ব্যথা লাগে না! মোগলেরা মন্দির ভঙ্গ ক'রে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে, তোমার ধর্ম্ম আছে, তোমার ধর্ম্মে এ সকল সহ্য হয়! পুণ্যস্থান, তীর্থস্থান কলুষিত হ'চ্ছে, তোমার কর্ম্ম আছে, অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে নিবারণ করো না! ব'ল্‌ছো, আমায় ভালবাসো, তুমি কারেও ভালবাসো না, তোমার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তুমি জন্মভূমিকে ভালবাসো না, স্বজাতিকে ভালবাসো না, আপনার পরিবারবর্গকে ভালবাসো না; তুমি আপনার ধর্ম্ম ভালবাসো না, মনুষ্যত্ব ভালবাসো না, ভালবাসো—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তাই আমার উপাসনা ক'চ্ছো। যদি পৃথিবীতে কোন বস্তু তোমায় ভালবাস্‌তে দেখ্‌তেম, তা হ'লে বুঝ্‌তেম, একদিন ভালবাস্‌তে পারো। কিন্তু বুঝ্‌লেম, তোমার হৃদয় ভালবাসাহীন,—হিন্দুর হৃদয় ভালবাসাহীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভালবাসা—মুখের কথা, অন্তর অসার।

(যুবা ও যুবতীগণ পরস্পর পৃথক্‌ হইয়া একদিকে যুবাগণের ও অন্যদিকে যুবতীগণের কথোপকথন)

রঘুরাম। তুমি কে? তুমি এ স্থানে কেন?

বৈষ্ণবী। তোমারই জন্য।

রঘুরাম। ব্যঙ্গ রাখো, বল? যদি তোমার ভালবাসার যোগ্য হ'তে পারি, তা হ'লে কি তুমি ভালবাসবে?

বৈষ্ণবী। যখন ভালবাসার যোগ্য হবে, আমি কোন্‌ ছার, জগতের তুমি আরাধ্য বস্তু হবে।

রঘুরাম। আচ্ছা, পরের কথা পরে। বুঝেছি, প্রাণবিসর্জ্জনে তোমার ভালবাসা কিন্‌তে হবে। ভালবাসো আর না বাসো, যদি আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, জেনো, তোমার ধ্যান ক'রে ম'রেছি।

[রঘুরামের প্রস্থান।

(যুবতীগণের বৈষ্ণবীর নিকট আগমন)

১মা যুবতী। দিদি, তুমি মানুষ নও। বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আম্‌রা যুবাদের নরকগামীও ক'র্‌তে পারি, আর মনে ক'র্‌লে সৎকাজেও লওয়াতে পারি। আমরা এই পরস্পরে বলাবলি ক'চ্ছিলুম,—আমরা যার যার সঙ্গে কথা ক'য়েছি,সকলেই আমাদের কথা শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল,—বিলাসচক্ষে না দেখে উপাসনার চক্ষে আমাদের দেখ্‌লে। আমাদের প্রতি অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি হ'য়েছে ব'লে বোধ হ'ল। তুমি ওদের সঙ্গে কথা কইলে ঠিকটি বুঝ্‌তে পারবে।

বৈষ্ণবী। (দূরস্থিত যুবাগণের প্রতি) ওহে, এসোই না, এত পরামর্শটা কিসের? এসো না, বসো, একটু আমোদ করি।

২য় যুবা। দেবি! যদি দিন পাই, আমোদ ক'র্‌বো, তোমরা প্রকৃত আমোদের বস্তু! আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, আমরা কাপুরুষ। তোম্‌রা বেশ্যা নও—দেবাঙ্গনা, আমাদের মনুষ্যত্ব দান ক'র্‌তে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হ'য়েছ। পারি যদি, মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেব,—নচেৎ অস্থিমাংসের ভার আর বহন ক'র্‌বো না। জয় সৎনামের জয়!

সকলে।—জয় সৎনামের জয়!

(সকলের গীত)

ঢালিব রুধির জননী পিপাসিতা,
দানিতে শোণিত সজ্জিতা দুহিতা,—
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ।
কঠোর-নিনাদিনী নারী রণাঙ্গনে,
সনাতন কেতন উড়িবে গগনে;
সন্তান পূজিবে পুন হরবারি,
কুসুম-চন্দন অর্পিবে নারী;
প্রজ্বলিত হৃদি আরতি কারণ.
ধূপ দীর্ঘশ্বাস অনল বরিষণ;
অর্ঘ্য-সলিল মোগল-রক্ত-হ্রদ,
রঙ্গিণী নর্ত্তন ভীষণ আমোদ,—
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পরশুরামের গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ

মুসলমান-বেশে পরশুরাম ও
অন্যান্য সৎনামীগণ।

পরশু। ভাই, তোমরা আমায় মার্জ্জনা কর। তোমরা জনে জনে বীরপুরুষ, যথার্থ সৎনামের উপাসক, কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছ। তোমাদের পরীক্ষা ক'রে বুঝ্-

লেন যে, নিষ্ঠুর মোগল কোন প্রকার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের নিকট আমাদের গুহ্য মন্ত্রণা জান্‌তে পার্‌বে না। এ বিষম সময়ে পরীক্ষা আবশ্যক ব'লেই উৎকট পরীক্ষা ক'রেছি। তোমরা মার্জ্জনা কর।

১ম সং। পরশুরাম, কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাস ব্যতীত এ কার্য্য কখনই উদ্ধার হবে না। তোমার পরীক্ষা দ্বারা আমরা বুঝেছি, মৃত্যুভয়ে, যন্ত্রণাভয়ে —সৎনামী যুবা মুসলমানের অধীন হবে না।

(দুই জন মোগল-পাইকবেশী সৎনামীসহ বন্দী-অবস্থায় মোগল-বেশে চরণদাসের প্রবেশ)

১ম পাইক। সর্দ্দার, এ ব্যক্তি সৎনামী—রাজদ্রোহী; সৎনামী পরশুরামের অনুসন্ধান ক'চ্ছে।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। মোল্লার ছাওয়াল।

পরশু। তুমি হিন্দু—সৎনামী,—প্রাণভয়ে মিথ্যাকথা ক'চ্ছ; কিন্তু মিথ্যায় কোন ফল হবে না। যদি জীবনে প্রয়াস থাকে, সত্য বল; নচেৎ অগ্নিদ্বারা তোমায় দগ্ধ ক'রে বধ ক'র্‌বো।

চরণ। দৈ আল্লা, মুই মিছে জানি নে।

পরশু। তুমি হিন্দু।

চরণ। আরে হিন্দুর বাপের ভিটে চাষ।

পরশু। তুমি সৎনাম-উপাসক।

চরণ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তোবা—তোবা!

পরশু। আমাদের নিকট তোমার প্রতারণা চ'লবে না; সত্যকথা বলো যদি, নিস্তার পেলেও পেতে পারো। তুমি কোন্ সৎনামীর চর বলো? নচেৎ তোমার মুখে গোমাংস দিয়ে ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌বো, তারপর জীবন্ত কবর দেবো। ধর্ম্ম যাবে—প্রাণ যাবে।

চরণ। আরে কবর দিতে চাচ্চ, এ তো বড় ব্যাটার কাজ ক'চ্চো।

পরশু। তুমি মুসলমান।

চরণ। কারো সাথ নিকে দিয়ে প'র্‌কে নাও।

পরশু। এখনো ব্যঙ্গ ক'চ্চ?

চরণ। না—নিকে কর্‌বার মোর বড় সখ। মোদের সাতপুরুষে নিকে হয় নি, সাদির ক্ষোভটা মিটিয়ে নি।

পরশু। পাইক, এর দশ অঙ্গুলীতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন ক'রে অগ্নি দাও।

চরণ। আর কানি খোঁজ্‌বে কনে? আমার এই কাপড় ছিঁড়ে দশ আঙ্গুলে জড়াও, আর বাতিটে এগিয়ে দাও, আমি দশ আঙ্গুলে রোসনাই ক'রে নিকে কর্‌তি যাই।

১ম সং। মশায়, এ কাফের, অগ্নিতে পোড়ালে এর ধর্ম্ম নষ্ট হবে না; এর মুখে গোমাংস দিয়ে কবরে দেওয়া যাক্।

চরণ। এক কটরা সরবত এনো, মাংস খেয়ে পিয়াস মেটাব কি না।

পরশু। তুমি সৎনামী নও?

চরণ। আমি চাচার পোলা—সৎনামী হলাম কবে?

পরশু। আচ্ছা, এই কাগজে 'সৎনাম' লেখা আছে, এতে পা দাও।

চরণ। এই তো দেলাম।

পরশু। তুমি বড় সয়তান, আচ্ছা, তোমার ব্যঙ্গ এখনি দূর হবে,— এই গোমাংস খাও।

চরণ। পেট্‌টা বড় ভার আছে,—এই জিবে ঠেকাই, তাতেই তোমার কাজ হবে।

২য় সং। সত্যই তুমি মুসলমান?

চরণ। আরে, চিন্‌তি পাচ্ছ না?

পরশু। এখনো বিদ্রূপ, দাও, এরে কবর দাও। দেখো, এই কবরে তোমার মত পাঁচজন সৎনামী আছে, কবরের ভিতর রাজ-বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করগে।

চরণ। ধর্‌ছো ক্যান? মাটী চাপা দেবা? এই আমি উল্‌ছি। (কবরে প্রবেশোদ্যত)

পরশু। এখনো বল?

চরণ। আহা মামু, ব্যাশ আছি, দাও না দু'মুটো মাটী ফেলে। ব'কে কেন মুখ শুকুচ্ছো, কবর দিয়ে ব্যাটার কাজ ক'রে চলে যাও।

পরশু। দাও—কবর চাপা দাও। (কবর বন্ধ করন) পরীক্ষা হ'য়েছে, শীগ্‌গির খোলো, শীগ্‌গির খোলো— বিলম্ব হ'লে মারা যাবে।

(চরণদাসকে বাহির করন)

চরণ। কি চাচা—তোল্লে যে?

পরশু। কবরে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। অঙ্গের চর্ম্ম খুলে নিয়ে বধ করো।

চরণ। আর এক কাজ করুবা? খুব আমোদ হবে। গজাল ফুটিয়ে ফুটিয়ে মারবা? তা তোমার যেমন সখ, তেমনি করো, আমার মানা নাই, চাম খুলি নিতি চাও—খোলো।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। তোমার ফুপু।

পরশু। মহাশয়, স্বরূপ পরিচয় দেন, দেখুন—আমরা মুসলমান নই। এ অধমের নাম পরশুরাম, আমার তত্ত্ব কেন ক'চ্চেন? আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, মার্জ্জনা ক'রবেন।

চরণ। পরশুরাম ঠাকুর, ওতে কিছু মনে ক'রো না, কিছু মনে ক'রো না, মরাটা কতক অভ্যাস হলো। রণেন্দ্র ঠাকুর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চান। তুমি সৎনামী না মোগলের চর—আমি সন্ধান ক'রতে এসেছিলেম।

১ম সৎ। কে, রণেন্দ্র? সেই মহাপুরুষই আমায় এই কার্য্যে ব্রতী করেন।

পরশু। সে মহাত্মার নাম আমি শুনেছি। দাসের প্রতি কি তাঁর আজ্ঞা, বলুন?

চরণ। ঠাকুর, সে পরামর্শ তোমরা দু'জনে ক'রো।

পরশু। কোথায় তাঁর দর্শন পাবো?

চরণ। তুমি যেথায় বলো, তিনি তোমার নিকট আস্‌বেন।

পরশু। নগর প্রান্তে বিকট শ্মশান, সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই;—আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা তথায় উপস্থিত থাক্‌বো, অনুগ্রহ ক'রে তথায় উপস্থিত হ'লে আমার দেখা পাবেন।

১ম পাইক। মহাশয়, আপনি প্রকৃত সৎনাম-উপাসক, আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আপনি 'সৎনাম'এর উপর পদার্পণ ক'রলেন? সত্য বটে, তাতে 'সৎনাম' লেখা ছিল না, কিন্তু তা তো আপনি অবগত ছিলেন না?

চরণ। মহাশয়, আমার গুরুদেব বলেন যে, বিধর্ম্মীর কাছে ইষ্টদেবতা গোপন ক'রবার নিমিত্ত, ইষ্টনামের উপরও পা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পাতক হয়, অগ্নিতে পা দগ্ধ ক'রলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

২য় পাইক। হ্যাঁ—এরূপ নিয়ম আমাদের হিন্দুর মধ্যে বটে; শুনেছি, এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নাই।

চরণ। হাঁ, নাই বটে, কিন্তু মনটাও খুঁত খুঁত করে।

১ম পাইক। কিন্তু যদিচ আমরা গোমাংস দিই নাই, আপনি তো গোমাংস জ্ঞানে জিহ্বায় স্পর্শ ক'রলেন?

চরণ। গোমাংস মুখে দিয়ে যদি গুরুতর পাপ হয়, সে পাপে আমারই নরক হবে, কিন্তু গুহ্য মন্ত্রণা ব্যক্ত হবে না। কিন্তু আপনি নরকে যাবো,এই ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবো, এরূপ উপদেশ আমার নয়। নরকে কি যন্ত্রণা আছে, জানিনে। কিন্তু ধরুন, গোমাংস না স্পর্শ ক'রলে ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা এড়াতেম। তারপর আত্মগ্লানি!—সে নরকের হাতে কি ক'রে বাঁচতেম? আত্মগ্লানির অপেক্ষা নরক শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

১ম সৎ। দেখ্‌লেম,—আপনার মৃত্যুভয় নাই, যন্ত্রণার ভয় নাই। গোমাংস না স্পর্শ ক'রলে, ধরুন, আমরা না হয় আপনার প্রাণবধ ক'রতেম। মরতেন বটে, কিন্তু আপনার তো মহাপাপ হ'তো না।

চরণ। যদি আপনারা সত্য মুসলমান হ'তেন, আমি গোমাংস না স্পর্শ ক'রলে তার প্রথম ফল কি হতো জানেন? —আপনারা জান্‌তেন, আমি হিন্দু;—আরও জান্‌তেন, হিন্দুরা চর পাঠায়। আমায় গোমাংস দিয়ে বধ ক'রলে, আপনারা মনে মনে ধোঁকা খেতেন,—মনে সন্দেহ হ'তো, আমি বা সত্যই মুসলমান। আর একজন হিন্দু-চরকে বধ ক'রতে মনে ধোঁকা হ'তো। তারপর আমি তো ধরা দিয়ে মরতে আসি নাই, যে, আপনারা মেরে ফেল্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তেম। আমি এসেছি, সৎনামের কাজে—তোমাদের সন্ধান নিতে—মরে তো ভূত হ'য়ে সম্বাদ দিতে পারতেন না। কাজ ক'রতে এসেছি, যাতে না মারা পড়ি, সেই চেষ্টা ক'রেছি।

পরশু। মহাশয়, আপনি প্রকৃত মুক্তাত্মা, কর্ম্মযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কার্য্যই আপনার উদ্দেশ্য, কার্য্যই আপনার জীবন, আপনি ফলাফল-জ্ঞানশূন্য—নরকেরও আপনি ভয় রাখেন না।

চরণ। যখন সৎনামের আশ্রয় অবলম্বন ক'রেছ, তখন তোমরাও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ,তোমাদেরও নরকের ভয় নাই। আমাদের হিন্দুর মধ্যে বিড়ম্বনা কি জানো? মুসলমানকে আক্রমণ করে না কেন জানো?

১ম পাইক। মুসলমান বলবান্—এই ভয়ে।

চরণ। না। মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই। বাঙ্গালী ব'লে

এক জাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখেছি, মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবী-তীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানে।?—মুসলমানের হাতে ম'রে পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়! হায় হায় যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারে যে, আত্মরক্ষার জন্য, স্বগণ-রক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, বিধর্ম্মী-বিরোধী হ'য়ে প্রাণ দিলে—কোটি জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হ'তো। অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল!

পরশু। মহাশয়, আপনিই যথার্থ হিন্দু, যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তস্থ বনসংলগ্ন-শ্মশান

(ময়ূরাসনে কৌমারী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত)

মোহিনী ও বৈষ্ণবী।

মোহিনী। সঙ্গে ল'য়ে রঙ্গিণী সঙ্গিনী
করিলে অদ্ভুত রঙ্গ তুমি মা রঙ্গিণী।
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
তব উপদেশ মত কহিয়ে বচন—
মন্ত্রসম শক্তি সে কথার—
উত্তেজিত করিয়াছি হিন্দু-কুলাঙ্গনা ; -
ঘরে ঘরে পতি-পুত্রে করে উত্তেজনা
হইতে মোগল-বাদী।
নাহি মৃত্যু ভয়, গায় মুখে সৎনামের জয়—
ভয়শূন্য ভীরু হৃদি নারীর উৎসাহে।
মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন ;—
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর,
যথাসাধ্য হব তব কার্য্যে অনুকূল।
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হ'লে সমাধান,
ভাবিব মা সার্থক জনম।
মরি যদি বিধর্ম্মীর করে,
কৈবল্য করিব লাভ জেনেছি নিশ্চয়।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ, তপ-জপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি পূজা সম।
আছে বহু রত্ন ধন—কর মা গ্রহণ,
অর্জ্জন সফল হবে তব কার্য্য-ব্যয়ে।

বৈষ্ণবী। একা তুমি ক'রেছ মা আসাধ্য সাধন ;—
তব সজীব বচনে—
কুলাঙ্গনা বীরাঙ্গনা পুনঃ হিন্দুস্থানে।
প্রতি গৃহে গৃহে,
প্রত্যেক কুটীরে দানিয়াছ উপদেশ,
হিন্দুকুলনারী যেই উপদেশ-বলে
করিয়াছে উত্তেজনা
পিতা-পুত্র-স্বামী-ভ্রাতাগণে।
অদ্ভুত প্রভাব তব ;—
আবাল-বনিতা বৃদ্ধ স্বদেশবৎসল
তব মহামন্ত্র-দীক্ষা-লাভে মাতঃ!
হ'লে প্রয়োজন, অর্থ তব করিব গ্রহণ।

(পরশুরাম ও যুবক যুবতীগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। আসিতেছে বীর্য্যবান সৎনামী সন্তান,
পরশুরাম সনে মন্ত্রণা কারণে।
দিতে হবে মহাত্মায় কার্য্য-পরিচয়,
প্রস্তুত কি আমরা সকলে?

রঘুরাম। দিব কিবা পরিচয় নাহি জানি।
কিন্তু সৎনামের পূজাহেতু জীবন অর্পণে
সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সবে তব উপদেশে ;—
দেবী তুমি, সেবক আমরা সবে।
সাধ্যমত তব উপদেশ-বাণী
প্রচার ক'রেছি ঘরে ঘরে।

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—
উত্তেজিত সে মন্ত্র-প্রভাবে।

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। (স্বগত) কে আর এমন ছুঁড়ী আছে যে, ছোঁড়া মাতাবে? মহান্তর দিগ্বিজয়ী কন্যা আছেই আছে।

১ম যুবা। এ কি!—ইনি কি রণেন্দ্র?

পরশু। না, ইনি একজন সৎনামী মহাপুরুষ, পরিচয় হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বড় সুরসিক লোক, কথা ক'য়েই দেখুন না।

১ম যুবা। কি হে নাগর, বড় খর যে, কে বট?

চরণ। নাগর বটি।

২য় যুবা। নাগর, কোন্ নাগরীর উপর ঝোঁক ক'রে?

চরণ। দাঁড়াও, দোকানে এসেছি, মাল বুঝেসুঝে নি।

৩য় যুবা। (যুবতীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে, তোমাদের ভারি খদ্দের জুটেছে।

চরণ। (জনৈক যুবতীকে দেখিয়া) এ শ্যাওড়া গাছে চ'ড়্‌বার মত বটে, কিন্তু কই, এ না।

২য় যুবা। কি নাগর, পছন্দ হলো না?

চরণ। না, এর ছোট জান, শ্যাওড়া গাছে থাকে। (২য়া যুবতীকে দেখিয়া) তোমার তালগেছে জান বটে, কিন্তু তোমার কর্ম্ম নয়, সে দস্যি ছুঁড়ীর পাল্লা দিতে পার্‌বে না।

২য়া যুবতী। আমায় দেখনা?

চরণ। আমি তো গুয়েপেত্না খুঁজ্‌তে আসি নি।

৩য় যুবা। কি হে, এরেও পছন্দ হলো না?

চরণ। আরে র'সো র'সো—কুৎ ক'র্‌চি। (বৈষ্ণবীর প্রতি) হ্যাঁ, এই বটে, গয়নাগাঁটী প'রে মোষখেকো চেহারা ক'রেছিস বটে!—খুব চটক ফিরিয়েছিস্!

বৈষ্ণবী। কি চটক ফিরিয়েছি?

চরণ। গাছকোমর বেঁধে অশত্থগাছে থাক্‌তিস্ তো?

বৈষ্ণবী। তোর কি চোখ নাই? আমি কি অশত্থগাছে থাক্‌বার মত?

চরণ। বটে বটে, এখন বাঁশবনে—শ্মশানে থাকিস্?

বৈষ্ণবী। আমি অট্টালিকায় থাকি, বাঁশবনে থাক্‌বো কেন?

চরণ। তোর স্বভাব, এই যে দিব্যি অট্টালিকায় ব'সেছ।

বৈষ্ণবী। তা তুই আমার কাছে কেন এসেছিস্?

চরণ। এখনো গাছে চড়িস্ কি না, দেখ্‌তে।

বৈষ্ণবী। তোর এত গরজ কেন?

চরণ। আছে গরজ, নৈলে গেছো মেয়ের খোঁজ করি! তোরে ঝোঁপে-ঝাঁপে, খুঁজে খুঁজে দু'শো শ্যাল তাড়িয়েছি, আর বটগাছ, অশত্থগাছের ডালে বাঁদর ব'স্‌তে দিই নাই,—তড়াক তড়াক্ ক'রে, রূপি হ'য়ে ডালে-ডালে লাফ্ মেরেছি—কি ভোলই ফিরিয়েছিস্!

বৈষ্ণবী। এঃ—এ ক্ষ্যাপা!

চরণ। ক্ষ্যাপা বই কি! আমি কি আর দেখি নে, তুই যখন আনাচে-কানাচে ঝোঁপে-ঝাঁপে ডালে-ডোলে বেড়াতিস, তখন তোর এক চটক ছিলো,—তোর হাস্যবদন ছিলো, ছুঁড়'—ছুঁড়ীর মত ছিলি; একটু বেতালা ছিলি বটে, কিন্তু এখন যেন কিম্ভূত কিমাকার হ'য়েছিস্। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, তুই তখন পাগ্‌লি ছিলি, না এখন পাগ্‌লি হ'য়েছিস্?

বৈষ্ণবী। তবে তোমার পছন্দ হ'য়েছে?

চরণ। আমি তো আর বলদচাপা. শিব নই, যে, বুক পেতে দেবো, আর রণ-রঙ্গিণী টিপ্ টিপ্ ক'রে নাচবে! তোরা দেখ্‌ছিস কি, ও পালে পালে নরবলি খাবে, তবে রণরঙ্গিণী ঠাণ্ডা হবে।

পরশু। (চরণদাসের প্রতি) কই মহাশয়, সৎনামশ্রেষ্ঠ রণেন্দ্র কোথায়?

চরণ। এইবার আপনাকে একটু মাপ ক'র্‌তে হ'চ্ছে। আমার একটু ধোঁকা হ'য়েছিল যে, তখন মুসলমান সেজেছিলেন, কি হিন্দু সেজেছিলেন? তাই রণু ঠাকুরকে একটু তফাতে রেখে তত্ত্ব নিতে এসেছি। এখন সে সন্দেহ দূর হ'য়েছে।

পরশু। কিসে?

চরণ। এই মহিষমর্দ্দিনীকে দেখে। (উচ্চকণ্ঠে) জয় সৎনাম!

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

পরশু। এই কি সে মহামতি রণেন্দ্র সুধীর?

রণেন্দ্র। রণেন্দ্র এ দাস।

পরশু। স্বাগত হে সৎনাম-প্রধান!

পরশুরাম অধমের নাম,

আছি সবে তব প্রতীক্ষায়,
তব সুমন্ত্রণা মত কার্য্যে হব রত।

রণেন্দ্র। মহাশয়, ঘুচাও সংশয়—
কেবা এ রমণীবৃন্দ হেরি?
মন্ত্রণায় নারী কি কারণ?
কুলাঙ্গনা এঁরা কি সকলে?
বেশে নাহি পাই পরিচয়,
বেশভূষা বেশ্যা সম সবাকার!

বৈষ্ণবী। বারাঙ্গনা, নহে কুলাঙ্গনা;
কিন্তু সৎনাম-আশ্রিত—ব্রত সৎনামের সেবা।
উষ্ণ রক্ত-স্রোত বহে ধমনীতে,
বহে যথা পুরুষ-শরীরে।
ধন, মান, প্রাণদানে প্রস্তুত সকলে,
প্রস্তুত যেমতি—যত
সৎনাম-আশ্রিত কার্য্যব্রত যুবকমণ্ডলী।

রণেন্দ্র। এ কি আঁখির বিভ্রম,
কিম্বা সত্য তুই বৈষ্ণবী সম্মুখে!
কালামুখি, বেশ্যা বলি দিলি পরিচয়,
নাহি হ'লো লজ্জার উদয়?
শত ধিক্ জনমে রে তোর!
ধরি পিতার চরণ,
পিতৃ-রক্ত স্থাপিয়া মাথায়
প্রতিজ্ঞা করিলি কলঙ্কিনি—
পরিণাম এই কি রে তার?
প্রত্যয় না হয়—সত্য কি বৈষ্ণবী!—
কিম্বা কোন' পিশাচী আসিয়ে,
সে আকার করিয়ে ধারণ—
শেলাঘাত করে বুকে!
বল ভগ্নি, বল—রাখো প্রাণ—
কর বেশ্যা ভাণ বুঝিতে আমার মন!
জন্ম তব গুরুর ঔরসে,
মহাদেবী গুরুপত্নী তোমার জননী,
নহ বেশ্যা তুমি;—
কহ, এসেছ কি উদ্দেশ্য-সাধনে?
প্রতারণা কেন ভ্রাতা সনে!

বৈষ্ণবী। সত্য তব অনুমান,
নহি নহি উদ্দেশ্য-বিহীনা!
কিন্তু জেনো, বেশ মম নহে প্রতারণা।
এতদিন বেশ্যাগৃহে হ'য়েছি পালিতা,
শিখেছি মোহিনী বিদ্যা বেশ্যার যেমন,
দীক্ষাদাত্রী বৃদ্ধা ঘোষা হের।

রণেন্দ্র। কুলকলঙ্কিনি, দূর হ পাপিনি!
এই হেতু পরিণয় অস্বীকার তোর?
নিত্য নব যুবা-প্রেম-আশে?
এই হেতু,
উদ্বাহের নামে হ'য়েছিলি গৃহত্যাগী?
বৃক্ষমূলে নদীকূলে বসিয়া বিরলে,
বুঝি তোর ছিল এই ধ্যান?
চাহিয়ে আকাশ পানে,
হ'ত বুঝি সাধ তোর মনে,
পক্ষী সম উড়ি দেশে দেশে—
মজাইবি যুবজনে?
গুরুদেব—গুরুদেব!
প্রতিশোধ হ'ল না তোমার—
অক্ষম সন্তান তব।
কখনো করনি কোন দক্ষিণা গ্রহণ,
নন্দিনীর রক্ষাভার দিয়েছ কেবল।
কিন্তু বিফল জীবন—
নারিলাম গুরু আজ্ঞা করিতে পালন,
কুলটা দুহিতা তব।
কি হেতু উদ্যম—দিব প্রাণ বিসর্জ্জন!

বৈষ্ণবী। ত্যজ খেদ, শুন ভ্রাতা স্বরূপ বচন।
বেশ্যাগৃহে হ'য়েছি পালন,
বেশ্যার মোহিনী-বিদ্যা ক'রেছি অর্জ্জন,
জেনো তব উচ্চকার্য্য করিতে সাধন,
নহে দেহ দানে ইন্দ্রিয়-তুষায়।
কার সাধ্য স্পর্শে মম কায়,
কৌমারীনন্দিনী আমি!
নেহার সঙ্গিনী—
কৌমারীর অনুচরী ভীষণা যোগিনী!
সত্য বটে কলুষিত কায়;—
কিন্তু উচ্চ কামনায়,

মাতৃভূমি পূজা হেতু উৎসাহ-অনলে,—
মহাপাপ দগ্ধ এ সবার।
কার্য্যফলে বুঝিবে এখনি।
কিন্তু ভ্রাতঃ, সত্য যদি হই কলঙ্কিনী,
হ'য়ে থাকো প্রভু-আজ্ঞা পালনে অক্ষম,
প্রায়শ্চিত্ত হবে কিবা জীবন অর্পণে?
যেই মহাকার্য্যে ব্রতী তুমি,
কার তরে করিব'রে চাও পরিহার?
গুরুকন্যা হেতু?
সামান্য এ বিঘ্ন তব উচ্চ কার্য্যে বাদী!
শুন ভ্রাতা, মমতা না করিলে বর্জ্জন,
অন্য লক্ষ্য রাখিলে জীবনে,
স্বকার্য্য না হইবে উদ্ধার।
মজে যদি মজুক সকলি,
হয় হোক বারাঙ্গনাপূর্ণ মাতৃভূমি,
হয় হোক কাপুরুষ হিন্দুস্থানবাসী,
অসহায়, একা কর কার্য্যের উদ্যম,
অপেক্ষা রেখো না তুমি কার।
পরাপেক্ষা সম,
কার্য্যক্ষেত্রে হেন বিঘ্ন নাহিক দ্বিতীয়।

রণেন্দ্র। কথা তোর নির্ম্মলাত্মা প্রবীণা সমান!
শিখেছিস্ বেশ্যার আচার—
বহু বাক্-নিপুণতা।
কিন্তু তোর কুৎসিতা প্রকৃতি—
কুলটার রীতি—
সমাগত যুবাবৃন্দ দিতেছে প্রমাণ।
ধিক্ তোরে—বধ্য নহ গুরুর দুহিতা!

বৈষ্ণবী। স্থির হও, কর অবধান।
সমাগত যুবাবৃন্দ করিবে প্রমাণ,
কিবা কার্য্যে বারাঙ্গনারূপা ভগ্নী তব।
জান কি, কি শিক্ষা মম বেশ্যা-উপদেশে?
প্রেম-আশা মমতায় দিতে বলিদান!
ধনার্জ্জনে বেশ্যা করে প্রেম পরিহার—
মমতা না স্পর্শে বেশ্যা-হৃদে—
ধন লক্ষ্য—লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় কদাপি।
বেশ্যার দীক্ষায় লক্ষ্য প্রতি পূর্ণদৃষ্টি মম।
লবণাক্ত সাগরে ডুবিয়ে,
দৃঢ় পণ—অমূল্য রতন—ক'রেছি অর্জ্জন।
ভার তব গুরুহত্যা-প্রতিবিধিৎসার।
হের তোমা সম দৃঢ়ব্রত যুবকমণ্ডলী।
রাজপুত্র নেহার সম্মুখে,
প্রেম-আশে এসেছিল মহাজন,
আত্মতত্ত্ব জানে না তখন,
হের সে কামুক যুবা স্বদেশ-বৎসল!
অধীনস্থ দ্বিসহস্র সৎনামী লইয়ে
মোগল-বিরুদ্ধে রণে দিবে যোগদান।

রঘুরাম। মহাশয়, এই দেবীর দীক্ষায়, সৎনাম-সেবায়
এ অধম জীবন উৎসর্গ ক'রেছে। পরীক্ষা করুন।

বৈষ্ণবী। হের জনে জনে উচ্চবংশজাত,
কায়মনোবাক্যে সবে মহাকার্য্যে রত।
বিংশতি সহস্র সেনা মোগল-বিরোধী,
হবে এ যুবকবৃন্দ-ইঙ্গিতে চালিত।
নদীকূলে, বৃক্ষমূলে বসিয়ে বিরলে,
দেখিতাম যেই ছবি অঙ্কিত আকাশে,
বুঝি নাই মর্ম্ম তার কৈশোর যখন।
এবে খুলিয়াছে মম তৃতীয় নয়ন,
পাইয়াছি কৌমারী মাতার দরশন।
রতি-কাম ভৃত্য মম কৌমারী কৃপায়।
নহি কলঙ্কিনী আমি, নেহার বদনে;—
দেখ স্থিরদৃষ্টে—
বেশে কি ক'রেছে আবরণ
দারুণ শোণিত-তৃষা?
দেখ না কি অগ্নি মম জ্বলে চারিপাশে?
ভস্ম হবে প্রেম-আশে আসিলে নিকট!
আজি হবে কৌমারীর পূজা অবসান,
ভৈরবী-পূজায় ভাই কর যোগদান।
দেখ দেখ, শক্তিকরা শিখী-বিহারিণী—
প্রতিষ্ঠিতা অগ্নিবেদী 'পরে;
নেহার পতাকা শিখী-পদতলে স্থিত;
ওই জাতীয় কেতন—
নারী করে করিবে ধারণ,
সঙ্গে রঙ্গে ভীষণা সঙ্গিনা

ভেদিতে মোগল-ব্যূহ—পথ-প্রদর্শিনী।
ছিল বেশ্যা—দেবী এবে হের যত নারী,
মাতার কিঙ্করী—
জনে জনে মোহিনী-প্রভাবে
ইন্দ্রিয়-আসক্ত করে দেছে তরবারি।

পরশু। মহাশয়, সন্দেহ দূর করুন। এই দেবীর প্রভাবে মোগল-অঙ্গে অস্ত্রচালনে সাহসী হ'য়েছিলেম। এ তেজস্বিনী দেবী-অঙ্গ অপেক্ষা অনল শীতল, একে কলঙ্কিনী জ্ঞান ক'র্‌বেন না। দেবীলীলা দেবতারাই অবগত,—আমরা কি বুঝ্‌বো? কি রঙ্গে বারাঙ্গনা-বেশ ধারণ ক'রেছেন, তা আমাদের জান্‌বার প্রয়োজন নাই। এই সমাগত যুবকমণ্ডলী আপনার অধীন; আপনি আজ্ঞা করুন,—আজ্ঞানুসারে আমরা কার্য্য সাধনের চেষ্টা পাই।

রণেন্দ্র। কর মার্জ্জনা ভগিনি,
স্নেহবশে কহিয়াছি কুবচন।

বৈষ্ণবী। মহাত্মন গুরুভক্ত, স্বদেশবৎসল,
শতঋণী আশৈশব তোমার নিকটে,
কনিষ্ঠা তোমার।
আগত ত্রিযাম—
পূজার সময় উপস্থিত,
মহাশক্তি পূজার সময়।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে,
কল্য করি মোগল নিধন।
জয় সৎনামের জয়!

রণেন্দ্র। বুঝেছি ভগিনি—
নারীদেহে অবতীর্ণা কৌমারী জননী!

বৈষ্ণবী। মাতা শিখী-বিহারিণি!
সমাগত নন্দন-নন্দিনী;
অধিষ্ঠাত্রী উর গো হৃদয়ে,
প্রসীদ প্রসন্নময়ি,
নাশিতে মোগলে আদেশ সন্তানে—
বর দেহ বরাননি, হই রণজয়ী।

সকলে।— (গীত)

জয় কৌমারী কৌমুদীবরণে,
বিকসিত চিত্ত-কোকনদ পদ শরণে!
শক্তি-সঙ্গিনী শক্তিস্বরূপা,
সমর-রঙ্গিণী রুধির-লোলুপা;
জয়দে-ভীষণা, ময়ূর-আসনা,
জয়কারিণী, ভয়হারিণী,
শক্তিধারিণী অসুর-বাহিনী হরণে।

বৈষ্ণবী। (ধ্যানস্থ অবস্থায়)
শুন শুন সৎনাম-সন্তান,
মাতার আদেশ শুন:—
নেতৃপদে অধিষ্ঠিত কহ কে হইবে?
কর এই মুকুট গ্রহণ।
কিন্তু সাবধান!—
শিরে যেই ধরিবে কিরীট,
মমতা কদাপি নাহি স্থান পায় হৃদে,
বৃদ্ধ, নারী, বালক-নিধনে—
নাহি হয় বিচঞ্চল।
কৌমারী মাতার এই কিরীট প্রসাদ
ধর শিরে কামজয়ী বীর;—
সাবধান!—
রমণী-কটাক্ষ বক্ষে না করে প্রবেশ!
সৎনামের প্রিয় পুত্র, পর' শিরোপরে।

রণেন্দ্র। মহাত্মা পরশুরাম, আপনি গ্রহণ করুন।

পরশু। মহাশয়, আমার মস্তকে মুকুট কলুষিত হবে,—আমি বেশ্যার দাস ছিলেম।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনারা জনে জনে বীর অবতার; আপনাদের মধ্যে যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি এই মুকুট গ্রহণ ক'রে আমাদের নেতা হোন্। দেবী-সম্মুখে আমি শপথ ক'চ্ছি, দাসভাবে আমি তাঁর অনুগামী হব।

রঘুরাম। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে অনেকেই কুমার আছেন! কিন্তু বেশ্যার প্রেম-লালসায় এসে আমরা দেবী-দর্শন পেয়েছি, মনের অবস্থা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি নাই। কি জানি, যদি পতন হয়, মুকুট কলুষিত হবে, দেবীর অভিশাপগ্রস্ত হবো, সৎনাম-সম্প্রদায় উৎসন্ন যাবে। আপনি এই মুকুট গ্রহণ করুন।

রণেন্দ্র। ভাল, যদি সকলের অভিমত হয়, আমি গ্রহণ ক'রলেম। দেবীর সম্মুখে আমার শপথ,—যদি আমার কৌমারব্রত ভঙ্গ হয়, যেন সম্মুখ-যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, মুসল-

মানের দাস হ'য়ে কাপুরুষের স্থায় মোগল-হস্তে নিধন হই। আমি এই মুকুট গ্রহণ ক'রলেম। (মুকুট ধারণ)

বৈষ্ণবী। কি ক'র্লে—কি ক'র্লে! দেবীর নিকট শক্তি প্রার্থনা ক'র্লে না! দেবীকে প্রণাম ক'রে মুকুট ধারণ ক'র্লে না! ঐ দেখ, দেবীর মুখ তমসাচ্ছন্ন হ'লো! প্রণাম করো, প্রণাম করো!

রণেন্দ্র। সত্য ভগ্নি, অপরাধ হ'য়েছে। (প্রতিমার প্রতি যুক্তকরে) মা, অপরাধ হ'য়েছে; অপরাধ মার্জ্জনা করো, প্রণাম গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। ভগ্নি, রণরঙ্গিণি—তোমরা সকলে প্রসন্না হ'য়ে অনুমতি দাও, আমি পতাকা গ্রহণ করি। তোমরা কৌমারী-কিঙ্করী, তোমরা প্রসন্না হ'লে মা প্রসন্নময়ী প্রসন্না হবেন, আমার নারী-হৃদয়ে শক্তি দেবেন।

১মা যুবতী। দেবি, দেবি, ভগবতী তোমার প্রতি প্রসন্না, তুমি নির্ম্মলা কুমারী, তুমি পতাকা গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। (সোহিনীর প্রতি) মা দীক্ষাদাত্রি, ধাত্রী-জননি, তুমি আমার হস্তে পতাকা দিলে জান্‌বো, দেবী আমায় নিজ হস্তে দান ক'র্লেন।

সোহিনী। মা, পতাকা গ্রহণ করো। তোমার উপদেশে আমার অপবিত্র করে পতাকা স্পর্শ ক'র্তে ভয় নাই। তোমার উপদেশে আমি বুঝেছি যে, মার নিকট কন্যার অপরাধ হয় না; তোমার দীক্ষায় আমার ধারণা হ'য়েছে যে, মার পূজা ক'র্লে মা অন্তরে আবির্ভূতা হন; তোমার প্রভাবে মা আমার অন্তরে আবির্ভূতা; মার নামে তোমায় পতাকা প্রদান ক'চ্ছি। (পতাকা প্রদান)

সকলে। জয় কৌমারীর জয়!

(সকলের গীত)

ভৈরব-উৎসব-মগনা নারী,
চঞ্চল বীর-করে তরবারি;
ভীমা শুভঙ্করী, জয় কৌমারী!
স্বদেশবৎসলা-প্রদর্শনী-পথ,
অরি-রক্তস্রোত-পান বীর-ব্রত;
ধূমকেতু সম উড্ডীন কেতন,
অসি উন্মোচন, মোগল-নিপীড়ন;
হুঙ্কারে গভীরনাদিনী সারি,
উত্থিত ভারত রোদনহারী;
ভীমা রণাঙ্গনা জয় কৌমারী!

তৃতীয় অঙ্ক

—০✱০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শস্যক্ষেত্র

(দুইজন মুসলমান-পাইকের প্রবেশ)

১ম পাইক। হ্যা দেখ্ চাচা, কারতরফ খাঁ ফৌজদারটা সেকেলে আকবরি আমলের মুসলমানের মত। এটাকে যে কেন ফৌজদার ক'রেছে, কাফের আর মুসলমান সমান এনসাফ্ ক'র্বে।

২য় পাইক। সিক্‌দারটা জবর আছে।

১ম পাইক। মরদ বাচ্ছা মরদ! সেদিন আমি সাথে, একটা কাফেরের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লেম,—টাকা নিলে, মেয়ে ছেলে বেইজ্জত ক'র্লে, একটা ব্যাটারে লাথ্ ঝাড়্‌লে, মুখ দে লোউ উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

২য় পাইক। ওর সাথ মনের সাধে দুটো কাফের কেটেছিলুম। সিকদার যাচ্ছে, তারা সেলাম দিলে না। অম্‌নি আমায় ঠেকিয়ে দিলে, গপ্ গপ্ ক'রে তলোয়ার খানা ব'সে গেল;—কাছ্‌ড়াতে লাগ্‌লো, পানি পানি ক'র্তে লাগ্‌লো!

১ম পাইক। এ আনাজের ক্ষেতে এসে কেন ঘুস্‌লি?

২য় পাইক। আরে বুঝিস্ নে, যারা চষে, তাদের মেয়ে কি হাজের সুখ? ব্যাতে রা সরে না। একটা কেজিয়ে ক'রে যদি পাকা ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরান যায়,—মেয়ে

মন্দ, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত গালে-মুখে চাপ্‌ড়ায় আর নাচ্‌তে থাকে।

১ম পাইক। দেখ্‌ছিস্ সয়তানের ঝাড়, তবু মুসলমান হবে না।

(একজন কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। পাইক সাহেব—পাইক সাহেব—সেলাম!

১ম পাইক। ভাই, বড় মক্কা জবর হ'য়ে র'য়েছে! (কৃষকের প্রতি) আরে বেলকুল তুড়ে দে তো।

কৃষক। তুলো না—তুলো না, সবে ফুল ধ'র্‌চে, সবে ফুল ধ'র্‌চে! ঐ গুলিতে সম্বছরের গুজরান।

২য় পাইক। চোপরাও; কাফের! (চপটাঘাত)

কৃষক। বাপ রে, মা রে, ক্ষেত লুট্‌লে রে! বালবাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যাবে রে! (পলায়ন)

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। পাজি কাফের! প্যায়দা সাহেবকে মক্কা দিতে চাও না! প্যাদা সাহেব, এ ক্ষেতকে ক্ষেত পুড়িয়ে দাও, রোসনাই করো।

১ম পাইক। না না—আচ্ছা মক্কা,—বাড়ী নিয়ে যাবো।

চরণ। তবে দাঁড়াও, তুলে মোট বেঁধে মাথায় ক'রে তোমার বাড়ী দিয়ে আসি।

১ম পাইক। নে তোল, তুই আচ্ছা কাফের।

চরণ। আমি কাল মোল্লা ডেকে কল্‌মা পড়্‌বো।

১ম পাইক। হাঁ্যা—হাঁ্যা, তুই আক্কেলমন্দ্।

চরণ। এই নাও এই মক্কা তুলি।

১ম পাইক। বাঃ বাঃ—মজবুত কাফের।

চরণ। হাতে ক'রে কটা তুল্‌বো, তোমার ওই তলোয়ারখানা দাও, চুটিয়ে ক্ষেত সাবাড় ক'রে দি। যে ব্যাটার ক্ষেত, সে বড় দুষমন্ কাফের।

২য় পাইক। আচ্ছা লে- কাট্। (চরণদাসকে তরবারি প্রদান)

চরণ। এই যে কাটি মিঞা সাহেব! (প্রথম পাইককে অস্ত্রাঘাত)

২য় পাইক। খুন খুন! (পলায়নোদ্যত)

চরণ। যাবে কোথায়? ক্ষেতে দুটো মক্কা খেতে এসেছ, অক্কা হ'য়ে যাও। (দ্বিতীয় পাইককে অস্ত্রাঘাত) সাহেব, তোমার তলোয়ারখানা নি, কিছু মনে করো না।

[চরণদাসের প্রস্থান।

২য় পাইক। (উঠিয়া) রও কাফের! হল্লা নিয়ে আসি, জানবাচ্ছা গাড়্‌বো। আজ সব ক্ষেত জ্বালাবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গৃহপ্রাঙ্গন

গৃহিণী, কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ (ভীমদাস),
মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি) আজ তোমার জন্মদিন, ষোল বৎসর পূর্ণ হ'য়েছে, তোমার কার্য্যকাল উপস্থিত, আজ হ'তে কার্য্য-ভার গ্রহণ করো। তোমার ভগ্নী বীর-পরিচ্ছদ স্বহস্তে প্রস্তুত ক'রেছে, আমি স্বহস্তে তোমায় বীর-সাজে সাজিয়েছি। এই তলোয়ার লও, মুসলমান বধ করো। মুসলমান-পীড়নে তোমার পিতামহ, প্রপিতামহের মৃত্যু হ'য়েছে। তোমার পিতা প্রতিশোধের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ ক'রেছেন, তুমি তাঁর সহায় হও।

জ্যেষ্ঠ। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

কন্যা। দাদা, তুমি য'টা মুসলমান বধ ক'র্‌বে, ত'গাছা মালা গেঁথে তোমার তলোয়ারে পরাবো।

জ্যেষ্ঠ। বোন, সৎনাম তোর কল্যাণ করুণ! বীর-মাতা হও!

গৃহিণী। আমি স্বহস্তে তোমার কটিতে তলোয়ার বেঁধে দি।

কন্যা। (মধ্যম ভ্রাতার প্রতি) ছাখ্, দাদা যুদ্ধে মোগল মার্‌তে যাবে। তুই মার্‌তে পার্‌লি নি, ভয়ে পালিয়ে এলি?

মধ্যম। দিদি, তারা চার পাঁচজন মুসলমান ছিল, একলা পার্‌বো কেন?

কন্যা। রাস্তায় পাথর ছিল না, ছুঁড়ে মার্‌তে পারিস

নি ? তুই কি দেখিস্ নি, একজন মুসলমান দশজন হিন্দুকে মারে ? তারা তো ভয় করে না ?

কনিষ্ঠ। আমার লাঠি আছে দিদি, আমি খু। ঠ্যাঙ্গাবো।

কন্যা। এই দ্যাখ্, এই বালকের যা সাহস আছে, তোর তা নাই। আমি পাড়ার সব ছেলেদের ব'লে দেব, তুই মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে এসেছিস্। কেউ তোর সঙ্গে খেল্‌বে না, ছুঁড়ীরা তোর গায়ে ধুলো দেবে, ব'ল্‌বে,—"ভীরু, মুসলমানের ভয়ে পালায় !"

মধ্যম। না দিদি, ব'লো না, আমি এখনি তাদের মার্‌বো।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের কটিতটে তরবারি বাঁধিয়া দিয়া মধ্যম পুত্রের প্রতি) শোন্,—এই তোর দাদা তলোয়ার নিয়ে চ'ল্লো। তুইও যুদ্ধ শেখ্ তোরও ষোল বছর বয়স হ'লে, আমি তলোয়ার দেবো।

কনিষ্ঠ। আমায় দেবে ?

গৃহিণী। দেবো।

জ্যেষ্ঠ। মা, বিদায় হই !

গৃহিণী। বৎস, গৌরব অর্জ্জন করো।

[ভীমদাসের প্রস্থান।

(কন্যার প্রতি) দ্যাখ্, সন্তানকে যুদ্ধে পাঠানো বড় কঠিন !

কন্যা। মা, সৎনামকে ডাকো, তাঁর কার্য্য যেন উদ্ধার হয়।

(গৃহ-স্বামীর প্রবেশ)

গৃহ-স্বামী। গৃহিণি—গৃহিণি, আজ শুভ দিন ! আজ আম্‌রা কারতলব খাঁর দুর্গ আক্রমণে যাবো। দুরাত্মা আবালবৃদ্ধবনিতা এক সহস্র চাষীকে দুর্গে বন্দী ক'রেছে, কাল তাদের প্রাণ বধ ক'রবে।

গৃহিণী। এত কৃপা কেন ?

গৃহ-স্বামী। আজ শস্যক্ষেত্রে কলহ হ'য়েছিলো, আগে দুইজন পাইক আহত হয়। তারপর চৌকীর জমাদার পঁচিশজন অস্ত্রধারী ল'য়ে শস্য পোড়াতে আসে, তাদের মধ্যে চার পাঁচ জন হত আর সকলে পলায়ন ক'রেছে। সেই রাগে ফৌজদার সহস্র নির্ব্বিরোধী প্রজা ধ'রে নিয়ে গেছে।

গৃহিণী। কেবল বন্দী ক'রে বুঝি শাস্তি হবে না, তাই প্রাণবধ ক'র্‌বেন।

গৃহ-স্বামী। হাঁ, যারা মুসলমান বধ ক'রেছে, যদি তাদের সন্ধান না দিতে পারে, তা হ'লে এই সহস্র ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়ে মার্‌বে।

গৃহিণী। উদ্ধারের জন্য ক'জন প্রস্তুত ?

গৃহ-স্বামী। একশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৎনামী।

গৃহিণী। আর সৈন্য কোথায় ? শুনেছিলেম, প্রায় বিশ সহস্র সৎনামী সজ্জিত ?

গৃহ স্বামী। নানাস্থান হ'তে তারা আস্‌ছে, তাদের আস্‌তে বিলম্ব হবে। নিকটস্থ অল্প সৈন্য যদি দুনো কুচ আসে, কাল সন্ধ্যার আগে উপস্থিত হ'তে পার্‌বে না। কিন্তু প্রাতেই বন্দী চাষাদের প্রাণবধ হবে। আজ রাত্রে তাদের উদ্ধার না হ'লে আর উপায় নাই।

গৃহিণী। দুর্গে কত সেনা আছে ?

গৃহ-স্বামী। সেই কথাই ব'ল্‌তে এসেছি, প্রায় দুই সহস্র। দুর্গের মধ্যে একশত লোক থাকলে দুই সহস্র আক্রমণকারীকে রোধ ক'র্‌তে পারে। কি জানি যুদ্ধে কি হয়! ভীমদাস আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে। আমার ইচ্ছা—সে ষোড়শবর্ষীয় বালক—সে তোমাদের রক্ষার জন্য থাকুক।

গৃহিণী। তোমরা যাও, আমরা আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো। বালক উদ্যম ক'রেছে, সে উদ্যমে বাধা দিও না।

গৃহ-স্বামী। তোমার যুবতী কন্যার উপায় ?

কন্যা। পিতা, মুসলমান স্পর্শ ক'র্‌বার আগে বিষপান ক'র্‌তে পার্‌বো।

মধ্যম। পিতা, মোগল এলে আমি যুদ্ধ ক'র্‌বো।

কনিষ্ঠ। আমি খুব ঠেঙ্গিয়ে দেব।

গৃহ-স্বামী। তোমাদের উচ্চ কামনা সৎনাম পূর্ণ করুন ! বিদায় হ'লেম।

সকলে। জয় সৎনামের জয় !

[গৃহ-স্বামীর প্রস্থান।

গৃহিণী। (স্বগত) পতি-পুত্র যুদ্ধে পাঠালেম ! (কন্যার প্রতি) কাঁদিস নে, চল্, আমরা সৎনামের পূজা করিগে।

কন্যা। না মা, আর কাঁদ্‌বো না, পিতা-ভ্রাতার অকল্যাণ হবে, সৎনামের কাছে অপরাধী হবো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গমধ্যস্থিত উদ্যান

গুলসানা ও সখিগণ।

সখিগণ।— (গীত)

ফুলের কলি আপ্‌নি ফোটে, ফুল তা জানে না,—
আপ্‌নি বুকে যোগায় মধু কিনে আনে না!
গোপনে ফোটে হৃদ-কমল,
গোপনে যোগায় মধু কমল ঢল ঢল;
সরস কমল উথ্‌লে মধু ধায়, মধু বিলাতে সে চায়,
আপন ভাবে ব্যাকুল কমল, বিকিয়ে যেতে বাসনা,—
আবেগে মানা মানে না!

১মা সখী। বিবি, আজ তুমি আমোদ ক'চ্ছ না কেন? বাদ্‌সাজাদার সঙ্গে তোমার সাদী হবে—তুমি বিমর্ষ কেন?

গুল। ভাই, কাল প্রাতে সহস্র হিন্দুর প্রাণবধ হবে, তারা নির্দ্দোষী।

১মা সখী। কেন?

গুল। দুষ্টলোক শস্যক্ষেত্রে রাজদূতকে বধ ক'রেছে। পিতা ফৌজ পাঠিয়ে সেই দুষ্টলোকের সন্ধান করেন। কিন্তু নিরীহ কৃষীরা সেই দুষ্ট লোক যে কে, তা জানে না। এই জন্য পিতার আদেশে এক সহস্র প্রজা দুর্গে আবদ্ধ হ'য়েছে, কাল প্রাতে তাদের প্রাণবধ হবে।

২য়া সখী। হ্যাঁ,—কাফের মার্‌বে, তাতে কি? মুসলমানের হাতে ম'রে বেহেস্তে যাবে।

গুল। ছিঃ ছিঃ, আমরা নারী, আমাদের এ নির্দ্দয়তা ভাল নয়, কোমলতা নারীর পরিচয়।

১মা সখী। সে আজ নয় তো, এখন চাঁদবদনে একটু হাস দেখি।

সখিগণ।— (গীত)

দেখ্‌তে গালে লালী আভা গোলাপ-কলি চায়,—
ঢ'লে তাই তোরে বলে—'তুলে দে খোঁপায়!'
গরব আর করে না লো গুল,
তোর সৌরভে আকুল,
সাধ ক'রে গুল মালা হ'তে চায়,
দুল্‌বে তোর গলায়,
তোর সুবাস যদি পায়!
মিঠি মিঠি চিড়িয়া ফুকারে,
'কথা কও' কয় বারে বারে,
সাধ করে, স্বর শিখ্‌তে যদি পায়,—
হৃদয় খুলে গায়—গানে তোর মাতায়!

(কারতরফ খাঁর প্রবেশ)

কারতরফ। মা, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চেয়েছ? কি বলো,—আমায় এখনি দরবারে যেতে হবে। বাছা, তোমরা যাও তো।

[সখিগণের প্রস্থান।

গুল। পিতা, দেহ ভিক্ষা তনয়ায়,
গোলাপ সমান তব প্রস্ফুটিত হৃদি,
স্নেহমধু পরিপূর্ণ তায়।
কেন তবে নিদারুণ পণ?
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ করিবে নিধন?
বিরোধী নহে তো সে সকলে,
বিনা অপরাধে কেন করিবে সংহার?

কারতরফ। বৎসে,
রাজকার্য্যে নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।
নহে রাজ্য হবে অশাসিত,
প্রবল হইবে হিন্দু সৎনামীর দল।
যথা তথা করে বাদ মুসলমান সনে,
হইয়াছে তাহে বহু স্বজাতি সংহার।
ঐক্য হ'য়ে অপরাধী রেখেছে গোপনে,
না হয় সন্ধান,
দোষিগণে পায় পরিত্রাণ।
বধি যদি এ সবার প্রাণ,
ভয়ে গ্রামবাসিগণে দিবে সমাচার,

অঙ্কুরে বিনাশ হবে বিদ্রোহ-মন্ত্রণা।
উপস্থিত নিষ্ঠুরতা ভাব' যাহা মনে,
নহে নিষ্ঠুরতা—দয়া তাহা ;
নিষ্ঠুরতা—বহু প্রাণ রক্ষার কারণ।

গুল। নারীর ক্রন্দন, বালকের আর্ত্তনাদ,
বৃদ্ধের বিলাপ তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
সহিতে নারিব ;
বন্দী ক'রে রাখ সবে—বধ' না জীবন।
কর যদি প্রাণবধ ফিরিবে না আর।
শুনেছি শ্রীমুখে তব পিতা,
মানবের হিত,
মুসলমান-ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ।
বিপরীত অনুষ্ঠান তবে কি কারণ ?

কারতরফ। দিল্লীশ্বর সনে বাদ করে হিন্দুগণ।
জেনো স্থির, হিন্দুকুল হইবে নির্ম্মূল।
সম্রাট-আজ্ঞায়,
কোটি কোটি হিন্দু বধ হইবে ভারতে।
বিদ্রোহের এইমাত্র ফল।
নির্ব্বোধ সৎনামিগণে হ'য়েছে বিদ্রোহী,
পরিণাম করেনি গণনা।
বধি যদি বন্দিগণে, ভয় পাবে মনে,
পরিণাম ভাবি সবে নিরস্ত হইবে।

(করিমের প্রবেশ)

করিম। বিশেষ প্রয়োজনে মীরসাহেব আপনার দর্শন যাজ্ঞা ক'চ্চেন।

কারতরফ। মীরসাহেবকে সেলাম দাও! মা, তুমি একটু অন্তরালে যাও।

[গুলসানার প্রস্থান।

(স্বগত) বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে মীরসাহেব অন্তঃপুরে খবর দিত না।

(মীরসাহেবের প্রবেশ)

মীরসাহেব, আজ রাত্রে খুব সতর্ক হ'য়ে দুর্গ-দ্বার রক্ষা ক'রবেন। সম্ভবতঃ নবোৎসাহে সৎনামিগণ বন্দীদের উদ্ধারের চেষ্টা পাবে। প্রহরীদের আজ্ঞা দেবেন যে, আজকের সঙ্কেত-কথা—"আকবর"। এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসার পর যে না ব'ল্তে পারবে, তারে তৎক্ষণাৎ বধ ক'রবে। যদি কোন হিন্দু—গুলী বা তীরের আয়ত্ত-মধ্যে আসে, তা হ'লে তখনই যেন তার প্রতি আয়ুধ নিক্ষিপ্ত হয়। এই নেন, ফৌজদারী মোহর-অঙ্কিত হুকুম নেন। দরবারে সকলকে উপস্থিত হ'তে বলুন।

মীর। ফৌজদারের যেরূপ হুকুম।

কারতরফ। আপনার কি প্রয়োজন ?

মীর। সাহেব, একজন হিন্দু এইমাত্র সংবাদ দিলে যে, এক সহস্র সৎনামী আজ একত্রিত হবে। যে স্থানে সকলে মিলিত হবে, সে স্থান সে জানে। গোপনে সৈন্য ল'য়ে তাদের কি আক্রমণ আবশ্যক বিবেচনা করেন ?

কারতরফ। কে সে ? সে তো সৎনামীর চর নয় ?

মীর। তাঁবেদার স্থির ব'ল্তে পারে না। কিন্তু সে ব্যক্তি ব'ল্লে যে, তার প্রতি আর তার পরিবারবর্গের প্রতি সৎনামীরা বিশেষ অত্যাচার ক'রেছে। তার কারণ, সে বিদ্রোহে যোগদান ক'র্তে অসম্মত ছিল।

কারতরফ। সে কোথায় ?

মীর। এইখানেই আছে। আজ্ঞা হ'লে সম্মুখে উপস্থিত করি।

কারতরফ। আসুন, পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।

[মীরসাহেবের প্রস্থান।

(স্বগত) যদি দুরভিসন্ধি থাকে, যন্ত্রণায় অবশ্য প্রকাশ ক'র্বে। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব নয়। অনেক হিন্দুই রাজপ্রসাদ-লোভে স্বজাতির মন্ত্রণা ব্যক্ত ক'রেছে, নতুবা ভারত-জয় এত সুলভে হ'তো না।

(চরণদাসকে লইয়া মীরসাহেবের পুনঃ প্রবেশ)

আরে কাফের, তুই মিথ্যা বলিস্ নে, তুই সৎনামীর চর।

চরণ। হাঁ জনাব।

কারতরফ। (স্বগত) এ বাতুল না কি ! (প্রকাশ্যে) তুই সন্ধান জান্তে এসেছিস্ ?

চরণ। হাঁ জনাব।

কারতরফ। তুই নিজ মুখে স্বীকার পাচ্ছিস, তুই সৎনামীর চর ?

চরণ। হুজুর, তাঁবেদার কি হুজুরের সাক্ষাতে মিথ্যা ব'ল্তে পারে ?

মীর। তুমি কি ব'ল্‌ছো? তুমি সৎনামীর চর হ'য়ে এসেছ?

চরণ। নইলে কি হুজুর, আপনার সাম্‌নে আস্‌তে পার্‌তেম,—যমরাজের সাম্‌নে হাজির হ'তেম। কিসে তাদের হাত ছাড়াতেম?

কারতরফ। তোমায় কে পাঠিয়েছে?

চরণ। ঐ আবাগের ব্যাটা রণো।

মীর। তুমি ব'ল্‌লে যে, তুমি রাজদ্রোহী হ'তে চাও নাই, এজন্য তোমায় পীড়ন ক'রেছে। তবে আবার সৎনামীর চর হ'য়ে এসেছ কেন?

চরণ। হুজুর, বাঘের মুখে আর কারে পাঠাবে? যদি ধরা পড়ি, আমি ম'র্‌বো, তাতে তাদের কি?

মীর। আর যদি ফিরে সংবাদ দিতে পারো, তা হ'লে কি পুরস্কার পাবে?

চরণ। এমনি আর কোথাও গদ্দানা দিতে পাঠাবেন।

কারতরফ। তুমি বিদ্রোহে যোগদান দিতে অস্বীকার ক'রেছিলে কেন?

চরণ। জনাব, প্রাণের দায়ে। বাপ-পিতাম'র যে সব টাকাকড়ি ছিল, সে সব তো লুট্‌লে, মাগ-ছেলেকে তো পথে বসালে,—তারপর বাদসাহি-ফৌজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্দ্দানা দিতে বলে। আমি গরীব মানুষ, অতটা সখ কি আমার জোটে!

কারতরফ। আচ্ছা, তোমায় যদি তারা বিরোধী জানে, তা হ'লে তোমার কাছে মন্ত্রণা ব্যক্ত ক'র্‌লে কেন?

চরণ। ওঃ, ব'ল্‌তে তাদের গরজ কেঁদেচে!

কারতরফ। তবে তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

চরণ। আমি রণোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম,—'যদি কেল্লার খবর আনতে পারি, কোথায় তোমার দেখা পাবো?' সে ব'ল্লে,—'দক্ষিণের ময়দানে।' ভাব্‌লেম, রণো ব্যাটাকে ধরিয়ে দেবো। এই ধান্দায় আস্‌ছি, দু'জন সৎনামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। তাদের বোল্লেম,—'আমি কেল্লায় যাচ্ছি, খবর আন্‌তে।'—তারা ব'ল্লে, 'বেশ—বেশ! আমরাও আজ রাত্রে কেল্লায় যাব। মাঠে জমায়েৎ হ'তে যাচ্ছি। হাজার জোয়ান জুটে, আজ কেল্লা নেব।' আমি বোল্লেম,—'ভ্যালা মোর বাপ, তবে আমি ফিরে আসি, যাতে কেল্লার মধ্যে যেতে পারো, তার যোগাড় কচ্চি।'

কারতরফ। তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়?

চরণ। কাল যে জল্লাদ হাজার লোক কাট্‌বে, তার আমায় একটা চোট দিতে হাতে বেশী ব্যথা লাগ্‌বে না।

কারতরফ। যদি তোমার সংবাদ সত্য হয়, তুমি জায়গীর পাবে।

চরণ। হুজুর, জায়গীর চাই নে, মাগ-ছেলে ফিরে পেলে বাঁচি। তাদের সব মুসলমানের সঙ্গে কয়েদ রেখেছে।

কারতরফ। মীরসাহেব, দশজন সতর্ক আসোয়ার সেনা এর সঙ্গে পাঠাও। একজন সুদক্ষ সেনানায়ক তাদের চালনা ক'রে নিয়ে যাক্। যে মুহূর্ত্তে এর মন্দ অভিপ্রায় বুঝ্‌বে, তৎক্ষণাৎ এরে বধ ক'র্‌বে। স্বরূপ অবস্থা জেনে আমায় সংবাদ দিও।

চরণ। হুজুর, জয় জয়কার হোক! জয় জয়কার হোক!

মীর। হুকুম পেলে তাঁবেদার যেতে প্রস্তুত।

কারতরফ। যেরূপ আপনার অভিরুচি।

[চরণদাসকে লইয়া সেনানায়কের প্রস্থান।

(গুলসানার প্রবেশ)

মা, তুমি বুঝতে পেরেছ কি—এ দয়ার সময় নয়?

গুল। দয়ার সময়-অসময় কি পিতা?

কারতরফ। বালিকা! রাজকার্য্য বড় কঠিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

—*—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর

(চরণদাস ও দশজন সৈন্যের সহিত মীরসাহেবের প্রবেশ)

চরণ। হুজুর, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে সব চম্পট দেবে।

মীর। ঠিক! কোন্ সময়ে জমায়েৎ হবে?

চরণ। হুজুর, রাত্রি দশ ঘড়ির সময় জমায়েতের বাৎ। আমরা এই কুটীরের ভিতর থাকি, এখনো জমায়েৎ হ'তে দেরী আছে। ঐ বুঝি কে আসছে, এর মধ্যে সেঁধুন।

(কুটীরমধ্যে অগ্রে চরণদাস, পশ্চাতে মীর-
সাহেব ও দশজন সৈনিকের প্রবেশ)

(দুইজন সৎনামীর কুটীরের অপর পার্শ্বে প্রবেশ)

১ম সৎ। যেমন ব্যাটা পাজী, আমাদের সঙ্গে যোগদান ক'র্‌তে চায় নি, তেমনি রণুঠাকুর কেল্লায় পাঠিয়েছেন। খবর আন্‌তে পারে ভালো, ধরা পড়ে, কারতরফ খাঁ খুন ক'র্‌বে।

চরণ। (কুটীরমধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন।

২য় সৎ। আমরা ময়দানে যাই না কেন?

১ম সৎ। না, রণু ঠাকুর আর পরশুরাম ঠাকুর এইখানে পরামর্শ ক'র্‌তে আস্‌ছেন। এখানে ভূতের ভয়ে কেউ আসে না, পরামর্শ ক'র্‌বার উপযুক্ত জায়গা।

চরণ। (কুটীরমধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) এলো ব'লে, ব্যাটাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধো।

মীর। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! কাফেরের কি হাল দেখ্‌বে।

চরণ। খুব রদ্দা দিও, আমার প্রাণটা জুড়ুবে।

মীর। সবুর—সবুর!

১ম সৎ। দেখ, সময় অতীত হ'য়ে গেছে। তাঁরা বোধ হয় এদিক দিয়ে আস্‌বেন না, একেবারেই ময়দানে যাবেন।

(তৃতীয় সৎনামীর প্রবেশ)

৩য় সৎ। ওহে, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?—চলো—চলো, ময়দানে চলো—জমায়েৎ হইগে। রণুঠাকুর হুকুম দিলেন—তাঁরা আস্‌ছেন।

১ম সৎ। তবে চলো।

চরণ। হায় হায়, সব ফ'স্‌কে গেল, এদিকে আস্‌বে না।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি আস্‌ছে। মিঞা সাহেব, কারেও হুকুম দাও না, এগিয়ে দেখুক। ওঃ, গাটা নিস্‌পিস ক'চ্ছে। যদি কেউ ধ'র্‌তে পারে, যেমন কিল মেরেছিল, তেমনি কিল ঝাড়ি।

মীর। আমার লোক তো তাদের চেনে না।

চরণ। তা আমায় তো একা ছাড়বে না, আমার সঙ্গে একজন লোক দাও।

মীর। না না, তুমি মুসলমানের খয়ের খাঁ, তুমি একাই এগিয়ে দেখে এসো।

চরণ। যদি দু'একজন থাকে, ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে আস্‌বো?

মীর। হ্যাঁ।

চরণ। ঐ এক ব্যাটা মশাল নিয়ে আস্‌ছে, দোরটা চেপে দেন, কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়।

(মীরসাহেবের দোর বন্ধ করণ ও চরণদাসের
বাহিরে আসিয়া শিকলি দেওন)

মীর। এ কি, তুমি দোর দিচ্ছ কেন?

চরণ। রোসনাই ক'র্‌বো ব'লে।

মীর। কি—কি?

চরণ। এই তোমার সাদি হবে, তাই রোসনাই ক'র্‌বো।

মীর। নিমকহারামী—নিমকহারামী—দরজা ভাঙ্গো।

চরণ। না মিঞাসাহেব, তা তো পার্‌বে না, কাবাব হবে। দোর দিয়ে তো দু'জনার বেশী বেরুতে পার্‌বে না। আমরা অনেকেই আছি।

(মশাল-হস্তে সৎনামিগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। শুন্‌লে মিঞাসাহেব! এই দেখ, সব মশাল জ্বেলেছি! তা কাবাব হবে, না একটা কথা শুন্‌বে?

মীর। নেমকহারাম, তুই সৎনামীর চর!

চরণ। হ্যাঁ মিঞাসাহেব, সে তো কারতরফ খাঁকে ব'লেছি।

মীর। বেইমানী!

চরণ। না, ইমানের মতনই কাজ ক'চ্ছি। এস ভাই, রোসনাই করো,—এই শুক্‌নো জনার ডালে আগুন দাও। (কুটীরস্থ মীরসাহেবের প্রতি) আর দেয়াল ঠ্যালাঠেলি ক'চ্ছ কেন মিঞাসাহেব! বেশ শক্ত দেয়াল, সাগ্‌গির ভাঙ্‌বে

না। অত ক'চ্ছ কেন? একটা কথা শোন না। অস্ত্রগুলি দাও, উদ্দিগুলি দাও, তা হ'লে অবিশ্যি এখনই ছেড়ে দেবো না,—এইখানেই পাহারাবন্দী রাখ্‌বো, তবে কাবাবটা ক'র্‌বো না। কেল্লা দখল হ'লে ছেড়ে দেবো।

মীর। আচ্ছা, এই অস্ত্র লও, ছেড়ে দাও।

(জানালা গলাইয়া অস্ত্র দেওন)

চরণ। মিঞাসাহেব, অস্ত্র তো দিলে,—উদ্দিগুলিও দিতে হবে। ঐ ঘরের কোণে কতকগুলো ন্যাকড়া গাদি করা আছে—তোমাদের দৌরাত্ম্যিতে প্রজাগুলো যা পরে,—সেইগুলি পর', উদ্দিগুলি দাও।

মীর। উদ্দি কি ক'র্‌বে? অস্ত্র তো দিয়েছি।

চরণ। কাজ আছে বই কি,—নৈলে খামকা কি তোমাদের উদ্দি চাই? এই সব উদ্দি প'রে কেল্লার ভেতর সেঁধুবো, কেউ কিছু ব'ল্‌বে না।

কুটীরস্থ ১ম সৈনিক। (জনান্তিকে) মিঞাসাহেব, যা ব'ল্‌ছে, তা করুন, কেল্লার দোরে গিয়ে সঙ্কেত-কথা তো ব'ল্‌তে পার্‌বে না, তা হ'লেই সেপাইরা গুলী ক'র্‌বে।

মীর। আচ্ছা ভাই, কায়দায় পেয়েছো, কি ক'র্‌বো।

চরণ। তলোয়ার ক'খানি গুণে পেলুম। আর দেখ মিঞাসাহেব, পিস্তলগুলি আর ছোরাগুলি যা তোমাদের কোমরে বাঁধা আছে, তা দিতে হবে। কি কি অস্ত্র নিয়েছ, তা তো আমি দেখেছি।

মীর। নাও ভাই নাও, তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙ্গে।

চরণ। আমার ধর্ম্ম তো আমার কাছেই বটে।

মীর। (স্বগত) শালা কাফের!

চরণ। এইবার ঐ কোণে ন্যাকড়াগুলি প'রে উদ্দিগুলি দাও।

মীর। ভাই, বেইজ্জত ক'রো না—বেইজ্জত ক'রো না!

চরণ। মিঞাসাহেব, আমি যে মুসলমান হবো। বেইজ্জতি ক'রে মুসলমানী শিখ্‌বো। দাও—পিস্তল, ছোরা আর উদ্দিগুলি বার ক'রে দাও; এই কাটা দোর খুলে দিয়েছি। (পিস্তল, ছোরা ও উদ্দি লইয়া চরণদাসের কাটা দোর পুনরায় বন্ধ করণ)

মীর। আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন ভাই? আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন?

চরণ। একটা সলা আছে যে চাচা! আজ একটা কথার সঙ্কেত আছে, তা নৈলে কেল্লার দোর খুল্‌বে না,—আমি দোরের পাশ হ'তে শুনেছিলেম্—খাঁ সাহেব ব'লেছিল,—'আকব্বর'। তা সে কি ঠিক কথা?

মীর। না—না—"সাতায়র"।

চরণ। না মিঞাসাহেব,—'আকব্বর'ই—আমার বোধ হ'চ্ছে। তা একজন সৎনামী যাচ্ছে,—'আকব্বর' ব'লে যদি দুর্গের দোর খোলা না পায়, তা হ'লে তোমাদের কাবাব হ'তে হ'চ্ছে। মিঞাসাহেব, বোঝ, খামকা কি আর এতটা কচ্ছি! কারতলব খাঁ—মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, জোয়ান—এক হাজার লোককে কাল কাট্‌বেন—তাদের তো কাল বাঁচাতে হবে!

মীর। 'আকব্বর'ই বটে।

চরণ। কিসে বিশ্বাস ক'র্‌বো মিঞাসাহেব?

মীর। এই নাও, খাঁ সাহেবের সই-মোহর করা হুকুম নাও।

চরণ। বাঃ বাঃ, তুমি বেশ লোক।

১ম সৈনিক। আমাদের তো জান খোলোসা দেবে।

চরণ। ভেবো না, আমরা হিন্দু, বিশ্বাসঘাতকতা করি না। যদি হিন্দুরাজাগণ বিশ্বাসঘাতক হ'তো, তা হ'লে কি তোমাদের রাজ্য হ'তো?

(রণেন্দ্র ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। চরণ, তুমি সাধু! এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে, আমি দশজন সৎনামীকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করি।

চরণ। যেতে চাও যাও, কিন্তু দু'একটা সত্যিমিছে চরণের মত তোমাদের আস্‌বে না।

রণেন্দ্র। চরণ, তুমিই আমাদের নেতা। তোমার যেরূপ পরামর্শ, আমরা সেইরূপ কার্য্য ক'র্‌বো।

চরণ। ঐ বনে এদেরই ঘোড়া বাঁধা আছে। এই পোষাক প'রে এগার জন কেল্লার দিকে অগ্রসর হক, এরাই ফিরেছে মনে ক'রে, কেল্লার দোর ছেড়ে দেবে। আমি আতসবাজী ছেড়ে দেবো,—জান্‌বেন, কেল্লার দোর খোলা;—তারপর যা বোঝেন, ক'র্‌বেন। এদের সকলকে জোড়া জোড়া পায়ে বেড়ী দিয়ে বন্দী ক'রে রাখুন, কেউ না সংবাদ নিয়ে যায়।

মীর। পোড়াবে না তো বাপু?

চরণ। না আমার জোয়ান পুত,—পোড়ালে তো এখনই পোড়াতে পার্‌তেম, মল পায়ে দিয়ে জেনানা হ'য়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে থাক।

(দুইজন সৎনামী কর্তৃক সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ)

চরণ। (কয়েকজন সৎনামীর প্রতি) এসো ভাই কে যাবে, উর্দ্দি প'র্‌তে প'র্‌তে এসো। বটতলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, আমি এগোই।

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। ভাই, চেঁচিও না। ফটকে চার পাঁচজন প্রহরী আছে, নিঃশব্দে তাদের মার্‌তে হবে। তারপর অস্ত্র-ঘরের প্রহরীদের অমনি চুপি চুপি কবরে সরাতে হবে। সেই অস্ত্র-গুলি নিয়ে, কয়েদখানার সেপাইকেও তাদের পেছুতে পাঠাতে হবে। যুবা বন্দীদের হাতে সেই সব অস্ত্র দিয়ে, এই আতস-বাজী ছাড়্‌লে, যখন দেখ্‌বো, "জয় সৎনাম" ব'লে, সৎনামী কেল্লায় সেঁধুলো, তখন আমাদের কাজের আসান। চিল্লো না—চুপি চুপি চলো।

[চরণদাস ও কতিপয় সৎনামীর প্রস্থান।

(ফকিররামের প্রবেশ)

পরশু। ফকিররাম প্রভু কোথায়?

ফকির। এই যে বাবা, এইখানেই আছি।

পরশু। মহাশয়, লুক্কায়িত হ'য়েছিলেন কেন?

ফকির। বাপু, আমি এলে কি চরণের মুখে কথা স'র্‌তো! আমি যে কথা কইতেম, তাতেই ব'ল্‌তো—'হ্যাঁ তো বটে—তাই তো বটে!'

রণেন্দ্র। প্রভু, এর কারণ কি? এমন কার্য্যকুশল ব্যক্তি তো আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আপনার সহিত এঁর প্রথম দর্শনে, আমার একে নির্ব্বোধ ব'লে বোধ হ'য়েছিল। মহাশয় যা বলেন, বুঝুন আর না বুঝুন, যা তা একটা সায় দেয়।

ফকির। চরণদাস একজন মহাপুরুষ। কি জানি, কেন আমায় গুরু জ্ঞান করে, আমি ওর শিষ্যানুশিষ্যের উপযুক্ত নই। আমায় গুরুজ্ঞানে দাসভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ, আমি যা বলি, বেদবাক্য জ্ঞান করে। বহু জন্ম সাধনে এরূপ দাস্যপ্রেম উদয় হয়। কিন্তু চরণদাস যথার্থ ভগবানের চরণদাস,—ভ্রান্তিশূন্য মুক্ত পুরুষ! বাবা, আমিও এগোই, রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের সময় কাটবিড়ালী বালি মেখে গা ঝাড়া দিয়েছিল, আমিও সেতুতে দু'টি বালি ফেলি।

পরশু। মহাশয়, আপনি আমাদের রুদ্র অবতার হনু-মান্‌।

ফকির। হাঁ বাবা, বলে না লোক্, বাঁদুরে আক্কেলটা আছে বটে।

[ফকিররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। অস্ত্রধারী শত জন আছি উপস্থিত।
দুর্গ রক্ষা করে দুই সহস্র মোগল,
বিংশতি বিধর্ম্মী এক বীরের বিরোধী।
হই অগ্রসর—
অন্য সৈন্য প্রতীক্ষায় নাহি প্রয়োজন—
কি জানি বিলম্বে যদি কার্য্য নষ্ট হয়।
পঞ্চজন আইস মোর সনে;
রজনীর আবরণে—
প্রাচীর করিব উল্লঙ্ঘন।
রহ দুইজন বন্দিগণ রক্ষার কারণ।
অবশিষ্ট সৈন্য ল'য়ে ভ্রাতঃ পরশুরাম,
দেহ হানা দুর্গের দুয়ারে।

পরশু। সুরক্ষিত উন্নত প্রাচীর,
পঞ্চজনে কেমনে করিবে আক্রমণ?
অমূল্য জীবন তব,
পতনে তোমার,
সম্প্রদায় যাবে ছারখার।
প্রাচীর লঙ্ঘন যদি প্রয়োজন রণে,
দেহ আজ্ঞা দাসেরে তোমার;
যদ্যপি নিধন হই মোগল সমরে,
ক্ষতিমাত্র না হইবে এ অধম বিনা।

রণেন্দ্র। চিন্তা দূর কর ধীর আমার কারণ।
আক্রমণে—দৈব-বিড়ম্বনে—এ দেহ-পতনে,
সেনাসৃষ্টি হইবে শোণিতে,
মম পঞ্চ সঙ্গী হবে পঞ্চশত জন;
জানিহ নিশ্চয়—
প্রাকার হইবে অধিকার।

(যুবতীগণসহ পতাকা হস্তে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

যুবতীগণ।— (গীত)

নীরবে বহিছে যামিনী,—
দুর দুর্গে অরি, চল লো ত্বরাত্বরি,
দামিনী-গামিনী কামিনী।
গর্ব্বভরে উড়ে মোগল-ধ্বজা,
প্রাণভয়ে কাঁদে বন্দী প্রজা ;
চলো মুক্ত করি, স্মরি শক্তিভুজা,
রক্তধারে হবে মাতৃপূজা ;
বিধর্ম্মী কেতন চুর্ণীত চরণে,
উদিবে জাতীয় পতাকা গগনে ;
আসন্ন আহব, গৌরব-উৎসব,
রণ-উন্মাদিনী, মত্ত আমোদিনী,
ভৈরবী-সহচরী ভারত-ভাবিনী !

বৈষ্ণবী। শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু ?
চলো, দুর্গ অধিকার এখনি হইবে।
কার সাধ্য নিবারিবে সৎনামী প্রভাব।
এসো এসো !—

[যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

রণেন্দ্র। নিঃশব্দে এ বনপথে হও অগ্রসর,
আগে আগে যায় ভীমা সংহাররূপিণী ;
হও অনুগামী,
কর' সৈন্য চালিত হে ভ্রাতঃ !
আইস কেবা যাবে মোর সাথে।

[দুইজন সৎনামী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম সৎ। আমরা যুদ্ধে যেতে পেলেম না।

২য় সৎ। চল্ না, ঐ ক'ব্যাটাকে কেটে ফেলে চ'লে যাই।

১ম সৎ। না না, রণেন্দ্রঠাকুর তা হ'লে প্রাণবধ ক'র্‌বেন।

২য় সৎ। আরে বুঝিস্ নে, বৈষ্ণবী দেবী খুব খুসী হবেন।

১ম সৎ। ছাখ্, হিন্দু হ'য়ে কথা দিয়েছে, হিন্দুর কথা মিথ্যা হবে। হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী তো আছেই। আমার বউ আর আমার মেয়ের হাতে দু'খানা তলোয়ার দিয়ে আমরা যুদ্ধে যাই চল্। তুই থাক্, আমি ডেকে আনি গে।

[প্রথম সৎনামীর প্রস্থান।

২য় সৎ। একটু লুকিয়ে থাকি ;—আমরা চ'লে গেছি মনে ক'রে যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখনই কোপাবো, কিছু দোষ হবে না।

[২য় সৎনামীর প্রস্থান।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দুর্গমধ্যস্থিত কারতরফখাঁর গৃহ-সম্মুখ

গুলসানা ও কারতরফ খাঁ।

গুল। পিতা, দেখো—দেখো,
দুর্গের মাঝারে উঠেছে আতসবাজী,
অগ্নিবর্ণে 'সৎনাম' লিখিত।

কারতরফ। দুর্গমাঝে
শত্রু আসি পশেছে নিশ্চিত।

গুল। পিতা পিতা,
দুর্গদ্বারে নেহার অনলশিখা।

কারতরফ। দেহ তরবারি,
বিপক্ষ ক'রেছে আক্রমণ।

গুল। (তরবারি প্রদান করিয়া) এসো পিতা,
করি পলায়ন,
নহে সুলক্ষণ—চৌদিকে অনল !
হত যত প্রহরী নিশ্চয়,
কৌশলে ক'রেছে রিপু দুর্গ করগত।
সৈন্যগণ নিদ্রিত সকলে,
নিশ্চয় এ দুর্গ তাত, শত্রু-করগত।
রাখ মিনতি কন্যার,
এসো, গুপ্তপথে দুর্গ হ'তে করি পলায়ন !

কারতরফ। দুর্গে অরি পশেছে নিশ্চয়।
গুপ্তপথে করহ প্রস্থান।

গুল। পিতা পিতা, তুমি এসো সাথে।

কারতরফ। মুসলমান ধর্ম্ম-পরিহার
করিবে কি জনক তোমার?
পলাইবে হিন্দু-ভয়ে?
যাও, পিতৃবাক্য ক'রো না হেলন।

(রণেন্দ্র, ফকিররাম ও একজন সৎনামীর প্রবেশ)

রণেন্দ্র। ত্যজ অস্ত্র, নহে যাবে প্রাণ।

কারতরফ। তিন জন কাফেরে, না ডরে মুসলমান।
দেখ,
ইসলাম-আশ্রিত প্রাণ ত্যজে কি প্রকারে?

রণেন্দ্র। কেহ অস্ত্র ক'রো না আঘাত।
শুন মুসলমান,
হয় যদি মম পরাজয়,
রহিবে তোমার এই দুর্গ অধিকার।
শুন হে সৎনামিগণে,
পরাস্ত যদ্যপি করে মুসলমান বীর,
জানাইও পরশুরামে মিনতি আমার—
উদ্ধার করিয়ে বন্দিগণে,
যান সবে দুর্গ ত্যজি।
পণ মম—
সৎনামী ত্যজিবে দুর্গ মম পরাজয়।

কারতরফ। আপনি আমার অস্ত্রের যোগ্য বটেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার ন্যায় সৎনামী কয়জন আছে?

রণেন্দ্র। অনেক! আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

কারতরফ। বীরবর, যদি সত্য হয়, মুসলমানের বিপদ্ বটে। আসুন, আমি প্রস্তুত।

(উভয়ের যুদ্ধ, কারতরফ খাঁর নিরস্ত্র হওন ও
রিক্তহস্তে আক্রমণোদ্যোগ)

রণেন্দ্র। বীর, তব যৌবন অতীত,
বলহীন বাহু তব বার্দ্ধক্যবশতঃ;
মুষ্ট্যাঘাতে অস্ত্র নাহি হবে নিবারণ,
বন্দী হও, ক্ষমা দেহ রণে।

কারতরফ। বন্দী হবে মুসলমান
কাফেরের করে?

ফকির। সত্য, মরো তবে।

(ফকিরের অস্ত্রাঘাত ও কারতরফ খাঁর পতন)

রণেন্দ্র। কে তুই পামর?

ফকির। বাবা, আমি ফকিররাম।

গুল। হা পিতঃ! (মৃত পিতৃদেহ কোলে করিয়া উপবেশন)

রণেন্দ্র। প্রভু, এরূপ অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা সম্ভব, তা আমি জানতেম না।

ফকির। বাবা, তুমি নেতা, অন্যায় কার্য্য ক'রে থাকি, আমার প্রাণবধ করো। আমাদের ন্যায়-অন্যায় আর এক রকম। যদি তোমার একলার চেষ্টায় দুর্গ অধিকার হ'তো—তা হ'লে বীরত্ব জানিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে যে, তোমার পতনে মুসলমানের দুর্গ-অধিকার থাক্‌বে, তথাপি সৎনামের কার্য্য হ'তো না। চরণদাস দোর খুলে রাখ্‌লে, অস্ত্রাগার অধিকার ক'র্‌লে, বন্দী যুবাগণকে মুক্ত ক'রে যুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র দিলে, পরশুরাম স্বদলে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'র্‌লে,—তুমি এসে বীরত্ব জানালে যে, তোমায় পরাস্ত ক'রলেই দুর্গ ছেড়ে যেতে হবে! দেখ বাবা, এই অহঙ্কারেই ভারতের পতন হ'য়েছে। বীরত্ব ক'রে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার ক'র্‌তে চান নাই;—দূর হ'তে শত্রু বধ ক'র্‌লে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না। আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরিও চালালে, আর বীরত্বের গর্ব্ব না ক'রে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন! রাজ্য দিলেন, ভগ্নী দিলেন, কন্যা দিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা আর এক রকম বোঝে। এই যে দুর্গ-অধিকারী, একে কি ভীরু দেখ্‌লে? যদি পিস্তল সঙ্গে থাক্‌তো, তোমায় গুলী চালাতো। মুসলমানের গুণ কি জানো? তারা কার্য্য চায়, আত্মগৌরব খোঁজে না। ছলে-বলে-কৌশলে বাদসার কার্য্য হ'লেই হ'লো। তোমার মত বীরত্বের পরিচয় দেয় না। তোমার যদি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করতে সাধ থাকে, তা অতি সহজ;—রাজ্য জয় ক'রে, দশ বিশ জন মুসলমানকে একা আক্রমণ ক'রলেই হ'ল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ ক'র্‌তে হবে?

ফকির। না,—হিন্দুর কর্ত্তব্য সাধন ক'রতে হবে। বাঙ্গলায় একবার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ শুনেছিলেম। তাতে রামভক্ত হনূমন্ত কৌশলে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ ক'রেছিলেন। কৃত্তিবাস কবির সার্থক কল্পনা। রামভক্ত কপীশ্বর হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত, রামকার্য্যে, ধর্ম্মের কার্য্যে—এইরূপ আত্মাভিমান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বাপু, আমরা বুড়ো-হাবড়া, এই রকমই বুঝি। আর একটা মনের পাপ তোমায় বলি, আমি তলোয়ার খুলে প্রস্তুত ছিলেম। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তেম যে, দুর্গাধিকারী মোগল তোমা অপেক্ষা প্রবল হ'য়েছে, তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ ক'র্‌তেম। তোমার পণে সৎনামীর কার্য্যের ব্যাঘাত ক'র্‌তে দিতেম না।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো এসো,—
সহস্র মোগল বন্দী সৎনামী-সমরে।
আছি সবে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
বিধর্ম্মীর বধিতে জীবন।
আজ্ঞা দেহ দহিতে অনলে,
হিন্দু-মনস্তাপ হবে কিঞ্চিৎ শীতল।
এ কি! কেবা এ বিধর্ম্মী নারী!
(ফকিররামের প্রতি)
প্রভু, অস্ত্র করে তুমি উপস্থিত,
মুক্ত অসি রণেন্দ্রের করে,
বধি এই বিধর্ম্মী দুহিতা
পিতৃশোকে পরিত্রাণ করহ ইহারে।

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবি, ভগিনি,
প্রফুল্ল কমল সম তুমি।
বন্দী মুসলমানগণে করিলে নিধন,
হিন্দু সনে বিধর্ম্মীর প্রভেদ কি রবে?
শুন পুনঃ—যুক্তিসিদ্ধ নহে এই নিষ্ঠুরতা।
হয় যদি মোগলের এরূপ ধারণা,
অস্ত্রত্যাগে নাহি পরিত্রাণ,
এক প্রাণী জীবিত থাকিতে
রণ না করিবে পরিহার।

বৈষ্ণবী। শুন শুন, ইতিহাস করহ স্মরণ;—
অভয় প্রদানি পুনঃ মুসলমানগণ,
বন্দী করি বধিয়াছে হিন্দুর জীবন।
যেই অস্ত্রধারী করে অস্ত্র পরিহার,
ধিক্ জীবনে তাহার!
ভীরু জন রাখিতে জীবন,
অস্ত্র ত্যাগ করিবে নিশ্চয়।
শতবার বিধর্ম্মীর শঠতা আশ্বাসে,
প্রাণভয়ে অস্ত্র ত্যজি লইয়ে শরণ,
কাপুরুষ সম হত বন্দী হিন্দুগণ।
ভীরু ত্যজে অস্ত্র তার প্রকৃতি-প্রভাবে।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা ক'র না লঙ্ঘন,
শোণিত-পিয়াসী ভীমা!
কর ভাই মমতা বর্জ্জন,
দেহ আজ্ঞা মোগল নিধনে;
কহ কারে বধিতে এ শত্রুর দুহিতা।

রণেন্দ্র। দেখ, দেখ—বিমলিনী বালা—
উন্মত্তা জনক শোকে।
হের বিবশা কামিনী,
মুকুতার শ্রেণী ঝরিতেছে দু'নয়নে!
ক্ষান্ত হও, চল ভগ্নি,—
বন্দীর সম্বন্ধে আজ্ঞা দিব যুক্তিমত।

বৈষ্ণবী। ভ্রাতা, মমতা নিষেধ জননীর।
করিলে যখন তুমি মুকুট গ্রহণ,
মেঘাবৃত হ'য়েছিল জননী-বদন;
আজি দূর দৃষ্টে নেহারি সে মেঘচ্ছায়া!
কে জানে কি অঙ্কুরিত হয় কোন্ বীজে।
সৎনামের কাজে,
নারী-হত্যা-ঘৃণা ত্যাগ কর বীরবর!

রণেন্দ্র। ভগিনি, ভগিনি—
অবলা নিধন নাহি প্রয়োজন।
বন্দী রবে,
অনিষ্ট কি হবে এ মুসলমানা হ'তে?
চলো।

[বৈষ্ণবী ও গুলসানা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। (স্বগত) নারী হ'তে অনিষ্ট কি হবে?
রণ তবে কাহার সৃজন?

বীর হয় ভীরু নর—কার প্রেম-আশে ?
শত যোধে একা রোধে কার রক্ষা হেতু ?
কার প্রেমে সন্তানের মায়া,
পুত্রে করে জীবনের সম্পত্তি অর্পণ ?
ফেরে নর কাহার ইঙ্গিতে ?
ভাই, রমণীরে কর ঘৃণা !

[গুলসানার প্রস্থান।

নেতা-বাক্য করি অতিক্রম—
বধিব এ নারীর জীবন।
(চমকিত হইয়া) চতুরা কুমারী,
পলায়েছে শোক পরিহরি।
অতি সুচতুরা, বুঝিয়াছে মনোভাব।
প্রাণভয়ে রমণী করেনি পলায়ন।
তা' হইলে যুদ্ধকালে,
পিতার পশ্চাতে রহিত না কদাচিৎ ;
বসিত না মৃত পিতা ল'য়ে কোলে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু ক'রেছে প্রস্থান !
প্রতিবিধিৎসার অগ্নি রমণী-হৃদয়ে !
শত্রু নাহি করিয়া নিধন,
কৌমারী মাতার আজ্ঞা হ'য়েছে লঙ্ঘন ;—
বীজ হ'তে শত্রুনাশ আদেশ ভীমার।
হে রণেন্দ্র, সংশয় জন্মায় হৃদে মমতায় তব ;
মমতায় প্রেমের সঞ্চার।
প্রেমের সঞ্চার হ'লে সংনামী-হৃদয়ে,
সংনামী আশ্রয়দাত্রী কৌমারী জননী,
নিজ বল করিবেন হরণ অভয়া।
অল্প সৈন্য কি করিবে মোগল-বিগ্রহে,
সংনামীর হইবে সংহার।
হে রণেন্দ্র, বীর তুমি,
কিন্তু হেরি হৃদয় মমতাপূর্ণ তব।
কোমলতা—প্রেমে পাছে হয় পরিণত,
আশঙ্কায় হয় মম চিত বিচলিত।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নিভৃত স্থান

গুলসানা ও করিম।

গুল। করিম,
বাদসার ধনাগারে নাহি সে রতন,
সমতুল হয় যাহে প্রভুভক্তি তব !
যবে
দুর্গের চৌদিকে অগ্নি জ্বালিল কাফের,
প্রভুকন্যা রক্ষার কারণ—
উপেক্ষি জীবন—
অনলের মুখে মোরে করিয়াছ ত্রাণ,
নহে গুপ্ত পথে ভস্ম হ'ত কায়া।
বহু রত্ন আনিয়াছি আসিবার কালে,
লক্ষ মুদ্রা মূল্য হবে তার—
করহ গ্রহণ।

করিম। বিবি,
নফর ক'রেছে নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
পুরস্কার কিবা তার আর ?
তোমারে লইয়ে যবে দিল্লীতে পৌঁছিব,
তবে হব নিশ্চিন্ত হৃদয় ;
সে সময় দিও পুরস্কার।
হেথায় অপেক্ষা নহে কদাচ উচিত।
মুসলমান বলি কেহ পারিলে জানিতে,
তখনি বধিবে প্রাণ।
হিন্দু সম পরিচ্ছদ ক'রেছ ধারণ,
কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাফের দুষমন।

গুল। করিম,
আমি তব প্রভুর কুমারী ;
কর্ত্তব্য তোমার—মম আদেশ পালন।
যাও, লও এ রতন,
চিন্তা ত্যজ আমার কারণ।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম-অনুবর্ত্তী এ অধীনী,

দেখে যাব পিতৃহত্যা কাফেরের করে—
বিনা প্রতিশোধ দানে ?

করিম। সাহেবজাদি,
গোলাম কদাপি নাহি যাবে তোমা ছাড়ি।
ছিল মনে, নিরাপদে রাখিয়ে তোমারে,
যত্নবান হব দুষ্ট কাফের নিধনে।
অর্থ তব প্রয়োজন,
বহু কার্য্য সিদ্ধ হয় অর্থের প্রভাবে।
রহিল এ রত্ন মম পাশে,
হবে ব্যয় প্রতিবিধিৎসার প্রয়োজনে।

গুল। সত্য তব বাণী।
দুর্গ হ'তে করি পলায়ন,
জনশূন্য যে কুটীরে লইনু আশ্রয়—
রহ তথা।
আজি হ'তে পরিচয় তব,—
বিদেশী জনৈক হিন্দু তুমি।
আমি করিব কি ভাণ—
পরে জানাবো তোমায়।

করিম। বিবি, সেলাম।

[করিমের প্রস্থান।

গুল। হেরিলাম পতাকাধারিণী—
রমণী সে বীরবালা!
শুনিলাম দুর্গ মাঝে অগ্রে পশিয়াছে,
রমণী হিন্দুর নেতা!
কাফের কামিনী যদি হেন শক্তি ধরে,
আমিও রমণী,
লভিয়াছি মুসলমান-ঔরসে জনম,
তবে কেন না করিব বৈরি-নির্য্যাতন ?
কে যুবা কে জানে,
দেখিলাম কোমলতা আছে প্রাণে।
পারি যদি—
কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করি তার হৃদি।
বন্দী করি প্রেমের বন্ধনে,
ল'য়ে যাব সম্রাট্-সদনে,
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ করিব প্রদান।
মুসলমান-নারী—
পরিচ্ছদে কেহ না বুঝিবে।
আসে কা'রা এ নির্জ্জন স্থানে ?
রহি গুল্ম-অন্তরালে। (লুক্কায়িত হওন)

(রণেন্দ্র ও ফকিররামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। প্রভু, নেতাপদ অন্যজনে করুন প্রদান,
আমি হই অধীন তাহার।
আবালবনিতাবৃদ্ধ করিতে নিপাত,
অধম অক্ষম হেন আদেশ প্রদানে।
বন্দিগণে আশ্বাস বচনে—
অস্ত্র ত্যজিয়াছে করি হিন্দুরে প্রত্যয়;
হিন্দু হ'য়ে নিজবাক্য কিরূপে ফিরাব ?

ফকির। বাপু, তোমার মনে কি ধারণা যে, ধর্ম্মবিপ্লবের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অবতার হ'য়েছিলেন ? অশ্বত্থামা পাণ্ডবের গুরুপুত্র, অমর, তার প্রাণবধ হবে না, তাই বধ করেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠুর আজ্ঞাপ্রদানে তার শিরোমণি ছেদ ক'রেছেন। এ দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মাশ্রিত পাণ্ডব এ কঠিন কার্য্য ক'রে কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়েছিল ? তুমি কি ভাব যে, মোগলেরা যদি কোন হিন্দুকে বন্দী ক'র্‌তে পারে, তা হ'লে কি নিষ্কৃতি দান ক'র্‌বে ? কখনও ক'রেছে ?

রণেন্দ্র। হিন্দুর আদর্শ নহে মোগল কখনো।
মহাপাপ শরণাগতের প্রাণনাশে!
দয়া প্রদর্শন—কার্য্যে প্রয়োজন।
জানে যদি নিশ্চয় মরণ—
অস্ত্র-ত্যাগে নাহি অব্যাহতি,
মরণ সংকল্প করি করিবে সংগ্রাম।
দুর্দ্দম হইবে সবে।

ফকির। বন্দী মোগলেরা কি শরণাগত ? অস্ত্র দিলে কি মোগল-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্‌বে ? কৃপা ক'র্‌লে কি তারা বন্ধু হবে ? কায়মনোপ্রাণ অর্পণ ক'রে যে শরণাগত হয়, হিন্দুর সে অবধ্য বটে। আর একটা যুক্তি বড় বা'র ক'রেছো।—মরণ সংকল্প ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌বে, এ এক রকম বোঝান বটে। কিন্তু আর এক রকম বুঝে দেখ দেখি। যদি—বোঝে যে—পরাজয় হ'লে অস্ত্রত্যাগেও প্রাণরক্ষা হবে না, একটু জোর আক্রমণ দেখ্‌লে তো বিনাযুদ্ধে পালাতে পারে। যেমন মোগল-ভয়ে হিন্দুরা তলোয়া'র ভেঙ্গে ফেলে ছুট দেয়।

আরও বোঝ,—মুসলমান অসংখ্য। কৌমারীর প্রসাদে যার যার যদি তোমার জয়লাভ হয়, সহস্র সহস্র মোগল যদি বন্দী ক'র্তে পারো, তাদের কোথায় স্থান দেবে? যে অর্থ সঞ্চয় হ'য়েছে, তার দ্বারা সৎনামী সৈন্যের কষ্টে আহার দিতে পারবে, বন্দীদের কি দেবে? রণব্যয়ের অর্থে কি বিধর্ম্মীর ভোজ্য হবে? বন্দীর রক্ষার জন্য কত সৎনামী রেখে যাবে? মোগল-সমরে এক ব্যক্তিকেও গৃহে রাখ্‌লে চল্‌বে না। কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট গ্রহণ ক'রেছো, মুসলমানের মমতায় সৎনামীর সর্ব্বনাশ ক'রে সে মুকুট পরিত্যাগ ক'রো না।

রণেন্দ্র। প্রভু, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য। আমি আদেশ দিলেম। কৃপা ক'রে এই আজ্ঞা দিন, আমি এই স্থানেই থাকি। মার্জ্জনা করুন, সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না।

ফকির। দয়া অতি উচ্চ গুণ। কিন্তু জেনো, নির্ম্মম মুক্তপুরুষ ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্য হৃদয়ে কামবৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে। তোমার মনস্তুষ্টির জন্য, তোমার কথা রক্ষা ক'রে, একাদশ জন —যারা প্রথমে অস্ত্রত্যাগ ক'রেছিলো, তাদের প্রাণদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি দেবো।

[ফকিররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ঘোরতর নিষ্ঠুর আচার,
হৃৎকম্প হয় মম।
পিশাচেয় সম আচরণ—
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন—
অস্ত্রহীন অরাতির নাহিক নিষ্কৃতি!
অন্যজন এ মুকুট করিলে ধারণ,
না করিতে হ'ত—হত্যা-কার্য্যে আজ্ঞা দান।

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। প্রভু, প্রভু, বোধ হয় আপনি কোন সৎনামী বীরপুরুষ। দাসীকে বলুন—আত্মহত্যায় কি সৎনামীর পাপ আছে?

রণেন্দ্র। কে তুমি?

গুল। দাসী অতি অভাগিনী!
বিমলা অমলা নামে যমজ ভগিনী,
প্রসবি জননী মৃত সূতিকা-আগারে।
কত যত্নে পিতা দোঁহে করিলা পালন।
আমি অগ্রে ভূমিষ্ঠা—অমলা জন্মে পরে,
সে কারণ 'দিদি' ব'লে করে সম্ভাষণ।
একক্ষণে যদিও জনম,
তথাপি বালিকা বলি জ্ঞান হয় তারে।
যদবধি জ্ঞানোদয় মম,
জ্যেষ্ঠা সম করিয়াছি ভগ্নীরে যতন।
পিতৃদেব লোকান্তর গমন সময়,
সঁপিলেন হাতে হাতে ভগ্নীরে আমার;
নন্দিনী-সমান সেই ভগিনী আমার,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
মহম্মদীয় ধর্ম্মে চাহে হইতে দীক্ষিতা।
কহে, 'হিন্দুধর্ম্ম প্রেত উপাসনা,
মহম্মদীয় ধর্ম্ম মাত্র সার।'
বুঝি মতিগতি, কহিলাম করিয়া মিনতি,—
'নহে তো বিধান, নিজধর্ম্ম সহসা বর্জ্জন!
তর্ক কর পণ্ডিতের সনে।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করিতে স্থাপন,
পার যদি পণ্ডিতগণেরে পরাজয়ি,
মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা করিও গ্রহণ।
নিবারণ করিব না আর।'
বাক্য মম অমলা মানিল,
সগর্ব্বে কহিল,—
'ভাল, ছয় মাস অপেক্ষা করিব,
আন কেবা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত;
ঈশ্বরের বাণী বেদ অথবা কোরাণ,
সিদ্ধান্ত যা হবে, তাহা করিব গ্রহণ।

রণেন্দ্র। অদ্ভুত রমণী! কোথা ভগ্নী তব?

গুল। নানা দেশ করি পর্য্যটন,
না পাইনু শাস্ত্রজ্ঞ এমন—
পরাজিবে অমলারে,
আসিয়াছি শেষে এ প্রদেশে।
সপ্তাহে হইবে সেই সময় অতীত।
ইতিমধ্যে না হইলে তার পরাজয়,

প্রাণসমা সহোদরা ধর্ম্মভ্রষ্টা হবে।
হায় হায়, কলঙ্কিত হইবেন পিতৃদেবগণে!
বৃথা স্নেহময় পিতা করিলা পালন,
নারিলাম অনুরোধ রাখিতে তাঁহার।
শ্রেয়ঃ এ জীবন বিসর্জ্জন!
অন্য কিবা প্রায়শ্চিত্ত কহ মহামতি?

রণেন্দ্র। অবলারে বুঝাইতে কেহ না পারিল?
সোদরা তোমার হেন তর্ক-সুনিপুণা?
বিচার কি করিয়াছে সৎনামীর সনে?

গুল। না, পোড়া অদৃষ্টের দোষে—
পাই নাই সৎনামী পণ্ডিত দরশন।

রণেন্দ্র। ত্যজহ বিষাদ,
শাস্ত্রজ্ঞ সৎনামী তারে বুঝাবে নিশ্চিত।

গুল। দেব, তব আশ্বাস বচনে
মৃতদেহে হয় মম জীবন সঞ্চার।
বহুগুণসম্পন্না ভগিনী—
রূপবতী গুণবতী—সোসর তাহার—
নাহি কোন সম্রাট-ভবনে।
দেব, রহে যেন দয়া এ দাসীর প্রতি;
কার্য্যে ব্যাপৃত রহি যেন না হও বিস্মৃত।

রণেন্দ্র। গৃহে যাও, ভেবো না সুন্দরি!

গুল। প্রণাম চরণে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। বিস্তার ক'রেছি মায়াজাল।
দুর্ভেদ্য নারীর মায়া জান না সৈনিক!
শাস্ত্রজ্ঞ কাহারে পাঠাইবে?
আপনি আসিবে!
মুখে হাসি, চোখে জল বিবশা ব্যথায়,
রুক্ষকেশা দয়া-আকাঙ্ক্ষিনী,
জানু পাতি করযোড়ে করিয়ে মিনতি,
মুখ তুলি চাহিব বদন-পানে!
সে মোহিনী ছবি যদি না স্পর্শে হৃদয়,
মুক্তকণ্ঠে কব আমি সৎনামীর জয়—
দাসী হব প্রতিহিংসা-তৃষা ত্যজি।
বিকসিত কানন-কুসুম,
সৌরভ প্রদান' অঙ্গে মম;
চন্দ্রমা, জ্যোৎস্না কর' দান;
পাপিয়া বুলবুল, রবে যার হয় প্রাণাকুল,
ঋণ দেহ সে স্বরলহরী;
নবীন নীরদ, ধারা দেহ দু' নয়নে;
হাস' বসি গোলাপ, অধরে;
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরিমণ্ডল,
দেহ, দেবদূতে ভুলাবার ছল;—
ধর্ম্মাত্মা পিতার মৃত্যু—দিব প্রতিশোধ!

[গুলসানার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:)*(:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

রণেন্দ্র, পরশুরাম ও সৎনামীগণ।

রণেন্দ্র। শত শত্রু-দুর্গ করগত সৎনামীর।
এ প্রদেশে উঠিয়াছে বিধর্ম্মী-আবাস।
এতদিন করিলাম যত শ্রম সবে,
বাল্যখেলা সে সকলি জেনো বন্ধুগণ,
উপস্থিত কার্য্য-তুলনায়।
হের দূরে সম্রাটের সেনা—
সাগর-লহরী সম অগ্রসর রণে!
জমীদারগণ সবে নিজ দলবলে,

সম্মিলিত সম্রাটবাহিনী সনে।
বিষণ সিং কুলাঙ্গার রাজপুত-বেষ্টিত—
চালিছে মোগল-অনীকিনী।
দক্ষতায় নির্ম্মিয়াছে ব্যূহ।
মধ্যস্থল দৃঢ়ীকৃত গোলন্দাজগণে,
দক্ষিণে পদাতি চমূ, বামে আসোয়ার।
পঞ্চাশৎ সহস্র অধিক এ অরাতি,
হিন্দু দশ সহস্র আমরা,
এস, বীরদম্ভে করি আক্রমণ।
শত জন সহ রণ করি জনে জনে
বার বার জিনেছি সমর।
এবে পঞ্চগুণ মাত্র শক্রসেনা,
কিন্তু সুশিক্ষিত—
বহু রণে পরীক্ষিত সবে—
বহু আয়াসের প্রয়োজন।
হের ঐ উড্ডীন পতাকা;
ধূমকেতু সম ভাতে গগনমণ্ডলে,
আসিতেছে বৈষ্ণবীর সেনা।
রাজপুত্রগণ, সংহতি স্বগণ,
আগুয়ান বৈষ্ণবী পশ্চাতে,
আক্রমিবে অরি মধ্যশ্রেণী।
ভ্রাতঃ পরশুরাম,
যাও তুমি রোধ' আসোয়ারে,
বৈষ্ণবীর পার্শ্ব নাহি করে আক্রমণ।
রোধি আমি পদাতিকগণে।

পরশু। ভাই,
সহস্র আসোয়ার আছে অধীনে আমার,
রোধিব বিপক্ষগণে পঞ্চশত জনে।
পদাতিক আক্রমণে
বহু সৈন্য হবে প্রয়োজন;—
মম অর্দ্ধ সেনা তব রহুক সংহতি।

রণেন্দ্র। অরি সমাবেশ, ভাই, কর নিরীক্ষণ।
বৈষ্ণবীর সেনা—
মধ্যভাগ ভেদিবারে করিছে উদ্যম।
পার্শ্ব যদি অসোয়ার করে আক্রমণ,
হিন্দুসেনা পরাস্ত হইবে।
প্রাণপণে রোধ' আসোয়ারে।
পার যদি বিমুখিতে বিপক্ষ সোয়ার,
পার্শ্ব হ'তে মধ্যভাগে দিও হানা।
তখনি হইবে রণজয়,
অর্পিত তোমার করে জয় পরাজয়।

পরশু। যাই বীর,
সম্মানিত তোমার আদেশে।

[পরশুরামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হের বীরগণ, দুরাত্মা বিষণ—
অশ্বপৃষ্ঠে পদাতিক করে উত্তেজিত,
বৈষ্ণবীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ হেতু।
উপস্থিত হেথা মোরা পঞ্চশত জন,
পঞ্চ সহস্রেক মাত্র চালিছে বিষণ,—
উড়াইব বাতে তুলা সম।

সকলে। জয় জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। দেখ দেখ রণ-উন্মাদিনী কৌমারীসঙ্গিনী!
ভেদি মধ্যদেশ—
দুর্দ্দম সৎনামীশ্রেণী করিছে প্রবেশ।
পথ-প্রদর্শিনী সমর-অঙ্গনা তোরা সবে,
ছারখার এখনি হইবে মধ্যদেশ।
হের দূরে প্রায় পরাজিত হিন্দু অশ্বারোহী;
চল' করি আদর্শ প্রদান,
দিতে হয় মোগলে কিরূপে বলিদান।

যুবতীগণ। জয় কৌমারীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবীর ধরি অন্বয়,
সাক্ষাৎ কি সমরে কৌমারী!
যথা রণ-সন্ধি তথা ভীমার উদয়;
সূর্য্যোদয়ে তমো নাশ প্রায়—
বিধর্ম্মী নিহত তথা।

ধাইছে ভীষণা,
নদী অতিক্রমি আক্রমিতে বিষণের দল।
চল শীঘ্র আমার পশ্চাতে।

[সকলের প্রস্থান।

(একজন সৈন্যের সহায়ে আহত-অবস্থায় পরশুরামের প্রবেশ)

সৈন্য। বীরবর, হও স্থির, হ'য়েছে সমর জয়!

পরশু। ত্যজ মোরে—বন্ধু যদি তুমি,
দেহ প্রাণ ত্যজিতে আহবে।
ল'য়ে মহা ভার, আমি কুলাঙ্গার,
পড়িলাম অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু হইয়ে।
পশিয়াছে বৈষ্ণবী সমরে,
একাকিনী যুঝে বামা মোগল-মাঝারে!
দেহ মোরে যাইতে সাহায্যে তার।

(গমনোদ্যত ও পতন)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। শত শত জনে বধিনু বিষণ জ্ঞানে,
কিন্তু সে দুর্জ্জন, মম অস্ত্রে পাইয়াছে ত্রাণ।
ওই পুনঃ বাহিনী করিছে সমাবেশ।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

পরশু। (উত্থিত হইয়া) কোথা আমি—
বৈষ্ণবী কোথায়?
ওই শুনি সৎনামীর সিংহনাদ!
ওই দূরে, বৈষ্ণবীর করে উড়িছে পতাকা।

[পরশুরাম ও পশ্চাতে সৈন্যের প্রস্থান।

(ফকিররাম ও চরণদাসের প্রবেশ)

ফকির। বাবা চরণ, বুড়ো হাবড়া আমি,—ম'লে কি এলো গেল বল? যাও বাবা, তুমি যুদ্ধে যাও। রণেন্দ্রের পাশে পাশে থেকো। ও প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে বিষণকে আক্রমণ ক'র্‌ছে। বাবা, ওর শত্রুর অস্ত্রের মাঝে বুক দাও গে। বাবা, কুণ্ঠিত হ'য়ো না, তোমার গুরুর আজ্ঞা।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[চরণদাসের প্রস্থান।

(একজন আহত সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জয় সৎনামীর জয়!

ফকির। বাবা, তোমার এত স্ফূর্ত্তি কেন? তোমার তো সাংঘাতিক অস্ত্রের আঘাত দেখ্‌ছি।

সৈন্য। তেমন সাংঘাতিক আঘাত নয়, যুদ্ধে জয় হ'য়েছে, সৎনামী বিজয়ী হ'য়েছে। সে যুদ্ধে যদি বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, এ অপেক্ষা আর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি হবে।

[সৈন্যের প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, চরণদাস ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। ভাই, আমার মত অকর্ম্মণ্যকে আর কার্য্যভার দিও না।

রণেন্দ্র। বীরবর, বোধ হয় সুরাসুর তোমার অমোঘ বীর্য্যে ঈর্ষিত। একা তুমি অসাধ্য সাধন ক'রেছ, শত অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে নিরস্ত হও নি।

ফকির। পরশুরাম, তোমার বীর-কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও?

পরশু। বৈষ্ণবী কোথায়?

চরণ। কোথায় কে আহত মুসলমান জীবিত আছে, ছুঁড়ী বুঝি তাই মড়া উট্‌কে দেখ্‌ছে, একটা খোঁচা দেবে।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

এই যে।

বৈষ্ণবী। ভাই রণেন্দ্র, এখনও আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই, আজ রাত্রেই আমরা অগ্রসর হই। যখন এই সম্রাট-সৈন্য পরাজিত হ'য়েছে, তখন আগ্রার পথ মুক্ত। সম্রাট-শিবিরে ভগ্নপাইক উপস্থিত হ'বার আগেই আমরা আগ্রা আক্রমণ করি।

রণেন্দ্র। যথার্থ ব'লেছ। চলো—সৈন্যদের আদেশ দিই, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রেই অগ্রসর হোক্।

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

[রণেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের গমনোদ্যোগ, এমন সময়
পশ্চাতে করিমের প্রবেশ)

করিম। মহাশয়, বিমলা দেবী আপনার অপেক্ষায় র'য়েছেন। আপনি আজ যদি তাঁর ভগ্নীর সহিত দেখা না করেন, তা হ'লে সর্ব্বনাশ, কাল তাঁর ভগ্নী মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবেন।

রণেন্দ্র। (স্বগত) কি করি, প্রতিশ্রুত আছি, যাবো। সৈন্যদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিয়ে, একবার দেখা ক'রবো। তারপর দ্রুতগমনে সৈন্যের সহিত মিলিত হবো। কি ক'রবো, বিশ্রাম করা হ'লো না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি যাও, দেবী যে বনমধ্যস্থ শিবির দেখিয়েছিলেন, সেইখানেই তো আছেন?

করিম। আজ্ঞে হাঁ।

[করিমের একদিকে ও রণেন্দ্রের অন্যদিকে প্রস্থান।

(ফকিররাম ও চরণদাসের পুনঃ প্রবেশ)

ফকির। বাবা চরণ, আমার কিছু মনটা উচাটন হ'য়েছে।

চরণ। আজ্ঞে তা হ'য়েছে।

ফকির। ও লোকটা কে? রণেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইলে, চেনো?

চরণ। আজ্ঞে যেন চেনো চেনো ক'র্‌ছি।

ফকির। সন্ধান নিতে পারো? চুপি চুপি পত্র দেয়, একটা ছুঁড়া ফুঁড়ি কোথায় পেছুতে ঘাপ্‌টি মেরে আছে, নইলে ফুস্‌ফুস্‌নি খালি মরদে মরদে হয় না।

চরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় চুপিসাড়ে কথা।

ফকির। তোমার বোধ হয় এ কি জাত?

চরণ। আজ্ঞে তাইতো, কি জাত?

ফকির। দেখ, হিন্দু তো নয়ই। একটু বাঁকা ধরণের চালচুল দেখেছ? ছেলাম ক'রতে গিয়ে যেন নমস্কার ক'রলে।

চরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলাম ক'রতে রুকে ছিল।

ফকির। যাও বাবা, তুমি সন্ধান নাও।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সোহিনীর বাটীর সম্মুখ

দ্বারদেশে গুলসানা দণ্ডায়মানা।

(সৎনামী বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

ডন্ ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই।
না হ'লে জোর, বেঁধে কোমর,
কি ক'রে ক'রবো লড়াই।
জোর না হ'লে গায়,
লড়াই দেখে ছুটে সে পালায়,
সে ছুয়ো খেয়ে যায়;
খেলে না কেউ তারে নিয়ে,—
তারে নিয়ে খেল্‌তে নাই!
সে খালি করে ভয়, মিছি মিছি মিছে কথা কয়,
সে ভাল ছেলে নয়;
'ছি ছি এ মিথ্যেবাদী' তালি দে বলে সবাই।

[বালকগণের প্রস্থান।

(সোহিনীর বাটীর ভিতর হইতে আগমন)

সোহিনী। নিষেধ মা, অন্যের পশিতে এই পুরে;
সেই হেতু ভৃত্যগণে ক'রেছে নিষেধ।
দেবস্থান—
অজ্ঞাত পুরুষ-নারী প্রবেশে মা মানা।
কে তুমি?
কি কার্য্য মা মোর সনে?

গুল। মাগো, বৈশ্যজাতি,
আগ্‌রায় আবাস আমার।
বাদ্‌সার অত্যাচার শুনেছ জননি!
রাজদূত আসি,
বন্দী করি পতিরে আমার—
ল'য়ে গেল বিনা অপরাধে।
জাতি রক্ষা হেতু,

আসিয়াছি সৎনামা-আশ্রয়ে।
পতির বন্ধুর বাস আছিল নাড়োলে,
রহিলাম কয়দিন আশ্রয়ে তাঁহার।
অধিনীরে দয়া করি বান্ধব সুজন,
স্বামীর আনিতে তত্ত্ব করেন গমন।
মা গো,
নিদারুণ পত্র তাঁর পাইলাম কালি ;—
দুষ্ট জনে রাজদ্রোহী করিল প্রমাণ,
প্রাণবধ হ'য়েছে তাঁহার।
শুনি গো জননি,
মোগল নিধন হেতু সৎনামা সজ্জিত।
আছে গো কিঞ্চিৎ অর্থ পতির অর্জ্জিত,
সৎনামীর সৎকার্য্যে করিব সমর্পণ—
বড় আকিঞ্চন মনে।
কৃতার্থ কর গো দুহিতায়,
যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এই করিয়ে গ্রহণ।

সোহিনী। অর্থ দান
যদি বৎস্যে, বাসনা তোমার,
আছে নেতাগণ,
বাসনা জানাও তব তাঁদের নিকটে।

গুল। কেবা নেতা জানিনে জননি !
করিয়াছি পণ, গৃহে নাহি করিব প্রবেশ—
পতির বিয়োগে—সন্ন্যাসিনী,
বিধবার আচরণ করিতে কামনা।
বহুমূল্য রত্ন এ সকল কোথায় রাখিব !
কৃপা করি রাখ মাতা তোমার নিকটে।

সোহিনী। সত্য হেরি মহার্ঘ রতন এ সকল।
ভাল, রাখি আমি তব তুষ্টি হেতু।
কিন্তু যুবতী মা তুমি,
নিরাশ্রয়ে কোথায় রহিবে ?

গুল। মা গো,
এ সংসারে স্থান আর নাহি বহুদিন।
পতির পাদুকা হেতু অপেক্ষা আমার।
পাইলে পাদুকা,
বুকে ধরি অগ্নি-মাঝে করিব প্রবেশ।
ছিল সাধ, মোগল বিনাশ দরশন।
কিন্তু নারী, নহি অস্ত্রধারী,
প্রতিবিধিৎসার সাধে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অনলে তাপিত দেহ ঢালি,
জুড়াব গো দারুণ সন্তাপ।
হায় হায়, মনে সাধ হয়,
পারিতাম যদি অস্ত্র করিতে ধারণ,
বিধর্ম্মী-শোণিতে করিতাম পতির তর্পণ।

সোহিনী। তবে কেন অস্ত্র নাহি ধর ?
কি হইবে অনলে শরীর বিসর্জ্জনে ?
তোমা সম সৎনামী যুবতীগণে,
পতাকা ধরিয়ে করে,
অসুর সংহারে যথা দেবী রণাঙ্গনা,
বিপক্ষ শ্রেণীর মুখে হয় অগ্রসর।
জন্মভূমি-জননী কারণ,
বীরব্রতে কেন ব্রতী না হও যুবতী ?

গুল। মাতা, জানি না নিয়ম।
কেবা দেবে দীক্ষা মহাব্রতে,
কেমনে মিলিব যত বীরাঙ্গনা সনে ?

সোহিনী। দেখি, বৎস্যে, পতিব্রতা তুমি।
নাহি অপর নিয়ম,—
যতদিন মহাকার্য্য না হয় উদ্ধার,
প্রণয় না পরশে অন্তরে।
যে রমণী ভুক্তা হবে সৎনামী মণ্ডলে,
প্রেম কথা নাহি আনে মুখে।

গুল। কহ মাতা, অদ্ভুত কাহিনী !
একত্র মিলিত রহে যুবক-যুবতী,
প্রণয় সঞ্চার মনে অসম্ভব নয়।
কিন্তু দৃঢ়পণ যার,
প্রেমালাপে বিরত হইতে—
নহে বটে অসম্ভব তার।
কিন্তু মনে মনে জন্মিলে প্রণয়,
মন নয় বশীভূত,
অমঙ্গল ঘটিবে কি ? কহ গুণবতি !

সোহিনী। কৌমারী-আশ্রিত এই
সৎনামীবাহিনী ;
কৌমারীর প্রণয় নিষেধ।

কাহার' যদ্যপি দেখে প্রণয়-লক্ষণ,
তখনি বর্জ্জন করে তারে।
দৈব বিড়ম্বনে, সাধারণ জনে
প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ক্ষতি নাহিক অধিক।
কিন্তু যেই নেতা সংনামীর,
হয় যদি মন্মথ-পীড়িত,
ভঙ্গ হবে সংনামীর ব্রত,—
সর্ব্বনাশ হইবে নিশ্চয়!
করি কৌমারীর পূজা,
নেতা করিয়াছে শিরে মুকুট ধারণ।
কলঙ্কিত যদি নাহি হয় সে হৃদয়,
ত্রিভুবনে নাহি পরাজয়।
শক্তিকরে আগে আগে ময়ুরবাহিনা,
ছারখার করিবেন বিপক্ষের শ্রেণী।

গুল। মাতা,
কোন্ মহাজন এই কার্য্যে নেতা?

সোহিনী। রণেন্দ্র—কুমার সম নির্ম্মল-হৃদয়।

গুল। দাসীরে কি করিবে গ্রহণ?

সোহিনী। কালি বৎসে, এসো এই স্থানে।
বুঝ নিজ মন.
দৃঢ় যদি হয় তব পণ,
দীক্ষা তবে করিও গ্রহণ।
দীক্ষিতা বিহনে মানা প্রবেশিতে পুরে;
যাও তুমি অদ্য নিজ স্থানে।

[সোহিনীর প্রস্থান।

গুল। বুঝেছি বুঝেছি—কৃতকার্য্য হব,
অরিকুল নিশ্চয় নাশিব।
প্রেতিনী কৌমারী, মুকুট তাহার—
চূর্ণ হবে নারী-পদাঘাতে।
আরে মূঢ়, আরে হীন পুরুষ দাম্ভিক,
ফিরিতেছ নারীর ইঙ্গিতে,
নারী নেতা তোর পতাকাধারিণী,
তবু অহঙ্কার মনে,
রমণীর প্রেম না স্পর্শিবে!
আরে বুঝেও বোঝ না,
প্রতিহিংসা নারীর কেমন!
অঘটন ঘটায়েছে নারী,
করিয়াছে অস্ত্রধারী ভীরু হিন্দুগণে,
তবু পণ—রমণীর প্রেম বিসর্জ্জন!
নহ স্বদেশবৎসল,
উত্তেজিত নহ সবে মাতৃভূমি হেতু।
ধিক্ ধিক্ ঘৃণীত কাফের,
ধাও রমণীর পাছু পাছু,
ঘৃণা লজ্জা না হয় উদয়।
আরে হীন-প্রাণ হিন্দুগণ,
দলিবারে চাহ মুসলমান—
কোরাণ জীবন যার!
যেই মুসলমান, ধর্ম্ম বিস্তারের তরে,
চন্দ্রকলা-অঙ্কিত-পতাকা ধরি করে,
পৃথিবীর কাফের ক'রেছে পদানত,
দ্বন্দ্ব তার সনে রমণীর অঞ্চল ধরিয়ে?
ধিক্ তোর আস্পর্দ্ধায় সংনামী বর্ব্বর।

[গুলসানার প্রস্থান।

(হিন্দুবেশে করিমের প্রবেশ)

করিম। এই বাড়ীতে ভূতের পূজো হয়, গোউ কেটে লোউ দিতে পারতেম্!

(মুসলমানবেশে চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। আরে বাপধন, মুই কনে যাবো—মুই কনে যাবো?

করিম। কে তুই?

চরণ। হাদে, মুই চাটগাঁ হ'তে আইচি, মুনিবের সাথে এইএ এলাম। ইন্দুতে মুনিবডারে খুন ক'রছে, মুই পেলেইচি, দই বাবা!

করিম। তুই মুসলমান?

চরণ। হাদে তুই কেডা? তুমি মুসলমান নও?

করিম। না, আমি হিন্দু।

চরণ। দোই আল্লা, পরাণটা বধিস্ নে চাচা,—পরাণটা বধিস্ নে। মুইও ইন্দু—মুইও ইন্দু! ঝুট বলচি, মুই মুসলমান নয়,—মুই মুসলমান লয়।

করিম। তুই কে—ঠিক বল্, যদি বাঁচ্‌তে চাস্; নইলে আমি হিন্দু, তোরে এখনই কেটে ফেল্‌বো।

চরণ। বাপধন, তোর চরণ ধরি, পরাণ বধিস্ নে—পরাণ বধিস্ নে! মুই হঁদু, মুই রাবায়ণ শুনচি। দই আল্লা—না না, দই দুগ্‌গি, দই দুগ্‌গি—মুই হঁদু।

করিম। তুই হিন্দু, মুসলমান সেজেছিস্।

চরণ। হাঁ চাচা, মুই হঁদু—মুই হঁদু, মুই গাঙ্গের জলে নমাজ করি।

করিম। আমি হিন্দু, আমার কাছে কেন মিছে কথা ক'চ্ছিস্?

চরণ। না চাচা—না চাচা, মুই হঁদু, মোর গলায় স্থতি ছ্যাল চাচা, মুই মোল্লা ছ্যালুম চাচা, ঐ হালার পুত ছিঁড়ে দিয়েছে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান।

চরণ। এই আল্লাক দিচ্ছি চাচা, মুই হঁদু চাচা! মুই মেটীর দেবতা করে পূজো করি চাচা!

করিম। তুই হিন্দু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে ভাঁড়াচ্ছিস্।

চরণ। হয় চাচা—ভাঁড়াচ্ছি বটে চাচা, তোমায় বুঝে নিয়েছি চাচা, হঁদু সাজ্‌চো চাচা। যাবা কনে চাচা, মোর সাথে আস্‌তি হবে চাচা, মুই কাবাব আঁদ্‌চি চাচা, দু' গরাস খাতি হবে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান আমি বুঝেছি, তোর কাছে আমি থাক্‌বো না।

চরণ। না চাচা, মুই হঁদু চাচা, তোমায় ধর্‌তি আইছি চাচা!

(পদদ্বয় বন্ধন)

করিম। ছাড়।

চরণ। যাবা কনে চাচা, চরণ ধর্‌ছি চাচা!

করিম। কেন বাপু, আমি বিদেশী হিন্দু, আমায় কেন তাড়না ক'চ্ছ?

চরণ। হ্যাদে, কুটুম্বিতা ক'র্‌বো চাচা, হাতে দরি দেবো চাচা, সাথে সাথে আস্‌তি হ'চ্ছে চাচা! (হস্তদ্বয় বন্ধন)

করিম। আচ্ছা চলো—কোথা নিয়ে যাবে চলো।

চরণ। হ্যাদে, এখন ঠাওর হলো চাচা! তোমায় দেখ্‌ছি চাচা, তুমি কারতরফ খাঁর নোকর চাচা!

করিম। তুমি কি ব'ল্‌ছো আমি জানি নি। চল না, কোথায় নিয়ে যাবো।

চরণ। তোমায় মুনিবের কাছে পাঠাবো চাচা। পা দুটো বাঁদ্‌চি, ধীরি ধীরি আসো চাচা!

করিম। চলো—বিনা দোষে হিন্দুর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছো। (স্বগত) এ সেই সংনামীর চর, আমি বুঝেছি।

চরণ। ভাব্‌তিছ কি চাচা, আমি সেই বটে চাচা।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলসানার শিবিরাভ্যন্তর

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায়

অসতর্কভাবে গুলসানা।

গুল।— (গীত)

কে জানে হায় ভেসেছি কোথায়,
আঁধারে নাই ধ্রুবতারা, ভাসি ধ'রে বাসনায়!
আতঙ্ক-উল্লাস সনে, বিপরীত ভাব মনে,
মগন আপন ধ্যানে, কূলে ফিরে নাহি চায়।
নিরাশায় আশা ধরি, বিষাদে যতন করি,
পারি হারি নাহি ডরি,
জানিনে যাই কি আশায়!

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এরূপ অবয়বের সাদৃশ্য তো দেখি নাই! কেবল বেশভূষার প্রভেদ। বিমলা মৃত্তিকাজড়িত হীরকখণ্ড, অমলা যেন সেই হীরকখণ্ড শিল্পীর কৌশলে মাজ্জিত। মলিনবেশা বিমলা বা সুসজ্জিতা অমলা, কে অধিক লাবণ্যবতী, তা স্থির করা যায় না। গানটির মর্ম্মে অনুভব হয়, যেন বালা—হৃদয়ের আবেগ ঢেলে দিচ্ছে; —ভয়জড়িত আকাঙ্ক্ষা স্বর-লহরীতে প্রকাশ পাচ্ছে। মুগ্ধ-

কারিণী কে এ! আহা, এ নির্ম্মলা বালা মুসলমানী হবে? সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ ক'রে রমণীর কাছে আস্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেম, কিন্তু আমার দ্বিধা দূর হ'য়েছে। এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। চন্দ্রের কলঙ্ক কার প্রাণে সয়! কে জানে—সুন্দরীর মুসলমান-ধর্ম্মে কেন অনুরাগ!

গুল। (যেন চমকিতভাবে উঠিয়া) আপনি এসেছেন? রণকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আপনি যে পদাশ্রয় দেবেন, এতদূর সাহস দাসীর হয় নাই।

রণেন্দ্র। কেন, আমি তো তোমার ভগ্নীকে ব'লে পাঠিয়েছিলেম।

গুল। সত্য, তথাপি আমার মনের আশঙ্কা দূর হয় নাই। বসুন।

রণেন্দ্র। আমি অধিক বিলম্ব ক'র্‌তে পারবো না। তুমি হিন্দু-কুমারী;—কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে চাও?

গুল। মহাশয়, আমার একটা কথার উত্তর দিন।

রণেন্দ্র। কি, বল?

গুল। হিন্দুশাস্ত্রে কিএমন বিধি আছে, যে, মুসলমানীকে হিন্দু করা যায়?

রণেন্দ্র। অবশ্য আছে।

গুল। লিপিবদ্ধ থাক্‌লে থাক্‌তে পারে। কিন্তু কার্য্যে তো দেখি, রন্ধন-গৃহে কুকুর, বিড়াল প্রবেশ ক'র্‌লে ভোজ্য বস্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়। দেখ্‌তে পাই, সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান-স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। যদি শাস্ত্রে বিধি থাকে, তবে কার্য্যে সে পরিচয় কই? কিন্তু মুসলমানকে নির্দ্দয় বলেন, বিধর্ম্মী বলেন। মুসলমানের নির্দ্দয়তার কারণ কি? ধর্ম্মপ্রচার—মানবের হিত। মুসলমান কায়মনোবাক্যে জানে যে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে মনুষ্যের পরমার্থ লাভ হয়। সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করো, নয় মরো। উদ্দেশ্য এই, যদি শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক, যাতে হোক—একজনকেও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের স্বর্গ-কামনায় মুসলমানের নিষ্ঠুরতা। এই মহাকার্য্যে মুসলমান নদীর-স্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু হিন্দুরা কি বলে? অপর জাতি দূরে থাক্, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে পর্ব্বত-গুহায় বাস করো,—আপন মুক্তিসাধন করো। স্বার্থপরতা!—এর অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না।

রণেন্দ্র। তুমি দেবী, তুমি অসাধারণ রমণী, তুমি যথার্থই ব'লেছ। কিন্তু জেনো, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম তা নয়। কপট ও স্বার্থপর ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ মর্ম্ম প্রচার ক'রেছে। কিন্তু দেখ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভাব হ'য়ে মুসলমানকেও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান ক'রেছেন। মুসলমান দরাফখাঁ-রচিত গঙ্গাস্তোত্র—স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পাঠ করে। ধর্ম্মবিপ্লবেই ভারতের দুর্গতি হ'য়েছে। সৎনামীর সেই কুসংস্কার দূর কর্‌বার জন্য অস্ত্রধারণ।

গুল। আপনি ত সৎনামী?

রণেন্দ্র। হাঁ, অধম সৎনামীর দাস।

গুল। আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারেন? আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু ক'র্‌তে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য পারি। প্রকৃত যে ধর্ম্মপিপাসু, সে হিন্দুর আদরণীয়।

গুল। প্রকৃত অপ্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানের সে কথা নাই। প্রকৃত হোক, অপ্রকৃত হোক, ভয়ে হোক, মৈত্রতায় হোক, প্রলোভনে হোক, ধর্ম্মতৃষ্ণায় হোক,—ধর্ম্মদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ব্বদা প্রস্তুত।

রণেন্দ্র। সুন্দরি, তুমি জান না, দয়াল নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন। দেশে দেশে সংকীর্ত্তন ক'রে ব'লেছেন,—'জ্ঞানতে অজ্ঞানতে, ভ্রান্তে অভ্রান্তে যে হরি বলে, সেই ধন্য!' তুমি সংশয় দূর কর।

গুল। মহাশয়, চৈতন্য নিত্যানন্দ এখন নাই, নানকও অন্তর্হিত, এখন কে মুসলমানীকে হিন্দু ক'র্‌তে পারে বলুন;—আপনি পারেন?

রণেন্দ্র। সৎনামের দোহাই দিয়ে পারি।

গুল। কার্য্যে পরিচয় দিতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য।

গুল। দেখো দেখো—বাক্য নাহি নড়ে,
বুঝি তব সৎনাম প্রভাব!
শুন গুণমণি, মুসলমানী এ অধিনা—
মৃত দুর্গাধিপ কারতরফ খাঁর সুতা।

রাখ বাক্য তব,
হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেহ পদাশ্রিতে ;—
হিন্দু বলি সমাজে হে করহ গ্রহণ,
তা হইলে মানিব বচন,
নহে বাক্য-আড়ম্বর বুঝিব কেবল।

রণেন্দ্র। এসো, করিব তোমারে
সনাতনধর্ম্ম-দীক্ষা দান।

গুল। যাবো—কোথা যাব ?
কহ কি নাম করিব উচ্চারণ ?
যে নামে পবিত্র হয় বিধর্ম্মী জনম,
সেই নাম উচ্চারণ করি শতবার।
সনাতন ধর্ম্ম যদি হিন্দুধর্ম্ম হয়,
শুন মহাশয়,
দেহ তবে আশ্রিতারে স্থান ;
এই দণ্ডে—এই ক্ষণে—
নহে অস্ত্রধারী, বধ' মুসলমানীর প্রাণ।
ক'রেছি শ্রবণ,
রমণীর উপদেশে সৎনামীর পণ—
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ বধিতে মোগলে ;
বধ'—বধ' তবে মোরে।

রণেন্দ্র। শুন লো সুন্দরি,
দীক্ষাদান করিব এখনি।
কিন্তু কহ সুবদনি,
হিন্দুধর্ম্মে কি হেতু তোমার অনুরাগ ?
সুশিক্ষিতা শাস্ত্রে তুমি বুঝেছি নিশ্চয়।
শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝি মনে মনে,
শাস্ত্র সত্য জ্ঞানে—
কহ কি সুন্দরি, তুমি দীক্ষা আকিঞ্চন ?

গুল। জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন ?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহিলে এখনি ;
কহিলে এখনি—
ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
উচ্চগতি হইবে তাহার ;
কহিলে এখনি—
তব দেবতার নাম করি উচ্চারণ,
হিন্দু হবে বিধর্ম্মী সকল।
তবে কেন চাহ শুনিবারে,
হিন্দুধর্ম্ম কি কারণ করিব গ্রহণ ?
বুঝিবে কি, করি যদি স্বরূপ বর্ণন ?
অন্তর আমার তুমি কিরূপে দেখিবে ?
দেহ দীক্ষা—এই ভিক্ষা চাহি।

রণেন্দ্র। শুন সুকেশিনি,
আছে হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম,
যাহার নিকটে দীক্ষা করিবে গ্রহণ,
মনোভাব গোপন নিষেধ তার ঠাঁই।

গুল। কহি শুন স্বরূপ বচন,—
পিতৃশোকে বিহ্বলা কামিনী,
কাঁদিল বিবশা পিতৃশির ল'য়ে কোলে।
জনৈক রমণী চাহিল বধিতে তারে।
তুমি মতিমান, হ'য়ে কৃপাবান্
প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে অবলার।
পুরুষ হৃদয় তব, যোদ্ধা অস্ত্রধারী,
রমণীর মনোভাব বুঝিবে কেমনে ?
সেইক্ষণে মুসলমান-সুতা,
ক'রেছে তোমায় বীর পতিত্বে বরণ।
তুমি ধ্যান জ্ঞান—তুমি মনঃপ্রাণ,
রমণী মাগিছে পদ সেবা অধিকার।
সেই হেতু করিয়ে ছলনা
আনিয়াছি তোমারে এ স্থানে।
অমলা বিমলা নহে যমজ ভগিনী।
ছিন্নবেশা রুক্ষকেশা বিবশা বিমলা—
সুবেশা অমলা এই শিবিরবাসিনী,
নহে ভিন্ন দুইজন।
হের রুক্ষকেশ—এই ছদ্মবেশ—
দেখ' দেখ' অমলা—বিমলা !

রণেন্দ্র। প্রেমবাক্য শুনিতে নিষেধ।

গুল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করহ প্রমাণ।
নহে রাখ' সৎনামীর পণ,
বধ' এই মুসলমানী-প্রাণ।
চাহি নাই প্রেম-কথা কহিতে তোমায় ;
কিন্তু করিয়াছি পতিত্বে বরণ,
শুনি হিন্দু-রমণীর আছে এ নিয়ম,

কদাচিৎ না করিবে অন্তর গোপন
প্রাণপতি করিলে জিজ্ঞাসা।
তাই ব্যক্ত করিয়াছি প্রেম-কথা
জিজ্ঞাসিলে তুমি।
দিই নাই পরিচয় জানাতে সোহাগ।
দাসী মাত্র, চাহি তব সেবিতে চরণ ;
নাহি চাই আলিঙ্গন বদন-চুম্বন।
প্রেম-কথা—প্রেম-ভাষে কে সম্ভাষে তোমা ?
গুরু তুমি, দীক্ষা দাও, শিষ্যা আমি তব।
শুন, ধনরত্ন যা ছিল দাসীর,
সৎনামীর কার্য্যে তাহা ক'রেছে অর্পণ,
কালি কৌমারীব্রতের দীক্ষা করিয়া গ্রহণ,
পতিকার্য্যে মিলিব সৎনামী-নারী সনে।
দেহ হিন্দু, কিঙ্করীরে দেহ তব ধর্ম্ম সনাতন।

রণেন্দ্র। লহ সৎনামের নাম—পবিত্র হইবে।

গুল। জয় সৎনাম! হ'য়েছে কি নাম উচ্চারণ ?
হিন্দু আমি আজি হ'তে ?

রণেন্দ্র। হ্যাঁ।

গুল। দেখ' অস্ত্রধারী,
হিন্দু বলি দিও পরিচয়,
কথা তব মিথ্যা নাহি হয়।
তব সহধর্ম্মিণী অধিনী,
বিশ্বাসে তাহার যেন করো না আঘাত।

রণেন্দ্র। না—না।

গুল। সমস্বরে বলো তবে সৎনামের জয়!
জয় সৎনাম!

উভয়ে। জয় সৎনাম!

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। সত্য স্বামী তুমি মম,
মিথ্যা নাহি বলিয়াছে মুসলমান-সুতা।
কিন্তু কি করিব,
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিয়াছি পণ!
স্পর্শিয়াছি তোমার অন্তর।
যাও যাও—বোঝনি আঘাত,
তীক্ষ্ণ তীর পশেছে হৃদয়ে,
বুঝিবে দারুণ ব্যথা নির্জ্জনে বসিয়ে।

ব্রত ভঙ্গ ক'রেছি সৎনামী!
মহাব্রতে ব্রতী জেনো তব প্রেমাধিনী ;
জীবনের ব্রত সাঙ্গ হবে তব পায়!
নাহিক উপায়,
চলেছি যে পথে আর ফিরিবারে নারি।

[প্রস্থান।

—*—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সৎনামী-শিবির-সম্মুখ

সোহিনী ও চরণদাস।

সোহিনী। চরণ—চরণ, তোমার প্রভুকে ব'লো, এখন আর পুরুষ মানুষকে গায়ে হাতটি দিতে দিই না।

চরণ। হাতে হাড় ফোট্‌বার ভয়ে কেউ গায়ে হাত দেয় না। তা বেশ করো। এখন আমায় ডেকেছ কেন বল ?

সোহিনী। তোমার প্রভুরও তো আর নব-যৌবন নাই।

চরণ। তবু হোক্ বাছা, অত নয়। আয়নাটায়না তো ঢের আছে, মুখখানি পোড়া দোকো বেগুন হ'য়েছে, তা কি বোঝ' না ?

সোহিনী। নাও নাও, গুমোর ক'রো না, তোমার প্রভুর রূপের ছটায় তো বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে।

চরণ। বিদুৎ না চম্‌কাক্—মাথায় শকুনি ওড়ে না।

সোহিনী। চরণ, তুমি আমার একটী কথা শুন্‌বে ব'লেছিলে।

চরণ। সেই ইস্তক তো লাখ্ কথার উপর শুনেছি।

সোহিনী। তার জন্যই তো ব'ল্‌ছিলেম, লাখ্ কথা হ'য়ে গেছে, আমাদের বে দিয়ে দাও।

চরণ। প্রভুর ঘরে একটী মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলে। তুমি গিন্নী হ'য়ে ঘরে ন'ড়্‌লে চ'ড়্‌লে—পেত্নীর ভয়ে সে পথে আর মানুষ চ'ল্‌বে না।

সোহিনী। শোনো চরণ, আমার একটী মিনতি রাখ, এই রত্নগুলি লও, এ কোন সাধ্বীর সম্পত্তি, আমার রোজগারের নয়। তোমার প্রভুর কাছে যেতে আমার সাহস হয় না। তুমি এই রত্নগুলি রাখো, তাঁরে দিও। এই লও, আমি চ'ল্লেম, ঐ কে আস্‌চে।

চরণ। আমি প্রভুকে সব গুছিয়ে ব'লতে পারবো না। তুমি নিজে ব'ল্‌বে এসো। ভয় নাই, প্রভু বলেন যে, সোহিনী তার বাল্য-চপলতার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে।

সোহিনী। চরণ, সৎনাম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, বৈষ্ণবী ও পরশুরামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বাদ্‌সা অতি সতর্ক। ভেবেছিলাম, যুদ্ধের সংবাদ তার নিকট না যেতে যেতে আম্‌রা আগ্রা আক্রমণ ক'র্‌তে পারবো, কিন্তু তাহির খাঁ দুই ক্রোশ অন্তরে লক্ষ সৈন্য ল'য়ে আমাদের গতিরোধ ক'চ্ছে। আমার ইচ্ছা, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কল্য প্রাতে তারে আক্রমণ ক'র্‌বো।

(ফকিররামের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। আমার ইচ্ছা ছিল, অদ্য রাত্রেই যুদ্ধ দান করি।

পরশু। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধে সকলে ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। কাল সূর্য্যোদয় না হ'তে হ'তে আক্রমণ করা যাবে। (রণেন্দ্রের প্রতি) শত্রু-শিবির কিরূপে সংস্থাপিত, সে সংবাদ কি পাওয়া গেছে ?

বৈষ্ণবী। হ্যাঁ, আমি এইমাত্র তথা হ'তে আস্‌ছি। আমাদের অল্পসংখ্যা জ্ঞানে নদী পার হ'য়ে বাদ্‌সা-সৈন্য এসেছে। বোধ হয়, তাহির খাঁর কল্পনা যে, কল্য প্রাতে সেই-ই আক্রমণ ক'র্‌বে। সৈন্যসমাবেশ আমি চিত্রিত ক'রেছি ; এই মানচিত্র দেখ।

ফকির। অবশ্য সকলেই পরিশ্রান্ত, কিন্তু এক প্রহর বিশ্রাম ক'রে কি সৎনামীর ক্লান্তি দূর হবে না ?

রণেন্দ্র। ভগ্নি, তুমি প্রকৃত সৎনামীর নেতা, আমায় সেনাপতি সাজিয়েছ মাত্র। (ফকিররামের প্রতি) মহাশয়, আপনি বামে আর আমি মধ্যদেশ আক্রমণ করি ; ভ্রাতঃ পরশুরাম, তুমি দক্ষিণে। শত্রু অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে, এ সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। এসো, নেতাদের আদেশ দিই।

বৈষ্ণবী। আমি একবার মহামায়ীর পূজা ক'রে আসি। ভ্রাতা পরশুরাম, সেনাপতি তোমার উপর গুরুতর ভার অর্পণ ক'র্‌লেন। যুদ্ধকালে তোমার নিজ সৈন্য সঞ্চালন দিকে দৃষ্টি রেখো। আমার ন্যায় শত শত রমণীর মৃত্যুতে সৎনামীর কার্য্যের বিঘ্ন হবে না। আমার মিনতি, তুমি আমার উপর লক্ষ্য রেখো না।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। (স্বগত) তোমার শত্রুর অস্ত্র যদি তোমার রক্ষার্থে বুকে ধারণ ক'র্‌তে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমার আর নাই ; জান না, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী !

[পরশুরামের প্রস্থান।

ফকির। রণেন্দ্র, যেও না, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রণেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

ফকির। তুমি জান কি, তোমার নিকট পত্র ল'য়ে যে বাহক এসেছিল, সে হিন্দু নয়—সে মুসলমান। তোমায় বিপন্ন ক'র্‌বে, এই তার অভিপ্রায়। নিশ্চয় জেন,' সে শত্রুর চর।

রণেন্দ্র। প্রভু, মুসলমান হওয়াই সম্ভব, কিন্তু শত্রুর চর নয়।

ফকির। সে কি কোন রমণীর দূত ? সেই রমণীর সহিত তুমি কি সাক্ষাৎ ক'র্‌তে গিয়েছিলে ?

রণেন্দ্র। প্রভু, মুসলমান-কন্যা যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রে, তার সহিত সাক্ষাৎ করায় কি দোষ আছে ?

ফকির। কিন্তু যদি সে মুসলমান-কন্যা ভাণ ক'রে তোমায় ডেকে থাকে, তা হ'লে সে শত্রু নিশ্চয়। শোন, সে নারী অতি চতুরা। সে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে, রত্নদানে সোহিনীকে প্রতারণা ক'রেছে। সে সোহিনীর নিকট কৌশলে অবগত হ'য়েছে যে,সৎনামীর নেতাকে প্রণয়ে আবদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌লে, সৎনামী-সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যখন তুমি আমার নিকট তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানাও, আমি তোমায় নারী-সংসর্গ কালসর্পের ন্যায় ত্যাগ ক'র্‌তে ব'লেছিলেম। যদি তুমি

সে বাক্য হেলন কর, তোমার গুরুহত্যার প্রতিশোধ হবে না।

রণেন্দ্র। কিন্তু সকলকেই তো দয়া করা কর্ত্তব্য। নারী দয়ার পাত্রী নয় কেন?

ফকির। আমার চিরধারণা যে, প্রত্যেক নারী মহামায়ার রূপান্তর। দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তি মানবজীবনে আর নাই। নারী এমনই মায়াবী, সেই বৃত্তি অবলম্বনে পুরুষ-হৃদয় মুগ্ধ করে। বৎস, শত শত দৃষ্টান্ত পাবে যে, মৃতবন্ধুর পত্নীকে আশ্রয়দান ক'র্‌তে গিয়ে আশ্রয়দাতার যুবতী-সংসর্গে মন বিচলিত হ'য়েছে। ক্রমে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্য—সকলই বিস্মৃত হ'য়ে সেই বন্ধু-পত্নীর সহিত নিরয়গামী হ'য়েছে। নির্ম্মল দয়ার লক্ষণ শুন,—কদাকার, বহু পুত্রভারে পীড়িতা রমণী সম্পূর্ণ দয়ার পাত্রী;—কিন্তু দেখ, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সুন্দরা রমণী অনেকের দয়ার ভাজন। তুমি আমায় প্রভু বল, প্রকৃত দয়ার লক্ষণ শুন,—যদি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মলাবৃত, কুষ্ঠোরোগগ্রস্ত জীবকে পরমাসুন্দরা রমণীর ন্যায় বিমলচক্ষে দর্শন করে, সমভাবে উভয়ের শুশ্রূষা সাধনে নিযুক্ত থাকে,—সেই মহাপুরুষই প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত। দয়ার এই লক্ষণ যার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই, যার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত আর সুন্দরীতে সমদৃষ্টি নাই, আমার সামান্য অনুমানে—সে ব্যক্তি যথার্থ দয়ার অধিকারী নয়। দেখ, তুমি উচ্চাশয়। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করো যে, তিনি দয়ার বেশ-ভূষায় কামকে না সজ্জিত ক'রে তোমায় প্রতারিত করেন। তোমায় বার বার ব'লেছি, মহামায়া নারীরূপা। নারী বল', আর স্বয়ং মহামায়া বল'—একই। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রে নারী হ'তে দূরে অবস্থান ক'রো, এই আমার মিনতি। বৎস, উপস্থিত যে প্রস্তাব তোমার নিকট ক'র্‌ছিলেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। অপেক্ষা ক'রো, আমি আস্‌ছি।

[ফকিররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ছল সত্য; মুসলমান-দুহিতা অকপটে তা ব্যক্ত ক'রেছে, কিন্তু সে শত্রু কখনই নয়। আমার প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চিত। নচেৎ কেন সৎনামী-কার্য্যে অর্থ-দান ক'র্‌বে? কেন হিন্দু হ'বার আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌বে? আমি পরশুরাম ঠাকুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত কি ক'রে ব'ল্‌বো। নারী—লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে, অন্তরের কথা আমায় স্বরূপ বর্ণনা ক'রেছে! সে কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করা কাপুরুষত্ব। ভাল, উনি নিষেধ করেন, আর তার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো না।

(চরণদাস ও করিমের সহিত ফকিররামের প্রবেশ)

ফকির। তুমি জিজ্ঞাসা করো—এ কে?

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু, না মুসলমান?

করিম। আপনার নিকট আমার আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান।

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?

করিম। তা না হ'লে হিন্দুরা আমায় বধ ক'র্‌তো, আমার কর্ত্রীর কার্য্য হ'তো না।

ফকির। তোমার কর্ত্রীর কি কাজ?

করিম। কি কাজ তিনিই জানেন, আমি ভৃত্য।

ফকির। তোমরা শত্রু।

করিম। আমি শত্রু বটে, কিন্তু তিনি কি,আমি জানি না।

রণেন্দ্র। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছেন, এখন তিনি হিন্দুর পক্ষ। আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি কি ক'র্‌বে?

করিম। আমি মুসলমান, হিন্দুর সেবা ক'র্‌বো না। আর তাঁর নুণ-রুটীর প্রত্যাশা রাখ্‌বো না।

ফকির। তোমার যে বেইমানী হবে?

করিম। ইমান ধর্ম্ম নিয়ে; বিধর্ম্মীর দাসত্ব স্বীকার না ক'র্‌লে আমি বেইমান হবো না।

ফকির। এর প্রতি কি কর্ত্তব্য?

রণেন্দ্র। আপনি যেরূপ বিবেচনা করেন; আমি সৈন্য সজ্জিত করিগে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

ফকির। তুমি মুক্ত, তোমার যথা ইচ্ছা গমন করো। (চরণ কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন) যাও, অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন?

করিম। আমার ইচ্ছা।

ফকির। তোমার ভয় নাই। তোমার যথা ইচ্ছা, আমার লোক তোমায় রেখে আস্‌বে। যাও। চরণ, এর সঙ্গে যাও, বুঝেছ?

[ফকিররামের প্রস্থান।

করিম। তোমার প্রভুর আজ্ঞা কি বুঝেছ? না বুঝে থাকো, আমি বুঝিয়ে দিই। আমার কর্ত্রী কোথায় থাকেন,

সেই সন্ধান তোমায় নিতে ব'লেছেন। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম ক'র্‌বে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না। আমায় বন্দী ক'রে বিশেষ কাজ ক'রেছ। বন্দী না ক'রে যদি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে, হয় তো সন্ধান পেতে—আমার কর্ত্রী কোথায়। কিন্তু তুমি আমার পরম বন্ধু, আমি যথেষ্ট সতর্ক হ'য়েছি। ইচ্ছা হয়—সঙ্গে এসো।

চরণ। মিঞা সাহেব, কাণ ম'লে দিয়ে যাও, এমন ঝকমারী আর কখনো ক'র্‌বো না! যাও দাদা যাও, ছেলাম।

করিম। ছেলাম দাদা, এবার তুমি পেছন পেছন এলে, যদি তোমার পায়ের শব্দ শুন্‌তে না পাই, তা হ'লে তুমি আমার কাণ ম'লো।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তর

আওরঙ্গজেব, হামিদ খাঁ, বিষণসিংহ ও পারিষদগণ।

আওরঙ্গ। সৎনামী—সৎনামী,
আছে সাধি সম্প্রদায়,
অনুমানি সৎনামী তাহারা।
কৃষিকার্য্যে রত,
ত্যজি হল, অস্ত্রধারী বিরুদ্ধে আমার,—
মশক হইল বলবান।
সৎনামী—সৎনামী—
সত্য এ সংবাদ,
অগ্রসর রণে দিল্লী সিংহাসন আকিঞ্চন।
সুকৌশলী সবে;
ভুলা'য়েছে দুর্গাধিপগণে
মুসলমান ফকিরের বেশে।
প্রতি দুর্গ-মানচিত্র করিয়ে গ্রহণ,
অনায়াসে অসতর্ক সেনা পরাজয়ি,
মুসলমান-সুরক্ষিত দৃঢ় দুর্গ শত
হস্তগত হীন প্রাণী কৃষকের।
হে হামিদ, পৃষ্ঠ দেছ কাফের-সমরে!
রাজন্ বিষণ সিংহ,
শুনেছি রাজপুত বংশে জনম তোমার,
ভিখারীর যুদ্ধে ভঙ্গীয়ান!
অদ্ভুত সকলি—অদ্ভুত সকলি!!

হামিদ। জাঁহাপনা,
সবিনয় করি নিবেদন,
শত্রু অতি সমরকুশল।
অদ্ভুত কাহিনী,
অশ্বপৃষ্ঠে নারীদল পতাকাধারিণী!
সহস্র কামানে নাহি ভাঙ্গে অরিশ্রেণী
গুলি করে বারিধারা জ্ঞান;
বর্শা, অসি অঙ্গে নাহি পশে!
অসীম সাহসে—
শতজনে একজন করে আক্রমণ।
অরি-করে খেলে অসি দামিনীর প্রায়,
শত শত আঘাতে লুটায়।
ভীমকায় সলিল যেমন
মহাবেগে করে আক্রমণ—
প্রবল প্রবাহে তার স্থির কেহ নহে।
সেনানী বিষণ সিং অসীম বিক্রমে,
পুনঃ পুনঃ ভগ্নশ্রেণী করি উত্তেজিত,
দিল রণ অরাতিরে;
সকলি বিফল হ'লো বিপক্ষ-বিগ্রহে।

বিষণ। জাঁহাপনা,
বীরবর হামিদ, লইয়ে আসোয়ার
করিলেন অসাধ্য সাধন;
মনুষ্যের সাধ্য যাহা ক'রেছিল শূর।
কিন্তু, সৎনামীর অশ্বারোহী—
ঝটিকা সমান দিল হানা হুহুঙ্কারে।
বাদসার আসোয়ার—
জীবিত থাকিতে একজন না ত্যজিল রণ।
সমরান্তে দেখিলাম,—

শব-মাঝে মুমুর্ষুর প্রায়
পতিত হামিদ মহাবীর।
যাদু এ নিশ্চয়!
মুসলমান রাজপুত অসংখ্য বাহিনী,
মাত্র দশ সহস্র সৎনামী—
বিমুখিল মুহূর্ত্তেকে।

আওরঙ্গ। হাঁ—হামিদ খাঁ ব'ল্লেন,—'আপনি মহাবীর;' আপনার মুখে শুনলেম,—'হামিদ খাঁ মহাবীর।' উভয়েই স্থির ক'রেছেন, যাদু। কিন্তু যাদুতে আমার সৈন্য নষ্ট হ'য়েছে। আপনারাও বোধ হয় যাদুবিদ্যা জানেন, নচেৎ কিরূপে পরিত্রাণ পেলেন?

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা, রণস্থল হ'তে দূত এসেছে।

আওরঙ্গ। আনো।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(পারিষদ্‌গণের প্রতি) জ্ঞান হয়, দূত মহাশয় আপনাদের মত কোন সুন্দর গল্প শোনাবেন।

(দূতের প্রবেশ)

বুঝেছি, পরাজয় হ'য়েছে।

দূত। সরমে না জুয়ায় বচন,
দুর্জ্জয় অরাতি, হত সমস্ত বাহিনী,
জীবিত নফর মাত্র ভীষণ সমরে।
রাজ্যময় বিদ্রোহ উদয়।
একা নাহি যুঝে আর সৎনামী বর্ব্বর,—
জমীদার, তালুকদার, বহু রাজাগণ,
মিলিত বিপক্ষ সনে রণে।
কেবা নাহি জানি,
শুনি এক কাফের-কামিনী,
বৈষ্ণবী তাহার নাম,
কুহকিনী সেই নারী;
কুহকে তাহার,
ভুলেছে নির্ব্বোধ হিন্দুগণে।
জাঁহাপনা, করুন মার্জ্জনা,
দেখেছি সে ভীষণারে।
পতাকা লইয়া করে,
অশ্ব'পরে অরি-সেনা-অগ্রগামী;
জ্ঞান হয় সয়তানের নারী।
অসি হস্তে শত শত কাফের-কামিনী,
সহচরী সম সঙ্গে তার,
হুঙ্কারে প্রবেশে রণে।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে বীর একজন,
ঝলসে নয়ন সেই মুকুট-প্রভাবে,
উপস্থিত হয় সে যথায়,
অস্ত্রধারী নিস্তার না পায়।
সেনাগণে উৎসাহ প্রদানে
নায়ক ফিরাতে নারে।
অগ্রসর শত্রু আশুগতি;
হেন লয় মন,
অদ্য রাত্রে নগর করিবে আক্রমণ।

আওরঙ্গ। যাদু—যাদু—সয়তানি! শত সমরজয়ী ক্ষত্রপুত্র ও মুসলমান বীর উপস্থিত আছ, কে যুদ্ধে যাবে? এখানে লক্ষ সৈন্য আছে, দিল্লী হ'তে লক্ষ সৈন্য আগতপ্রায়, এই সমস্ত সৈন্য ল'য়ে কোন্ বীর কাফের-যুদ্ধে যাবে? সকলেই নীরব; ভাল, স্বয়ং বাদ্‌সাই যাবে। বাদ্‌সা-দর্শনে স্বয়ং সয়তানও অসি কোষমুক্ত ক'র্‌তে অক্ষম হবে। বাদ্‌সার পশ্চাতে যেতে কেহ কি সাহস করেন?

১ম পারিষদ। জাঁহাপনা, যাদু এ নিশ্চয়।
অমূল্য জীবন বাদ্‌সার।
প্রাণপণ করিব আমরা;
জানু পাতি মিনতি চরণে,
আজ্ঞা দেহ নফর সকলে।

আওরঙ্গ। হাঁ—আর আমি দিল্লী প্রত্যাগমন ক'রে অন্তঃপুরে লুক্কাইত হইগে; এই তো আপনাদের মন্ত্রণা? উপদেশের অপেক্ষা ক'র্‌তেম না। হামিদ খাঁ বাহাদুর ও রাজা বিষণ সিংহের পরাজয়-সংবাদ অগ্রেই এসে পৌঁছেছিল। আমি তাহির খাঁকে শত্রুর গতিরোধ কর্‌বার আজ্ঞা প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলেম না; কেবলমাত্র রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা ক'র্‌ছি, যে কয়জন যথার্থ ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত বাদ্‌সার কার্য্য-ভার গ্রহণ ক'রেছে; কয়জন কোরাণ বলে—সয়তান উপাসক, ভূতের উপাসক কাফেরকে ভয় করে না, তাই পরীক্ষা ক'র্‌ছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, কোরাণে বিশ্বাস আছে, পাঁচবার নমাজ করে, বোধ হয়, এরূপ মহম্মদীয় বীর পুরুষ রাজ-

কার্য্যে নিযুক্ত নাই। তিন দিবস বাদ্‌সার আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, যে কেহ শত্রুদমনে প্রস্তুত, তাকে বাদ্‌সা আলিঙ্গন-দানে বাদ্‌সাই তরবারি অর্পণ ক'র্‌বেন; সমর-জয় হ'লে বাদসার দক্ষিণ পার্শ্বে তার আসন হবে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দূত এসে সংবাদ দিচ্ছে যে, ভূতের আশঙ্কায়, সয়তানের আশঙ্কায় কোন মুসলমান—বাদসার প্রসাদলাভে প্রস্তুত নয়। অতএব ইসলাম ধর্ম্মের সম্মান স্বয়ং বাদসা-ই রক্ষা ক'র্‌বে। যদি কেহ বাদসার পশ্চাতে যেতে সাহসী থাকেন, তিনি শীঘ্র প্রস্তুত হউন্। তাহির খাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। যদিচ তিনি বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে শত্রুকে সম্মুখ-যুদ্ধ দিয়েছেন,—তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, কেবল মাত্র পথ রোধ ক'র্‌বেন, যুদ্ধ দেবেন না, শত্রু যাতে না আহার পায়, তার চেষ্টা পাবেন,—তথাপি যে তিনি পরাজিত হ'য়ে আমার নিকট সংবাদ আনেন নাই, জীবন সত্ত্বে রণস্থল ত্যাগ করেন নাই, এই জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

দূত। জাঁহাপনা তাহির খাঁ বিপক্ষ-সৈন্য অল্প দেখে, নিশ্চয় যুদ্ধে জয় হবে অনুমানে আক্রমণ ক'রেছিলেন।

আওরঙ্গ। বাদ্‌সা অপেক্ষা স্বয়ং অধিক জ্ঞানী বিবেচনা করা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, বোধ হয়, মৃত্যুকালে তার হৃদয়ঙ্গম হ'য়ে থাক্‌বে। সকলে যান। বাদ্‌সা কিরূপ যুদ্ধ করে, যদি দেখ্‌বার সাধ থাকে, প্রস্তুত হউন।

সকলে। জাঁহাপনা, আমরা প্রাণদানে প্রস্তুত।

আওরঙ্গ। কার্য্যে পরিচয় পাবো।

[আওরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অন্য দূতের প্রবেশ)

আওরঙ্গ। কি সংবাদ? কোন কি মুসলমান-কুলতিলক বাদ্‌সাহের প্রসাদলাভে প্রস্তুত?

দূত। জাঁহাপনা, নিবেদন ক'র্‌তে শঙ্কা হয়, সমস্ত রাজ্য ঘোর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। সকলের ধারণা যে, সয়তান-চালিত সৎনামী অগ্রসর হ'লে নিশ্চয় পরাজয়। কেবল একটি মুসলমান রমণী শিবির দ্বারে উপস্থিত আছে।

আওরঙ্গ। তারে সত্বর ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে সৈন্যগণ ভীত। এ ভয় না দূর ক'র্‌লে জয়লাভের আশা নাই। যেমন হিন্দুরা শশিকলা-অঙ্কিত মোগল-পতাকা দৃষ্টে হীনবল হয়, সৎনামী-যুদ্ধে আমার সেনাদেরও সেইরূপ অবস্থা। কোরাণ হ'তে বয়েৎ উদ্ধৃত ক'রে পতাকায় দেবো; প্রচার ক'র্‌বো, আমার প্রতি স্বপ্নে মহম্মদের আজ্ঞা হ'য়েছে,—'কোরাণের বয়েৎ কেতনে থাক্‌লে যাদু দূর হবে।' যাদুই স্বীকার পাবো। সকলেরই কুহক ব'লে বিশ্বাস হ'য়েছে, সে বিশ্বাস কথায় দূর হবে না। সকলের ধারণা, আমি প্যাগম্বরের প্রিয়; তাঁর আদেশে আমি স্বয়ং অগ্রসর হ'চ্ছি, এ কথা জান্‌লে যাদুর ভয় দূর হবে।

(গুলসানার প্রবেশ)

কে তুমি?

গুল। মৃত দুর্গাধিপ কারতলব খাঁর কন্যা।

আওরঙ্গ। যে কার্য্যে শত রণজয়ী মহা মহা বীরগণ প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করে না, সে কার্য্যে তুমি বালিকা, কিরূপে অগ্রসর হ'চ্ছ?

গুল। স্বচক্ষে দেখেছি বাঁদী পিতার নিধন।
নিরস্ত্র যখন, কাফের করিল অস্ত্রাঘাত,
বজ্রপাত হইল হৃদয়ে,
শত্রুর শোণিত-তৃষা দহে নিরন্তর;—
তৃষা বলবতী—তৃপ্ত না হইবে
শত্রুর শোণিত-স্রোত বিনা।

আওরঙ্গ। শুন লো যুবতি, তুমি কুলবতী,
দেখ নাই সমর কেমন।
জান না কেমনে করে সৈন্য-সঞ্চালন।
তব 'পরে গুরুভার করিব অর্পণ,
যুক্তিযুক্ত কথা নহে বালা!
বিশেষতঃ যে শত্রু-প্রভাবে,
বার বার পরাজয় পাইয়া আহবে,
যাদু জ্ঞানে সৈন্যগণে নাহি হয় স্থির,
কেমনে করিবে তুমি উৎসাহ প্রদান?

গুল। জাঁহাপনা, দেখি নাই সংগ্রাম কেমন?
যত যত হইল সমর,
উপেক্ষি গুলির শ্রেণী, কামান গর্জ্জন,
প্রতি রণে উপস্থিত ছিল এ অধিনী।
বুঝিয়াছি, কি কৌশলে করে আক্রমণ,

কি উপায় আক্রমণ নিবারণ-হেতু ;
কোন্ স্থানে কেমনে সৈন্যের সমাবেশ,
সবিশেষ অবগত বাদ্‌সা-কিঙ্করী।
কোন্ দীক্ষাবলে রণস্থলে দুর্দ্দম সৎনামী,
সবিশেষ বাঁদী অবগত।
কি কুহকে চালিত সৎনামী-অনীকিনী,
জানিয়াছে ইসলাম-কামিনী ;
নারীজ্ঞানে কর ঘৃণা জাঁহাপনা!
সংবাদ কি দানে নাই আসি দূতগণে,
বিপক্ষ-কেতন করে অগ্রগামী নারী ?
নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষিত ?

আওরঙ্গ। কহ বালা, নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষিত ?

গুল। সৎনামী-শ্রেণীর নেত্রী জনৈক রমণী।
পিতৃ-বৈরি প্রতিবিধিৎসার হেতু বালা,
রমণীর মোহিনী প্রভাবে,
উৎসাহিত করিয়াছে হলজীবিগণে।
শুন শুন জাঁহাপনা, কিবা মন্ত্রবলে—
হীন কৃষিগণ এবে মোগলবিজয়ী।
হিন্দু-মাঝে হয় এক দানবীর পূজা ;
শক্তিধরা, ময়ূরবাহিনী সে আকার।
পূজা করি তার,
করিয়াছে অঙ্গীকার সৎনামী সকলে,
যতদিন নাহি হয় মোগল-পতন,
করিবে অরাতিগণ প্রণয় বর্জ্জন।
কিন্তু যবে প্রণয় স্পর্শিবে
সৎনামী-নেতার হৃদে,
সৎনামী-উপাস্য, নাম কৌমারী রাক্ষসী,
নিজ বল করিবে হরণ ;
সমূলে নির্ম্মূল হবে সৎনামীর দল।
বিস্তারিয়া নারীর চাতুরী,
সৎনামী-নেতারে মুগ্ধ ক'রেছে কিঙ্করী।
হইয়াছে প্রেমের সঞ্চার ;
কিন্তু সে প্রণয় পায় নাই সম্পূর্ণ বিকাশ।
মজাইতে তারে পুনঃ করিব কৌশল,
চাতুরী না হইবে বিফল,
অসংশয় অরিদল হবে ছারখার।
জাঁহাপনা,
যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার কারণে,
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,
দেশ-হিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত,
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত প্রতাপ রাণা প্রমাণ তাহার ;
অটল স্বদেশভক্ত আকবর প্রভাবে।
শিবজী মারহাট্টা দস্যু, দ্বিতীয় প্রমাণ ;
শিক সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ!
মনুষ্যত্ব হেতু নহে হিন্দু অস্ত্রধারী ;
মনুষ্যত্ব হেতু কেহ অস্ত্র নাহি ধরে ;
নিজ মনুষ্যত্ব' পরে নাহিক নির্ভর
হবে জয় কৌমারীর বরে,
এ বিশ্বাস রাখিয়া অন্তরে,
শত অরি জনে জনে করে আক্রমণ।
বিশ্বাস-প্রভাবে জয় লভে অনায়াসে,
হইলে বিশ্বাসভঙ্গ নিধন নিশ্চয়।

আওরঙ্গ। বয়সে নবীনা, কিন্তু প্রবীণা সমান
ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত।
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি,
কিরূপে প্রবল অরি বিশ্বাস-প্রভাবে ?
জয়ী শত্রু বিশ্বাসের বলে,
এই কি তোমার অনুমান ?
শুনি অস্ত্র নাহি পশে শত্রুকায়,
কামান-গর্জ্জন, গুলির বর্ষণ—
বিফল অরাতি-রণে।
এ সংবাদ সত্য যদি হয়,
বিনা সয়তান-আশ্রয়,
কহ বালা, কিরূপে সম্ভব ?

গুল। জাঁহাপনা, করহ মার্জ্জনা,
অবোধ কিঙ্করী,
বুঝাও ভারত-স্বামী,
কি কুহক করিয়ে আশ্রয়,
কোন্ সয়তানের দীক্ষা বলে,
বন্দী ক'রে জনকে ব'সেছ সিংহাসনে ?

অগ্রজ তব ভুবনবিখ্যাত দারা ;
কোন্ মন্ত্রবলে জয়ী তার রণে ?
সহায়-সম্পত্তিহীন একলা যুবক,
কার মন্ত্রে করিলে মন্ত্রণা,
ভারতের রাজছত্র ধরাইবে শিরে ?
হৃদয়ের বিশ্বাস তোমার !
ঘোর রণসন্ধি মাঝে করিয়ে প্রবেশ,
অরি-অস্ত্র স্পর্শেনি শরীরে ;
বিপক্ষের গুলিবরিষণ কামান-গর্জ্জন,
বিশ্বাস-প্রভাবে তব সকলি বিফল।
বুঝিয়াছ আপন জীবন পরীক্ষায়,
অসম্ভব সম্ভব বিশ্বাসে !
তবে কেন নাহি মান বিশ্বাস-প্রভাব ?

আওরঙ্গ। বৎসে, আজি হ'তে কন্যা তুমি বাদসার।
মনে মনে অবশ্য মা ক'রেছ বিচার,
বাদসার প্রকৃতি কেমন !
নহে তুমি হেথায় না হ'তে উপস্থিত।
জানো তুমি বিধিমতে,
আওরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
সুত, সুতা, জায়া—
অবিশ্বাস সকলের পরে ;
কিন্তু কহি স্বরূপ তোমারে,
চাহ যদি ল'য়ে যেতে সয়তান-সম্মুখে,
না হ'ব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয়।
এস মাতা, নহে ইহা মন্ত্রণার স্থান,
প্রতি ইষ্টকের আছে কাণ।
মন্ত্রণা করিব বৎসে, মৃত্তিকা-গহ্বরে,
যথা করি দেব উপাসনা
ময়ূর-আসন ত্যজি।

গুল। আছে কার্য্য বহুতর,যাইব সত্বর,
রেখেছি ঘোটকশ্রেণী পথে।
না হইতে চন্দ্রমা উদয়,
অরাতি-সৈন্যের পার্শ্বে যাইতে হইবে।
শিবিরে আসিয়ে পুনঃ জানাব সেলাম !

আওরঙ্গ। বৎসে, তব যথা অভিরুচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গুলসানার শিবির

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এই তো শিবির, কিন্তু কাহারে না হেরি ;
পত্রে বামা করিয়াছে অঙ্গীকার,
বারেক যদ্যপি মম পায় দরশন,
দেখা দিতে অনুরোধ না করিবে আর।
লিখিয়াছে,—'এই শেষ দেখা,'
অর্থ কিবা ?
মনঃ-খেদে যাইবে কি বিদায় লইয়ে ?
কিম্বা আত্ম-বিসর্জ্জন পণ,
প্রেমের সন্তাপে কিছু নহে অসম্ভব।
দ্রুত অশ্ব চালনে কে আসে ?
আসিয়াছি বহুক্ষণ,
আসে কি সৎনামী কেহ কোন বার্ত্তা ল'য়ে ?
অধীর হৃদয়, ফলাফল বুঝিতে না পারি।
চিত বিচলিত,
নিজ চিত্তে স্থাপিতে প্রত্যয় সাহস না হয়।
মনে জাগে মুসলমানী।
জাগে মনে রুক্ষকেশা মলিনবসনা,
জাগে মনে নয়নে নীরদধারা,
জাগে মনে জানু পাতি তুলিয়ে বদন,
যোড়করে মিনতি আমায়।
পশিয়াছে প্রেম কি হৃদয়ে ?
অন্তর কি করে প্রতারণা ?
ধরি দয়ার আকার,
প্রেম কি ক'রেছে ছার হৃদি অধিকার ?
এই শেষ, আর না আসিব ;—
যতদিন শত্রু নাহি নাশি,
আর দেখা নাহি দিব।

(গুলসানার প্রবেশ)

এ কি!
শ্রমবারি বহে তব কায়,
দৃষ্টি তব উন্মাদিনী প্রায়,
কোথা ছিলে?—বহুক্ষণ আছি প্রতীক্ষায়।

গুল। দেখি বিলম্ব তোমার,
মনে মনে করিনু বিচার,
তুমি না আসিবে, মম শেষ আশা না পুরিবে,
দরশন আর না পাইব।
সে কারণ ক'রেছি যে পণ,
কতদূর সে সঙ্কল্প শাস্ত্রের সঙ্গত,
চিন্তা করিলাম বসি বিজন প্রদেশে।
পুনঃ হ'লো মনে, নিদয় নহ তো তুমি—
অধিনীরে করিয়ে স্মরণ,
বুঝি বা দানিবে দরশন।
দেখি মিথ্যা বলে নি হৃদয়।

রণেন্দ্র। শীঘ্র কহ তব প্রয়োজন।
সুসজ্জিত সম্রাট স্বয়ং,
আসিয়াছি বহু কার্য্য ত্যজি।

গুল। ওহে মহাজন, কিছু আর নাহি প্রয়োজন,
পেয়েছি দর্শন, সফল জীবন মম।
বড় সাধ ছিল মনে বারেক হেরিব,
পূর্ণ আশা বীরবর কৃপায় তোমার।
যাও ফিরে, হ'লে রণজয়,
কভু মনে ক'রো অভাগীরে।
নিষেধ তোমার—প্রেম নাহি চাই।
যদি দয়াগুণে, তিলমাত্র স্থান পাই তব মনে,
প্রেত-আত্মা তৃপ্ত হবে এ দাসীর।
যাও বীর, পূর্ণ সাধ তোমার প্রসাদে।

রণেন্দ্র। বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কহ লো সুন্দরি,
শেষ সাধ—প্রেত-আত্মা—এ কি কথা শুনি?

গুল। মহাব্রতে ব্রতী মহাশয়,
ছার রমণীর পণ কে শুনিবে আর।
সিদ্ধ মনস্কাম,
গুণধাম, নিজ কার্য্যে করহ গমন।

রণেন্দ্র। কহ কি কারণ,
করিয়াছ কি কঠিন পণ?
কহ কেন শেষ সাধ পূর্ণ তব?

গুল। শুন বীরমণি, হৃদি দহে প্রবল অনলে;
কে জানে মরণে বহ্নি হবে কি শীতল!
প্রাণ বিসর্জ্জন বিনা নাহিক উপায়।
তুমি হে কুমার, আশ্রয় কৌমার-ব্রত,
দৃঢ়পণ তুমি গুণধাম,
তব মনে না পাইব স্থান,
তবে কেন সহি দারুণ যন্ত্রণা!
নরকে নাহিক অগ্নি হেন,—
তাপ যার প্রেমাগ্নি হইতে।
শাস্ত্রে কয়,—
'নিশ্চয় নিরয়গামী আত্মঘাতী প্রাণী!'
খেদ নাহি তায়,
শীতল নরক-বহ্নি এ বহ্নি হইতে!
স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর! প্রণাম চরণে।

[গুলসানার প্রস্থান।

রণেন্দ্র। শুন, শুন, কোথা যাও?

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

বনপথ

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। কোথা গেল? মিশা'ল অনিলে!
হইলাম রমণীর নিধন-কারণ।
ওহো বুঝেছি হৃদয়,
সর্ব্বনাশ, ভালবাসি মুসলমান-দুহিতারে!
হায় কেন করিলাম মুকুট গ্রহণ!
স্বজাতির ধ্বংসের কারণ—
জনম কি অভাগার?
গুরুদেব, গুরুদেব! দেখা দাও,
অন্তরের কলুষ করহ দূর।
মজিল মজিল, ব্রত ভঙ্গ হ'লো,
ছিঃ ছিঃ, কোন মতে মন নাহি বুঝে।

ধন, প্রাণ, মন—করি সমর্পণ,
নিজ ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
হিন্দু-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিতা—
আমার প্রণয়-আশে।
রাখিবারে সৎনামীর পণ,
সযতনে মনোভাব ক'রেছে গোপন,
দিল শেষে আত্ম-বিসর্জ্জন
দারুণ প্রেমের দায়।
ফুলশর! তব শর তীক্ষ্ণ অতিশয়,
অস্থির পুরুষ-হৃদি!—
কোমল নারীর প্রাণ সহিবে কেমনে!

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। কহ ভাই, বিজনে বসিয়ে কি কারণ?
সজ্জিত সম্রাট্ রণে।
উৎসাহিত সৎনামী-বাহিনী,
উল্লসিত আসন্ন বিগ্রহে,
আছে তব আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়।
নেতাবৃন্দ অধীর সকলে,
দিতে হানা করিছে মন্ত্রণা।
এসো এসো, নিশ্চেষ্ট কি হেতু ভ্রাতঃ?
রণেন্দ্র। ভগ্নি, হেরি তরবারি আছে তব করে,
বিদরি হৃদয়, যন্ত্রণা করহ অবসান।
যোগ্য নহি সৎনামীর নামে আর;
কৌমারী মাতার অভিশাপগ্রস্ত এ অভাগা,
স্পর্শিয়াছে প্রণয় অন্তরে।
অক্ষম অধম।
বিমল সৎনামী-আনকিনী—
চালিবার নাহি শক্তি আর।
হৃদয়ে হতাশ, নাহি প্রতিহিংসা-আশ,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উচ্চ ব্রত দিছি বিসর্জ্জন;
রমণী-প্রণয়-মুগ্ধ—বধ' পাপিষ্ঠেরে।
বৈষ্ণবী। মিথ্যা কথা!
দয়া-মধু-পূর্ণ তব হৃদি,
তাই ভাব প্রণয়-আসক্ত তুমি।
শুন বাণী. কুটিলা সে মুসলমানী,—
তোমারে মজাতে,
উচ্চ-ব্রত ভঙ্গের কারণ,
পাপীয়সী করিয়াছে ভাণ।
অন্তরের দুর্ব্বলতা করি পরিহার,
যাও ভ্রাতা, যাও।
মার্জ্জনা মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়,
বীরমণি, সাজায়ে বাহিনী, বিনাশ সম্রাট্-চমূ।
ময়ূর-আসনে—
তব শিরোমুকুট করহ সংস্থাপন।
পাপিষ্ঠ মোগল-নাশ এখনি হইবে।
মুগ্ধপ্রায় নাহি রহ আর,—
রণনাদে হৃদি-দুর্ব্বলতা যাবে দূরে।
যাও শীঘ্র বাহিনী মাঝারে,
নহে সবে হবে ভগ্নোদ্যম।
যাও যাও, বিলম্ব করহ কি কারণ?
রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি,
তব বাক্যে যাইব সমরে।
কিন্তু শুন, অন্যে করো মুকুট অর্পণ।
আমি অভাজন;
ভার লাগে বীর-পরিচ্ছদ,
অসি ভার বহিতে অক্ষম ভুজ।
কহিছে অন্তর, আমি মহা অপরাধী।
তুমি কৌমারীর প্রধানা কিঙ্করী,
তব বাক্যে হয় যদি কলুষ মোচন,
তবে শ্রেয়, নহে হায় সকলি মজিবে।
বৈষ্ণবী। যাও যাও, বিলম্ব না কর,
নির্ম্মল কুমার সম তুমি,
বিধর্ম্মী বিপক্ষ নাশ এখনি হইবে।
কহি সত্য, প্রেমে মুগ্ধ নহে তব চিত।
রণেন্দ্র। দেবী তুমি, যাই তব বাক্য-অনুসারে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান

বৈষ্ণবী। মাতা কৌমারী জননি,
বিচঞ্চল দাসীর অন্তর।
বুঝেছি গো বুঝেছি মা শক্তি-সঞ্চারিণি!
কলুষিত রণেন্দ্র-হৃদয়।

প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার উর শুভঙ্করি !
কোটি জন্ম তব পায় করি মা অর্পণ ।
যেই শাস্তি নাহিক নরকে,
কোটি জন্ম সেই শাস্তি দেহ তুহিতায়।
হও মা সদয়া,
রণজয় দেহ মাতা সমর অঙ্গনা !

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। শুন শুন শুন বীরাঙ্গনা !
কোটি জন্ম করিয়ে অর্পণ,
প্রেম-স্মৃতি হবে না মোচন।
নাহি শক্তি আর দেবীর তোমার,
রোধিবারে মোগলের বল।
চিন্তা কিবা কর মনে ?
কর' তব অসি উন্মোচন,
নিধন করহ মোরে।
কার্য্যসিদ্ধি হ'য়েছে আমার,
জীবনের নাহি সাধ আর,
হয় যদি তব করে আমার সংহার,
আছে দূত মম, জানাইতে সেই সমাচার।
শুনি মম মরণ-সংবাদ,
সৎনামী-নেতার—
শতগুণে বৃদ্ধি হবে মনের বিকার ;
নহে আসি নাই তব অস্ত্রমুখে।
শুন, কিবা হেতু মম আগমন,—
জ্বালাইতে তব অনুতাপ।
চিনেছ কি কেবা এ রমণী ?
দুর্গমাঝে—বিবশা পিতার শোকে
দেখেছিলে যারে।
জয়-আশা করহ বর্জ্জন,
ফিরাও সৎনামীশ্রেণী,
বহু হত্যা দেখিবে কি হেতু ?
যা চাহিব—বাদ্‌সা দানিবে,
মার্জ্জনা চাহিব আমি সৎনামীর তরে।
ফিরাও সৎনামীগণে ঘরে।
দারা-পুত্র অনাথ কাঁদিবে,
কোপে মোগল সম্রাট্—
বিভ্রাট ঘটাবে হিন্দুস্থানে ।
হিন্দু হবে অধিক পীড়িত।
রণেন্দ্রেরে ক'রেছি বরণ,
হিন্দু আমি, নহি মুসলমানী,
তাই কহি হিন্দুগণ-কল্যাণ-কারণ।
যাও ফিরে, সমরে না হবে কভু জয়।
বুঝে দেখ, তব মনে জন্মেছে সংশয়।
প্রেমাসক্ত নেতা,
সন্দিগ্ধ-চিত্ত পতাকা-ধারিণী—
বীজহীন-মন্ত্রে আর কি ফলিবে ফল—
বুঝ' মনে সুবদনি !

বৈষ্ণবী। ভগ্নি—ভগ্নি,—
যদি হিন্দু-ধর্ম্ম তুমি ক'রেছ গ্রহণ,
কহ রণেন্দ্রেরে প্রতারণা ক'রেছ তাহারে।
হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর ক'রো না সর্ব্বনাশ !
আমি দাসী হবো, তোমারে সেবিব,
দেবীজ্ঞানে পূজা তব হইবে ভারতে।
ধরি তব পায়—
রক্ষা করো হিন্দুরে কৃপায়,
যাও দেবি, রণেন্দ্র-সমীপে,
কহ তারে, করিয়াছ প্রতারণা,—
রণে তারে দেহ উত্তেজনা।
গুণবতি, রাখ' রাখ' দাসীর মিনতি !

গুল। ভগ্নী বলি সম্ভাষ আমায়,—
বিচারিয়া আপন হৃদয়,
বুঝ তুমি অন্যের অন্তর।
আমি তব রণেন্দ্রের প্রেমের অধিনী,
প্রেমের শকতি ভাল জানি ।
তব কথামত গেলে রণেন্দ্র-সমীপে,
কহি যদি কহিলে যেমত,
বিপরীত হবে তার হিতে।
জান, কি বুঝিবে নেতা তব ?
পূর্ব্বে ছল করিয়াছি যাহা—
তাহা না বুঝিবে,
এবে করি ছল তার কল্যাণ কারণ,

মধুর-বচনে বুঝাবে অন্তর তার,—
শতগুণে প্রেম বৃদ্ধি পাবে।
জান না—জান না ভগ্নি, প্রেমের চরিত,
নহে তুমি বুঝিতে নিশ্চিত,
কি হেতু পরশুরাম আসিয়াছে রণে?
তোমার কারণে!
ভগ্নী বলি করে সম্ভাষণ,—
প্রত্যয় না কর সে বচন।
কেশ ছিন্ন হইলে তোমার,
দারুণ আঘাত বাজে অন্তরে তাহার।
দেখনি সমরে,—
যথা তুমি তথায় পরশুরাম?
তব প্রেমশূন্য হৃদি,—
বুঝ নাই সে কারণ।

বৈষ্ণবী। কহ ভগ্নি, আছে কি উপায়?
এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার।
হিন্দুস্থান হিন্দুর বসতি,
হিন্দু তুমি গুণবতী,
তবে কেন সাধ ভগ্নি, হিন্দুর অহিত?

গুল। শুন ভগ্নি, ছিলে উন্মাদিনী,
সমরে কি হেতু আজ পতাকাধারিণী?
প্রতিবিধিৎসার হেতু!
বুঝ' আপন হৃদয়ে পরের অন্তর-দাহ।
নাহি কি অন্তর-তাপ মম?
অস্ত্রহীন স্নেহময় জনক নিহত,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিধর্ম্মীর করে;
দেখিয়াছি মরণ-যন্ত্রণা।
মৃতদেহ মাত্র তুমি দেখেছ পিতার,—
পিতৃ-মৃত্যু দেখেছি সম্মুখে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু করি পলায়ন,
নহে প্রাণভয়ে,—
ক'রেছিলে যবে মম বধের কামনা।
কর নাই পিতার সৎকার;
মৃত-পিতা করি পরিহার,
আমিও ক'রেছি পলায়ন।
করিয়াছি পণ!—
জান ভাল রমণীর মন,
সাগর শুষিবে, সুমেরু টলিবে,
নারী-প্রতিহিংসানল না হবে নির্ব্বাণ।

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। মা কৌমারি—মা কৌমারি! কি হ'লো!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল।

রণেন্দ্র ও বৈষ্ণবী।

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি, সফল প্রার্থনা,
ক'রেছেন মহাদেবী মার্জ্জনা আমায়,
পুনঃ হৃদে সাহস সঞ্চার।
কিন্তু সত্য কহি,
এখনো হৃদয়ে আছে মুসলমানী-ছবি;
স্মৃতি-মাঝে বিরাজে মূরতি,—
রাখি প্রাণ সুদৃঢ় বন্ধনে।
কিন্তু হ'লে অন্যমন—
সেই চিন্তা উঠে চিতে।
সেই হেতু মিনতি তোমায়,
পুনঃ যদি হই আকর্ষিত,
যাই যদি মুসলমানী পাশে,

উপেক্ষিয়া ভ্রাতৃ স্নেহ ব'ধো এ অধমে।
মাতার নিকটে চেয়েছি মার্জ্জনা।
স্মরি মায়ের চরণ করিয়াছি পণ,
যদ্যপি স্বচক্ষে দেখি বধে কেহ তারে,
প্রাণভয়ে যদ্যপি সে ডাকে সকাতরে,
ফিরে নাহি চা'ব,—অন্য পথে যা'ব!
আসন্ন সমরে তুমি রহ মোর সাথে,—
তিল মাত্র বিচলিত দেখিবে যখন,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করিও নিধন।

বৈষ্ণবী। ভাব কেন হে বীরকেশরি!
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়,
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত।
ফুলশরে কম্পিত শঙ্কর,
যোগভঙ্গ হ'য়েছিল তাঁর,
কিন্তু যোগীশ্বর—
মদন-দাহন করিলেন নয়ন-অনলে,—
স্মরহর নাম সে কারণ!
মন্মথের শরাঘাতে না হয় কাতর,
অধিক মাহাত্ম্য জেনো তাঁর।
সুসিদ্ধ সঙ্কল্প যেই, বীর—দৃঢ়পণ,—
হৃদয়দৌর্ব্বল্য পারে করিতে বর্জ্জন,
তা হ'তে মহৎ কেবা এ তিন ভুবনে?
অস্ত্রাঘাত বিনা কেহ না হয় কাতর;
কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্থির,
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাঁহার।
কৌমারীর প্রিয়পুত্র তুমি মহামতা,
এস আশুগতি, ভেদ করি বিপক্ষের শ্রেণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরশু। চারিদিকে অরি!—
কোথায় বৈষ্ণবী, পতাকা না হেরি তার?
অসংখ্য বিপক্ষদল সাগরের প্রায়।
অধীর অন্তর মম বৈষ্ণবী কারণ;
একাকী কামিনী, ভেদিয়াছে বিপক্ষের শ্রেণী।
ওই দূরে নেহারি পতাকা,
চারিদিকে অরাতিবেষ্টিত।
এস—এস সবে দ্রুতগতি,
পতাকা অরাতি যেন না করে গ্রহণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

(সদলে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। হে সঙ্গিনি, সমররঙ্গিণি,
ছারখার বিপক্ষবাহিনী।
বামপক্ষ নেহারি দুর্ব্বল,
অরিদল প্রবল নেহার'!
বিদ্যুৎগমনে—অসি সঞ্চালনে—
এস বামপার্শ্ব ভেদি অরাতির।

(পরশুরামের প্রবেশ)

ভীরু, ত্যজি সেনাদল,
আসিয়াছ ধরিবারে নারীর অঞ্চল!
তাই বামপক্ষ হীনবল।
শক্তি যদি নাহি তব ভেটিতে মোগল,
কোষে অসি করিয়া স্থাপন,
কর দরশন,
বীরাঙ্গনাগণে কেমনে চরণে,
দলে যত বিধর্ম্মী মোগল।

[সদলে বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। পার্শ্বে তব জীবন ত্যজিব,
এই মাত্র কামনা আমার।

[পরশুরামের প্রস্থান।

(চরণদাস ও ফকিররামের প্রবেশ)

ফকির। বাপু চরণ, বুদ্ধ হ'য়েছি, দৃষ্টি ভাল চলে না, ঠাউরে দেখো দেখি, বাদ্‌সার ছত্র কোথায়? ঐ না ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে হে?

চরণ। আজ্ঞে ঠাওর ক'চ্ছি বটে, ঝ'কছে বটে।

ফকির। অনেকগুলো মুসলমান চারদিকে ঘেরে র'য়েছে না?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো বটে—র'য়েছে বটে।

ফকির। তা দেখ, আমাদের সেনারা যেমন দক্ষিণপার্শ্বে ল'ড়ছে—লড়ুক। ও মুসলমানগুলো তুলোর মত উড়্‌্বো ব'লে। জন পঞ্চাশ এ দিক্ ও দিক্ হ'তে টেনে নিয়ে বাদ্‌সার দেখা পাবো না?

চরণ। আজ্ঞে আমি দেখা ক'রে আস্‌ছি, আপনি দাঁড়ান।

ফকির। তা বাপধন, দোষ কি? বুড়ো হ'য়েছি, একলা থাক্‌তে পারি না,—যাই না তোমার পাছু পাছু।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গ। অভয়-হৃদয় মোগল নিচয়,
কোরাণ-বয়েত হের অঙ্কিত কেতনে,
কতক্ষণ দেওগণ সহিবে সমর?
সয়তানি-কুহকে কি পতাকা গুড়াইবে?
হের ধূমকেতু সম চন্দ্রকলা-অঙ্কিত পতাকা,
করিবে অনল বরিষণ,
হবে শত্রু এখনি নিধন।
প্রাণসম পাতসার তোমরা সকলে,
অসংখ্য সমরে সাথী,
তুচ্ছ এ অরাতি,
দল' বীরবৃন্দ, বাহুবলে।
হিন্দুস্থানে হিন্দু নাম আর না থাকিবে,
ইস্‌লামের মহিমা রহিবে,
কিবা ভয়, হও অগ্রসর;—
কিন্তু যদি সমর কাতর
অটল মোগল-অনিকিনী,
দেখ' একা পাতসা তোমার,—
হস্তী-সঞ্চালনে নাশিবে বিপক্ষগণে।
হে হামিদ, রক্ষা কর বাহিনী তোমার;
পাতি জানু দৃঢ়করে বন্দুক ধরিয়ে,
সঙ্গীন কণ্টকে—
ছিন্ন কর' বিপক্ষের আসোয়ার;
শ্রেণীমাঝে যেন নাহি পশে।
হে বিষণ সিং, সমরে প্রবীণ,
বজ্রের সমান সহস্র কামান—
আছে তব আজ্ঞা-অপেক্ষায়
ভস্মিবারে অরিগণে অনল জৃম্ভণে।
(স্বগত) মজিল মজিল রণে নাহি পরিত্রাণ,
অতি বলবান্ এই ভিক্ষুকমণ্ডলী।
দেখিয়াছি অনেক সংগ্রাম—
সমরে রাজপুত করে প্রাণ তৃণজ্ঞান,
মহারাষ্ট্র—মৃত্যু নাহি গণে,
কিন্তু কেহ নহে সৎনামী-সোদর;
চূর্ণ সেনা ঘোর আক্রমণে।
অদ্ভুত ঘটনা! সমরে অঙ্গনা
কেতনধারিণী, আয়ুধচালিনী,
মত্ত-মাতঙ্গিনী সম দলে দলবল।
হেতায় সেথায়,
কোটি কোটি দামিনীর প্রায়,
নলকি দলকি খেলে বীরবামাশ্রেণী।
কঠোরনাদিনী!—
গর্জ্জনে চমকে মম চমূ।
যাই আমি বিপক্ষ সম্মুখে,
নহে—
শ্রেণীভঙ্গ ভগ্নোৎসাহ সেনা না ফিরিবে।
জনকে করিয়ে বন্দী, বধি ভ্রাতৃগণে,
ক'রেছি কি দিল্লী-সিংহাসন উপার্জ্জন,
মোগলের ময়ূর-আসন—
অর্পিতে সৎনামী করে?

(গুলসানার প্রবেশ)

দেখ সর্ব্বনাশ! বিফল কৌশল তব;
মুহূর্ত্তে মজিব, হবে সৎনামীর জয়।

গুল। জাঁহাপনা,
ক্ষণমাত্র স্থির হ'য়ে কর দরশন।
দেহ পঞ্চজন মোগল আমায়।
হিন্দুবেশ করিয়া ধারণ—
যথা আমি করিব গমন,
যায় যেন পাছু পাছু মোর;
যেন বন্দী করিবারে, অথবা লইতে প্রাণ।

হিন্দুগণে ভাবে মোরে সৎনামী রমণী।
হের গুপ্ত সৎনামীর বেশ,
প্রতারিত মোগল না হয় অরিজ্ঞানে।
(মরতরজ খাঁর প্রবেশ)

আওরঙ্গ। মরতরজ খাঁ, হও মোর কন্যার অধীন।
[মরতরজ খাঁ সহ গুলসানার প্রস্থান।
নিশ্চিন্ত হইতে নারি নারীর বচনে,
যায় যাবে প্রাণ, হই অগ্রসর রণে।
[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

(সৈন্যগণ সহ রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। দেখ দেখ, মোগল রাজপুত—
শিবা সম করে পলায়ন।
ধাও পশ্চাতে সবার,
জনৈক না ত্যজে রণস্থল।
[দুই জন ব্যতীত সৈন্যগণের প্রস্থান।
সম্রাটের যোগ্য আওরঙ্গজেব,
এ বৃদ্ধ বয়সে ধরে অসীম সাহস।
নিজ হস্তী করিল নিধন,
না যাইবে সমর ত্যজিয়ে।
বাদসার রক্ষা হেতু
শ্রেণীবদ্ধ মোগল আবার।
দৃঢ় অস্ত্রে করি আক্রমণ
বন্দী করি মোগল-ঈশ্বরে।
(হামিদ খাঁ ও বিষণ সিংহের প্রবেশ)

উভয়ে। রণসাধ দেহ বিসর্জ্জন।

রণেন্দ্র। বাতুল মোগল,
বাতুল রাজপুত কুলাঙ্গার!

(স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়ের প্রতি)

দেখ' কেহ না হও সহায়,
বুঝুক মোগল—
কত বল সৎনামীর করে।
(যুদ্ধ করিতে করিতে বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁর পতন ও রণেন্দ্রের বিষণ সিংহের বক্ষের উপর উপবেশন)

(সৎনামী সৈনিকবেশে করিমের প্রবেশ)

করিম। প্রভু, হেরিলাম দূর হ'তে—
যুঝে একা কনী নারী—
পঞ্চজন মোগলের সনে।

রণেন্দ্র। নিশ্চয় শমন ক'রেছে স্মরণ—
সেই পঞ্চ জনে।
(রক্ষিদ্বয়ের প্রতি) এস বীর দ্বয়,
রক্ষা করি অবলায়।
[পতিত বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষণ। (উত্থিত হইয়া)
মৃত্যু কি ভুলেছে অভাগায়,
হই নাই হত, এখনো জীবিত?
লেপিনু কলঙ্ক-কালি রাজপুত নামে!
[বিষণসিংহের প্রস্থান।

হামিদ। (উত্থিত হইয়া)
দৃঢ়করে ধরে অসি অরি।
ঘৃণিত বদন পাতসায় আর না দেখাব।
ওই সেই বীর, কোথা গেল! করি অন্বেষণ।
[হামিদ খাঁর প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

যুদ্ধক্ষেত্র।

(পঞ্চজন মোগলসহ কপট-যুদ্ধ করিতে করিতে গুলসানার প্রবেশ ও পতন)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ ও মোগল সৈন্যগণকে পরাস্ত করণ)

রণেন্দ্র। উঠ উঠ সুবদনি,
পতিত মোগল হের তব পদতলে।

গুল। কে রণেন্দ্র, তব ধর্ম্ম ভঙ্গ হবে,—
যাও যাও—থেকো না হেথায়,

শত্রু আমি কহে তব বন্ধুগণে।
শত্রু- শত্রু, নাহি রহ শত্রুর নিকটে।
যাও—যাও,
ত্যজি প্রাণ 'জয় জয় সৎনাম' বলিয়ে।

রণেন্দ্র। নহ শত্রু!
একাকিনী রণস্থলে রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব?
এস এস সুবদনি,
শত্রু জ্ঞান আর না করিবে,
মহা সমাদরে,
বৈষ্ণবী তোমারে দিবে স্থান।

গুল। জর জর অঙ্গ মম অস্ত্রের আঘাতে,
উঠিবার নাহিক শকতি।

রণেন্দ্র। এস চন্দ্রাননি, করি তোমারে বহন।
(গুলসানাকে উত্তোলন, দুর্ব্বলতা ভাণে
গুলসানার রণেন্দ্রকে আলিঙ্গন)
এ কি, বিদ্যুৎ ঝলক সম উত্থিত প্রবাহ শিরে;
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ বামার পরশে,
যায় যাক্ প্রাণ,—করি বদন চুম্বন!
(চুম্বন ও মস্তক হইতে মুকুট স্খলিত হওন)
(হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও করিমের প্রবেশ)

করিম। আর তব নাহিক নিস্তার।

রণেন্দ্র। এ কি, জীবিত কি মৃত!
সকলি সম্ভব, খসেছে মুকুট শিরে!
বলহীন বাহু পুনঃ আয়ুধ ধারণে!

গুল। ত্যজ অস্ত্র, নাহি আর কৌমারী সহায়।
নহে প্রতারণা,
সত্য কহি, পতি তুমি মম,
সত্য মুসলমান-ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
তব ধর্ম্ম ক'রেছি গ্রহণ।
বধ মোরে নিজ করে।
জানি তব শাস্ত্রের বচন,
মরিলে পতির করে হয় ঊর্দ্ধগতি।

রণেন্দ্র। শুন শুন, যে হও সে হও,
তব মুখচন্দ্র হেরি আঘাতিতে নারি,
তব ছবি পূর্ণ মম আপাদ-মস্তক!
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গৌরব সকলি পরিহরি
হৃদিমাঝে স্থান দান ক'রেছি তোমায়;
নাহিক উপায়,
তুমি মোর হৃদয়-ঈশ্বরী!

গুল। (স্বগণের প্রতি)
কর বাদসার কার্য্য,
নিরস্ত কি হেতু?

করিম। (রণেন্দ্রের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ম'শায়, আসুন।
[রণেন্দ্রকে লইয়া গুলসানা, বিষণসিংহ, হামিদ খাঁ
ও করিমের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। গেল গেল, সকলি মজিল,
ছিন্ন ভিন্ন সৎনামার শ্রেণী!
আরে ভীরু সেনাগণ,
পলায়ন কর কি কারণ?

নেপথ্যে। পলাও, পলাও,
নহে ত মোগল—কালান্তক যম।

বৈষ্ণবী। হায় বুঝিলাম এতক্ষণে,
কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট লুণ্ঠিত ধরণীতলে!
(মূর্চ্ছা)

(ফকিররামকে ধরিয়া চরণদাসের প্রবেশ)

ফকির। ছাড়্ পামর, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিস্ নে, তোর নরক হবে। ছাড়্ বর্ব্বর! চরণ—চরণ, তোরে মিনতি ক'র্‌ছি, আমায় বোঝা, এ ছার প্রাণের প্রয়োজন কি? চরণ, তোর হাতে অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর! আর যন্ত্রণা সয় না—আর যন্ত্রণা সয় না!
(মূর্চ্ছা)

বৈষ্ণবী। (উত্থিত হইয়া) পিতা—পিতা,
আছে এখনও উপায়,—
ধরি মুকুট মাথায়,
আমি যাব রণে।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। (স্বগত) নহে একা,
আমি যাব পার্শ্বে তব।
[বৈষ্ণবীর পশ্চাতে পরশুরামের প্রস্থান।

ফকির। (উঠিয়া) চরণ—চরণ, কি আনন্দের দিন! জয়লাভ হ'য়েছে, স্বহস্তে বিধর্ম্মী বাদ্‌সার মুণ্ড ছেদন ক'র্‌বো।

[ফকিররামের বেগে প্রস্থান।

চরণ। (স্বগত) ভয় কি চরণ, আপনার মাথা আপনি কাট্‌বি।

[চরণদাসের বেগে প্রস্থান।

(কয়েকজন মোগল-সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হও, যারে পাও—বধ কর, আহতকে বধ ক'র্‌তে ঘৃণা ক'রো না।

(ফকিররাম ও পশ্চাতে চরণদাসের প্রবেশ)

ফকির। তবে আপনি মরো।

(১ম সৈনিককে অস্ত্রাঘাত, সৈনিকের মৃত্যু, ফকিররামের মূর্চ্ছা)

২য় সৈনিক। তবে রে কাফের!

চরণ। ওঃ, তোমাদের বাপ দাদা ডেকেছে।

[চরণদাসের সহিত যুদ্ধে সৈন্যগণের পলায়ন।

চতুর্দ্দিকে মুসলমান, কোথায় নিরাপদ স্থান, প্রভুকে কোথায় ল'য়ে যাই? সৎনাম! তোমার চরণে ভিক্ষা, গুরুহত্যা না দেখ্‌তে হয়! দোহাই সৎনাম!—দোহাই সৎনাম!—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও! (ফকিররামকে উত্তোলন)

ফকির। চরণ—চরণ, আমি বন্দী হ'য়েছি?

চরণ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

ফকির। দেখ চরণ, তুমি স'রে যাও, আমায় নরকে ল'য়ে যাবে, দেখে তোমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে।

চরণ। প্রভু—প্রভু, দাসের বুকে বজ্রাঘাত ক'র্‌বেন না। ইন্দ্রের আসন আপনার জন্য প্রস্তুত, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসন আপনার জন্য শূন্য, প্রভু, এরূপ দুর্নীত-বাক্য কেন আপনি ব'লছেন?

ফকির। চরণ—চরণ, তুমি তো একদিনের জন্যও আমায় ব্যথা দাও নাই! তবে কেন ব্যথা দিচ্ছ, নরকে যেতে কেন আমায় বাধা দিচ্চ? বলো—বলো, কোথা গেলে আমি শান্তি পাবো বল? নরকে যেতে কেন নিষেধ ক'র্‌ছো? দেখ,—বিষে বিষক্ষয় হয়, তাপে তাপ হরণ হয়; নরকের অগ্নিকুণ্ডে বোধ হয় কিছু শীতল হবো। চরণ, তুমি তো সঙ্গে ছিলে; দেখেছ,—সৎনামীশ্রেণী ভঙ্গ, মুসলমান সৎনামীর পৃষ্ঠে আঘাত ক'র্‌ছে, হাহাকার রবে ভূতলে পতিত হ'চ্ছে! তুমি দেখেছ, আমার হাতে অস্ত্র ছিল, সৎ-নামীর নেতা মুসলমানীর প্রণয়ের অনুরাগী দেখেও তাকে বধ করি নাই—নারকীয় স্নেহে আমায় বদ্ধ ক'রেছিল। চরণ, কৌমারী দেবীর প্রসাদ-মুকুট কেন তোমার শিরে স্থাপন করি নাই। দেখো, বিবেচনা করো, রণেন্দ্রকে বধ করি নাই, নারী-বধে ঘৃণা ক'রে সেই মুসলমানীকে বধ করি নাই, তোমার শিরে মুকুট দিই নাই;—এ মহাপাতকীর স্থান নরক বই আর কোথায়? ভেবো না, নরকে আমার যন্ত্রণা হবে না, কথঞ্চিৎ শান্তি হবে। গেল—গেল—স্বপ্নের ন্যায় ফুরুলো! চরণ, চরণ—আমি কি জাগ্রত? তুমি সত্য-বাদী, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হবে। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নয়?

চরণ। প্রভু, সন্তান অপেক্ষা দাসকে স্নেহ করেন, দাসের মুখ চেয়ে স্থির হোন্‌।

ফকির। চরণ, তোমার কাছে অস্ত্র আছে? আছে—আছে, তুমি হীন নও, আমার মত ভীরু নও, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হয় না, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তুমি মুমূর্ষু হও না। আছে—আছে—তোমার নিকট অস্ত্র আছে।

চরণ। প্রভু, চরণের আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। প্রভু! তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি অস্ত্র ধ'রেছিলে ব'লে অস্ত্র ধ'রেছিলেম। প্রভু, যতক্ষণ না তোমায় নিরাপদ স্থানে ল'য়ে যাই, ততক্ষণ অস্ত্রের প্রয়োজন।

ফকির। তবে মূঢ়! তবে পামর! কেন তুই আমায় মুসলমান-হাত হ'তে উদ্ধার ক'র্‌লি? কেন তুই বিংশতি নরহত্যা ক'রে আমায় নরক-যন্ত্রণা দিলি? তুই দূর হ। চরণ, তোর মনে কি এই ছিল,—এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিবি? চরণ, তোর বাহুতে শত হস্তীর বল, আমায় অস্ত্রাঘাত না করিস্‌, গলা টিপে বধ কর। আমার হাতে অস্ত্র নাই, আমি আত্মহত্যা ক'র্‌তে পারছি না। চরণ—চরণ, সমর জয় হ'য়েছে—সমর জয় হ'য়েছে! এসো—এসো, মহা আহ্লাদের দিন!

[বেগে ফকিররামের প্রস্থান, পশ্চাতে চরণদাসের দ্রুত গমন।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো পুনঃ বিস্মৃতি হৃদয়ে,
অমৃতের ধারা-বরিষণে
স্মৃতি-অগ্নি করহ নির্ব্বাণ!
দারুণ অনল,
তুলনায় চিতানল সুশীতল!
বৃথা নারী করে ধরিলাম অসি,
স্রোতস্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত,
বৃথা উচ্চকুলোদ্ভব নিরীহ যুবক—
উত্তেজিত পাপ মন্ত্রে মম,
প্রাণ দিল এ কাল সমরে।
পিতা, মাতা, স্বদেশী, স্বধর্ম্মী, বন্ধু—
আত্মীয় স্বজন, ভাসিল এ রণস্রোতে!
বৃথা এ বিদ্রোহ।
রাজ রোষানল উদ্দীপনা হেতু,
ছারখার করিতে ভারত,
নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী!
করিলাম মাতৃ-অপমান,
প্রসাদ মুকুট তাঁর দানি হীনজনে।
ধিক ধিক—শত ধিক জীবনে আমার,
না হইল পিতার তর্পণ!
এসো মমতা হৃদয়ে,
যাহে অরি-অস্ত্রাঘাতে হয় প্রাণনাশ।
কোথা মা কৌমারী,
এ কি দণ্ড দাও নন্দিনীরে?
শত্রু অস্ত্র ভঙ্গ হয় কায়,
মৃত্যুরূপী কামান অনল
বিফল নাশিতে অভাগীরে!
নাহি হেন যন্ত্রণা নরকে—
যাহে সমুচিত শাস্তি হয় মম।
যাই যাই- ধরি গিয়ে বাদসার পায়;
ভিক্ষা মাগি করিয়া মিনতি,
নিদারুণ দণ্ডে যাহে তনু হয় নাশ।
এসো এসো—এসো মুসলমান,
শত্রু আমি—শত্রু আমি—
বধ' বধ' শীঘ্র—কেন কর পলায়ন?
এস ত্বরা নাহি ভয়,
নির্ভয়ে করহ অস্ত্রাঘাত;
না করিব অসি সঞ্চালন।
এসো, এসো, এসো রে বিধর্ম্মি,
ধৃত কর—বধহ আমায়।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সম্রাট-সভা

আওরঙ্গজেব ও মন্ত্রী।

আওরঙ্গ। কি কি আজ্ঞা দিয়েছ? হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়েছ? শুনেছি, লক্ষ নর-শির ব্যতীত কাফেরের দেবীর বেদি প্রস্তুত হয় না। লক্ষ লক্ষ কাফেরের শিরশ্ছেদ ক'রে যত পার—মন্দির রচনা করো, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ করো, মুসলমানের নিষ্ঠিবন ত্যাগের স্থান তো চাই। বধ করো—বধ করো, কত হত্যা হ'লো—তার তালিকা দাও।

মন্ত্রী। নফরে অভয় আজ্ঞা দেহ, জাঁহাপনা।
তব কঠিন শাসনে,
উত্থিত বিদ্রোহী-শির এ ভারত ভূমে।
রাজনীতি-বিশারদ স্বর্গীয় আকবর
করিলেন সুনীতি-সঙ্গত যে নিয়ম,
কেন প্রভু কর ব্যতিক্রম?
রাজকার্য্য-সুদক্ষ আকবর মহামতি,
হিন্দুসনে করিয়ে সম্প্রীতি
ক'রেছেন সাম্রাজ্য বিস্তার।
করি তার বিরুদ্ধ-আচার,
কুফল ফলেছে, জাঁহাপনা!

আওরঙ্গ। কি—কি মন্ত্রি, তুমি কি মনে স্থান দিয়েছ, আকবরসার হিন্দু মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতহীন দৃষ্টি ছিল? আশ্চর্য্য! তাঁর রাজনীতি কোনও মুসলমানের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। শুন মন্ত্রি, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করো,—মহামতি

আকবর সা দেখেছিলেন যে, তখনও হিন্দুজাতি মহাবলশালী। সেই জন্য সদ্ভাব ক'রে তাদের বশতাপন্ন ক'রেছিলেন। তুমি যা ব'লেছ, তা সত্য। হিন্দুদের ভুতের ধর্ম্মের প্রতি বড় অনুরাগ; হিন্দুরা সকলই সহ্য ক'র্‌তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আঘাত ক'র্‌লে অস্ত্রধারণ করে। দেখ, আকবর সার কি সুকৌশল! রাজপুতকামিনীগণকে বেগম ক'রে, রাজপুত মানসিংহ দ্বারা বাঙ্গলা হ'তে কাবুল পরাজয় ক'রেছেন। সেই জাতিভ্রষ্টা রাজপুত-কামিনীগণ, মুসলমানকে আলিঙ্গন দান ক'রেও বেগমমহলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন ক'রে ভেবেছে, তথাপি তারা হিন্দু। যদি তিনি কাফের-কামিনী না গ্রহণ ক'রতেন, তা হ'লে রাজপুতনায় জাতীয় বিদ্বেষ জন্মাত না, তা হ'লে হয় তো কাফের রাণা প্রতাপ, রাজদণ্ড মোগল-কর হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'র্‌তো। কিন্তু দেখ, রাজপুতনায় গৃহবিচ্ছেদ হ'লো, হ'ল্‌দীঘাটের যুদ্ধে রাণা একা, আর সকল রাজপুতই আকবরের পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ ক'র্‌লে। মন্ত্রি, তোমার ধারণা, হিন্দুর প্রতি আকবরের স্নেহ ছিল। হিন্দুরা পত্র লেখে দেখেছ কি? পত্র মোড়ক ক'রে ৭৪॥০ লেখে, তার অর্থ কি, জানো? জান না। চিতোর-যুদ্ধে হিন্দুর উপবীত তৌল ক'রে '৭৪॥০ মণ হয়। সেই জন্য হিন্দুরা ইঙ্গিতে তাল্লাক দেয়, মালিক ভিন্ন যে পত্র খুল্‌বে, চিতোর-যুদ্ধে যত হিন্দু নিহত হ'য়েছে, সেই সমস্ত হিন্দুহত্যার পাতকী হবে। ঐ সমস্ত হিন্দুই আকবরের আজ্ঞায় নিহত হ'য়েছিল। আকবর মিছরির ছুরি, তিনি শঠ। আমার সে শঠতা অবলম্বনে প্রয়োজন নাই,—আমি কাফের-ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু। রাজকার্য্যে তাঁকে শঠতা অবলম্বন ক'র্‌তে হ'য়েছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমস্ত কাফেরই পদানত, আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। তিনি যে হিন্দুদের উচ্চপদ প্রদান ক'র্‌তেন, তার অর্থ—হিন্দুরা বশীভূত হোক্, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে। তাঁর সে রাজনিয়ম যদি পিতা বুঝতেন, তা হ'লে আমি তাঁরে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌তেম না, ভ্রাতৃবর্গ হত্যা ক'রে রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তেম না। সাজিহান সা আকবরের রাজনীতি বোঝেন নাই, তাই হিন্দু মুসলমানকে সমান ক'রেছিলেন। যাও, কুণ্ঠিত হ'য়ো না, প্রকৃত মুসলমানের যা কর্ত্তব্য, তোমার বাদসা তাই ক'চ্চে। নতুবা মহম্মদ তাঁর দাসকে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌তেন।

মন্ত্রী। বাদসার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(বন্দী-অবস্থায় রণেন্দ্রকে লইয়া বিষণসিংহ, হামিদ খাঁ, করিম ও গুলসানার প্রবেশ)

আওরঙ্গ। ইনি সৎনামীর সেনাপতি? বসবার স্থান দাও। (গুলসানার প্রতি) বেটি, তুমি সিংহাসনের পার্শ্বে এসো। আপনারাও আসন গ্রহণ করুন। বন্দী ক'রেছেন—এঁর নাম রণেন্দ্র?

হামিদ খাঁ। হাঁ জাঁহাপনা, এঁরই নাম রণেন্দ্র।

আওরঙ্গ। হামিদ খাঁ, বিষণসিং, বুঝলেম,—তোমরা কার্য্যদক্ষ। (করিমের প্রতি) তুমি কে?

করিম। জাঁহাপনা, আমি গুলসানার ভৃত্য।

আওরঙ্গ। ভৃত্য নও, তুমি ওমরাও, তোমার বাদসার আজ্ঞা।

করিম। (মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া) জাঁহাপনা, বাদসার প্রসাদে দাস কৃতার্থ। ভৃত্য বাদসার প্রসাদে মহা গৌরবান্বিত। কিন্তু মিনতি, জাঁহাপনা প্যাগম্বরের প্রিয়পাত্র। আমার এই প্রভুকন্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন, পুনর্ব্বার এঁরে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রদান করুন, তা হ'লেই দাস কৃতার্থ হবে, নচেৎ প্রভু আমায় স্বর্গ হ'তে তিরস্কার ক'র্‌বেন।

আওরঙ্গ। স্থির হও, আর তোমার প্রভুকন্যা নয়, বাদসার দুহিতা;—তার বাদসা-পিতার ন্যায় কৌশল-নিপুণা, তুমি চিন্তা দূর কর,—ওমরাও, তুমি চিন্তা দূর কর। (গুলসানার প্রতি) ব'সো মা।

গুল। ময়ূর-সিংহাসন দাসীর যোগ্য নয়।

আওরঙ্গ। হুঁ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তোমার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ হয় নাই, কেমন—না?

গুল। হাঁ জাহাপনা! (স্বগত) হৃদয়, স্থির হও! উপায় নাই, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। প্রাণ-বিসর্জ্জনে তোমায় শাস্তিদান ক'র্‌বো!

আওরঙ্গ। হুঁ, ম'র্‌বে—ম'র্‌বে, কে ম'র্‌বে? রণেন্দ্র। হুঁ! এসো হামিদ, এসো বিষণ! ম'র্‌বে, ম'র্‌বে—সৎনামীর সেনাপতি ম'র্‌বে, কেমন? যোদ্ধা—আমি যোদ্ধা ভালবাসি। তোমাদের নিকট পিস্তল আছে। দেখ, নিরস্ত্র বীরপুরুষকে বধ করা ভাল নয়, কি বল? এসো,

আমরা তিনজনেই এক সময়ে গুলী নিক্ষেপ করি, তা হ'লে কার গুলীতে প্রাণত্যাগ ক'রেছে, তা নির্ণয় হবে না, সুতরাং নিরস্ত্র যোদ্ধৃহত্যা আমাদের কারো দ্বারা হবে না। কি আজ্ঞা করেন সৎনামীর সেনাপতি? নীরব কেন? আপনি তো ভীরু নন!

রণেন্দ্র। (গুলসানার প্রতি) শোন, তুমি যে হও, আমার মৃত্যু দেখো, এই আমার প্রার্থনা। যদিচ বার বার ফকিররাম প্রভু আমায় সতর্ক ক'রেছেন, যদিচ বার বার তিনি তোমায় শত্রু ব'লে, আমায় তোমা হ'তে দূরে অবস্থান ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছেন, তথাপিও মৃত্যুকালে আমার ধারণা হ'চ্ছে না, তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী নও। দেখ, এখনও তোমার বদনে, নয়নে, হাবভাবে—আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ আসক্তি বোধ হ'চ্ছে। কি জানি কেন?—এখনও আমার মনে হয় যে, তুমি সত্য সত্যই হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছ, এখনও মনে হয়, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—তুমি আমার পত্নী। কি জানি কেন?—ছিঃ ছিঃ, মনের এ কি বিষম ভ্রম!

গুল। ভ্রম নয়—সত্য, স্বর্গে তোমার চরণে নিবেদন ক'র্‌বো।

রণেন্দ্র। (বাদ্‌সার প্রতি) যবন, আমি প্রস্তুত।

আওরঙ্গ। যবন—যবন! (সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি) আমার পিস্তলে গুলী ভরা আছে, আপনারা প্রস্তুত?

বিষণ। জাঁহাপনা, এরে বন্দী ক'রে রাখুন, বধ ক'র্‌বেন না।

আওরঙ্গ। রাজপুতবীর, পার্ব্বতীয় মূষিক শিবজীর ন্যায় তা হ'লে কাবের পলায়ন ক'র্‌বে। ইনি পুনর্ব্বার হিন্দু-সৈন্যের নেতা হ'লে বোধ হয় নিরস্ত্র আর এঁরে বন্দী ক'র্‌তে পার্‌বেন না। শত্রু-সংহারই প্রয়োজন, কি বলেন? হিন্দু-সেনাপতির কি আজ্ঞা?

রণেন্দ্র। যবন, তোমার নারকীয় হৃদয়ে পরিহাস আসে, এ আমার ধারণা ছিল না।

আওরঙ্গ। আজ্ঞে না, পরিহাস নয়। ভারতবর্ষের সম্রাট্ বীরত্বের গৌরব জানে, নচেৎ স্বহস্তে তোমার প্রতি গুলী নিক্ষেপ ক'র্‌তে সঙ্কল্প কর্‌তো না। বিষনসিং, হামিদ খাঁ, আমি প্রস্তুত— তোমরা প্রস্তুত হও। তিনবার বাদসা পদশব্দ ক'র্‌লে, শত্রুর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হবে। এক—দুই—তিন—

(আওরঙ্গজেব, বিষণসিং ও হামিদ খাঁ তিনজনের একসঙ্গে গুলী নিক্ষেপ ও রণেন্দ্রের পতন ও মৃত্যু)

গুল। প্রাণনাথ, মার্জ্জনা করো, আমি সত্যে আবদ্ধ। সত্যভঙ্গ তোমারই শাস্ত্রে নিষেধ। সত্য পালন ক'রেছি, স্বর্গে তোমার পদ-সেবায় অধিকার দিও। (আওরঙ্গজেবের প্রতি)

প্রতিশ্রুত জাঁহাপনা, দাসীর নিকটে,
যা চাহিব—করিবে প্রদান।
দেহ মোরে স্বামী সৎকারের অধিকার।
হে বিষণ সিং, হিন্দু তুমি,
আছে তব হিন্দু-ভৃত্যগণ,—
লইতে শ্মশানভূমে স্বামীরে আমার—
আজ্ঞা দেহ তব ভৃত্যগণে।
জাঁহাপনা, বিদায় মাগিছে তব দুহিতা চরণে;
হিন্দুর নিয়মে হব স্বামী-সহগামী।
জাঁহাপনা, দুহিতা বিদায় মাগে পায়।

আওরঙ্গ। সত্যই প্রতিশ্রুত—সত্যই প্রতিশ্রুত, কপটতা ছিল না, কপটতা ছিল না। ভাল, যাহা অভিরুচি! নারী-চরিত্র—নারী চরিত্র! সকলই বিপরীত ভাবপূর্ণ! বোধ হয়, সমস্ত হিন্দুললনা কৃতসঙ্কল্প হ'লে ভারত-সিংহাসনে হিন্দু উপবেশন করে। রমণীর সকলই বিচিত্র, আওরঙ্গজেবের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত! ম'র্‌বে—কাফেরের সঙ্গে ম'র্‌বে। (করিমের প্রতি) দেখ ওমরাও, তোমার প্রভুকন্যাকে বধ ক'রবার ইচ্ছা হ'চ্ছে? বাদসার হুকুমে নিরস্ত হও। দেখ—দেখ, নারী-চরিত্র শেষ পর্য্যন্ত দেখ, একটা জ্ঞান লাভ হবে। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, কোরাণের বাক্য, সে বাক্য সফল হবে।

গুল। জাঁহাপনা, বিদায়! প্রাণেশ্বর, স্থান দাও পায়।

(রণেন্দ্রের চরণতলে গুলসানার পতন ও মৃত্যু)

আওরঙ্গ। (করিমের প্রতি) ওমরাও, তোমার অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করে নাই, প্রাণত্যাগ ক'রেছে।

করিম। হায় কারতলফ খাঁ, তোমার কন্যার ভার কেন এ অধমকে দিয়েছিলে? স্বর্গ হ'তে দেখ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া করিমের মৃত্যু)

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। যবন, আমিই প্রধান বিদ্রোহী। কারে

ইঙ্গিত ক'চ্ছ ? আমার প্রেমশূন্য হৃদয়, কেউ আমার নিকটে আস্তে সাহসী হবে না। আমার হৃদয়-তাপ—কালানল সম আমার লোমকূপ হ'তে বহির্গত হ'চ্ছে। আমার চতুর্দ্দিকে অনল, আমায় কেউ আবদ্ধ ক'র্‌বে না। ভয় ক'রো না, আমি দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে তোমার নিকট এসেছি।

আওরঙ্গ। আমি ইঙ্গিত করি নাই। তোমার মনোভাব আমি সকলই বুঝেছি। তোমার সম্প্রদায় ছিন্ন, তুমি আশাশূন্য, হৃদয়ের শান্তির জন্য মুসলমানের শাস্তি গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছ। আমি বুঝেছি, নইলে ভারতবর্ষের সিংহাসন কিরূপে বা আমার অধিকৃত ! অবশ্যই তোমাকে গুরুতর দণ্ড দেবো। আমার বৃত্তিভোজী অনেক বৈজ্ঞানিক, মহা কষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয়, তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত। কিয়ৎপরিমাণে তারা কৃতকার্য্যও হ'য়েছে। অনাহারে মৃত্যু, দেহ হ'তে চর্ম্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা প্রদান, অনিদ্রায় জীবন নাশ করণ, এ অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টকর-মৃত্যু তারা আবিষ্কার ক'রেছে। কিন্তু তোমার প্রতি কষ্টকর মৃত্যু-আজ্ঞা দেব না। তুমি সত্যবাদিনী, আমি তোমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিলে, বল—সত্য বল, যারে যবন বল—সে ভারতবর্ষ শাসনের উপযুক্ত কি না ? আমার আজ্ঞায় তুমি যথা-তথা ভ্রমণ কর। তোমার নিমিত্ত অট্টালিকা প্রস্তুত, তোমার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজকোষ মুক্ত, যত বিলাস ইচ্ছা, তুমি ভোগ কর, কেবল হিন্দুদের উত্তেজনাকারিণী শক্তি তোমার হরণ ক'র্‌লেম। দেখ, তোমার বাহুতে বল নাই। তুমি যথায় যাবে, বাদ্‌সার দূত তোমার সঙ্গে থাক্‌বে, কোন হিন্দুকে আর তুমি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত ক'র্‌তে পারবে না।

বৈষ্ণবী। তোমায় সেলাম ক'চ্ছি, জানু পেতে তোমায় জাঁহাপনা স্বীকার ক'চ্ছি, আমার প্রাণদণ্ড করো। স্বহস্তে আত্মহত্যা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, অসি হস্তচ্যুত হয়। বাদ্‌সা, জাঁহাপনা, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা দাও।

আওরঙ্গ। না সুন্দরি ! যদি সম্ভব হ'তো, যদি তুমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করতে, তুমি আমার প্রধানা বেগম হ'তে ; কিন্তু তা সম্ভব নয়। তোমার কি দণ্ড, তা আমি আপনার প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। শুনবে ?—যখন পিতাকে বন্দী ক'র্‌বার কল্পনা করি, যখন জ্যেষ্ঠ দারাকে পরাজয় ক'র্‌বার মানস করি, তখন একবার মনে হ'লো, যদি কৃতকার্য্য না হই ! ভাব্‌লেম, তাতে ক্ষতি কি ? যদি বন্দী হই, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা হবে, নর কল্পনায় যাতে কঠোর মৃত্যু হয়, সেই আজ্ঞা হবে ; তাতে ভয় কি ? তুমি হিন্দু, জানো—আত্মা দেহ নয়, দেহ মৃত্তিকা মাত্র। কোরাণের উক্তিও তদ্রূপ। জেনেছিলেম, আমি দেহ হ'তে স্বতন্ত্র। যখন দেহ পীড়িত হবে, আমি স্বতন্ত্র হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌বো, আমার আঘাত লাগ্‌বে না। সুন্দরি, দেহ-আত্মার প্রভেদ তোমারও অনুভূত। যতদিন দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকো, ততদিনই তোমার যন্ত্রণা ; দেহনাশে তুমি যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হবে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে, স্বচক্ষে—স্বদেশী, স্বধর্ম্মীর পীড়ন দেখ, তোমার এই শাস্তি। "জিজিয়া" কর পুনর্ব্বার সংস্থাপিত দেখ।

বৈষ্ণবী। ওই ওই বিমানচারিণী,
ময়ূরবাহিনী, শক্তি সঞ্চারিণী
আবাহন করেন কন্যায় ;
ওই অট্টহাস, দিক্ সুপ্রকাশ,
ওই ভীমা রণাঙ্গনা, ওই পরাৎপরা,
ওই হাস্যাধরা, ওই ওই মধুরভাষিণী
আবির্ভাব নন্দিনীর তরে।
লহ মাতা, তাপিতা দুহিতা।
শুন শুন জননীর ভবিষ্যৎ-বাণী,—
আরে হিন্দু-পীড়ক যবন,
এবে তব রাজ্যমাঝে বণিক্ যে জন,
বংশনাশ হবে তব সেই শ্বেতকরে।
ওই মাতার সঙ্গিনী, ওই মহা প্রভাবশালিনী,
ভুবনমোহিনী সিতাধরা,
সাগরতরঙ্গ মাঝে বিরাজিতা বামা,
শ্বেতপুত্রগণে সুবেষ্টিতা !
নেহার যবন, ওই তব বংশহন্তা শ্বেত বীরগণ,
মাতার সঙ্গিনী শ্বেতাম্বুজা সরোজ অঙ্গিনী,
বীর্য্যবলে ভারত করিবে অধিকার।
যতদিন কামিনী-কাঞ্চন,
হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন,
না বরিবে দীন ভ্রাতৃসেবা,—
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বরনিকর

রবে সবে পরাধীন—বিধর্ম্মী-কিঙ্কর !
যাই, যাই, যাই গো জননি !

(পতন ও মৃত্যু)

আওরঙ্গ। বিষণ সিংহ, তুমি হিন্দু-প্রথামত এদের সংকার করো। যে হিন্দু এ কার্য্যে যোগদান ক'র্‌বে, সে বিদ্রোহী হ'লেও কেউ না তারে ধৃত করে। এই আমার মোহরাঙ্কিত হুকুমনামা গ্রহণ করো। আমি স্বয়ং মন্ত্রীকে রাজ্যে ঘোষণা দিতে আজ্ঞা দিচ্ছি। (হামিদ খাঁর প্রতি) হামিদ, এই ওমরাওর অন্তিম কার্য্য তোমার উপর ভার। (স্বগত) শ্বেতনারী ভারতের ভবিষ্যৎ অধিকারিণী! সত্য—সত্য,—আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে সত্য; কাফের-নন্দিনী সত্য-বাদিনী।

[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

হামিদ। নারী-চরিত্র অতি অদ্ভুত!

বিষণ। হ্যাঁ খাঁ সাহেব, নারী-চরিত্র দেবতারাও অবগত নন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্মশান-পথ

সোহিনী ও যুবতীগণ।

যুবতীগণ।— (গীত)

রবি শশী তারকা উঠ'না গগনে,
আঁধার আবর' পুণ্য-নিকেতনে,
মগনা অবীনা রোদনে !
কৌমারী চিরসঙ্গিনী, ধরাতলে হেমাঙ্গিনী,
রণশ্রান্ত রণ-রঙ্গিণী;
পতিত বিজয়-ধ্বজা পতাকাধারিণী সনে ॥
বিফল এ বীরব্রত, বিফল শোণিতস্রোত,
ঘোরা নিশা, গৌরব বিগত,
শ্মশান এ পুণ্যধাম, বিলুণ্ঠিত বীরগণে ॥

১মা যুবতী। (সোহিনীর প্রতি) কোথায় যাও—কোথায় যাও?

সোহিনী। আমার যাবার জায়গা আছে, আমার মনের মানুষ আছে;—কোথায় যাই, দেখ্‌বি আয়। এ দারুণ জ্বালা, এ দারুণ জ্বালা! তার কাছে না গেলে এ জ্বালা নিব্‌বে না!

[সোহিনীর প্রস্থান।

২য়া যুবতী। ভাই, আমরা এখন কি ক'র্‌বো?

১মা যুবতী। কেন? যে কাজ ক'চ্ছি! যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন মোগলের অনিষ্ট ক'র্‌তে নিরস্ত হবো না।

২য়া যুবতী। চলো, দেখি বৈষ্ণবী কোথায়? বীরবালা আবার সৈন্য সৃজন ক'র্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

(রণেন্দ্র ও গুলসানা এক চিতায় শায়িত
ও অপর চিতায় বৈষ্ণবী)

বিষণ সিংহ ও হিন্দু সৈন্যগণ।

বিষণ। হায় হায়! স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌লেম! হায় মাতৃভূমি, আমার কি পরিত্রাণ আছে?

জনৈক সৈন্য। মা ভারতভূমি, সামান্য বেতনের জন্য বিধর্ম্মীর পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ করি। স্বজাতি, স্বধর্ম্মী, পিতা, ভ্রাতার প্রতি গুলী নিক্ষেপ ক'রে মুসলমানকে জয়-সংবাদ প্রদান করি। সে সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত বিধর্ম্মীরা হয় তো হিন্দু মাতা, হিন্দু পত্নী, হিন্দু দুহিতার বলাৎকারে প্রবৃত্ত। সে সময় 'জয় হ'য়েছে' ব'লে উল্লাস করি, আপনাকে বীর ব'লে গণ্য করি। মা গো, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যতীত সুজলা সুফলা ভারতভূমি দীনহীনা কেন হবে!

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। শুন শুন,
মমতাবিহীন এই শ্মশান-প্রান্তরে
হিন্দুপুত্র যেই জন আছ উপস্থিত,
শুন মম কলুষিত চিত্তের আখ্যান!—
যেই বিমলা বৈষ্ণবী,
হের চিতায় শায়িত,

ভগ্নী বলি সম্ভাষণ করিতাম তারে ;
কিন্তু কলুষ-অন্তরে কাম-তৃষা আছিল প্রবল,
সে চারু বদন, বারেক চুম্বন,—
শয়নে স্বপনে মম ধ্যান।
শায়িত চিতায়, তবু প্রাণ চায়—
দৃঢ় পাশে করি আলিঙ্গন।
প্রায়শ্চিত্ত জান কেহ এ হিন্দুসমাজে ?
প্রায়শ্চিত্ত নাহি মম !
কিন্তু তবু নরকের ডরে,
বাসনা না হয় দূর পিপাসী অন্তরে।
কর' বৈষ্ণবীর চিতা প্রজ্বলিত,
প্রায়শ্চিত্ত করিবে অধম।
অগ্নিদেব, প্রজ্বলিত তুমি,
পার যদি কর তুমি বাসনা হরণ !
মৃতদেহে দানি আলিঙ্গন,
করি বদন চুম্বন,
হয় যদি হয় হোক তৃপ্ত এ বাসনা !

(বৈষ্ণবীর চিতায় ঝম্প প্রদান)

(ফকিররাম, চরণদাস, রঘুরাম, সোহিনী ও সৎনামী-যুবা ও যুবতীগণের প্রবেশ)

ফকির। চরণ চরণ, দেখ দেখ, সৎনামী পুড়্‌ছে নয় ? দেখ, যদি ম'র্‌তে হয় ম'রে', গুরুর সৎকার ক'রে ম'রো। এই দু'টো চিতা জ্ব'ল্‌ছে, যেখানে হোক্, একটায় আমায় টেনে ফেলে দিও,—সকলেই আমার সন্তান। শ্মশান বড় মায়াশূন্য স্থান, এখানে লজ্জা-ঘৃণা নাই, আমায় একপার্শ্বে স্থান দেবে। চরণ, কুণ্ঠিত হ'য়ো না, তোমার গুরু আত্ম-হত্যা করে নাই। সৎনাম আমায় নরক-যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ দিচ্ছেন। চরণ, বিদায় দাও। (পতন ও মৃত্যু)

সোহিনী। তোমায় আমি চিরদিন ভালবাস্‌তেম ; কিন্তু ধনের লোভে তোমার কথা না শুনে কুপথগামিনী হ'য়েছিলাম, সেই হ'তে তুমি আমার পানে ফিরে চাও নাই। তুমি ব'লেছ, আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, তবে আর পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে লও। (পতন ও মৃত্যু)

চরণ। প্রভু, আমি রোদন ক'র্‌বো না, তোমার সৎকার ক'রে আমি শিখ-সম্প্রদায়ে মিলিত হবো। যদি একজনও বিধর্ম্মী বধ ক'র্‌তে পারি, আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় স্বর্গ হ'তে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে। মোগল-অনুগত হিন্দু! কেউ আমার গুরুদেবের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না, আমি স্বহস্তে আমার গুরুদেবের সৎকার ক'র্‌বো।

২য়া যুবতী। সই, আমরা কেন আর বিলম্ব করি, রাজপুত-বালারা চিতারোহণ করে ;—এসো, বৈষ্ণবীর সাথী হই।

১মা যুবতী। না, তাতে বৈষ্ণবী ক্রুদ্ধা হবে। প্রভু-ভক্ত বীরবর চরণ আজ হ'তে আমাদের নেতা। মোগল-হত্যা সঙ্কল্প ক'রে অস্ত্র ধ'রেছি, প্রাণত্যাগে সে অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌বো। আমরাও শিখ সম্প্রদায়ে মিলিত হবো।

রঘুরাম। বৈষ্ণবী, তোমার উপদেশে আমি প্রেম বর্জ্জন ক'রেছি ; যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছ, আমার মৃত্যু-ভয় নাই। আমি চরণের অনুগামী হ'লে, অন্তকালে তুমি আমার সঙ্গে হেসে কথা কইবে।

১মা যুবতী। হে যুবকবৃন্দ, মাতৃভূমির নিমিত্ত সকলে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছ। শোন, এখনও ভারতের আশা আছে ;—পাঞ্জাবে শিখ সৈন্য মাতৃভূমির উদ্ধারে ব্রতী, আমরা তাদের সহিত মিলিত হই, সৎনামের কথঞ্চিৎ কার্য্য হবে। হায় মহারাষ্ট্র, যদি 'বর্গী' নামে না বিখ্যাত হ'তে, যদি হিন্দু সন্তানসন্ততি তোমার আগমনে দস্যু ব'লে না পলায়ন ক'র্‌তো, যদি রাজপুত বিরোধী না হ'তে, শিখসৈন্যে সম্মিলিত হ'য়ে মোগল-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌তে, যদি এই সৎনামী বিগ্রহে সহায় হ'তে,—হিন্দুস্থান হিন্দুর হ'ত !!

(সমবেত সঙ্গীত)

জ্বলে সোনার কায়া বিমল সুকোমল,
সোনার বরণ তাইতে চিতানল,
বিমল শিখায় দিশা সমুজ্জ্বল।
জন্মদা মাতার নাইতো কিছু আর,
মরমের সুসার, চিতানলে দিছি উপহার ;
নিবেছে সকল, নিব্‌বে চিতানল,
অনলে খোদা গাথা হৃদয়ে রবে কেবল।

যবনিকা

দশম ভাগ সমাপ্ত।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্মজীবন—কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সংবাদপত্রের মন্তব্যঃ—

১। "গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি; অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

২। "*** আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই জীবনীখানি লিখিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।"

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। (৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

৩। "*** গিরিশের কবি-জীবন ও কর্ম্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। তাই অবিনাশচন্দ্রের এই "গিরিশচন্দ্র" পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন করিয়া গিরিশ-আলোচনার সকল পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৪। "গিরিশবাবুর শেষ পনর বৎসরের ঘটনা অবিনাশবাবুর চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, আর তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশবাবুর লিখিত গিরিশবাবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। * * * গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা দোষ তাহাও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনিই গিরিশচন্দ্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * * * অবিনাশবাবুর সরস ও সরল গুছান লেখার ফলে ইহা যেন আরও উপন্যাস হইয়াছে। * *"

বঙ্গবাণী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

৫। "* * * গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রখানি আলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থকারের বহুবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাঁহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের জীবন চরিত-বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ নাই। * * * গ্রন্থকারের ভাষার স্বচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর সরসতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৬। "*** কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই যে মানুষের পরিচয় দেওয়া যায় না, ইহা জীবনী-রচয়িতারা ভুলিয়া যায়। অবিনাশবাবু যে তাহা ভুলিয়া যান নাই, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের কথা সত্যসত্যই অদ্ভুত, এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে নিহিত, লেখক উহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে, গিরিশের পরিচয় তাঁহারা জানেন না, আমাদের অনুরোধ, অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁহারা অন্ততঃ ধার করিয়া লইয়া একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ গৃহে এই পুস্তক আদৃত হোক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

৭। "* * * অবিনাশবাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া কিন্তু যথার্থই তৃপ্তি পাইলাম। গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাশবাবুর তাহা ত আছেই, তাহা ছাড়া তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথা পরম সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। * *"

বাঙ্গালার কথা, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৮। "* * গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বচর। * * অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হন নি, এই বিরাট গ্রন্থখানি সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরী আছে বটে—কোন পাথর উল্টাতেই তিনি বাকি রাখেন নি।"

নাচঘর, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৯। "* * * However, what it is, at present, in one word, Abinash Babu's "Girish Chandra" is an encyclo- a of informations about the Bengali Stages and its father. Every Bengalee should have a copy of this in his private Library."

The Amrita Bazar Patrika, 8th January, 1928.

১০। "* * * The author was one of the close followers of the great master and has thus been able to write it with an almost Boswellian thoroughness and accuracy. * * It is a very great book and will more than repay perusal." Forward, 27th May, 1928.

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।